The motion of Dr. Ranendra Nath Sen that in clause 3, lines 1 and 2, the words "and for a period of ten years thereafter" be omitted, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—54.

Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bera, Sj. Sasabindu
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhagat, Sj. Mangru
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Ganguli, Sj. Amal Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Ramanuj
Hansda, Sj. Turku
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Majhi, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mondal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Mitra, Sj. Satkari
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Roy Choudhury, Sj. Khagendra Kumar
Sen, Sj. Deben
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan

NOES—139.

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Monilal
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Bouri, Sj. Nepal
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Sj. Byomkes

Sj. Ganesh Ghosh: Sir, I beg to move that for clause 5(2)(b), the following be substituted, namely:—

"(b) The President of the West Bengal Medical Council, ex-officio."

Sir, I also beg to move that in clause 5(2)(e), line 2, for the words "nominated by the Vice-Chancellor" the words "elected by the member of the Faculty of Medicine" be substituted.

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি ডাক্তার রায়কে জিজ্ঞাসা করছি যে যেখানে ভাইস-চ্যান্সেলর নমিনেট করবে সে জায়গায়

Elected by the members of Faculty in Medicine.

ইলেকটেড হয়ে আসুক এটাই বলতে চাই। ইলেকটেড হলে কি অসুবিধা হবে আর নমিনেটেড হলেই বা কি সুবিধা হবে সেটা যেন তিনি বুঝিয়ে দেন। তিনি ডেমোক্রেসীর কথা বলেন অথচ এখানে সে জিনিস করছেন না। কথা শুনে ডাঃ রায় হাসছেন—

Mr. Speaker:

আপনিও তো হাসছেন।

Sj. Ganesh Ghosh:

উনি হাসছেন বলেই হাসছি।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আমার ঐ মুদ্রাদোষ।

Sj. Ganesh Ghosh:

এই হল আমার কথা নমিনেশনের বদলে

Elected by the members of Faculty of Medicine.

করা হোক। এ সম্বন্ধে যদি কোন যুক্তি থাকে এবং ডাঃ রায় আমাদের দেন তা শুনলে খুসী হব।

Dr. Golam Yazdani: Sir, I beg to move that in clause 5(2)(f), line 1, after the words "four persons" the words "two of them being non-medical men" be inserted.

স্যার, এখানে যা রয়েছে 'ফোর পার্সনস' সে জায়গায় আমি 'টু অফ দেম বিইং নন-মেডিক্যাল-ম্যান' এ কথাটা বসাতে চাচ্ছি। আমার কথাটা বলবার উদ্দেশ্য হল, সেখানে যেসমস্ত কমিটিতে লোক নেওয়া হচ্ছে সবই প্রায় মেডিক্যাল ম্যান এবং একটি ইনস্টিটিউশন চালাতে গেলে শুধু মেডিক্যাল ম্যান নয়, এড্‌মিনিস্ট্রেশনএর দিক থেকে নন-মেডিক্যাল ম্যানএর মধ্যে বহু এফিসিয়েন্ট ম্যান রয়েছে—এমন লোক রয়েছে যারা পাবলিক হেল্থ ইত্যাদিতে ইন্টারেস্টেড এবং তাদের উপর সকলেরই বিশ্বাস রয়েছে। শুধু মেডিক্যাল ম্যান না নিয়ে ঐ রকম লোকও নেওয়া হোক। এরকম লোক নেওয়া হোক যা'র উপর পাবলিকএর বিশ্বাস আছে, ফেথ আছে।

Dr. Ranendra Nath Sen:

এই যে ক্লজ ৫এর দ্বিতীয় ধারায় যে ব্যাপারগুলি আছে এই নমিনেশনএর উপর ডাঃ রায়ের এত প্রীতি কেন? একটু ইলেকশনএর দিকে যান! এখানে একদিন ডাঃ রায় রেগে গিয়ে বলছিলেন—পিপলএ বিশ্বাস নাই ডেমোক্রেসীর কথা বলছেন! আমি তাঁকে একটু স্মরণ করিয়ে দিই, এই হাউসএ একদিন তিনি গোয়েবলসের কথা বলেছিলেন, আমি আজকে তার এই ডেমোক্রেসী ও ইলেকশনএর প্রতি রাগ দেখে মনে করিয়ে দিই গোয়েরিংএর কথা। ডেমোক্রেসীর কথা শুনলে গোয়েরিং বলতেন—

wherever I hear of democracy I look for my gun.

আমি আজ ডাঃ রায়কে বলি যে তিনি একটু গোয়েরিংএর পথ, নমিনেশনএর পথ ছেড়ে দিয়ে, যাতে ছাত্রশিক্ষক সকল লোকের এর মধ্যে স্থান হয়, তার ব্যবস্থা করুন।

[3-50—4 p.m.]

Sj. Ganesh Ghosh:

স্যার, ডাঃ রায় কি যেটা ইন্ট্রোডিউসড হল সেটার সম্পর্কে বলছেন।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

যেটা আমাকে দেওয়া হয়েছে।

Sj. Ganesh Ghosh:

সেটা অন্যটা—

The Hon'ble Iswar Das Jalan: You say fresh electoral roll should be prepared; but if adult franchise is given no fresh electoral roll will be necessary; the present Legislative Assembly electoral roll will be used for municipal elections also. Therefore, the language of the Bill is not suitable.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay: Has the Minister any doubt about the introduction of the adult franchise?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: I cannot pre-suppose the decision of the Committee.

The motion of Sj. Rabindra Nath Mukhopadhyay that leave be granted to introduce the Bengal Municipal (Amendment) Bill, 1958, was then put and a division taken with the following result:—

[The board indicated secret voting]

AYES—54.

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Bindabon Behari
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bera, Sj. Sasabindu
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhagat, Sj. Mangru
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Bose, Sj. Jagat
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Das, Sj. Natendra Nath
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Ganguli, Sj. Amal Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Ramanuj
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Mondal, Sj. Bijoy Bhusan
Mondal, Sj. Amarendra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Rai, Sj. Deo Prakash
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Sen, Sjta. Manikuntala
Sengupta, Sj. Niranjan
Taher Hossain, Janab

NOES—89.

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Bouri, Sj. Nepal
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Mr. Speaker, Sir, may I only point out that the section which allows the landlord to submit a statement giving the details of lands he wants to retain—that section is not amended and is not the subject-matter of discussion.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 2, line 3, for the words "four years" the words "three years and six months" be substituted, was then put and lost.

The question that Clause 2 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 3

Sj. Chitto Basu: Sir, I beg to move that in clause 3, line 2, for the words "nine months" the words "twelve months" be substituted.

বলবার কিছু নেই। এই কথা মাত্র বলছি যে, ইনস্টেড অব নাইন মান্থস, টুয়েলভ মান্থস করা হোক। তিন মাস আরও বেশি সময় চাই।

Sj. Bhupal Panda: Sir, I beg to move that in clause 3, line 2, for the words "nine months" the words "twelve months" be substituted.

স্পীকার মহাশয়, আপনি ইতিমধ্যে খোঁজ নিলে জানতে পারবেন গ্রামাঞ্চলে বেনামী সম্পত্তি হচ্ছে, তার ফলে নানারকম কমপ্লিকেশন অ্যারাইজ করছে। সেই কমপ্লিকেশনএর দিক থেকে ভাগচাষীর অ্যাকচুয়াল পজেসনএ যে জমি ছিল সেই ভাগচাষীকে নূতন মামলায় এভিক্ট করের জন্য নূতনভাবে চক্রান্ত চলছে। সেক্ষেত্রে আমরা দেখছি ৫(১) ধারায় এনকোয়ারির ডিলে হচ্ছে, এই ডিলে হবার ফলে ইতিমধ্যে ভাগচাষীর পজেসনএ যে জমি ছিল, তা বেনামীতে রাখবার জন্য সে এভিক্টেড বাই দি ওনার। রেভেনিউ অফিসারদের সঙ্গে আমরা পারসোনালি আলোচনা ক'রে দেখেছি তাঁরা যেভাবে করতে চান ততক্ষণে দেখব যে, এদের হাত থেকে তা চলে গিয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত গভর্নমেন্ট পার্টিকুলার কেসগুলি না দেখছেন ততক্ষণ এদের কোন সুবিধা হবে না।

আর একটা সিচুয়েশন ডেভেলপ করেছে, সে সম্পর্কে বলতে চাই যে, সরকারের খাসে যে জায়গা আসছে সেই জায়গাগুলি নূতন বন্দোবস্ত যাঁরা দিচ্ছেন তাঁরা সেই পুরানো চাষীকে না দিয়ে নূতনভাবে ইয়ারলি কন্ডাক্ট করা হচ্ছে। এখন এই পুরানো চাষীকে দেওয়া বাধ্যতামূলক নয় ব'লে এবং নূতন নূতন ভাগচাষীকে দেয় ব'লে এখন নিউ কমপ্লিকেশন অ্যারাইজ করছে। এভাবে একই ভাগচাষীকে বার বার না দিয়ে ইয়ারলি কন্ডাক্ট করাতে ভাগচাষীরা একটা অনিশ্চিত অবস্থায় এসে দাঁড়াচ্ছে। এ অবস্থায় ভাগচাষীরা রক্ষা পেতে গেলে তিন মাস কাল এক্সটেন্ড হ'লে পর তারা টাইম পাবে—তারা নিজেদের রেকর্ড করাতে পারবে। তা ছাড়া আপনি জানেন গ্রামাঞ্চলে এসব জিনিস ব্যাপকভাবে প্রচারিত নয়। ল্যান্ড কতখানি পারমিট করছে তা তারা জানে না, হয়ত অনেকে টাইম চলে গিয়েছে মনে ক'রে চেষ্টাই করে না। আর ইউনিয়ন বোর্ড এসব সার্কুলেশন করে না, সার্কুলেশন করা তাদের কাজও নয়, দায়িত্বও নয়। সেজন্য আমি মনে করি তিন মাস এক্সটেনশন হ'লে পর তারা সময় পাবে এবং যারা ডিপ্রাইভড্ হ'তে যাচ্ছে তাদের অধিকার রক্ষিত হবে।

Sj. Apurba Lal Majumdar:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমার যে অ্যামেন্ডমেন্ট তাতে আমি নাইন মান্থসএর যায়গায় এক বছর করছি। কেন করছি, গত বছর যখন এই আইনটা উঠেছিল তখন আমরা তিন মাসের জায়গায় ছ' মাসের অ্যামেন্ডমেন্ট দিয়েছিলাম এবং আমাদের রাজস্বমন্ত্রী মহাশয় তখন সেটা অ্যাকসেপ্ট করেছিলেন। আমি এবারও অনুরোধ করব, বিমলবাবুকে বিশেষভাবে, যেন তিনি এই অ্যামেন্ডমেন্টটা নিয়ে নেন। কেন নেবেন যুক্তি হিসেবে বলা দরকার যে, বিশেষভাবে দেখা গেল, যখন জমিদারদের ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন উঠল যখন তাঁরা "বি" ফরমএ কোন কোন

সহরের স্বাস্থ্যোন্নতির দিকে লক্ষ রাখা উচিত। এবং প্রয়োজন হলে হাট-ওনার্সদের অর্থ-সাহায্য করা দরকার। লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি খরচ না করে যেখানে ২।৪ হাজার টাকা দিলেই উন্নতি সম্ভব সেখানে তাকে সাহায্য করা উচিত। এর সংগে সংগে আরেকটা কথা বলব— ঠিকা প্রজা আইনে এই হাট-ওনার্সরা এমন অসুবিধার মধ্যে রয়েছে যে তার পক্ষে সম্ভব নয় যে এই জায়গায় কিছু ইন্ভেস্ট করে উন্নতি করতে পারে। আরো একটা কথা সরকারের ভাবা দরকার, রিফিউজিদের জন্য যে যে জায়গায় বাড়ি তারা তৈরী করেছেন সেই সমস্ত বাড়ির সংলগ্ন জমি......

[At this stage the honourable member having reached his time limit resumed his seat]

Sj. Niranjan Sengupta:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, সরকারের তরফ থেকে যে বিল আনা হয়েছে বর্তমানে তা শুধু কলকাতায় সীমাবদ্ধ। এটা ঠিক যে বস্তী উন্নয়নের চেষ্টা বস্তিবাসীদের জীবনে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ আনা—এটা সমর্থনযোগ্য। কিন্তু যে কথাটা আমি জালান সাহেবকে বলছি সে-কথাটা হচ্ছে কলিকাতার ঠিক আশেপাশে এবং কলকাতার বাইরে ব্যারাকপুরে এবং অন্যান্য শিল্পাঞ্চলে ও হাওড়ায় যে বস্তীগুলি রয়েছে সেই বস্তীগুলি সম্পর্কে সরকারের পরিকল্পনা কি? প্রথমবারের আলোচনায়ও আমি এই কথা তুলেছিলাম আজকে মন্ত্রী মহাশয়ের নিকট আমি সেটা জানতে চাই। এই সমস্ত বস্তীগুলির জঘন্য অবস্থা সকলেরই জানা আছে। আমি যে অঞ্চল থেকে নির্বাচিত হয়েছি—সেই বীজপুর ও হাজীনগরে আমি তন্ন তন্ন করে দেখেছি সেখানে মানুষ কেন, কুকুর বেড়ালও থাকতে পারে না—অথচ মানুষ সেইসব বস্তীর ভিতর আছে। পায়খানা ও পানীয় জলের অভাবের কথা নতুন করে বলার কিছু নাই। সেখানে এমন ঘিঞ্জী যে একজনের উপর আরেকজন শোয়। সুতরাং আমার মনে হয় আজকে যখন বস্তী উন্নয়নের কথা উঠেছে তখন শিল্পাঞ্চলের দিকেও সরকারের দৃষ্টি থাকা উচিত। এবার-কার ঘটনার কথাই বলব—হাজীনগরে বসন্ত মহামারীতে শত শত লোক মারা গিয়েছে—এই রোগ বস্তীর বর্তমান অবস্থার জন্যই আরো বেশী করে এক ঘর থেকে আরেক ঘরে সংক্রামিত হবার সুযোগ পেয়েছে। অথচ পয়ঃপ্রণালীর কোন ব্যবস্থা নাই, জলের কোন ব্যবস্থা নাই। সুতরাং আমার বক্তব্য, কলকাতার আশেপাশে এবং বিশেষ করে ব্যারাকপুর ও হাওড়ার শিল্পা-ঞ্চলে যেসব বস্তী আছে সেগুলিও সরকারের দৃষ্টির ভিতর আসা দরকার। কিন্তু এ বিলে সেই ব্যবস্থা নাই। কলকাতার বস্তী ভাল করা দরকার নিশ্চয়ই, কিন্তু তার সংগে সংগে কলকাতার বস্তীর চেয়ে আরো খারাপ যেসব বস্তী আছে সেগুলি সম্বন্ধেও সরকারের অবহিত হওয়া উচিত। সাধারণতঃ নানারকম দুঃখ দৈন্য, অভাব অভিযোগ, পানীয় জলের অভাব, ঔষধপত্রের অভাব ইত্যাদি বহুবিধ অসুবিধার মধ্যে বস্তীর মানুষ জীবনযাপন করে। এখন যখন সরকারের তরফ থেকে চেষ্টা করা হচ্ছে তাদের ভালো করার জন্য তখনও এ সম্পর্কে কোন কথা নেই—এবং শুধু তাই নয়, জালান সাহেব এই বিল ইন্ট্রোডিউস করার সময় সেই প্রথমবারও তিনি এসম্পর্কে কিছুই বলেন নি। সাধারণ শ্রমিক এইসব বস্তীতে যেভাবে জীবন যাপন করে তাতে সত্যিই লজ্জাবোধ হয়। জনকল্যাণ রাষ্ট্র যদি চালাতে চান তাহলে এই বস্তীগুলির অস্তিত্বই সরকারের অপরাধ বলে গণ্য করা উচিত।

Sj. Amarendra Nath Basu:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিলটার তৃতীয় দফা আলোচনায় আমি আমার বক্তব্য সংক্ষেপেই বলব। প্রথম এবং দ্বিতীয় দফা আলোচনার সময় যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা এই সভায় উভয় পক্ষ থেকে দেখা গিয়েছিল এখন আর তা নাই। সেসময় মনে হয়েছিল উভয়পক্ষ যেভাবে আলোচনা করছেন তাতে যেন যমে মানুষে টানাটানি করছেন। বস্তিবাসীদের জন্য ভালো বাসস্থানের ব্যবস্থা করবার জন্য যে বিলটা এসেছে সেই বিলটার সংশোধন করবার জন্য যতগুলি প্রস্তাব বিরোধীপক্ষ থেকে আনা হয়েছিল তার উদ্দেশ্য ছিল বস্তিবাসীদের যথাসম্ভব সুবিধা দেওয়া। কিন্তু সবই ব্যর্থ হয়েছে। সেবার মনোভাব নিয়ে যাঁরা চিন্তা করেছিলেন তাঁরা হেরে গিয়েছেন, যম রাজারই জয় হয়েছে। আমরা যে সংশোধনী প্রস্তাবগুলি দিয়েছিলাম সেগুলি গ্রহণ করলে পরই ভাল হত।

Vol. XX—No. 3

Assembly Proceedings

Official Report

West Bengal Legislative Assembly

Twentieth Session

(June-August, 1958)

(From 3rd June to 4th August, 1958)

The 3rd, 4th, 5th, 7th, 8th, 9th, 10th, 14th, 15th, 16th and 17th July, 1958

WEST BENGAL LEGISLATURE
LIBRARY.
Dated 11·9·61
Accn No 5018
Catalg. No 328.54/328
Price [illegible]

Published by authority of the Assembly under Rule 134 of the
West Bengal Legislative Assembly Procedure Rules

find out anything new. All these points were raised at the time of the previous discussion of this Bill. They have simply been repeated today. I do not think that it is necessary for me to repeat the arguments which I advanced on the last occasion. I will simply give a brief outline of what I said during the previous discussion so that my friends may not feel any insult that I have not dealt with their points. But the points are old ones and the reply will also be an old one.

Sj. Deben Sen has complained that I did not reply to his points. Most probably the influx of time is the cause of this remark of his. I did deal with the Central Government Bill—I did deal with all the points that had been raised by him on the last occasion. He may see the proceedings of the last meeting and he will find that all these points had been dealt with.

Sir, if anybody analyses the observations made by my friends opposite, he will find that the sum total of their observations is that the bustees should remain as they are, the people should remain in their old condition with their old businesses, with their old avocations of life and nobody should be removed from the place where he is and from the condition in which he is. (Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay: Question.) Whatever questions my friends may put if we analyse all the observations that they have made, the conclusion is irresistible that they want that the people living in those places should all remain where they are; they should remain in the conditions where they are; the number of people who are living in a particular room should remain where they are; the trade, the industry and the small scale industry—whatever they do—must remain where they are established; everything should remain where it is. The only word that my friends have used is "improvement" without realising what is practically meant by it. What is a bustee? "Bustee" consists not of the land itself but of the nature of the buildings or huts erected thereon. Huts have been erected in such a fashion in a bustee that there is hardly any light; there is no proper road; there is no space between one set of huts and another; there is no arrangement for latrine; there is no arrangement for water-supply; there is no arrangement for drainage; and there is no arrangement for lighting.

There are two portions of the problem of bustee; one is retaining the structure as it is without making structural alteration, to provide certain amenities; those amenities are very few in number which can be provided. You can have a few lamp posts in order to give some light; you can have some tube-well somewhere in order to provide some water. But the moment you go further into the question of providing latrine or space between one set of huts and another, it will mean structural alteration of the entire bustee. The owner of the bustee land is one; the hut owners are very many and they are quite different. Different owners, different kinds of huts, different kinds of structure exist in these bustees. How are we going to deal with this problem which requires structural alteration, which does not require the minor amenities only, without disturbing the structure? The very word "bustee", the very word "slum" denotes that the nature of the structure is such that there is no sufficient light or sufficient space; the open space is insufficient; the nature of the hut is bad; and unless and until the whole structure is changed, how is it possible to improve the bustees totally? This question has to be tackled. It has been said that it will take a long time before we are able to do away with all the bustees of Calcutta and have pucca structures thereon. No doubt it will take time because it involves the question of money; but if the task has to be undertaken, whatever time it may take, we have to make a start now. It may be that we may be able now to improve a few bustees and it may be that we are able to improve more bustees with the progress of

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Monday, the 7th July 1958, at 3 p.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble SANKARDAS BANERJI) in the Chair, 16 Hon'ble Ministers, 10 Deputy Ministers and 204 Members.

[3—3-10 p.m.]

Further Supplementaries to Starred Question No. 26

Sj. Canesh Chosh:

খণ্ডঘোষে শর্ত পূরণ করতে পারে নি বলে তারা প্রোমোশান পায় নি, কিন্তু গলসী বিদ্যালয়কে প্রোমোশান দেওয়া হল, তবে একাদশ শ্রেণীতে উন্নীত করা হল না কেন?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

মাল্টিপারপাস না হলে হাইয়ার সেকেন্ডারি ক্লাস নেবেন না বলেছেন।

STARRED QUESTIONS
(to which oral answers were given)

Distribution of doles to and medical arrangements for Camp refugees

*27. **Sj. Sudhir Kumar Pandey:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Refugee Relief and Rehabilitation Department be pleased to state—

(ক) যে-সমস্ত উদ্বাস্তু ক্যাম্পে বসবাস করেন তাঁহাদের জন্য সরকার কি পরিমাণ ডোল দিয়া থাকেন ;

(খ) ক্যাম্পে বসবাসকারী উদ্বাস্তুগণকে সরকার ড্রাই ডোল দেন কিনা ;

(গ) জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধির জন্য সরকার ডোলের পরিমাণ বৃদ্ধি করার কথা বিবেচনা করেন কিনা ;

(ঘ) উদ্বাস্তু ক্যাম্পে বসবাসকারী উদ্বাস্তুদের জন্য সরকারী ব্যয়ে চিকিৎসার কোনও ব্যবস্থা আছে কিনা ;

(ঙ) মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত শালবনী থানার ১নং ও ২নং মহাশোল উদ্বাস্তু ক্যাম্পে সুচিকিৎসার কোনও ব্যবস্থা আছে কিনা ; এবং

(চ) থাকিলে, কি প্রকারের ব্যবস্থা আছে?

The Minister for Refugee Relief and Rehabilitation (The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh):

(ক) ডোলের হার বয়স্কদের জন্য মাথাপিছু ১২ টাকা এবং শিশুদের জন্য ৮ টাকা। কিন্তু সমষ্টিগতভাবে কোন পরিবারকে ৬০ টাকার বেশি দেওয়া হয় না।

(খ) হ্যাঁ, বহুসংখ্যক ক্যাম্পে মিশ্র ডোলের আংশিক ড্রাই ডোল হিসাবে দেওয়া হইয়া থাকে।

(গ) সরকার ইহা বিবেচনা করিয়াছেন এবং কোন কোন ক্যাম্পে ন্যায্যমূল্যের দোকানের ব্যবস্থা করিয়াছেন ও স্ত্রীলোকদের ক্যাম্পে মিশ্রড্ ডোলের সম্প্রসারণ ব্যবস্থা করিয়াছেন।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

GOVERNOR

Sreemati PADMAJA NAIDU.

MEMBERS OF THE COUNCIL OF MINISTERS

The Hon'ble Dr. BIDHAN CHANDRA ROY, Chief Minister and Minister-in-charge of the Home Department except the Police and the Defence Branches, Departments of Finance, Development, Co-operation and Cottage and Small-Scale Industries.

The Hon'ble PRAFULLA CHANDRA SEN, Minister-in-charge of the Department of Food, Relief and Supplies and the Department of Refugee Relief and Rehabilitation.

*The Hon'ble KALI PADA MOOKERJEE, Minister-in-charge of the Police and Defence Branches of the Home Department.

The Hon'ble KHAGENDRA NATH DAS GUPTA, Minister-in-charge of the Department of Works and Buildings and the Department of Housing.

The Hon'ble AJOY KUMAR MUKHERJI, Minister-in-charge of the Department of Irrigation and Waterways.

The Hon'ble HEM CHANDRA NASKAR, Minister-in-charge of the Department of Fisheries and of the Forests Branch of the Department of Agriculture, Animal Husbandry and Forests.

The Hon'ble SYAMA PRASAD BARMAN, Minister-in-charge of the Department of Excise.

The Hon'ble Dr. RAFIUDDIN AHMED, Minister-in-charge of the Department of Agriculture, Animal Husbandry and Forests except the Forests Branch.

The Hon'ble ISWAR DAS JALAN, Minister-in-charge of the Department of Law and Local Self-Government and Panchayats.

The Hon'ble BIMAL CHANDRA SINHA, Minister-in-charge of the Department of Land and Land Revenue.

The Hon'ble BHUPATI MAZUMDAR, Minister-in-charge of the Department of Commerce and Industries and Tribal Welfare.

The Hon'ble ABDUS SATTAR, Minister-in-charge of the Department of Labour.

*The Hon'ble Rai HARENDRA NATH CHAUDHURI, Minister-in-charge of the Department of Education.

MINISTER OF STATE

The Hon'ble PURABI MUKHOPADHYAY, Minister of State for the Jails Branch of the Home Department and for the Department of Refugee Relief and Rehabilitation.

The Hon'ble TARUN KANTI GHOSH, Minister of State for the Departments of Development and Refugee Relief and Rehabilitation.

The Hon'ble Dr. ANATH BANDHU ROY, Minister of State in charge of the Department of Health.

---

*Member of the West Bengal Legislative Council.

(খ) মোট ৪৪৫ জায়গায় বাঁধ ভাঙ্গিয়াছিল। আরও কিছু বাঁধ অল্পাবিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল।

(গ) বাঁধ ভাঙ্গার অল্প পরেই ৪১২ জায়গায় ভাঙ্গা বাঁধ সারান হয়, বাকি ৩৩ জায়গায়ও অক্টোবর (১৯৫৬)-এর মধ্যেই মেরামতী কাজ সম্পন্ন হয়। যে-সকল জায়গায় বাঁধ অন্য প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা দুর্বল ছিল তাহাদেরও অনেক জায়গায় বাঁধ মেরামত করা হয়। কিন্তু তাহার পরিমাণ দেওয়া সম্ভবপর নয়।

(ঘ) হ্যাঁ।

(ঙ) এই প্রশ্ন উঠে না।

Sj. Ramanuj Haldar:

(খ)এর উত্তরে মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে, ৪৪৫ জায়গায় বাঁধ ভেঙ্গেছে—আমার প্রশ্নে আছে কত পরিমাণ বাঁধ বিধ্বস্ত হয়েছে?

Mr. Speaker:

পরিমাণ ত ওতেই আছে।

Sj. Ramanuj Haldar:

আমি সংখ্যা চাই নি, পরিমাণ চেয়েছি।

Mr. Speaker:

পরিমাণটাও সংখ্যা দিয়েই বলতে হয়।

Sj. Ramanuj Haldar:

আমি পরিমাণটাই জানতে চাই।

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

পরিমাণটা মাপজোখের ব্যাপার, জানতে চাইলে নোটিস দিতে হবে।

Sj. Ramanuj Haldar:

মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন (খ) উত্তরের শেষ দিকে যে অল্পাবিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল—এই অল্পাবিস্তর জিনিসটা বোঝা গেল না ; দয়া করে বুঝিয়ে দেবেন কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

যেখানে যেখানে বাঁধ ভেঙ্গে গিয়েছিল সেই ব্রিচএর সংখ্যা দেওয়া হয়েছে। আর যেখানে বাঁধ ভাঙ্গে নি কেবল কিছু কিছু ডেমেজ হয়েছিল সেগুলিকে অল্পাবিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া বলা হয়েছে এতে না বোঝার কিছু নাই।

Sj. Ramanuj Haldar:

অগাস্ট মাসে কি পরিমাণ ভেঙ্গেছিল এবং সেপ্টেম্বর মাসেই বা কি পরিমাণ ভেঙ্গেছিল এবং মেরামত করা হয়েছিল, অক্টোবর মাসে যেমন বলেছেন ততটা জায়গা?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

প্রতি মাসের খরচ না দেখে বলা সম্ভব নয়। নোটিস চাই।

Sj. Ramanuj Haldar:

নোটিস ত দেওয়াই আছে। প্রশ্নটা পড়লেই ত দেখা যায় তাতে আমি জানতে চেয়েছি—কত মেরামত হইয়াছে এবং কোন্ সময়ের মধ্যে ঐ বাঁধ মেরামত সম্পন্ন হইয়াছে এবং অবশিষ্ট বাঁধ সম্পন্ন হইতে কত সময় লাগিবে?

Mr. Speaker: Not by month. If you want a particular answer with regard to any specific month, you must frame your question accordingly.

DEPUTY MINISTERS

Sj. SATISH CHANDRA RAY SINGHA, Deputy Minister for the Transport Branch of the Home Department.

Sj. SOURINDRA MOHAN MISRA, Deputy Minister for the Department of Education and Local Self-Government and Panchayat.

Sj. TENZING WANGDI, Deputy Minister for the Department of Tribal Welfare.

Sj. SMARAJIT BANDYOPADHYAY, Deputy Minister for the Department of Agriculture, Animal Husbandry and Forests.

Sj. RAJANI KANTA PRAMANIK, Deputy Minister for the Relief and Supplies Branches of the Department of Food, Relief and Supplies.

*Sj. CHITTARANJAN ROY, Deputy Minister for the Department of Co-operation and Cottage and Small-Scale Industries.

Janab SYED KAZEM ALI MEERZA, Deputy Minister for the Department of Commerce and Industries.

Janab Md. ZIA-UL-HUQUE, Deputy Minister for the Department of Health.

Srijukta MAYA BANERJEE, Deputy Minister for the Department of Refugee Relief and Rehabilitation.

Sj. CHARU CHANDRA MAHANTY, Deputy Minister for the Food Branch of the Department of Food, Relief and Supplies.

*Sj. JAGANNATH KOLAY, Deputy Minister for the Publicity Branch of the Home Department and Chief Government Whip.

Sj. NARBAHADUR GURUNG, Deputy Minister for the Department of Labour.

PARLIAMENTARY SECRETARIES

*Janab MOHAMMAD SAYEED MIA, Parliamentary Secretary for Relief Branch of the Department of Food, Relief and Supplies.

Sj. SANKAR NARAYAN SINGHA DEO, Parliamentary Secretary for Department of Health.

Sj. ARDHENDU SEKHAR NASKAR, Parliamentary Secretary for Police Branch of Home Department.

Sj. NISHAPATI MAJHI, Parliamentary Secretary for Department of Fisheries and the Forests Branch of the Department of Agriculture, Animal Husbandry and Forests.

Janab Md. AFAQUE CHOWDHURY, Parliamentary Secretary for the Development Department.

Sj. KAMALA KANTA HEMBRAM, Parliamentary Secretary for Development and Labour Departments.

*Sj. ASHUTOSH GHOSH, Parliamentary Secretary for the Department of Food, Relief and Supplies.

---

*Member of the West Bengal Legislative Council.

Mr. Speaker: The only compelling reason is that people with ten years' experience cannot be found for the job.

Sj. Sunil Das: That is one of the reasons; but there are other compelling reasons.

Mr. Speaker: I am afraid the scope of the Bill does not permit the sort of argument you are putting forward.

Sj. Sunil Das: It may seem so prima facie, but I am trying to go into the root of the problem and to probe into the compelling factors which have compelled the Hon'ble Minister to bring this Bill before the House.

Mr. Speaker: I disagree. Lacuna in the Rent Control Act and the arguments that you have put forward—you said that litigation is not going down—what has all this got to do with this Bill?

Sj. Sunil Das: The purpose of the Act has not been served; that is why the Hon'ble Minister has been compelled to come here and ask for the permission of the House to amend the Bill.

Mr. Speaker: My views remain unchanged but you can speak for a few minutes.

Sj. Sunil Das:

মিঃ স্পীকার, স্যার, এই বিলের স্কোপএর ভেতর থেকেই আজকের যে বিলটি মন্ত্রী মহাশয় এনেছেন, তার কারণ বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করছিলাম; সে দিক থেকে আমি বলতে চাচ্ছি সাব-টেনান্সির ক্ষেত্রে, রেন্ট ডিপজিটএর ক্ষেত্রে এবং ডিফল্টারএর ক্ষেত্রে যেসমস্ত প্রভিশনস রয়েছে, সেই প্রভিশনস থাকার দরুন, ল্যান্ডলর্ড ও টেন্যান্টএর রিলেশন নর্ম্যালাইজড হয় নাই। তার ফলে লিটিগেশনএর সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে। যার জন্য আজ মন্ত্রী মহাশয় বলছেন পার্সোনেল পাওয়া যাচ্ছে না। সুতরাং পাঁচ বছরের অভিজ্ঞ মুন্সেফ আনা হোক। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker: Mr. Das, I might tell you a little experience of mine. When the Government was thinking of introducing the City Civil Court and the City Criminal Court, my late friend Mr. Satyendra Kumar Basu was then the Judicial Minister. He was sent to Bombay and he requested me to accompany him. We consulted the Chief Justice and we were told about the difficulties that Province was experiencing in the matter of recruitment of judges. Today—don't take it amiss—if you want a race horse at the price of a hackney carriage horse, you won't get it and that is the compelling reason.

The motion of Sj. Sunil Das that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st August, 1958, was then put and lost.

The motion of the Hon'ble Bimal Chandra Sinha that the West Bengal Premises Tenancy (Amendment) Bill, 1958, be taken into consideration, was then put and agreed to.

Clause 1

The question that clause 1 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 2

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that in clause 2, line 1, after the words "of clause (a)" the words "and in sub-clauses (i) and (ii) of clause (b)" be inserted.

WEST BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY

PRINCIPAL OFFICERS AND OFFICIALS

The Speaker .. .. The Hon'ble SANKARDAS BANERJI.

Deputy Speaker .. .. Sj. ASHUTOSH MALLICK.

SECRETARIAT

Secretary .. .. Sj. AJITA RANJAN MUKHERJEA, M.SC., B.L.

Special Officer .. .. Sj. CHARU CHANDRA CHOWDHURI, B.L., Advocat

Deputy Secretary .. .. Sj. A. K. CHUNDER, B.A. (HONS.) (CAL.), M.A., LL.
(CANTAB.), LL.B. (DUBLIN), Barrister-at-la

Assistant Secretary .. Sj. AMIYA KANTA NIYOGI, B.SC.

Registrar .. .. Sj. SYAMAPADA BANERJEA, LL.B.

Legal Assistant .. .. Sj. BIMALENDU CHAKRAVARTY, B.COM., B.L.

Editor of Debates .. .. Sj. KHAGENDRANATH MUKHERJI, B.A., LL.B.

Sir, in the Statement of Objects and Reasons it has been stated that there has been paucity of experienced Munsifs of ten years' standing and also of Advocates and Attorneys of ten years' standing. The Statement of Objects and Reasons states "a Controller, an Additional Controller or a Deputy Controller for Calcutta should be either a member of the Judicial Branch of the State Civil Service of not less than 10 years' standing or an Advocate or an Attorney of the High Court at Calcutta of not less than 10 years' standing. In view of the acute shortage of experienced Munsifs, it is difficult to make any Munsif of 10 years' standing available for such posts. No good Advocate or Attorney of such standing is also easily available for such posts as the pay is not attractive". Sir, if you see section 26(6) of the original Act itself, you will see in sub-section (6) "a Controller, an Additional Controller or a Deputy Controller appointed under this section shall be either (a)(i) in Calcutta, a member of the Judicial Branch of the State Civil Service of not less than 10 years' standing in such service, and (ii) elsewhere, a member of the Executive or the Judicial Branch of the State Civil Service or of the State Junior Civil Service or a Sub-Magistrate or a Sub-Collector" and I wish to insert here "(b)(i) in Calcutta, an Advocate or an Attorney of the High Court of Calcutta of not less than ten years' standing". From the objects and reasons we see that Government is not getting Advocates or Attorneys of the Calcutta High Court for such posts as the pay is not attractive.

[4-20—4-30 p.m.]

Therefore why are you not reducing the qualification also from 10 years to 5 years? The object and reason is the same because you are trying to reduce the qualification of three classes of persons—Munsifs, Advocates practising in the High Court and the Attorney. Good people are not available and for Munsifs you are reducing from 10 years to 5 years. Why similar reduction is not being awarded to Advocates and Attorneys? You have in (b)(i) "in Calcutta an Advocate or an Attorney of the High Court at Calcutta of not less than 10 years' standing" and in (b)(ii) "elsewhere an Advocate or a pleader of not less than 10 years' standing". Here a distinction is sought to be made between an Advocate of Calcutta High Court as appearing in sub-section (6)(a)(i) and sub-section (6)(b)(ii). What the Hon'ble Minister wishes to mean I cannot understand because an Advocate becomes an Advocate as soon as he becomes an Advocte under the Indian Bar Council Act. He may be practising in the High Court or he may be practising elsewhere. However, I wish to reduce the qualification of these two categories of persons to five years so as to keep symmetry with the object and reason, because the same reason you can offer as you have done in the case of a Munsif that a qualified Advocate or an Attorney is not available as the pay is not attractive. Therefore, I say 'make this thing uniform and reduce the qualification for all the three classes of persons so that you can get a supply of persons abundantly'.

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Mr. Speaker, Sir, I understand the object behind the arguments put forward by Mr. Panda when this amendment was brought forward. I also thought of amending other subsections but I did not dare do so because I had some respect for the Advocates of Calcutta High Court or Advocates practising elsewhere, because, as the honourable members are aware, the pay starts with Rs. 250, and I thought that an Advocate of 10 years' standing would be earning at least something more than Rs. 250, otherwise he would have gone back home leaving the High Court long ago. So I thought that by reducing the period we could not really attract a High Court Advocate or an Attorney. But, Sir, I frankly confess I am shocked to hear from an experienced and

WEST BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY

ALPHABETICAL LIST OF MEMBERS

A

(1) Abdul Hameed, Hazi. [Hariharpur—Murshidabad.]
(2) Abdulla Farooquie, Janab Shaikh. [Garden Reach—24-Parganas.]
(3) Abdus Sattar, Janab. [Ketugram—Burdwan.]
(4) Abdus Shokur, Janab. [Canning—24-Parganas.]
(5) Abul Hashem, Janab. [Magrahat—24-Parganas.]

B

(6) Badiruddin Ahmed, Hazi. [Raiganj—West Dinajpur.]
(7) Badrudduja, Janab Syed. [Raninagar—Murshidabad.]
(8) Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath. [Rajnagar—Birbhum.]
(9) Bandyopadhyay, Sj. Smarajit. [Haringhata—Nadia.]
(10) Banerjee, Dr. Dhirendra Nath. [Balurghat—West Dinajpur.]
(11) Banerjee, Sjkta. Maya. [Kakdwip—24-Parganas.]
(12) Banerjee, Sj. Profulla Nath. [Basirhat—24-Parganas.]
(13) Banerjee, Sj. Subodh. [Joynagar—24-Parganas.]
(14) Banerjee, Dr. Suresh Chandra. [Chakdah—Nadia.]
(15) Banerji, Sj. Sankardas. [Tehatta—Nadia.]
(16) Barman, Sj. Syama Prasad. [Raiganj—West Dinajpur.]
(17) Basu, Sj. Abani Kumar. [Uluberia—Howrah.]
(18) Basu, Sj. Amarendra Nath. [Burtolla South—Calcutta.]
(19) Basu, Dr. Brindabon Behari. [Jagatballavpur—Howrah.]
(20) Basu, Sj. Chitto. [Barasat—24-Parganas.]
(21) Basu, Sj. Gopal. [Naihati—24-Parganas.]
(22) Basu, Sj. Hemanta Kumar. [Shampukur—Calcutta.]
(23) Basu, Sj. Jyoti. [Baranagar—24-Parganas.]
(24) Basu, Dr. Monilal. [Bally—Howrah.]
(25) Basu, Sj. Satindra Nath. [Gangarampur—West Dinajpur.]
(26) Bera, Sj. Sasabindu. [Shyampur—Howrah.]
(27) Bhaduri, Sj. Panchugopal. [Serampore—Hooghly.]
(28) Bhagat, Sj. Budhu. [Mal—Jalpaiguri.]
(29) Bhagat, Sj. Mangru. [Mal—Jalpaiguri.]
(30) Bhandari, Sj. Sudhir Chandra. [Maheshtala—24-Parganas.]
(31) Bhattacharjee, Dr. Kanailal. [Howrah South—Howrah.]
(32) Bhattacharjee, Sj. Panchanan. [Noapara—24-Parganas.]
(33) Bhattacharjee, Sj. Shyamapada. [Jangipur—Murshidabad.]

Note.—Sj. stands for Srijut, and Sjkta. stands for Srijukta.

III of 1894, you will find that there is a mention of an agreement of the then Calcutta Corporation with the Tramway Company, dated the 2nd September, 1893. The agreement was to this effect that the Corporation entered into the agreement with the then Calcutta Tramway Company by which the Tramway Company was allowed to run the tram in Calcutta. For each mile where there are two lines the annual rent would be Rs. 3,250 and where there is a single line there would be an annual rent per mile of Rs. 2,250. So that was the beginning of the agreement. By giving this paltry sum to the Calcutta Corporation the Tramway Company was doing its business till 1940. Thereafter gradually there has been some increment of rent. The last agreement by which the Calcutta Tramway Company has been given 20 years extension will end in 1970......

Mr. Speaker: Mr. Panda. I am very sorry to interrupt you. You think the first part or rather clause 2 is an unnecessary item?

Sj. Basanta Kumar Panda: I say it is unnecessary in this way that if a man is delinquent, let him face the trial.

Mr. Speaker: A man may have very good reasons for being unable to file his return and the proposed amendment does nothing more than this—gives an option to extend the period for the lodging. Why do you call him delinquent? Supposing for example, the Government of India thinks that my presence in the United States is necessary for purchasing some articles for the Government, and I fail to file my return, would you call me delinquent? That is an unavoidable circumstance. Is there any provision in the Calcutta Municipal Act?

[6-20—6-30 p.m.]

Sj. Basanta Kumar Panda: No. I shall tell you, Sir, that the similar Act, the Representation of Peoples Act, by which the elections of the M.Ps. and M.L.As. are governed—that Act does not contain a similar provision. That is the highest Act or the Act of the highest calibre in this land of ours which deals with the election matters and which deals with the filing of the returns of election expenses and similar things.

Sir, Section 78 of that Act, under which general elections in this country are governed—that is, election to the Parliament and election to the State Legislature—makes it obligatory on every person to file his return of election expenses within a prescribed date. There is no excuse for that. If for some unavoidable circumstances a man has to go out and cannot file his return in time, there is no authority to excuse that. That is the provision. But in the case of a returned candidate under the Calcutta Municipal Act, section 55(2) of that Act provides for an excuse—if the man has been adjudged to be a delinquent person, the State Government has got the power to remove that difficulty. I would say—why do you excuse a person at the very outset and the Act does not contain any provision enabling such a person to make any representation to the State Government.

Mr. Speaker: Section 55 of the Calcutta Municipal Act deals with general disqualifications. It is a definition clause. The next section which is relevant for the purpose is section 63 dealing with return of election expenses.

Sj. Basanta Kumar Panda: I am coming to that. Within one month or such longer period as the State Government may allow after the date of the declaration of the election, every candidate, either personally, or through the Election Agent, shall cause to be lodged with the Commissioner a return of his election expenses containing the particulars specified in Schedule III. Therefore, this is a provision for general application.

(34) Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna. [Sankrail—Howrah.]
(35) Bhattacharyya, Sj. Syamadas. [Panskura West—Midnapore.]
(36) Biswas, Sj. Manindra Bhusan. [Bongaon—24-Parganas.]
(37) Blanche, Sj. C. L. [Nominated.]
(38) Bose, Sj. Jagat. [Beliaghata—Calcutta.]
(39) Bose, Dr. Maitreyee. [Fort—Calcutta.]
(40) Bouri, Sj. Nepal. [Raghunathpur—Purulia.]
(41) Brahmamandal, Sj. Debendra Nath. [Kalchini—Jalpaiguri.]

C

(42) Chakravarty, Sj. Bhabataran. [Patrasayer—Bankura.]
(43) Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra. [Muchipara—Calcutta.]
(44) Chatterjee, Sj. Basanta Lal. [Itahar—West Dinajpur.]
(45) Chatterjee, Dr. Binoy Kumar. [Ranaghat—Nadia.]
(46) Chatterjee, Sj. Mihirlal. [Suri—Birbhum.]
(47) Chattopadhyay, Sj. Bijoylal. [Karimpur—Nadia.]
(48) Chattopadhyay, Dr. Hirendra Kumar. [Chandernagore—Hooghly.]
(49) Chattopadhyay, Dr. Satyendra Prasanna. [Mekliganj—Cooch Behar.]
(50) Chattoraj, Dr. Radhanath. [Labpur—Birbhum.]
(51) Chaudhuri, Sj. Tarapada. [Katwa—Burdwan.]
(52) Chobey, Sj. Narayan. [Kharagpur—Midnapore.]
(53) Chowdhury, Sj. Benoy Krishna. [Burdwan—Burdwan.]

D

(54) Das, Sj. Ananga Mohan. [Mayna—Midnapore.]
(55) Das, Dr. Bhusan Chandra. [Mathurapur—24-Parganas.]
(56) Das, Sj. Durgapada. [Rampurhat—Birbhum.]
(57) Das, Sj. Gobardhan. [Rampurhat—Birbhum.]
(58) Das, Sj. Gokul Behari. [Onda—Bankura]
(59) Das, Dr. Kanailal. [Ausgram—Burdwan].
(60) Das, Sj. Khagendra Nath. [Falta—24-Parganas.]
(61) Das, Sj. Mahatab Chand. [Mahisadal—Midnapore.]
(62) Das, Sj. Natendra Nath. [Contai North—Midnapore.]
(63) Das, Sj. Radha Nath. [Dhaniakhali—Hooghly.]
(64) Das, Sj. Sankar. [Ketugram—Burdwan.]
(65) Das, Sj. Sisir Kumar. [Patashpore—Midnapore.]
(66) Das, Sj. Sunil. [Rashbehari Avenue—Calcutta.]
(67) Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra. [Sabong—Midnapore.
(68) Das Gupta, Sj. Khagendra Nath. [Jalpaiguri—Jalpaiguri]
(69) Dey, Sj. Haridas. [Santipur—Nadia.]
(70) Dey, Sj. Kanai Lal. [Jangipara—Hooghly.]

Government has the power to extend the time generally for one month and every returned candidate will derive benefit out of it. It is for the benefit of all the candidates and not of any particular candidate. Therefore, I say the two provisions are overlapping. Under Section 63(1), Government has power to confer benefit on all the returned candidates at a time. If Government has got any soft corner for any particular candidate who has not been able to file his return within the prescribed time.......

Mr. Speaker: You have been in the High Court for a long time. You know what happens if a Judge has a soft corner for you. But there must be corners and there must be softness.

Sj. Basanta Kumar Panda: I would say that would be encouraging corruption. Therefore, I would say that if there is extension of time, let it be of general application.

My second objection is that this is an attempt to give the Calcutta Tramways Co. an opportunity to make bargains.

Mr. Speaker: You are a lawyer of repute. You will find that you are totally wrong.

Sj. Basanta Kumar Panda: I do not accept the interpretation of Section 417. I would only say that this would give a premium to the Calcutta Tramways Co. for bargaining.

Mr. Speaker: This power is being conferred on the Corporation, the exercise of which is not made dependent on payment.

Sj. Basanta Kumar Panda: May not be.

Mr. Speaker: So, there is no room for bargaining.

Sj. Basanta Kumar Panda: But on the question of agreement, it may not be payment at this stage but it may be expecting some other benefit in some other form.

Mr. Speaker: Because the section, as it stands, shows that they can legitimately refuse the Calcutta Corporation to put up posts or use their property.

Sj. Basanta Kumar Panda: The Corporation is bound to come to some agreement.

If we pass a legislation to this effect, these posts and pillars of the Calcutta Tramways Company will be used by the Calcutta Corporation. These are the property of another company which the Calcutta Corporation will be using. Does the Constitution give us power to use the property of another company?

Mr. Speaker: Mr. Panda, you are apprehending that there will be a claim preferred by the Tramways Company.

Sj. Basanta Kumar Panda: The question here is the competence of this House to make a legislation by which we can compulsorily use these movable properties of the Calcutta Tramways Company; the Calcutta Corporation can use them for the limited purpose of lighting. I think we can bring in an amendment under the provisions of Article 31A of the Constitution—and if we can get the assent of the President—we can use the property of the Calcutta Tramways Company for the benefit of the general public. I think this House has got the power under Article 31A to do it for the benefit of the general public—for this limited purpose. Of course, as I say the consent of the President will be necessary.

(71) Dey, Sj. Tarapada. [Domjur—Howrah.]
(72) Dhar, Sj. Dhirendra Nath. [Taltola—Calcutta.]
(73) Dhara, Sj. Hansadhwaj. [Kulpi—24-Parganas.]
(74) Dhibar, Sj. Pramatha Nath. [Galsi—Burdwan.]
(75) Digar, Sj. Kiran Chandra. [Vishnupur—Bankura.]
(76) Digpati, Sj. Panchanan. [Khanakul—Hooghly.]
(77) Dolui, Dr. Harendra Nath. [Ghatal—Midnapore.]
(78) Dutt, Dr. Beni Chandra. [Howrah East—Howrah.]
(79) Dutta, Sjkta. Sudharani. [Raipur—Bankura.]

E

(80) Elias Razi, Janab. [Harishchandrapur—Malda.]

F

(81) Fazlur Rahman, Janab S.M. [Nakashipara—Nadia.]

G

(82) Ganguli, Sj. Ajit Kumar. [Bongaon—24-Parganas.]
(83) Ganguli, Sj. Amal Kumar. [Bagnan—Howrah.]
(84) Gayen, Sj. Brindaban. [Mathurapur—24-Parganas.]
(85) Ghatak, Sj. Shib Das. [Asansol—Burdwan.]
(86) Ghosal, Sj. Hemanta Kumar. [Hasnabad—24-Parganas.]
(87) Ghose, Dr. Prafulla Chandra. [Mahisadal—Midnapore.]
(88) Ghosh, Sj. Bejoy Kumar. [Berhampore—Murshidabad.]
(89) Ghosh, Sj. Ganesh. [Belgachia—Calcutta.]
(90) Ghosh, Sjkta. Labanya Prova. [Purulia—Purulia.]
(91) Ghosh, Sj. Parimal. [Beldanga—Murshidabad.]
(92) Ghosh, Sj. Tarun Kanti. [Habra—24-Parganas.]
(93) Golam Soleman, Janab. [Jalangi—Murshidabad.]
(94) Golam Yazdani, Dr. [Kharba—Malda.]
(95) Gupta, Sj. Nikunja Behari. [Malda—Malda.]
(96) Gupta, Sj. Sitaram. [Bhatpara—24-Parganas.]
(97) Gurung, Sj. Narbahadur. [Kalimpong—Darjeeling.]

H

(98) Hafizur Rahaman, Kazi. [Bhagabangola—Murshidabad.]
(99) Haldar, Sj. Kuber Chand. [Jangipur—Murshidabad.]
(100) Haldar, Sj. Mahananda. [Nakashipara—Nadia.]
(101) Halder, Sj. Ramanuj. [Diamond Harbour—24-Parganas.]
(102) Halder, Sj. Renupada. [Joynagar—24-Parganas.]
(103) Hamal, Sj. Bhadra Bahadur. [Jore Bangalow—Darjeeling.]

Mr. Speaker: Are you quite sure about the position?

Sj. Basanta Kumar Panda: I have not got the book with me but I think we can bring in an amendment by which we can use that property for the benefit of the general public—not under this provision but under the provisions of Article 31A of the Constitution.

Sj. Subodh Banerjee: The position can be looked up later on.

Sj. Basanta Kumar Panda: Although it is the moveable property of somebody else we can legislate with the assent of the President if it is necessary to use it for the benefit of the general public without even entering into negotiation with the Calcutta Tramways Company.

Sj. Deben Sen: Sir, I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st August, 1958.

[6-30—6-40 p.m.]

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Sir, with regard to the few points that have been raised by my friends opposite I simply wish to say a few words. With regard to section 2, attention has been drawn by Mr. Panda to section 55 which provides for the qualifications for being elected a Councillor or Alderman. This means that if a man wants to stand as a Councillor and if he has not filed the election expenses before and it he gets the disqualification, then under the last explanation the Government has the power to remove the disqualification. But I wish to draw the attention of Mr. Panda to another section which provides that after a person has been elected as a Councillor, he earns a disqualification and to cure this lacuna there is no provision in the Act. In order to remove that lacuna this amendment is necessary. My friend said about the Representation of the Peoples Act. He has not referred to the Rules under the Representation of the Peoples Act in which there is provision for removing this disqualification. Rule 134 provides—it is a different procedure—that the Election Commission shall after considering the representations submitted by the candidate and the comments made by the Returning Officer and after such enquiry as it thinks fit, decide whether or not the disqualification incurred by the candidate under clause (3) of the section shall be removed. Therefore this clause has become necessary on account of this difficulty and I do not think that there can be any objection to it.

With regard to clause 3, my friend has referred to section 417 of the Act. Apart from any other considerations that have been pointed out by the speaker, under this section the Corporation may place electric wires or gas pipes for the purpose of lighting of such lamps under, over, along or across any immovable property. But what is sought to be provided for under this amendment is not with regard to immovable property but posts, poles, standards, etc., which belong to the Tramways Company. At present the Corporation has to have its own posts and it cannot fix anything on the poles of the Tram Company, who are entitled to object to the use of their poles by the Corporation without the latter's entering into an agreement with them. Therefore it was suggested to us that it is far more economical to use the poles of the Tram Company instead of erecting their own poles. Moreover, under section 31, you cannot appropriate any man's property without giving some compensation, whatever that may be. Naturally I understand that this arrangement with the Tram Company will save a good deal of money. Moreover, this is an

(104) Hansda, Sj. Jagatpati. [Gopiballavpur—Midnapore.]
(105) Hansda, Sj. Turku. [Suri—Birbhum.]
(106) Hasda, Sj. Jamadar. [Binpur—Midnapore.]
(107) Hasda, Sj. Lakshan Chandra. [Gangarampur—West Dinajpur.]
(108) Hazra, Sj. Parbati. [Tarakeswar—Hooghly].
(109) Hazra, Sj. Monoranjan. [Uttarpara—Hooghly.]
(110) Hembram, Sj. Kamalakanta. [Chhatna—Bankura.]
(111) Hoare, Sjkta. Anima. [Kalchini—Jalpaiguri.]

J

(112) Jalan, Sj. Iswar Das. [Barabazar—Calcutta.]
(113) Jana, Sj. Mrityunjoy. [Kharagpur Local—Midnapore.]
(114) Jehangir Kabir, Janab. [Haroa—24-Parganas.]
(115) Jha, Sj. Benarashi Prosad. [Kulti—Burdwan.]

K

(116) Kar, Sj. Bankim Chandra. [Howrah West—Howrah.]
(117) Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra. [Egra—Midnapore.]
(118) Kazem Ali Meerza, Janab Syed. [Lalgola—Murshidabad.]
(119) Khan, Sjkta. Anjali. [Midnapore—Midnapore.]
(120) Khan, Sj. Gurupada. [Patrasayer—Bankura.]
(121) Kolay, Sj. Jagannath. [Kotulpur—Bankura.]
(122) Konar, Sj. Hare Krishna. [Kalna—Burdwan.]
(123) Kundu, Sjkta. Abhalata. [Bhatar—Burdwan.]

L

(124) Lahiri, Sj. Somnath. [Alipore—Calcutta.]
(125) Lutfal Hoque, Janab. [Suti—Murshidabad.]

M

(126) Mahanty, Sj. Charu Chandra. [Dantan—Midnapore.]
(127) Mahata, Sj. Mahendra Nath. [Jhargram—Midnapore.]
(128) Mahata, Sj. Surendra Nath. [Gopiballavpur—Midnapore.]
(129) Mahato, Sj. Bhim Chandra. [Balarampur—Purulia.]
(130) Mahato, Sj. Debendra Nath. [Jhalda—Purulia.]
(131) Mahato, Sj. Sagar Chandra. [Arsha—Purulia.]
(132) Mahato, Sj. Satya Kinkar. [Manbazar—Purulia.]
(133) Mohibur Rahaman Choudhury, Janab. [Kaliachak—Malda.]
(134) Maiti, Sj. Subodh Chandra. [Nandigram North—Midnapore.]
(135) Majhi, Sj. Budhan. [Kashipur—Purulia.]
(136) Majhi, Sj. Chaitan. [Manbazar—Purulia.]
(137) Majhi, Sj. Jamadar. [Kalna—Burdwan.]
(138) Majhi, Sj. Ledu. [Kashipur—Purulia.]

enabling clause; if the Corporation thinks that it is not to be done, it is at liberty not to do it. Otherwise this power has been given to the Corporation to enter into an agreement with the Tram Company for the use of these poles and to save the money.

With these words, Sir, I commend my motion for the acceptance of the House.

The motion of Sj. Sunil Das that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 30th September, 1958, was then put and lost.

The motion of Sj. Deben Sen that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion by the 31st August, 1958, falls through.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st July, 1958, falls through.

The motion of the Hon'ble Iswar Das Jalan that the Calcutta Municipal (Amendment) Bill, 1958, be taken into consideration, was then put and agreed to.

Clause 1

The question that clause 1 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 2

Sj. Ramanuj Halder: Sir, I beg to move that in clause 2, in paragraph (a) of the proposed proviso, line 1, after the words "any candidate" the words "or his election agent" be inserted.

Sir, I also beg to move that in clause 2, in paragraph (b) of the proposed proviso, line 2, after the word "candidate" the words "or his election agent" be inserted.

Sj. Sunil Das: Sir, I move that in clause 2, lines 3 and 4, the words "and shall be deemed always to have been added" be omitted.

I move that in clause 2, in paragraph (a) of the proposed proviso, line 1, after the words "any candidate" the words "before the expiry of one month after the date of the declaration of the election" be inserted.

I move that in clause 2, in paragraph (a) of the proposed proviso, line 2, after the word "period" the words "by such time not exceeding two months" be inserted.

I move that in clause 2, in paragraph (a) of the proposed proviso, line 4, the word "or" be omitted.

I move that in clause 2, the paragraph (b) of the proposed proviso be omitted.

মিঃ স্পীকার, স্যার, এই দুই নম্বর ক্লজে আমার যে কয়েকটা এমেন্ডমেন্ট আছে সেগুলি আমি আপনার কাছে উপস্থাপিত করছি। আমার ৬ নম্বর এমেন্ডমেন্ট হোল—

and should be deemed always to have been added.

এটা আমি ওমিট করার জন্য বলছি। কারণ এটা রেট্রসপেকটিভ এফেকটএ বোঝাও যায় এটার কোন সার্থকতা দেখছি না। সেজন্য আমি এই ধরনের সংশোধনী প্রস্তাব এনেছি। তারপর ১৩ নম্বর এমেন্ডমেন্ট বলছি, অন দি এপ্লিকেশন অফ এনি ক্যান্ডিডেট এখানে রয়েছে, আমি বলছি—

'on the application of any candidate before the expiry of one month after the date of the declaration of the election

(139) Majhi, Sj. Nishapati. [Rajnagar—Birbhum.]
(140) Majhi, Sj. Gobinda Charan. [Amta East—Howrah.]
(141) Majumdar, Sj. Apurba Lal. [Sankrail—Howrah.]
(142) Majumdar, Sj. Bhupati. [Chinsura—Hooghly.]
(143) Majumdar, Sj. Byomkes. [Bhadreswar—Hooghly.]
(144) Majumdar, Dr. Jnanendra Nath. [Ballygunge—Calcutta.]
(145) Majumder, Sj. Jagannath. [Krishnagar—Nadia.]
(146) Mallick, Sj. Ashutosh. [Onda—Bankura.]
(147) Mandal, Sj. Bijoy Bhusan. [Uluberia—Howrah.]
(148) Mandal, Sj. Krishna Prasad. [Kharagpur Local—Midnapore.]
(149) Mandal, Sj. Sudhir. [Kandi—Murshidabad.]
(150) Mandal, Sj. Umesh Chandra. [Dinhata—Cooch Behar.]
(151) Mardi, Sj. Hakai. [Balurghat—West Dinajpur.]
(152) Maziruddin Ahmed, Janab. [Cooch Behar—Cooch Behar.]
(153) Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan. [Siliguri—Darjeeling.]
(154) Misra, Sj. Monoranjan. [Sujapore—Malda.]
(155) Misra, Sj. Sowrindra Mohan. [Ratua—Malda.]
(156) Mitra, Sj. Haridas. [Tollygunge—Calcutta.]
(157) Mitra, Sj. Satkari. [Khardah—24-Parganas.]
(158) Modak, Sj. Bijoy Krishna. [Balagarh—Hooghly.]
(159) Modak, Sj. Niranjan. [Nabadwip—Nadia.]
(160) Mohammad Afaque, Janab Choudhury. [Chopra—West Dinajpur.]
(161) Mohammad Giasuddin, Janab [Farakka—Murshidabad.]
(162) Mohammed Israil, Janab. [Naoda—Murshidabad.]
(163) Mondal, Sj. Amarendra. [Jamuria—Burdwan.]
(164) Mondal, Sj. Baidyanath. [Jamuria—Burdwan.]
(165) Mondal, Sj. Bhikari. [Bhagabanpur—Midnapore.]
(166) Mondal, Sj. Dhwajadhari. [Ondal—Burdwan.]
(167) Mondal, Sj. Haran Chandra. [Sandeshkhali—24-Parganas.]
(168) Mondal, Sj. Rajkrishna. [Hasnabad—24-Parganas.]
(169) Mondal, Sj. Sishuram. [Bankura—Bankura.]
(170) Muhammad Ishaque, Janab. [Swarupnagar—24-Parganas.]
(171) Mukherjee, Sj. Bankim. [Budge Budge—24-Parganas.]
(172) Mukherjee, Sj. Dhirendra Narayan. [Dhaniakhali—Hooghly.]
(173) Mukherjee, Sj. Pijus Kanti. [Alipurduars—Jalpaiguri.]
(174) Mukherjee, Sj. Ram Lochan. [Chatra—Bankura.]
(175) Mukherji, Sj. Ajoy Kumar. [Tamluk—Midnapore.]
(176) Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal. [Ondal—Burdwan.]
(177) Mukhopadhyay, Sjkta. Purabi. [Vishnupur—Bankura.]
(178) Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath. [Behala—24-Parganas.]
(179) Mukhopadhyay, Sj. Samar. [Howrah North—Howrah.]
(180) Mullick Chowhdury, Sj. Suhrid. [Sukea Street—Calcutta.]
(181) Murmu, Sj. Jadu Nath. [Raipur—Bankura.]
(182) Murmu, Sj. Matla. [Malda—Malda.]
(183) Muzaffar Hussain, Janab. [Goalpokher—West Dinajpur.]

অর্থাৎ কোন পয়েন্ট অব টাইমে এপ্লিকেশন আসবে সেই পয়েন্ট অব টাইমটা আমি নির্ধারণ করে দিতে চাচ্ছি। তারপর

in clause 2, paragraph (a), after word "period" the words "by such time not exceeding two months"

এখানে বলা হচ্ছে যে

on the application of any candidate extended the period.

আমি বলতে চাচ্ছি যে দুই মাসের বেশী একসটেনশন দেওয়া যেতে পারে না—এই স্টিপুলেসনটি রাখছি। তারপর নাম্বার ১৬তে আমি বলেছি 'অর' বি ওমিটেড। এটা আমি ওমিট করতে চাচ্ছি এই প্যারাগ্রাফে, কারণ যেভাবে এই দুই নম্বর ক্লজটিকে রাখা হয়েছে তাতে বলতে চাওয়া হচ্ছে যে ক্যান্ডিডেট এপ্লিকেশন করবে, করার পর তার পিরিয়ড একসটেন্ড করে দেওয়া হবে, তারপরে বলছেন অথবা ডিলে কনডোন করা হবে, অর্থাৎ এই দাঁড়ায় এপ্লিকেশন না করলেও ডিলে কনডোন্স করা যেতে পারে। আমি এটা পৃথক করে নিতে চাচ্ছি। সেজন্য প্রথম প্যারাগ্রাফে আমি এমেন্ডমেন্ট রাখছি যে 'অর'টাকে তুলে দেওয়া হোক, আর প্যারাগ্রাফ 'বি'টাকে আমি একেবারে তুলে দিচ্ছি।

[6-40—6-53 p.m.]

আমার পূর্ববর্তী বক্তা বসন্তকুমার পান্ডা মহাশয় বলেছেন রিপ্রেজেনটেসন অফ পিপল্‌স এ্যাক্টে ৭৭-৭৮তে ইলেকশন এক্সপেন্সেস দাখিল করা সম্পর্কে বিধান আছে—রুলস ৩০তেও সেই কথাই বলেছে যে, ইলেকশন ডিক্লেয়ারর্ড হবার পর ইলেকশন এক্সপেন্সেস দাখিল করতে হবে। রুলস ৫৬এও সেই প্রসিডিউর লে-ডাউন করা হয়েছে, অথচ এখানে কনডোন্ড করা হচ্ছে। আমরা দেখেছি কর্পোরেশনের সাধারণ নির্বাচনে ৬৩নং কনস্টিটিউয়েন্সীতে একজন কংগ্রেস প্রার্থীর ইলেকশন এক্সপেন্সেস দাখিল করা হয় নি। যেদিন নমিনেশন দাখিল করার শেষ তারিখ সেদিন নমিনেশন পেপার দাখিল করার ১ ঘণ্টা পূর্বে জালান সাহেবের দপ্তর থেকে তিনি একজেম্পশন নিয়ে আসেন। আজকে আমি জানতে চাই বিরোধীপক্ষের কোন প্রার্থী নির্দিষ্ট সময়ের মাত্র এক ঘণ্টা পূর্বে যদি এক্সজেম্পশন চাইতেন তাহলে কি তিনি এই একজেম্পশন কখনো পেতেন? আইন যাই থাকুক না কেন, আমরা জানি এইরকম ডিসক্রিমিনেশন হয়েছে এবং আমরা অভিজ্ঞতা থেকে জানি কংগ্রেসপ্রার্থী হওয়ার দরুন এক ঘণ্টা পূর্বে একজেম্পশন পেয়েছেন। অথচ এটা রিপ্রেজেন্টেশন অফ পিপলস এ্যাক্টএ নাই। সেজন্য আমরা এই কনডোনেশনএর ব্যবস্থার বিরোধী—কনডোনেশন এখানে কিছুতেই থাকতে পারে না। এটা থাকলেই ডিসক্রিমিনিশন হবে।

Sj. Gobinda Charan Maji: Sir, I beg to move that in clause 2, in paragraph (a) of the proposed proviso, line 2, after the word "period" the words "up to sixty days after the declaration of election result" be inserted.

Sj. Basanta Kumar Panda: I shall be very brief and to the point. I have got amendments Nos. 5, 8, 9, 18 and 20. No. 5 has already been moved by Mr. Sunil Das. I move the rest.

Sir, I beg to move that in clause 2, in the proposed proviso, lines 1 and 2, for the words "State Government" the words "Chief Judge, City Civil Court, Calcutta" be substituted.

I also move that in clause 2, in the proposed proviso, line 2, for the word "it" the word "he" be substituted.

I also move that in clause 2, in paragraph (b) of the proposed proviso, line 2, after the words "by a candidate" the words "after giving other contesting candidates an opportunity of being heard" be inserted.

N

(184) Nahar, Sj. Bijoy Singh. [Chowringhee—Calcutta.]
(185) Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar. [Magrahat—24-Parganas.]
(186) Naskar, Sj. Gangadhar. [Baruipur—24-Parganas.]
(187) Naskar, Sj. Hem Chandra. [Bhangar—24-Parganas.]
(188) Naskar, Sj. Khagendra Nath. [Canning—24-Parganas.]
(189) Noronha, Sj. Clifford. [Nominated.]

O

(190) Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md. [Entally—Calcutta.]

P

(191) Pakray, Sj. Gobardhan. [Raina—Burdwan.]
(192) Pal, Sj. Provakar. [Singur—Hooghly.]
(193) Pal, Dr. Radhakrishna. [Arambagh—Hooghly.]
(194) Pal, Sj. Ras Behari. [Contai South—Midnapore.]
(195) Panda, Sj. Basanta Kumar. [Bhagabanpur—Midnapore.]
(196) Panda, Sj. Bhupal Chandra. [Nandigram South—Midnapore.]
(197) Pandey, Sj. Sudhir Kumar. [Binpur—Midnapore.]
(198) Panja, Sj. Bhabaniranjan. [Daspur—Midnapore.]
(199) Pati, Dr. Mohini Mohan. [Debra—Midnapore.]
(200) Pemantle, Sjkta. Olive. [Nominated.]
(201) Platel, Sj. R. E. [Nominated.]
(202) Poddar, Sj. Anandilall. [Jorasanko—Calcutta.]
(203) Pramanik, Sj. Rajani Kanta. [Panskura West—Midnapore.]
(204) Pramanik, Sj. Sarada Prasad. [Mathabhanga—Cooch Behar.]
(205) Prasad, Sj. Rama Shankar. [Beliaghata—Calcutta.]
(206) Prodhan, Sj. Trailokyanath. [Ramnagar—Midnapore.]

R

(207) Rafiuddin Ahmed, Dr. [Deganga—24-Parganas.]
(208) Rai, Sj. Deo Prakash. [Darjeeling—Darjeeling.]
(209) Raikut, Sj. Sarojendra Deb. [Jalpaiguri—Jalpaiguri.]
(210) Ray, Dr. Anath Bandhu. [Bankura—Bankura.]
(211) Ray, Sj. Arabinda. [Amta West—Howrah.]
(212) Ray, Sj. Jajneswar. [Mainaguri—Jalpaiguri.]
(213) Ray, Dr. Narayan Chandra. [Vidyasagar—Calcutta.]
(214) Ray, Sj. Nepal. [Jorabagan—Calcutta.]
(215) Ray, Sj. Phakir Chandra. [Galsi—Burdwan.]
(216) Ray Chaudhuri, Sj. Sudhir Chandra. [Bortala North—Calcutta.]
(217) Roy, Sj. Atul Krishna. [Deganga—24-Parganas.]
(218) Roy, Sj. Bhakta Chandra. [Manteswar—Burdwan.]
(219) Roy, Dr. Bidhan Chandra. [Bowbazar—Calcutta.]

I also move that in clause 2, the following further proviso be added, namely:—

"Provided further that an appeal shall lie to the High Court against every such order passed by the Chief Judge, City Civil Court, Calcutta."

Now, with regard to So. 5, I wish to delete this portion "and shall be deemed always to have been added". Why this retrospective operation of this Act? You are going to make a new provision and a municipal election was held about two years ago. Therefore, why are you introducing this retrospective operation of this Act?

Then with regard to No. 8, I have just now stated that there is a tribunal for determining the cases under section 55. If this power, instead of in the hands of the State Government, is given to an experienced Judge, then the matter would have been all right. Therefore, in place of "State Government" I have proposed to substitute the words "Chief Judge, City Civil Court, Calcutta". If this amendment of mine is accepted, then the necessary corollary is, in place of "it", it shall be "he", because in place of "Government", "Chief Judge" will be substituted there. If the case is decided before the City Civil Court or elsewhere then the other contesting candidates must be given an opportunity of being heard because the reasons for which the fault is being exonerated ought to be known by other persons. If it is heard by the City Civil Court Judge, then there should be an appeal to the High Court in the presence of all other contesting parties.

These are my amendments.

Sj. Tarapada Dey: Sir, I beg to move that in clause 2, in the proposed proviso, lines 1 and 2, the words "in the opinion of the State Government" be omitted.

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি এটাই শুধু বলতে চাই যে, যেভাবে গ্রাউন্ড করা হচ্ছে তাতে ডিসক্রিমিনেশন হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। এমন বিল হওয়া উচিত যাতে কোনরকম ডিসক্রিমিনেশন না হয়। তার জন্য গ্রাউন্ডগুলি ঠিক করে দেওয়া উচিত। মাননীয় সদস্য সুনীল দাস মশাই দেখিয়েছেন যে, যেখানে সুযোগ থাকে স্টেট গভর্নমেন্ট বিরোধীপক্ষের বিরুদ্ধে ডিসক্রিমিনেশন করেন। সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকা দরকার।

With these words I move my amendment.

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Sir, in clause 2, amendment No. 12, Shri Ramanuj Halder wants to add the words "or his election agent" after the words "any candidate". I accept it.

The next is also an amendment of Shri Ramanuj Halder (No. 19) "condone the delay in lodging of the return of election expenses by a candidate or his election agent". I accept it.

Therefore I accept the amendments Nos. 12 and 19 of Shri Ramanuj Halder and oppose the other amendments.

Mr. Speaker: I am putting all the amendments to vote now:—

The motion of Sj. Sunil Das that in clause 2, lines 3 and 4, the words "and shall be deemed always to have been added" be omitted, was then put and lost.

(220) Roy, Sj. Jagadananda. [Falakata—Jalpaiguri.]
(221) Roy, Dr. Pabitra Mohan. [Dum Dum—24-Parganas.]
(222) Roy, Sj. Pravash Chandra. [Bishnupur—24-Parganas.]
(223) Roy, Sj. Rabindra Nath. [Bishnupur—24-Parganas.]
(224) Roy, Sj. Saroj. [Garbetta—Midnapore.]
(225) Roy Choudhury, Sj. Khagendra Kumar. [Baruipur—24-Parganas.]
(226) Roy Singha, Sj. Satish Chandra. [Cooch Behar—Cooch Behar.]

S

(227) Saha, Dr. Biswanath. [Jangipara—Hooghly.]
(228) Saha, Sj. Dhaneswar. [Ratua—Malda.]
(229) Saha, Dr. Sisir Kumar. [Nalhati—Birbhum.]
(230) Sahis, Sj. Nakul Chandra. [Purulia—Purulia.]
(231) Sarkar, Sj. Amarendra Nath. [Bolpur—Birbhum.]
(232) Sarkar, Dr. Lakshman Chandra. [Ghatal—Midnapore.]
(233) Sen, Sj. Deben. [Cossipore—Calcutta.]
(234) Sen, Sjkta. Manikuntala. [Kalighat—Calcutta.]
(235) Sen, Sj. Narendra Nath. [Ekbalpur—Calcutta.]
(236) Sen, Sj. Prafulla Chandra. [Khanakul—Hooghly.]
(237) Sen, Dr. Ranendra Nath. [Manicktola—Calcutta.]
(238) Sen, Sj. Santi Gopal. [English Bazar—Malda.]
(239) Sengupta, Sj. Niranjan. [Bijpur—24-Parganas.]
(240) Shukla, Sj. Krishna Kumar. [Titagarh—24-Parganas.]
(241) Singha Deo, Sj. Shankar Narayan. [Raghunathpur—Purulia.]
(242) Sinha, Sj. Bimal Chandra. [Kandi—Murshidabad.]
(243) Sinha, Sj. Durgapada. [Murshidabad—Murshidabad.]
(244) Sinha, Sj. Phanis Chandra. [Karandighi—West Dinajpur.]
(245) Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath. [Tufanganj—Cooch Behar.]

T

(246) Tah, Sj. Dasarathi. [Raina—Burdwan.]
(247) Taher Hossain, Janab. [Mirapur—Burdwan.]
(248) Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna. [Dinhata—Cooch Behar.]
(249) Tarkatirtha, Sj. Bimalananda. [Purbasthali—Burdwan.]
(250) Thakur, Sj. Pramatha Ranjan. [Haringhata—Nadia.]
(251) Trivedi, Sj. Goalbadan. [Bharatpur—Murshidabad.]
(252) Tudu, Sjkta. Tusar. [Garbetta—Midnapore.]

W

(253) Wangdi, Sj. Tenzing. [Siliguri—Darjeeling.]

Y

(254) Yeakub Hossain, Janab Mahammad. [Nalhati—Birbhum.]

Z

(255) Zia-Ul-Huque, Janab Md. [Baduria—24-Parganas.]

The motion of Sj. Tarapada Dey that in clause 2, in the proposed proviso, lines 1 and 2, the words "in the opinion of the State Government" be omitted, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 2, in the proposed proviso, lines 1 and 2, for the words "State Government" the words "Chief Judge, City Civil Court, Calcutta" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 2, in the proposed proviso, line 2, for the word "it" the word "he" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Sunil Das that in clause 2, in paragraph (a) of the proposed proviso, line 1, after the words "any candidate" the words "before the expiry of one month after the date of the declaration of the election" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Sunil Das that in clause 2, in paragraph (a) of the proposed proviso, line 2, after the word "period" the words "by such time not exceeding two months" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Gobinda Charan Maji that in clause 2, in paragraph (a) of the proposed proviso, line 2, after the word "period" the words "up to 60 days after the declaration of election result" be inserted, was then put and lost

The motion of Sj. Sunil Das that in clause 2, in paragraph (a) of the proposed proviso, line 4, the word "or" be omitted, was then put and lost.

The motion of Sj. Sunil Das that in clause 2, the paragraph (b) of the proposed proviso be omitted, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 2, in paragraph (b) of the proposed proviso, line 2, after the words "by a candidate" the words "after giving other contesting candidates an opportunity of being heard" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 2, the following further proviso be added, namely:—

"Provided further that an appeal shall lie to the High Court against every such order passed by the Chief Judge, City Civil Court, Calcutta."

was then put and lost.

Mr. Speaker: I am now putting amendments Nos. 12 and 19 which have been accepted by the Minister to vote.

The motion of Sj. Ramanuj Haldar that in clause 2, in paragraph (a) of the proposed proviso, line 1, after the words "any candidate" the words "or his election agent" be inserted, was then put and agreed to.

The motion of Sj. Ramanuj Halder that in clause 2, in paragraph (b) of the proposed proviso, line 2, after the word "candidate" the words "or his election agent" be inserted, was then put and agreed to.

The question that Clause 2, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Thursday, the 3rd July, 1958, at 3 p.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble SANKARDAS BANERJI) in the Chair, 16 Hon'ble Ministers, 9 Deputy Ministers and 216 Members.

STARRED QUESTIONS
(to which oral answers were given)

[3—3-10 p.m.]

Further supplementaries on Starred Question No. *19

Sj. Shyama Prasanna Bhattacharjee:
মন্ত্রী মহাশয় জানিয়েছেন যে রিলিফগুলি ঘোষিত হয়েছে। এটা কি গেজেটের দ্বারা জানানো হয়েছিল?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
এই সমস্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট জানিয়ে দিয়েছেন। তাকে সেই রকম ইনষ্ট্রাকশন দেওয়া আছে।

Sj. Shyama Prasanna Bhattacharjee:
রিলিফ কমিটির সেক্রেটারীকে জানান হয় নি। কারণ হাওড়ায় আমাদের রিলিফ কমিটি সেক্রেটারীকে জানায় নি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
খোঁজ করে দেখব ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট জানিয়েছেন কি না।

Sj. Shyama Prasanna Bhattacharjee:
আপনাদের নমিনেটেড মেম্বার কাজ না করলে, নূতন মেম্বারকে নমিনেশন দেওয়া যায় কি না?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
গভর্নমেন্টকে জানালে, তারা যদি কাজ না করে তাহলে তাদের পরিবর্তে অন্য লোক নেওয়া হয়।

Sj. Shyama Prasanna Bhattacharjee:
নমিনেশন দেবে কে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
গভর্নমেন্ট দেবে। তবে নাম ম্যাজিষ্ট্রেট রিকোমেন্ড করে দেয়।

Sj. Shyama Prasanna Bhattacharjee:
এই নমিনেশন গভর্নমেন্ট নিজেই দেন, না ম্যাজিষ্ট্রেট দেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
গভর্নমেন্ট দেন তবে ম্যাজিষ্ট্রেট সাজেষ্ট করে দেন।

Sj. Shyama Prasanna Bhattacharjee:
এটা কি মন্ত্রী মহাশয়দের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
হ্যাঁ, গভর্নমেন্টএর পক্ষ থেকে দেওয়া হয়।

New clause 2A

Sj. Apurba Lal Majumdar: Sir, I beg to move that after clause 2, the following be inserted, namely:—

> "2A. But in no case the State Government shall extend the period for more than six months."

এই বিলের সেকশন ২তে যে পাওয়ার দেওয়া হয়েছে সেই পাওয়ারটা ইনডেফিনিট পিরিয়ডের জন্য গভর্নমেন্টএর হাতে দেওয়া হয়েছে, তাতে এই হবে যে, কন্ডোন করার ক্ষমতা বৎসরের পর বৎসর চালিতে থাকিবে। মাননীয় সদস্যরাও বলেছেন, এবং আমিও এটা এপ্রিহেন্ড করি যে, এতে মিসইউস হবে। তাই ৬ মাসের পর যাতে কন্ডোন না করতে পারেন এটাই আমার বক্তব্য।

The motion of Sj. Apurba Lal Majumdar that after clause 2, the following be inserted, namely:—

> "2A. But in no case the State Government shall extend the period for more than six months".

was then put and lost.

Clause 3

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that in clause 3, the following further proviso be added, namely:—

> "Provided further that the provisions of this sub-section shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other law or any contract or instrument to the contrary."

Sir, the Calcutta Corporation is going to enter into an agreement or contract. Now, this item "contract" appears in List III of the Seventh Schedule of the Constitution which is in the Concurrent List. So, as we are going to legislate on an item which is in the Concurrent List of the Constitution, I think the consent of the President is necessary. That is why I have suggested my amendment.

Sj. Dhirendra Nath Dhar: Sir, I beg to move that in clause 3, in the proposed proviso, lines 6 to 8, for the words beginning with "enter into an agreement" and ending with "mutually agreed upon" the words "may use" be substituted.

I further beg to move that in clause 3, in the proposed proviso, lines 7 and 8, the words "on terms and conditions mutually agreed upon" be omitted.

Mr. Speaker: I am now putting all the amendments to vote.

The motion of Sj. Dhirendra Nath Dhar that in clause 3, in the proposed proviso, lines 6 to 8, for the words beginning with "enter into an agreement" and ending with "mutually agreed upon" the words may use be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Dhirendra Nath Dhar that in clause 3, in the proposed proviso, lines 7 and 8, the words "on terms and conditions mutually agreed upon" be omitted, was then put and lost.

Sj. Amal Kumar Ganguli:
এই কমিটিতে যেখানে গ্রাম সেবক নেই সেখানে সেক্রেটারী কে হবে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
যেখানে গ্রামসেবক নেই সেখানে ইউনিয়ন এগ্রিকালচারাল এসিস্ট্যান্ট হবে।

Sj. Amal Kumar Ganguli:
এই কমিটির প্রেসিডেন্ট কে হবে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
কমিটি মিটিং করে যাকে ইচ্ছা তাকেই প্রেসিডেন্ট ঠিক করবেন।

Sj. Amal Kumar Ganguli:
কোন স্থায়ী প্রেসিডেন্ট আছে কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
না। কোন স্থায়ী প্রেসিডেন্ট নেই।

Sj. Amal Kumar Ganguli:
এখানে প্রশ্ন হচ্ছে—গভর্নমেন্টএর পক্ষ থেকে কোন চেয়ারম্যান ঠিক করে দেওয়া হয় কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
আমি আগেই বলেছি হয় না।

Sj. Amal Kumar Ganguli:
যদি কোন কোন কমিটির সমস্ত সদস্য উপস্থিত থাকে, তাহলে—যেমন এম, এল, এ, ইউনিয়ন বোর্ডএর প্রেসিডেন্ট, নমিনেটেড মেম্বারস আছে—সেখানে চেয়ারম্যান কি ভোটএ ঠিক করা হয়?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
নিশ্চয়ই। এক জনকে প্রিসাইড করতেই হবে। যিনি অধিক সংখ্যায় ভোট পাবেন তিনিই চেয়ারম্যান হবেন।

Sj. Amal Kumar Ganguli:
প্রত্যেক মিটিংএ কি আলাদা প্রেসিডেন্ট হবে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
আমি আগেই বলেছি যে স্থায়ী প্রেসিডেন্ট নেই।

Sj. Amal Kumar Ganguli:
গতকাল প্রশ্ন করেছিলাম যে, যে নমিনেটেড মেম্বার করা হয় সেই নমিনেশনএর পদ্ধতি কি হবে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
গভর্নমেন্ট নমিনেশন দেন। কালই এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছি।

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:
ইউনিয়ন রিলিফ কমিটিতে ইউনিয়ন বোর্ডএর প্রেসিডেন্ট, প্রেসিডেন্ট হিসাবে কাজ করে কি না?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
নট নেসেসারিলী। আমি বলছি স্থায়ী প্রেসিডেন্ট নেই।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:
যদি কোন বে-সরকারী সরকারের কাছে নাম পাঠান তাহলে তাদের মনোনীত করবেন কি না, সেই সম্বন্ধে সরকারের নীতি কি?

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 3, the following further proviso be added, namely:—

"Provided further that the provisions of this sub-section shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other law or any contract or instrument to the contrary."

was then put and lost.

The question that clause 3 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Preamble

The question that the preamble do stand part of the Bill was then put and agreed to.

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Sir, I beg to move that the Calcutta Municipal (Amendment) Bill, 1958, as settled in the Assembly, be passed.

The motion was then put and agreed to.

Adjournment

The House was then adjourned at 6-53 p.m. till 3 p.m. on Tuesday, the 8th July, 1958, at the Assembly House, Calcutta.

Mr. Speaker: It depends on circumstances.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
দিতে পারি, নাও দিতে পারি।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:
এম, এল, এ,রা প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে কি না, দুই এক জায়গায় তাদের রিপ্রেজেন্টেটিভ মিটিংএ এ্যাটেন্ড করেছে, সেইভাবে পারে কি না?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
কোন কোন জায়গায় তাদের সাবষ্টিটিউট মিটিং এ্যাটেন্ড করতে পারে কিন্তু এসব জায়গায় তা সম্ভব হয় না।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:
প্রতিনিধি দেওয়ার ব্যবস্থা না থাকলে সব সময় নিজে যেতে না পারলে ডেরিলিকশন অব ডিউটি হয়ে যায়।

Mr. Speaker: An M.L.A is on the relief Committee because he is an M.L.A.; if he cannot attend he cannot choose his nominee.

Sj. Ajit Kumar Ganguli:
এই যে লেখা আছে—ডিফাংক্ট যখন হয় তখন গভর্নমেন্ট মেসিনারী রিলিফ করে, ডিফাংক্ট বুঝা যাবে কখন, সেই রিপোর্ট কার কাছে আসবে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
আমার কাছে রিপোর্ট আসবে তখন ডিফাংক্ট হবে।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:
কোন্‌টা ইউস্যুয়াল মেসিনারী-

Mr. Speaker: The machinery known to law.

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:
যেখানে কোন মেসিনারী নেই?

Mr. Speaker: There is always a machinery.

Sj. Ajit Kumar Ganguli:
তিনি বলেছেন—ডিফাংক্ট হলে হবে। কিন্তু যেখানে রিলিফ কমিটি ডিফাংক্ট না হয়েও এই জিনিষগুলি বিতরিত হচ্ছে সেখানে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
খবর দেবেন তাহলে ব্যবস্থা করবো।

Sj. Ajit Kumar Ganguli:
এখানে লেখা আছে বিভিন্ন রিলিফ কমিটি এই জিনিস করবে—রিলিফ কমিটি কোন সাজেশন দিলে সেই সাজেশন গভর্নমেন্ট গ্রহণ করবেন কি?

Mr. Speaker: Please refer to the part of the question out of which your question arises.

Sj. Narayan Chobey: It arises......

Mr. Speaker: Let Mr. Ajit Kumar Gangulv say it.

Sj. Ajit Kumar Ganguli:
(বি)(২)তে উত্তর দিয়েছেন—

To render such advice as may be necessary for the preparation of schemes for different types of test relief works..................................

এই যে এডভাইসএর কথা বলছেন রিলিফ কমিটি সাজেস্ট করলে সেগুলি গ্রহণ করবেন কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
যদ্দিন্দ্রে হলে গ্রহণ করা হয়।

Sj. Niranjan Sengupta:
আমার প্রশ্ন হচ্ছে—রিলিফ কমিটির মিটিং কে ডাকবেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: Secretary.

Sj. Niranjan Sengupta:
মিটিং ডাকার কি নিয়ম আছে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
না, কোন নিয়ম নাই।

Sj. Niranjan Sengupta:
ছ' মাস যদি মিটিং না হয়?

Mr. Speaker: That is a hypothetical question.

Scarcity and distress in Nandigram thana, Midnapore district

***20.** (Admitted question No. *960.) **Sj. Bhupal Chandra Panda:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Relief Department be pleased to state—

(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে, বর্তমান বৎসরে (১৯৫৭) নন্দীগ্রাম থানায় অনিয়মিত বৃষ্টি হওয়ায় এই থানার ব্যাপক অঞ্চলে শস্যহানি ঘটিয়াছে এবং দুরবস্থা দেখা দিয়েছে ; এবং

(খ) সত্য হইলে, উক্ত শস্যহানিজনিত দুরবস্থা দূর করিবার জন্য কি ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করিয়াছেন?

The Minister for Food, Relief and Supplies (The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

(ক) অনিয়মিত বৃষ্টি ফলে শস্যহানি হইয়াছে, তবে এখনও দুরবস্থা দেখা দেয় নাই।

(খ) প্রশ্ন উঠে না।

[3-10—3-20 p.m.]

Sj. Bhupal Chandra Panda:
(ক) প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী মহাশয় কি বোঝাতে চেয়েছেন জানাবেন কি?

Mr. Speaker:
এ ধরণের কোয়েশ্চেন করলে জবাব দেওয়া সম্ভব নয়। আপনি ধরবেন, এক মানে করে, উনি ধরবেন অন্য মানে।

Sj. Bhupal Chandra Panda:
আমার প্রশ্নটা হচ্ছে—উনি যে বলেছেন এখনো দুরবস্থা দেখা দেয় নি, আমি সেখানে খাদ্যের অভাবে মানুষ উপবাস করছে—

Mr. Speaker: I will always allow a legitimate question কিন্তু সেটা প্রকৃত প্রশ্ন হওয়া চাই।

Sj. Bhupal Chandra Panda:
স্যার, যেখানে খাদ্যের অভাবে মানুষ উপবাস করছে, অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে মরছে, সেখানেও কি বলা চলবে যে দুরবস্থা দেখা দেয় নি?

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

The Assembly met in the Assembly House, Calcutta, on Tuesday, the 8th July, 1958, at 3 p.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble Sankardas Banerji) in the Chair, 16 Hon'ble Ministers, 11 Deputy Ministers and 202 Members.

STARRED QUESTIONS
(to which oral answers were given)

[3—3-10 p.m.]

Recruitment of District Inspectors of Schools

***39. Sj. Subodh Banerjee:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(a) the method which was adopted for the recruitment of District Inspectors of Schools in the year 1956 up to 30th November of 1957;

(b) how many of them were recruited direct and how many departmentally promoted;

(c) whether the rules prescribed for departmental promotion were followed in the Education Department in the above cases;

(d) whether claims of any senior officers were superseded during the above promotions; and

(e) whether in the case of direct recruitment of District Inspectors of Schools Government consider the desirability of holding examination by the Public Service Commission?

The Minister for Education (the Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri): (a) Both by direct recruitment and by promotion.

(b) Five by direct recruitment and five by promotion.

(c) Yes.

(d) Yes. Promotion cannot be claimed on the ground of seniority. The general principles followed are that promotions are given on grounds of merit and not of seniority.

(e) No.

Sj. Subodh Banerjee: With respect to answer (c), will the Hon'ble Minister please state what are the rules for promotion?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Seniority plus efficiency. Efficiency is judged by superior officers from the C.C.R.

Sj. Subodh Banerjee: With respect to answer (e), will the Hon'ble Minister please state whether the posts of District Inspectors of Schools are gazetted posts?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: They are.

Sj. Subodh Banerjee: Then what stands in the way of recruitment through the Public Service Commission?

Mr. Speaker:
আপনার ওটা ঠিক প্রশ্ন হচ্ছে না, ওটা একটা ষ্টেটমেন্ট। আমি হলে বলতাম—আপনি কি ানেন নন্দীগ্রামে উপবাস দেখা দিয়েছে? প্রশ্নটা যদি স্পেসিফিক একটা বিষয়ে না হয় হি জ নট এক্সপেক্টেড তার জবাব দিতে।

Sj. Saroj Roy:
স্যার, উনি যে বলছেন 'এখনো দেখা দেয় নাই'—আর সেখানে লোক উপবাস করতে শুরু রেছে——

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
স্যার, এই প্রশ্নটা নভেম্বর বা ডিসেম্বর মাসে করা হয়েছিল আর উত্তরটা দেওয়া আছে ানুয়ারী মাসে।

Mr. Speaker: Mr. Sen, are you aware of the present position?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: Yes, I am aware of the present osition. There is some distress there and we have started test relief work nd we are also giving modified rations.

Sj. Saroj Roy:
আপনি যখন এটার জবাব দিয়েছিলেন তখনকার অবস্থা সম্বন্ধে জবাব দিয়েছিলেন, এখনকার বস্থা দেখে ত আর দেন নাই—এখন উপবাস দেখা দিয়েছে, সে বিষয়ে আপনার বলার কি আছে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
লোকের অভাব বেড়েছে, কষ্ট হচ্ছে এবং তার যথাসাধ্য প্রতিকারে আমরা অগ্রসর হয়েছি—স্ট রিলিফ ও খয়রাতি সাহায্যের মাধ্যমে।

Mr. Speaker: I put it this way. The question is "what is the state of ffairs now" to which the Hon'ble Minister says that he admits that there some distress there now and to meet that distress certain measures have een taken.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: Sir, I may tell the honourable ember that even as early as in January, 1958, we spent rupees fifty thousand r test relief works, khairati assistance and other things, but I cannot ive him the date now.

Sj. Hare Krishna Konar:
এই ছাপানো প্রশ্নোত্তর আমাদের যেটা দিয়েছেন, সেটা ত দেখছি—ডেটেড টুয়েন্টি-সিক্সথ ুন ১৯৫৮, তাহলে উত্তরটা ধরে নিতে হয়, সেই দিনের, অবশ্য এতে কোন জায়গার উল্লেখ ই, আর এখানে বলা হচ্ছে—এখনো দুরবস্থা দেখা দেয় নাই।

Mr. Speaker: Mr. Konar, let me tell you that you are labouring after misstatement when this question was put.
সারটাও তার কাছাকাছি সময়ে লেখা।

Sj. Hare Krishna Konar:
আমি, স্যার, আপনাকে বলছি—এই যদি হয় তাহলে কোয়েশ্চেনএর সঙ্গে সঙ্গে ডেটও তে হয়? না হলে——

Mr. Speaker: The question was put on the 3rd of December, 1957 and e answer was drafted on the 7th February, 1958. The date—26th of une, 1958—which appears on page 1 has no bearing on the question. lease remember that the question was put much earlier, it was answered February, 1958 and it was due to come up before the House on the 26th une, 1958.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Recruitment is made through the Public Service Commission. The question asked in (e) is whether "Government consider the desirability of holding examination by the Public Service Commission" and the answer (e) is "No". Public Service Commission holds no examination but selects men for the post.

Sj. Deben Sen:

মাননীয় মন্ত্রিমহোদয় কি জানাবেন—এই যে ৫ জন বাইরে থেকে ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্ট হয়েছে, ৫ জন প্রমোশনএ হয়েছে, এর কোটা ঠিক করা হয়েছে, না, হ্যাফহাজার্ডওয়েতে করা হয়েছে?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

কোটা ফিক্সড আছে।

Sj. Deben Sen:

সেই কোটা এখানে ফলো করা হয়েছে?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Yes, I think so.

Sj. Deben Sen:

ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্টই হোক বা প্রমোশনই হোক, সেগুলি কি পি এস সি মারফত সিলেক্টেড হয়?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: In the case of direct recruitment, by the Public Service Commission, in the case of promotion, also by the Public Service Commission.

Dr. Narayan Chandra Ray:

এই ৫ জনের ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্ট কি কংক্রিটলি পি এস সি মারফত হয়েছিল?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Surely.

Mr. Speaker:

উনি তো আগেই তা বলেছেন।

Post of Director of Public Instruction, West Bengal

***40. Sj. Subodh Banerjee:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(*a*) if it is a fact that the post of Director of Public Instruction is lying vacant for a long time; and

(*b*) if so, the reasons therefor and how the functions of the Director of Public Instruction are being carried out?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: (*a*) No.

(*b*) Does not arise.

Sj. Subodh Banerjee:

এই কথা কি সত্য যে, ডি পি আই ও সেক্রেটারি, এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট, দুটো পোস্টই একজন হোল্ড করছেন?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

কোয়েশ্চেনএ তাই আছে।

Sj. Hare Krishna Konar:
স্যার, সেইজন্য আমি বলছি আমাদের ভেটটাও দিয়ে দিবে।

Mr. Speaker: Mr. Konar, please listen, I will explain it to you. This question and answer were expected to be dealt with on the 26th June, 1958, but inasmuch as honourable members did not like that questions and answers should be taken up during the budget, it was so far withheld.

Sj. Ganesh Ghosh: Because the answer was drafted in February it ought to have come in March session.
প্রশ্নটা ৫-৭ মাস ধরে করা হয়েছে সুতরাং মার্চ মাসে আসা উচিত ছিল।

Mr. Speaker: I do not know but I am informed by my Secretary that this question came up before the House ready to be answered in March, 1958 and it could not be taken up then as the members desired that it should not be taken up. So it has come up now.

Sj. Ganesh Ghosh:
দুদিন ত মাত্র বাজেট ডিসকাশন হয়েছিল মার্চ মাসে।

Mr. Speaker: It was then before the House. If you like I will show you the file.

Sj. Ganesh Ghose:...
স্যার, এটা বরাবরকার আমাদের একটা লং-স্টান্ডিং গ্রিভান্স যে আমরা যেসব কোয়েশ্চেন পাঠাই তার জবাব পেতে এত দেরি হয় যে সে কোয়েশ্চেনের আর কোন মূল্য থাকে না। এটাই শুধু নয়, বহু কোয়েশ্চেন এই রকম আউট-স্ট্যান্ডিং থেকে যাচ্ছে।

Mr. Speaker: I entirely agree that there is an unusual delay in the matter of getting answers.

Sj. Ganesh Ghosh: In that matter, Mr. Speaker, will you help us?

Mr. Speaker: We are going to revise the rules. In the Lok Sabha as far as I know questions have to be answered within a fairly reasonable time. I do not remember the exact rule but I know this much that they have got to be answered very early. I think we will have similar rules here.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: I may inform the honourable member that this question was ready in December and was sent to the Assembly early in February.

Mr. Speaker: That is what I said. I do appreciate that unless an answer is received straightaway, the very object with which the question is asked is frustrated. It is no good having an answer ten months later and I think we should revise our rules and see that questions are answered straight away with all possible expedition.

Dr. Narayan Chandra Ray:
স্যার, মুস্কিল হচ্ছে এইখানে,—
You do not give any date either of the question or of the answer.
ধরুন—সাপোজিং।

Mr. Speaker:
আপনার বক্তব্য আমি বুঝতে পেরেছি— আরো কয়জন এই কমপ্লেন করেছেন।

Dr. Narayan Chandra Ray: Please listen to my grievance.
জুন থেকে জুলাইএর মধ্যে যদি কোন কোয়েশ্চেন আস্ক করা হয়, তাহলে ইট ইজ নট ভেরি ডিফিকাল্ট মিনিস্টারের পক্ষে পরবর্তী মাসে জবাব দিতে।

Sj. Subodh Banerjee:

তা হ'লে একথা কি সত্য যে, ডি পি আই-এর ডিউটিগুলো করার জন্য কয়েকজন সিনিয়র ইন্সপেক্টরস অফ স্কুলকে রাইটার্স বিল্ডিংস-এ রাখা হয়েছে?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

ডি পি আই-এর ডিউটির জন্য কাজ এতই বেড়েছে যে, কিছু হাইয়ার অফিসারএর দরকার হয়েছে।

Sj. Deben Sen:

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি বলবেন—যেহেতু কাজ বেড়ে গেছে, এই দুটো পোস্ট কি আলাদা করা যায় না, দুই ব্যক্তি দুই পদে রাখা যায় না?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

ডি পি আই এবং সেক্রেটারি—দুজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী, বেতন খুব বেশি। আমাদের অন্য ডিপার্টমেন্টে, হেল্‌থ ডিপার্টমেন্টে দেখা গিয়েছে—দুটো পোস্টকে এক করলেও কাজ বেশ ভাল চলে। সেইজন্যও এখানে পরীক্ষামূলকভাবে করা হয়েছে—দুটো পোস্টকে একত্রিত করা হয়েছে।

Sj. Deben Sen:

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন—অন্যান্য স্টেটে এই দুটো পোস্টে দুজন আলাদা ব্যক্তি আছেন?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

হ্যাঁ, পৃথক আছে।

Sj. Deben Sen:

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন—কেবল অর্থ বাঁচাবার জন্য এটা করা হয়েছে, না, আর কোন উদ্দেশ্য আছে?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

তা বলতে পারি না। আমার আসার পূর্বে হয়েছে। আমার ধারণা দুটো উদ্দেশ্যেই হয়েছে। দুটো পোস্ট একত্রিত করলে যদি কাজও ভাল চলে এবং কাজেরও সৌকর্য হয়, তা হ'লে নিশ্চয় এটা করা উচিত।

Sj. Deben Sen:

মন্ত্রিমহাশয় কি অবগত আছেন—ডি পি আই-এর বিরুদ্ধে নানারকম অভিযোগ পাবলিকের তরফ থেকে ও পত্রিকার মারফত আপনার কাছে এসেছে?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: That does not arise out of this.

Sj. Subodh Banerjee:

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন যে, বর্তমান এডুকেশন সেক্রেটারি, ডি পি আই-এর কাজ করার জন্য কিছু বাড়তি বেতন নেন কিনা?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

বেতন বাড়তি নেন না।

Sj. Subodh Banerjee:

কোন অ্যালাউয়্যান্স নেন কিনা?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

নোটিস পেলে বলতে পারি।

Mr. Speaker:
আপনি বলছেন, ভেরি ডিফিকাল্ট হবে না, উনি যদি বলেন ডিফিকাল্ট হবে—তাহলে কি হবে?

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:
স্যার, সেই জনাই আমরা বলছিলাম—কোয়েশ্চেনটার ডেট এবং এন্সারটারও ডেট দিলে চল হয়।

Mr. Speaker: My Secretary tells me that they circulate something to the members about questions and answeres pending and in that all the details are given.

Sj. Saroj Roy:
১৯৫৭ সালের তুলনায় নন্দীগ্রামে যে ফসল হয় নাই—দি মিনিস্টার হ্যাজ এড্‌মিটেড, আমার সাপ্লিমেন্টারী হল—নন্দীগ্রাম থানায় যে ফসল হয়েছিল, তার কত পারসেন্ট নষ্ট হয়েছে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
নোটিশ চাই।

Introduction of modified rationing in Uluberia subdivision

***21.** (Admitted question No. *956.) **Sj. Amal Kumar Ganguli:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Food Department be pleased to state—

(ক) উলুবেড়িয়া মহকুমায় এই বৎসরে কোন্ সময়ে সস্তা মূল্যে খাদ্য বিক্রয় করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল এবং কোন্ সময় হইতে খাদ্য-বিক্রয় শুরু হইয়াছিল ;

(খ) উলুবেড়িয়া মহকুমায় কোন্ কোন্ শ্রেণীর মানুষকে এই সুবিধা দরে খাদ্য ক্রয় করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহাদের সংখ্যা কত হইবে ; এবং

(গ) নবেম্বর মাসের শেষদিন পর্যন্ত এই সরবরাহের পরিমাণ কত এবং তাহাতে সমগ্র রেশন কার্ড-হোল্ডারদের মাথাপিছু কতদিনের প্রয়োজনীয় খাদ্য দেওয়া হইয়াছে?

The Hon'ble Profulla Chandra Sen:
(ক) গত মে মাসের শেষার্ধে মডিফায়েড্ রেশনিং চালু করিবার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং ত ৮ই জুন হইতে উলুবেড়িয়া মহকুমায় উহা কার্যকরী হইতে শুরু হয়।

(খ) সকল শ্রেণীর লোকের জনাই এই ব্যবস্থা চালু করা হইয়াছে এবং গত নবেম্বর মাসের যে সপ্তাহ পর্যন্ত সাপ্তাহিক গড়ে ১১৩,৭১১ জন লোক এই ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন।

(গ) প্রাপ্তবয়স্কদের মাথাপিছু এক সের চাউল ও এক সের গম এবং অপ্রাপ্তবয়স্কদের থাপিছু আধসের চাউল ও আধসের গম সপ্তাহে বরাদ্দ করা হইয়াছে। তদনুসারে, গত বম্বর মাসের শেষদিন পর্যন্ত ৪৮,৯৮৯ মণ চাউল ও ৮৪,০৬৬ মণ গম সরবরাহ করা হইয়াছে।

[3-20—3-30 p.m.]

Sj. Ajit Kumar Ganguli:
সাপ্লিমেন্টারী, স্যার।
ন যে ছিল যে "কোন্ কোন্ শ্রেণীর মানুষকে এই সুবিধা করে খাদ্য ক্রয় করিবার অধিকার ওয়া হয়েছিল" এবং (খ)এতে উত্তর দিয়েছেন "সকল শ্রেণীর লোকের জন্য এই ব্যবস্থা চালু রা হইয়াছে এবং সাপ্তাহিক গড়ে ১১৩,৭১১ জন লোক এই ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ রিয়াছেন"—কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে উলুবেড়িয়া মহকুমা সর্বশ্রেণীর লোক যারা রেশন র্ড ভুক্ত হয়েছিল তার সংখ্যা কত?

Sj. Subodh Banerjee:

একথা কি সত্য যে, ডি পি আই-এর কাজের জন্য তিনি ৭০০ টাকা অ্যালাউয়্যান্স নেন?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

আপনার যদি জানা থাকে, আবার কোয়েশ্চেন করছেন কেন?

Sj. Ganesh Ghosh:

মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি যে, যতদিন ডাঃ ডি এম সেন সেক্রেটারি থাকবেন, ততদিন ওই দুটো পোস্ট এক থাকবে, এবং তিনি না থাকলে আলাদা হবে—এই কি গভর্নমেন্টের পরিকল্পনা?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে পারব না।

Sj. Deben Sen:

এই সংবাদে কোন সত্য আছে কিনা যে, ডি পি আই আপনার কথা একেবারে শোনেন না?

[Laughter]

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ভ্রান্ত ধারণা।

Sj. Deben Sen:

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানেন—এই ডিপার্টমেন্টএর সম্পূর্ণ কাজ তিনিই করেন এবং আপনি তা দেখতেও পান না।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

একেবারেই মিথ্যা।

Unnayan Parishad Madhyamik Vidyalaya, Asokenagar, Habra

*41. **Sj. Samar Mukhopadhyay:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(a) if it is a fact that a considerable sum of money sanctioned by the Government on account of the tuition fees of boys of classes V and VI for the year 1956 of the Unnayan Parishad Madhyamik Vidyalaya, Asokenagar, Habra, 24-Parganas, is still lying undisbursed; and

(b) if so, the reason thereof?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: (a) No, a small portion, viz., Rs. 490-8 out of Rs. 4,315-8 remains undisbursed.

(b) The reason for non-disbursement of a part of the sanctioned amount is continuous absence of the pupils concerned, particularly on successive dates of disbursement.

Payment of fees for school students of the distressed areas of Malda

*42. **Sj. Monoranjan Misra.** Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

মালদহ জেলার দুর্গত অঞ্চলের স্কুলের ছাত্রদের বেতন সরকার কর্তৃক বহন করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: I have not got the figures. I am sorry I have to ask for notice.

Sj. Ajit Kumar Ganguli:

আমাদের হিসাবে ¾ লোক যারা রেশন কার্ডভুক্ত হয়েছিল, তাঁরাই এই সুবিধা পেয়েছেন, এই থেকেই আমার প্রশ্ন হচ্ছে—উলুবেড়িয়া মহকুমার টোটাল পপুলেশন সেই পপুলেশনএর ¾ পপুলেশন রেশন কার্ডভুক্ত হয় নি কেন?

Mr. Speaker: Please put it in this form: Will the Hon'ble Minister deny if I put it to him that 75 per cent. of the people are without ration?

Sj. Ajit Kumar Ganguli:

যারা এই রেশন কার্ডভুক্ত হয়েছিল তার মধ্যে বিরাট সংখ্যক লোক দোকানে গিয়ে রেশন না পেয়ে ফিরে আসছে, এটা কি আপনি জানেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: I ask for notice. It does not arise out of this.

Mr. Speaker: I have told your Secretary, Shri Ganesh Ghosh, that the method of putting a question is entirely different from reading out what you have already asked or reading out the answer. You have got to put a question

Sj. Hare Krishna Konar:

আপনি (গ)তে উত্তর দিয়েছেন যে "নভেম্বর মাসের শেষ দিন পর্যন্ত ৪৮,৯৮১ মণ চাউল ও ৮৪,০৬৬ মণ গম সরবরাহ করা হইয়াছে" এবং এর আগে বলা হয়েছে ১ সের চা'ল এবং ১ সের গম, অর্থাৎ মোট পরিমাণ চা'ল প্রায় অর্ধেক- এ থেকে মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এটা এজন্য হয়েছে যে চা'ল ওখানকার মহকুমার অফিসারকে বাংলা সরকারের তরফ থেকে সরবরাহ করা হয় নি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

এটা এজন্য আমাদের তিন শ্রেণীর লোক আছে—(ক), (খ), (গ)। এর মধ্যে আমরা সব শ্রেণীকে চাল দিই না, অর্থাৎ 'এ' 'বি'কে চাল দিই, 'বি'কেও সব সময় চাল দিই না, আর 'সি'কে চা'ল দিই না, গম দেওয়া হয়।

Sj. Hare Krishna Konar:

(খ)তে বলা হয়েছে "সকল শ্রেণীর লোকের জন্য এই ব্যবস্থা চালু করা হইয়াছে"—এটার সংগে আপনার উত্তর কি সংগতিপূর্ণ হ'ল?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

সকল শ্রেণীর জন্য মডিফায়েড রেশনিংএর ব্যবস্থা আছে, তবে সকলকে চা'ল দেওয়া হয় না।

Sj. Hare Krishna Konar:

তাহলে কি বুঝব যে অর্ধেকের বেশী লোককে চা'ল দেওয়া হয় না?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আপনাদের হিসাবে যদি তাই হয়, তাহলে তাই হবে।

Sj. Narayan Chobey:

উনি (গ)তে বললেন "প্রাপ্ত বয়স্কদের মাথাপিছু এক সের চাউল ও এক সের গম এবং অপ্রাপ্ত বয়স্কদের মাথাপিছু আধ সের চাউল ও আধ সের গম সপ্তাহে বরাদ্দ করা হয়েছে"—এই স্পেসিফিকেশনটা, পার্থক্যটা কি করে হোল দয়া করে বুঝিয়ে দেবেন কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

কোন্ কোন্ শ্রেণীকে দেওয়া হয়, সেটা বলছি। চা'ল ক-কে দেওয়া হয়, খ-কে দেওয়া হয়, গ-কে দেওয়া হয় না।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

সরকার ছাত্রদিগের বেতন বহন করেন না। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশেষ অবস্থায় ছাত্রদিগের নিকট হইতে বেতন আদায় স্থগিত রাখিলে সে ক্ষেত্রে বিদ্যালয়গুলির সাময়িক ঘাটতি পূরণের জন্য তাহাদিগকে অন্তর্বর্তীকালীন সাহায্য মঞ্জুর করা হয়। মালদহ জেলার স্কুলগুলিকে ১৯৫৭-৫৮ সনে এইভাবে মোট ৮২,৫০৬ টাকা অন্তর্বর্তীকালীন সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

[3-10—3-20 p.m.]

Sj. Deben Sen:

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন যে, ১৯৫৭-৫৮ সালে মোট ৮২,৫০৬ টাকা দেওয়া হয়েছে, এটা কোন্ বৎসর বাবত দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ এটা ১৯৫৭-৫৮ সালের ঘটনায় দেওয়া হয়েছে, না, দুই বৎসর, তিন বৎসর আগেকার টাকা দেওয়া হয়েছে?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

নোটিস দিলে পরিষ্কারভাবে বলতে পারি। যদি ১৯৫৭-৫৮ সালের গোড়ার দিকে দেওয়া হয়ে থাকে তা হ'লে নিশ্চয়ই তার আগের বৎসরের জন্য দেওয়া হয়েছে, আর যদি পরের দিকে দেওয়া হয়ে থাকে তা হ'লে এই বৎসরের জন্যই দেওয়া হয়েছে।

Sj. Deben Sen:

না, আমি জানতে চাই যে, এটা কোন্ বৎসরের দুর্গতির জন্য দেওয়া হয়েছে?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

মালদা জেলায় তো দশ বৎসর ধ'রে দুর্গতি চলবে না। আপনার উচিত ছিল সেটা লেখা।

Mr. Speaker: The emphasis is on 'দুর্গত' I am sorry for the man who drafted the answer. Your supplementary question, Mr. Sen, is wrong because you are now trying to get it out of the Minister concerned.

Admission of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Muslims to David Hare Training College

***43. Janab Elias Razi:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(*a*) the number of applicants for admission to the David Hare Training College for the sessions 1956-57 and 1957-58;

(*b*) the number of those applicants who are—

(*i*) Scheduled Castes,

(*ii*) Scheduled Tribes, and

(*iii*) Muslims;

(*c*) the number of seats, if any, reserved in the said College for each of the above three categories of students;

(*d*) the number of each of the above categories called to sit at the Admission Test and number of them successful in the test;

(*e*) whether the subjects of Admission Test includes Urdu;

(*f*) who are the members of the Selection Committee;

(*g*) whether there is any representative of each of the above categories on the Selection Committee;

(*h*) how many students of each of the above categories avail of Government stipend; and

(*i*) what is the procedure followed in awarding stipends to students of those categories?

Sj. Narayan Chobey:
আপনার ডিপার্টমেন্টাল সার্কুলার দিয়েছেন যে এই শ্রেণীকে চাল দেওয়া হবে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
কোন কোন জায়গায় আমরা (গ)কে চাল দিয়েছি যেমন, পশ্চিম দিনাজপুরে অধিকাংশ জায়গায় সার্কুলার দেওয়া হয়েছে যে (গ)কে চাল দেওয়া হবে।

Sj. Narayan Chobey:
মানুষকে আপনারা কটা শ্রেণীতে ভাগ করেছেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
সেটা আগেই বলেছি।

Sj. Narayan Chobey:
(ক) (খ), (গ) এই তিন শ্রেণীর?

[কমিউনিস্ট বেঞ্চ হইতে হট্টগোল।]

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
(ক) ৮ আনা ইউনিয়ন রেট দেয় না, (খ) ৮ আনা পর্যন্ত ইউনিয়ন রেট দেয়, আর (গ) .. টাকা পর্যন্তই ইউনিয়ন রেট দেয়।

Sj. Ajit Kumar Canguli:
২ টাকার নীচে ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাকসের রেট নেই, এটা জানেন কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
হ্যাঁ হতে পারে জানি না।

Sj. Ajit Kumar Canguli:
এই রেটটা জানেন না আপনি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
ঠিক বলতে পারবো না।

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:
উনি যে বল্লেন, (ক), (খ), (গ) হলে পর এই রেট দেয় আমি বলছি সেখানে নোটিফিকেশন দেওয়া হয়েছিল কি এই শ্রেণী বিভাগ করে?

Mr. Speaker: Do you mean gazette notification?

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay: I am speaking from the common sense point of view.

Mr. Speaker: Then ask "if there is a circular".

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay: What is the method of informing the public when there are three categories of food?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: It was circulated through the Union Board.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:
উনি ইতিপূর্বে বলেছেন যে অধিকাংশ জায়গায় করা হয়েছে, এই যদি সার্কুলার থাকে, তবে এটা ওয়েস্ট বেঙ্গলের সব জায়গায় হয়েছে কি?

Sj. Saroj Roy:

সেই স্কুলকে তো টাকা দেওয়া হয় নি? এর জন্য কি দেবেন?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

একটা স্কুল যদি সেই সময় দরখাস্ত না ক'রে থাকে তা হ'লে কি ক'রে দু' বৎসর পরে খোঁজ ক'রে সিদ্ধান্ত করা যাবে যে সেই স্কুল সাইক্লোনএ বিধ্বস্ত?

Sj. Deben Sen:

স্কুলএর মধ্যে বামপন্থীদের সহায়তা করার আশংকা থাকার জন্য কি করা হয় নি?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

অমূলক ধারণা।

Managing Committee of Barabazar High School, Purulia

*45. **Sj. Ledu Majhi:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে—

(১) পুরুলিয়া জেলায় বরাবাজার হাই স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি বাতিল করিয়া বিহার সরকার স্কুলের উপর এক এ্যাড হক কমিটি নিয়োগের যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, ম্যানেজিং কমিটি সরকারের ঐ আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্ট হইতে ম্যানেজিং কমিটির অনুকূল নির্দেশ লাভ করিয়াছিলেন, এবং

(২) ঐ বরাবাজার হাই স্কুলের মঞ্জুরি প্রত্যাহার করিয়া ঐ স্থানে আর একটি স্কুলের মঞ্জুরি বিহার সরকার ঐ অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গভুক্তির অব্যবহিত পূর্বে দিয়া গিয়াছিলেন; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি ঐ দুইটি স্কুলকে বর্তমান সরকার মঞ্জুরি দিয়াছেন কিনা?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

(ক) (১) হ্যাঁ।

(২) বরাবাজার হাই স্কুলের মঞ্জুরি প্রত্যাহার করা হয় নাই; তবে এ কথা সত্য যে, বিহারের মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ ঐ স্থানে আর একটি স্কুলের মঞ্জুরি দিয়া গিয়াছেন।

(খ) একসঙ্গে দুইটি স্কুলের মঞ্জুরি বজায় থাকা সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ যথাযথ বিবেচনা করিবেন।

UNSTARRED QUESTIONS

(answers to which were laid on the table)

Silting up of river Bhagirathi at Naihati and Bhatpara

11. **Sj. Gopal Basu:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation and Waterways Department be pleased to state—

(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে—

(১) নৈহাটী ও ভাটপাড়ার ঠিক পশ্চিমদিকে গঙ্গানদীর বুকে এক বৃহৎ চড়া পড়িয়াছে, এবং

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
আমি বলেছি যে অধিকাংশ জায়গায় (গ) শ্রেণীকে চাল দেওয়া হবে না।

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:
অধিকাংশ জায়গাটা নোটেড হয়ে গেছে, স্যার।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
অধিকাংশ জায়গায় (গ) শ্রেণীকে চাল দেওয়া হয় না।

Sj. Hare Krishna Konar:
যেহেতু অনেক ইউনিয়ন বোর্ডে প্রায় সমস্ত লোককে ২ টাকার বেশী ট্যাক্স দিতে হয়। সেহেতু সে কথাটা বিবেচনা করে (ক), (খ), (গ) এই যে শ্রেণী বিভাগ আছে, এটা পুনর্বিবেচনা করতে সরকার প্রস্তুত আছেন কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
না, আমরা এখন পুনর্বিবেচনা করবো না।

Sj. Hare Krishna Konar:
পুনর্বিবেচনা করবেন না?

Mr. Speaker: That is a request for action.

[3-30—3-40 p.m.]

Sj. Ramanuj Haldar:
এটা বিবেচনা করতে রাজী আছেন কি?

Mr. Speaker: I don't think it arises. You must give notice.

Sj. Chitto Basu:
মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি (গ) প্রশ্নের উত্তরে যে পরিমাণ চাল ও গম সরবরাহ করার কথা বলছেন, নভেম্বর মাসের শেষ তারিখ পর্যন্ত বিতরণের পরিমাণ কত?

Mr. Speaker: That question does not arise. Please look at the heading of the question—'Introduction of modified rationing in Uluberia Subdivision'.

Sj. Chitto Basu: My question arises from his reply.

Sj. Saroj Roy:
উলুবেড়িয়াতেও মিউনিসিপ্যালিটি আছে ভুলে যাচ্ছেন।

Mr. Speaker: His answer is then clear—it covers both municipalities and union boards.

Scarcity and distress in Nandigram thana, Midnapore district

***22.** (Admitted question No. *904.) **Sj. Bhupal Chandra Panda:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Food, Relief and Supplies Department be pleased to state—

(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে, এই বৎসর বর্ষার অভাবে মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম থানার ব্যাপক অঞ্চল জুড়িয়া ফসলহানি ঘটিয়াছে এবং খাদ্যসংকট ও দুরবস্থা দেখা দিয়াছে ;

(খ) অবগত থাকিলে, সংকট ও দুরবস্থা-প্রতিকারের জন্য ঐ অঞ্চলে সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন ; এবং

(গ) উক্ত থানায় টেস্ট রিলিফের কাজ অবিলম্বে শুরু করার কথা সরকার বিবেচনা করেন কিনা?

(২) এই চড়ার জন্য নৌকা ও লঞ্চ ইত্যাদির গঙ্গা-পারাপারের এবং শিল্পাঞ্চলের নৌ-পরিবহণের অসুবিধা হইতেছে ; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ, হয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) এই নদীর ভরাট হইয়া যাওয়া বন্ধ করার বিষয়ে সরকারের পরিকল্পনা কি, এবং

(২) এই চড়া কাটানোর কোনও আশু ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা সরকার বিবেচনা করেন কিনা ?

The Minister for Irrigation and Waterways (the Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji):

(ক) (১) হ্যাঁ।

(২) সামান্য অসুবিধা হইলেও গঙ্গা পারাপার আটকাইতেছে না।

(খ) (১) গঙ্গাবাঁধ পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে এই অংশের উন্নতি হইবে এবং পরিকল্পনা বর্তমানে ভারত সরকারের তদন্তাধীন আছে। অন্য কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় নাই।

(২) না।

Dr. Narayan Chandra Ray:

গঙ্গা ব্যারেজ পরিকল্পনার কথা যে বলছেন—সেটা কার্যকরী হ'লে পর তার সঙ্গে কি টেকিং আপ অফ দি ইন্টারমিডিয়েট পোরসন, অর্থাৎ ক্যালকাটা টু ফরাক্কার মধ্যে সমস্ত পোরসন ড্রেজিং আপ অফ দি রিভার ইনক্লুডেড ?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

ড্রেজিং হবে না, স্কোরিং হবে।

[3-20—3-30 p.m.]

Repair of embankments on the river Kuey in Labpur police-station

12. Dr. Radhanath Chattoraj: Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation and Waterways Department be pleased to state—

(ক) বীরভূম জেলার কুয়ে নদীর বাঁধ লাভপুর থানার মধ্যে কতদূর পর্যন্ত মেরামত হইয়াছে এবং কোন্ কোন্ জায়গা এখনও মেরামত হয় নাই ;

(খ) না হইবার কারণ কি ;

(গ) এই বাঁধের দৈর্ঘ্য কত (উভয় তীরের) ;

(ঘ) এই বাঁধকে স্থায়িভাবে সংরক্ষণের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা করিতেছেন ;

(ঙ) এই বাঁধকে কুয়ে নদীর মোহনা পর্যন্ত লইয়া যাইবার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ; এবং

(চ) না থাকিলে, তাহার কারণ কি ?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

(ক) কুয়ে নদীর দক্ষিণতীরে লোহাজ্ঞা হইতে পূর্বসাহাপুর পর্যন্ত সেচবিভাগের ৩ মাইল বাঁধ মেরামত করা হইয়াছে। নদীর দক্ষিণতীরে সাহাপুর হইতে বেলবনি ৮ মাইল, তালবনা হইতে মোগুতার ১½ মাইল এবং বামতীরে গলাইচণ্ডী হইতে থিবা ৩ মাইল বাঁধ মেরামত করা হয় নাই।

(খ) এই সকল বাঁধ মেরামতের জন্য এস্টিমেট তৈরি করা হইতেছে।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

(ক) অনিয়মিত বৃষ্টির ফলে ফসলহানি হইয়াছে, তবে এখনও খাদ্যসংকট ও দুর্ব্যবস্থা দেখা য় নাই।

(খ) প্রশ্ন উঠে না।

(গ) প্রয়োজন ও সময় হইলেই টেস্ট রিলিফের কাজ আরম্ভ করা হইবে।

Sj. Bhupal Chandra Panda:
যদি চাল না পাওয়া যায় এবং মানুষের যদি ক্রয়ক্ষমতা না থাকে তাহলে খাদ্যসংকট বলে কিনা?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: That is a matter of opinion.

Constitution of Midnapore District School Board

***23.** (Admitted question No. *540.) **Sj. Natendra Nath Das:** Will he Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to tate—

(ক) মেদিনীপুর জেলা স্কুলবোর্ডের কার্যকাল শেষ হইয়াছে কিনা ;

(খ) হইয়া থাকিলে, কবে শেষ হইয়াছে এবং ঐ শিক্ষাবোর্ডের পুনরায় নির্বাচন কবে হইবে ;

(গ) ঐ শিক্ষাবোর্ডের নির্বাচনে ব্যালট ভোটের ব্যবস্থা হইবে কিনা ; এবং

(ঘ) যে-সকল ইউনিয়ন বোর্ডের মেয়াদ শেষ হইয়াছে, সেই-সকল ইউনিয়ন বোর্ডের নূতন নির্বাচন শেষ হইলে শিক্ষাবোর্ডের সদস্য নির্বাচন করা হইবে কিনা ?

The Minister for Education (The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri):

(ক) হ্যাঁ।

(খ) ২৬-৮-৫৭ তারিখে কার্যকাল শেষ হইয়াছে এবং নির্বাচনকার্য ৮-১-৫৮ তারিখের মধ্যে ম্পাদন করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

(গ) যে-সকল নির্বাচন ক্ষেত্রে ব্যালট ভোটের ব্যবস্থা ও নিয়ম আছে, সেই-সকল ক্ষেত্রে ব্যালট ভাটের ব্যবস্থাই হইবে।

(ঘ) এইরূপ কোন আইন নাই।

Sj. Natendra Nath Das:
(গ) প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন "ব্যবস্থা হবে" ব্যালট ভোটএর ব্যবস্থা হয়েছিল?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:
৬নং ধারা অনুসারে ব্যালট ভোটএর ব্যবস্থা হয়েছিল, ৪নং উপধারায় এই ব্যবস্থা নাই।

Sj. Natendra Nath Das:
ইউনিয়ন বোর্ডএর মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে আপনার কাছে রিপ্রেজেন্টেশন দেওয়া হয়েছিল। উনিয়ন বোর্ডএর নির্বাচনের যে নিয়ম আছে স্কুল বোর্ড সেইভাবে কেন করা হয় নি ?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:
সে রকম কোন নিয়ম নাই। ৪ বৎসর অন্তর স্কুল বোর্ডএর ইলেকশন আসে—আর সকলেই উনিয়ন বোর্ডএ ইলেকটেড হয়ে আসবে এমন কোন কথা নেই।

Sj. Natendra Nath Das:
স্কুল বোর্ডএর সভ্য যাঁদের নির্বাচিত করা হয়েছিল, তাঁদের কার্যকাল অনেক আগেই শষ হয়ে গিয়েছিল, এটা জানেন কি?

(গ) সেচবিভাগের বাঁধ ৩ মাইল, অন্য বাঁধ ১২ই মাইল।

(ঘ) প্রয়োজনমত মেরামতের ব্যবস্থা করা হইতেছে।

(ঙ) না।

(চ) প্রস্তাবিত বাঁধ পার্শ্ববর্তী এলাকার, বিশেষত লাঙ্গলহাটা বিলের পক্ষে অনিষ্টজনক হইবে।

Sj. Radhanath Chattoraj:

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় (গ) প্রশ্নের উত্তরে যে বলেছেন, অন্য বাঁধ ১২॥ মাইল, ঐ বাঁধটা কাদের?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

জমিদারদের বাঁধ ছিল, এখন কালেক্টরের হয়েছে।

Sj. Radhanath Chattoraj:

সেটা সেচবিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

জমিদারের এম্ব্যাঙ্কমেণ্ট যখন বর্তমানে কালেক্টরের হয়েছে, যা কিছু করবার তিনিই করতে পারবেন।

Sj. Radhanath Chattoraj:

এমব্যাঙ্কমেণ্ট সম্বন্ধে ব্যবস্থা কে করে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

ল্যান্ড রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট ঠিক করেন বর্তমানে বাঁধ মেরামত হবে কিনা।

Sj. Radhanath Chattoraj:

দুধারে বাঁধ দিয়ে কুয়ো নদীর জল বেরুতে পারে না। নাঙ্গলাহাটার মোহনায় যে জল আছে সে জল বেধে যায় তাতে কুয়োর মোহনাও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji: That is a mater of opinion.

Sj. Radhanath Chattoraj:

এ বিষয় তদন্ত করবেন কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

আমাদের ইঞ্জিনীয়াররা ঐ মত পোষণ করেন না।

Resuscitation of drainage canals within Pingla police-station of Midnapore district

13. Sj. Ananga Mohan Das: Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation and Wterways Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে—

(১) মেদিনীপুর জেলার পিংলা থানার জল-নিকাশ খালগুলি চণ্ডিয়া নদীতে পড়িয়াছে, এবং

(২) উক্ত চণ্ডিয়া নদীর মুখ অর্থাৎ কেলেঘাই নদীর সংযোগস্থলের নিকট প্রায় ১ মাইল অগভীর হওয়ায় জল-নিকাশের বাধা হইতেছে; এবং

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:
হতে পারে।

Sj. Natendra Nath Das:
মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি—এই যে নতুন স্কুল বোর্ড হয়েছে এটা কি এখন কার্য্যকরী হয়েছে কিম্বা তারা কার্য আরম্ভ করেছেন?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:
এখনো গেজেটেড হয় নি।

Sj. Saroj Roy:
ব্যালট ভোটএর ব্যবস্থা সব জায়গায় স্কুল বোর্ডে এখনো হয় নি; যেখানে ব্যালট ভোটএর ব্যবস্থা একবারও হয় নি অথচ স্কুল বোর্ডএর ইলেকশন হয়েছে সেখানে ব্যালট ভোটএর ব্যবস্থা করার কথা বিবেচনা করতে রাজী আছেন কি?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:
বলেছি তো বিবেচনা করতে রাজী আছি।

Sj. Hare Krishna Konar:
যে সকল নির্বাচনের ক্ষেত্রে ব্যালট ভোটএর ব্যবস্থা বা নিয়ম আছে তাতে স্কুল বোর্ডএর নির্বাচনে কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যালট ভোটএর ব্যবস্থা আছে জানাবেন কি?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:
উত্তর দেওয়া হয়েছে।

Sj. Narayan Chobey:
স্পীকার মহাশয়, আই ওয়ান্ট টু ড্র ইউর এ্যাটেনশন, শিক্ষা বোর্ডের নির্বাচনে ব্যালট ভোটএর ব্যবস্থা হবে কি না এটা একটা স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন—যেসকল ক্ষেত্রে নির্বাচনের ব্যবস্থা আছে সেখানে নির্বাচন হবে কি হবে না, তার উত্তর দেওয়া হয় নি।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:
উক্ত অনুচ্ছেদে ইলেকশনএ ব্যালট ভোটএর কোন নিয়ম হওয়া উচিত নয়।

Sj. Hare Krishna Konar:
অথচ এখানে লেখা হয়েছে নির্বাচন কেন্দ্রের যেখানে ব্যালট ভোটএর ব্যবস্থা আছে—সেখানে সেখানে ব্যালট ভোটের ব্যবস্থাই হইবে—ইজ ইট নট মিসলিডিং?

Mr. Speaker: You wanted a clarification of the question, and he has given you the clarification.

Sj. Ajit Kumar Ganguli:
মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন ৪ বৎসর শেষ হলে স্কুল বোর্ডও শেষ হয়, যেসমস্ত জায়গায় ৪ বৎসর শেষ হয়ে গিয়েছে, সেসমস্ত জায়গায় অবিলম্বে নির্বাচন করবেন কি?

Mr. Speaker: That question does not arise.

Sj. Natendra Nath Das:
মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি—ডিউলি ফর্মড বোর্ড কবে নাগাদ কাজ করবে, হোয়েন উইল ইট ফাংশন?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:
আগে তো গেজেট হবে। গেজেট হতে যে কয়দিন সময় লাগে, তারপর বোর্ড ফাংশন করবে।

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) উক্ত নদীর অগভীর অংশ সংস্কারের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

(২) না থাকিলে, পিংলা থানার জল-নিকাশের জন্য সরকার কি পন্থা অবলম্বন করিতেছেন, এবং

(৩) ১৯৫৮ সালের মে মাসের মধ্যে উক্ত সংস্কারকার্য করিয়া পিংলা থানার জল-নিকাশের ব্যবস্থা করার কথা সরকার বিবেচনা করেন কিনা?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

(ক) (১) হ্যাঁ।

(২) এই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হইতেছে।

(খ) (১) উপরি-উক্ত অনুসন্ধানকার্য শেষ হইলে এই সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইবে।

(২) প্রশ্ন উঠে না।

(৩) না।

Sj. Saroj Roy:

মন্ত্রিমহাশয় (ক) (২)তে যে উত্তর দিয়েছেন এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হইতেছে। অনুসন্ধান শেষ হ'লে বিবেচনা করা হবে। কিন্তু পিংলা থানায় উপস্থিত যে জল জমে থাকছে, যতদিন না অনুসন্ধান শেষ হচ্ছে ততদিন সাময়িক কোন ব্যবস্থা আছে কিনা?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

না, সাময়িক কোন ব্যবস্থা নাই।

Sj. Narayan Chobey:

এই অনুসন্ধানকার্য কবে শুরু হয়েছে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

ফেব্রুয়ারি মাসে।

Sj. Narayan Chobey:

অনুসন্ধান শেষ হয়েছে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

না, শেষ হয় নি।

Sj. Saroj Roy:

বর্তমানে পিংলা থানায় জল জমে থাকায় যে ক্ষতি হচ্ছে তার প্রতিবিধানকল্পে সাময়িক কোন ব্যবস্থা করবেন কিনা?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

আমি তো জবাবই দিলাম যে, "না"।

Sj. Saroj Roy:

অনুসন্ধান কারা করছেন?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

ইঞ্জিনীয়াররা।

Sj. Narayan Chobey:

অনুসন্ধান কবে শেষ হবে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

তা বলতে পারব না।

Sj. Hare Krishna Konar:
গেজেটেড হতে বিলম্ব হচ্ছে কেন বলবেন কি?—৮ই জানুয়ারী ১৯৫৮এর মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—আজকে জুলাই মাস—এখনও গেজেটেড হল না কেন?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:
গেজেট হতে বিলম্ব হয়, কারণ আগে নমিনেশন দিতে হবে, নমিনেটেড মেম্বারদের নাম সংগ্রহ করতে হবে, তারপর তো গেজেটেড হবে। পড়ে দেখুন তাহলে বুঝতে পারবেন।

Sj. Chitto Basu:
এখানে মাষ্টারী করা চলবে না।

Mr. Speaker: I have looked up the book. It has been objected to. মাষ্টারী করা বলা আনপার্লিয়ামেন্টারী--আই রুল ইট আউট।

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:
আমার বক্তব্য হচ্ছে—শুধু আজকেই নয়, বহুদিন থেকেই আমরা দেখছি যে শিক্ষামন্ত্রী এই কথা বলেন, 'পড়ুন, শিখুন'—আমরা যদি আপনাকে এড্রেস করি তিনিও চেয়ারম্যানকে এড্রেস করবেন, হি অট টু বি ডিসেন্ট, স্যার।

Mr. Speaker: When I find the House proceeding in an orderly fashion, every honourable member will be treated with respect, but dictatorial attitude and rudeness will not be permitted either on this side or on the other.

[3-40—3-50 p.m.]

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay: He is dictating you, he is dictating the Chair.

Mr. Speaker: Perhaps the very same thing can be put in a different form which will be more acceptable to the members. Sometimes we say things with complacence. Members are expected to come fully prepared and if there is any reason for drawing the pointed attention of any member, it can be drawn but dictatorial attitude will not be accepted from any side of the House.

Sj. Ajit Kumar Ganguli:
ডিক্টেটরিয়াল মানে কি? আপনার কাছে যদি কোন রিকোয়েস্ট করা হয় তাহলে কি সেটা ডিক্টেটরিয়াল এ্যাটিচুড হল?

Mr. Speaker: You have not understood what I have said. Next question.

Arrear dues of teachers of Bengali schools in the transferred territories of Purulia district

***24.** (Admitted question No. *567.) **Sj. Satya Kinkar Mahato:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, বিহার সরকার মানভূমের পশ্চিমবঙ্গে হস্তান্তরিত এলাকার অবস্থিত বাংলা স্কুলগুলির বহু শিক্ষকদের ১৯৫০ সাল হইতে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ের বিবিধ প্রাপ্য, যথা, মাসিক মূল বেতন, প্রতিশ্রুত বেতন, ভাতা প্রভৃতির টাকা এখনও পরিশোধ করেন নাই ;

(খ) সত্য হইলে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক জেলার দায়িত্ব হাতে লওয়ার পর ঐ-সকল শিক্ষকদের বকেয়া প্রাপ্য মিটাইয়া দিবার কিরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন ;

Pay-scales of Research Assistants of the River Research Institute, West Bengal.

14. Sj. Niranjan Sengupta: Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation and Waterways Department be pleased to state—

(*a*) what are the pay-scales of the Research Assistants and Research Officers of the River Research Institute;

(*b*) if it is a fact that the Research Sub-Committee, Central Board of Irrigation and Power, recommended for an upward revision of the Research Assistants; and

(*c*) if so, whether the recommendations of the said Committee were given effect to?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji: (*a*) The scales of pay of Reseach Assistants and Research Officers in the River Research Institute, West Bengal, are as follows:

(*i*) *Research Assistants.*—Rs. 100—5—215—10—225 (efficiency bar after the 12th stage).

(*ii*) *Research Officers.*—Rs. 250—25—850 (efficiency bar after the 12th stage).

(*b*) Yes. The Research Sub-Committee of the Central Board of Irrigation and Power recommended for upgrading the scale of pay of Research Assistants and for a corresponding upward revision of the qualifications for recruitment of Research Assistants.

(*c*) No. The existing qualifications and the scale of pay prescribed for Research Assistants were considered suitable.

Sj. Niranjan Sengupta:

প্রশ্ন নং (সি)-এর জবাব দিয়েছেন—'নো'। রিসার্চ সাব-কমিটির রেকমেন্ডেশন আপনারা কেন মেনে নেন নি, বলবেন কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

রিসার্চ সাব-কমিটি দুটো পদ সৃষ্টি করেছেন—একটা জুনিয়র আর-একটা সিনিয়র। রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্টদের করেছেন ১০০—২২০, আর অ্যাসিস্ট্যান্ট রিসার্চ অফিসারএর ২০০ থেকে ৪৫০। কাজেই সেটা ১৬০—৩৩০ এর চেয়ে বেশি আছে।

Sj. Niranjan Sengupta:

সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টএর পে-স্কেলএ আর প্রভিন্সিয়াল গভর্নমেন্টএর পে-স্কেলএ কোন তফাৎ আছে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

সেন্ট্রাল ও প্রভিন্সিয়াল গভর্নমেন্টএর পে-স্কেলএ কেন তফাৎ তা বলতে পারি না। তবে পে-স্কেলএ অধিকাংশ জায়গায়ই তফাৎ নাই।

Sj. Niranjan Sengupta:

এই পে-স্কেলএ যেখানে যেখানে তফাৎ আছে তা সমতা করার ইচ্ছা আছে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

পে-স্কেলে সমতা করা হয় না, আগেই তো বললাম অধিকাংশ জায়গায়ই সমতা আছে। এর বেশি আর করা হয় না।

(গ) ইহা কি সত্য যে, ঐ-সকল শিক্ষকের বকেয়া প্রাপ্য সংক্রান্ত কাগজপত্র পুরুলিয়া জেলার হস্তান্তরের সময় অন্যান্য নথিপত্রের সহিত বিহার সরকারের নিকট চলিয়া গিয়াছে; এবং

(ঘ) সত্য হইলে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঐ-সকল নথিপত্র বিহার সরকারের নিকট হইতে ফিরাইয়া আনার কিরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

(ক) ও (গ) হ্যাঁ।

(খ) যথাযথ অনুসন্ধান করিয়া কিছু-সংখ্যক শিক্ষকদের বকেয়া প্রাপ্য আংশিকভাবে মিটাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বাকিগুলি সম্পর্কে এখনও অনুসন্ধান করা হইতেছে।

(ঘ) এ-সম্পর্কে বিহার সরকারের স্কুলপরিদর্শকের সহিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিদর্শকের পর্যালোচনা চলিতেছে।

Sj. Chitto Basu:
মানভূমের পশ্চিমবঙ্গে হস্তান্তরিত এলাকায় স্কুলের শিক্ষকদের সংখ্যা কত?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:
নোটিস চাই। সংখ্যা এখনে দিতে পারবো না।

Sj. Chitto Basu:
আপনি এখানে বলেছেন "কিছু সংখ্যক শিক্ষক"; সেটা কত?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:
এখানে সবচেয়ে বড় সংখ্যা প্রায় ২০০।

Sj. Chitto Basu:
আংশিকভাবে মিটিয়ে দেবার কারণ কি?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:
কারণ হচ্ছে এই—বিহার সরকারের যে সমস্ত নিয়ম ছিল তার মধ্যে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম ছিল, আর কতকগুলি বিশেষ নিয়ম ছিল। সাধারণ নিয়ম অনুসারে, যে সমস্ত বেতন বৃদ্ধি হয়েছিল তার কতকগুলিকে তাঁরা এফেক্ট দেন নি। সেইজন্য এইগুলি সাধারণ নিয়ম বলা চলে। আর কতকগুলি ইন্ডিভিজুয়াল কেসেস বাকী আছে, সেই সংখ্যা প্রায় ২০০। এখনও অনুসন্ধান চলছে।

Sj. Chitto Basu:
ফুল পেমেন্ট মিটিয়ে দেওয়া হবে কি যাদের বকেয়া আছে?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:
আলোচনা চলছে। আলোচনায় যাঁদের সম্বন্ধে সাব্যস্ত হবে যে বিহার সরকারের কাছে তাঁদের পাওনা টাকা বাকী আছে, তাদের নিশ্চয়ই দেওয়া হবে।

Sj. Chitto Basu:
কবে নাগাদ দেওয়া হবে?

Mr. Speaker: I disallowed that question.

Sj. Hare Krishna Konar:
দুই বৎসর ধরে এই অনুসন্ধান করা হচ্ছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে—আর কত বৎসর সময় লাগবে?

Mr. Speaker: Mr. Konar, I will answer the question. I know these enquiries and these sorts of negotiations have gone on for five or six years.

Filling up of the post of Principal, Dum Dum Motijhil College

15. Sj. Ganesh Ghosh: (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state if it is a fact—

(*i*) that the Public Service Commission, West Bengal, recently invited applications for filling up the vacancy in the post of the Principal of the Government Sponsored College at Dum Dum;

(*ii*) that the last date for submission of such application was the 12th June, 1957; and

(*iii*) that the said vacancy was filled up on the 2nd June, 1957, by the College authorities under directions from the Government?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state why the vacancy was filled up before the last date of receiving applications expired?

The Minister for Education (the Hon'be Rai Harendra Nath Chaudhuri): (*a*)(*i*) Yes. The Public Service Commission advertised for four posts of Principals of Sponsored Colleges, of which the name of Dum Dum Motijhil College was only mentioned.

(*ii*) Yes.

(*iii*) The services of a candidate already approved by the Public Service Commission were made available to the College authorities, who filled the post on the 2nd June, 1957. The Public Service Commission was duly informed.

(*b*) A candidate already approved by the Public Service Commission for the post of Principal of a Sponsored College was available and as the Dum Dum Motijhil College was going without a Principal, the approved candidate's services were placed at the disposal of the Governing Body of that College. The four recommended candidates of the Public Service Commission were subsequently placed at the disposal of the Governing Bodies of four other Sponsored Colleges.

Sj. Ganesh Ghosh:

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় দমদম কলেজের প্রিন্সিপাল অ্যাপয়েন্ট করেন, তার আগে পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে জানানো হয়েছিল কিনা?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

আগে প্যানেলে ছিলেন তার মধ্যেই একজনকে নেওয়া হয়েছে এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে জানানো হয়েছে।

Sj. Ganesh Ghosh:

আপনি নিজে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছিলেন, তারপর পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে জানিয়েছিলেন?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

হ্যাঁ।

Sj. Ganesh Ghosh:

তা হ'লে অ্যাডভারটাইজমেন্ট করা হ'ল কি উদ্দেশ্যে? লাস্ট ডেট যখন দেওয়া ছিল তখন কি উদ্দেশ্যে লাস্ট ডেটের আগেই সেকেন্ড তারিখে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হ'ল? তা হ'লে অ্যাডভারটাইজমেন্ট দেওয়া হ'ল কি উদ্দেশ্যে?

Sj. Hare Krishna Konar: How many years?

Mr. Speaker: Five or six years.

Sj. Subodh Banerjee:
আমি একটা কথা হার্ম্বলি পয়েন্ট আউট করছি সেটা হচ্ছে—স্পীকার অনেক জিনিষ জানতে পারেন, যেটা তিনি স্পীকার হিসাবে বলবেন না আশা করি।

Mr. Speaker:
এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে—
some other Government has got to handle that and this Government cannot do anything.

Sj. Subodh Banerjee:
আমার বক্তব্য তা নয়। স্পীকার অনেক জিনিষ জানেন যেটা স্পীকার হিসাবে বলা ঠিক নয়। মিনিস্টার বলবেন, আপনি কেন বলবেন?

Mr. Speaker: I have to decide the relevancy of a matter.

Sj. Subodh Banerjee:
ইর্রিলিভেন্ট হলে ডিস্‌এলাউ করবেন। আপনি উত্তর দেবেন কেন? এদের ৫।৬ বৎসর লাগবে কি কত লাগাবে লেট দি মিনিষ্টার সে।

Mr. Speaker:
কিন্তু জানবেন—
the Speaker is not a dead piece of wood.

Sj. Subodh Banerjee:
কিন্তু আপনিও জানেন যে ব্রিটিশ পার্লিয়ামেন্টএ এ দৃষ্টান্ত অনেক আছে—
Speaker cannot see, Speaker cannot hear unless something is pointed out to him.

[Noise and interruption]

Sj. Gopal Basu:
অনেক ব্যাপারে ৫।৭ বছর লাগতে পারে, পার্টিকুলারলি এই ব্যাপারে কতদিন সময় লাগবে?

Mr. Speaker: I consider it irrelevant.

Sj. Pramatha Nath Dhibar:
যতদিন না এনকোয়ারি কমপ্লিট হয় এই শিক্ষকদের কি অবস্থা হবে?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:
কি করে জানবো কি বা করব হিসাব ঠিক না হলে?

Sj. Pramatha Nath Dhibar:
এড-ইন্টারিম কিছু সাহায্য করা হবে কি না?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:
হিসাব সাব্যস্ত না করা হলে কি করে হবে?

[Noise and interruption.]

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

অ্যাডভারটাইজমেন্ট একটা কলেজের সম্বন্ধে করা হয় নি, অন্যান্য কলেজের সম্বন্ধেও করা হয়েছে। আমাদের প্যানেলে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের অনুমোদিত কয়েকজন ক্যান্ডিডেট ছিলেন, তাঁকে সেইজন্য সেখানে দেওয়া হয়েছিল এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে জানানো হয়েছিল।

Sj. Ganesh Ghosh:

১২ই তারিখ পর্যন্ত লাস্ট ডেট ছিল, সেইজন্য ঐ পর্যন্ত অপেক্ষা করা হ'লে বেটার পারসনস উইথ বেটার কোয়ালিফিকেশনস পাওয়া যাবে না ব'লে মনে করেছিলেন কেন?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

পাবলিক সার্ভিস কমিশনের অ্যাপ্রুভড ক্যান্ডিডেট তো প্যানেলএ ছিল।

Sj. Ganesh Ghosh:

পাবলিক সার্ভিস কমিশনের অ্যাপ্রুভড ক্যান্ডিডেট থাকলে আবার সে পোস্টের জন্য অ্যাডভারটাইজ করা হ'ল কেন?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

পাবলিক সার্ভিস কমিশনে একটা পোস্টের জন্য অ্যাডভারটাইজ করা হয় নি। অনেকগুলি পোস্টএ লোক নেওয়ার জন্য করা হয়েছিল।

Sj. Ganesh Ghosh:

অ্যাপ্রুভড ক্যান্ডিডেট থাকলে নেম অফ দমদম মতিঝিল কলেজ মেনশনড হয়েছিল কেন?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

মেনশন করা হয়েছিল এইজন্য যে, কয়েকটা কলেজের অ্যাডভারটাইজ করা হয়, তার মধ্যে দমদম মতিঝিল কলেজ একটি।

STARRED QUESTIONS
(to which oral answers were given)

Alignment of Burdwan-Bankura Road

*46. **Sj. Phakir Chandra Ray:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Development (Roads) Department be pleased to state—

(a) if the portion of the Burdwan-Bankura Road from Katgola Ghat, Burdwan, to Khandaghose in the district of Burdwan has been included in the Second Five-Year Plan; and

(b) if so, when the work is likely to start?

The Minister for Works and Buildings (the Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta): (*a*) The alignment of the Burdwan-Bankura Road from the border of Bankura district to Burdwan has not yet been finally determined.

(*b*) Does not arise.

Old Calcutta Road or Nilgunj Road, Barrackpur subdivision

*47. **Sj. Satkari Mitra:** (*a*) Is the Hon'ble Minister in charge of the Development (Roads) Department aware of the fact that a long road named Nilgunge Road or Old Calcutta Road lying in the Barrackpore subdivision is in a very precarious condition and never taken up or repaired by the municipalities concerned due to their shortage of fund?

Payment of increment of Rs. 5 to the Special Cadre Teachers

***25.** (Admitted question No. *585.) Sj. Ganesh Ghosh: Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(*a*) whether the teachers of Special Cadre have been paid the increment of Rs. 5 per month with effect from October, 1956, as has been paid to the Primary School teachers under District School Boards and refugee teachers; and

(*b*) if not, the reason thereof?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: (*a*) Yes, all matriculate teachers who were drawing salaries at the level of Primary teachers under the District School Boards have been granted an increment of Rs. 5 in consultation with the Government of India.

(*b*) Does not arise.

Sj. Ganesh Ghosh:
যেসমস্ত ম্যাট্রিকুলেট টিচার, ডিস্ট্রিক্ট স্কুল বোর্ডের মত পে পাচ্ছে না তাদের এই টাকা দেওয়া হল না কেন?
only those teachers—matriculate teachers who were drawing salaries at the level of Primary teachers under the District School Boards—
তারা কি এই টাকা ড্র করছে?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:
যাঁরা প্রাইমারী লেভেলএ আছেন, তাঁদের দেওয়া হয়েছে বলা হয়েছে।

Sj. Ganesh Ghosh:
এই সমস্ত প্রাইমারী টিচার্সরা ৫ টাকা করে পেয়েছে?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:
আমাদের টিচার্স তিন ক্যাটেগরীর— এ ক্যাটেগরী, বি ও সি ক্যাটেগরী। ম্যাট্রিকুলেট টিচার্সরা বি ক্যাটেগরী—তাদের সকলকেই দেওয়া হয়েছে।

Sj. Ganesh Ghosh:
যারা ম্যাট্রিকুলেট নয় সেই প্রাইমারী টিচার্সদের কি ৫ টাকা দেওয়া হয় নি?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:
ঐ গ্রেড মত দেওয়া হয়েছে।

Sj. Ganesh Ghosh:
আমি বুঝতে পারছি না, ম্যাট্রিকুলেটদের দেওয়া হয়েছে, নন-ম্যাট্রিকদের দেওয়া হয় নি-এই কি?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:
আপনার প্রশ্ন হল—বি ক্যাটেগরী শিক্ষকদের নিয়ে অন্য প্রশ্ন যদি করেন তাহলে সেটা তো অবান্তর।

Mr. Speaker: It is clear from the answer, "Yes, all matriculate teachers who were drawing salaries at the level of Primary teachers under the District School Boards have been granted an increment of Rs. 5 in consultation with the Government of India". Necessarily it follows that those who were not matriculates have not been given any increment.

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state whether Government have any proposal to include the said road in the Road Development programme of Government?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta: (*a*) Reports have been made to Government on these lines.

(*b*) The matter is under consideration.

Sj. Satkari Mitra:

এই যে ম্যাটার আন্ডার কন্সিডারেশন এর অর্থ কি? কাজে হবে কিনা?

Mr. Speaker:

সেইটেই তো বিবেচ্য বিষয়।

Sj. Satkari Mitra:

এই বলেছেন রিপোর্টস হ্যাভ বিন মেড, এটা কোন্ ম্যাটারের?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

আমি আপনাকে বলতে পারি, বি টি রোড থেকে নীলগঞ্জ রোডের খড়দা পর্যন্ত অংশ আমরা নিয়েছি।

Sj. Satkari Mitra:

যেটুকু নিয়েছেন তা কি কমপ্লিট হয়েছে?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

না।

Sj. Chitto Basu:

বাকি যে অংশটা রয়ে গেল সেটা কি সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানএর অন্তর্ভুক্ত হবে?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

কোন সম্ভাবনা নাই।

Sj. Chitto Basu:

বাকি অংশটুকু সাময়িকভাবে মেরামত করতে সরকার প্রস্তুত আছেন কিনা?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

না।

Toll charges on Balirghat pontoon bridge in Murshidabad district

*48. **Sj. Shyamapada Bhattacharjee:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Development (Roads) Department be pleased to state—

(*a*) when the pontoon bridge at Balirghat on Berhampore-Jalangi Road in Murshidabad district was constructed and what was the cost for the same;

(*b*) what is the rate of toll on pedestrians, carts, cars, bikes, buses and public and private carriers;

(*c*) what is the income per month on an average from this bridge; and

(*d*) whether Government is considering the abolition or reduction of tolls in the near future?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta: (*a*) Construction was completed in 1953-54 at a cost of Rs. 1,51,000 (roughly).

Sj. Hare Krishna Konar:

যারা নন-ম্যাট্রিক তাদের সম্পর্কে কি হয়েছে?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

উত্তরটা হচ্ছে স্পেশাল কেডার টিচার্সদের সম্পর্কে, ম্যাট্রিকুলেটস কাম আন্ডার বি ক্যাটাগরী। তারা তো সকলেই ম্যাট্রিকুলেটস—নন-ম্যাট্রিকুলেটসদের কথা তো হচ্ছে না।

Upgrading of High Schools of Khandaghosh and Calsi police-stations to Multipurpose Schools

***26.** (Admitted question No. *646.) **Sj. Pramatha Nath Dhibar:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(ক) বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ এবং গলসী থানায় কোন্ কোন্ হাই স্কুলকে মাল্টিপারপাস স্কুল-এ রূপান্তরিত করা হইবে ; এবং

(খ) এই-বৎসর হইতে ইহা কার্যকরী করা হইবে কিনা?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

(ক) এ বৎসর খণ্ডঘোষ এবং গলসী থানায় কোন বিদ্যালয়কেই একাদশ শ্রেণী বা মাল্টিপারপাস স্কুল-এ রূপান্তরিত করা হয় নাই। খণ্ডঘোষ থানায় কোন বিদ্যালয়েই একাদশ শ্রেণী বা মাল্টি-পারপাস স্কুল-এ উন্নীত হইবার সমস্ত শর্ত পূরণ না করায়, রূপান্তরিত করা যায় নাই। গলসীতে একটি বিদ্যালয়কে একাদশ শ্রেণী (একাডেমিক টাইপ) বিদ্যালয়ে উন্নীত হইবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মাল্টিপারপাস স্কুল-এ রূপান্তরিত হইবার অনুমতি না পাইলে বিদ্যালয়কে একাদশ শ্রেণীতে উন্নীত করিতে স্বীকৃত হন নাই।

(খ) এই প্রশ্ন উঠে না।

[3-50—4 p.m.]

Sj. Pramatha Nath Dhibar:

এই অনুমতি কার কাছে থেকে পেতে হবে?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

স্কুল বোর্ডের কাছ থেকে—

On the reccommendation of the Directorate.

Sj. Pramatha Nath Dhibar:

কি কি শর্ত পূরণ করতে হবে?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

পাঁচটা শর্তের কথা বলা হয়েছে, আমার সেগুলি মুখস্থ নাই।

Sj. Hare Krishna Konar:

গলসী ও খণ্ডঘোষ থানার কতকগুলি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় আছে।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

খণ্ডঘোষে দুটো আছে আর গলসীতে আছে ৫টা।

Sj. Hare Krishna Konar:

গলসীতে এতগুলো স্কুল রয়েছে, অথচ একটা স্কুলকেও মাল্টিপারপাসে রূপান্তরিত করবার অনুমতি কেন দেওয়া হল না?

(*b*) A statement is laid on the Table.

(*c*) Average toll collection per month is Rs. 8,300 and average running expenditure is Rs. 2,000 per month, excluding the cost of special repairs.

(*d*) No.

Statement referred to in reply to clause (b) of starred question No. 48

RATES OF TOLLS CHARGED ON PEDESTRAINS, CARTS, CARS, BIKES, BUSES AND PUBLIC AND PRIVATE CARRIERS IN CROSSING THE BALIRGHAT BRIDGE

	Rs. nP.
Each man above the age of three years ...	0.06
Each man with load over 10 seers ...	0.12
Each cart with cartman and loaded up to 12 maunds ...	0.37
Each cart with cartman and loaded from 12 maunds to 20 maunds ...	0.50
Each empty cart ...	0.19
Each car with driver only ...	0.75
Each car with passenger ...	1.25
Each motor bus (empty) ...	2.00
Each motor cycle ...	0.25
Each empty motor truck with driver and assistant driver ...	2.00
Each loaded truck up to 80 maunds with driver and assistant ...	5.00
Each bike with driver ...	0.12

[3-30—3-40 p.m.]

Sj. Shyamapada Bhattacharjee:

যখন দেখা যাচ্ছে লাভ হচ্ছে তখন সেই লাভের কিয়দংশ লোকের উপকারার্থে দিতে পারেন কিনা?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

লাভ বিশেষ হয় না, কেননা ৩।৪ বছর পর স্পেশ্যাল রিপেয়ারএর প্রয়োজন হয় এবং এর জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়। ১০।১২ বছর পরে রিপ্লেসমেন্টএর অনেক খরচা করতে হয়।

Sj. Shyamapada Bhattacharjee: We want reduction in the toll or abolition.

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

৮ হাজার টাকা কালেকশনএর মধ্যে এখন ২ হাজার টাকা খরচ হচ্ছে। আবার ৩।৪ বছর পরে আরও বেশি খরচ হবে এবং ১০।১২ বছর পরে আরও বেশি অর্থের প্রয়োজন হবে।

Sj. Shyamapada Bhattacharjee:

এর আগে অন্য কোথাও কি এইরকম টোল ডিডাকশন দেন নি?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

সাধারণতঃ, মেন্টেনেন্সএ অনেক অর্থ ব্যয় হয়।

Sj. Shyamapada Bhattacharjee:

অন্য কোথাও রীজে দেওয়া হয়েছে?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:
বলা হয়েছে—সমস্ত শর্ত পূরণ করে নি।

Sj. Hare Krishna Konar:
উত্তরে আছে—তারা মাল্টিপারপাস স্কুলের দায়িত্ব নিয়েছিল কিন্তু অনুমতি দেওয়া হয় নি।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:
তারা কনডিসান ফুলফিল করে নি।

Dr. Jnanendra Nath Majumdar:
একথা কি সত্য নয় যে—শর্ত পূরণ না করলেও মাল্টিপারপাস স্কুল করতে দেওয়া হয়েছে।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:
আমি যতদূর জানি শর্ত পূরণ না করলে অনুমোদন করা হয় না।

Dr. Jnanendra Nath Majumdar:
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে ক্যালকাটা গার্লস একাডেমি বলে একটা স্কুল আছে বালীগঞ্জে—সেই স্কুল শর্ত পূরণ না করলেও তা দেওয়া হয়েছে।

Mr. Speaker: It is not relevant.

Dr. Jnanendra Nath Majumdar: It has come out of this question. There are specific cases where they have given sanction.

Mr. Speaker: That general answer refers to that specific question.

Dr. Jnanendra Nath Majumdar: There are two schools which do not fulfil these conditions.

Mr. Speaker: My view remains unchanged.

Dr. Jnanendra Nath Majumdar: I am very sorry. We all know it.

Mr. Speaker: If there is any particular school—as you say I do not dispute it—put that question some other day, put a short-notice question, but not on this.

Sj. Bankim Mukherjee:
শ্রীহরেকৃষ্ণ কোনার প্রস্তাব করেছিলেন যে গলসীতে ৫টা স্কুল থাকাসত্ত্বেও একটিকেও কেন একাদশ শ্রেণীতে উন্নীত করতে দেওয়া হয় নি। মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মাল্টিপারপাসে রূপান্তরিত করতে চান না।

Mr. Speaker:
উনি বলেছেন তাঁরা টার্ম ফুলফিল করেন নি।

Sj. Bankim Mukherjee:
কিন্তু কোনার মহাশয়ের প্রশ্নে ছিল—একটা স্কুলকেও অনুমতি দেওয়া হয় নি।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:
শর্ত পূরণ না করলে কি কোরে দেওয়া যাবে—একথাও জানিয়ে দিয়েছি।

Sj. Bankim Mukherjee:
প্রশ্নোত্তরে বলা হয়েছে যে একাদশ শ্রেণীর জন্য একটি স্কুলকে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু মাল্টিপারপাসের জন্য কেন দেওয়া হয় নি?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

কোথাও কোথাও হয়েছে।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

এই পথে চলতি লোকের উপর ৬ নয়া পয়সা টোল ট্যাক্স ধার্য করছেন, এই টোল ট্যাক্স তুলে দেবার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

না।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

পথ চলতি লোকের উপর ৬ নয়া পয়সা ট্যাক্স, আর যে মানুষ ১০ সেরের উপর ওজন মাথায় ক'রে নিয়ে যায় তার উপর ১২ নয়া পয়সা ট্যাক্স হবার কারণ কি?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

বোঝায় বেশি হ'লে ট্যাক্সও বেশি দিতে হবে।

Sj. Subodh Banerjee:

সব লোকের কি সমান ট্যাক্স?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

সমান।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

মন্ত্রিমহাশয় বলেছেন যে, রাস্তার উপর বোঝা হিসাবে ট্যাক্স দিতে হবে—তা হ'লে সাইকেলের উপর ট্যাক্স করার কারণ কি?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

মানুষের উপর থেকে যেমন ট্যাক্স নেওয়া হয়, সাইকেলের উপর থেকেও তেমন ট্যাক্স নেওয়া হয়।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

এমন অনেক জায়গা আছে, যেসমস্ত জায়গায় টোল ট্যাক্স মানুষের উপর মাননীয় সরকার উঠিয়ে দিয়েছেন। সরকার কি টোল ট্যাক্স এ জায়গার মানুষের উপর থেকে উঠিয়ে দেওয়ার মত কোন পরিকল্পনা করবেন?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

না।

Sj. Bijoy Singh Nahar:

আপনার জবাবে আছে—'ইচ ম্যান উইথ লোড ওভার টেন সিয়ারস'—এখানে ওজন করবার কি কোন বন্দোবস্ত আছে?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

অনুমানে ধ'রে নেওয়া হয়।

Sj. Bijoy Singh Nahar:

তাতে কোন গোলমালের সৃষ্টি হয়েছে কি?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

না।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

পূর্বের লাইনেই আছে যে মাল্টিপারপাসে উন্নীত হওয়ার সমস্ত শর্ত পূরণ না করার জন্য তা হয় নি।

Sj. Bankim Mukherjee:

আমার দুটি প্রশ্ন—একটি গলসী থানা, আর একটা খণ্ডঘোষ থানা। খণ্ডঘোষ থানার সম্বন্ধে উত্তর দিয়েছেন। কিন্তু গলসী থানা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছি একটি বিদ্যালয় একাদশ শ্রেণীতে অনুমতি পাওয়া সত্ত্বেও মালটিপারপাসে রূপান্তরিত হওয়ার অনুমতি কেন দেওয়া হয় নি।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

বন্ধুবর জানেন যে একাদশ শ্রেণীতে উন্নীত হওয়ার আর মাল্টিপারপাস হওয়ার শর্ত আলাদা। একাদশ শ্রেণীতে উন্নীত হওয়ার শর্ত পূরণ করেছেন—হিউম্যানিটিজ কোর্স পাবার জন্য কিন্তু মাল্টিপারপাস হওয়ার যে শর্ত তা পূরণ করেন নি, সেজন্য মঞ্জুরী দেওয়া হয় নি।

Sj. Harekrishna Konar:

এখানে উত্তরে লেখা আছে একাডেমিক টাইপএ উন্নীত হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মাল্টিপারপাসএ রূপান্তরিত হওয়ার অনুমতি না পাওয়ার ফলে একাদশ শ্রেণীতে উন্নীত করতে স্বীকৃত হয় নি।

Mr. Speaker:

উনি ত বলেছেন হিউম্যানিটিজ করেছিল, কিন্তু—they wanted multipurpose, but no permission was given.

Sj. Bankim Mukherjee:

আমার প্রশ্নটা ডেফিনিট ছিল। তাঁরা অনুমতি চেয়েছিল মাল্টিপারপাসএ রূপান্তরিত করতে, কিন্তু সে অনুমতি দেওয়া হয় নি কেন? তিনি উত্তর দিয়েছেন তারা শর্ত পূরণ করতে রাজী হয় নি। খণ্ডঘোষ শর্ত পূরণ করতে রাজী হয় নি, কিন্তু গলসীতে তারা শর্ত পূরণ করতে রাজী হয়েছিল, কিন্তু দেওয়া হয় নি, তাই বলছি—কেন দেওয়া হয় নি?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

আপনি সাপ্লিমেন্টারী প্রশ্ন করেছেন যে কেন অনুমতি দেওয়া হয় নি। সেখানে উত্তরে তার কারণ বলেছি যে শর্ত পূরণ করে নি।

Sj. Bankim Mukherjee: Let it be held over.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আপনারা কি ভেবেছেন ইলেভেন ইয়ার কোর্স আর মাল্টিপারপাস আইডেন্টিক্যাল?

Sj. Hare Krishna Konar:

না, আমরা অত বোকা নই।

Mr. Speaker: Further supplementaries are held over. Question time over.

[4—4-10 p.m.]

Removal of Museum from Calcutta

Sj. Jatindra Chandra Chakraborty:

স্যার, আপনার মাধ্যমে একটা গুরুত্বপূর্ণ খবরের প্রতি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করব এবং তার জবাবও জানতে চাই। খবর বেরিয়েছে যে কোলকাতা থেকে মিউজিয়ামকে সরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে চলছে। গত বছরও এই রকম একটা সংবাদ বেরিয়েছিল এবং তখন মুখ্যমন্ত্রী নিজে দিল্লী গিয়ে এসম্পর্কে না কি আশ্বাস নিয়ে এসেছিলেন যে না সরান হবে না। কিন্তু আগামী শনিবার আমরা শুনছি যে মুখ্যমন্ত্রী

Sj. Bijoy Singh Nahar:

সেখানে খালি গাড়ি গেলে ৭৫ নয়া পয়সা নিচ্ছেন, আর গাড়িতে যদি লোক যায় তা হ'লে ১·২৫ নয়া পয়সা নিচ্ছেন—এই অ্যানোম্যালি কেন বলবেন কি?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

হে'টে গেলে পয়সা কম লাগবে।

Sj. Bijoy Singh Nahar:

এই অ্যানোম্যালিটা দূর করবেন কি?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

আপাততঃ নয়।

Sj. Bijoy Kumar Ghosh:

বাসের বেলায় কি করা হয়?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

তার জন্য আলাদা ব্যবস্থা আছে।

Sj. Bijoy Kumar Ghosh:

বাসের বেলায় কি প্রত্যেক প্যাসেঞ্জারের উপর ধরা হয়, না, একটা বাসের উপর ধরা হয়?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

প্যাসেঞ্জার যদি হে'টে যান তবে পয়সা কম দিতে হয়।

Dr. Jnanendra Nath Majumdar:

মন্ত্রিমহাশয় বলবেন কি, ২ বছর পরে আপনাদের হিসাবমত ঐ ব্রীজের দাম যখন উঠে আসবে, তখন এই টোল তুলে নেওয়ার জন্য কোন পরিকল্পনা আছে কিনা?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

খরচ যখন উঠে যাবে তখন এটা বিবেচনা করা হবে।

Sj. Gangadhar Naskar:

কোন মেয়েছেলে যদি ছেলে কোলে ক'রে নিয়ে যায় তা হ'লে তাকে কত ট্যাক্স দিতে হবে?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

যদি ৩ বছরের কম বয়সের ছেলেমেয়ে যায় তা হ'লে ট্যাক্স লাগবে না, ৩ বছরের উপরে হ'লে লাগবে।

Roads of Purulia district included in First and Second Five-Year Plans

***49. Sjkta. Labanya Prova Ghosh:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Development (Roads) Department be pleased to state—

(ক) প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পুরুলিয়া জেলার কোন্ কোন্ রাস্তা এবং মোট কত মাইল রাস্তার প্রাদেশিকীকরণ হইয়াছে; এবং

(খ) দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পুরুলিয়া জেলার কোন্ কোন্ রাস্তা এবং মোট কত মাইল রাস্তার প্রাদেশিকীকরণ হইবে?

ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং এ্যাটেন্ড করবার জন্য দিল্লী যাবেন বলে এই সম্পর্কে তাঁর কাছে খবর জানতে চাচ্ছি যে সত্যি এটা সরাবার প্রচেষ্টা হচ্ছে কিনা? কোলকাতার গুরুত্বকে খর্ব করার যে চেষ্টা হচ্ছে, এটাও তার একটা অংশ বলে মনে করি।

Mr. Speaker: I am told by my Secretary that only yesterday or day before yesterday a question has been put on this very point by an honourable member of this House—it is a short-notice question. Therefore, I take it that Government will answer it with all possible expedition.

Sj. Jatindra Chandra Chakraborty:

স্যার, মুখ্যমন্ত্রীর এ সম্পর্কে কি বক্তব্য আছে সেটা আমরা শুনতে চাই।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

সর্ট-নোটিস কোরেশ্চেন দিন তাহলে উত্তর পাবেন।

GOVERNMENT BILLS

The R. C. Kar Medical College and Hospital Bill, 1958

Clauses 1 and 2

Mr. Speaker: There being no amendments, I am putting clauses 1 and 2 to vote.

The question that clauses 1 and 2 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 3

Mr. Speaker: Amendment No. 17 of Sj. Apurba Lal Majumdar is out of order.

Dr. Ranendra Nath Sen: Sir I beg to move that in clause 3, lines 1 and 2, the words "and for a period of ten years thereafter" be omitted.

মিঃ স্পীকার স্যার, আমার এ্যামেন্ডমেন্ট হচ্ছে ৩নং ক্লজে—

With effect from the appointed day and for a period of ten years thereafter

এখানে আমি বলেছি—

And for a period of ten years thereafter

আমার বক্তব্য হচ্ছে খুব ছোট। কালকেও বলেছি আমাদের বিরোধীপক্ষ থেকে আমরা চাই এই বিলটার মারফত যাতে চিরকালের জন্য আর জি কর মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালকে জাতীয়করণ করা হয়। কেবলমাত্র ১০ বছরের জন্য এটা নিলে পর এর যা উদ্দেশ্য অর্থাৎ এই কলেজ এবং হাসপাতালের উন্নতি করা, এই বিলের উদ্দেশ্য বলে যে বর্ণনা করা হয়েছে, সেই উদ্দেশ্য খর্ব হয়ে যাবে বলে আমরা মনে করি। সুতরাং আমি ১০ বছর কথাটা সম্পূর্ণরূপে তুলে দিতে চাই।

Sj. Basanta Kumar Panda: My amendment No. 10 has already been moved by Dr. Ranendra Nath Sen. I move therefore my other two amendments, Nos. 18 and 20.

I beg to move that in clause 3(5), line 4, for the words "entitled to" the word "enjoying" be substituted.

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

(ক) প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পুরুলিয়া জেলার নিম্নলিখিত রাস্তাগুলির প্রাদেশিকীকরণ করা হইয়াছে:—

(১) রঘুনাথপুর-চন্দনকিয়ারী-চাস্ রাস্তা—১৭½ মাইল।

(২) রঘুনাথপুর-সানতুড়ি রাস্তা—১৪½ মাইল।

(খ) বিষয়টি বিবেচনাধীন আছে।

[3-40—3-50 p.m.]

Sj. Chitto Basu:

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পুরুলিয়া জেলায় রাস্তানির্মাণকার্য কত টাকার মধ্যে করা হয়েছে?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

এখনও আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের মঞ্জুরী পাই নি। তবে ২৬·৬৯ লাখ টাকা ধরা হয়েছে।

Sj. Chitto Basu:

সম্প্রতি সংবাদপত্রে বেরিয়েছে যে, পুরুলিয়ার উন্নয়নের জন্য ক্যাবিনেট সাব-কমিটি করা হয়েছে—একথা কি সত্য?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

হ্যাঁ।

Sj. Chitto Basu:

সেই ক্যাবিনেট সাব-কমিটিতে রাস্তা নির্মাণ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে কি?

Mr. Speaker:

এটা প্রশ্ন হয় না—আমি এই প্রশ্ন করতে দিতে পারি না।

Kaliachak-Niamatpur Road, Malda district

***50. Sj. Monoranjan Misra:** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Development (Roads) Department be pleased to state if it is a fact—

(*i*) that a pucca road from Niamatpur to Kaliachak in the district of Malda has been sanctioned under the Second Five-Year Plan; and

(*ii*) that the Malda District Development Council has suggested by a resolution that the above road should pass through Bangitola village in Sadipur Union?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) what is the progress of the construction of the road up till now and when it is proposed to be finished;

(*ii*) whether Government have received any public representation, specially from the merchant class, to start the road from Milki (National Highway) instead of Niamatpur; and

(*iii*) if so, what decisions have been taken by Government in the matter?

I also beg to move that in clause 3(5), lines 6 and 7, the words "the tate Government in consultation with" be omitted.

Regarding amendment No. 10 I say that the "period of ten years theretter" be omitted, the acquisition should be permanent, and it should not e only for ten years. The Hon'ble Chief Minister drew attention to rticle 31A, sub-article 1(b) and he has said that he is taking over the anagement of the property—the State is taking it over for a limited eriod. "Limited period" has not been defined in the Constitution, but ccording to our conception it is a very short period, it may be one or two ears. Ten years is not a limited period according to our conception. In ome cases 12 years time has been taken to confer right by adverse possession; in some cases there is provision for twenty years. Ten years is more han a limited period and less than a perpetual period. The Chief Minister elied upon Article 31A, sub-article 1(b), but we have requested him to ake recourse to Article 31, sub-article (2). He has assured us that he is ot afraid of spending money; it is about 80 lakhs; and he does not mind t some good result can be obtained by spending it. I would request him o take recourse to Article 31, sub-article (2). By this Article if there is a ublic purpose and if there is necessity for that purpose, any property can e acquired by the State permanently and for that purpose the law can be nade so as to scale down the value of the property. Whatever law we make o fix the value of the property, that would not be justiciable before any ourt because the concluding words of Article 31(2) are "and no such law hall be called in question in any court on the ground that the compensation rovided by that law is not adequate". Therefore, if in this clause we ntroduce something for taking over this property permanently, if we made law, it we fix the value of the property at any figure, that will not be usticiable before any court.

There was one impediment pointed out by our Chief Minister: "that the resident may not give his assent". With regard to Articles 31 and 31A he assent of the President is necessary; otherwise no law will be valid. I lo not know in what way representation has been made to the President. There are other questions over which we shall have to approach the President for his assent because by this legislation we are trying to interfere with regard to transfer of property, appearing in item 6 of List III of the Seventh Schedule to the Constitution; and we shall have to interfere with he contracts, appearing in item 7 of List III of the same Schedule; we shall also have to interfere with trust and trustees, appearing in item 10 of List III of the same Schedule. We shall have to approach the President in any case. Had the President been approached in the light that this institution has got a national aspect and was started long ago by the national leaders of our country and that it draws respect from all people, I am sure the President would not object to this. What representation was made to him s not known to us; it has not been disclosed. There is no impediment to proceeding under Article 31(2).

[4-10—4-20 p.m.]

Yesterday, our Chief Minister drew attention to the fact that he cannot ake responsibility for this institution perpetually and incidentally he mentioned two other institutions, Sambhunath Pundit Hospital and Mayo Hospital.

I would at once say that these two institutions are simply hospitals but this R. G Kar Medical College and Hospital is a respectable institution of the nation. Here the students are imparted education and there is an attached hospital and other things. So I would say that this can be differentiated

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta: (*a*) Yes.

(*b*)(*i*) Work has not started.

(*ii*) and (*iii*) Several suggestions have been received regarding alignment. They are under examination.

Kaliachak-Niamatpur Road, Malda district

***51. Janab Elias Razi:** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Develoment (Roads) Department be pleased to state—

(*i*) whether Government received any recommendation from the District Magistrate, Malda, that Niamatpur-Kaliachak Road should pass through Bangitola and lead up to Panchanandapur in Kaliachak police-station in the district of Malda; and

(*ii*) whether Government have any report from the Survey Department that Niamatpur-Kaliachak Road should start from Milki instead of Niamatpur?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state what is the decision of Government in respect of the said road?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta: (*a*)(*i*) The District Magistrate of Malda has recommended that the Kaliachak-Niamatpur Road should pass through Bangitola.

(*ii*) No.

(*b*) The alignment is still under examination.

Bridges over the Atrai, the Punarbhaba and the Tangon

***52. Dr. Dhirendra Nath Banerjee:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Works and Buildings Department be pleased to state—

(*a*) the costs of construction of the bridges over—

(*i*) the Atrai,

(*ii*) the Punarbhaba, and

(*iii*) the Tangon rivers;

(*b*) the costs of repair and maintenance since their construction;

(*c*) the amounts of various tolls collected yearly at each bridge separately; and

(*d*) whether Government have any proposal to stop realisation of tolls from those bridges?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta: (*a*) to (*c*) A statement is laid on the Library Table.

(*d*) Pedestrians with or without head load passing over the three bridges were exempted from payment of tolls with effect from 28th June, 1957, No other proposal is under the consideration of Government.

Sj. Subodh Banerjee:

এখানে বলা হয়েছে যে,

were exempted from payment of toils with effect from 28th June, 1957.

এখানে 'ওয়্যার' রয়েছে, এখনও নেওয়া হয়, এখনও চলছে—

from those institutions. There was no national respect or national sympathy when the two former institutions—the Sambhu Nath Pandit Hospital and the Mayo Hospital—had been created but this institution forms a category by itself and therefore I would say that without making the period one of ten years if you could make it permanent, that would be helpful. Of course, some of my honourable friends have put in their amendments to restrict it to two or three years. If the Hon'ble Chief Minister's object is for a short period, he can accept that; but the 10-year period does not fit in with the language and tenor of Article 31A—sub-article 1(b). There is some motive which has been clearly stated by my honourable friends on the previous day—I am not going to repeat that—with regard to my amendment No. 10.

Then, Sir, I shall speak on my amendment No. 18. Here a legal question is involved and that is why I have suggested that in clause 3(5), line 4, for the words "entitled to" the word "enjoying" be substituted. The point is this that these employees were the employees of a private society perhaps registered under the Societies Act of 1860. The employees under that society have got no statutory right to enjoy, have got no right against the management because it is not a Government institution—either Central or Provincial. The employees are governed by their service rules which private institutions have and therefore they hold their service at the pleasure of this private institution. But when the Government will take over the management of the institution, the employees of the institution will have the rights of Government employees and their service conditions will be governed by Article 311(2) of the Constitution in respect of their appointment, discharge, punishment and other things. So it is stated in sub-clause (5) "persons employed in the institution and continuing in office immediately before the appointed day, shall, subject to such terms and conditions, not being less advantageous than what they were entitled to" Up to that day, that is, up to the appointed day, these persons held their office only on contract basis or at the pleasure of the institution and in this institution they were entitled to nothing. They had only one month's notice in lieu of payment but after the appointed day when the State will take over this property, the employees there will have all the rights of the State Government employees under article 311(2) of the Constitution. Therefore in place of "entitled to" I have suggested "enjoying" under the service conditions of this private institution.

Then, lastly in my third amendment I want to delete the words "the State Government in consultation with". If the State Government is setting up a committee consisting of persons of its own choice, I would at least expect that the Government will have some respect on the capacity of this committee. The other day the Hon'ble Chief Minister pointed out to us that we must repose some faith in some people, we must have faith in human beings or in their capacity, we must expect that human beings are good unless they are proved to be bad. Now, if the Government in spite of appointing a committee consisting of persons of their own choice still want to reserve that right of consulting the committee, then the members of the committee or the committee becomes a nugatory body and it becomes merely a subsidiary body having no primary object. Only the Minister or the Government, whoever may be the policy-maker, will dictate something and the committee shall have to accept. Therefore I am stating to the Hon'ble Minister, have some faith on a committee consisting of persons appointed by you because if this committee ever makes a mistake there is remedy under the provisions of this Act that the Government can rectify the mistake because under section 6 it has been provided that the members of the committee other than the ex-officio members shall hold office during

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

এখনও চলছে।

Sj. Subodh Banerjee:

এই একজেম্পশনের অর্থ কি?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

অর্থ অন্য কিছু নাই, এখনও একজেম্পশন চলছে।

Sj. Bijoy Singh Nahar:

এই ব্রীজএর মেন্টেন্যান্স বেশি, না কম হয়?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

কম হয়।

House-building grant to flood-affected people

***53. Sj. Gobinda Charan Maji:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Relief Department be pleased to state—

(*a*) whether there is any scheme of the State Government for the rehabilitation of those flood-affected people who are not in a position to manufacture bricks under the B.O.H. Scheme;

(*b*) if so, what is the scheme; and

(*c*) if not, the reason thereof?

The Minister for Food, Relief and Supplies (the Hon'ble Prafulla Chandra Sen): (*a*) Yes.

(*b*)(*i*) Free house-building grant up to Rs. 100 per family to non-creditworthy persons, and (*ii*) special house-building loan up to Rs. 1,500 per family to creditworthy persons against security of landed property. As completion of procedure for grant of loan against security of landed property involves delay causing hardship to the loanees, it has since been decided that loans should be distributed at the average scale of Rs. 200 per family on personal security.

(*c*) Does not arise.

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

মন্ত্রিমহাশয় বলবেন কি, এই যে

decision, loans should be distributed at the average scale of Rs. 200 per family on personal security.

এই ডিসিশন কবে নেওয়া হয়েছে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

১৯৫৭ সালের শেষদিকে নেওয়া হয়েছে।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

১৯৫৬ সালে যেসব বাড়ী বিধ্বস্ত হয়েছিল তারা এই লোনের অ্যাডভান্টেজ পাবে কিনা?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

১৯৫৬ সালের বন্যায় যদের বাড়ী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তারা সবাই এর সুযোগ পাবে।

the pleasure of the Governor. So any member of the committee or the committee as a whole can be dismissed at any time and the Government can still reserve the power of removing any difficulty that may arise with regard to the application of this Act—that is provided in section 5 of the Act. Therefore I say if you are going to entrust a committee to take over the management of this institution from the existing committee you shall have to choose persons of greater ability and good calibre and after choosing those persons, have faith and repose some trust in them. You are not making them absolute monarchs of the situation and under the Constitution you still reserve the right of changing their decision and changing the persons. Therefore I have proposed in my short amendment for deleting these words "the State Government in consultation with". Then the remaining portion will be "as may be determined by the Committee, be deemed to be employees of the State Government".

Dr. Ranendra Nath Sen: Sir, I beg to move that after clause 3(5) the following be added, namely:—

> "(6) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no employee of the R. G. Kar Medical College and Hospital, shall be disqualified from either standing as a candidate in any election for or to continue as member of Legislative Assembly, Parliament and local body, for ten years."

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি মনে করি এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এমেন্ডমেন্ট। ডাঃ রায় সেদিন প্রথমে ইন্ট্রোডিউস করতে গিয়ে এই পার্টিকুলার ধারার উপর যখন বলেন তখন তিনি বলতে চান যে—

> persons employed in the institution and continuing in office immediately before the appointed day, shall, subject to such terms and conditions, not being less advantageous than what they were entitled to immediately before the appointed day, etc. etc.

এই কথাগুলির উপর জোর দিয়ে তিনি বলতে চান, এই কথাগুলির মানে হচ্ছে বর্তমানে যে-সমস্ত সুবিধা প্রিভিলেজ এ্যান্ড ফেসিলিটিজ কর্মচারীরা বা প্রফেসারস ও টিচার্সরা পান, সেগুলি খর্ব করা হবে না এবং সেটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আরো বলেন, লেজিসলেটিভএর মেম্বার হয়ে, মিউনিসিপ্যালিটি বা কর্পোরেশনের মেম্বার হয়ে এই সমস্ত ইলেকশনে কন্টেস্ট করার বর্তমানে যে অধিকার আছে সেই অধিকারই থাকবে একথা তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন। এবং তিনি বলেন যে তাদের আইনজ্ঞদেরও এই মত। ডাঃ রায় এর উদ্দেশ্যে যা বর্ণনা করেছেন তাতে এই আইনের বিশেষ ধারার মারফৎ সেই সুখসুবিধা, ফেসিলিটিজ, রাইটস এ্যান্ড প্রিভিলেজস সমস্তই তিনি রাখতে চান। এবং এগুলি নট লেস এড্ভান্টেজিয়াস।

[4-20—4-30 p.m.]

কিন্তু তাদের আইনজ্ঞরা একথা বললেও আমাদের বিশিষ্ট আইনজ্ঞ যারা তাঁরা অন্য রকম কেউ কেউ মত পোষণ করেন এবং এপক্ষের ওপক্ষের দু' পক্ষের বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী আইনজীবী আছেন। তাঁদের মধ্যে কে ছোট, কে বড়—এ প্রশ্ন তুলে লাভ নাই। সুতরাং ডাঃ রায়ের ভাষ্যের উপর আইন হতে পারে না। আইনটা যা হবে তার ভাষা সুস্পষ্ট থাকা দরকার। ডাঃ রায় বা কোন মন্ত্রীর কোন এসেমব্লীর বক্তৃতা কখনো ল' কোর্টে গর্ভব্যের মধ্যে আনেন না। সুতরাং ডাঃ রায় যে কথাটা বলেছেন সেই কথাটা আমি সুস্পষ্টভাবে এই এমেন্ডমেন্টএর ভেতর উপস্থিত করছি। ডাঃ রায় যা বলেছেন, মূল আইনে যা আছে, তার পরে আমার এমেন্ডমেন্ট মারফত শুধু এটুকু যোগ করতে চাই। এটুকু যোগ দিলে পর ডাঃ রায় যা বলেছেন তা বলা হলো এবং লিখিতভাবে আইনের ধারা যদি এটা থাকে তাহলে স্বভাবতঃ আইনের যে জোর—সেই জোরটুকু তারা পেল। আমি ডাঃ রায়কে অনুরোধ করবো এ বিষয় ডাঃ রায়ের আপত্তি করবার কারণ থাকবে না। এখানে আর একটা জিনিষ পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছি—এটা যদি

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

রিফিউজি পরিবার এই লোন পাবে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

যেসমস্ত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সম্পূর্ণ হয়েছে তারাই এর সুযোগ পাবেন।

Non-availability of dealers in rural areas for modified rationing system

***54. Sj. Phakir Chandra Ray:** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Food Department be pleased to state if it is a fact that suitable dealers for rural areas with modified rationing are not readily available on terms and conditions offered by Government?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state what steps are going to be taken by Government for the rectification of this state of affairs in view of the grave food situation in the country?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: (*a*) No.

(*b*) Does not arise.

Starting of test relief works and opening of fair price shops in Garbeta police-station.

***55. Sj. Saroj Roy:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Relief Department be pleased to state—

(ক) প্রশ্নকর্তাকে গত ২৩-৫-১৯৫৭ তারিখে মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় যে বলিয়াছিলেন যে, গড়বেতা থানায় ঐ সপ্তাহ শেষ হইবার পূর্বেই অর্থাৎ ২৬শে মে (১৯৫৭ সালের) মধ্যেই ১১টি টেস্ট রিলিফের কাজ শুরু হইবে এবং মেদিনীপুরের বিভিন্ন স্থানের জন্য সস্তায় খাদ্যের দোকানের জন্য সরকার চাউল পাঠাইয়া দিয়াছেন এবং ২৭-৫-১৯৫৭ তারিখে ময়দা পাঠান হইবে, সেই কথামত ২৯শে মে পর্যন্ত গড়বেতা থানায় ১১টি টেস্ট রিলিফের কাজ শুরু করা হয় নাই এবং এই থানার কোন ইউনিয়নে একটিও সস্তা দরে খাদ্যের দোকান খোলা হয় নাই, ইহার কারণ কি; এবং

(খ) মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানাইবেন যে, কেশপুর থানায় ও গড়বেতা থানায় কোন্ তারিখ হইতে ব্যাপকভাবে টেস্ট রিলিফের কাজ শুরু করা হইবে এবং কোন্ কোন্ ইউনিয়নে কয়টি করিয়া দোকান খোলা হইবে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

(ক) গত ২৩-৫-১৯৫৭ তারিখে সাক্ষাতের সময় প্রশ্নকর্তাকে বলা হইয়াছিল যে, সমগ্র মেদিনীপুর জেলায় আরও ১১টি টেস্ট রিলিফের কার্য আরম্ভ করা যাইতে পারে বলিয়া জানা গিয়াছে। সুতরাং গড়বেতা থানায় ১১টি টেস্ট রিলিফের কাজ চালু করার প্রশ্ন উঠে না।

প্রতি ইউনিয়নে ডিলার নিযুক্ত করা এবং ডিলারদের মাল লইয়া কার্য আরম্ভ করিতে কিছু সময় লাগায় ২৯-৫-১৯৫৭ তারিখের পূর্বে কোন সস্তা দরের দোকান চালু করা সম্ভব হয় নাই। জুন মাসের মাঝামাঝি গড়বেতা থানার প্রায় সমস্ত ইউনিয়নেই সস্তা দরের দোকান খোলা হইয়াছিল।

ডাঃ রায় আইনে আনতেন চিরকালের জন্য এই কলেজ ও হাসপাতালকে ন্যাশনালাইজ করে নেওয়া হচ্ছে, তাহলে হয়ত আমার এই এমেন্ডমেন্ট আনবার প্রয়োজন হত না। কিন্তু তাঁর প্রাথমিক বক্তৃতায় বলেছেন প্রেসিডেন্টের অনুমতি তার জন্য নিতে হবে ইত্যাদি। তারপর বলেছেন দশ বছরের জন্য নেওয়া ছাড়া আর পথ নাই, আবার চিরকালের জন্য জাতীয়করণ করতে চান না। সুতরাং যেখানে চিরকালের জন্য জাতীয়করণ চান না বা পারেন না, দশ বছরের জন্য যখন নিচ্ছেন, তখন সেখানকার প্রফেসার, টিচার ও অন্যান্য কর্মচারীর স্বার্থের পরিপন্থী—এমন আইন কেন হবে? তারা গভর্নমেন্ট সার্ভেন্টদের মত সুযোগসুবিধা পাবেন না, কিন্তু তার অসুবিধাগুলি তাদের ভোগ করতে হবে। তাদের গভর্নমেন্ট সার্ভেন্টদের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা কম। সুতরাং তাঁরা অসুবিধাগুলি কেন ভোগ করবেন? আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্রে ভোট দেবার এবং নির্বাচিত হবার যে অধিকার রয়েছে, সেই অধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত করবার অধিকার নাই। সুতরাং সেদিক থেকে সেই অধিকারের কথা মনে করে স্বাধীন রাষ্ট্রে তিনি যখন চিরকালের জন্য জাতীয়করণ করতে চাচ্ছেন না, তখন এইরকম একটা ধারা এখানে থাকা দরকার। যে ধারা থাকলে যেটা ডাঃ রায় মুখে বলেছেন সেটা আইনের মধ্যে থাকবে। তাহলে এসম্বন্ধে কোন সন্দেহ বা বিতর্কের অবকাশ থাকবে না। সুতরাং ডাঃ রায় এটা ভেবে আমার এই এমেন্ডমেন্ট গ্রহণ করবেন।

Sj. Subodh Banerjee: Sir, I beg to move that in clause 3, line 2, for the word "ten" the word "two" be substituted.

I also beg to move that after clause 3(5), the following be inserted, namely:—

> "(6) Notwithstanding anything contained in clause (5) no person employed in the institution and continuing in office immediately before the appointed day shall be deemed to be an employee of the State Government, if he within a period of three months from the appointed day, makes an application to the State Government refusing to be deemed as an employee of the State Government and expressing his willingness to continue his service on the terms and conditions to which he was entitled immediately before the appointed day."

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমার দুটি সংশোধন প্রস্তাব আছে। একটি হচ্ছে যে দশ বছরের জায়গায় আমি দু' বছর করতে চাই, তার যুক্তি আগেই বলেছি। যে বিলটা আনা হয়েছে আর্টিকেল ৩১এ অব দি কনষ্টিটিউশন অব ইন্ডিয়া অনুসারে এবং তার ক্লজ বি অনুসারে অর্থাৎ বলা হয়েছে—ইট ইজ এ টেম্পোরারী সুপারসেশন। কালকেও আমি এই যুক্তি দিয়েছি, টেম্পোরারী সুপারসেশন যদি হয়, তাহলে যেটা দশ বছর সময়টা খুব বেশী সময় বলে মনে হয়। ডাঃ রায় যখন এটা ডিল করছেন তখন এই ইনস্টিটিউশন আবার তাদের হাতে দিয়ে দেবেন, সেই জন্য আমি দশ বছরের জায়গায় দু' বছর বলছি।

আমার দ্বিতীয় সংশোধন প্রস্তাবটা একটু গুরুত্বপূর্ণ।

আমি এখানে বলে রাখতে চাই যে ডাক্তার রায় বলেছেন যে এই ইনষ্টিটিউশনএর কর্মচারীদের সরকারী কর্মচারী হিসাবে স্বীকার করা হবে। শ্যাল বি ডিমড টু বি গভর্নমেন্ট এম্প্লইজ এবং এই ডিমড টু বি কথাটা থাকার জন্য এরা হোল্ডিং অফিসার অব প্রফিট এই পর্যায়ে পড়বে না এবং তাদের এসেম্বলীতে কনটেস্ট করার কিম্বা মেম্বার থাকার, কিম্বা অন্যান্য জায়গায় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার যে যে বাধা গভর্নমেন্ট এম্প্লইজদের আছে, সে বাধার মধ্যে পড়বে না। এটা ডাক্তার রায় তাঁর প্রারম্ভিক ভাষণে এই আশ্বাস দিয়েছেন। আমি জানি না এই আশ্বাস তিনি কোথা থেকে পেলেন। প্রথম কথা যে মুহূর্তে তাদের গভর্নমেন্ট এমপ্লইজ বলে গ্রহণ করা হবে সেই মুহূর্তেই তারা হোল্ডিং অফিস অব প্রফিট এই পর্যায়ে পড়ে যাবেন এবং সেই মুহূর্তেই তাদের এই মেম্বারশিপ চলে যাবে, এটা হচ্ছে ওঁরই সরকারের জুডিসিয়াল ডিপার্টমেন্টএর সর্বময় কর্তাদের মত। আমি যতটুকু শুনেছি, প্রত্যক্ষভাবে আমি শুনিনি,

(খ) গত সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি হইতে গড়বেতা ও কেশপুর থানার ব্যাপকভাবে টেস্ট রিলিফের কাজ শুরু করা হইয়াছে। গড়বেতা থানার ৮ ও ১৬নং ইউনিয়নে দুইটি করিয়া এবং অন্যান্য সকল ইউনিয়নে একটি করিয়া দোকান খোলা হইয়াছে। কেশপুর থানার ৬নং ইউনিয়নে দুইটি এবং ১, ২, ৩, ৪, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৪ ও ১৫নং ইউনিয়নের প্রত্যেকটিতে একটি করিয়া দোকান খোলা হইয়াছে।

Sj. Saroj Roy:

জানুয়ারি মাসে আমি দিয়েছি, প্রশ্নোত্তর দিতে এত দেরি হ'ল কেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমি তো আগেই উত্তর দিয়েছিলাম—জানুয়ারি মাসে দিয়েছিলাম।

Mr. Speaker: I am afraid you are wrong, Mr. Sen, it is 17th March 1958.

Sj. Saroj Roy:

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বলেছেন, ৩২টি ইউনিয়নের ভিতর ৩০টি ইউনিয়নে দেওয়া হয়েছে। তিনি 'প্রায়ই' কথাটি ব্যবহার করেছেন। বাস্তবেই ৩০টি ইউনিয়ন আছে; এই 'প্রায়' কথাটি কেন বললেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

তা হ'তে পারে—কেশপুরে ১৫টার মধ্যে ১৩টাতে দেওয়া হয়েছে, তাই 'প্রায়' বলা হয়েছে।

Modified ration shops in Jagatballavpur police-station.

***56. Dr. Brindaban Behari Bose:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Food Department be pleased to state—

(ক) হাওড়া জেলার জগৎবল্লভপুর থানা এলাকায় কতগুলি মডিফাইড রেশন শপ খোলা হইয়াছে;

(খ) ইউ বি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত কার্ডের শতকরা কতজনকে মডিফায়েড রেশন সরবরাহ করা হইয়াছে;

(গ) উক্ত থানার স্থানীয় গ্রামবাসীদের নয় আনা সের দরে মডিফাইড রেশন শপ মারফত আমেরিকান আতপ লইতে বাধ্য করা হইতেছে কিনা; এবং

(ঘ) উক্ত এলাকায় মডিফাইড রেশন শপগুলিতে গত এক মাসে (অক্টোবর) সাত আনা সের দরের মোট কত চাউল সরবরাহ করা হইয়াছে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

(ক) গত ১৪ই ডিসেম্বর পর্যন্ত তিরিশটি।

(খ) সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিজনকেই ইউ বি কর্তৃক রেশন কার্ড দেওয়া হইয়াছে এবং জনসংখ্যার শতকরা ২৩ জন গড়ে সপ্তাহে ইহার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন।

(গ) না।

(ঘ) ১,৯২৪ মণ।

Dr. Brindabon Behari Bose:

মডিফায়েড রেশন শপএর সংখ্যা বাড়াবার ইচ্ছা সরকারের আছে কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

এই প্রশ্নটা অনেক প্রাচীন—বর্তমান অবস্থার কথা বলতে পারি না। যদি কমে থাকে নিশ্চয়ই বাড়াব।

কিন্তু যাদের কাছ থেকে শুনেছি, তাঁরাই বলেছে যে তাদেরকে ভবিষ্যতে এই হাউসএর মেম্বার থাকা চলবে না কিম্বা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করাও চলবে না। ডাক্তার রায় কার ভিত্তিতে বলেছেন যে, না, ডিম্‌ড টু বি গভর্নমেন্ট এম্‌প্লইজ হলেও এখানে মেম্বার থাকা চলবে, এ আমি জানি না। এই হচ্ছে ১নং কথা।

দ্বিতীয় নম্বর কথা। মিঃ স্পীকার, স্যার, কতকগুলি নীতির কথা আমি আপনার কাছে তুলছি। আপনি আইনজ্ঞ, আপনি জানেন যে কনষ্টিটিউশনএ প্রপার্টির ডেফিনেশন কাকে বলেছে। আমি যতটুকু জানি, সম্প্রতি হাই কোর্টএ এই রকম একটা কেসএ রায়ও দিয়েছে, এনি রাইট উইল বি কন্সিডারড এ্যাজ প্রপারটি। কোন রাইট সেটাকে প্রপার্টির পর্যায় ধরা হয়? ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টএর সঙ্গে আর একটি কার কেস হয়েছিল, সেই কেসএর রেফারেন্সটা আমার ঠিক মনে নেই, আপনি জানেন নিশ্চয়ই রেফারেন্স আপনার জানা আছে, সেই জায়গায় এনি রাইট তা প্রপারটির পর্যায় পড়ে। এখন এই কলেজএর যারা এম্‌প্লই ছিলেন, তাঁরা কতকগুলি রাইট এনজয় করছিলেন। কি রাইট, যেমন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করা একটা রাইট ছিল, এখানে মেম্বার হওয়ার রাইট ছিল, মিউনিসিপ্যালিটীর মেম্বার হবার রাইট ছিল, অন্যান্য ইলেকটেড বডিজ মেম্বার হবার রাইট ছিল, এই রাইট গভর্নমেন্ট এই বিলের ৩নং ক্লজএর দ্বারা তুলে নিচ্ছেন। তাদের যে মুহূর্তে বলছেন গভর্নমেন্ট এম্‌প্লইজ, সে মুহূর্তে দিজ রাইটস এবং সেটা তুলে নিচ্ছেন কি হিসাবে, সেটা তুলে নিচ্ছেন উইদাউট এনি কম্পেনসেশন। আমি শুনেছি কোন একজন নামকরা আইনজীবীর কাছ থেকে দ্যাট বিকামস্ আল্ট্রা ভায়ার্স অব দি কনষ্টিটিউশন। তখন কোন রাইট যদি আপনি কেড়ে নেন—

Without any compensation, that becomes ultra vires of the constitution,

এ জিনিষ হওয়া ঠিক নয়। অবশ্য এটা আইনের কথা। আই এম নট এ ল'ইয়ার। আমি বলতে পারি না। কিন্তু এই কলিকাতা বারেরই কোন নাম করা ব্যারিস্টার এই ওপিনিয়ন দিয়েছেন এও আমার জানা আছে।

Mr. Speaker:

কি ওপিনিয়ন দিয়েছেন?

Sj. Subodh Banerjee:

তিনি বলেছেন, এইভাবে যদি কোন রাইট কেড়ে নেওয়া হয়, যেটা নেওয়া হচ্ছে আর, জি, কর মেডিক্যাল কলেজে অর্থাৎ তাদের গভর্নমেন্ট এম্‌প্লইজ বলে ট্রিট করা—

and thereby they lose the right to contest election, or they lose the right to be member of the House

এটা কেড়ে নেওয়া দ্যাট গোজ এগেনষ্ট আর্টিকেল ৩১।

Mr. Speaker: That approach is not correct. This management is being taken over. What is specifically mentioned in this sub-clause (3) is that they will be in no less advantageous position than what they were in the past. Whatever rights and privileges were being enjoyed by them they will continue to enjoy those rights and privileges. It is a matter of personal liberty. I may say "I refuse to serve the Government". There ends the matter. If as a Government employee I was enjoying some rights and privileges, Government because of this sub-section cannot deprive me of any of my rights and privileges. The only point which needs consideration by the honourable members of this House is whether by reason of their being deemed to be Government servants, would they be deprived of their rights to come up to the Legislature if they wish to. You have got to consider that; nothing more nothing less. There are certain types of Government servants who come under the Removal of Disqualifications Act of 1952—Government pleaders, for instance. I was the Standing Counsel when I was a member of the House. I was not disqualified because of that.

[3-50—4 p.m.]

Dr. Brindabon Behari Bose:

ঐ দোকানে যে কার্ড আছে—তাতে যে এ বি সি ক্লাসিফিকেশন আছে, তা তুলে দেবার ইচ্ছা সরকারের আছে কিনা?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আদৌ না।

Dr. Brindabon Behari Bose:

কোন্ কোন্ বিষয় বিবেচনা ক'রে দোকানে চা'লের বরাদ্দ করা হয়?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

অবস্থা নানাদিক দিয়ে বিবেচনা করে।

Dr. Brindabon Behari Bose:

বর্তমানে ঐসব দোকানে নিয়মিতভাবে চা'ল সরবরাহ হচ্ছে কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

গম নিয়মিত সরবরাহ হচ্ছে। চা'লের কথা বলতে পারব না, নোটিস চাই।

Damage to homesteads by floods in Sundarpur Union of Murshidabad district

***57. Sj. Sudhir Kumar Pandey:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Relief Department be pleased to state—

(ক) গত বৎসরের বন্যায় মুর্শিদাবাদ জেলার সুন্দরপুর ইউনিয়নের কত বাড়ী ধ্বংস হইয়াছে এবং কত পরিবার গৃহহারা হইয়াছে;

(খ) গৃহনির্মাণ ঋণের জন্য কতগুলি পরিবার সরকারের নিকট আবেদন করিয়াছেন;

(গ) কতজনকে ঋণ আজ পর্যন্ত দেওয়া হইয়াছে; এবং

(ঘ) মোট কত টাকার ঋণ দেওয়া হইয়াছে এবং মাথাপিছু সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন ঋণের পরিমাণ কত?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

(ক) ৬৪০-টি বাড়ী ধ্বংস হইয়াছে ও ৬৪০-টি পরিবার গৃহহারা হইয়াছে।

(খ) ৬৪০-টি পরিবার।

(গ) ২০০-টি পরিবারকে ঋণ দেওয়া হইয়াছে।

(ঘ) মোট ৫০,০০০ টাকা ঋণ দেওয়া হইয়াছে। সর্বোচ্চ ঋণের পরিমাণ ২৫০ টাকা এবং সর্বনিম্ন ঋণের পরিমাণ ১০০ টাকা।

Sj. Sudhir Chandra Pandey:

ঐ ৪৪০টা পরিবারকে ঋণ না দেওয়ার কারণ কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

খোঁজ ক'রে বলতে পারব কারণ কি?

Dr. Radhanath Chattoraj:

সেখানে খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হয়েছে কিনা?

Now you have to carefully apply your mind and see whether by this provision they are being deprived. If they are being deprived, should there be a provision here or should there be a provision in some other approprite Act if the Government does not wish to deprive them. These are matters which have got to be looked into.

[4-30—4-40 p.m.]

Sj. Subodh Banerjee:

আমার যেটা মনে হচ্ছে সেটা হল—রিমুভেল অব ডিসকোয়ালিফিকেশন এ্যাক্ট, পশ্চিমবঙ্গের সেটাতে প্রভিসন থাকা দরকার আছে। কিন্তু সে বিল আমরা আলোচনা করতে পাচ্ছি না সেই হেতু এই বিলে এ্যামেন্ডমেন্ট দিয়েছি, কারণ সে বিল আলোচনার কোন স্কোপ নাই, সেটা আনতে পারেন কি না? সেজন্য এই প্রিন্সিপল যদি এক্সেপ্ট হয়ে যায়, তাহলে এপ্রোপ্রিয়েট এ্যামেন্ডমেন্ট এই এ্যাক্টএ সংযোজিত করা যেতে পারে—এটা হচ্ছে প্রপার প্লেস। এই জন্যই এই যুক্তি দিলাম। এই গেল প্রশ্ন।

আর একটা জিনিষ হচ্ছে—

rights and privileges, long standing compensation—

অনেক ক্ষেত্রে রাইটস বলে স্বীকার করা যায় লেবার ট্রাইব্যুনেলএও রয়েছে, জানি না সে রায় মানবেন কি না। কিন্তু যেটা প্রাকটিস আছে সেটা রাইট বলে ধরে দিন। যতটা জানি তাতে শুনেছি এই কলেজের অধ্যাপক শিক্ষকদের পাঁচজন ওয়ার্ডকে এই কলেজএ এড্‌মিশন করাবার রাইট ছিল। সেখানে ৫টি সিটএ এম্‌প্লইজদের ছেলেরা ভর্তি হতে পারত। কিন্তু স্ট্রেঞ্জ যে এই বছর কলেজ গভর্নমেন্টএর হাতে গিয়েছে কিন্তু এই যে রাইট—যে ঘটনা ঘটেছে তাতে এই বছরে পাঁচজনের জন্য রিজার্ভেশন সেই রাইট এম্‌প্লইজদের নাই। গভর্নমেন্ট একদিকে বলছেন যে রাইটস এ্যান্ড প্রিভিলেজেস সেটা থাকবে কিন্তু অন্য দিকে এই যে ৫টি এম্‌প্লইজদের ছেলে ভর্তি হওয়ার যে সুবিধা সে রাইটস কোথায় গেল? আমি মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করবো যে এখানে আর, জি, করের প্রিন্সিপাল উপস্থিত আছেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করুন—এমন যদি ঘটনা ঘটে থাকে, তাহলে ইট শুড বি কারেকটেড। তা না হলে এরকম যদি ঘটতে থাকে, এই যদি প্র্যাকটিসএ হয় তাহলে জনসাধারণের কি করে আস্থা থাকবে এবং এর ফলে কি দাঁড়াবে বলতে পারেন?

তৃতীয় কথা হচ্ছে লোকের উপকার হবে আন্‌উইলিং উপকার করতে যাবে না, এরকম অবস্থা দেশের হয় নি। যদি কেউ মনে করে আমি গভর্নমেন্ট এমপ্লই হতে যাব না, তাহলে অপসান থাকবে সে হতে পারে নাও হতে পারে। যদি না চায় তাহলে সে গভর্নমেন্ট এমপ্লই বলে ডিম্‌ড্‌ হবে না। তবে এটা বুঝি যে একটা ইন্সটিটিউশনএর ম্যানেজমেন্ট এ্যান্ড এডমিনিস্ট্রেশন প্রপারলি ফাংশন করতে গেলে অথোরিটি এক্সারসাইজ করা দরকার। কিন্তু তার জন্য গভর্নমেন্ট সার্ভিস হিসাবে গণ্য হওয়ার প্রয়োজন আছে কিনা ভাবা প্রয়োজন। জেসপ কোম্পানী যা আপনারা নিয়েছেন কিংবা সোদাপুরে সেইসব ক্ষেত্রে কোথাও তো এরকম আইন নাই। সুতরাং এডমিনিস্ট্রেশন ভালভাবে চালাতে গেলে প্রপার ডিসচার্জ অব ডিউটিজ করতে গেলে গভর্নমেন্ট এমপ্লইজ হতে হবে এরকম বাধ্যবাধকতা নাই। যদি কেউ মনে বেটার ফ্যাসিলিটিজ পেতে গিয়ে নিজের লিবার্টি থাকে না এবং সেজন্য যদি কেউ গভর্নমেন্ট সার্ভিস নিতে না চায়—কেউ হয়ত ২০ বৎসর সার্ভিস দিয়েছে, কেউ হয়ত ৩০ বছর সার্ভিস দিয়েছে—২০০ টাকা কি ১০০ টাকার তারা হয়ত স্যাক্রিফাইজ করবে—এটাই একটা মেন্টাল স্যাটিসফ্যাকসন। তার জন্য গিভ হিম দ্যাট অপশান—তাকে তার মেন্টাল স্যাটিসফ্যাকসন থেকে বঞ্চিত করতে পারেন না। সেজন্য আমার কথা হচ্ছে—এ পারসন মাস্ট বি গিভ্‌ন দি অপশন। সেজন্য আমি পরিষ্কার এ্যামেন্ডমেন্ট দিয়েছি—

"Notwithstanding anything contained in clause (5) no person employed in the institution and continuing in office immediately before the appointed day shall be deemed to be an employee of the State

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

এখানে খয়রাতি সাহায্যের কোন কথা উল্লেখ নাই। প্রশ্ন হচ্ছে—গত বছরের বন্যায় মুর্শিদাবাদ জেলার সুন্দরপুর ইউনিয়নের কত বাড়ী ধ্বংস হয়েছে এবং কত পরিবার গৃহহারা হয়েছে নোটিস পেলে বলব।

Sj. Narayan Chobey:

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বললেন, নোটিস পেলে জানাবেন, তার মানে কি?

Mr. Speaker:

খয়রাতি সাহায্যের কথা ওখানে নাই।

Sj. Narayan Chobey:

প্রশ্ন করা হয়েছে—৪৪০টি পরিবারকে কেন দেওয়া হয় নাই, (খ) ও (গ)এর পরেও নোটিস দরকার?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

(গ)তে প্রশ্ন করেছেন—কতজনকে ঋণ দেওয়া হয়েছে, তার উত্তর তো দেওয়া হয়েছে।

Sj. Narayan Chobey:

কতজন আবেদন করেছিলেন এবং তার মধ্যে কতজনকে দেওয়া হয় নাই, তার জন্য কি নোটিস চাইতে হবে?

Mr. Speaker: That is not allowed.

Sj. Narayan Chobey:

(ক), (খ) এবং (গ)এর পরেও কি নোটিস লাগবে—এটাই আপনার ওপিনিয়ন?

Mr. Speaker:

আমার ওপিনিয়ন নয়—মন্ত্রিমহাশয় তাঁর ওপিনিয়ন বলবেন।

Sj. Narayan Chobey:

তা হ'লে এখানে থাকেন কেন, চলে যান না?

Mr. Speaker:

উনি চ'লে যাবেন কি থাকবেন, সেটা আপনার বিবেচনা নয়।

Discontinuance of test relief works in Midnapore district

*58. **Sj. Saroj Roy:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Relief Department be pleased to state—

(ক) মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন থানায়, বিশেষ করিয়া গড়বেতা, কেশপুর, শালবনী, বিনপুর ও সদর থানায়, সমস্ত প্রকার টেস্ট রিলিফের কাজ আগামী ৩০-১১-৫৭ তারিখ হইতে কি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে;

(খ) যে-সমস্ত অঞ্চলে ধানকাটার কাজ শুরু হইলেও অতিরিক্ত সংখ্যায় বেকার ক্ষেত-মজুর থাকার জন্য সকলে কাজ পায় না, সেই-সব অঞ্চলে টেস্ট রিলিফের কাজ চালু রাখা হইবে কিনা; এবং

(গ) টেস্ট রিলিফের কাজে যে-সমস্ত রাস্তা তৈয়ারী হইয়াছে বা হইতেছে তাহাতে যে যে স্থানে পুল তৈয়ারি করা অথবা জল চলাচলের জন্য পাইপ দেওয়ার প্রয়োজন হয়, তাহা করিবারও ব্যবস্থা আছে কিনা?

Government, if he within a period of three months from the appointed day, makes an application to the State Government refusing to be deemed as an employee of the State Government and expressing his willingness to continue his service on the terms and conditions to which he was entitled immediately before the appointed day."

একজন লোক কোথাও যে টার্মস এন্ড কন্ডিশনএ চাকরী করছে সেই টার্মস এন্ড কন্ডিশনএ গভর্নমেন্ট এমপ্লই হতে চায় না এই অপমান দেওয়া উচিত। যিনি যেতে চান তিনি গভর্নমেন্ট এমপ্লই হবেন, যিনি যেতে চান না তিনি হবেন না। সুতরাং আমার মনে হয়, এগুলি ভাল করে বিবেচনা করা দরকার। এবং বিরোধী পক্ষ যে সংশোধনীগুলি দিয়েছেন সে কেবল বিরোধিতার জন্যই দিয়েছেন একথা আপনারা কেন ধরে নেবেন? যেখানে ডিসপিউটেড পয়েন্ট রয়েছে সেখানে

we may be wrong we may be right.

আই ডাউট ভেরি মাচ, কেন না তারা একটা ঠিক করলেন, একটা রায় দিলেন, সুপ্রীম কোর্ট সেটা নাকচ করে দিলেন। সেইজন্য আমরাও পারি না, মিনিস্টাররাও বলতে পারেন না কে রাইট কে রঙ্গ। সেই জন্য আমি মনে করি এসবগুলি প্রশ্ন ভাল করে বিবেচনা করা উচিত। গভর্নমেন্টের এই ক্লজএর দ্বারা আমরা যে পলিটিক্যাল রাইটস এন্ড প্রিভিলেজেস এনজয় করছি ল'এর ক্ষেত্রে কে রাইট কে রঙ্গ সেটা হাই কোর্টের জজরাও বলতে পারেন কি না সন্দেহ। তা থেকে বঞ্চিত না হই সেটা দেখতে হবে এবং মনিটারী রাইটস এন্ড প্রিভিলেজেস দিকেও গুরুত্ব দিতে হবে। সে দিকে আমি মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

Sj. Deben Sen: Sir, I beg to move that in clause 3(5), line 2, for the word "office" the word "service" be substituted.

I also beg to move that in clause 3(5), line 5, after the words "appointed day" the words "and not being less advantageous than what the terms and conditions for such persons employed in other State-owned and managed Hospitals in Calcutta are" be inserted.

সভাপাল মহাশয়, আমার দুটো এমেন্ডমেন্ট আছে—১৬ এবং ১৯। ১৬ এমেন্ডমেন্ট হচ্ছে ক্লজ ৩(৫)এর দ্বিতীয় লাইনে অফিসারএর জায়গায় সার্ভিস কথাটা বসাতে চাই। কারণ এই ব্যাপকতা দ্বারা আমাদের মতে যারা অর্ডিনারী সাবঅর্ডিনেট স্টাফ, তারা প্রোটেকটেড হয়, সেই জন্য আমি এখানে অফিসএর জয়গায় সার্ভিস শব্দটা দিয়ে ক্লজএর উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট করতে চাই।

আমার দ্বিতীয় এমেন্ডমেন্ট হচ্ছে এমেন্ডমেন্ট নং ১৯—

> persons employed in the institution and continuing in office immediately before the appointed day, shall, subject to such terms and conditions, not being less advantageous than what they were entitled to immediately before the appointed day

তার পর এড করতে চাই—

> and not less advantageous than what the terms and conditions for such persons employed in other State-owned and managed Hospitals in Calcutta are

অর্থাৎ এই বিলে সকলকেই ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা দেওয়া হয়েছে খালি এমপ্লইদের দেওয়া হয় নাই। স্টুডেন্টসদের দেওয়া হয়েছে, যে তোমাদের শিক্ষার মান উন্নত করা হবে, পেসেন্টদের আশা দেওয়া হয়েছে যে তোমাদের চিকিৎসার ও পরিচর্যার শুশ্রূষার মান উন্নত করা হবে, কিন্তু যারা এমপ্লইজ তাদের সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নাই। অন্য সকলের সম্বন্ধেই বলা হ'ল অথচ——

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

(ক) ঘাটাল মহকুমা ছাড়া মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন থানায় ৩০-১১-৫৭ তারিখ হইতে টেস্ট রিলিফের কাজ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ঘাটাল মহকুমার সমস্ত থানায় ১৫-১২-৫৭ তারিখ পর্যন্ত টেস্ট রিলিফের কাজ চলিয়াছে।

(খ) না, কারণ সমস্ত ক্ষেত-মজুরই কমবেশি এই সময় কাজ পায়।

(গ) হ্যাঁ, আছে।

Sj. Saroj Roy:

(খ) উত্তরে দিয়েছেন—কারণ সমস্ত ক্ষেতমজুরই কমবেশি কাজ পায়, আমার প্রশ্ন হচ্ছে—কিছু কিছু বেশী জমির মালিক ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ধান কাটা ও বোনার সময় দরখাস্ত দেয় যাতে সস্তায় তারা মজুর পায়, সেই দরখাস্তের উপর নির্ভর ক'রে কি বন্ধ করা হয়েছে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: That is a matter of opinion.

Sj. Saroj Roy:

ঐ যে বলেছেন সমস্ত ক্ষেতমজুর কমবেশি কাজ পায়, এই ইনফরমেশনটা কোথা থেকে পেয়েছেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

তা সবাই জানে।

Sj. Saroj Roy:

সবার জানার ব্যাপার নয়, আপনি উত্তর দিচ্ছেন মন্ত্রী হিসেবে—সমস্ত ক্ষেতমজুর কমবেশি কাজ পায়, সেইজন্য টেস্ট রিলিফের কাজ বন্ধ করা হয়েছে। আমার সাপ্লিমেন্টারি হচ্ছে—কিছু কিছু বেশি জমির মালিক তারা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দরখাস্ত করে যাতে সস্তায় মজুর পায়, তাদের দরখাস্তের উপর নির্ভর ক'রে কি গভর্নমেন্ট টেস্ট রিলিফের কাজ বন্ধ ক'রে দেন? এর তথ্য আছে।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

ধানকাটা আরম্ভ হ'লে আমরা আদেশ দিয়ে থাকি টেস্ট রিলিফের কাজ বন্ধ করতে হবে।

Sj. Saroj Roy:

যেসমস্ত অঞ্চলে সমস্ত ক্ষেতমজুর কাজ পান না, সে অঞ্চলে টেস্ট রিলিফের কাজ চালু রাখার প্রয়োজন আছে কিনা?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: That is hypothetical.

Distress in West Dinajpur district due to drought

*59. **Dr. Dhirendra Nath Banerjee:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Relief Department be pleased to state—

(*a*) whether he is aware that continuous drought this year has adversely affected the cultivation in West Dinajpur district and people are in distress there; and

(*b*) if so, what steps the Government propose to take to ameliorate the distress of the people?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

(*b*) A statement showing measures taken is laid on the Table.

[4-40—4-50 p.m.]

Mr. Speaker: Mr. Sen, may I point out to you the inaccuracy of your argument. If the terms and conditions are already there, then when you take up appointment after Government takes over the institution, the same terms and conditions will be there. Supposing I am in an office, I take up a job; my present pay is this, my bonus is this. The law will be governed by the term "appointment". If the Government takes over the institution and gives me the same terms, then the old terms will continue.

Sj. Deben Sen: No, that is not the point.

Mr. Speaker: How can it be otherwise?

Sj. Deben Sen:

আমি তা চাই নাই, আমি ভবিষ্যতের জন্য চাইছি।

মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনি আমার পয়েন্ট ধরতে পারেন নি।

Mr. Speaker:

যদি ভবিষ্যতের জন্য চান তাহলে বর্তমানকে ছেড়ে দিন।

because in future it can not be on the same terms and conditions,

Sj. Deben Sen:

সেই জন্য আমি এড করতে চাইছি—

not being less advantageous than what they were entitled to.

তাদের বর্তমানে যে অবস্থা আছে দ্যাট ইজ অল রাইট একথা আমি বলছি না এবং সেই জন্য যেটা পাওয়ার তারা অধিকারী সেইটে এড করতে চাইছি। এটা যদি আউট অব অর্ডার হয় তাহলে আই উইল সিট ডাউন, আর যদি আউট অব অর্ডার না হয় তাহলে আমার আর্গুমেন্ট ইজ 'ও, কে'। ষ্টুডেন্টদের জন্য করছেন, পেসেন্টদের জন্য করছেন, আর এমপ্লইজ যারা চেয়েছিল যে ন্যাশনালাইজ হোক তাদের জন্য কিছুই করছেন না।

সেখানে প্রায় ৯টা ক্যাটেগরীর এমপ্লইজ আছে। প্রত্যেক ক্যাটেগরী এমপ্লইজদের পের সংগে মেডিক্যাল কলেজএর সেই ক্যাটেগরী স্কেলএর যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। আমি এখানে কয়েকটা তুলে দিচ্ছি—

আর, জি, করের টেলিফোন অপারেটরের পে মাত্র ১০০ টাকা।

মেডিক্যাল কলেজএ ১৫৫ টাকা।

আর, জি, করএ কম্পাউন্ডার পায় ১০০ টাকা।

মেডিক্যাল কলেজএ পায় ১২০ টাকা।

আর, জি, করএ টাইপিষ্ট পায় ১০০ টাকা।

মেডিক্যাল কলেজ পায় ১৫৫ টাকা।

আর, জি কর হেড অ্যাসিস্টান্ট পায় ১২৫ টাকা।

মেডিক্যাল কলেজএ পায় ১৩১ টাকা।

আর, জি, করএ অ্যাকাউন্টেন্ট পায় ১০০ টাকা।

মেডিক্যাল কলেজএ পায় ২০৬ টাকা।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে এই এনোমেলী নিয়েই আপনারা ন্যাশনালাইজ করতে যাচ্ছেন প্রতিষ্ঠানটিকে। মেডিক্যাল কলেজএর যা পে তা থেকে কম পেতে যদি তাদের থাকতে হয় তাহলে গণ্ডগোল হবে এবং তারা এই ন্যাশনালাইজ স্কীমএর ভিতর আসবে উইথ এ গ্রেট ডিসকন্টেন্ট।

Statement referred to in reply to clause (b) of starred question No. 59

Allotments made during the current financial year (up to 3rd December, 1957) to the district of West Dinajpur for various relief purposes are detailed below—

(1) Agricultural loans—Rs. 2,25,000.

(2) Gratuitous relief (in cash)—Rs. 27,900.

(3) Gratuitous relief (in rice)—275 maunds (value Rs. 4,915).

(4) Gratuitous relief (in wheat)—1,846 maunds (value Rs. 29,998).

(5) Free house-building and house-repairing grants—Rs. 7,000.

(6) Test relief works (in cash)—Rs. 1,30,000.

(7) Test relief wages (in rice)—600 maunds (value Rs. 10,722).

(8) Test relief wages (in wheat)—566 maunds (value Rs. 9,198).

(9) Contingencies—Rs. 1,000.

(10) Cloths—300 pieces.
Garments—150 pieces.
Blankets—500 pieces.

Requisition of rice in August, 1957, from rice mills

***60. Sj. Sunil Das:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Food Department be pleased to state—

(*a*) what is the amount of rice requisitioned from the rice mills of Calcutta and the districts of West Bengal under the Essential Commodities Act, 1955, on the 28th August, 1957, and on the following days;

(*b*) whether the price of rice had gone up between the first part of July and the end of August;

(*c*) if so, why the said Act was not brought into operation early in July, 1957; and

(*d*) why the operation of the Act was not extended to the wholesale dealers of rice at Rathtala, Ramkrishnapur and Tollygunge?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: (*a*) 261,482 maunds.

(*b*) Yes.

(*c*) The period June-August is known as "lean months" when the prices of foodgrains generally show an upward trend. Requisitioning of stocks early in July last would have produced a scare in the market and the supply position would have been very disastrous.

(*d*) To avoid any serious repercussion in the markets.

Sj. Mihirlal Chatterjee:

এই যে প্রশ্নের উত্তরে আপনি বলেছেন, ২৬১,৪৮২ মন্ডস অফ রাইস ওয়্যার প্রোকিওরড এটা কি দামে প্রোকিওর করা হয়েছে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

প্রশ্নে দামের কথা জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। বিভিন্ন দামে।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

একটা অ্যাভারেজ, মোটামুটি দাম জানাতে পারেন কি?

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: Sir, I beg to move that for clause 3(5), the following be substituted, namely:—

"(5) Persons in the employment of the hospital immediately before the appointed day shall as from that day be deemed to be employees of the State Government and shall enjoy the terms and conditions, including pension scheme as enjoyed by other Government employees of the State."

Sir, I want to draw your attention to this amendment of mine to which I have given a lot of importance, and in fact, I referred to it briefly in my speech. As I stated the other day, if the object of the Bill is to improve the administration of the institution, then the primary thing which comes up is the remuneration which the employees of the institution have been getting so far and what will be paid during the ten years for which Government is going to control its administration. As I said before, there is a big gap between the remuneration of the employees of this institution compared to other institutions like the Calcutta Medical College and Hospitals. Sir, I brought to your notice that even the Professors are given a fixed salary of Rs. 300 per month for the whole period of their service. Similarly, other junior staff, clerical staff, menial staft, are getting very much smaller salaries and there are insecurities of service involved. There is no provision for pension. If there is a Government acquisition for a period of 10 years only, how can there be a provision for pension? I would suggest that some provision for a pension for 10 year period of Government service at least should be specially provided for by the Government in the Bill. My amendment makes some provision for that also and I think unless this is included, the essential point in the improvement of the institution by giving better conditions of service to all the categories of employees right from the Professors down to the lowest staff will remain absent. If their service conditions are improved even for the period of 10 years, then I expect that the entire condition of the institution will change for the better.

For that reason I am submitting this amendment, and I hope Dr. Roy will kindly see the importance of this. It does not mean any permanent liability. If there is any pension scheme it only covers the period of 10 years or whatever be the period for which the Government is going to take over the institution.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay: Sir, I am speaking generally on this clause.

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমার বক্তব্য ক্লজ ৩(১)(সি)এর উপর। সেখানে লেখা আছে—

"all other properties and assets of the institution, which immediately before the appointed day was vested in the Board of Trustees of the Medical Education Society of West Bengal, ..."

আমি কালকে বলেছিলাম যে আমাদের কলেজে যা কিছু এসেট এন্ড লাইবিলিটিজ বা প্রোপার্টিস আছে সেসব ট্রাস্টিজে ভেস্ট করা আছে। কিন্তু এই হাউসে শোনান হয় যে আমাদের কলেজের ২০ হাজার টাকা তছরূপ হয়েছে এবং পরে ডি, এইচ, এস অনুসন্ধানের পরে আরও ৮।৯ হাজারের কাছাকাছি বেরিয়েছে। তারপর আরও অনুসন্ধানের ফলে বেরিয়েছে যে প্রভিডেন্ট ফন্ডএর ৪ হাজার টাকা তছরূপ হয়েছে এবং পরে আই, এস-সি ফান্ড থেকে ১½ হাজার টাকা এবং ইলেকট্রিক্যাল চার্জ যেটা এডযাস্ট করবার কথা ছিল সেটাও তছরূপ হয়েছে। কিন্তু এই এনকোয়ারী ১৯৫৫-৫৬ সালের পেছনে আর যান নি। অতএব যদি এখানে প্রোপার্টীস বলা হয় হুইচ ওয়াজ ভেস্টেড ইন দি বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, তাহলে এই যে টাকা তছরূপ হয়েছে এবং গভর্নমেন্টের হাতে এফেক্টিভ মেসিনারী আছে তা দিয়ে যদি আরও পিছিয়ে অডিট করা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে আরও কত টাকা অতল জলে গেছে। সুতরাং

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

নোটিস চাই।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

আপনি (ডি)তে বলেছেন—

to avoid any serious repercussion in the markets,—

এর পরেও কি সিরিয়াস রিপার্কেশন ইন দি মার্কেটস হয়েছিল?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: That is a matter of opinion.

Sj. Mihirlal Chatterjee:

যে দামে ২৬১,৪৮২ মণ চা'ল প্রোকিওর করেছিলেন, তারপরেও কি চালের দাম বেড়ে গিয়েছে?

Mr. Speaker:

উনি বলেছেন, নোটিস চাই। ইট ইজ এ কোয়েশ্চেন অন রিকুইজিশন।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: The question was 'why the operation of the Act was not extended to the wholesale dealers, 'etc. and the reply is 'To avoid any serious repercussion in the markets'.

Mr. Mihirlal Chatterjee:

ঐসমস্ত জায়গায় অপারেট না করার জন্য রিপার্কিউশন ইন দি মার্কেটস হয়েছে কিনা?

Mr. Speaker: The question was why the operation of the Act was not extended and the Hon'ble Minister's reply is that there was an apprehension that it would have serious repercussion—that is the reason.

Sj. Mihirlal Chatterjee: Is it a fact that that purpose has been defeated?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: That question does not arise at all.

Sj. Narayan Chobey: What is meant by 'serious repercussion in the markets'?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: Consult the dictionary please.

Sj. Narayan Chobey: What is meant by the word 'serious'?

Test relief works in Howrah district

***61. Sj. Tarapada De:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Relief Department be pleased to state—

(*a*) what is the date of District Magistrate's sanctioning the test relief work in Howrah district between March, 1957, to June, 1957;

(*b*) what is the first date of starting the work in the district;

(*c*) if it is a fact that test relief work was not started in Domjur thana even after ten days of their sanction;

(*d*) if so, who is responsible for that;

(*e*) what is the amount of money sanctioned for test relief work in Howrah;

(*f*) what is the number of schemes sanctioned along with the amount of money for each of them in the district;

(*g*) whether services of the paymasters for test relief works in Domjur thana were voluntary;

দি প্রোপার্টীস সুড হ্যাভ ভেস্টেড ইন দি ট্রাষ্টিজ, একথা বলা উচিত কারণ যে সম্পত্তি স্বরূপ হয়েছে সে সম্বন্ধে ট্রাষ্টিজ ঠিক কত প্রোপার্টী তা জানে না। ট্রাষ্টিদের কাছে উপস্থাপিত করা হয় নি যে এই প্রোপার্টীসগুলো আছে সেগুলো ট্রাষ্টিদের কাছে যাওয়া উচিত ছিল।

দ্বিতীয় কথা আমাদের যা কিছু অ্যাকর্ডিং টু দি কনষ্টিটিউশন হয় এবং সেখানে নং ৪এ লেখা আছে—

> "The Trustees will be entitled to receive any goods, to hold any property, to purchase, sell, mortgage, take or grant lease of property or otherwise deal with, dispose of or transfer any property, moveable or immovable, belonging to or intended for the Society and to execute the necessary deeds, endorsement and transfer."

অতএব আমাকে কলেজের যা কিছু সম্পত্তি তা সোসাইটির নামে ট্রাষ্টির অধিকার থাকবে, ট্রাষ্টির নামে দলিল হবে, ট্রাষ্টির নামে মর্টগেজ হবে, ট্রাষ্টির নামে অন্য সমস্ত ডকুমেন্ট হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বঙ্কিমচন্দ্র সরকারের যে বসতবাটী সেটা ট্রাষ্টিদের নামে মর্টগেজ করা হয় নি। বঙ্কিমচন্দ্র সরকার তাঁর ভাই এবং পিতা একদিকে পার্টি এবং আর একদিকে প্রিন্সিপ্যাল পার্টি। এখানে প্রিন্সিপ্যাল একটা পার্টি হতে পারেন না, কারণ এ্যাকর্ডিং টু দি কনষ্টিটিউশান অব দি সোসাইটিস, সমস্ত ডিডস এন্ড ডকুমেন্ট ট্রাষ্টিসদের নামে করতে হবে। আমার কথা হচ্ছে, এই যে আইনটা করা হ'ল তাতে ট্রাষ্টিতে ভেষ্ট করছে এই কথা যদি বলা হয় তাহলে মর্টগেজ বাড়িটার কি হ'ল? অর্থাৎ সেটা গভর্নমেন্টের হাতে এল কিনা—তার কারণ হচ্ছে, আইনে যদি বলা হয়—

which immediately before the appointed day was vested in the Trustees

তাহলে সেই মর্টগেজ বাড়িটা বাদ পড়ে যায়। কারণ সেই মর্টগেজ ট্রাষ্টিদের নামে হয় নি। যাই হোক এটা না হয় আইনের কথা, কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যে আমাদের কলেজ এবং হাসপাতালের যে প্রাপ্য টাকা সেটা হিসাব করলে আরও কত বিরাট স্বরূপে দাঁড়াবে সেটা ভেবে সবাই ভীত হয়ে রয়েছে, সেজন্য এই ওয়ার্ডিংটাতে আমরা আশঙ্কিত বোধ করছি—

all other properties and assets of the institution which immediately before the appointed day was vested.

এটা যদি হোত ওয়াজ ভেষ্টেড অর সুড হ্যাভ ভেষ্টেড—তাহলে গভর্নমেন্ট অনুসন্ধান করে আরও কত টাকা কার কাছে পাওয়া যেতে পারে, ট্রাষ্টিদের নামে কি প্রোপার্টী আসা উচিত ছিল কিন্তু আসে নি এইসব খোঁজ পেতেন। আর তা না হলে মর্টগেজ করা বাড়ি কার নামে থাকবে? কারণ—

it is not vested in the Trustees immediately before the appointed day.

এখনও পর্যন্ত সেই মর্টগেজ ট্রাষ্টিদের নামে করবার কোন চেষ্টা হয় নি।

[4-50—5 p.m.]

এখানে আমার বন্ধু মণিবাবু আছেন, তিনি আমাদের কলেজ কাউন্সিলের মেম্বার ছিলেন। সুতরাং তিনি এবিষয়ে অবহিত আছেন যে, এই যে ডকুমেন্ট হয়েছে সেই ডকুমেন্ট বিটুইন দি প্রিন্সিপ্যাল এন্ড বঙ্কিমচন্দ্র সরকার, তাঁর ভাই এবং পিতা। তা যদি হয়ে থাকে তাহলে মর্টগেজ ভ্যালু কি, সেই মর্টগেজের সম্বন্ধে কি অবস্থা হবে, ট্রাষ্টি, সোসাইটির কি হবে? জানি না কি ব্যাপার করলে পর সেই জিনিষ পাবেন। তারপরে বলা হচ্ছে অল ডিডস অব গিফটস, আমি বলছি ৩(২)—

endowment, bequest, trust or otherwise covering all properties and assets referred to in sub-clause (c) of clause (1).

তার মানে মর্টগেজ পড়ে না, অনুসন্ধান করলে যে টাকা বেরুবে সেটা তার মধ্যে পড়ে না। কাজেই আমি একথা জানাতে চাই যে সেগুলি সম্বন্ধে কি হবে? কলেজ সোসাইটির যা প্রাপ্য

(*h*) when the paymaster for Mohisgote Road, Domjur, received money and when the work was started;

(*i*) if it is a fact that the work was left unfinished and the wages for two days of 300 men have not been paid;

(*j*) if it is a fact that a petition for enquiry into the matter was made; and

(*k*) if so, the result of the enquiry if there was any?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: (*a*) On different dates between 6th March, 1957, and 27th June, 1957.

(*b*) 8th March, 1957.

(*c*) and (*d*) In some cases work was started within a fortnight from the date of sanction and in some cases within three weeks from the date of sanction.

The time lag is due to the fact that District Board on receipt of District Magistrate's sanction had to select responsible paymasters who are honorary workers and receive their consent and make other necessary arrangements for starting the work and some time was also required in moving foodgrains to the areas concerned.

(*e*) Rs. 90,000 up to 30th June, 1957.

(*f*) A statement is laid on the Library Table.

(*g*) and (*j*) Yes.

(*h*) The paymaster received money on 15th, 22nd, 23rd and 25th May, 1957, 5th, 11th and 18th June, 1957, and the work was started on 20th May, 1957.

(*i*) No.

(*k*) It transpired on enquiry that the allegation was not founded on facts.

(Question hour over.)

Hungerstrike in Dum Dum Central Jail.

[4—4-10 p.m.]

Sj. Pabitra Mohan Roy:

স্যার, আমি আপনাকে বলছি এই অ্যাসেমব্লিতে আসবার সময় বেলা একটার সময়, দমদম আমার কনস্টিটিউয়েন্সি আমি বলছি যে দমদম সেন্ট্রাল জেলে গত দুইদিন ধরে নাকি অনশন চলছে। আমি এখানে আসবার সময়, এক ব্যক্তি আমাকে ফোনে এই ঘটনা জানিয়েছেন।

Mr. Speaker: All this is hearsay and it is not to be taken seriously.

Sj. Pabitra Mohan Roy:

আমি মন্ত্রীমহোদয়ের কাছে জানতে চাই যে, এই অভিযোগ সত্য কিনা?

Mr. Speaker: My advice is that you put a short-notice question.

Sj. Pabitra Mohan Roy:

এটা অত্যন্ত জরুরী ব্যাপার, এতগুলি লোক অনশন করে আছে...........

Mr. Speaker: I cannot allow it.

Sj. Ganesh Ghosh:

মিঃ স্পীকার, স্যার, এখানে প্রশ্ন হচ্ছে যে, আমি জানি দমদম জেলে হাংগার স্ট্রাইক চলছে কতকগুলি দাবির ভিত্তিতে।

তা অনুসন্ধান করবার জন্য ডি. ইচ, এসএর রিপোর্টে যা ছিল তাতে শুধু বলেছেন—

We have only pursued the account during the year 1955-56.

কিন্তু ১৯৫৫-৫৬ সালে যদি আরও ৯ হাজার টাকা বেরিয়ে পড়ে, তাহলে তার পিছিয়ে গেলে আরও কত হাজার টাকা গেছে সেটা অনুসন্ধান করে বের করতে হবে। নিশ্চয়ই গভর্নমেন্টের এই ইচ্ছা নয় যে, যে টাকা নষ্ট বা চুরি হয়ে গেছে, সেটা রিকভার করা হবে না, সেটাকে এখানেই শেষ করে দিতে হবে। এটা করলে পর সোসাইটির দিক দিয়ে অন্যায় করা হবে। কারণ মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনাকে জানাচ্ছি বঙ্কিমচন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে কাউন্সিল যে রিজলিউশন করেছিল, যে কাউন্সিলে আমাদের এখানকার মণিবাবু ছিলেন, তাতে ছিল যে লীগাল ওপিনিয়ন নেওয়া হোক। লীগাল ওপিনিয়ন নেওয়া হয়েছে মিঃ বি. সরকারের কাছ থেকে। আমি যতদূর খবর পেয়েছি যে সেই ডিডে একটা সেনটেন্স দেওয়া আছে এমনভাবে ডিড তৈরি হয়েছে, যে যত টাকাই চুরি করুন না কেন ঐ ২০ হাজার টাকা তাইতে সমস্ত কভার করা হবে, তবে লীগাল ওপিনিয়ন হচ্ছে যে এটা হোতে পারে না, এই ডিডে এই কথা যদি থাকে তাহলে ইল্লিগ্যাল —এটা লীগাল ওপিনিয়ন এবং লীগাল ওপিনিয়ন এটাও বলেছেন যে পরে যদি আরও তহবিল তছরুপের ব্যাপার বেরোয় তাহলে স্টেপ নেওয়া যেতে পারে। আমি শুধু জানতে চাই যে, যখন ঐ সম্পত্তি নেবেন তখন ট্রাস্টির কাছে যেটা ভেস্টেড হওয়া উচিত ছিল সেটা নেবেন কিনা? যেগুলি চুরি হয়েছে, তছরুপ হয়েছে, ইল্লিগ্যাল ডকুমেন্ট হয়েছে, সেগুলি লীগালাইজ করে সমস্ত প্রোপার্টী হস্তগত করবার প্রচেষ্টা হবে কিনা এবং এই আইনের দ্বারা সেগুলি হস্তক্ষেপ করার সুবিধা হবে, না প্রোটেকশন দেওয়া হবে। যে টাকা তছরুপ হয়েছিল বা ইল্লিগ্যাল ডকুমেন্ট হয়েছিল তাতে আর হাত দেওয়া যাবে না, সেগুলি কি এসকেপ করে বেরিয়ে চলে যাবে এবং সোসাইটি কি লুজার হবে? কারণ আজকে এই গভর্নমেন্ট যদি এতে হাত না দিতেন - এখানে কলেজের প্রিন্সিপ্যাল উপস্থিত আছেন, তিনি জানেন লীগালী এই—

The Council was going to proceed with criminal proceedings against Bankim Chandra Sarkar.

সেই সময় এই অর্ডিনান্স এসেছে। এই অর্ডিনান্সের দ্বারা সরকার কলেজের শাসনভার গ্রহণ করুন তাতে আমাদের আপত্তি নেই, কিন্তু আমরা বলেছিলাম যে পার্মানেন্টলি এটা নেওয়া উচিত। কিন্তু তা যদি না নেন, তাহলে ১০ বছর পরে এ অবস্থায় কি দাঁড়াতে পারে। কলেজের যে সম্পত্তি চলে গেছে, সে টাকা খুঁজে বের করা উচিত এবং আরও অনুসন্ধান করে সমস্ত যা চুরি হয় সেগুলি বের করার জন্য এই কুঞ্জএর মধ্য দিয়ে সাহায্য করবে না চোরকে প্রশ্রয় দেবে এবং তাকে প্রোটেকশন দেবে, এটাই আমি শুধু মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে জানতে চাই।

Sj. Sisir Kumar Das: Sir, regarding the constitutionality of the question as to whether the R. G. Kar Medical College and Hospital should be taken for more than ten years or permanently I want to place something before the House. First of all, we have to consider Article 30 of the Constitution. Under Article 30, sub-section (1) all minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice. That means that except the minorities others, those who are not minorities, can maintain an educational institution no doubt, but the State can take that institution at any time. Coming to Article 31 it states "No person shall be deprived of his property save by authority of law".

Mr. Speaker: Which Article you are referring to?

Sj. Sisir Kumar Das: Article 30 says that if any minority has any educational institution, that cannot be taken away by the State, but here it is not a question of minority. If you look at clause (5), sub-clause (b)

Mr. Speaker: If you have positive information about an urgent matter, I do allow it to be mentioned because there may be such an emergency that Government intervention is necessary. But here the way the question was framed and the way the statement was made leave no room for doubt that it was a pure piece of news and you are trying to get information of something of which you have no positive knowledge.

Sj. Ganesh Ghosh:

দ্যাট ইজ নট কারেক্ট। আমি জানি যে, হাঙ্গার স্ট্রাইক হচ্ছে কতকগুলি দাবি নিয়ে। আমাদের যিনি কারামন্ত্রী তিনি যদি উঠে এটা সম্বন্ধে আমাদের ইনফরমেশন দেন তা হ'লেই আমরা স্যাটিসফায়েড হ'তে পারি এবং তা হ'লে সর্ট-নোটিস কোয়েশ্চেন দেবার প্রয়োজন হয় না।

The Hon'ble Purabi Mukhopadhyay: I will give a statement on the subject tomorrow.

Sj. Ganesh Ghosh:

আমার আর একটা কথা আছে। আমি শিক্ষামন্ত্রীর কাছ থেকে একটা সংবাদ জানতে চাই যে, ২০বি সার্কুলার গার্ডেন রীচ রোড যেখানে মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাস করতেন, আর ৬নং লোয়ার চীৎপুর রোড, যেখানে তিনি তাঁর এপিক লিখেছিলেন, এই দুইটি ঘর কি আপনারা নিয়ে নেবেন?

Mr. Speaker: It is not an emergent matter. You can put a short-notice question.

Sj. Ganesh Ghosh:

ইস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট নিয়ে নিচ্ছেন, আপনারা কি নেবেন?

GOVERNMENT BILL

The Indian Red Cross Society (Bengal Branch) (Amendment) Bill, 1958

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: Sir, I beg to introduce the Indian Red Cross Society (Bengal Branch) (Amendment) Bill, 1958.

[Secretary then read the title of the Bill.]

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: Sir, I beg to move that the Indian Red Cross Society (Bengal Branch) (Amendment) Bill, 1958, be taken into consideration.

Sir, the Indian Red Cross Society was set up by an Act of the Central Legislature of 1920 to provide for the administration of the various moneys and gifts received from the public and those held by the Joint War Committee for the purpose of medical and other aid to the sick and wounded and other purposes of like nature during the First World War. It was also contemplated that the Society would continue in peace-time also on a wider basis and with a wider scope of the said activities. The Central Act further provided for affiliation with the Indian Red Cross Society or other societies and bodies having similar objects.

In the same year the Bengal Provincial Branch of the Indian Red Cross Society was constituted under the Indian Red Cross Society (Bengal Branch) Act, 1920. This Provincial Act also provided for the administration of various moneys, properties and gifts received in Bengal from the public during the world war I, which were at that time held by "Lady Carmichael's (Bengal Women's) War Fund and "Our Day" Fund (Bengal Branch) for purposes of medical and other aid to the sick and wounded, for comforts

you will find there stated that nothing in clause (2) shall affect, namely, payment of compensation, for the promotion of public health. Now, there are two parts of this Institution. One is the Hospital Section and that is for the promotion of public health. Clause (5)(b) says: The provisions of any law which the State may hereafter make for the promotion of public health, that is not covered by sub-section (2). Therefore, no compensation has got to be paid.

Thirdly, Mr. Speaker, Sir, you will find that under the State List. List III, Public Health, Sanitation, Hospitals, Dispensaries—Item No. 6 and item No. 11—Education including Universities—these are matters on which the State can legislate. What I mean to say is this that there is no need for payment of any compensation. If the College and Hospital are taken over by the Government permanently, there is no need for payment of compensation and the Constitution provides for that. There is a complete provision of law, if somebody wants to say that this taking over of the R. G. Kar Medical College and Hospital comes under Article 31A, that it does not come under Article 31. What comes under Article 31 is a profit-making institution, either a public limited company, or a private limited company or even a math where a mahant or some other persons have some right. Here, as you know, this is a trust where there is no specific property in it except for the employees some categories of which were mentioned. Then if these rights which are given under the clause are maintained, the Trust property can be taken over by the State for hospitals and for educational purposes without payment of a single penny, and it can be taken over permanently. That is what I find from the Constitution. That is my reading of the situation. Therefore, there need not be any misapprehension of the fact that if it is taken over, then there will be some difficulty. At the same time I want to tell the House that, as Mr. Subodh Banerjee has pointed out, if there are any rights given to any individuals under the Trust, those rights must be maintained; otherwise, it will be intringing the Constitution.

[5—5-25 p.m.]

Mr. Speaker: I do not think you can explain it in that way. You know some difficulty is being felt to take over hospitals. I will tell you the difficulty that a normal person feels—I do not know what Government feel. A trust is created for a certain purpose. The property is legally in the hands of the trustees. The property is being managed in a certain way—good, bad or indifferent. Now, can you, because you feel that the property is not being managed properly, permanently take away any such property under Article 30, except by exposing yourself to litigation?

Sj. Sisir Kumar Das: No, if it is for the same purpose, if it is for the purpose of a hospital, if it is for the purpose of medical education, there is no question of paying any compensation if it is taken over by the State. That is my reading of the Constitution.

[At this stage the House was adjourned for 20 minutes]

(After adjournment)

[5-25 - 5-35 p.m.]

Dr. Narayan Chandra Ray:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, ৩নংএ আমাদের তরফ থেকে যে বক্তব্য রাখা হয়েছে আমি সেগুলির সাময়ী করে আমার বক্তব্য রাখছি এবং আশা করি এগুলির জবাব পাবো। আমাদের এখানে সবচেয়ে লেগেছে যে ১০ বৎসর পরে—

deemed to be employees of the State Government.

of troops and other purposes. In the wake of partition the question of revision of the corpus and allied funds of the Indian Red Cross Society between India and Pakistan arose and the representatives of the Indian Red Cross Society and the Pakistan Red Cross Society met at conferences held in the year 1948 under the auspices of the Government of India and arrived at the mutual agreement as to the partitioning of the assets. The cases of the partitioned provinces of Bengal and Punjab were also taken into account in reaching the said agreement. It was further decided that necessary legislation should be undertaken to give effect to the terms of the agreement. Accordingly the Central Government Act of 1920 was amended by the Indian Parliament in 1956 (Central Act XXII of 1956). As, however, the West Bengal Branch of the Indian Red Cross Society is governed by a separate enactment, namely, the Indian Red Cross Society (Bengal Branch) Act, 1920, the Government of India advised that the amount due to East Pakistan out of the fund of the Bengal Branch in terms of the aforesaid mutual agreement cannot be transferred to the East Pakistan Red Cross Society until the Bengal Act of 1920 is suitably amended authorising the West Bengal Branch of the Society for the purpose. The present Bill which has been drafted in consultation with the West Bengal Branch of the Society has therefore been brought before the Legislature and is intended to give the Society the required authority to transfer East Pakistan's share.

The apportionment of the funds of the Society of undivided Bengal between West Bengal and East Pakistan was mutually agreed upon on the population basis and in respect of certain funds on the basis of actual contributions received from the respective territories as shown in the schedule annexed to the Bill. It will further be noticed from the schedule that in calculating the net amount transferrable to East Pakistan Red Cross Society, the expenses incurred by the West Bengal Society after partition for the areas now included in East Pakistan and the payment made by the Society to Punjab (India) in adjustment of latter's dues from West Punjab (Pakistan) have also been taken into account. The net amount of Rs. 48,567 is now payable to the East Pakistan Red Cross Society. This payment will be made through the Central organization, namely, the Indian Red Cross Society. After such payment, the West Bengal Society will be freed from all obligations in respect of the territories now comprising Pakistan so far as the corpus and allied funds of the original Bengal Branch are concerned. An opportunity has also been taken to modify section 7 of the existing Act relating to the objects and purposes for which the funds of the West Bengal Society are utilised. The changes made generally follow those under the Central (Amendment) Act of 1956 and also to fit in with the actual work of the Society.

[4-10—4-20 p.m.]

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay: Sir, I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 30th June, 1958.

ইণ্ডিয়ান রেড ক্রস বিলের অ্যামেন্ডমেণ্ট যেটা এনেছেন—রেড ক্রসের রি-অর্গ্যানিজেশনের জন্য—তার সম্বন্ধে আমাদের বিরোধী পক্ষ থেকে অনেকে সার্কুলেশন মোশন দেবার প্রয়োজন বোধ করি। কেন, তার কারণটা বলছি। প্রয়োজন হয়েছে এইজন্য যে, রেড ক্রসের কাগজে-কলমে যে মুখ্য উদ্দেশ্য আছে তার সম্বন্ধে দ্বিমত কারও হ'তে পারে না। রেড ক্রস দুঃস্থ লোকদের সাহায্য করবে—তার প্রয়োজন আছে, রোগীকে সাহায্য করবে—তার প্রয়োজন আছে। এটা সত্যই খুব নভেবল—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু বর্তমানে কয়েক বৎসর ধ'রে

এটা জবাবের মধ্যে ক্লাসিফিকেশন চাই। এমপ্লইজ বলতে ন্যাচারালি কতগুলি সুযোগসুবিধা মানে এসব জিনিস প্রাপ্য আছে। কিন্তু এটা এখানে পরিষ্কারভাবে বলা হয় নি। ছাত্র, টিচার, বেড, কলেজ এবং ইনস্টিটিউশন এইভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হবে, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করব যে যখন আমরা স্টেট এমপ্লইজ বলে মনে করি তখন আমাদের সামনে নিশ্চয় মেডিক্যাল কলেজ, এন, আর, সরকার এইসব ভাসে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের সামনে রাখছি হাউস স্টাফ, মেডিক্যাল কলেজের জুনিয়ার ৭৫ টাকা পায়, আর, জি, করেও ৭৫ টাকা পায়, কিন্তু মেডিক্যাল কলেজে দুটো গ্রেড আছে সিনিয়র রেসিডেন্ট, মেডিক্যাল কলেজে ১৫০ টাকা পায়। আর এখানে ৭৫ টাকা পায়। অাচ্ছা, সিনিয়র হাউস সার্জেন বলে আছে মেডিক্যাল কলেজে, তারা ১০৫ টাকা পায়, কিন্তু এখানে কিছুই পায় না। রেজিস্ট্রার বলে একটা পদার্থ আছে মেডিক্যাল কলেজে যেখানে ২০০ থেকে ৩৫০ টাকা পায়, সেটা এখানে মোটে ৭৫ টাকা পায়। প্যাথোলজিস্ট আছে মেডিক্যাল কলেজে, তারা ১৩৫ টাকা পায়, আর এখানে ৫০ টাকা পায়। এনেসথেসিস্ট বলে একটা পদার্থ আছে যার স্পেশালিস্ট গ্রেডএ ৩৫০ থেকে ৪৫০ টাকা পায়, আর এখানে তার চেয়ে যত কম পায়। আমি এখানে পদার্থ কথাটা ব্যবহার করলাম, এইজন্য যে সরকারের কাছে আর দপ্তরেতে এগুলি কোন মানুষ নয় এগুলি আইটেম। সেই জন্য পদার্থ কথাটা ব্যবহার করলাম।

আমার সব বক্তব্য ওদিকে যাচ্ছে। আর্থিক কতকগুলি সুবিধা আছে সেটা আমি দেখাচ্ছি—ওখানে সিনিয়র এনেসথেটিক দেড়শো টাকা থেকে আড়াই শো টাকা, আর জুনিয়র এনেসথেটিক ১২৫ টাকা, আর আর, জি কর হাসপাতালে পায় ৭৫ টাকা। ভিজিটিং এখানে ওখানে এক। ডিমনস্ট্রেটর মেডিকাল কলেজে ও অন্য জায়গায় ডিমনস্ট্রেটর যে স্কেল পান এখানে সেই ১২৫ টাকা পান। আর বাদ বাকিটা দেবেন সেন রেখেছেন। আপনি যখন আইনের মধ্যে কথাটা এইভাবে রেখেছেন, তখন এই দশ বছর রাখলে পর তারাও ডিমড্ টু বি স্টেট এমপ্লইজ।

কতকগুলি সুযোগ সুবিধা যেমন আছে, কতকগুলি অসুবিধাও আছে। আইনে এদের ভাগ্যে অসুবিধা মিলবে, সুবিধা বাদ যাবে কিনা, অথবা সুবিধা মিলবে, অসুবিধা বাদ যাবে কিনা। আপনি দশ বছর বলেছেন, আমাদের বাস্তবিক ঝগড়া বা দ্বন্দ্ব করবার মতলব নাই। এখানে আমরা চাচ্ছি ১০ বছর যদি রাখেন তাহলে অন্ততঃ ন্যাশনালাইজেশনএর কথা বাদ দিয়ে যান। গভর্নমেন্ট সার্ভেন্টস ক্যাটাগরীতে দিলে মাইনে ইত্যাদি ব্যাপারে মেডিকাল কলেজের অনেক সুযোগ সুবিধা পেতে পারবে। সেইহেতু ১০ বছর কাউকে রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করবেন না। এই দুটো পাশাপাশি রাখলাম। আর যদি ন্যাশনালাইজেশন হতো, তাহলে আর রাখতাম ন। যাঁরা রাজনৈতিক পথকে খুব বড় ভাবেন, তাদের অপমান দেবেন। ন্যাশনালাইজেশন কথা থাকলে আর অপমান কথা আসতো না। দশ বছর রেখে সরকারী হাসপাতাল করে দেবেন এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা তাদের রেখে দেন। এইটা বিভিন্ন এ্যামেন্ডমেন্টএর বক্তব্য। আমি অনুরোধ করবো আপনার জবাবের মধ্যে এই কথাগুলি পরিষ্কার হয়ে উঠবে এবং মানুষ এই থেকে যেন বঞ্চিত না হয়।

Sj. Bankim Mukherjee:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন যে যাঁরা এখন পর্যন্ত আর জি কর মেডিকেল কলেজে কাজ করেন, সেখানে যে সুযোগ সুবিধা রয়েছে যে তাঁরা এসেমব্লী বা লোকাল বডিজ কমিটির অনুমতি সমেত তারা সেই সমস্ত জায়গায় প্রতিনিধিত্ব জনসাধারণের করতে পারেন। এই যে তাঁর সেন্টিমেন্ট, আমি মনে করছি এটা খুব ভাল সেন্টিমেন্ট। সেই ভাবটার আইনসঙ্গত রূপ কি দেওয়া যেতে পারে সেটাই প্রশ্ন। কেন তিনি যেটুকু লিখেছেন—

Subject to such terms and conditions not being less advantageous,

এই 'নট বিন লেস এ্যাডভান্টেজিয়াস' বললে পরে সে অর্থ আসে কিনা, সেটা সন্দেহজনক। তারচেয়ে ঢের বেশি সুস্পষ্ট হয় ডাঃ রনেন সেন যে এ্যামেন্ডমেন্ট দিয়েছেন তাতে। এটা অত্যন্ত স্পষ্ট রয়েছে—

not being less advantageous than what they were entitled to.

ইন্ডিয়ান রেড ক্রসের বাংলাদেশে যেটা সেটা ডবলিউ বি সি সির একটা টিউমার বা অ্যাপেন্ডিক্স বললেও অত্যুক্তি হয় না। ইন্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটি যেটা সেটার কোন পার্টির সঙ্গেই যুক্ত থাকা উচিত নয়। কিন্তু আমরা দেখছি ১৯৫২ সাল থেকে আমাদের খাদ্যমন্ত্রী সেখানে অনড় হয়ে বসে আছেন।

Mr. Speaker: I dare say your speech is very illuminating. But it is far beyond the scope of the Bill.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay:

স্যার, আমি সার্কুলেশন মোশনএর কথাই বলছি।

Mr. Speaker: Circulation for what purpose? If you kindly read the Statement of Objects and Reasons, the only object of this Bill is to partition the assets having regard to the division of Bengal.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay:

আমি অ্যাসেটসএর কথায় আসব। আমি রেড ক্রসের পার্টিশন অফ অ্যাসেটস সম্পর্কেই আসব। সেটা কিভাবে ব্যবহার হচ্ছে আগে সে সম্বন্ধে একটু ব'লে নিই।

Mr. Speaker: Do you object to the assets being partitioned.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay:

আমি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিই—গত বৎসর যখন এখানে ইউনিভার্সিটি অ্যামেন্ডমেন্ট বিল আসে তখন মুখ্যমন্ত্রী আপত্তি করেছিলেন যে, যখন একটিমাত্র ক্লজ নিয়ে অ্যামেন্ডমেন্ট করছেন তখন সমস্ত বিল নিয়ে ডিসকাসান চলতে পারে না। ইউ ক্যাননট রিভিউ দি হোল অ্যাক্ট।

Mr. Speaker: Have you any authority? I want to satisfy myself.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay:

আপনি সেদিন রুলিং দিয়েছিলেন এবং সে প্রাসিডিংস প্রিন্টেড হয়েছে।

Mr. Speaker: One wrong does not mean that other wrongs will be perpetrated.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay:

সেদিন বলেছিলেন—আই হ্যাভ এ রাইট।

Mr. Speaker: I do not think I have told you.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay: You never stopped me.

Mr. Speaker: That is different. If you say I gave a ruling upholding you that is one thing. If I have given a ruling you can certainly draw my attention to it but if I have not given a ruling but merely did not stop you that does not mean that you were justified.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay: A point of order was raised. The Chief Minister was overruled by you and I was allowed. Therefore, am I not entitled to speak?

Mr. Speaker: You are entitled to speak as much as you like within the four corners of the Bill.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay:

আমার বক্তব্য হচ্ছে—এই যে এখানে রেড ক্রসের ম্যানেজমেন্ট সম্বন্ধে অ্যাসেটস ভাগ করতে হ'লে ইন্সিডেন্টালি মন্ত্রী ডাঃ রায় বললেন যে, এই বিল ড্রাফ্‌ট করা হয়েছে কনসাল্টিং দি রেড ক্রস, বেঙ্গল ব্রাঞ্চ—তার চেয়ারম্যান হচ্ছেন ফুড মিনিস্টার—যিনি হচ্ছেন সাপ্লাই অ্যান্ড

এখন এনটাইটেল্ড টু বলতে আর্থিক ব্যাপার প্রভৃতি, ছুটী প্রভৃতি এই সমস্ত জিনিস আছে রিপ্রেজেন্টেশনও তার মধ্যে পড়ে। কিন্তু এই ভাষাটা টানলে পর সে রকম মানে করা যায় না। সেটা যদি লক্ষ্য হয়, তাহলে ডাঃ রনেন সেন যা বলেছেন—'নট উইথস্ট্যান্ডিং এনিথিং' এটার চেয়ে সেটা মোর এক্সপ্রেসিভ। আমার সন্দেহ আছে। ডাঃ রনেন সেনের এ্যামেন্ডমেন্ট দ্বারা যে রিমুভাল অব ডিসকোয়ালিফিকেশন এ্যাক্টএ যে বাধা আছে, তা দূর হয় কিনা? এই অবস্থায় যদি সত্য সত্যই এই সম্বন্ধে কিছু করতে হয় তাহলে পর আমার মনে হয়, তাড়াতাড়ি এই ক্লজটা অন্ততঃ পাস করা উচিত নয়। আর এই ক্লজটা পাস করতে যেয়ে যদি আবার ডাক্তার রনেন সেনের এ্যামেন্ডমেন্টটা রিজেক্ট করা হয়, তাহলে আরো খারাপ হবে। এসেমব্লীর যে ইন্টেনশন থাক না কেন, ডাক্তার রায় নট লেস এডভানটেজাসএর যে মানেই ধরুন না কেন তাতে এটা হয় না।

দ্বিতীয় হচ্ছে, এখানে বহুদিন কর্পোরেশনএর মেম্বার আছেন, মিউনিসিপ্যালিটির মেম্বার আছেন, এসেমব্লীরও একজন বর্তমান আছে- এই জিনিসগুলি তাদের ভিতর আছে। এখন কথা হচ্ছে, রিমুভাল অব ডিসকোয়ালিফিকেশন এ্যাক্ট কি করে করা যায়। যে মুহূর্তেই গভর্নমেন্ট অফিসারস হয়ে গেল তখনই তাদের যে সার্ভিস রুলস, কন্ডাক্ট রুলস প্রভৃতি আছে, তাতে আটকাবে যে তারা কোন মিউনিসিপ্যালিটি বা কর্পোরেশনএর মেম্বার থাকতে পারবে কি পারবে না। অবশ্য ওয়েস্ট বেংগল আইন করতে পারেন, এই সম্বন্ধে কোন একটা নির্দেশ দিতে পারেন। দশ বৎসর টেম্পোরারী সার্ভিসএর জন্য কেনই বা তাদের ডিমড টু বি এমপ্লইজ এটা করবার দরকার কি আছে? একমাত্র হচ্ছে, এদের সমস্ত জিনিসটা অর্থাৎ এদের প্রমোশন বা রিমুভাল— এইসব জিনিস কে করবে, কি রকম করে করা হবে। তাহলে পর পাবলিক সার্ভিস কমিশনএর মধ্যে আসবে কিম্বা আসবে না। নিশ্চয়ই গভর্নমেন্ট এমপ্লইজ হলে ডিমড টুবি এমপ্লইজ— এতে তারা আসবে। সেটা এখানকার চেয়ে লেস ডিসএডভানটেজাস হওয়া চাই। এই সমস্ত জিনিসগুলি মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করবো, যদি সত্যই যেটা তিনি বলছেন সেটা রাখতে চান, তাহলে পর আমার মনে হয় ডিমড টু বি এমপ্লইজ এটা করবার দরকার নেই। এই ক্লজকে দুই ভাগ করে দেওয়া যায়, যেরকম সুবোধবাবু বলেছেন, সেভাবেও করা যেতে পারে, অপশান দিন যে পরে যারা ভর্তি হবে, তাদের গভর্নমেন্ট অফিসিয়ালস বলে ধরা হবে, যারা এই বিলের পূর্বে এসেছে তাদের আলাদা করতে পারেন। একমাত্র তাদের ম্যানেজমেন্ট বা কন্ট্রোল কার উপর থাকবে সেজন্য একটা ছোট ক্লজ সাবস্টিটিউট করে দেওয়া যায়, যে কমিটি আছে সেই কমিটির দ্বারাই নিয়ন্ত্রণ করা হবে। এই কমিটির মারফৎ এই সমস্ত করলে এই সমস্ত ঝামেলার ভিতর আসতে হয় না। এইজন্য এই হাউসএর সামনে যদি এই ক্লজটা তাড়াতাড়ি পাস করে নেওয়া হয়, তাহলে এর প্রতিকার করার আর কোন পথ থাকবে না।

Mr. Speaker: One thing I have not been able to follow and I do not know whether you have followed it. I can understand for the purpose of the Government service the terms and conditions will be the same as of those employees who came before. But Mr. Subodh Banerjee said "give them an option", that is to say, you opt not to be under the management of Government. There cannot be two types of service under one management and that is the difficulty of giving option. So that argument of giving option is a self-contradictory one.

Sj. Bankim Mukherjee:

সেইজন্য আমি বলছিলাম যে এটা অন্যভাবে করা যায়। অর্থাৎ যারা পরে আসবে তারা হয়ত—

they would be taken as Government employees,

যারা আছে তাদের জন্য আলাদা সাব-সেকশন করা যেতে পারে,

they should not be considered as Government employees

এবং তাদের শুধু একমাত্র কোয়েশ্চেন হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট কে করবে, তা এই কমিটির উপর ভেস্ট করে দেওয়া যেতে পারে। এছাড়া আর কোন লাভ নেই, ফর টেন ইয়ারস গভর্নমেন্ট এমপ্লইজ

রিহ্যাবিলিটেশন মিনিস্টার—তিনি তো কত কিছুর উপর ব'সে আছেন। তার উপর আবার রেড ক্রসের উপরেও। এটা তাঁদের পার্টি অরগ্যানাইজেশন। ডিস্ট্রিক্ট সেক্রেটারি অব দি রেড ক্রস—সবই হচ্ছেন কংগ্রেস মেম্বার। এই অবস্থা হয়েছে। তারপরে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কথায় আপনাকে জানাচ্ছি সেখানে রিপোর্ট আছে যে, অ্যানুয়াল মিটিংএ বাজেট হয়, ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারেও হচ্ছে না, ক্যালেন্ডার ইয়ারেও হচ্ছে না—৩১এ ডিসেম্বরের মধ্যে। ক্যালেন্ডার ইয়ার শেষ হবার ৩ দিন পূর্বে সেই বছরের অ্যানুয়াল মিটিং হ'ল এবং বাজেট পাশ হ'ল—যেদিন বৎসর শেষ হবে তার ৩ দিন পূর্বে অ্যানুয়াল বাজেট পাস করা হ'ল।

Mr. Speaker: I consider all these to be entirely irrelevant.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay:

যে অর্গানিজেশন এই পদ্ধতিতে চলে তার হাতে অ্যাসেট দেওয়া উচিত নয়, তারপরে যদি কোন প্রতিষ্ঠান গ্রস ইরেগুলারিটিজ করেন তা হ'লে গভর্নমেণ্ট তাতে হস্তক্ষেপ করেন। কিন্তু গভর্নমেন্টের একজন মন্ত্রী তিনি দায়িত্বশীল ব্যক্তি—তাঁর কর্তৃত্বাধীনেই—

Mr. Speaker: I will not allow the speech in this vein. The scope of the Bill is not what the Government should do or not. The scope of the Bill is not whether the budget is passed in time or not in time. It is disallowed on the ground of irrelevancy alone.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay:

তা হ'লে কি রকম ক'রে বলব? আমি বিনয়সহকারে আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি—যদি একটা বিলের ক্লজের একটা অ্যামেন্ডমেন্ট কোন মেম্বার আনেন তা হ'লে

it is a right of the members—they can review the whole Act.

এবং গত বৎসর একটা অ্যামেন্ডমেন্ট এসেছিল তখন অ্যামেন্ডমেন্টের বাহিরে হোল অ্যাক্ট সম্বন্ধে বলতে মুখ্যমন্ত্রী অবজেকশন করেছিলেন, তাতে স্পীকার ডিসিশন দিয়েছিলেন যে, সমস্তটার উপরই আলোচনা চলতে পারে।

Mr. Speaker: I disagree with my predecessor.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay: If you change your decision every year then we are helpless.

Mr. Speaker: I have the right to do so.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay: Then as a protest I have got to take my seat.

Mr. Speaker: Of course you can do so. The honourable member thinks that he has right to present his case as he feels. It is not my right either to deprive an honourable member of his legitimate right of speech because I have no right whatsoever to do things which are not consistent with justice. The scope of the amending Bill today is as to whether in view of the partition of Bengal the assets belonging to the Red Cross today should be divided. Pakistan is claiming a portion—a portion is being given by West Bengal. That is the only scope of the Bill.

Sj. Saroj Roy:

না না, আরও স্কোপ আছে।

[4-20—4-30 p.m.]

Mr. Speaker: You can speak on section 7.

হয়ে কোন লাভ নেই। শুধু মাত্র একটি জিনিস হচ্ছে কন্ট্রোল কি করে হবে, গভর্নমেন্ট নেবার পর এমপ্লইজদের উপর কন্ট্রোল কি করে নিয়ে আসা যাবে; এইজন্য গভর্নমেন্ট এমপ্লইজ করা হোক। তার জন্য আলাদা একটা সাব-সেকশন করা যেতে পারে। মোট কথা এটা একটা সাজেসশন, এ সম্বন্ধে হয়ত বসে চিন্তা করতে হবে। কিন্তু আপনি যেটা বলেছেন এদের রিপ্রেজেন্টেশনএর কোন রকম ক্ষতি হবে না, সেই রিপ্রেজেন্টেশনএর রাইটএর এখানে কি করে ব্যবস্থা করছেন? যেভাবে বিলটা এসেছে তাতে করে এটা মোটেই হবে না। অন্ততঃ ডঃ রনেন সেনের যে এ্যামেন্ডমেন্টটা আছে সেটা গ্রহণ করলে পরেও হয় কিনা সন্দেহ। অন্ততঃ এটা গ্রহণ করা উচিত, খুব বেশি হয় এটা ডেফার করা।

[5-35—5-45 p.m.]

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, to clause 3 there have been several amendments proposed. The first amendment is to omit the words "and for a period of ten years thereafter" from clause 3. I have tried to explain the position. Unfortunately those who are not prepared to understand, it is difficult for me to make them understand. I have said, this particular Bill has been brought under a particular section of the Constitution—31A—which requires the previous sanction of the President. I have said that the words used there are "taking over the management for a limited period". Who is going to define "limited period"?—not I. It is the person who gives the sanction namely the President or his advisers who can tell me what that limited period will be. Limited period may be anything—50 years, 20 years, 10 years. Therefore we have put down a limit. If you remove the limit as it has been proposed in amendments 9-11, you practically do away with the Bill because there is no sanction behind it. The sanction is only for 10 years. Therefore I oppose this amendment—there is no question about it.

Then the question arose of two years or three years. I do not bother about them

Then my friend Sj. Deben Sen said instead of the word "office" we should use the word "service" because he thinks the word "office" means white-collared jobs and "service" means lower services. I am sorry he has got mixed up into this. If you look up the language, section 3 says: "persons employed in the institution"—not merely the clerks and superior officers—any person employed in the institution and continuing in office. Now he says "continuing in service". There may be a person today in the institution who is not in the service as such; he may have a contract appointment or he may be in office but not in service. The word "office" unlike Mr. Deben Sen's interpretation is a much bigger term than the word "service" and includes all employees of the institution. Therefore I oppose that amendment.

The next amendment is of my friend Sj. Basanta Kumar Panda. He thinks that the word "enjoying" is more appropriate than the words "entitled to". I should have thought that construction of the English language gave a wider scope to the words "entitled to". I may not be enjoying at a particular moment certain service but I am entitled to it and therefore what the language of the Bill is that you think of not what you are enjoying but what you are entitled to. Therefore I oppose that amendment.

Then Sj. Deben Sen says—and you, Sir, have very aptly pointed out—that they will be not less advantageous than what they have been now and not less advantageous also than those persons employed in other State-owned and managed hospitals in Calcutta.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay:

আমার বক্তব্য খুব সংক্ষেপ। এ'দের যখনই কোন ইরেগুলারিটিস হয় তখনই সুপারসেসন হয়, কিন্তু সবক্ষেত্রে অবশ্য তা কোন কোন সময় হয় না। ইংরাজী প্রবাদ আছে—
nearest to the Church farthest from God.

এই অবস্থাই হচ্ছে। থারটি-ফার্স্ট ডিসেম্বর ইয়ার ক্লোজ হয়ে যাচ্ছে ব'লে ২৮ তারিখে রেড ক্রশের অ্যানুয়াল মিটিং ক'রে বাজেট পাশ করা হয় আফটার স্পেন্ডিং দি হোল মনি।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: What has that got to do with the Bill?

Mr. Speaker: Mr. Chatterjee, I do not think it comes within the purview of the Bill.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay:

আমরা নিজের চোখে দেখে এসেছি যে, ফ্লাডের সময় কংগ্রেসের ফ্ল্যাগ উড়িয়ে রেড ক্রসের জিনিস বিতরণ করা হয়েছে।

Mr. Speaker: It is irrelevant. Strike it out. It is not a political campaign.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay: I do submit, Sir, that it is not a pure truth.

Mr. Speaker: I must overrule you.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay: I bow down to your decision. If the Red Cross people carry on politics we cannot but protest.

Mr. Speaker: If you want to push in facts which I do not want you to say, I have got to expunge that.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhay: As a protest against your ruling I would not proceed.

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that the Indian Red Cross Society (Bengal Branch) (Amendment) Bill, 1958, be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st July, 1958.

Sir, in the statement of objects and reasons it is stated that the Indian Red Cross Society Act, 1920, was amended to authorise the Society to partition its funds between the two Societies of India and Pakistan and as a consequence thereof the India Government has advised this Government to make a legislation for the purpose of division of money held by the Red Cross Society between West Bengal and Eastern Pakistan. Sir, I shall like firstly to raise a fundamental constitutional question. I shall contend that after the Constitution it is not within the competence of this House to make a legislation. You will see, Sir, in the Constitution there are three Lists—List I, List II, List III of the Seventh Schedule. In none of these lists you would see that legislation as to Red Cross Society has been given to any of these lists. I shall, first of all, point out all the points both in favour and against, so that it will be very easy for the House to come to a decision. I would first draw your attention to Item No. 62 of List I of the Seventh Schedule—there only the Central Legislature has got the power to legislate—which runs thus: The institutions known at the commencement of this Constitution as the National Library, the Indian Museum, the Imperial War Museum, the Victoria Memorial and the Indian War Memorial and any other like institution financed by the Government of India wholly or in part and declared by Parliament by law to be an institution of national importance. Except the very few national

Just now Dr. Narayan Ray quoted some figures which showed that different institutions under the State have got different standards and therefore even if you want to put it in you cannot do it because the standard is not similar. But apart from that, as you pointed out, Sir, one of the terms and conditions of a person in a State-owned hospital is the question of pension. It implied that this particular person according to him when he is employed in future under the new scheme will be entitled to pension. There is no provision for that yet. Also as you pointed out, you cannot have two types of conditions and terms to be applied to the new employees. Therefore, Sir, I oppose that amendment.

Then Sj. Basanta Panda says "the State Government in consultation with" be omitted. Why is he so nervous about the State Government? I do not know what he has said with regard to the amendments previously but the trend of argument was that the Government should take it up. Now in this particular clause it is said that the determination of the terms and conditions will be by the State Government. Of course, the State Government takes the responsibility. The only thing that the clause says is that before the State Government come to a decision they will consult this Committee of Management because after all they will have to undertake the management of the institution afterwards.

Then, Sir, with regard to the amendment of Dr. Ghani I have already answered that in reply to Mr. Sen. I oppose it.

Now, Sir, there seems to be so much difference of opinion and difference in interpretation which have been put to it namely why did I use the words "deemed to be employees of the State Government"—why they will be Government servants? The reason is very simple. If within 10 years the institution goes back and if you now appoint all these persons as Government servants what happens to them after the institution goes back. That is the very reason why we are to be very cautious with regard to the terms that we used in this particular section. It is not a question of giving an alternative choice as Mr. Subodh Banerjee says. If you want to remain here, remain here; if you want to go there, go there. There is no question of my or your pleasure. There is one service which is the service of the institution. The only thing that the Government will lay down will be the terms and conditions of the service in future and that will be observed and followed by the Managing Committee that will be appointed under section 5. Now, Sir, there seems to be a great deal of confusion because I have heard people saying that on the one hand some lawyers say one thing, and some lawyers say another thing as to whether "deemed to be employees of the State Government" would mean that a gentleman who is given an opportunity, say, Dr. Hiren Chatterjee, who is a member of the Assembly, would he have to give up his seat in the Assembly? That is the problem. I have mentioned when I was introducing the Bill that when I was a professor there in 1923, I stood for the old Council. That is a privilege, an opportunity, a right which I had, at least which the institution did not think I was misusing their office and I was allowed to become a Member of the Council. Even now also the same rule holds good namely what Dr. Chatterjee has been allowed—that is a right which has accrued to him; he has been allowed to become a Member of the Assembly. The whole question will arise as to the interpretation of the language of the Constitution, namely, if he holds any office of profit under the Government other than an office declared by the Legislature of the State by law not to disqualify its holder.

[5-45—5-55 p.m.]

The amendment that has been proposed by Dr. Ranen Sen cannot cure this

organisations which have been mentioned specifically in this item 62 I have not seen any other declaration by which the name of any other similar institution has been included.

Then I shall draw your attention to the Concurrent List III, item No. 28. With regard to this, I have got my own difficulties. It is for you to decide whether this thing comes within this list. The item is—charities and charitable institutions, charitable and religious endowments and religious institutions. Now, this is a statutory body and this is constituted under the provisions of an Act. Therefore, my contention is that it is neither a charitable institution nor a charitable or religious endowment nor a religious institution. It may be that before this Central Act of 1920 or the Bengal Act of 1920 had been promulgated, these institutions were in private hands and then they might have been charitable institutions or they might have held charitable endowments. But their funds had been taken over under the Central Acts and provincial Acts and these are merely statutory bodies and they do not fall within this list. So, my contention is that as the administration of this thing does not fall within any of the items of the three lists of the Seventh Schedule, we have got no power to legislate on this matter. Of course, the Parliament has got all residuary powers to legislate on any subject.

Sir, I would draw your attention to Article 372 of the Constitution which lays down the continuance of the existing Acts and I shall contend that the continuance of the existing Acts does not permit any amendment of those Acts. Article 372(1) says: "Notwithstanding the repeal by this Constitution of the enactments referred to in article 395 but subject to the other provisions of this Constitution, all the law in force in the territory of India immediately before the commencement of this Constitution, shall continue in force therein until altered or repealed or amended by a competent Legislature or other competent authority." Now, I would say that this Act was passed by the Bengal Legislative Council in 1920. So, under Article 372, that Act will remain intact. If we are to repeal or amend or alter it, we must be a competent legislature to do so. Now, if our legislative competence is as enumerated in List II or List III of the Constitution, then it does not extend to make such legislation. My contention is that this Act will remain intact and we have got no power either to amend it or repeal it or do anything with regard to it because it does not fall either in List II or List III. This Act was passed in 1920 by a previous legislature, but after the coming into force of the present Constitution, our hands have been tied and we cannot do anything with regard to this Act. This is what I would say about the constitutional impropriety of our making any amendment of this nature.

Then as regards its utility and other aspects, I would say that during the First World War there was a Central Fund which was constituted under the Central Act of 1920—Act XV of 1920—which was passed on the 20th March, 1920. They took over those funds and after taking over those funds, they were administering those funds and they were giving certain shares to the different provisions of that time according to the Schedule given in that Act.

[4-30—4-40 p.m.]

Thereafter the Bengal Legislature made another Act, Act VIII of 1920, on the 3rd March 1920 wherein they took over some money collected by other bodies and they were acting separately. The Bengal Branch of the Red Cross Society was only getting some money as a subsidy from the Central fund. The funds are different; one is not dependant on the other. What were the funds which constituted the main fund of the Indian Red

provision of the Constitution. The provision of the Constitution lays down that there should be an Act—Removal of Disqualification Act, and under the provision of that Act, whatever you may put down in this Act will not stop a person from either being disqualified or whatever it is simply because you have put down something here. What is the remedy? There are two ways of looking at it. I may point out to you that the law of the State Government on this matter is different from the law of the Central Government. In our law we say that a person shall not be disqualified from being chosen as and for being a member of the Legislative Assembly if he holds an office which is not a whole-time office remunerative by salary or by fees. You, Sir, will remember that this question arose because you were getting a salary but as you were not a whole-time officer of the Government, you could become a member of the Upper House. In the Central Legislature that is not so. There is no provision for accepting the part-time office. Therefore, in our case this is the law at the present moment. My personal view is that a man like Dr. Chatterjee will not be called a whole-time officer under the Government and, therefore, he will be exempted under this Act, that is to say, when the new Governing Body, new Managing Committee under the provisions of this Act will be appointing persons in the Institution who have been in the employment of the Institution before the appointed day, he shall have this: his terms and conditions must not be less advantageous. If I am a member of the staff, I will go and tell the Managing Committee "I had enjoyed this privilege of becoming a member of the Assembly. That is an advantage that I possess and therefore you have got to give it to me." Supposing the question is about my being appointed as an employee of the State Government; does that preclude or bar me from becoming a member of the Assembly? To that I say this: it is for the organisation to declare a particular office as a whole-time or a part time. So long as an office is declared to be a part-time, the person concerned comes under this particular clause. If, however, this gentleman, Dr. Chatterjee or anybody else refused to become a whole-time officer in the new institution, the proper course would be, and I am prepared to take up that course, to include that particular office in the Removal of Disqualification Act. No resolution or amendment as proposed by Dr Ranen Sen would help us in that matter. I want to make it perfectly clear that I feel that any person who had some rights while he was an employee under the present constitution should continue to possess those rights. I do not want to go into the interpretation of my friend Shri Subodh Banerjee whether those rights require compensation. His brain works very fast and very rapidly. What I want to say at present is that we should ensure every person who has been in the enjoyment of certain privileges and advantages the continuance of those advantages and privileges. If a particular officer says that he would like to continue in that post which is a whole-time post, then the only way by which we can have him is to add that post on to the Removal of Disqualifications Act. But if it is a part-time post, he is already in the exemption list, according to the Act. Therefore, the problem of safeguarding the rights and privileges of the individual officers who are now in the employ of the college can only be solved in this fashion.

As I said before, the reason why the expression "deemed to be employees of the State Government" has been put there is that if at any particular time, say two years or three years or five years hence, we hand over this institution to some other body, then it is not possible, if they are Government servants, to discharge them—they must remain in office—and then Government will have difficulty in finding jobs for them. Therefore, this is the only way in which we can get the two ideas put together. Sir, I do not think I need labour this point any further. Sir, I oppose all the amendments on this clause that have been moved by different parties because

Cross Society. In the preamble of the Central Act, Act XV of 1920, it is stated "to provide for the future administration of various monies and gifts received from the public for the purpose of medical and other aid to the sick and wounded and for administration of money held by Joint War Committee, Indian Branch of the Order of St. John of Jerusalem in England and the British Red Cross Society". What funds did they take over? They took over the funds of two non-official bodies which they collected for the benefit of the war victims or the sick victims of the war. The committees were Joint War Committee, Indian Branch of the Order of St. John of Jerusalem in England and the British Red Cross Society. What were the funds taken over by the Bengal Act. The Bengal Act, Act VIII of 1920, says, "to provide for the administration of various monies, properties and gifts received in Bengal from the public during the last war for the purpose of medical and other aid to the sick and the wounded and for comfort of the troops and other purposes and now held by or in trust for the Lady Carmichael's Bengal Women's War Fund and 'Our Day' Fund, Bengal Branch". So you see the money that was taken over by the Bengal legislation was the money held by the Lady Carmichael's Bengal Women's War Fund and 'Our Day' Fund. So the funds are different. Then from the Central legislation you will see—Bengal as constituted at that time was to contribute annually 10 lakhs to the Indian Red Cross Society. They were getting a percentage of 12.54 from the Central Pool. There were managing committees—one for the Indian Red Cross Society and another for the Bengal Red Cross Society—both provided under these Acts. These managing committees are not dependant upon one another.

What was the amendment in 1956 and whether it will be binding on us? Section 13 of the amending Act of 1956, Act XX of 1956, provides that "notwithstanding anything contained in this Act the Managing Body may from out of the funds specified in column 1 of the third schedule transfer to Pakistan Red Cross Society the amount specified in that schedule as being the share of Pakistan's Red Cross Society which that Society agreed to receive for being applied to for the purpose for which they were held by the Society". In the schedule of that Act you will see that Pakistan Red Cross Society was getting from the Central Fund Rs. 44,00,220-5-10. The injustice that was done was this. While Bengal was getting 12.54 from the Central Pool in the schedule of the amended Act, what has been done, Andhra is getting 3.18, Assam 1.49, Bihar 6.48, Bombay 10.88, Madhya Pradesh 5.94, Madras 5.53, Uttar Pradesh 23.69 and West Bengal 5.61. So from 12.54 our share has been reduced to 5.61 and in this way the Central Act has been amended and the Central Government has directed this Government to make a legislation of a similar nature to divide our assets also and to give the lion's share of the money which we now hold to the Pakistan Red Cross Society. Therefore, Sir, from the Central pool our share has been reduced and we are to pay Rs. 48 thousand and odd sum of money to Pakistan. I would say that we are not going to part with this money on the ground that we have no constitutional right to partition this money and also by any stretch of imagination it cannot be said that we have got that amount of competence to legislate on this matter. Apart from the utility point of view, I want to point out from the schedule itself that all the people of Bengal as Bengal was then constituted contributed to this sum of money and in schedule II, item 2(i), the contribution which was made to this fund from Eastern Pakistan was contribution from Dacca and Jessore and that is Rs. 42 thousand. Therefore the total contribution from the territories now constituting Eastern Pakistan is only this sum of 42 thousand. We may at most, if we can, at all, legislate to give only that portion of money which they have not yet realised from us. Therefore I would say that this Bill ought not to be

I feel that these amendments have been moved under some misapprehensio of the exact position in this regard.

Sir, my friend Sj. Bankim Mukherjee thinks that this is a confusin issue and, therefore, he suggests let us sit down together and draf something else and have one group for those who are existing at present an another for those who will come new. I think that sort of thing will no help us at the present moment. We have got a definite plan of action an I feel that the amendments that have been proposed do not help any perso or help the institution in any way. With these words, I oppose all th amendments.

Dr. Narayan Chandra Ray:
আমার একটা কথা মন্ত্রী মহাশয় ভুল বুঝেছেন। আমি মেডিক্যাল কলেজের পে-স্কেল এব আর, জি, কর মেডিক্যাল কলেজের পে-স্কেল তুলে ধরেছিলাম এবং বলেছিলাম যে আর, জি ক ঐ স্কেল পাবে কি না? কিন্তু আমার কথাটা উনি শ্রীদেবেন সেনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছেন

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: My friend Dr. Narayan Chandr Ray sometimes refuses to hear what I say. I said yesterday that the ide is that we are trying to keep the average cost per student and the averag cost per bed more or less at the same level. Of course, it cannot be exactl the same in all the colleges. As Dr. Narayan Chandra Ray has himsel said—there is one standard in the N. R. Sarkar College and there is anothe standard—slightly different—in the Calcutta Medical College. In th N. R. Sarkar College, the average per capita expenditure is Rs. 1,100 o something like that. In the case of the Calcutta Medical College, it i Rs. 1,000. In the case of the R G. Kar Medical College it was onl Rs. 260 or Rs. 300 and we are trying to raise it to Rs 1,000 Now, thi includes the salaries of the Professors, teachers and other staff

Dr. Suresh Chandra Banerjee:
মাননীয় স্পীকার মহোদয়, শিয়ালদহ স্টেশনের অবস্থানকারী কয়েক হাজার উদ্বাস্ শোভাযাত্রা করে এখানে এসেছে।

Mr. Speaker: If permission is sought, permission is given. It you ha asked for it, I might have allowed you now or I might have allowed you te minutes later, but you cannot but in the midst of a discussion and with al respect due to you, I disallow it.

[5-55—6-5 p.m.]

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay:
আমি, স্যার, কতকগুলি ইনফর্মেশনস জানতে চাই......

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:
I cannot reply any more.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:
আমি যেটা বলছিলাম যে—
properties vested in the trustees of the Medical Education Society.

Mr. Speaker:
কোথা থেকে আপনি এসব কথা বলছেন?

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:
আমি যেটা বলেছিলাম তার উত্তর পাই নি—আমি বলেছিলাম যে মর্টগেজ আছে সেটা অবস্থা কি, সেটা গভর্নমেন্টের হাতে আসতে পারে কি না, এই আইন অনুসারে, কারণ সেট ভেস্টেড ইন দি ট্রাস্টিজ নয় এবং তা ছাড়াও বহু টাকা তছরূপ হয়েছে, বাই ইনভেস্টিগেশন

further pursued and should be dropped. Why this money should be given to Pakistan? This is a way to appease Pakistan. Why this small amount of money the major part of which had been collected in this side of the country is to be gifted to Pakistan for purposes not known to us and not for the benefit of the contributors to that fund? I would say that it is certainly not the desire of the contributors to give this money away to Pakistan.

Sir, I would draw your attention to another fact that this money though it is not Government money, has been taken over by the Government under the provisions of this Act. Then it is contemplated that this money being Government money, Government can now legislate on this point. Sir, I would draw your attention to two orders under the Indian Independence Act of 1947. One is the Indian Independence Partition Council Order, 1947, which was promulgated by the Governor General on the 12th August, 1947. Under section 3 of that Order, from the 15th August, 1947, two representatives of West Bengal and two representatives of East Bengal constituted a Council at which is called the Bengal Partition Council and that Council has partitioned all the divisible assets of the erstwhile province of Bengal but that Partition Council did not divide this money because they though that this was not Government money. Then, Sir, there is another Order under the said Act of 1947—the Indian Independence (Rights, Property and Liabilities) Order, 1947—and section 9 of that Order says that all liabilities before the 15th of August, 1947, of the Province of Bengal, shall be from that day the liabilities of the Province of East Bengal. So we have divided the assets. It does not appear from that Order..........

Mr. Speaker: Mr. Panda, is not the order which you are reading for fixation of liabilities?

Sj. Basanta Kumar Panda: Two things—one is the division of assets and the other is the fixation of liabilities.

Mr. Speaker: Assets belonging to........

Sj. Basanta Kumar Panda: To the province before the 15th of August, 1947, i.e. to the Province of Bengal.

[4-40—4-50 p.m.]

Mr. Speaker: Does the province of Bengal mean a statutory body?

Sj. Basanta Kumar Panda: The province of Bengal has got some assets and those assets have to be divided by the Partition Council.

Mr. Speaker: I know it is a point of some importance and therefore I was checking it up. The assets of the province of Bengal for the purposes of that Act which you are referring to are assets belonging to the State as distinguished from statutory bodies. In your experience you have seen thousands of cases in the Calcutta High Court as to what are the liabilities of the State of West Bengal vis-a-vis Pakistan. The Indian Red Cross Society does not belong to the State of West Bengal. Why? For its existence it owes its origin to a statute passed by a legislative body.

Sj. Basanta Kumar Panda: And the statutory body manages that body.

Mr. Speaker: Why does it not come as an institution?

Sj. Basanta Kumar Panda: It does not come in as an institution because when a body is constituted by everybody by a statute and its activities are governed by that statute, it is not an institution as an institution is something which has got a spontaneous growth or is registered under the Indian Societies Act.

বেরুবে, সেই টাকা এই আইন অনুসারে আসতে পারে কি না এ প্রশ্নের জবাব পাইনি। তারপরের ইনফর্মেশন জানতে চাচ্ছি, উনি যেটা বলেছিলেন ক্লজ ৩(৫)এ যখন আমার নাম করেছেন তখন আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে আমার টার্মস এ্যান্ড কন্ডিশনস অব এপয়েন্টমেন্টএ লেখা আছে।......

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: This is another speech; I can not reply to all this.

Mr. Speaker: Dr. Chattopadhyaya, if you read the first line of clause 3, it is a complete answer.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

আমি বুঝতে পারলাম না, স্যার। আমি কোন ডিসকাসনের মধ্যে যাচ্ছি না। আমার কথা হচ্ছে, এই যে মর্টগেজের দলিল, এটা ভেস্টেড হচ্ছে কি না গভর্নমেন্টের হাতে? দ্বিতীয়, ইনফর্মেশন আমার নাম করে বলেছেন এপয়েন্টমেন্টের কথা। আমার এপয়েন্টমেন্টে লেখা আছে হোল টাইম অফিসার।

Mr. Speaker: Dr. Chattopadhyay, if you had listened to the speech, you had been told that if such an eventuality arose, the Chief Minister made it clear, he would bring in the necessary amendment.

I now put all the amendments to vote except Nos. 9, 19 and 23A.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that in clause 3, line 2, for the word "ten" the word "two" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Deben Sen that in clause 3(5), line 2, for the word "office" the word "service" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 3(5), line 4, for the words "entitled to" the word "enjoying" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 3(5), lines 6 and 7, the words "the State Government in consultation with" be omitted, was then put and lost

The moion of Dr. A. M. O. Ghani that for clause 3(5), the following be substituted, namely:—

"(5) Persons in the employment of the hospital immediately before the appointed day shall as from that day be deemed to be employees of the State Government and shall enjoy the terms and conditions including pension scheme as enjoyed by other Government employees of the State."

was then put and lost.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that after clause 3(5), the following be inserted, namely:—

"(6) Notwithstanding anything contained in clause (5) no person employed in the institution and continuing in office immediately before the appointed day shall be deemed to be an employee of the State Government, if he within a period of three months from the appointed day, makes an application to the State Government refusing to be deemed as an employee of the State Government and expressing his willingness to continue his service on the terms and conditions to which he was entitled before the appointed day."

was then put and lost.

Mr. Speaker: What about the co-operative society which came into being under Act IV of 1912? This is also under an Act.

Sj. Basanta Kumar Panda: Co-operative Societies Act was a general Act by which innumerable societies have grown up. Now, this is a particular piece of legislation for the management of a particular fund and only one body was set up.

Mr. Speaker: Is it not a charitable institution?

Sj. Basanta Kumar Panda: It was before it was taken over by the Government. Now it has got multiple functions.

Mr. Speaker: But a charitable society may have multiple functions. A charitable institution may have a large number charitable objects in view. Because it has more than one object in view it does not cease to be a charitable institution for that purpose. If that construction is correct it will come under 28.

Sj. Basanta Kumar Panda: Of course, the word 'institution' or body has not been defined anywhere in the body of the constitution. We follow the General Clauses Act for the purpose of interpretation or the dictionary meaning. You are well acquainted with these cases and you have seen that it has been laid down in many of the highest courts that institution has been defined either of spontaneous non-official growth or some societies under the Indian Societies Act of 1860. This society does not fall within that. Incorporation, regulation and winding up of corporations, other than those specified in List I and universities; unincorporated trading, literary, scientific, religious and other societies and association. It does not fall within that.

Mr. Speaker: The word 'charity' has acquired a technical meaning since Premsell case—relief to property, advancement of religious, education and other purposes beneficial to the community.

Mr. Panda, your case, if I have been correctly able to guess, is that this House has no constitutional right to legislate on this question because it is not covered either by Seventh Schedule, List II or List III. You have made your point quite clear.

Point of Privilege

Sj. Gopal Basu:

মিঃ স্পীকার, স্যার, অন এ পয়েন্ট অফ প্রিভিলেজ। আপনি ডাঃ চ্যাটার্জিকে এই বিলে স্কোপ নেই বলে আলোচনায় যেভাবে বসিয়ে দিয়েছেন, তাতে আমি মনে করি এই হাউসের একজন সদস্যের অধিকার ক্ষুণ্ন করা হয়েছে।

Mr. Speaker: I have never asked him to stop. Do not put something in my mouth which I never have said. I said to Dr. Chatterjee that I did not approve of the line of his speech and that every member must make the speech within the scope of the Bill. The Bill has nothing to do with what the Chairman did, when the budget of the Red Cross was passed, whether in the name of the Red Cross Society, Congress has utilised it. I have disallowed it and I will continue to disallow it.

Sj. Bankim Mukherji: That is a question of privilege.

Mr. Speaker: Mr. Mukherji, you were not here when I said this. Before arguing the question of privilege I think it would be better if you read it.

Sj. Bankim Mukherji: It would not be possible to do it today.

Mr. Speaker: Then you hear it from Dr. Chatterjee.

Sj. Bankim Mukherji: I have heard it from Dr. Chatterjee. I have just now heard it from you. Whether I was present or not is immaterial.

Mr. Speaker: I do not agree with you.

[4-50—5-15 p.m.]

Sj. Bankim Mukherji:

আপনি ক্লজ ৩ যদি দেখেন তাতে রয়েছে বহু কিছু, যার ভিতর আর্মড ফোর্সেস ছাড়াও care of those suffering from tuberculosis, maternity and child welfare, nursing, ambulance work.

ইত্যাদি জেনারেল পারপাসেস অনেকগুলি রয়েছে। যে সেকশন ৭ অ্যামেন্ড ক'রে দেওয়া হচ্ছে এই ক্লজ ৩তে অর্থাৎ তাতে ক'রে বহু রকম জেনারেল পারপাস অফ দি রেড ক্রস সোসাইটি যা এই ক্লজ ৩তে আছে, তা যদি দেখেন তা হ'লেই বুঝবেন যে চ্যারিটেবল পারপাসেসএর ভিতর এসে যাচ্ছে এবং এই পর্যন্ত যেভাবে কাজ চলছে সেই পারভিউতে যদি এই অর্গানিজেশনের ব্রডবেস যেভাবে কাজ চলছে, আজকে যেভাবে ফান্ড সমস্ত দেওয়া হচ্ছে, কতকগুলি জিনিস পুরানো রাখা হচ্ছে, কতকগুলি জিনিস নূতন করা হচ্ছে এবং এখানে সেকশন ৭ অ্যামেন্ড করা হচ্ছে, অতএব জেনারেল পারপাসেস অফ দি রেড ক্রস সোসাইটি যা ক্লজ ৩এর মধ্যে রয়েছে সেই জেনারেল পারপাসেস অফ দি রেড ক্রস সোসাইটির সম্বন্ধে এই অ্যাসেমব্লিতে নিশ্চয়ই আমরা আলোচনা করতে পারি। যদি আলোচনা না করি তা হ'লে পর আমরা আমাদের কর্তব্যের ত্রুটি করব। কাজেই এই সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান আছে, কিভাবে কাজ হচ্ছে সে সম্বন্ধে নিশ্চয়ই আমরা বলব। আর তা না হ'লে যদি এই বিল শুধু পাকিস্থানে কি হবে সেই পোরসন হ'ত তা হ'লে এই সমস্ত ইরেলেভ্যান্ট হ'ত। কিন্তু এখানে ক্লজ ৩এর অ্যামেন্ডমেন্ট হচ্ছে সেটা জেনারেল পারপাস অফ দি বিল সেই জেনারেল পারপাসেও রেড ক্রস সোসাইটি কিভাবে কাজে লাগছে বা লাগছে না তার সম্বন্ধে নিশ্চয়ই আমাদের বলবার অধিকার আছে।

Mr. Speaker: Mr. Mukherji, Mr. Saroj Roy was good enough to draw my attention to this Section—Clause 3 of the Amending Bill—and I immediately said straighaway that the scope of the Bill was partition. I will allow you to criticise this section, but under the guise of criticising this particular clause if you go on travelling all over the place as to whether

যা তিনি আগে বাজেট পাস হয়ে যাবার সময় বলেছেন তা

I shall certainly disallow that.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay: On a point of personal explanation, Sir. I was speaking about the object of the Bill and the work that the Red Cross people was doing. They were distributing red cross materials in a jeep car. That comes within the purview of the Bill.

Mr. Speaker: What is the object of the Bill? Whether you criticise or oppose the Bill I am not interested in the least. The fate of the Bill, whatever it is, it is for members of the House to decide.

I have been telling you over and over again that clause 3, as I read it, merely means this—what are the additional objectives, viz. aid to the sick and wounded members of the Armed Forces and so on. You can certainly say that if they are armed with this power, you see some future difficulty. I shall certainly allow such criticism but not any reference to the past..

Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Misra, Sj. Monoranjan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Dhirendra Narayan
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Muzaffar Hussain, Janab
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 54 and the Noes 139, the motion was lost.

The motion of Sj. Deben Sen that in clause 3(5), line 5, after the words "appointed day" the words "and not being less advantageous than what the terms and conditions of such persons employed in other State-owned and managed Hospitals in Calcutta are" be inserted, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—54.

Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bera, Sj. Sasabindu
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhagat Sj. Mangru
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Ganguli, Sj. Amal Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Ramanuj
Hansda, Sj. Turku
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Majhi, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mondal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Mitra, Sj. Satkari
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Roy Choudhury, Sj. Khagendra Kumar
Sen, Sj. Deben
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan

Sj. Bankim Mukherji: You have just now said that after Sj. Saroj Roy had pointed out Clause 3, you were kind enough to say that when clause 3 would be discussed, he would be allowed to discuss such things. If that is so, if you allow it during the discussion of Clause 3, you may allow it now also. What is permissible during discussion of clauses should be permissible when there is a general debate. Certainly, the general debate cannot be conducted on an abstract basis but on the basis of the clauses.

Mr. Speaker: Mr. Mukherjee, you are fully conversant with the procedure of the House. Do you not agree that the scope of a Bill, when it is introduced as a first measure, is different from the scope of an amending Bill?

Sj. Bankim Mukherji: Yes. You please allow Dr. Hiren Chatterjee to continue his speech.

Mr. Speaker: If Mr. Chatterjee gives an assurance that he is not going to bring in matters which are not germane to this Bill, he will certainly be allowed to continue. Moreover, I did not stop him. He sat down himself.

[At this stage the House was adjourned for fifteen minutes.]

[After adjournment]

[5-15—5-25 p.m.]

Mr. Speaker: Is Mr. Bankim Mukherjee present in the House?

Sj. Canesh Chosh: He will be coming just now.

[At this stage Sj. Bankim Mukherji entered the chamber.]

Mr. Speaker: He is here now. Let me tell honourable members that yesterday there was a Municipal Amendment Bill and, in one of the sections, there was a question of giving further opportunity to a person to file return of election expenses after an election. When the honourable members generally argued that the object of an amendment was bad, it may lead to disastrous results, it may lead to nepotism, it may lead to prejudice, and so on, I allowed all the discussion; it was a legitimate thing to argue because every member had a right to tell the House what consequences are likely to follow in the event of new objects being put in. To that extent I entirely agree with the honourable members that it is within their rights to criticise the competence, the object and the scope of the proposed amendment.

Sj. Canesh Chosh:

স্যার, আপনি যখন কংগ্রেসের নাম বলেন তখন—

Mr. Speaker: Mr. Ghosh, I might give you this information that the Congress or the Communist or the P.S.P. leaves me utterly cold. I can never claim to be a die-hard man.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

স্যার, আমার একটা কথা বলবার আছে—

Mr. Speaker: Mr. Chakravorty, another member is on his legs.

NOES—138.

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Prafulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Monilal
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Bouri, Sj. Nepal
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bijoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Monoranjan
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Dhirendra Narayan
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Muzaffar Hussain, Janab
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 54 and the Noes 138, the motion was lost.

Sj. Bankim Mukherji: Without any discrimination, I think this amendment would be quite in order.

এটা যদি যোগ করে দি 'উইদাউট এনি ডিস্‌ক্রিমিনেশন' তাহলে আমার মনে হয় এটায় স্কোপ আছে।

Mr. Speaker: What is the discrimination in the proposed amendment?

Sj. Bankim Mukherji:

আমার ধারণা আমরা যদি দেখাই ডিসক্রিমিনেশন কাকে কাকে বলা যায়—

Mr. Speaker:

তাতেও আপনার অ্যামেন্ডিং হবে না।

Sj. Bankim Mukherji:

আমরা যা ফার্স্ট রিডিংএর সময় উল্লেখ করছিলাম—

Mr. Speaker: Mr. Mukherji, if you express pious hopes and pray for the best, it is well.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay: The Act is very much like that.

Mr. Speaker: The difficulty is that there are experts here with knives and stethoscopes.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay: To be an expert with knives is necessary than to be an expert in politics.

Mr. Speaker: But knives are not necessary to amputate a Bill.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay: Knives are sometimes necessary to amputate the gangrenous portions. ....

Sj. Bankim Mukherji: Sir, in this House, our Leader is also an expert in knives and stethoscope.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

এ যে বৈঠকখানার মতন হয়ে যাচ্ছে।

Mr. Speaker:

আমার ইচ্ছা তাই—

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

আপনার ইচ্ছা হলেই হবে না—আমি উঠছি অন এ পয়েন্ট অফ প্রিভিলেজ—

Mr. Speaker: Will you resume your seat?

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty: You must allow me to speak.

Mr. Speaker: No, I will not.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty: Then I will not resume my seat.

Mr. Speaker: Then you will have to leave this House.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty: Never.

Mr. Speaker: You will.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty: On a point of privilege.

Mr. Speaker: I am asking you to resume your seat.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty: I am on a point of privilege.

The motion of Dr. Ranendra Nath Sen that after clause 3(5) the following be added, namely:—

"(6) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no employee of the R. G. Kar Medical College and Hospital, shall be disqualified from either standing as a candidate in any election for or to continue as member of Legislative Assembly, Parliament and Local Body, for ten years."

was then put and a division taken with the following result:—

AYES—54.

Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bera, Sj. Sasabindu
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhagat, Sj. Mangru
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Ganguli, Sj. Amal Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj Ganesh
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Ramanuj
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Majhi, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Mitra, Sj. Satkari
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Roy Choudhury, Sj. Khagendra Kumar
Sen, Sj. Deben
Sen. Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan

NOES—139.

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Monilal
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Bouri, Sj. Nepal
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Doluі, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das

Mr. Speaker: I am asking you to resume your seat. You are not going to take up that dictatorial attitude. When members given in certain pleasantries, I think, the Speaker of the House is entitled to allow that.

[At this stage Sj. Jatindra Chandra Chakravorty again rose to speak.]

Sit down, sit down.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty: That's not the way to ask.........

[At this stage, Sj. Subodh Banerjee, Janab Syed Badruddoja, Dr. Ranendra Nath Sen, Sj. Narayan Chobey, Dr. Jnanendra Nath Mazumdar, Sj. Gangadhar Naskar and several other members of the Opposition benches simultaneously rose to speak.]

[Noise ... interruptions ... uproar.]

Dr. Ranendra Nath Sen:

আপনি চোখ রাঙাতে পারেন না। আপনি স্পীকার হ'তে পারেন, আপনিও ইলেক্টেড মেম্বার। আমরাও ইলেক্টেড মেম্বার। কোন স্পীকারের দয়ায় আমরা এখানে আসি নি, আপনি বলবেন 'সিট ডাউন'। আপনি মনে করবেন না আমরা এখানে যেন আপনার বাড়ির চাকর, আপনি বিহেভ করতে শিখুন নইলে অনেক দুর্গতি আছে।

Dr. Jnanendra Nath Majumdar: This attitude is absolutely unparliamentary.

(A voice from the Opposition Benches. We are not going to see your red eyes.)

Mr. Speaker: I will just tell you something.

[5-25—5-35 p.m.]

Dr. Ranendra Nath Sen: Three days we have tolerated this.

Mr. Speaker: What I objected to was Shri Jatin Chakravorty's remark.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty: Yes, it is a fact. It has become a drawing room.

কয়েকদিন ধরেই দেখছি যে, যখন বিলের আলোচনা চলে, যখন আমরা একটা পয়েন্ট ডেভেলপ করতে আরম্ভ করি স্পীকার তার মাঝখানে আমাদের ইন্টারাপ্ট করেন। তিনি তা করতে পারেন যদি আমরা কিছু ইরেলেভ্যান্ট বলি—হি মে রুল আস আউট। কিন্তু মাঝখানে ইন্টারাপ্ট করার ফলে যে পয়েন্ট আমরা ডেভেলপ করতে চাই তা ডেভেলপ করতে পারি না। সেজন্য আমি আবার রিপিট করছি যে, এটা একটা ড্রইংরুমের পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে এবং আপনার কাছে অনুরোধ যে, স্পীকার যদি কম কথা বলেন তা হ'লে আমাদের বিরোধী দলের সভ্যদের পক্ষে সুবিধা হয়।

Mr. Speaker:

আমি বলছি যে—

So long you contravene the rules of debate I will have to oppose.

The point is this. A positive charge was made against me.

আমি কংগ্রেসের নাম করলেই থামিয়ে দিই—

If Ganesh Babu thinks that he seriously said so, I again give him the liberty to repeat it. Ganesh Babu, I will ask you, do you seriously think that because the word 'Congress' was mentioned by Dr. Chatterjee, I intervened?

Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Ma'l ok, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Mazicuddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Misra, Sj. Monoranjan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Raikrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Dhirendra Narayan
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Muzaffar Hussain, Janab
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 54 and the Noes 139, the motion was lost.

The question that clause 3 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Submission of Memorandum of refugees of Sealdah Station to the Chief Minister.

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

माननीय স্পীকার মহোদয়, শিয়ালদহ স্টেশনে অবস্থানকারী উদ্বাস্তুগণ এসেমব্লী অভিমুখে আসছিল, তাদের উদ্দেশ্য ছিল চিফ মিনিস্টারকে একটা স্মারকলিপি দেওয়া; কিন্তু রাজভবনের ওদিকে পুলিশ তাদের আটক করেছে, আসতে দেয় নি।

Mr. Speaker:

ডাঃ ব্যানার্জি, এসব ব্যাপারে আমি কি করব?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আপনি স্মারকলিপিটা পাঠিয়ে দেবেন।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

শুধু স্মারকলিপি নয়, তারা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

Sj. Ganesh Ghosh:

ডাঃ চ্যাটার্জি বলতে গিয়েছিলেন যে রেড ক্রসের জিনিস ডিস্ট্রিবিউশন হয়েছে কংগ্রেস ফ্ল্যাগ উড়িয়ে। একথা বলার পরে মনে হয়—

Mr. Speaker: Do you think that is within the scope of the Bill and that I was protecting the Congress?

Sj. Ganesh Ghosh:

কিন্তু আপনার এটিচুড এমন হয়েছে—

Mr. Speaker: All I can say is that it was farthest from my mind. However I might have behaved in this House, however strongly I might have spoken in the House, one thing is positively clear—I have never taken sides.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, ৩ নম্বর ক্লজে আছে কি কি কাজ রেড ক্রস করতে পারবে। অতএব সেই কাজ করবার ক্ষেত্রে সেখানে আমরা কি ব্যতিক্রম দেখেছি সেকথা বললে পরে ইররেলেভ্যান্ট হয় না।

Mr. Speaker:

আপনি জোর ক'রে বললেও আপনার সঙ্গে আমি এগ্রি করি না।

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay:

এগ্রি না করলেও আমি বলছি যে, কেয়ার অফ দোজ সাফারিং ফ্রম টিউবারকুলোসিস' তাদের এই উদ্দেশ্য। আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, প্রত্যেক বছর প্রায় ৪০ হাজার টাকা খরচ হয় যাদবপুরে কতকগুলি বেড মেনটেন করবার জন্য। আমি বলছি যে, যদি একটা এনকোয়ারি কমিটি বসান এ পর্যন্ত যেসমস্ত রোগী ভর্তি হয়েছে তারা কোথা থেকে এসেছে, কার রেকমেন্ডেশনে এসেছে, এখানে কোন ডিসক্রিমিনেশন হয়েছে কিনা এ সম্বন্ধে, তা হ'লে আমি যেকথা বলেছিলাম সেটা এস্টাব্লিশড হয়ে যাবে। সত্যই এটা একটা আদর্শস্থানীয় প্রতিষ্ঠান কিন্তু রেড ক্রস থেকে যখন জিনিস বিতরণ করা হয় লোককে সাহায্য করবার জন্য তখন সেখানে ডিফারেনসিয়েশন, ডিসক্রিমিনেশন হয়। তার মধ্যে কোন রকম রাজনৈতিক দলের ছাপ আনা উচিত নয়—সে বামপন্থী রাজনৈতিক দল হোক বা কংগ্রেস রাজনৈতিক দল হোক। সঙ্গে সঙ্গে আমি বলতে বাধ্য যে সেই রেড ক্রস থেকে যখন জিনিস বিতরণ করা হয়েছে তখন কংগ্রেস ফ্ল্যাগ জীপে উড়িয়ে তা করা হয়েছে এবং সেটা কোন অরাজনৈতিক দল নয়। আমি জানি থিওরেটিক্যালি রেড ক্রসের যা উদ্দেশ্য সেটা অত্যন্ত ভাল। আপনি যেমন এইমাত্র বললেন যে একটা অ্যাক্টের দ্বারা এটা হয়েছে কিন্তু সেই অ্যাক্ট কি ক'রে এক্জিকিউটেড হয়েছে সেটা যদি দেখা যায় তা হ'লে দেখব যে, শিব গড়তে গিয়ে বাঁদর তৈরি হয়েছে। আমার বক্তব্য হচ্ছে যে, এখানে কোন রকম ডিসক্রিমিনেশন করা উচিত নয় এবং এমন পদ্ধতিতে কাজ করা দরকার যাতে কোন লোক কোন রকম সমালোচনা না করতে পারে—সেই উদ্দেশ্য থাকা উচিত এবং সেই উদ্দেশ্যকে সার্থক করতে গেলে পর এমন লোক বা ম্যানেজিং কমিটি সেখানে থাকা উচিত যার উপর কোন রাজনৈতিক দলের কোনরকম দোষারোপ আসতে পারে না। তাই বলছি যে, ১৯৫২ সাল থেকে খাদ্যমন্ত্রী মহাশয় এখানে চেয়ারম্যান আছেন। কলকাতা হাইকোর্টের কি কোন জজ নেই যাঁরা কোন রাজনৈতিক দলের মধ্যে নেই, যাঁদের উপর কোন পার্টি কোন দোষারোপ করতে পারে না—এমন লোক কি পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া যায় না? তাই এর উদ্দেশ্যগুলি সৎ হ'লেও আমি সমালোচনা করতে বাধ্য হচ্ছি এবং আমি জানি এ সম্বন্ধে যদি একটু অনুসন্ধান করা হয় একটা এনকোয়ারি কমিটি বসিয়ে তা হ'লে আমি যে কথাগুলি বলেছি তার প্রত্যেকটা এস্টাব্লিশ হবে। আজকে অবশ্য যে ঘটনা ঘটে গেল এই অ্যাসেমব্লির মধ্যে তারপরে আমার বক্তৃতা করার আর কিছু থাকবে না, কারণ নিমন্ত্রণবাড়িতে খেতে ব'সে যদি তিনবার পাতা বদলানো হয় তা হ'লে সেখানে ক্ষুধাও চলে যায় এবং নিমন্ত্রণের যে ডিগনিটি সেটাও নষ্ট হয়ে যায়—এটাই আমার বক্তব্য।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: মেমোরান্ডামটা আগে পাঠিয়ে দেবেন, তারপর আমি তারিখ দেব।

Dr. Suresh Chandra Banerjee: তারা আমাকে মেমোরান্ডাম দিয়েছে—আমি আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি।

The R. C. Kar Medical College and Hospital Bill, 1958.

[6-5—6-15 p.m.]

Clause 4

Sj. Apurba Lal Majumdar: Sir, I beg to move that in clause 4, lines 2 and 3, for the words "for which they were being used immediately before the appointed day" the words "of the promotion of public health and for better management and maintenance of the institution" be substituted.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এটা ফর্মাল এ্যামেন্ডমেন্ট, কারণ স্টেটমেন্ট অব অবজেক্ট এ্যান্ড রিজনস্ করার সময় বলেছেন

serious irregularities of running and maintenance of the institution

যেভাবে ক্লজটা ড্রাফট করা হয়েছে, তাতে অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে, বিল্ডিং বা সম্পত্তি যেভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে ঠিক সেইভাবে সরকার করতে পারেন। বিল্ডিং ডিমলিস করা রিমডেল করা, রিপেয়ার করা, নতুন বিল্ডিং করে হাসপাতাল বাড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে অসুবিধা হতে পারে। সেজন্য বর্তমান বিল্ডিংএর যে অবস্থা আছে সেটারই রিমডেলিং এবং বেটার এ্যাডমিনিস্ট্রেসনের জন্য আমি এই এ্যামেন্ডমেন্ট মুভ করছি।

The motion of Sj. Apurba Lal Majumdar that in clause 4, lines 2 and 3, for the words "for which they were being used immediately before the appointed day" the words "of the promotion of public health and for better management and maintenance of the institution" be substituted, was then put and lost.

The question that clause 4 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Mr. Speaker:—The new clause 4A is out of order.

Clause 5

Dr. Narayan Chandra Ray: Sir, I beg to move that in clause 5(1), line 2, after the words "a Committee" the words "within 31st July 1958" be inserted.

I also move that in clause 5(2)(f), line 1, for the words "four persons" the words "three persons" be substituted.

আমার এ্যামেন্ডমেন্টএর মানে হচ্ছে একটা টাইম স্পেসিফিকেশন দিন। নতুবা ডিলেটরী মেথড হয়। আমরা তাড়াতাড়ি জানতে চাই কলেজ সম্বন্ধে কি হচ্ছে। তার প্রাইমারী জিনিস হচ্ছে এই কমিটি। মুখ্যমন্ত্রীর কথা শুনে যা বুঝেছি তাতে বলা যায় এই কমিটি মারফৎ বাকি সব কিছু হবে। এই কমিটি যাতে তাড়াতাড়ি হয় তার জন্য উইদইন ৩১এ জুলাই রেখেছি। তার মানে হচ্ছে, যত তাড়াতাড়ি পারেন কমিটি করে জানান।

এক মিনিট তো লাগে সরকারের তা করতে।

তারপর এ্যামেন্ডমেন্ট ৪৬, সেখানে

4 persons interested in medical education and public health nominated by the State Government

এটা আমি এখানে চেয়েছি। আমার বক্তব্য হচ্ছে—ঐ ইনস্টিটিউশন থেকে আপনারা যেখানে দুজন নিয়েছেন, আর পাবলিক থেকে ৪ জন নিয়েছেন, আমি সেখানে বলতে চাই, এখান থেকে তিনজন, আর ওখান থেকে তিনজন করে নিন।

Dr. Brindabon Behari Bose:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, দি ইন্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটি (বেঙ্গল ব্র্যাঞ্চ) অ্যামেন্ডমেন্ট বিল আলোচনাপ্রসঙ্গে প্রথমে যে কথার উল্লেখ করা দরকার সেটা হচ্ছে এই সোসাইটির ম্যানেজিং কমিটিকে ১৯২০ সালের পরে জয়েন্ট ওয়ার্কিং কমিটি থেকে ইন্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটিতে রূপান্তরিত করা হয়। তখন থেকে এই প্রতিষ্ঠানটির ম্যানেজিং কমিটি সম্পূর্ণরূপে নমিনেটেড প্রথায় চলে আসছে। তার ফলে দেখা যাচ্ছে যখনই যে সরকার, যে দলের হাতে সরকার থাকে তখনই সেই সরকার তাঁদের নিজস্ব দলীয় প্রচারে এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠানটিকে ব্যবহার ক'রে আসছেন। ১৯৪২ সালের দুর্ভিক্ষের সময় দেখা গেল যে, এই জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানটির কর্মসূচির মধ্যে কিছু পরিবর্তন এসেছে। সেই সময় তাঁরা শিবিরের লোকের মধ্যে কিছু কিছু সেবাকার্য আরম্ভ করেন কিন্তু এর কাজ নিবদ্ধ থাকে না আহত সৈনিকদের সেবায় এবং স্বার্থে। তার ফলে এই প্রতিষ্ঠানটির মধ্যে সাধারণ মানুষকে সভ্য হবার সুযোগ দেওয়া হ'ল এবং এই প্রতিষ্ঠানটির ফান্ডে লটারি এবং অন্যান্য জিনিস মারফত টাকা তোলা আরম্ভ হ'ল। এখনও সাধারণ লোকদের বা সভ্যদের নির্বাচিত হবার বা একজিকিউটিভ কমিটিতে যাবার কোন সুযোগ দেওয়া হ'ল না।

Mr. Speaker: Section 6(b) of the 1950 amending Act provides for managing committees—the managing committee shall consist of the following members—The Vice-Chancellor of the University of Calcutta, the Administrative Officer of the Corporation.........

Dr. Brindaban Behari Basu: They are nominated members, not elected members.

Mr. Speaker: They are not nominated; they are always ex-officio members. What about the President, Bengal Chamber of Commerce, President, National Chamber of Commerce, President, Indian Chamber of Commerce and other Chambers of Commerce? They are members of the Society elected at a general meeting. They are elected; some members are holding office ex-officio.

Dr. Brindabon Behari Bose:

আমার বক্তব্য হচ্ছে যে, প্রথমে সাধারণ সভ্যদের কোন সুযোগ ছিল না চাঁদা দেওয়ার এবং নির্বাচন প্রথাও তার মধ্যে নেই।

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay:

আগে ৫টা ছিল, ডেমোক্রেসির হাতে সেটা ৩টা হয়েছে।

[5-35—5-45 p.m.]

Dr. Brindabon Behari Bose:

এই সোসাইটির ফান্ড অধিকাংশ সাধারণ মানুষ দিয়ে থাকে—সেই ফান্ডের পরিমাণ অনুসারে তাঁদের মধ্যে থেকে সভ্য নির্বাচন করা হয় না। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটই সর্বময় কর্তা, তিনি একজনকে সেক্রেটারি মনোনীত ক'রে থাকেন।

Mr. Speaker: Dr. Bose, I want to say this......

Sj. Subodh Banerjee: Sir, I want to mention one thing.
তিনি তাঁর বক্তব্য আপনার মাধ্যমে মিনিস্টারএর কাছে রাখছেন, মিনিস্টার তাই উত্তরে তাঁর বক্তব্য বলতে পারেন বলবেন, না পারেন বলবেন না।

Mr. Speaker: Am I not entitled to express myself at all?

Sj. Apurba Lal Majumdar: Sir, I beg to move that in clause 5(1), line 2, after the words "appoint a Committee" the words "within two months from the appointed day" be inserted.

I also move that in clause 5(2)(c), line 1, for the words "two persons appointed by the State Government" the words "four persons elected" be substituted.

I further move that in clause 5(2)(f), line 1, for the words "four persons" the words "one person" be substituted.

আমার ২৭, ৩৪, ৪৮ এই তিনটি অ্যামেন্ডমেন্ট আছে। প্রথম অ্যামেন্ডমেন্ট হচ্ছে—

After the words "appoint a Committee"

Within two months from the appointed day.

এই দাবী করছি। এখানে কোন টাইম লিমিট বলে কিছু নাই।

Mr. Speaker: Your amendment No. 27 falls through in view of the loss of a previous amendment specifying 31st July.

Sj. Apurba Lal Majumdar:

আমার নেক্সট অ্যামেন্ডমেন্ট হচ্ছে ৩৪; এখানে বলছি—

Two persons appointed by the State Government four persons elected.

যেখানে আপনি বলছেন সিনিয়র স্টাফএর মধ্য থেকে দু' জন অ্যাপোয়েন্টেড হবে সেখানে আমি বলছি- ৪ জন হোক, অ্যান্ড দে মাস্ট বি ইলেকটেড।

তারপর অ্যামেন্ডমেন্ট ৪৮, যেখানে তাঁরা ৪ জন বলছেন সেখানে আমি বলছি—ওয়ান পার্সন'।

four persons interested in medical education and public health nominated by the State Government.

এখানে 'ওয়ান পার্সন' হওয়া উচিত। কারণ নমিনেশনএর সংখ্যা আমি কমাতে চাই, বাড়াতে চাই না।

[6-15—6-25 p.m.]

Sj. Subodh Banerjee: Sir, I beg to move that for clause 5(2)(c), the following be substituted, namely:—

"(c) two persons elected by and from among the members of the teaching staff of the institution in the manner prescribed by rules in this behalf;".

Sir, I also beg to move that in clause 5(2)(e), line 2, for the words "nominated by the Vice-Chancellor" the words "elected by the Syndicate" be substituted.

Sir, I also beg to move that in clause 5(2)(f), line 1, for the words "four persons" the words "two persons" be substituted.

স্পীকার মহোদয়, ৫নং ধারায় আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল কমিটির গঠনের নিয়মকানুন বলা হয়েছে। এখন এই ৫নং ধারার ২নং উপধারার (সি) ক্লজে বলা হয়েছে যে এই কমিটিতে সিনিয়র মেম্বার থেকে দুইজন সদস্য সরকার অ্যাপয়েন্ট করবেন। মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি দেখুন এখানে এই কথা রয়েছে—

appointed by the State Government from amongst the Senior members

এই বিলের মধ্যে কোথাও সিনিয়র মেম্বারএর কোন ডেফিনিশন নেই। কাকে সিনিয়র মেম্বার কি করে বলবেন—

how to determine who is senior and who is not.

Sj. Subodh Banerjee:

উনি যা বলছেন সেগুলি কি ইররেলেভ্যান্ট? এখানে আপনার বিজনেস কি বুঝতে পারলাম না,

to the Chair I am addressing. We do feel as members of this House.

যে, চেয়ারম্যান হয়ে আপনি যদি এইভাবে বলেন এবং এই ধরনের কমেন্ট করেন তা হ'লে তাতে চেয়ারের ডিগনিটি লোয়ার করা হয়—ইট মে সাউন্ড ভেরি হার্স।

Mr. Speaker: It does not sound harsh at all.

Dr. Brindabon Behari Bose:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলির এম্‌স অ্যান্ড অবজেক্টস যা আছে যে,

aid to sick members of the Armed Forces of the Union of India, child and maternity welfare.

এই জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের এই কার্যসূচি অন্যান্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের কার্যসূচির মত সত্যাসত্য পালন করা হচ্ছে না, তার মধ্যে গলদ ও ত্রুটি আছে, তা এই অ্যামেন্ডমেন্টএর সময় আলোচনা করা দরকার। আমি কয়েকটা দৃষ্টান্ত আপনার সামনে দেব। শহরের অলিগলিতে ৪।৫টা মিল্ক ক্যান্টিন আছে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার ও মেটারনিটির সাহায্যের জন্য। যেটা ধনী এলাকা, যেখানে মোটেই বস্তি নাই সেখানে ৪।৫টা ক'রে মিল্ক ক্যান্টিন অথচ পল্লীগ্রামে বারবার দরখাস্ত করলেও মিল্ক ক্যান্টিন খোলা হয় না। আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি। তেলি-হাটি গ্রামের অনন্ত চক্রবর্তী ১৯৫৪ সালে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দরখাস্ত করলেন এই আবেদন জানিয়ে যে, ওখানে মিল্ক ক্যান্টিন খোলা দরকার। ৩টা রিমাইন্ডার দেওয়া হ'ল। কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট কালোবরণ ঘোষ তিনি ওখানকার রেড ক্রসের সেক্রেটারী, সেই ভদ্রলোককে ডেকে বলেন, কংগ্রেসের কাজকর্ম আপনারা কিছু করেন, আপনারা কেন রেড ক্রসের সাহায্য পাবেন। যাই হোক, এই ক'রে শেষ পর্যন্ত চাইল্ড ও মেটারনিটি ওয়েলফেয়ার কিছুই হ'ল না। তারপর এই সেক্রেটারি মহাশয় হাবু কুন্ডু ব'লে একটি ছেলেকে স্টোর-কীপার হিসাবে কাজে নিয়োগ করেন—এই ছেলেটি নন-ম্যাট্রিক, সেক্রেটারী মহাশয়ের নির্বাচনী এলাকায় কাজ করার জন্য পুরস্কার হিসাবে স্টোরকীপারএর কাজ দেওয়া হয়। তার ৬ সপ্তাহ পরেই একদিন দেখা গেল সে ২৫০ পাউন্ড দুধ একটা চায়ের দোকানে বিক্রি করতে যাচ্ছে। লোকজন তাকে পুলিসে ধরিয়ে দেয়—পুলিস তাকে গ্রেপ্তার করে, কিন্তু মণ্ডল কংগ্রেসের কর্তা তাকে ছাড়িয়ে আনবার জন্য তম্বির করছে। অবশ্য তাকে কয়েকদিন হাজত বাস করতে হয়েছিল। তারপর, আর-একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। হাওড়া জেলার উপকণ্ঠে ৪০ বৎসরের পুরাতন পারিজাত সমিতি—চিরকাল একজন কংগ্রেসী তার সভাপতি হয়ে এসেছেন। ১৯৫৭ সালে ডাঃ কানাই-লাল ভট্টাচার্য মহাশয় সেটার সভাপতি হন। আর তার সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার মিল্ক ক্যান্টিনটি বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'ল। কানাইবাবু জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্ম-চারীর সঙ্গে বহুদিন লড়াই করার পর ঐ মিল্ক ক্যান্টিনটি আবার চালান হয়। ভাল উদ্দেশ্য ও সদিচ্ছা থাকলেও এর কার্য পরিচালনার ব্যাপারে যথেষ্ট ত্রুটি আছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ব্যক্তিগত প্রয়োজনে এই প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করা হয়। আর-একটা কথা ব'লেই আমার বক্তব্য শেষ করব। এই প্রতিষ্ঠানের একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে এড টু দি সিক অ্যান্ড উন্ডেড সোলজার্স। আমি মনে করি যেসমস্ত পরিবার ও ব্যক্তি আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে দৈহিক, আর্থিক ও অন্যান্য নানাভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে তাঁদেরও সৈনিক ব'লে গণ্য ক'রে উপযুক্ত সাহায্য দান করা উচিত।

Dr. Golam Yazdani:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন যে, যে উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠানের নানাবিধ সাহায্য ও অর্থ বিতরণ হওয়ার কথা ঠিক সেই উদ্দেশ্যে এই সাহায্য দেওয়া হয় না বা তার অর্থও খরচ করা হয় না, কারণ এটা রাজনৈতিক মতবাদের ব্যাপারে এসে দাঁড়িয়েছে। আমার মতও তাই। এ সম্পর্কে আমি কয়েকটা কথা বলব। সাধারণভাবে মফঃস্বলে যা

সুতরাং এই কথা ভেগ হয়ে গেল। এই দিক থেকে এটা বাদ দেওয়া দরকার। যদি বলেন টীচিং ষ্টাফ, তাহলে তা বলে দিন। সিনিয়র মেম্বার হতে হবে এমন কি কথা আছে। এখানে অন্ততঃ সিনিয়র মেম্বারএর কোন ডেফিনিশন নেই। আমার বক্তব্য হচ্ছে, টিচিং ষ্টাফ থেকে দুইজন থাকবে এই কমিটিতে। এবং সেটা ষ্টেট গভর্নমেন্ট অ্যাপয়েন্ট করবেন কেন, এটা ইলেকশন হওয়া উচিত,

elected by and from amongst the teaching staff..

Mr. Speaker: The only clarification which you want from the Chief Minister is what would be the meaning of the words "Senior member."

Sj. Subodh Banerjee:

গভর্নমেন্ট যেখানে অ্যাপয়েন্ট করার কথা বলছেন সেখানে আমার বক্তব্য ইলেকশন হওয়া দরকার। কিন্তু ইলেকশন তিনি মানতে চান না।

আমার ২নং অ্যামেন্ডমেন্ট হচ্ছে, এখানে আছে?

one member of the Faculty in Medicine of the University of Calcutta nominated by the Vice-Chanceller of the State University. Why nominated by the Vice-Chancellor?

তাকে পাওয়ার দেওয়া হচ্ছে কেন? সেখানে একটা সিন্ডিকেট আছে, সিন্ডিকেট বলে দেবেন, দে উইল ইলেক্ট। আপনি বলছেন, মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টির একটা লোক দরকার। কে যাবে সেটা ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি সিন্ডিকেটএর উপর ভার দিন, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ইলেক্ট করে দেবে, সিন্ডিকেট বলে দেবে কে যাবে। ভাইস-চান্সেলারকে পাওয়ার দেবার কোন দরকার নেই। এটা এমন কিছু নীতির কথা নয়।

তারপর আমার নেক্সট অ্যামেন্ডমেন্ট হচ্ছে, নমিনেটেড মেম্বার এই কমিটিতে ৪ জন—ইন্টারেস্টেড ইন মেডিক্যাল অ্যান্ড পাবলিক হেল্থ এই রকম ৪ জনকে নমিনেশন করার ক্ষমতা সরকার নিচ্ছেন। এত নমিনেশন করার কি দরকার আছে। আমি মনে করি দুইজনেই সাফিসিয়েন্ট। সুতরাং এই ৪ জনের জায়গায় দুইজন করে দিন। সবই ত গভর্নমেন্ট বডি এখানে মেজরিটি, মাইনরিটির প্রশ্ন আসে না। এত নমিনেটেড মেম্বার রাখার দরকার নেই। ২।১ জন অন্ততঃ ইলেকশনএ থাক।

এই হচ্ছে আমার সংশোধনী প্রস্তাব।

Sj. Rabindra Nath Roy: Sir, I beg to move that for clause 5(2)(c), the following be substituted, namely:—

"(c) three persons elected by themselves from amongst the Members of the staff of the Institution;"

এই ক্লজ ৫এ বলা হয়েছে—

two persons appointed by the State Government from amongst senior members of the staff,

এখানে এই কথা বলতে চাই—

three persons will be elected from the senior staff.

এই কথা বলার কারণ হচ্ছে এই জন্য যে আমাদের যতদূর জানা আছে যে কোন একটা ইউনিভার্সিটি বা ঐ রকম পাবলিক ইন্সটিটিউশন বা গভর্নিং বডি তৈরি করতে গেলে অ্যাট লিস্ট ২৫ পারসেন্ট গভর্নিং বডিতে ইলেকটেড মেম্বারস থাকতে হবে। সেই নিয়মের ভিত্তি করেই বলছি—

three persons elected by themselves from amongst the members of the staff of the Institution

এবং এটাই করা উচিত।

কলকাতায় যেভাবে দুধ বিতরণ করা হয় তার মধ্যেও রাজনৈতিক মতভেদের তারতম্য রয়েছে। প্রথমতঃ, আমরা দেখতে পাই যে, মিল্ক ক্যান্টিন খুলতে হ'লে কংগ্রেসের মেম্বার না হ'লে হবে না। আমি এমন খবর জানি যে, কোথাও মিল্ক সেন্টার খোলার পরে রাজনৈতিক মতভেদের দরুন সেটা বন্ধ করে দেওয়া হয়। যারা দুঃস্থ মহিলা, অনাথ শিশু তাদের জন্যই মিল্ক সেন্টার খোলবার ব্যবস্থা, কিন্তু তার মধ্যে কে কত চাঁদা দিল না দিল সেই প্রশ্ন আসা উচিত নয়। ক্লজ ৯তে আছে যে

improvement of health, prevention of disease and mitigation of suffering and such other cognate objects as may be approved by the society from time to time.

এই যে কথাটা অ্যাপ্রুভড বাই দি সোসাইটি, এখানেই আমাদের সন্দেহ আছে, এখানেই আমরা আপত্তি করছি। অ্যাপ্রুভড্ বাই দি সোসাইটি কথাটা থাকলে সত্যিকারের যাদের পাওয়া উচিত তারা পাবে না। যদি জাতিধর্মনির্বিশেষে রাজনৈতিক মতবাদ বিবেচনা না ক'রে, এই প্রতিষ্ঠানের কার্য পরিচালিত হ'ত—যা নাকি রেড ক্রস সোসাইটির উদ্দেশ্য—তা হ'লে আমাদের বলবার কিছুই থাকত না। কিন্তু রাজনৈতিক মতবাদের প্রশ্ন এখানেও হানা দিয়েছে। এখানেই আমাদের যত কিছু আপত্তি, আমরা দেখছি এই সোসাইটি ভালভাবে কাজ করছে না, এই সোসাইটির ম্যানেজিং বডি ভালভাবে কাজ করছেন না—এটাই আমাদের একমাত্র কথা। আমরা বারেবারে বলেছি এই কাজগুলি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। আমাদের মতে রেড ক্রসের চেয়ারম্যান হিসাবে এমন ব্যক্তি কাজ করবেন যাঁর কোনরকম পলিটিক্যাল এফিলিয়েশন নাই। তিনি নন-পলিটিক্যাল হবেন।

[5-45—5-55 p.m.]

এইরকম একজন লোককে চেয়ারম্যান হিসাবে আমরা চাই। বর্তমানে রেড ক্রসের ম্যানেজিং কমিটিতে যেসব মেম্বার রয়েছে তার লিস্ট দেখলে দেখা যাবে কলিকাতা চেম্বার অব কমার্সের বাইরেও একটা চেম্বার বাদ পড়ে গেছে, তা হ'ল মুসলিম চেম্বার অব কমার্স। তার প্রেসিডেন্টকে নেওয়া উচিত ছিল। তাঁর কাছ থেকে ডোনেশনও পাওয়া যেত। বর্তমানে যা আছে তা থেকে ম্যানেজিং কমিটি আরও ভাল হ'ত এবং আমরা টাকাও অনেক বেশী পেতাম। তাই মুসলিম চেম্বারস অব কমার্স থেকে একজনকে ইনক্লুড করা উচিত।

Mr. Speaker: You can put in an amendment.

Dr. Golam Yazdani:

সমস্ত বিলের অ্যামেন্ডমেন্ট এখন নেওয়া হচ্ছে না। যে ডিফেক্টস রয়েছে শুধু তার প্রতি আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সরকারের তরফ থেকে ইনিসিয়েটিভ নিয়ে এ সম্বন্ধে কিছু করা উচিত। যেমন আপনি দেখবেন পুরাতন আইনে আছে, তিন জন লোককে ম্যানেজিং কমিটিতে এইভাবে নিতে হবে। যেমন—

Three members of the society elected at a general meeting.

এটা করা হয়েছে ১৯৫০এর বিলে—মেম্বারের সংখ্যা যখন অত্যন্ত কম ছিল। সেইজন্য করা হয়েছে তিনজন মাত্র মেম্বার ইলেক্টেড। বর্তমানে রেড ক্রসের মেম্বারের সংখ্যা একশ' গুণের বেশী বেড়ে গিয়েছে। তাই এক্ষেত্রে কেন আরও বেশী মেম্বারকে ইলেক্টেড ক'রে নেওয়া হবে না? এইভাবে রেড ক্রসের কাজ করলে জনসাধারণের কল্যাণ হয়, ভাল হয়। কাজেই এই সুযোগ দেওয়া হোক।

আরও কতকগুলি জিনিস আছে—এই ম্যানেজিং কমিটির পরিবর্তন হওয়া দরকার। আসল কথা হ'ল এই ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান একজন নন-পলিটিক্যাল ম্যান হওয়া উচিত। বর্তমানে চেয়ারম্যান খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন। তিনি চেয়ারম্যান থাকার জন্যই রেড ক্রসে রাজনীতি ও দুর্নীতি ঢুকেছে। মুসলিম চেম্বার অব কমার্স থেকে একজন মেম্বার নেওয়া দরকার এবং জেনারেল কমিটিতে মেম্বারের সংখ্যা আরও অনেক বাড়ান দরকার।

আরও একটা কথা বলতে চাই, তা হ'ল—এই রেড ক্রস একটা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। পশ্চিমবঙ্গ রেড ক্রস তার একটা ব্রাঞ্চ। রেড ক্রস প্রতিষ্ঠার মূলে অত্যান্ত মহৎ উদ্দেশ্য ছিল। রেড ক্রস দুর্গত লোকদের কাছে সাহায্য পৌঁছে দিত। যে মহান উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠান প্রথম করা হয়েছিল, সে উদ্দেশ্য পশ্চিমবঙ্গ রেড ক্রস দ্বারা সাধিত হচ্ছে না। যেভাবে আমাদের এখানে রেড ক্রসের কাজ পরিচালিত হচ্ছে তাতে আমার মনে হয়, যাঁরা মহৎ ধারণা নিয়ে এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন, তাঁদের অবমাননা করা হচ্ছে। যেভাবে এখন এটা এখানে পরিচালিত হচ্ছে তাতে কেবল পার্টি পলিটিকস ছাড়া আর কিছুই হচ্ছে না। এটা কংগ্রেসের প্রোপাগান্ডার মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা চাই রেড ক্রস এখন ভালভাবে, সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হোক, যাতে সত্যিকারের দুর্গতরা সাহায্য পেতে পারে। আমি গতবারে নানান প্রসংগে বলেছি, রেড ক্রসের জিনিস যা মফঃস্বলে পাঠান হয়, তা সবই কংগ্রেস কমিটির অফিসে পাঠান হয়। দলের লোক ছাড়া বাইরে কেউ সে জিনিস পায় না। আমাদের এই অভিমত যে, এই প্রতিষ্ঠান যে মহান উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার সংগে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যই জড়িত করা উচিত নয়।

Sj. Saroj Roy:

মিঃ স্পীকার, স্যার, এই বিলের স্টেটমেন্ট অব অবজেক্টস অ্যান্ড রিজনসএ আছে—ইন দি চেঞ্জড সার্কামস্ট্যান্সেস, আমার প্রশ্ন এখান থেকে এই চেঞ্জড সার্কামস্ট্যান্সেস—সরকার মনে করছেন ১৯৫০ সালে যে অ্যামেন্ডমেন্ট বিল নিয়ে এলেন, তার অরিজিন্যাল ৭ নম্বর সেকসনএ কতকগুলি ভাল জিনিস দিয়েছেন—

case of those suffering from tuberculosis, maternity and child welfare,

ইত্যাদি। সাধারণ মানুষ যাতে রেড ক্রস সোসাইটি থেকে সাধারণভাবে প্রয়োজনীয় সাহায্য পায়, তার একটা উদ্দেশ্য এখানে দেওয়া হয়েছে। এটা খুব ভাল কথা। এই সংগঠনের প্রথম ও প্রধান যে উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্যে কাজ এখানকার সংগঠন মারফত সাধারণভাবে ও ব্যাপকভাবে হবে না। তার প্রথম কারণ হ'ল, যেটা একটু আগে মেনশন করা হ'ল, বর্তমানে যে কমিটি বাংলাদেশে আছে, যেটা প্রভিন্সিয়াল কমিটির কাজ করছে, তাতে যদি এক্স-অফিসিও এবং নমিনেটেড মেম্বারস-এর সংখ্যা ধরা যায়, তা হ'লে দেখা যাবে তার সংখ্যা অনেক বেশী, আর ইলেকটেড মেম্বারের সংখ্যা কম। ১৯২০ সালের আইনে ইলেক্টেড মেম্বারসএর সংখ্যা ছিল ৫ জন, আর ১৯৫০ সালে সেটাকে অ্যামেন্ডমেন্ট ক'রে ইলেক্টেড মেম্বারসএর সংখ্যা কমিয়ে ৩ জন ক'রে দেওয়া হ'ল, এবং চরিত্রটা হ'ল লেস ডেমোক্র্যাটিক। এর কার্যকলাপ যেভাবে নেওয়া হচ্ছে সেটা আরও ডেমোক্র্যাটিক ওয়েতে এবং সর্বসাধারণের মাধ্যমে কাজ যাতে হ'তে পারে, সেই উদ্দেশ্যে এটা রাখা হয়েছে। কিন্তু এই বিল দেখে আমাদের মনে যথেষ্ট সন্দেহ হচ্ছে, এতদিন পর্যন্ত রেড ক্রসের কার্যকলাপ যেভাবে হ'তে দেখেছি, প্রাদেশিক কমিটি যেভাবে কাজ করছেন তাতে বোধহয় ফুললি স্যাটিসফাইড হই নি, তাই সাধারণ লোককে কি ক'রে সাহায্য করা যায়, চাইল্ড ওয়েলফেয়ারএ কি ক'রে সাহায্য করা যায়, টিউবারকিউলোসিস পেসেন্টদের কি ক'রে সাহায্য করা যায় ইত্যাদি জিনিস নূতন সার্কামস্ট্যান্সাসএ নিয়ে এসেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল এতদিনের কার্যকলাপ যে কমিটির দেখলাম, যার একখানা বই আছে—তাঁদের ইয়ারলি যেসমস্ত কাজকর্ম হয়, সেই সম্পর্কে একটা বই বের করেন। সেই বই দেখলে অবাক হয়ে যাবেন। তাতে সমস্ত লোকের নাম উল্লেখ আছে, কিন্তু তাদের অ্যাড্রেস লেখা নেই। কোন কোন ব্যক্তিকে স্ট্রেপটোমাইসিন দেওয়া হয়েছে, তাদের নাম আছে কিন্তু তাদের অ্যাড্রেস নেই। কাকে ফাইভ পাউন্ডস দুধ দেওয়া হয়েছে, তার নামটা লেখা আছে, কিন্তু তার অ্যাড্রেস নেই। কাদের, কাকে কি দেওয়া হচ্ছে, তার নাম লেখা আছে, কিন্তু কোথায় তার অ্যাড্রেস, কোথায় তার ঘরবাড়ি, কতদিন দেওয়া হয়েছে, তার কোন পাত্তাই নেই। এই রকম কিছু কিছু অফিসে আমরা খোঁজখবর নিয়ে দেখেছি। আজকে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি জেলায় রেড ক্রসের কাজ হয়। আমি সরকারকে অনুরোধ করব, জানাব বাংলাদেশের কোন জেলাতে কংগ্রেস সংগঠন, কংগ্রেসের লোক ছাড়া আজকে রেড ক্রসএর কার্যকলাপের ভার অন্য কোন লোকের হাত দিয়ে হয় কিনা? তা হয় না।

[Cries of "question" from Government Benches.]

[6-25—6-35 p.m.]

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

গোয়েরিং-র কথা বললে স্টালিনের কথাও বলা যায়।

My point is clear. This particular managing committee is for the purpose of doing certain things; settling the appointment of the particular staff; laying down the rules and regulations, etc., etc., so that the thing may be in proper shape and form. We did it deliberately. In this matter there is no question of having a middle way—half election and half nomination. I want to know whether these men are worth their salt; whether they are prepared to do the work that is given to them. After all we do not want in this particular case to have an opinion that other people have come in with different ideas and therefore I could not do it. I have no hesitation, therefore, in putting a committee of this type before the House.

Mr. Speaker: I put all the amendments to vote.

The motion of Dr. Narayan Chandra Ray that in clause 5(1), line 2, after the words "a Committee" the words "within 31st July, 1958" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Apurba Lal Majumdar that in clause 5(1), line 2, after the words "appoint a Committee" the words "within two months from the appointed day" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that for clause 5(2)(b), the following be substituted, namely:—

"(b) the President of the West Bengal Medical Council, ex-officio;"

was then put and lost.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that for clause 5(2)(c), the following be substituted, namely:—

"(c) two persons elected by and from among the members of the teaching staff of the institution in the manner prescribed by rules in this behalf;".

was then put and lost.

The motion of Sj. Rabindra Nath Roy that for clause 5(2)(c), the following be substituted, namely:—

"(c) three persons elected by themselves from among the Members of the staff of the Institution;"

was then put and lost.

The motion of Sj. Apurba Lal Majumdar that in clause 5(2)(c), line 1, for the words "two persons appointed by the State Govt." the words "four persons elected" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that in clause 5(2)(e), line 2, for the words "nominated by the Vice-Chancellor" the words "elected by the members of the Faculty in Medicine" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that in clause 5(2)(e), line 2, for the words "nominated by the Vice-Chancellor" the words "elected by the Syndicate" be substituted, was then put and lost.

The motion of Dr. Narayan Chandra Ray that in clause 5(2)(f), line 1, for the words "four persons" the words "three persons" be substituted, was then put and lost.

কোরেস্চেনের জবাব আপনারা দেবেন, জেনে খুশী হব। যদি একটা জায়গাও থাকত, তা হ'লে আজকে যে উদ্দেশ্যে বলছেন যে, মেটারনিটিতে চাইল্ড ওয়েলফেয়ারে টাকা দেবেন, টিউবার-কুলোসিস পেসেন্টদের টাকা দেবেন, তা দেখতে পেতাম। বিভিন্ন টিউবারকুলোসিস হসপিট্যালএ যেসমস্ত সীট আছে, সেখানে খোঁজখবর নিয়ে দেখেছি, সমস্ত পেসেন্টকে বিশেষ বিশেষ কংগ্রেস নেতাদের সাহায্য নিয়ে ভর্তি করা হয়। কংগ্রেসের বাঁধা লোক ছাড়া আর কোন পেসেন্ট সেখানে সীট পান না। সেইজন্য আজকে বিলের আলোচনায় বলা হয়, বিশেষ বিশেষ রাজ-নৈতিক দল, তাঁরা এটা তাঁদের নিজেদের মুঠোর মধ্যে রেখে দিয়েছেন, নিজেদের দলীয় স্বার্থ হাসিল করবার জন্য, এবং এই সংগঠনকে তাঁদের কাজে লাগালে সেটা বেআইনী বা অন্যায় হয় না।

তারপর আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হ'ল, যদি খোঁজ নেন তা হ'লে দেখবেন যে, গত ইলেকশনএর সময় এই সংগঠনকে তাঁরা কিভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন। এটার সম্বন্ধে একটা এনকোয়ারি কমিটি ক'রে সমস্ত কিছু তদন্ত করা দরকার। আরামবাগ কনস্টিটিউয়েন্সিতে রেড ক্রসের জন্য কত টাকা খরচ হয়েছিল? রেড ক্রসএ কত সাহায্য, কত টাকা সেখান থেকে গিয়েছিল, এটা তুলনামূলকভাবে অন্যান্য জেলার সঙ্গে দেখে, একটা এনকোয়ারি করা হোক। যখন জন-সাধারণের মনে প্রশ্ন জেগেছে, সন্দেহ জেগেছে, সেখানে আমি মনে করি সরকারের তরফ থেকে এর জন্য একটা স্পেশ্যাল এনকোয়ারি কমিটি ক'রে, সামগ্রিকভাবে এই সমস্ত জিনিস সম্পর্কে একটা তদন্ত করার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

তারপর তৃতীয় প্রশ্ন হ'ল, আজকে সংগঠনের প্রশ্ন সবচেয়ে বড় কথা হয়ে আসে এবং তার কারণ আমার পূর্ববর্তী বক্তা ব'লে গিয়েছেন। যেখানে রয়েছে

as may be approved by the society from time to time—

যখনই সোসাইটির অ্যাপ্রুভএর কথা আসে, তখনই সোসাইটির কোন চরিত্র, কিভাবে গঠিত হয়েছে তার প্রশ্ন আসে। এটা একটা সেবামূলক প্রতিষ্ঠান, সেই সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সেবাকে আরও ব্যাপক করবার জন্য যে অ্যামেন্ডমেন্ট আনা হচ্ছে, সেটা লক্ষ্য করবার বিষয়। এই সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে বাংলাদেশের বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠান থেকে লোক নেওয়া হয়েছে কিনা জানতে চাই। আজকে যদি সেই সমস্ত জায়গার লোককে নিয়ে এই কমিটি গঠিত হ'ত, তা হ'লে এই সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের কাজ সুষ্ঠুভাবে হ'তে পারত। তবে একমাত্র বলতে পারেন যাতে বেশী কিছু টাকা আসে, সেইজন্য সেই সমস্ত সংগঠন থেকে লোক নেওয়া হয়েছে, এবং তার একমাত্র উদ্দেশ্য হ'ল টাকা সংগ্রহ করা।

[5-55—6-5 p.m.]

আমি প্রধানতঃ বলব যদি আজকে এই সংগঠনকে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকতর ক'রে দিতে চান, এই সংগঠনের সুবিধা জনসাধারণের মধ্যে এগিয়ে দিতে চান, তা হ'লে টাকার অভাব হয় না। তৃতীয়তঃ চাঁদার হার আছে ইয়ারলি ১২ টাকা দিয়ে মেম্বার হ'তে পারে। আমার অনুরোধ হচ্ছে যে, এই চাঁদার হার কমানো দরকার যাতে সাধারণ মানুষ এই প্রতিষ্ঠানের ভিতর আসতে পারে এবং এটা করা উচিত এবং আমার মনে হয় এর দ্বারা এই প্রতিষ্ঠানের কাজ আরও ব্যাপকভাবে বাড়াতে পারবেন। সেইজন্য আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে, এই যে অ্যামেন্ডমেন্ট আনা হয়েছে এটাকে সার্কুলেশনে দেবার জন্য। এই জন্যই বলছি যাতে কিভাবে এই জিনিসগুলি এই বিলের মধ্যে যুক্ত করা যায়, এই সংগঠন ভাল করা যায় সেই সামগ্রিকভাবে এর অ্যামেন্ডমেন্ট আনা উচিত।

Sj. Monoranjan Hazra:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, যে কথা বারবার সকলে বলেছেন সেই কথাই আমিও বলব কিন্তু আমি একটু অন্যভাবে বলতে চাই। আমি কতকগুলি কংক্রিট ঘটনার সঙ্গে জুড়ে আমার বক্তব্য রাখব। আমি এই কথা বলতে চাই যে, ইউনিভার্সাল ব্রাদারহুড সে ফ্রেন্ড অর ফো যেই হোক, তার প্রতি সমান ক্ষমতা দিয়ে কাজ করবার যে প্রেরণা সেই প্রেরণা এই রেড ক্রসের কাছে পেয়ে থাকে, অন্ততঃ ইতিপূর্বে তাই পেয়ে এসেছে। এই দিক থেকে আমি বলতে চাই,

The motion of Sj. Subodh Banerjee that in clause 5(2)(f), line 1, for the words "four persons" the words "two persons" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Apurba Lal Majumdar that in clause 5(2)(f), line 1, for the words "four persons" the words "one person" be substituted, was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that in clause 5(2)(f), line 1, after the words "four persons" the words "two of them being non-medical men" be inserted, was then put and lost.

The question that clause 5 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 6

Sj. Apurba Lal Majumdar: Sir, I beg to move that in clause 6, in the proviso, line 2, after the word "giving" the words "at least one month's notice" be inserted.

সাধারণতঃ একটা কমিটি একটা টাইম লিমিট ওয়ান মান্থস নোটিস না দিলে কাজ চালানর পক্ষে অসুবিধা হতে পারে। কাজেই ওয়ান মান্থস নোটিস মিনিমাম দেওয়া উচিত।

Mr. Speaker: Nobody will resign.

Sj. Apurba Lal Majumdar: Nobody will resign.

একথা কি কোরে বলা যেতে পারে। নমিনেটেড হলেও, মতবিরোধ হলেও রেজিগনেশন দিতে পারে। আর একজনকে নমিনেশন দেবেন তারও টাইম দিতে হয়।

Mr. Speaker:

মরে গেলে কি হয়?

Sj. Apurba Lal Majumdar:

মরে গেলেও নূতন করে নামিনেশন করবেন। সেজন্যও অন্ততঃপক্ষে এক মাসের টাইম দেওয়া উচিত।

The motion was then put and lost.

The question that clause 6 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 7

Dr. Ranendra Nath Sen: Sir, I have got an amendment. I will make a slight change and move it.

I beg to move that in clause 7, lines 3 and 4, for the words "by the State Government by the appointment of another member" the words "in the manner in which the seat was originally filled in" be substituted.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I accept the amendment of Dr. Ranendra Nath Sen.

The motion of Dr. Ranendra Nath Sen that in clause 7, lines 3 and 4, for the words "by the State Government by the appointment of another member" the words "in the manner in which the seat was originally filled in" be substituted, was then put and agreed to.

The question that clause 7, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to.

—এই মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে যদি আজকে রেড ক্রস প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এর পরিচালকমণ্ডলী চলতেন তা হ'লে আমার কিছু বলবার ছিল না, আমি তা হ'লে তাঁদের অভিনন্দন জানাতাম। কিন্তু বাংলাদেশের জনসাধারণের মনে রেড ক্রসের প্রতি যে শ্রদ্ধা আছে সেই শ্রদ্ধা থেকে যে-কোন কারণেই বিচ্যুতি তাদের ঘটেছে এবং এর প্রতি তাদের যে পুঞ্জীভূত বেদনা আছে সেটা আজকে প্রকাশ করতে হবে। বাংলাদেশের মানুষ ১১ বৎসর ধ'রে সেই দুর্গত অবস্থায় আছে, তার প্রতিকার তারা চেয়েছিল। কিন্তু একমাত্র রেড ক্রসএর মাধ্যমে আজকে বাংলাদেশের কংগ্রেস গভর্নমেন্ট তারা গদী রাখতে পেরেছে। সর্ব জায়গায় পরিষ্কার ক'রে তারা রেড ক্রস সংগঠনকে ব্যবহার করেছে নির্বাচনের আগে এবং বিশেষ ক'রে বন্যার সময় তারা রেড ক্রস রিলিফকে ব্যবহার ক'রে তাদের পলিটিক্যাল পাওয়ার রাখবার চেষ্টা করেছে এবং সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে তার কতকগুলি ঘটনা আমি বলতে চাই। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, যদি বিচার ক'রে দেখেন তা হ'লে দেখবেন ১৯৫৬ সালের রেড ক্রস রিপোর্ট তার ৫৬ পৃষ্ঠায় যেসব লেখা আছে আমি একটা একটা ক'রে দেখাব কোথায় কত টাকা খরচ হয়েছে। বলাগড়, ধনিয়াখালি, পলতা, সিঙুড়, তারকেশ্বর, চিনসুরা, আরামবাগ, খানাকুল, পুরসুরা, শ্রীরামপুর এলাকায় এই রেড ক্রস রিলিফ করেছিল সেগুলি যদি বিশ্লেষণ করা যায় তা হ'লে দেখা যাবে যে, বলাগড় হচ্ছে কংগ্রেস নির্বাচন কেন্দ্র, ধনিয়াখালি হচ্ছে কংগ্রেস নির্বাচন কেন্দ্র, সেই সময় গ্রামাঞ্চলে চন্দননগরে প্রথমবারের নির্বাচনে শ্রীযুত প্রভাত পালিত দাঁড়ান। তিনি একজন হোমরাচোমরা সেখানকার, সেখানে জয়লাভের আশায় কোন কেন্দ্র না খোলা অবস্থাতেই দু' ব্যারেল দুধ সেখানে বিলি করা হয়। তারকেশ্বর কংগ্রেস নির্বাচনকেন্দ্র, পুরসুরা কংগ্রেস নির্বাচনকেন্দ্র, আরামবাগ কংগ্রেস নির্বাচনকেন্দ্র, খানাকুল কংগ্রেস নির্বাচনকেন্দ্র এবং চুঁচুড়া কংগ্রেস নির্বাচনকেন্দ্র যেখান থেকে মাননীয় মন্ত্রী ভূপতি মজুমদার নির্বাচিত হয়েছেন—এই সমস্ত কেন্দ্রে বেছে বেছে রিলিফ দেওয়া হয়। পাশের এলাকা উত্তরপাড়া অঞ্চলে যেখানে কংগ্রেস সীট পায় নি সেখানে কোন কেন্দ্র খোলা হয় নি, জঙ্গীপাড়া এলাকায় কোন ব্যবস্থা করা হয় নি। এইভাবে নির্বাচনে রেড ক্রসকে ব্যবহার করা হয়েছে। ১৯৫৬ সালে যে রেড ক্রসের রিপোর্ট তার ৫৬ পাতায় এই জিনিসগুলি দেওয়া হয়েছে। তারপর ২২,৫৩১ পাঃ দুধ বন্যাদুর্গত অঞ্চলের লোকদের বিলি করা হয়েছে রিপোর্টের মধ্যে আছে। আমি পরিষ্কারভাবে জানাতে চাই যে, কংগ্রেসী নির্বাচনকেন্দ্রের জন্য বিতরণ করা হবে ব'লে প্ল্যাকার্ড মারা এই দুধ বিলি করা হয়েছে। আমি এখানে পরিষ্কারভাবে জানাতে চাই যে, উত্তরপাড়া নির্বাচনকেন্দ্রে কোন্নগরে নগদ ৩০০ টাকা তোলা হয়েছিল কিন্তু সেখানে দুর্গত অঞ্চলে হুগলি জেলা কমিটি রিলিফ করল না এবং এটা অ্যানুয়াল রিপোর্টেও দেখতে পাবেন না—এরকমভাবে বামপন্থী এলাকা, কমিউনিস্ট এলাকা সেখানে রিলিফের জন্য টাকা তোলা হয়েছে কিন্তু বিলি করা হয় নি। আমি এটা পরিষ্কার জানাতে চাই যে, বাংলাদেশে পিপলস কমিটির নাম জানে না এরকম লোক কম আছে। ইউ এন আই সি ই এফ থেকে পি আর সি দুধ চেয়েছিল, তখন কিন্তু রেড ক্রস পি আ'র সি-কে দুধ দেয় নি এবং এই নির্দেশ দিয়েছিলেন মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন। আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, তারা শুধু রেড ক্রসকে কংগ্রেসের স্বার্থেই ব্যবহার করে না, বিরোধী দলের কণ্ঠরোধ করার জন্য ইউনিভার্সাল ব্রাদারহুড যে অর্গ্যানিজেশন সে অর্গ্যানিজেশনকে ব্যবহার করছে। পরিষ্কারভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি বলাগড়ে ডাঃ বিভূতি দত্ত এবং বৃন্দাবন চট্টোপাধ্যায়ের সার্টিফিকেট না হ'লে কোন দুধ বিতরণ করা হয় না। আমি পূর্বেই বলেছি যে, চন্দননগরে যেখানে শ্রীযুত প্রভাত পালিত নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন, সেখানে কোন কেন্দ্র খোলা হয় নি। এভাবে ২৪-পরগনা, মেদিনীপুর এই সমস্ত জেলায় কমিটিকে অ্যাফিলিয়েশন দেওয়া হয় নি। আরও একটা মর্মান্তিক কথা বলতে চাই, স্পীকার মহাশয়, রেড ক্রস মেম্বার হওয়ার জন্য কোন লোক যদি দরখাস্ত ক'রে চাঁদা দেয় সে কমিউনিস্ট কিনা সেটা খোঁজ নিয়ে তবে মেম্বার করা হয়, এরকমভাবে সমস্ত রেড ক্রসকে দলগত স্বার্থে কুক্ষিগত ক'রে রাখা হয়েছে।

[6-5—6-15 p.m.]

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, শেষদিকে আমি এই কথা বলতে চাই—যেভাবে আমার হুগলিরা এসব করছেন—আমার কাছে রিপোর্ট রয়েছে, তাতে অনেক নাম আছে—দেখুন তাতে গিয়ে ২১ টাকা ক'রে দেওয়া হয়েছে, এইরকমভাবে যা সব দেওয়া হয়েছে এক-একটা নাম যদি আপনি

Clause 8

Dr. Narayan Chandra Ray: Sir, I beg to move that in clause 8, line 4, after the words "the Committee and" the words "the Secretary shall" be inserted.

আমি এমেন্ডমেন্ট এই জন্য দিয়েছি, ফরমুলেটেড যদিও করে দিতে পারেন রাইটার্স বিল্ডিং থেকে যেখানে

The action to be taken by the Secretary

The motion of Dr. Narayan Chandra Ray that in clause 8, line 4, after the words "the Committee and" the words "the Secretary shall" be inserted, was then put and lost.

The question that clause 8 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 9

Mr. Speaker: Amendment No. 63 is out of order.

The question that clause 9 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 10

Sj. Apurba Lal Majumdar: Sir, with your permission I may be allowed to move the amendment of Dr. Kanailal Bhattacharya.

Mr. Speaker: All right, you move

Sj. Apurba Lal Majumdar: Sir, I beg to move that in clause 10, line 1, after the words "may make rules" the words "which shall be laid before the Legislature" be inserted.

এই ক্লজটায় আমি মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কারণ, ডেলিগেটেড লেজিসলেশন আজ যেভাবে হচ্ছে তাতে যে রুলগুলি তাঁরা করবেন সেই সবরকম আমাদের সামনে প্লেস না করলে উই স্যাল বি ইন দি ডার্ক। সেইজন্য আমার বক্তব্য যে, হাউসের সামনে যেন প্লেস করা হয়।

The motion of Sj. Apurba Lal Majumdar that in clause 10, line 1, after the words "may make rules" the words "which shall be laid before the Legislature" be inserted, was then put and lost.

The question that clause 10 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 11

The question that claue 11 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Preamble

The question that the preamble do stand part of the Bill was then put and agreed to.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I beg to move that the R. G. Kar Medical College and Hospital Bill, 1958, as settled in the Assembly, be passed.

Sir, I have nothing much to add to what I have already said. I do hope that this will be the beginning of a better career for the R. G. Kar Medical College and Hospital with which I have been so intimately connected and which I probably more than anybody else in this House would like to stand on its own feet again with credit and efficiency.

পড়েন, যদি পরে আপনি খোঁজ করেন তো দেখবেন সে লোকের খোঁজই পাওয়া যায় না। এই-রকমভাবে সমস্ত জিনিসটায় ধোঁকা দেওয়া হয়েছে। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি একটা কথা বলতে চাই—বাংলাদেশের মানুষের মনে আজ বঞ্চিত হবার বেদনা, যেরকমভাবে এই সরকার রেড ক্রসের মাধ্যমে তাঁদের দলপুষ্টি করছেন এবং রেড ক্রসটাকে নিজেদের মধ্যে আটকে রেখে জনসাধারণের মধ্যে তার গতি রুদ্ধ ক'রে দিয়েছেন তাতে বাংলাদেশের মানুষ বুঝতে পেরেছে যদি রেড ক্রস এখানে এইভাবেই চলে, তা হ'লে জনসাধারণকে এগিয়ে এসে এই রেড ক্রস অধিকার ক'রে একে দুর্নীতিমুক্ত করতে হবে।

Memorandum from All-India Insurance Salaried Field Workers Association

Sj. Nepal Roy: With your kind permission, Mr. Speaker, Sir, আমি এখানে অল-ইন্ডিয়া ইনসিওরেন্স স্যালারিড ফিল্ড ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশনএর তরফ থেকে বলছি—হাজার দুই লোক ওখানে আছে, তারা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটা আবেদন করতে চায়, সবাই তারা মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে—ইনসিওরেন্স কর্মচারী—তারা একটা মেমোরান্ডাম নিয়ে এসেছে।

Mr. Speaker: Mr. Ray, I do not allow speeches on occasions such as this. The Chief Minister is in his room. You have come up as their leader. You are at liberty to go to the Chief Minister. Don't waste the time of the House. It does not need my permission.

The Indian Red Cross Society (Bengal Branch) (Amendment) Bill, 1958.

Mr. Speaker: I am putting the amendment for Circulation to vote.

The motion that the Indian Red Cross Society (Bengal Branch) (Amendment) Bill, 1958, be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon, was then put and lost.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay: Sir, will there be no reply from the Minister on the first reading? Has he intimated that he will not be speaking?

Mr. Speaker: Dr. Roy, will you speak?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: Yes.

Mr. Speaker: You should have told me before. All right, you can speak.

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: Sir, if we look to the objects and reasons of the Bill which is going to be introduced we find that most of the honourable members have gone far away from the objects and reasons of this Bill. It is stated there that the Government of India have advised that as the West Bengal Branch of the Indian Red Cross Society is governed by the Indian Red Cross Society (Bengal Branch) Act, 1920 (Bengal Act VIII of 1920), it is also necessary to amend this Act to enable the West Bengal Branch to transfer to the East Pakistan Red Cross Society the balance of the latter's share of the fund of the Red Cross Society of undivided Bengal, viz., Rs. 48,567, as indicated in the Schedule of the Bill, in accordance with the aforesaid agreement. In this connection it is also proposed to specify the objects to which the funds of the West Bengal Red Cross Society may be applied. That is the main purport and the object and reasons of this Bill. Sir, much has been said regarding section 7—clause 3 of the Bill—of the existing Act relating to the objects and purposes for which the funds of the West Bengal Society are utilised. The changes made generally follow those made under the Central Amendment Act of 1956 by the Central Government, and also to fit in with the actual work of

[6-35—6-45 p.m.]

Dr. Narayan Chandra Ray:

মাননীয় সভাপাল মহাশয়, এই বিলের থার্ড রিডিংএর আলোচনায় আমি স্বীকার করি যে, আর, জি, কর সম্বন্ধে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ে বেশি বলবার অধিকার কারুর নেই। কিন্তু এখানে তিনজন লোক আছেন—একজন ডাঃ বি, সি, রায়, আর একজন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বি, সি, রায় এবং তৃতীয় জন আমাদের বিরোধী দলের নেতা ডাঃ বি, সি, রায়। এই তিনজন বি, সি, রায় এক লোক নন। যাই হোক আমারা চাই যে, এই সমস্ত জাতীয়করণ করা হোক, কিন্তু তার মধ্যেও কথা আছে। আমাদের মুখামন্ত্রী মহাশয় রাষ্ট্র এবং সরকার এই দুটোকে এক করে দেখছেন। কিন্তু এটা ঠিক নয়। আমরা চাচ্ছি অতীতের একটা জাতীয় সংগ্রামের প্রতীক হিসাবে এটাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দিতে এবং আমাদের এই বিধানসভার তরফ থেকে একে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দিতে হবে। সেজন্য আমার গোড়ার কথা যে, যাদবপুরের মতন একেও যেন আমরা রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দিতে পারি। এই দুটো বিল হ্যাভ দি সিমিলারিটিজ—এখানে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু আর, জি, কর বিলের ফলে যাদবপুর বিলের এই দুটো ছাড়া, আর কি কোন সিমিলারিটিজ নেই! হিয়ার দি সিমিলারিটি ইজ বলতে গেলে কি বলব জানি না। যাদবপুরকে যে অধিকার দিয়েছিলেন এই বিলের মারফত তার আংশিক অধিকার একে দেবেন। এরা অন্যায় নোংরামী করেছে বলে এইরকম একটা অমর্য্যাদা না দিলেই হোত। আপনাদের তরফ থেকে বলা হচ্ছে যে এখানে যদি অর্ডিনান্স করা হোত তাহলে তার পরের দিন থেকে বাজার হোত না, মাষ্টার মাইনে পেত না, পেসেন্ট খাবার পেত না। আপনাদের অর্ডিনান্সএর অবজেক্টস দেওয়া হল যে দেয়ার আর রিজনস। আমরা স্বীকার করি যে এমন একটা পরিস্থিতি হয়েছিল যাতে অর্ডিনান্স না করলে হয়ত হাসপাতাল চলত না। কিন্তু এমনভাবে করলেন যে এই বিল দেবার সময় তিনি বললেন না যে এই কারণে নেওয়া হচ্ছে। আমি আপনাকে বলব যে, দুর্নীতি, দলাদলি, আত্মীয়স্বজন পোষণ ইত্যাদি কারণে যদি অর্ডিনান্স করা হয় এবং এই অর্ডিনান্সএর বলে যদি এই বিল আনা হয়, তাহলে তো হোল রাইটার্স বিল্ডিংসকে অর্ডিনান্স করে বন্ধ করে দেওয়া উচিত। বিভিন্ন মানুষ পথেঘাটে রাইটার্স বিল্ডিংস সম্বন্ধে যা তা বলছে, কিন্তু তাই বলে তো আর অর্ডিনান্স জারি করে সরকারী দপ্তরখানা বন্ধ করা যায় না। আমি আমার পূর্বের বক্তৃতায় বলেছিলাম যে আমাদের বিধান-সভা থেকে এটাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দেওয়া হোক, একটা জাতীয় সংগঠনের মধ্যে যা কিছু দুরবস্থা আছে সেগুলি সংশোধন করা হোক এবং এই বিলের মধ্যে এমন জিনিস থাক, যাতে আজকে যাঁরা আর, জি, করে পড়বে, অতীতে যাঁরা আর, জি, করে পড়েছেন, কাজ করে গেছেন, তাঁদের গর্বে বুক ফুলে উঠেবে, যে হ্যাঁ, আজকে বিধানসভা এমনভাবে জিনিসটা নিয়ে আলোচনা হল, যাতে করে এই প্রতিষ্ঠানের সম্মান আরও বেড়ে গেল—

I am an honoured student of an honoured institution.

একটু আগে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় অনেক কথা বললেন, কিন্তু আমি বলি, শুধু মুখে বললে মনোবল আসে না—অবজেক্টস এ্যান্ড রিজনসএর মধ্যে সেগুলিকে অন্যভাবে বলা যেত। আমি আমার বক্তৃতার মাঝখানে একটা বড় বক্তব্য রাখছি আমরা যদি কোন অমর্যাদা দিয়ে থাকি, এই প্রতিষ্ঠানকে তাহলে তার প্রতিকারের যে উপায় আছে সেটা আমি মাননীয় মুখামন্ত্রী মহাশয়ের সামনে উপস্থিত করবো এবং এই বিধানসভার সামনে উপস্থিত করবো। এত তাড়াতাড়ি যদি প্রেসিডেন্টের অ্যাসেন্ট না পাওয়া গিয়ে থাকে, এটা আসতে এমন কিছু দেরী হয় না। এখনও পুরো বছর বাকি আছে, আপনি বলে দিন আপনি যত শীঘ্র সম্ভব প্রেসিডেন্টের এ্যাসেন্ট এনে এটাকে জাতীয় প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিত করবেন। আমার আবেদনে আমি আর একটা জিনিস রাখবো, ইচ্ছা করলে এটাকে আপনি যে একটা সুন্দর জিনিসরূপে গড়তে পারেন তার একটা ছবি আমি রাখবো। এটাকে আপনি একটা রেসিডেন্সিয়াল প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তুলতে পারেন। আপনি জানেন ভেটারিনারী কলেজের বহু জায়গা খালি আছে। আমি আবেদন রাখছি ন্যাসানালাইজেশানের কথা মনে রেখে আপনি বিলটা প্রণয়ন করতে থাকুন এবং ঐ যে জায়গাটা খালি আছে, সেটা সরকারের তরফ থেকে নিয়ে নিন এবং এটাকে একটা রেসিডেন্সিয়াল প্রতিষ্ঠানে পরিণত করুন, যাতে একটা ইউনিভার্সিটি বেলগাছিয়া আরু জি, কর কলেজকে

the Society. So, it is a question of sharing of the assets and other properties of the Red Cross between the Pakistan Red Cross Society and the Indian Red Cross Society. After several meetings they have come to an agreement that this is the share of the Pakistan Red Cross Society. Now, the West Bengal Branch of the Indian Red Cross Society is still being governed, regarding this fund, by the Act of 1920 and, so, this has to be changed. That is the object and reason of this Bill.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay: Is it a new speech of the Hon'ble Minister which forms part of his introductory speech?

Mr. Speaker: That is the speech and you can take it in anyway you like.

The motion of the Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy that the Indian Red Cross Society (Bengal Branch) (Amendment) Bill, 1958, be taken into consideration, was then put and agreed to.

Clause 1

Sj. Apurba Lal Majumdar: Sir, I beg to move that in clause 1, line 2, for the words "(Bengal Branch)" the words "(West Bengal Branch)" be substituted.

আমি নামটা চেঞ্জ করার জন্য বলছি। ১৯৪৭এর পর অ্যাকর্ডিং টু কনস্টিটিউশন আমাদের আর বেংগল—শুধু বেংগল কথাটা বলা চলে না। কনস্টিটিউশনএ আছে স্টেট অফ ওয়েস্ট বেংগল—শুধু বেংগল কথাটা বসালে লিগাল ইন্টারপ্রিটেশনএ গোলযোগ থেকে যাচ্ছে। আর ওয়েস্ট বেংগল বসালে ইন্টারপ্রিটেশনএর বেলায় ক্লিয়ার আইডিয়াটা পাওয়া যাবে। কনস্টিটিউশনএ এখন আমরা বেংগল বলে একটা স্টেট পাই না, ওয়েস্ট বেংগল অ্যাজ এ স্টেট পাই। সেইজন্য এই অ্যামেন্ডমেন্টটা আমি মুভ করছি, আশা করি মন্ত্রিমহাশয় এটা গ্রহণ করবেন।

The motion of Sj. Apurba Lal Majumdar that in clause 1, line 2, for the words "(Bengal Branch)" the words "(West Bengal Branch)" be substituted, was then put and lost.

The question that clause 1 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 2

The question that clause 2 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 3

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that in clause 3(a)(1), lines 1 and 2, for the words "aid to the sick and wounded members of the Armed Forces of the Union of India" the words "aid to such sick and wounded members of the Armed Forces of the Union of India as are permanent residents of West Bengal" be substituted.

I further beg to move that in clause 3(a)(2), line 1, for the word "the" the word "such" be substituted.

I also beg to move that in clause 3(a)(2), in line 2, after the words "Union of India" the words "as are permanent residents of West Bengal" be inserted.

I further beg to move that clause 3(a)(5) be omitted.

কেন্দ্র করে গড়তে পারেন। এতখানি জায়গা এখানে পড়ে আছে যে তাতে আপনি হোস্টেল করতে পারেন এবং আরো অনেক কিছু করতে পারেন—করে এটাকে একটা সুন্দর জিনিসে আপনি পরিণত করতে পারেন। কাজেই আমি শেষ আবেদন করবো, যে অমর্য্যাদা আমরা আর, জি, কর কলেজকে দিয়েছি, তার একমাত্র প্রতিকার হোতে পারে যদি মুখ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দেন যে তিনি যত শীঘ্র সম্ভব এটাকে জাতীয় করণের জন্য বিল আনবেন এবং এটাকে একটা সুন্দর জিনিসরূপে গড়ে তুলবেন, এই আবেদন আপনার সামনে রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[6-45—6-55 p.m.]

Sj. Jatindra Chandra Chakraborty:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি বলতে উঠেছি এই জন্যে, থার্ড রিডিংএ যে আমাদের পক্ষ থেকে বিরোধীপক্ষ থেকে যে কতকগুলি সংশোধনী প্রস্তাব এসেছিল ডাঃ রায় তাঁর জগন্নাথের রথ চালিয়ে সবগুলিকে উপেক্ষা করে চলেছেন। এবং এমন কি গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে আমাদের মাননীয় বন্ধু গনেশ ঘোষ মহাশয়, তিনি বহু আবেদন জানালেন কিন্তু ডাঃ রায় সেই যে গণতন্ত্র নীতিসম্মত যে নমিনেটেড কমিটি না করে ইলেক্‌টেড হউক কমিটির মেম্বাররা সে প্রস্তাবটা পর্যন্ত তিনি গ্রহণ করতে রাজী হন নি। ঐ কমিটি যদি নমিনেটেড হয় তাহলে তাঁর সুবিধা হবে। যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই বিল আনা হয়েছে যার সততা সম্বন্ধে আমরা সন্দেহ করেছি, যে ওখানে যে নতুন কাউন্সিল এবং যে কাউন্সিলকে সুপারসিড করা হয়েছে এবং সেই কাউন্সিল যখন দুর্নীতি দূর করছিল—যে জঞ্জাল ওখানে পুঞ্জীভূত হয়েছিল তাকে যখন দূর করছিল; এবং যারা তহবিল তছরূপ করেছিল তাদের যখন সাসপেন্ড করছিল সেই যে কাউন্সিল যখন তারা ঐ কলেজের উন্নতি করবার জন্য, হাঁসপাতালের উন্নতি করবার জন্য চেষ্টা যখন তারা করছিল। তাদের সুপারসিড করে অর্ডিনান্স জারী করে নিজের মনোনীত লোক দিয়ে আজকে কমিটি ভর্তি করতে চাইছেন। তাঁর যারা বশংবদ, তাঁর নির্দেশমত যারা চলবেন সেই লোক তা নাহলে আসতে পারবে না। সেইজন্য ইউনিভার্সিটির যিনি ভাইস-চ্যান্সেলর, তিনিই নমিনেট করবেন। সিন্ডিকেট করবেন না। তার কারণ হল এই যে তিনি ঐ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর নিয়োগের ব্যাপারে যাতে তার হাত থাকে, সেই রকম লোক ওখানে আসবেন যিনি তাঁর কথামত সেই রকম লোককে পাঠাবে। কি অবস্থা হয় যদি নমিনেটেড হয়। সেইদিন সুধীর রায় চৌধুরী মহাশয় একটা উদাহরণ দিয়েছিলেন যে সরকারের হাতে এই হাঁসপাতাল পরিচালনার ভার আসার সাথে সাথে দেখা গেছে যে অনিল ব্যানার্জী বলে এক ভদ্রলোক তাঁকে বিজ্ঞাপন দিয়ে, এডভার্টাইজমেন্টএর পর তাকে সিলেক্ট করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল যে দীনবন্ধু ব্যানার্জী বলে যে ভদ্রলোকের পোস্ট, সেই পোস্টএ তাকে নিয়োগ করা হল। দীনবন্ধু ব্যানার্জী মহাশয় কিছুতেই সেই পোস্ট ছাড়ছেন না। এই কথাটা সুধীরবাবু বলেছিলেন যে সরকারের আমলে এই ব্যাপার চলছে। তাঁর বলার পরে আজই খবর পেলাম যে ঐ দীনবন্ধু মহাশয়কে ঐ পোস্ট থেকে সরান হয়েছে তবে প্রমোশন দিয়ে। এবং যে পোস্টএ প্রমোশন দেওয়া হল—সেই প্রমোশন দেবার আগে কোন এডভার্টাইজমেন্ট করা হয় নি। এবং তার থেকে অনেক দক্ষ উপযুক্ত লোক থাকা সত্ত্বেও তাকে প্রমোশন দেওয়া হয়েছে উপরের পোস্টএ। যে সরকারের আমলে সরকার হাসপাতাল নেবার সাথে সাথে এই রকম দুর্নীতি চলে, আজকে সেই সরকারের যিনি মুখ্যমন্ত্রী এবং তাদের পরিচালনাধীনে যখন ঐ কমিটি গঠিত হবে নমিনেটেড লোক দিয়ে তখন সেই দুর্নীতি চলবে। সুতরাং দুর্নীতি যখন সেখানে চলতে আরম্ভ করবে, হাসপাতাল ভালভাবে চলবে না। সেইজন্য আজকে সমস্ত সংশোধনী প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা হয়েছে। ঐ ডাঃ অমল রায় চৌধুরীর মত ভদ্রলোককে এনে সেখানে বসানো হবে। আজকে নমিনেশন রাখা হচ্ছে এবং আমাদের যে সংশোধনী প্রস্তাব তা গ্রহণ করা হচ্ছে না কারণ সেই রকম লোক দিয়ে কমিটি ভর্তি হবে। সেই জন্য বলছি দুর্নীতি চলবে। যিনি দুর্বল চিত্ত, ছাত্রদের কাছে নিজের পপুলারিটি রাখার জন্য ফেল করা ছাত্রদের, এবং ছাত্র ইউনিয়নের প্রেসিডেন্টএর চাপে যিনি ফেল করা ছাত্রদের এলাও করেন এইরকম লোক দিয়ে কমিটি ভর্তি হবে। সেই জন্য গত কালও আমি বিলের বিরোধিতা করেছিলাম এবং আজও এই অবস্থাতেও বিলের বিরোধিতা করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

Sir, in my first amendment I have tried to restrict the operation of this Act only for the benefit of the citizens of West Bengal because we have seen how injuriously we have been affected by the amendment of the Central Act in 1956 by which our share from the central pool has been reduced from Rs. 12.5 crores to Rs. 5.61 crores.

[6-15—6-25 p.m.]

Therefore great injustice has been done to us. If the Bengal Branch of the Red Cross Society is to be retained and if the people of West Bengal and the State of West Bengal are to contribute to it, every bit of it ought to go for the benefit of the bona fide, permanent citizens of West Bengal. Of late the tendency of certain other States has been to give benefit of the Governmental resources and other resources primarily to their citizens to the exclusion of people coming from other States; I can name three of our neighbouring States—Bihar, Assam and, to some extent, Orissa. They are trying to restrict the benefit to the permanent residents of their States only but Bengal has been the paradise for all the citizens of the States all over India. From all the States of India people come to Bengal and have equal advantage with the permanent citizens of our State. I have, therefore, tried to restrict that the money which would be coming to the hands of the Bengal Branch of the Red Cross Society should be utilised exclusively for the permanent residents of Bengal. That is my first amendment.

My next amendment is that in clause 3(a)(2), line 1, for the word "the" the word "such" be substituted, because it will make the sense clear. The original sentence was "aid to the demobilized sick and wounded members of the Armed Forces of the Union of India" and I want to alter it to "aid to such demobilized sick and wounded members of the Armed Forces of the Union of India" as are permanent residents of West Bengal.

My third amendment is that in clause 3(a)(2), in line 2, after the words "Union of India" the words "as are permanent residents of West Bengal" be inserted. It carries the same sense.

My last amendment is to clause 3(a)(5); that is merely consequential to my other amendments. I have looked at the original Act and the amendment. What is meant by "Junior Red Cross" has not been defined. I think therefore that it is vague and it ought to be deleted.

Sj. Chitto Basu: I move that in clause 3(a)(2), line 1, after the word "sick" the words "disabled, old" be inserted.

আমার বক্তব্য হচ্ছে যে, যাতে এর স্কোপটা বাড়িয়ে ডিসএব্‌ল্‌ড এবং ওল্ডদের এই আইনের মধ্যে আনা যায় তার ব্যবস্থা যেন করা হয়। অর্থাৎ সিম্পলি টু ব্রডেন দি স্কোপ।

তারপর আমার ২৫নং।

I move that in clause 3(a)(7), line 1, after the words "relief for" the words "the permanently disabled persons and" be inserted.

আগে শুধু ডিসএব্‌ল্‌ড ইন্ডিয়ান আর্মির ক্ষেত্রে বলা ছিল
provision of relief for the mitigating suffering caused by such and such
আমরা জানি যে, আমাদের দেশে অনেক ডিসট্রেস্‌ড পারসনস আছেন যাঁরা পার্মানেন্টলি ডিস-এব্‌ল্‌ড এবং ওল্ড তাদের জন্য সরকার থেকে কোন রকম সাহায্যের ব্যবস্থা নেই। রেড ক্রসকে আমাদের জনসাধারণের দানের উপর নির্ভর করতে হয়। সেজন্য একথা মনে করি যে, জনসাধারণের দানের উপর যে সেবাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে সেই প্রতিষ্ঠান যাতে আরও সাহায্য বিতরণ করতে পারে সেই উদ্দেশ্য নিয়ে আমি সংশোধনী এনেছি যে, যারা পার্মানেন্টলি ডিসএব্‌ল্‌ড এবং ওল্ড

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এখানে আমি শুধু তিনটি কথা বলতে চাই। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় প্রথম দফার আলোচনার শেষে আমি যখন যাদবপুর বিলের কথা উল্লেখ করেছিলাম তিনি আমার প্রতি একটু অবিচার করেছিলেন। কারণ যাদবপুর বিলের আমি শুধু এ্যাইম অ্যান্ড অবজেক্টস সম্বন্ধে কম্পারিজন করেছিলাম, বিলের কোন প্রভিসন সম্বন্ধে আমি কোন কথা বলি নি। এবং আরেকটা কথা তিনি ভুল বলেছিলেন যে যাদবপুর ইউনিভার্সিটি বিলেও আমরা বিরোধিতা করেছিলাম কিন্তু আমি বলছি আমরা বিরোধিতা করি নি। কারণ আমার বক্তৃতা প্রথম ছিল যে এটা আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে এটা একটা এমন অকেশান যেখানে আমার শিক্ষককে আমি সম্পূর্ণ সহযোগিতা এবং সাপোর্ট করছি। অতএব তিনি আমার প্রতি অবিচার করেছিলেন সেটাই আপনার মাধ্যমে তাঁকে জানাচ্ছি।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই—এই তৃতীয় দফার আলোচনার সময় আমার আশঙ্কা ছিল সেটাই আমি বলতে চাই। তার কারণ হচ্ছে এই যে টাকা তছরূপ হয়েছে যে সম্পত্তি এখন ট্রাস্টিদের বর্তায় নি—এই আইন যা আজকে পাস করা হল এই দ্বিতীয় দফা আলোচনার পর যে মূর্তিতে এসেছে সেই মূর্তিতে চোর এবং যারা এখানে তহবিল তছরূপ করেছে তাদের কি হবে তার কোনরূপ কথা বলা হল না। কারণ আমি বলে দিচ্ছি এখনও যদি সেই অ্যাকাউন্ট পারসিউ করা হয় তাহলে ৩৪ হাজার টাকা তছরূপ নয়—এমন সম্ভাবনা আছে যে লক্ষ টাকার বেশি তছরূপ হয়েছে। আমি শুধু জানতে চাই যে মেডিক্যাল এডুকেশন সোসাইটি দরিদ্রের মত এতদিন চালিয়ে এসেছিল সেই দরিদ্রের ধন যদি এক লক্ষ টাকা পাবলিক ইনস্টিটিউশনএর মারা গিয়ে থাকে, তার জন্য কি সেফটি এবং সিকিউরিটি গভর্নমেন্ট করেছেন, সেটাই আমি জানতে চাই। যে মর্টগেজ হয়েছিল—আজকে এখানে একজন ট্রাস্টি রয়েছেন বিমলবাবু। তিনি জানেন যে সে ট্রাস্টির যে মর্টগেজ ডিড হয়েছিল তা ট্রাস্টিদের নামে হয় নি।

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: I know nothing about it because it has never been referred to trustees.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay: But the trustees should not be sleeping partners.

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: That point has been clarified in the High Court.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

আমি এই কথা শুধু আপনাকে জানাতে চাই যে এই ব্যাপারেতে যারা ম্যানেজিং কমিটি হবে তাদের যেন নির্দেশ দেওয়া হয় যে আমাদের কলেজের যে টাকা নষ্ট হয়ে গেছে, আমাদের যা সম্পত্তি এই আইনের দ্বারা গভর্নমেন্টের হাতে বর্তাচ্ছে না, তারা যেন মনযোগ দিয়ে সেই কাজের দিকে দৃষ্টি রাখেন।

আমার তৃতীয় কথা হচ্ছে এই—এই বিল যখন এসেছিল অর্ডিনান্সরূপে সেটা হচ্ছে ১২ তারিখে, তার আগের সপ্তাহে ৬ তারিখে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয় আমাদের কলেজে গিয়েছিলেন, সেখানেতে সেখানকার যিনি প্রিন্সিপ্যাল এবং হেড অব দি ডিপার্টমেন্ট তাদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছিল, কথা প্রসঙ্গে তার পূর্বে 'যুগান্তর' এবং 'আনন্দবাজার পত্রিকা'তে অর্ডিনান্সএর কিছু আভাষ বেড়িয়েছিল। তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কলেজের যারা হেডস অব দি ডিপার্টমেন্ট যে এই যে কাগজে বেড়িয়েছে এর বিষয় কিছু জানেন? সেখানে মন্ত্রী মহাশয় বলেছিলেন কাগজের কথা বিশ্বাস করবেন না, ওসব কিছু হয় নি। আমি শুধু এইটুকু বলব এবং এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা যে হয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয় নিজের দপ্তরের খবর রাখেন না কিম্বা যদি খবর রাখেন তাহলে তিনি যা বলেছিলেন তা "মিথ্যা" বললে আনপার্লিয়ামেন্টারী হবে—একে আমি বলব, সত্য কথা তিনি বলেন নি। কিন্তু যদি তিনি না জানতেন, তিনি আমার বন্ধু, তিনি স্বাস্থ্য দপ্তরের মন্ত্রী হলেও তার সঙ্গে সমবেদনা জানাচ্ছি যে এইরকম অসহায়ভাবে স্বাস্থ্য দপ্তরের মন্ত্রিত্ব করে তার কি গৌরব বাড়ছে তা জানি না।

তাদেরও এর মধ্যে আনা হোক। আইনে বলা হচ্ছে, আর্থকোয়েক, ফেমিন, ফ্লাড, আদার ক্যালামিটিজ ইত্যাদি কারণে যারা দুর্গত হবে তাদের সাহায্য করা হবে। এখানে আমার বক্তব্য যে, এপিডেমিক, আর্থকোয়েক, ফেমিন, ফ্লাড, এ্যান্ড আদার ক্যালামিটিজ ছাড়াও পার্মানেন্টলি যারা ডিসএব্‌ল্‌ড, ডিসট্রেসড তাদেরও সাহায্য দেবার ব্যবস্থা করা হোক এর মধ্য দিয়ে।

Sj. Apurba Lal Majumdar: Sir, I beg to move that in clause 3(a)(2), line 1, for the words "and wounded" the words ", wounded and distressed" be substituted.

Sir, I also beg to move that in clause 3(a)(3), line 1, after the word "tuberculosis" the words "and other diseases" be inserted.

Sir, I also beg to move that in clause 3(a)(7), line 3, for the word "calamity" the word "calamities" be substituted.

স্যার, ক্লজ ৩তে আমার তিনটা অ্যামেন্ডমেন্ট আছে ১৩, ১৮, ৩১। প্রথমটাতে আমি বলছি যে, মেম্বারস অফ দি আর্মড ফোর্সেস ডিসট্রেসড্ হ'লে, পভার্টি স্ট্রীকেন হ'লে, সেক্ষেত্রে সাহায্য এক্সটেন্ড করা দরকার। তারপর ১৮তে বলছি যে, আপনারা বলছেন যে, টি বি-র ক্ষেত্রে রিলিফ দেবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু আমি বলছি যে, আরও যেসমস্ত ডিজিজ, যেমন—ক্যানসার, লেপ্রসি, ভিরুল্যান্ট ডিজিজএর ক্ষেত্রেও রিলিফ এক্সটেন্ড করা হোক। আর ৩১তে ক্যালামিটির কথা যেখানে আছে সেখানে আমি বলছি যে-কোন ক্যালামিটিজএ এটা যেন এক্সটেন্ড করা হয়। অর্থাৎ এগুলোকে ব্রডেন করাই আমার উদ্দেশ্য।

Dr. Golam Yazdani: Sir, I beg to move that in clause 3(a)(3), line 1, after the words "from tuberculosis" the words ", leprosy, cancer or otherwise disabled by disease or injury" be inserted.

Sir, I also beg to move that in clause 3(a)(7), line 3, after the words "other calamity" the words "and provision of all kinds of relief to the needy and helpless, aged, blind, widow, children, diseased and otherwise disabled persons during scarcity days" be inserted.

Sir, I also beg to move that in clause 3(a)(8), line 2, after the words "health institutions" the words "to provide such medicines, or surgical appliances to poor patients in hospitals as are not supplied by hospital authorities and as are beyond purchasing power of these patients; and to provide for X-ray and special Laboratorical examination charges and for charges of blood for the purpose of blood transfusion for poor patients in hospitals which are not met by hospital authorities." be inserted.

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এখানে এই সাব-ক্লজের মধ্যে একটিমাত্র রোগের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, সেটা হচ্ছে যক্ষ্মা। অথচ এমন তো নয় যে, এই একটিমাত্র রোগ আছে যার জন্য রেড ক্রস থেকে সাহায্য পাওয়া দরকার। যাঁরা রেড ক্রসের মাল বিতরণ করার জন্য যাবেন তাঁরা হয়ত যক্ষ্মা ছাড়া যদি অন্য কোন ক্ষয়রোগী থাকে সেক্ষেত্রে কিছু দেবেন না। তখন তাঁরা বলবেন যে, আইনের মধ্যে তো সেটা নেই সুতরাং পাবে না। তাই অন্যান্য ক্ষয়রোগও যাতে ধরা হয় সেজন্য আমি বলেছি ক্যানসার, লেপ্রসি প্রভৃতি এগুলিকেও যোগ করা হোক। এমন কতকগুলি রোগ আছে যেগুলি লোককে একেবারে অক্ষম ক'রে দেয় কিম্বা অনেক জখমেও লোককে অক্ষম ক'রে দেয় এবং সেক্ষেত্রে রেড ক্রসের সাহায্য না পেলে তাদের আর কোন উপায় থাকবে না। সেসমস্ত রোগগুলিও ধরে নেওয়ার জন্য আমি এর পর

Leprosy, cancer or otherwise disabled by disease or injury

এটা যোগ ক'রে দিতে বলেছি। এই সমস্ত ব্যাপারেও যাতে রেড ক্রসের সাহায্য পাওয়া যায় সেটা কভার করার জন্য আমি এই সংশোধনীটা দিয়েছি।

Sj. Dhirendra Nath Dhar: Sir, I beg to move that in clause 3(a)(3), line 1, after the word "tuberculosis" the words "cancer, leprosy and disabled due to chronic diseases" be inserted.

[6-55—7-5 p.m.]

Dr. Golam Yazdani:

মিস্টার স্পীকার, স্যার, প্রথম রিডিংএ যখন এই বিলটা সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছিল তখন আমাদের তরফ থেকে যথেষ্ট পরিস্কার করে বলা হয়েছে যে গভর্নমেন্ট যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই আর, জি, কর হাসপাতাল নিয়ে নিচ্ছেন তার মধ্যে আমরা সন্দেহ প্রকাশ করেছি। সত্যিকারের যে উদ্দেশ্য বলা হচ্ছে আমাদের মতে সরকারের সে উদ্দেশ্য নয়। আমরা এই আশঙ্কা প্রকাশ করেছি যে, ঐ হাসপাতালের বঙ্কিম সরকার যিনি তহবিল তছরূপ করেছিলেন, ডঃ সমর রায় চৌধুরী নানারকমভাবে যে বঙ্কিম সরকারকে বাঁচাবার জন্য চেষ্টা করেছিলেন, সেই বঙ্কিম সরকারকে বাঁচাবার জন্য সরকার এই হাসপাতালকে নিয়ে নিচ্ছেন। তা নাহলে ছাত্রদের এবং রোগীদের মঙ্গলের জন্যই যদি নিতেন তাহলে সরকার এটাকে ন্যাশনালাইজ করে নিতেন। এবং যারা এইরকম তহবিল তছরূপের দায়ে দায়ী তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হত। এনকোয়ারী রিপোর্ট এখনও পাবলিস না হওয়ার জন্যই সন্দেহ হচ্ছে।

এ হাসপাতাল কেন নেওয়া হচ্ছে তার কথা অবজেক্টস অ্যান্ড রিজন্সএ বলা হয়েছে—

> "To meet the emergency and having in view the interests of large number of students undergoing training in the R. G. Kar Medical College and also of the large number of patients."

অর্থাৎ রোগী ও ছাত্রদের স্বার্থের দিকে চেয়ে এই হাসপাতালকে হাতে নেওয়া হচ্ছে। গত ১২ই মে প্রথমে হাসপাতালকে নেওয়া হয়েছে অর্ডিনান্সএর জোরে। তারপর থেকে স্টুডেন্টদের যে বিশেষ কোন উন্নতি হয়েছে, তার কোন প্রমাণ আমরা পাই নি। যখন মন্ত্রী মহাশয় সেখানে গিয়েছিলেন, ছাত্ররা তাঁকে ধরেছিল তাদের কলেজের ফিস গভর্নমেন্ট হাসপাতালের ছাত্রদের মতই হওয়া উচিত। ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজে একশো টাকা, একশো টাকা করে সামার টার্মএ এবং নভেম্বর টার্মএ নেওয়া হয়। বছরে মোট দুশো টাকা। আর আর, জি, করে একটা টার্মএই ১৭৩ টাকা করে নেওয়া হয়। সরকার হাসপাতাল নেওয়ার পর ডি, পি, এইচ অফিস থেকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে, ১৫ই জুলাই তারিখে ছাত্রদের ফি দেবার ডেট এবং নোটিশে দেওয়া হয়েছে যে ঐ তারিখে আগের মতই ফি দিতে হবে। গভর্নমেন্ট কলেজে ফি দিবার যে হার, সেই হারে মাইনে চাওয়া হচ্ছে না। গভর্নমেন্ট অন্যদিকে একটা সার্কুলার জারী করে দিয়েছেন, যে যেসমস্ত ছাত্ররা ভর্তি হবে, তাদের ভর্তি হবার লাস্ট ডেট অব অ্যাপ্লিকেশন গতকাল অর্থাৎ ২রা জুন ১৯৫৮ গিয়েছে। এবং আর, জি, করে ছাত্র ভর্তি সেই রকম নীতিতে হবে, যেরকম মেডিকেল কলেজে হয়। কত ছাত্র ভর্তি করতে হবে, তা অন্যান্য গভর্নমেন্ট হাসপাতালের মত নেওয়া হবে জেলা ভিত্তিতে। গভর্নমেন্ট এই হাসপাতাল নেওয়ার পরে ছাত্র ভর্তি হবার সার্কুলার দিয়েছেন। অথচ ছাত্রদের মাইনে গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজের মত করলেন না। তার জন্য ছাত্ররা বিক্ষুব্ধ হয়েছে। ছাত্রদের একটা গ্রিভান্স আছে, তাদের দীর্ঘ দিনের কমপ্লেন্ট হচ্ছে—এনাটমী ডিপার্টমেন্টএ বডি পাওয়া যায় না। বডি না পেলে ছেলেরা ডিসেকশন করতে পারবে না। আমরা জানি গভর্নমেন্ট চেষ্টা করলে ডেড বডি সাপ্লাই করবার বন্দোবস্ত করতে পারতেন। কিন্তু তা করেন নাই। মাদ্রাজে এনাটমী এ্যাক্ট পাস হয়েছে, তাতে যেসমস্ত ডেড বডি অ্যান্ড আনঅথোরাইজড, আনক্লেমড, সেগুলি সব গভর্নমেন্টের কাছে চলে যায়। আমাদের এখানেও তাই হওয়া উচিত। যেসমস্ত কলেজ আছে সেখানে ডেড বডি ডিসেকশনএর জন্য পাওয়া যায় না।

তারপর দেখুন, সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে আর, জি, কর হাসপাতালের ইমারজেন্সী ডিপার্টমেন্ট। সেটা একটা কলঙ্কের জায়গা। সেখানে একজন ডাক্তার, চারজন স্টুডেন্ট, একটা মেল বেড আর চারটা ফিমেল বেড আছে। সেখানে কোন নার্স নাই। গভর্নমেন্ট এই হাসপাতাল হাতে নিয়েছেন যখন, তখন এই আনক্লিনড ইমারজেন্সী বিভাগটিকে কি রেগুলারাইজ করতে পারেন না? ডাক্তার, নার্স ইত্যাদি বাড়াতে পারেন না? গভর্নমেন্ট এই হাসপাতালটিকে হাতে নেবার পরে সেই সমস্ত জিনিস যা ইমারজেন্সী রুমএ অতীব প্রয়োজনীয় সেখানে নেই, তা সরবরাহ করার দিকে সরকার কোন নজর দেন নাই। ছাত্রদের শিক্ষা দেবার

মিঃ স্পীকার, স্যার, এই জাতীয় সংশোধন অনেকেই দিয়েছেন। আমি বলছি ক্লজ ৩(এ)(৩) লাইন ১,

after the word "tuberculosis" the words "cancer, leprosy, and disabled due to chronic diseases" be inserted.

এগুলি ইনক্লুড করতে চাচ্ছি। এজন্য চাচ্ছি যে, আমরা দেখেছি কতকগুলি বিশেষ জাতীয় অসুখ আছে যেগুলির চিকিৎসা বিশেষতঃ হয় না ব'লে সেগুলি নেগলেক্টেড হয়। এজন্য আমার মনে হয় যে, যাঁরা ক্যানসার, লেপ্রসি এবং অনেকদিন অসুস্থতায় ভুগছেন তাঁদের জন্য চিকিৎসার বন্দোবস্ত হওয়া উচিত। এজনাই আমি এই সংশোধনী প্রস্তাবটা এনেছি।

[6-25—6-35 p.m.]

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: Sir, I propose to give answers to amendments to clause 3. First of all starting from 1 and 2 regarding Shri Panda's amendment of the application of the fund of the West Bengal Red Cross Society only to those persons who are permanent residents of West Bengal, this restriction is permissible, because apart from legal aspects, in view of the fact that the West Bengal Society receives contribution from the Indian Red Cross Society to which it is affiliated and no discrimination of residence is permissible. Besides that there is a serious objection from the national point of view to make this distinction.

Regarding the amendments from 10—13, this working has been adapted for the sake of uniformity to the clause which has been introduced by the Indian Act.

Regarding 17—19 regarding inclusion of leprosy and cancer along with tuberculosis—the reason is that tuberculosis is more common and widespread and besides that it does not mean that only tuberculosis will be given help or aid should be given to tuberculosis patients but it should also be given to other patients namely those suffering from cancer or from leprosy. The evidence is that the Bengal Branch of the Red Cross Society has got about 10 beds in the Cancer Hospital and also the maintenance of these beds is being continued by the Red Cross Society of the West Bengal Branch and help is also given to the various leprosy institutions namely Premanand Leprosy Clinic, Bankura Leprosy Asylum and also other leprosy institutions. Institutions for anti-leprosy work are also given help by the Red Cross Society.

Regarding the amendment of Mr. Panda namely the exclusion of Junior Red Cross, the Junior Red Cross is also a disciplined movement under the banner of the Red Cross and it is a very important organization under the Red Cross and it has got various objects to build up the youth activities in such a way that it can foster and develop some innate humane qualities which bind the human beings together and inspire to help one another. Besides that there is interchange of feelings and interchange of ideas between such organizations of the different parts of the world and in fact, recently there was a conference at Taradevi near Simla and a study centre was organised by the Indian Red Cross Society for juniors. The juniors from countries like Australia, Canada, Ceylon, Indonesia, Japan, Philipine and also juniors from almost all the Indian States participated in this Study Centre for a fortnight. It is an important part of the whole organization.

Regarding first aid, the existing wording is in conformity with the Central Act.

Regarding item (7), other calamities namely fire or any other disaster such as riots railway or air disaster, these also come under that item and so exclusively the use of the word 'fire' is not necessary and so this amendment is opposed.

জন্য কোন উন্নত ব্যবস্থা করেন নি। প্রফেসররা এখনও রেগুলারলি আসেন না। সে অনিয়মের এখনো পরিবর্তন হয় নাই। সেই ইরেগুলারিটি এখনো চলছে। তা দূর করবার চেষ্টা করা হচ্ছে না।

সুতরাং আমাদের দাবী গভর্নমেন্ট এই হসপিটাল যখন নিয়েছেন, তখন এটা যদি ন্যাশনালাইজ করে নিতেন, তাহলে খুব ভাল হতো।

Dr. Abu Ased Md. Obaidul Ghani: Mr. Speaker, Sir, from the very moment I received the Bill I decided that I would certainly welcome it in the best possible way and my only mission was to appeal through my speech to Dr. Roy by bringing all sorts of arguments to take over the institution completely, that is, to nationalise it instead of just taking over the management of the institution for 10 years. But he is adamant on that point. One thing which I would like to bring to your notice, Sir, is that various charges of corruption have been levelled against this institution. Unfortunately the Bill does not provide for any judicial enquiry into those charges. There was an amendment to that effect but unfortunately again you have ruled that out. I hope Dr. Roy would be kind enough to institute an enquiry when the new set up is introduced. This matter has not been considered in the Bill with any seriousness and it has been treated with a little levity by some members on the other side. I will just refer to one instance jeeringly cited by an honourable member of the Congress bench. A certain person, who happens to be a relative—a brother-in-law of a certain gentleman was appointed in the institution. Unfortunately he was not a brother-in-law at the time of his appointment. I do not know whether the brother-in-lawship had any retrospective effect on his appointment. I would request Dr. Roy to give us some sort of guarantee that in future these sorts of corruption would not occur in the institution. One thing which I cannot understand is that how the Director of the School of Tropical Medicine will be able to devote his time and attention to this institution. Why then the Director of the Hygiene Institute or the Principal of the Calcutta Medical College or Nilratan Sarkar Medical College cannot be taken in? And if they take certain members of the Faculty of Medicine, and people interested in Public Health and Medicine, what is the idea of refusing proper election for them instead of nominating them? If the whole thing is to be an entirely Government show, then why talk about this faked committee? Government could entirely manage it as well just as they are managing the Medical College and many other institutions. What is the idea of just putting up a hand-picked committee at the helm of affairs of this institution alone? Sir, I hope......

[At this stage the honourable member having reached his time limit, resumed his seat]

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that the R. G. Kar Medical College and Hospital Bill, 1958, as settled in the Assembly, be passed, was then put and agreed to.

Mr. Speaker: Before I adjourn the House, I shall announce the programme of business for tomorrow. There will be no questions tomorrow but we shall have two hours for non-official Bills and two hours for official Bills.

Sj. Bankim Mukherji: Sir, we want to take up one non-official resolution also.

Mr. Speaker: The House stands adjourned till 3 p.m. tomorrow.

Adjournment

The House was accordingly adjourned at 7-5 p.m. till 3 p.m. on Friday, the 4th July 1958, at the Assembly House, Calcutta.

With regard to (8) and (9), they come under the purview of the future programme which has to be developed by the Society and so it does not require its embodiment under the Act.

So I oppose all the amendments which are put forward under this clause.

Mr. Speaker: I am putting all the amendments, save and except No. 8, to which a division has been wanted, together to vote.

Clause 3

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 3(a)(1), lines 1 for the word "the" the word "such" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Chitto Basu that in clause 3(a)(2), line 1, after the word "sick" the words "disabled, old" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Apurba Lal Majumdar that in clause 3(a)(2), line 1, for the words "and wounded" the words ", wounded and distressed" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 3(a)(2), in line 2, after the words "Union of India" the words "as are permanent residents of West Bengal" be inserted, was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that in clause 3(a)(3), line 1, after the words "from tuberculosis" the words ", leprosy, cancer or otherwise disabled by disease or injury" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Apurba Lal Majumdar that in clause 3(a)(3), line 1, after the word "tuberculosis" the words "and other diseases" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Dhirendra Nath Dhar that in clause 3(a)(3), line 1, after the word "tuberculosis" the word "cancer, leprosy and disabled due to chronic diseases" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that clause 3(a)(5) be omitted, was then put and lost.

The motion of Sj. Chitto Basu that in clause 3(a)(7), line 1, after the words "relief for" the words "the permanently disabled persons and" be inserted, was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that in clause 3(a)(7), line 3, after the words "other calamity" the words "and provision of all kinds of relief to the needy and helpless, aged, blind, widow, children, diseased and otherwise disabled persons during scarcity days" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Apurba Lal Majumdar that in clause 3(a)(7), line 3, for the word "calamity" the word "calamities" be substituted, was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that in clause 3(a)(8), line 2, after the words "health institutions" the words "to provide such medicines, or surgical appliances to poor patients in hospitals as are not supplied by hospital authorities and as are beyond purchasing power of these patients; and to provide for X-ray and special Laboratorical examination charges and for charges of blood for the purpose of blood transfusion for poor patients in hospitals which are not met by hospital authorities" be inserted, was then put and lost.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

The Assembly met in the Assembly House, Calcutta, on Friday, the 4th July, 1958, at 3 p.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble Sankardas Banerji) in the Chair, 16 Hon'ble Ministers, 10 Deputy Ministers and 210 Members.

[3—3-10 p.m.]

Mr. Speaker: You will have the non-official business up to 6 o'clock I am told that the next business will take one hour.

Adjournment Motion

Dr. Ranendra Nath Sen:
মিঃ স্পীকার স্যার, আমার একটা এ্যাড্‌জার্নমেন্ট মোশন আছে।

Mr. Speaker: I am sorry I have refused consent.

Dr. Ranendra Nath Sen: I will read it.
আমি এটা পড়ছি।

Mr. Speaker: Some honourable members might misunderstand the position as to why I have refused consent, but perhaps the object which you are out to achieve I will help you to achieve. You have asked for an adjournment on the ground that Mr. Atulya Ghosh was present at this meeting.

Dr. Ranendra Nath Sen: He has been invited.

Mr. Speaker: It has appeared in the newspapers report to that effect. Now, the meeting may be held at the Writers Buildings between the Central Minister, outsiders and insiders by which I mean the Ministers of the West Bengal Government. That is a matter for those who are discussing it and supposing somebody is present on invitation, as I get it in the papers—I do not know anything more about it than what appears in the papers—how under law he is debarred?

Dr. Ranendra Nath Sen: He has been invited

Dr. Ranendra Nath Sen:
ব্যাপারটা হচ্ছে এই নন-অফিসিয়াল পার্সন শ্রীঅতুল্য ঘোষকে যদি কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট হিসেবে ডাকা হয় তা হ'লে
in all fairness opposition party
লীডারদেরও ডাকা উচিত ছিল।

Mr. Speaker: That is your view. If opposition party leaders were invited there was nothing to be said.

Dr. Ranendra Nath Sen:
মনে রাখতে হবে যে, এটা অফিসিয়াল মিটিং। এতে স্টেট মিনিস্টারস এবং ইউনিয়ন মিনিস্টারস সব উপস্থিত ছিলেন এবং প্রতিনিধিরাও অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

Mr. Speaker: You read your motion. I think it is not a transgression of right.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in charge 3(a)(1), lines 1 and 2, for the words "aid to the sick and wounded members of the Armed Forces of the Union of India" the words "aid to such sick and wounded members of the Armed Forces of the Union of India as are permanent residents of West Bengal" be substituted, was then put and a division taken with the following results—

AYES—63.

Badudduja, Janab Syed
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Bindabon Behari
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bera, Sj. Sasabindu
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhagat, Sj. Mangru
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hazra, Sj. Moneranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mitra, Sj. Satkari
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Naskar, Sj. Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Roy Choudhury, Sj. Khagendra Kumar
Sen, Sj. Deben
Sen, Sjta. Manikuntala
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi

NOES—106.

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Mrityunjoy
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, Sj. Byomkes

Dr. Ranendra Nath Sen: The proceedings of the Assembly do now adjourn to raise a discussion of urgent public importance and of recent occurrence, namely, invitation by the State Government of a non-official person, Shri Atulya Ghosh, President, West Bengal Pradesh Congress Committee at a top level official conference of the Union and West Bengal Ministers about displaced persons starting from 3rd July, 1958, at Writers Buildings, Calcutta.

MESSAGE

Secretary (Sj. A. R. Mukherjea): Sir, the following message has been received from the West Bengal Legislative Council:

"Message

The West Bengal Appropriation (No. 2) Bill, 1958, was considered by the West Bengal Legislative Council at its meeting held on 3rd July, 1958 and is returned herewith to the Assembly with the intimation that the Council has no recommendations to make.

SUNITI KUMAR CHATTERJI,
Chairman,
West Bengal Legislative Council."

The 3rd July, 1958.

Sir, I have laid the copy on the table.

NON-OFFICIAL BILLS

The West Bengal Prohibition of Eviction of Workers' Family (Tea Estates) Bill, 1958.

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar: Sir, I beg leave to introduce the West Bengal Prohibition of Eviction of Workers' Family (Tea Estates) Bill, 1958.

স্যার! এই বিলটার কপি সবার কাছেই দেওয়া হয়েছে এবং তার স্টেটমেন্ট অব অবজেক্টস অ্যান্ড রিজন্‌সএ সংক্ষেপে জিনিসটা বলা হয়েছে। এই ব্যাপার সম্বন্ধে আমার পরিস্কার ধারণা চা-বাগানে অনেক আগে মালিকদের প্রথা ছিল যে, তারা শ্রমিক পরিবার হিসাবে রিক্রুট করত। তারপরে যখন আধুনিক আইনকানুন শ্রম-আইন ইত্যাদি প্রবর্তিত হয় তার পরেও মালিকেরা এখনও পর্যন্ত একটা প্রথা চালিয়ে যাচ্ছেন যে, শ্রমিক পরিবারের যিনি প্রধান, যদি কোন কারণে তাঁকে কাজ থেকে বরখাস্ত করা হয় তখন তাঁকে যে বাসস্থানের ঘর দেওয়া হয় তা ছাড়বার জন্য সংগে সংগে তাকে নোটিস দেওয়া হয়। সেই পরিবারের অন্য শ্রমিক—তার স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে বা ভাই—তারা চা-বাগানে কাজ করছে, তা সত্ত্বেও তাদের তখন বরখাস্ত করা হচ্ছে যে, তোমরা ঘর ছেড়ে চলে যাও। বরখাস্তের কারণ হিসাব লিখে দেওয়া হ'ল--'যেহেতু তোমার পরিবারের যিনি প্রধান, হেড অব দি ফ্যামিলি, তাঁকে বরখাস্ত করা হয়েছে, তখন তোমরাও বরখাস্ত হ'লে এবং সেজন্য তোমরা বাগান ছেড়ে চলে যাও'। এই মধ্যযুগীয় প্রথা এখনও পর্যন্ত চলে যাচ্ছে। এই নিয়ে যখন শ্রমিক আইন প্রবর্তিত হয়, ট্রেড ইউনিয়ন অ্যাক্ট যখন চা-বাগানে স্বীকৃত হয়, তখন তা হওয়ার ফলে শ্রমিকেরা যে অধিকার অর্জন করে তার পরেও মালিকেরা বলেছে যে, এই যে প্রথা—সম্ভুর বলে এই যে কুপ্রথা—যেটা চা-বাগান অঞ্চলে প্রচলিত, সেটা প্রথাগত অধিকার এবং আমরা সেটা করব। নিম্ন আদালত তাদের সেই কাজ সমর্থন করে। কিন্তু ১৯৫০ সালে আসামের দুমদুমা চা-বাগানের এই রকম একটা কেস লেবার অ্যাপেলেট ট্রাইবুনালএ যায়। এটা উত্তর ভারতের সমস্ত

Majumdar, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mukherjee, Sj. Dhirendra Narayan
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Trivedi, Sj. Gosibadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Zia-ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 63 and the Noes 106 the motion was lost.

The question that clause 3 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

[6-35—6-45 p.m.]

Clause 4

Sj. Apurba Lal Majumdar: Sir, I beg to move that in clause 4, in the proposed section 9(1), line 2, after the words "the Managing Body may" the words "with the approval of the Government of Indian Union" be inserted.

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that in clause 4, in proposed section 9(1), lines 9 to 12, for the words beginning with "forty-eight thousand" and ending with "in schedule II" the words "forty-two thousand, being contributions from Dacca and Jessore for the Maternity and children Welfare Building Fund" be substituted.

Sir, in place of Rs. 48,000 I have said Rs. 42,000. My reason is this. The money is divided between the State of West Bengal and the Eastern Pakistan in Schedule II and there you will see what is the proportionate contribution to this fund from either side of erstwhile Bengal. Only in item No. 2 you will see an entry "Contributions from Dacca and Jessore—Rs. 42,000". If they are to be paid any money they should be paid only that amount of money which has been contributed by the territory now constituting Eastern Pakistan. From all these headings in Schedule II I see only this to be the specific contribution from Dacca and Jessore and that amounts to Rs. 42,000 which they are entitled to get and not Rs. 48,000 as has been shown in the Bill.

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: Sir, this share of the East Pakistan Red Cross Society has been calculated according to two reasons—one is on the calculation of the population basis and another on the calculation of the fund that was collected by East Pakistan. So, item No. 1 shows Red Cross Branch Capital. Then there is the grant from the Headquarters. Lastly, there is the grant from St. John Ambulance Association. Regarding collection there is the Maternity and Child Welfare

চা-বাগানের প্রথাগত অধিকার—এই হিসাবে নিচের ট্রাইব্যুনাল মালিকের পক্ষে রায় দেয়। কিন্তু কেসটা যখন লেবার অ্যাপেলেট ট্রাইব্যুনালের সামনে যায়, তখন সেই ট্রাইব্যুনাল পরিষ্কার ঘোষণা করেন যে, এই প্রথা সম্পূর্ণ বে-আইনী। আজকের দিনে বুঝতে পারি না যখন সংবিধান অনুসারে আইনকানুনের কথা বলা হচ্ছে তখন একজনের দোষে অন্যকে কেন বরখাস্ত করা হবে এবং তাকে কেন বিতাড়িত করা হবে। অর্থাৎ সমস্তটা এই রকম যে, রামের দোষে শ্যামের মাথা কাটা যাবে, বা শ্যামের দোষে যদুর মাথা কাটা যাবে। লেবার অ্যাপেলেট ট্রাইব্যুনালের এটা সুস্পষ্ট অভিমত প্রকাশিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও পশ্চিম বাঙলার চা-বাগানের মালিকেরা বলছে এটা আসামের ব্যাপার, তাদের সম্বন্ধেই এই রায় দেওয়া হয়েছে। আমরা পশ্চিম বাঙলায় এ সম্বন্ধে যা খুশি করব। শুধু তাই নয়। ১৯৪৫ সালে পশ্চিম বাঙলার ভরতপুর চা-বাগানে গণ্ডগোল হয় তাতে পুলিস অনেককে গ্রেপ্তার করে এবং যাদের গ্রেপ্তার করে তাদের কিছু কিছু লোকের সাজাও হয়। যাদের সাজা হয় নি তাদের অনেককে মালিকেরা বরখাস্ত করে। বরখাস্ত করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের পরিবারের যেসব লোক চা-বাগানে বাস করত, তাদেরও বরখাস্ত করে। এর একটা জীবন্ত দৃষ্টান্তও রয়েছে। এই সভার একজন সদস্য শ্রীমংরু ভকত—তাঁকে পুলিস গ্রেপ্তার করে এবং তাঁকে বরখাস্ত করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্ত্রীকেও বরখাস্ত করা হয়। তারপরে তাঁরা পালটা মামলা করেন এবং তা পরে ট্রাইব্যুনালে যায়।

[3-10—3-20 p.m.]

দুঃখের বিষয় ভরতপুরের মামলা ট্রাইব্যুনালে যায় এবং ১৯৫৬ সালে ট্রাইব্যুনালের জজেরা তাঁরা মালিকের যে অধিকার সেই অধিকারকে সমর্থন করেন যে, এটা নাকি প্রথাগত অধিকার। চা-বাগানের যে প্রথা ছিল আমরা ছোটবেলায় শুনেছি যে, সাহেব মালিকেরা ওয়ার্কারদের পেটে লাথি দিত এবং মারা গেলে কোর্টে কেস হ'লে শোনা যেত তাদের নাকি পিলে বড় ছিল এবং পিলে ফেটে মারা গেছে। এই রকম জিনিস আগে হ'ত। ট্রাইব্যুনালের রায় শুদ্ধ তাঁরা মানেন না এটা আশ্চর্য ব্যাপার। সুখের বিষয় যে, লেবার অ্যাপেলেট ট্রাইব্যুনালের রায় অনেক সময় শ্রমিকদের পক্ষে যায় কিন্তু সেখানে যে ব্যাপার চলছে তাতে ক'রে কিছুই মানা হয় না। ১৯৫৬ সালে আমি যখন কাউন্সিল অব স্টেটএর সদস্য ছিলাম সেই সময় আমি একটা প্রশ্ন করি এবং প্রশ্নোত্তরে ডেপুটি লেবার মিনিস্টার জবাব দেন যে, লেবার অ্যাপেলেট ট্রাইব্যুনাল যে মত প্রকাশ করেছেন ভারত-সরকার মনে করেন যেসমস্ত প্রদেশের পক্ষে সেটা কার্যকরী হ'তে বাধ্য সেটা বাইন্ডিং, তারপরে এই রকম কিছু হ'তে পারে না, হওয়া উচিত নয় এবং আমরা মনে করি যে, এ ধরনের যে প্রথা এটা চলতে দেওয়া সম্পূর্ণরূপে অন্যায়। যখন তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় যে, তা সত্ত্বেও এরকম জিনিস চলছে তখন তিনি বলেন যে, আমাদের সামনে যদি কংক্রীট কেস দিতে পারেন তা হ'লে সে সম্বন্ধে আমরা তদন্ত করব। তারপর ডুয়ার্স, দার্জিলিঙ থেকে দৃষ্টান্ত এনে তাঁর সামনে দেওয়া হয়, দেওয়ার পর প্রশ্নোত্তরে শ্রমমন্ত্রী জানান যে, এগুলি আমি পেয়েছি, পেয়ে বাঙলা সরকারকে অনুরোধ করেছি যে, তাঁরা যেন চা-বাগানের মালিকদের জানিয়ে দেন যে, তাঁরা এই প্রথানুযায়ী যেন কাজ না করেন, এটা ডিসকন্টিনিউ করেন এবং তারপরে ত্রিদলীয় সম্মেলন ডেকে আলোচনা হবে। তারপর যখন আমি এবং আমার বন্ধু ভদ্রবাহাদুর হামাল এই বিধানসভায় নির্বাচিত হয়ে আসি, তখন সেই প্রশ্ন আবার তোলা হয় এবং তোলা হ'লে গত বছর বাজেট অধিবেশনের সময় এক প্রশ্নোত্তরে শ্রমমন্ত্রী সাত্তার সাহেব পরিষ্কার ভাষায় বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গ-সরকার মনে করেন যে, এই প্রথা অত্যন্ত অন্যায় এবং সেটা পরিষ্কার ভাষায় মালিকদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারপরে আমি যখন তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করি যে, তারপরেও এই ধরনের ঘটনা হচ্ছে তখন তিনি অবশ্য বলেন, ঘটনা ঘটলেও সেগুলি কম হয়েছে। কম হয়েছে কি বেশী হয়েছে সেটা প্রশ্ন নয়। একটা জিনিস যেটা লেবার অ্যাপেলেট ট্রাইব্যুনাল বললেন অন্যায়, ভারত-সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ-সরকার বললেন অন্যায়, তারপরও যদি তাঁরা অন্যায় করেন তা হ'লে আইনের যে যন্ত্র আছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সেগুলি কেন তাঁদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় না? তারপর গত নবেম্বর মাসে যে অধিবেশন হয় সেই অধিবেশনে আমার বন্ধু শ্রীযতীন চক্রবর্তী মহাশয় একটা প্রশ্ন করেছিলেন এবং আমার বন্ধু শ্রীভদ্রবাহাদুর হামালও একটা প্রশ্ন করেছিলেন। সেই প্রশ্নের জবাবে শ্রমমন্ত্রী আবার বলেন যে, এই রকম তো আমরা পরিষ্কারভাবে ব'লে দিয়েছি

Building Fund which was collected from Dacca and Jessore and that accounted for Rs. 42,000. The total expenses incurred for East Pakistan after 14th August, 1947 was Rs. 1,57,996. The advance paid by way of adjustment was Rs. 4,88,443, the total demand made being Rs. 6,95,006. The balance due is Rs. 48,567. This amount has been reached by mutual agreement between the two Red Cross Societies, namely, Indian Red Cross Society and the Pakistan Red Cross Society. So that agreement should be observed.

Mr. Speaker: I am now putting all the amendments to vote.

The motion of Sj. Apurba Lal Majumdar that in clause 4, in the proposed section 9(1), line 2, after the words "the Managing Body may" the words "with the approval of the Government of Indian Union" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 4, in proposed section 9(1), lines 9 to 12, for the words beginning with "forty-eight thousand" and ending with "in schedule II" the words "forty-two thousand, being contributions from Dacca and Jessore for the Maternity and Children Welfare Building Fund" be substituted, was then put and lost.

The question that clause 4 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clauses 5, 6, Schedule and the Preamble

The question that Clauses 5, 6, Schedule and the Preamble do stand part of the Bill was then put and agreed to.

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: Sir, I beg to move that the Indian Red Cross Society (Bengal Branch) (Amendment) Bill, 1958, as settled in the Assembly, be passed.

Dr. Jnanendra Nath Majumdar: Sir, I feel happy that at least one of the bones of contention—there are so many bones of contention—with the Pakistan Government is being settled by this House. As an old member of the Indian Red Cross, I feel that it would be proper to request the Government to see that the Bill, as has been amended and as will be passed by this House, will be worked in the spirit in which all Red Cross Societies have worked all over the world, except for a few exceptions.

Sir, it was during the days of the carnage of 1946 that I was requested by some of the then organisers of the Indian Red Cross to become a Life Member. As I was a person who really did not take at that time an active interest in politics, I thought this was an organisation which was doing good to the people and I became a Life Member. Not only I became a Life Member but I persuaded several others to become Life members but at one of the Annual General Meetings which I had the pleasure to attend, I was very much disappointed to find that things were not what we had expected them to be. Sir, I do not want to go into the controversy which had produced a little turmoil in the House, but my only request is to the authorities of the Indian Red Cross and also to the Government to see that the clauses that have been accepted today are really implemented with the spirit of sacrifice and the spirit of service with which the Red Cross has always worked and, I hope, will work.

Sir, I would have been really happy if some of the amendments which had been proposed from this side of the House had been accepted by the Hon'ble Minister. For example, I found no reason why the amendment by one of our members to include certain chronic diseases within the scope

—এটা অত্যান্ত অন্যায়, মালিকদের আমরা জানিয়ে দিয়েছি এবং এর পরে কোন ঘটনা হয়েছে ব'লে জানি না। তারপর আমি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করি যে, আমরা বহুবার এসমস্ত ঘটনা জানিয়েছি, তিনি বলেন অল্প ঘটনা হয়েছে। তখন আমার বন্ধু শ্রীযতীন চক্রবর্তী মহাশয় কতকগুলি সুনির্দিষ্ট ঘটনা তাঁর সামনে তুলে ধরেন এবং বলেন যে, এটা বন্ধ করার জন্য আপনি কি করছেন? তখন শ্রমমন্ত্রী বলেন যে, আমরা তো আমাদের মত পরিষ্কার ব'লে দিয়েছি কিন্তু আমরা কি করতে পারি, কোন্ আইন কোন্ ধারা অনুসারে আমরা তাঁদের বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারি? স্যার, আপনার মনে আছে কিনা জানি না, আপনি জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন যে, যদি তাঁরা সরকারের নির্দেশ বা লেবার অ্যাপেলেট ট্রাইব্যুনাল-এর রায় অমান্য করেন, তা হ'লে তা বন্ধ করার মত কোন ধারা আছে কিনা? সেই ল্যাকুনাটা বন্ধ করার জন্য আমি এই বিল উত্থাপন করেছি। এই বিলে এই প্রথাটা বন্ধ হবে, এটা কেউ করতে পারবে না, যদি কেউ করে তার সাজা হবে। সুতরাং আমার মনে হয় এই বিলকে সরকারের গ্রহণ করা উচিত। তিনি বলছেন যে, আমরা মনে করি মালিকরা অন্যায় করছেন, এই প্রথা চলতে দেওয়া উচিত নয় কিন্তু যদি চলে তা হ'লে আমরা কি করতে পারি? সাত্তার সাহেব, পশ্চিম বাঙলা সরকারের হাতে কোন অস্ত্র ছিল না ব'লে আমি তাঁদের হাতে সেই অস্ত্র এই প্রস্তাবের মাধ্যমে দিচ্ছি। কাজেই এটা তাঁদের গ্রহণ করা উচিত। এটা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। কারণ আমি সম্প্রতি দেখেছি যে, ভগৎপুর এলাকায়—যে ব্যাপার এখনও নিষ্পত্তি হয় নি—শ্রমিক বিতাড়নের চেষ্টা করা হচ্ছে এবং এটা করছেন ইন্সপেক্টর অব প্ল্যানটেশনস। আমাদের এই পরিষদের সদস্য শ্রী মঙ্গরু ভগতের স্ত্রী—ভগৎপুর এলাকার—তাঁকে নোটিস দেওয়া হয়েছে যে, তুমি এখানে এখনও রয়ে গেছ কেন তিন দিনের মধ্যে জানাও, তা না হ'লে প্ল্যানটেশন লেবার রুলসএর ৩৬ ধারা অনুযায়ী তোমার সাজা হবে। এই প্ল্যানটেশন লেবার রুলসএর ৩৬ ধারা অনুযায়ী ২০ জনকে নোটিস দেওয়া হয়েছে এবং এইসব দিচ্ছেন ইন্সপেক্টর অব প্ল্যানটেশনস। এইভাবে তাদের আজ ডিসমিস করা হচ্ছে। এইসব বেআইনী এবং এর জন্য মালিকদের সাজা হওয়া উচিত। কিন্তু ইন্সপেক্টর অফ প্ল্যানটেশনস যা করছেন তাতে মালিকদের স্বার্থ রক্ষিত হওয়া ছাড়া আর কিছুই হচ্ছে না। তাদের এই ডিসমিসাল হওয়া উচিত কি না এই নিয়ে সুপ্রীম কোর্টে কেস গিয়েছিল। কিন্তু সুপ্রীম কোর্টে কি হয়েছে তা জানি না। মালিকরা বলবার চেষ্টা করছেন যে, সুপ্রীম কোর্ট তাদের ডিসমিসাল সমর্থন করেন। মালিকরা যে শ্রমিকদের বেআইনীভাবে বরখাস্ত করছে এই অভিযোগ ক'রে জলপাইগুড়ি মুন্সেফ আদালতে যেসব কেস চলছে সেই সব কেসের এখনও কোনও নিষ্পত্তি হয় নি। প্ল্যানটেশন লেবার রুলসএর ৫৫ ধারায় পরিষ্কার রয়েছে যে, যদি এই রকম কোন কেস চলে তা হ'লে সেই অবস্থাতে বরখাস্ত শ্রমিককে ঘর ছেড়ে দিতে হবে না। আশ্চর্য হয়ে যাই যে, ইন্সপেক্টর অব প্ল্যানটেশন যিনি প্ল্যানটেশন লেবার রুলস কার্যে পরিণত হচ্ছে কিনা দেখবার জন্য নিযুক্ত হন, তিনি টেকনিক্যালি বলতে পারেন যে, আইন শ্রমিকদের পক্ষে যাচ্ছে কি যাচ্ছে না, কিন্তু তিনি তা না ক'রে মালিকদের পক্ষই অবলম্বন করেন। ইন্সপেক্টর অব প্ল্যানটেশন নিযুক্ত করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আইন পালিত হচ্ছে কিনা সেটা দেখা। এখনও পর্যন্ত প্লানটেশন লেবার অ্যাক্টের বহু জিনিস কার্যে পরিণত করা হয় নি এবং মালিকদের প্রতিশ্রুত বহু জিনিসকে কার্যে পরিণত করার উদ্যোগ আমরা ইন্সপেক্টর অব প্ল্যানটেশনসএর মধ্যে দেখতে পাই না। সেজন্য এই ব্যাপারটা অত্যান্ত জরুরী হয়ে পড়েছে এবং বেআইনী নোটিস ইত্যাদি দেওয়া বন্ধ করার জন্য এই রকম আইনের প্রয়োজনও হয়ে পড়েছে। কিছুদিন আগে সাত্তার সাহেব বলেছিলেন যে, এই রকম ঘটনা নেই, কিন্তু আমি তাঁকে পরিষ্কার ঘটনা দিতে পারি। অতএব এই রকম কোন আইন না থাকার ফলে ইন্সপেক্টর অব প্ল্যানটেশন সরকারী যন্ত্রকে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছেন। তারপর আপনারা জানেন যে, প্রত্যেক শিল্পের একটা ত্রিদলীয় সম্মেলন হয় এবং এটা প্রতি বছর হয়। গত বছর জানুয়ারি মাসে চা-শিল্পের যে ত্রিদলীয় সম্মেলন হয়েছিল সেখানেও এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল এবং সেখানে পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে স্বয়ং সাত্তার সাহেব উপস্থিত ছিলেন। সেখানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেছিলেন যে, এই প্রশ্নের অবসান হওয়া উচিত। সেখানে মালিকরাও এটা মেনে নিয়েছিল, কিন্তু তারপরও এই সব ঘটনা ঘটছে।

of Clause 3 could not be accepted. It reminded me of an old story that an old lady had a daughter-in-law in the house and no alms was to be given from the house. When a beggar came, the daughter-in-law went and said "No alms can be given by me." But the mother-in-law who heard this said "I am the owner of the house, I am the manager of the house. Who are you to say that no alms is to be given?" It looks as if the gentlemen on the opposite side—or rather the gentlemen who sit on the Treasury benches—think that anything which comes from the Opposition is to be thrown out. I really could not follow what was the reason for not accepting cancer in the list of diseases that could be tackled by the Red Cross. Certainly, this was one of the important things that could be tackled by the Red Cross. Sir, cancer is on the increase, particularly in the district and mofussil areas and people are dying of this disease without treatment and even without diagnosis and when they come over to Calcutta as a final last attempt for treatment, it is more often than not that they come in a condition which is beyond treatment. An organisation like the Red Cross could really tackle this problem effectively. So, if this disease could have been included in this list, as my friend wanted it, it would have been a great boon.

Again with a request to the Government to implement the things that have been passed in the proper spirit of service I close my speech.

Thank you, Sir, for the opportunity you have given me to say a few words on this subject.

[6-45—6-57 p.m.]

Dr. Narayan Chandra Ray:

মাননীয় সভাপাল মহাশয়, আমার বিলের গোড়ার দিকে একটা কথা বলার ছিল সেটা থার্ড রিডিংএ সেইভাবে না ব'লে এটা একটা বক্তব্য হিসাবে রাখছি। পাকিস্তান হবার পর ইন্ডিয়ান রেড ক্রসের টাকা ইন্ডিয়ান ফান্ড থেকে যাওয়া উচিত, ইস্ট পাকিস্তানের যে শেয়ার সেটা ওয়েস্ট বেঙ্গল ফান্ড থেকে যাবে কেন, এটা একটা গোড়ার প্রশ্ন ছিল। কারণ বাংলা ও পাকিস্তান যখন ভাগ হ'ল তখন পাকিস্তানের যা পাওনা ছিল সেটা ভারত-সরকারের কাছ থেকেই পাওয়া উচিত ছিল কিম্বা এটা বিভিন্ন প্রদেশের উপর ছিটিয়ে ভাগ ক'রে দেওয়া উচিত ছিল কারণ এটা সেন্ট্রালের ব্যাপার। আমি আইন জানি না তবে এটা আমি মনের কথা বললাম।

আমার আর একটা বক্তব্য ছিল, সেই বক্তব্য এই যে, এই বিলটা যখন অ্যাক্ট হয়ে কার্যে পরিণত হবে, এই ক্লজ (৩) সম্বন্ধে যে বক্তব্য আছে সেটা ঠিক যুক্তি হিসাবে গোড়ার দিকে চাপ দিয়ে এই বিলটা নষ্ট করতে চাই নি। আমি ইন্ডিয়ান রেড ক্রসএর লাইফ মেম্বার, আমি জানি এর হাত দিয়ে অনেক সেবামূলক কাজ হয়. আমার বক্তব্য যে আমাকে যেন ডাক্তার নারায়ণ রায় বা কমিউনিস্ট নারায়ণ রায় হিসাবে বিবেচনা করা না হয়, সে দৃষ্টি দিয়ে লোককে যেন বিচার করা না হয়। কেননা ইন্ডিয়ান রেড ক্রস একটা সেবামূলক প্রতিষ্ঠান, এর একটা বড় ভবিষ্যৎ আছে। এই বড় ভবিষ্যৎটাকে যেন এই বিলের মধ্য দিয়ে আরও বড় করা যায়, তার প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। এই বিল প্রয়োগ সম্বন্ধে যে যে কথা উঠেছে, বিভিন্ন জায়গা থেকে যেসব অভিযোগ এসেছে এর কর্তৃপক্ষের উচিত যে, এই প্রতিষ্ঠানকে সকল সন্দেহের উর্ধ্বে রাখবেন এবং এর চেষ্টা যদি কর্তৃপক্ষ করেন তা হ'লে ইন্ডিয়ান রেড ক্রসকে আরও উচ্চ সম্মান দেওয়া হবে। এই ব'লেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

স্পীকার মহোদয়, আজকে এই বিলের পরিধি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, তা সত্ত্বেও নানা রকম কথা রেড ক্রস অর্গ্যানিজেশন সম্বন্ধে এখানে বলা হয়েছে। আমি মাত্র পাঁচ মিনিট সময় নেব। একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন রেড ক্রসকে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করবার জন্য কাজে লাগানো হয়েছে। আমার বন্ধু ডাক্তার রায় এখানে বলেছেন তাঁর কাছ থেকে অনেক রোগী

[3-20—3-30 p.m.]

এবং.এই ঘটনা চলতে চলতে যেটা আমি আর-একবার বলেছি. আমি এখন সংক্ষেপে বলছি. এই জিনিসটা চলতে থাকলে যে অ্যানোম্যালি সৃষ্টি হয় সেই অ্যানোম্যালির দরুন আমরা আজকে দেখছি এই সরকারের কয়েকজন কর্মচারী মালিকের সমর্থকের ভূমিকায় বেআইনীভাবে এসে দাঁড়িয়েছেন। সেজন্য আমি বলছি, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই কারণেই এটা ধামাচাপা দেবার চেষ্টা উচিত নয় এবং সেটা মালিকের সদিচ্ছার উপর ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে না। সেদিক থেকে আমি আবার বলছি এমন একটা আইন প্রণয়ন করা উচিত যাতে ক'রে আইন ভঙ্গ করলে সাজার ব্যবস্থা করা যায়। সেজন্য আমি সাত্তার সাহেবকে অনুরোধ করছি এই যে, যে হাতিয়ার তাঁর হাতে তুলে দিচ্ছি এটা কার্যকরী করবার জন্য সেটা যেন তিনি গ্রহণ করেন।

Mr. Speaker: I want to draw the attention of the honourable members to rule 51. Rule 51 is a rule which touches the introduction of the Bill. The rule is in these terms; I am reading it because there are three non-official Bills before the House today. It reads "If a motion for leave to introduce a Bill is opposed, the Speaker after permitting, if he thinks fit, a brief explanatory statement from the member who moves and from the member who opposes the motion, may, without further debate put the question thereon". This is if opposition comes. Then the rule says, "If such motion be carried, the Secretary shall read the title of the Bill, and the Bill shall thereupon be deemed to be introduced in the Assembly". After that the position will be that the Bill will be taken to the next non-official day. Today the Bill has been introduced; there is no occasion for any member to talk over this matter; and from Mr. Abdus Sattar, in the event of opposition, all that is permissible is a brief explanatory speech.

Mr. Abdus Sattar, are you opposing it?

The Hon'ble Abdus Sattar: Yes.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য সত্যেন মজুমদার মহাশয় যে অস্ত্র আমার হাতে তুলে দিতে চান আমি আপাততঃ সেটা গ্রহণ করতে না পারার জন্য দুঃখিত। এ সম্বন্ধে যে কথা প্রস্তাব উত্থাপনকালে প্রস্তাবক বলেছেন সে সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, যে প্রথা চলে আসছে সেই প্রথা সরকার সমর্থন করেন না, তবে এই নিয়ে অনেক কনফ্লিক্টিং ডিসিশন আছে। একটা আইন প্রণয়ন করতে গেলে আমার মনে হয় সমস্ত বিষয় ভাল ক'রে বিবেচনা ক'রে করা দরকার। তাড়াতাড়ি করলে অনেক সময় আইনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। এটাই আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি। শুধু এই রাজ্য বিধানসভায়ই নয়, ভারতীয় পার্লামেন্টেও এই আইনের যৌক্তিকতা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়। বিশেষ ক'রে যখন এই ধরনের ব্যাপারে আর-একটা পক্ষ আছে এবং ঘটনাচক্রে সেই পক্ষের লোক এই সভায় নাই। তাই আমি মনে করি এই সব বিষয় যদি মাননীয় সদস্যরা তাড়াহুড়া ক'রে বিধানসভায় আনবার পূর্বে শ্রম উপদেষ্টা বোর্ডের সভায় উপস্থাপিত করেন, তা হলে কাজের অনেক সাহায্য হয়। এই প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই যে, প্ল্যানটেশন ইন্সপেক্টরএর কথা মাননীয় সত্যেনবাবু উল্লেখ করেছেন। আমি অনুসন্ধান করব। আমি নিশ্চয় একথা সমর্থন করব না যে, সমস্ত আইন থাকতে সেই প্ল্যানটেশনএর উৎসাহ এই এলাকায় যাবে। এখন.এ সম্বন্ধে আমার কিছু জানা নাই। তবে আমি এ সম্পর্কে এটুকু বলতে পারি, তদন্ত করা হবে এবং এ বিষয়ে যেসমস্ত ফাইল আছে তা থেকে আমি দেখছি যে, এ সম্বন্ধে এক্সিকিউটিভ অর্ডার করানো হয়েছে এবং মালিকদেরও বলা হয়েছে। মালিকপক্ষেরও বক্তব্য আছে। আমরা অনেক সময় দেখেছি যে, পরিবারের প্রধান যে, তাকে পদচ্যুত করার ফলে তার পরিবারভুক্ত যেসব অন্যান্য লোক থাকেন তাঁদেরও যদি কর্মচ্যুত না করা যায় তা হ'লে সেখান থেকে বহিষ্কৃত করতে পারে না। এই যে পরিবারের প্রধান, কোন গুরুতর অপরাধে তাকে যদি পদচ্যুত করা যায় সে তার লোকের কাছে আসা যাওয়া করে এবং তার ফলে বাগানের শান্তি বিঘ্নিত হয়।

Sj. [illegible] Narayan Majumder:
সেজন্য প্ল্যানটেশন লেবার অ্যাক্ট পরিবর্তন করার জন্য আমরা বলছি।

আমাদের রেড ক্রসএ আসে এবং আমি বলতে পারি একটা রোগীও ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায় নি। নারায়ণবাবু কমিউনিস্ট কি কোন রাজনৈতিক দলের মেম্বার তা আমরা দেখি নি। এখানে ডাক্তার চ্যাটার্জি বড় বড় বক্তৃতা করলেন আমরা তা সকলেই শুনেছি। শ্রদ্ধেয় ডাক্তার চ্যাটার্জির কাছ থেকে রোগী এসেছে, তাদের টিউবারকুলোসিস হয়েছে এবং আমার যতদূর স্মরণ হয় ডাক্তার চ্যাটার্জি এক জায়গায় লিখে দিয়েছিলেন, অনেক ধন্যবাদ ঔষধ দেবার জন্য এবং আবার যেন তাদের দেওয়া হয়। ডাক্তার চ্যাটার্জি কমিউনিস্ট, কি কোন্ দলের লোক তা জানি না। জানি তিনি পাঠিয়েছিলেন এই উদ্দেশ্যে যে, রেড ক্রস সাহায্য করবে। ডাক্তার চ্যাটার্জি এখানে কর্তব্য স্বীকার করেছেন এবং সমস্ত সত্য কথাই বলেছেন। কিন্তু কংগ্রেসকে শক্তিশালী করবার জন্য রেড ক্রসএর সাহায্য নেওয়া হয়েছে একথা ঠিক নয়। এর জন্য ৬৭ কোটি টাকা সরকারের তরফ থেকে খরচ করা হয়। কোনও মন্ত্রীই কমিউনিস্ট পার্টির নয়, সমস্ত মন্ত্রীই কংগ্রেস পার্টি থেকে নেওয়া হয়েছে। এই ৬৭ কোটি টাকা খরচ ক'রে যদি আমরা আমাদের দেশের সমস্ত লোককে আনতে পারি ভাল, না আনতে পারি ভাল। এই রেড ক্রস থেকে যেখানে ৬৭ হাজার টাকা উঠত সেখানে ৯½ লক্ষ টাকা উঠছে। আমরা এখন এই ঔষধে যেখানে ৬৭ কোটি টাকা খরচ ক'রে কিছু করতে পারছি না সেখানে ৯ লক্ষ টাকায় বিশেষ কিছু ঔষধ-পত্র ক্রয় করা যাবে ব'লে মনে করি না। আমরা রেড ক্রসএ নিরপেক্ষভাবে কোন্ দলের না দেখে সেবা ক'রে থাকি সেটা ডাঃ নারায়ণ রায় যোগাযোগ রাখেন আমাদের সঙ্গে তিনি জানেন। তিনিও এটা স্বীকার করেন এবং স্বীকার করেছেন। হীরেন চ্যাটার্জি মহাশয়কেও আমি বলব যে, এমন কোন দলের লোক নাই যিনি এখান থেকে ঔষধ পাচ্ছেন না। মাননীয় অন্নদা-প্রসাদ চৌধুরী মহাশয় একটা কেন্দ্র স্থাপন করেছেন—সেখানে প্রয়োজনীয় সাহায্য দেওয়া হয়ে থাকে। তা হ'লেও যদি বলেন যে, রেড ক্রসের দুধ নিয়ে অন্যভাবে ব্যবহার করা হয়েছে রাজনৈতিক দলের ব্যবস্থা করার জন্য তা হ'লে বলতে পারি না। এখানকার একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন হুগলি জেলায় আমাদের এলাকা নয়, কংগ্রেস এলাকা নয় ব'লে দেওয়া হয় না। আমরা সমগ্র বাংলাদেশের এলাকা—২৫২টি শাসনের এলাকাকেই নিজের এলাকা ব'লে মনে করি। এ রকম ভাবনা তাঁরাই ভাবতে পারেন যাঁদের ২৫২টি আসনে লোক দাঁড় করাবার ক্ষমতা নাই—

[Noise and interruption.]

৮০টি আসনে দাঁড় করাতে পারেন। কংগ্রেস সমস্ত দেশের জন্য, ২৫২টি আসনযুক্ত সমগ্র পশ্চিম বাংলাই আমাদের এলাকা। সমগ্র পশ্চিম বাংলার লোককেই সরকারের তরফ থেকে সেবা করছি, রেড ক্রস থেকে সেবা করবেন সমস্ত দলনির্বিশেষে। কাজে কাজেই যে বিল উপস্থাপিত করা হয়েছে সেই বিলের স্কোপ খুব লিমিটেড। অনেক রকম কথা বলা হয়েছে যাদের নিয়ে আরম্ভ করা হয়েছে। কিন্তু ভাইস-চ্যান্সেলর কি কংগ্রেসের দলের লোক? মেয়র অফ ক্যালকাটা কি কংগ্রেস সদস্য? ডাইরেক্টর অফ হেল্থ সার্ভিসেস—তিনি সরকারী কর্মচারী, কংগ্রেসের লোক নয়।

President of the Bengal Chamber of Commerce, President of the Bengal National Chamber of Commerce, President of the Indian Chamber of Commerce,

এঁরা কংগ্রেসের লোক নয়।

President of the Bharat Chamber of Commerce

কোন দলের লোক নয়। একজন গভর্নমেন্ট নমিনেট করে, তিনজন রেড ক্রসের সদস্য লাইফ মেম্বার হ'তে পারেন, বাৎসরিকও হ'তে পারেন। তাঁদের নির্বাচন হয়। যদি কোন লোককে টাকা নিয়ে মেম্বার করছে না এমন হয় তাকে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেবেন—সবাইকে মেম্বার ক'রে নেব এবং তিনজন যখন নির্বাচিত হয় তখন তাঁরাও লোক দাঁড় করাতে পারবেন। বিভিন্ন জেলায় যে রেড ক্রস কমিটি—তার প্রেসিডেন্ট হচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, সিভিল সার্জন, তাঁরা কেউই কংগ্রেসের লোক নন। কাজে কাজেই অবান্তর আলোচনা হয়েছে। আমি একথা বলতে চাই যে, পশ্চিম বাংলায় যে রেড ক্রস অর্গ্যানিজেশন, ইন্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটির শাখা, এটা কোন দলগত কিছু নয়, সমস্ত দলনিরপেক্ষ। এর মধ্যে যদি কেউ রাজনীতি নিয়ে আসেন তা হ'লে রেড ক্রসের সর্বনাশ করবেন, দেশেরও কোন মঙ্গল করবেন না।

The Hon'ble Abdus Sattar:

সেজন্য এটুকু আমি বলতে চাই, গোড়ায় যে কথা বলেছি—

Mr. Speaker: Just a minute Mr. Sattar, Mr. Sen wants to say something.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমার মনে হয় মাননীয় সদস্য সত্যেন মজুমদার মহাশয় যে বিল নিয়ে এসেছেন সেটা ইন্ট্রোডিউস্‌ড হওয়া উচিত, তবে মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় যা বলছেন সেটাও ঠিক, অর্থাৎ তাড়াহুড়া করা উচিত নয়। আমার মনে হয় এটা সার্কুলেশনএ দিলে সর্বদিক রক্ষা হয়, তবে মাননীয় সদস্য মহাশয় ইন্ট্রোডিউস্‌ করতে পারেন।

Dr. Ranendra Nath Sen:

প্রফুল্লবাবু যা বললেন, তাঁদের যদি ইন্ট্রোডাকশনএ বাধা না থাকে তা হ'লে আমাদের সার্কুলেশন মোশনটাই নেওয়া হোক।

Mr. Speaker: Dr. Sen, you have misunderstood the position. Initially the Government side gav me to understand that they were opposing the Bill. After that statement was made, Government have considered their own position and they do not think that it would be fit and proper to kill the Bill at this stage. What the Hon'ble Prafulla Chandra Sen has just now said is that all that can happen today is that the Bill is permitted to be introduced. The rule of procedure is that after the Bill is introduced, it will come up on the next non-official day when perhaps the Government might say that the Bill be circulated for eliciting public opinion. That is the second stage. For today's purpose, all that is necessary is that the Bill be permitted to be introduced without opposition. Therefore the Bill may now be introduced.

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar: Sir, I beg to introduce the West Bengal Prohibition of Eviction of Workers' family (Tea Estates) Bill, 1958.

(Secretary then read the title of the Bill.)

The Bengal Municipal (Amendment) Bill, 1958.

Sj. Rabindra Nath Mukhopadhyay: Sir, I beg leave to introduce the Bengal Municipal (Amendment) Bill, 1958.

Mr. Speaker: Now, what is the attitude of the Government in this matter? Mr. Jalan, will you allow introduction?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: I am opposing the introduction.

Mr. Speaker: Mr. Jalan, will you please come to me for a minute?

[At this stage the Hon'ble Iswar Das Jalan went up to Mr. Speaker for some discussion]

[3-30—3-40 p.m.]

Mr. Speaker: I have made a personal request to the Minister, Local Self-Government to permit the introduction. Government will consider and if necessary they will either accept or reject it. Today is purely the introductory part of it. Kindly be as brief as you can. Please make explanatory statement and do not go beyond that.

Sj. Ganesh Ghosh: Sir, one question to you for clarification. Can the Minister oppose at the introduction stage?

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

স্যার, আমি আলোচনার সময়ে যে কথা উঠেছে—আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি, রেডক্রসের প্রেসিডেন্টকে এজন্য যে, আমি যে টি-বি রোগীকে পাঠিয়েছিলাম তাকে তিনি ঔষধ দিয়েছেন—একথা সত্য বটে। কিন্তু আমার যে অভিযোগ ছিল তার কোন জবাব বা উত্তর পাই নি। রেড ক্রসকে যেভাবে চালান হচ্ছে সেখানে যেভাবে এবং যখন বিতরণ করা হয় তখন ডাক্তার নারায়ণ রায় বা ডাক্তার হীরেন চ্যাটার্জি থাকেন না। এই যে অবস্থা চলছে এ সম্বন্ধে তিনি কিছু বলেন নি। উনি বললেন যে, রেড ক্রস যাতে কোন দলগত না হয় তিনি যেকথা মুখে বলছেন, আশা করি কাজেও প্রমাণ দেবেন। তাঁর হাতে ৫টি পোর্টফোলিও আছে। রেড ক্রসের মত একটি প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট তিনি না থেকে যদি হাইকোর্টের বিচারপতি—যিনি কোন দলের নয়—তা হ'লেই ভাল হয়। তিনি মতেতে এক হয়েছেন কিন্তু পথেতে এক নন। আমি বলছিলাম রেড ক্রস যাতে কোন দলভুক্ত—মানে রাজনৈতিক দলভুক্ত যেন না হয়। এবং আশা করি তার প্রমাণ তিনি দেবেন। হাইকোর্টের কোন রাজনৈতিক দলের সংগে সম্পর্ক নাই সেইজন্য হাইকোর্টের বিচারপতি চেয়ারম্যান হ'লে সব দিক দিয়েই ভাল। আর ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটরা ডিস্ট্রিক্ট চেয়ারম্যান এবং সিভিল সার্জনরা মেম্বারই বলুন বা সেক্রেটারি বলুন হ'লে ভাল হয়। পথ এবং মত এক হোক এই ভগবানের কাছে প্রার্থনা।

Mr. Speaker: It is no good making an acrimonious speech. You can certainly criticise but why be so hostile?

I do not think after the Hon'ble Minister has spoken, there is room for any further discussion.

The motion of the Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray that the Indian Red Cross Society (Bengal Branch) (Amendment) Bill, 1958, as settled in the Assembly be passed, was then put and agreed to.

Adjournment

The House was adjourned at 6-57 p.m. till 3 p.m. on Wednesday, the 9th July, 1958, in the Assembly House, Calcutta.

Mr. Speaker: I have looked up the rule and I have also looked up the past ruling. Legal right to oppose is there; but the Government in a democratic State takes into consideration the object of the Bill with which it is introduced and merely at the introduction stage the Government will perhaps not throw it out without giving due consideration.

Sj. Ganesh Ghosh: What I wanted to know was if the Minister can oppose on the brief statement of the Bill. It is only left to you to oppose at this stage but the Minister cannot.

Mr. Speaker: You will see that the rule says: "If a motion for leave to introduce a Bill is opposed, the Speaker after permitting, if he thinks fit, a brief explanatory statement from the member who moves and from the member who opposes the motion, may, without further debate, put the question thereon.

Sj. Rabindra Nath Mukhopadhyay:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, এই বিলটি ইন্ট্রোডিউস করার মূল এবং প্রধান কারণ হচ্ছে বর্তমানে মিউনিসিপ্যালিটির ইলেকশন সম্বন্ধে যে বিধি আছে, সেই বিধিটাকে পরিবর্তন ক'রে সীমাবদ্ধ ভোটাধিকারের অবস্থা থেকে একটা সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে যাতে মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হ'তে পারে তার ব্যবস্থা করা। মিউনিসিপাল কমিশনাররা যাতে নিজেরা ইলেক্টেড হ'তে পারেন এবং যে-কোন ব্যক্তি অ্যাডাল্ট ফ্রানচাইজএর ভিত্তিতে ভোট দিতে পারেন ও নিজে রি-ইলেক্টেড হ'তে পারেন তার জন্যই এই অ্যামেন্ডমেন্ট বিলটি আনা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনি জানেন যে, এতদিন পর্যন্ত মিউনিসিপ্যালিটিতে রেস্ট্রিক্টেড ফ্রানচাইজ অর্থাৎ সীমাবদ্ধ ভোটাধিকারের বিধি প্রচলিত আছে এবং এই বিধি থাকার ফলে বিপুলসংখ্যক লোক ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছে। বর্তমানে যে নিয়ম আছে, তা প্রধানতঃ হচ্ছে এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন ও প্রপার্টি কোয়ালিফিকেশন। এই কোয়ালিফিকেশনএর উপর বর্তমানে যে-কোন ব্যক্তি ইলেকশনএ দাঁড়াতে পারেন, অথবা কাউকে নির্বাচন করতে পারেন। আজকে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে এই বর্তমান আইনকে পরিবর্তন ক'রে যাতে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে, সাধারণ মানুষের ইচ্ছানুসারে কমিশনার নির্বাচন করা যায় এবং মিউনিসিপ্যাল শাসনব্যবস্থার উপর সাধারণের ভোটাধিকার সাব্যস্ত করা যায় তার ব্যবস্থা করা। বর্তমান আইনের ফলে আজ পর্যন্ত যা দাঁড়িয়েছে, তা একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে গত সাধারণ নির্বাচনে যে পরিমাণ ভোটার ছিল ঠিক সেই সেই অঞ্চলে মিউনিসিপ্যালিটির ভোটারগুলি যদি ব্যবহার করা যায় তা হ'লে পার্থক্য যে কি পরিমাণ তা সহজেই অনুমান করা যাবে। মিউনিসিপ্যাল টাউনএ অত্যন্ত সামান্য এক অংশের লোক বর্তমান আইন অনুসারে সেখানকার মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারে। মিউনিসিপ্যালিটির অ্যামেনিটিজএর জন্য, অর্থাৎ নাগরিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং তার শাসনব্যবস্থার উপর কোন কিছু বক্তব্য রাখার অধিকার মোটামুটি হয়ত সীমাবদ্ধভাবে আছে। যাঁরা স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং যাঁদের প্রপার্টি কোয়ালিফিকেশন আছে বা যাঁরা কোনপ্রকার ট্যাক্স মিউনিসিপ্যালিটিকে দেন, এই রকম ব্যক্তি ছাড়া আর কারও ভোটাধিকার স্বীকৃত নয়।

এর ফলে দেখা যায় কলিকাতা শহরে যদিও কলিকাতায় আলাদা আইন আছে তা সত্ত্বেও কলিকাতায় যেখানে ৪০ লক্ষ লোকের বাস, সেখানে গত কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনে মাত্র আড়াই লক্ষ লোকের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়েছে। যদি অন্যত্র, যেমন খড়্গপুরের আজকে খবর নেওয়া যায়, তা হ'লে দেখা যায় সেখানে ৭০ হাজারের অধিক লোকের বাস হওয়া সত্ত্বেও সেখানে ২,৬০০ লোকের কিছু বেশির ভোটাধিকারের ব্যবস্থা হয়েছে। যদি হাওড়ার কথা ধরা যায়, সেখানে দেখব ৪৩ হাজার ভোটার, আর পপুলেশন হচ্ছে ৬ লক্ষ। এই ৬ লক্ষ লোক যেখানে বাস করে, সেখানে মাত্র ৪৩ হাজার মানুষের ভোটের অধিকার আছে। গত নির্বাচনের হিসেব যদি দু'-একটা জায়গার দেওয়া যায়, তার যদি তুলনামূলক হিসেব রাখা যায়, তা হ'লে দেখা যাবে যে, বেহালাতে কলিকাতা শহরের অত্যন্ত নিকটবর্তী অঞ্চলে গত ১৯৫৭ সালে

যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে ৫৭ হাজার ভোটার ছিল। সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার ভোটের বলে আমি এখানে এসেছি। এখানে সেই নির্বাচনের জায়গায়, সেই মিউনিসিপ্যাল এলাকায় যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে, তার ভোটাধিকার ছিল মাত্র ৮ হাজার লোকের। তারপর ভাটপাড়ায় গত নির্বাচনে ৭১ হাজার ছিল ভোটার। গত সাধারণ নির্বাচনে যেখানে ৭১ হাজার লোকের ভোটাধিকার ছিল, সেখানে মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে সাড়ে পাঁচ হাজার ভোটার অ্যাডাল্ট ফ্রানচাইজএর মধ্যে এসে গিয়েছে। এতে কি প্রমাণ হয়? সাধারণ নির্বাচনে যেখানে ৭০ হাজার লোক ভোটাধিকার পায়, সেই অঞ্চলের মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে ৭০ হাজার মানুষের মধ্যে ৬০।৬৫ হাজার মানুষ বাদ হয়ে যাচ্ছে, কোন ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারছে না।

বেহালায় দেখা যায় ৫৭ হাজার ভোটারের মধ্যে ৫৫ হাজার মানুষ বাদ পড়ে যাচ্ছে, ইলেকশনে অংশ গ্রহণ করতে পারছে না মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনের সময়। বর্তমানে ভোটাধিকারের বাধা যা প্রচলিত আছে তা যদি প্রচলিত থাকে, তা হ'লে সহজে বোঝা যায় কোন প্রকারেই এই রকম বাধা আর চলতে দেওয়া উচিত নয়। আমি এখানকার যে অ্যানোম্যালিজ, সাধারণ কতকগুলি অসঙ্গতি যা লক্ষ্য করা যায়, সেগুলি কেন আজও বাংলাদেশে চালু আছে, তা বুঝতে পারি না। আপনি জানেন, স্যার, সমগ্র ভারতবর্ষেতে একমাত্র বাংলাদেশ ও আসাম বাদ দিলে সর্বত্র সমস্ত স্টেজএ এই সার্বজনীন ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়েছে।

[3-40—3-50 p.m.]

বাংলাদেশ যে কি অপরাধ করেছিল জানি না। কিন্তু বাংলাদেশ ছাড়া এবং আসাম বাদে ভারতবর্ষের সর্বত্র এই সমস্ত ইলেকশনও সার্বজনীন ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়েছে এবং সেই ভিত্তিতে সেখানে নির্বাচন হয়ে থাকে। অ্যাডাল্ট ফ্রানচাইজ, সার্বজনীন ভোটাধিকার এই অধিকারকে মূল ভিত্তি হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে পার্লামেণ্টএর ক্ষেত্রে। অর্থাৎ দেশের সমস্ত ভাগ্য নির্ধারণ যাঁরা করছেন সেই ভাগ্য নির্ধারণ করার ব্যাপারে সর্বশক্তিময় যে লোকসভা সেই লোকসভায় এই অধিকার স্বীকৃত হয়েছে; এই রাজ্যে বিধানসভায় এই অধিকার স্বীকৃত হয়েছে, কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার এই মিউনিসিপ্যালিটির ব্যাপারে শহরাঞ্চলে, বাংলাদেশের মিউনিসিপ্যাল এলাকার ব্যাপারে এই মনোভাব দেখতে পাচ্ছি। আশ্চর্য, লোকসভায় যেটা স্বীকৃত হয়, সার্বজনীন ভোটাধিকার বিধানসভায় স্বীকৃত হয়। এমনকি পঞ্চায়তেও সার্বজনীন ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়েছে, শুধুমাত্র মিউনিসিপ্যালিটিগুলির ক্ষেত্রে এটা ভিন্ন কেন? এর কি কৈফিয়ত আছে আজ পর্যন্ত আমাদের কাছে তা পরিষ্কার হয় নি। সুতরাং আমি মনে করি যে, এইরূপ অদ্ভুত পরিস্থিতি থেকে আমাদের মুক্ত হওয়া উচিত এবং আজকে এই সময় এই বিলে এটা গ্রহণ ক'রে সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তন করা উচিত। সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের চন্দননগরে ইউনিভার্সাল অ্যাডাল্ট ফ্রানচাইজ আছে। তবে বাধা কোথায়? কেন হয় নি? কেন বাংলাদেশের সর্ব স্তরে মিউনিসিপ্যাল এলাকায় সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন নীতি গ্রহণ করা হবে না তার কোন বাস্তব যুক্তি আমরা দেখি না। স্যার, আমরা জানি, বাংলাদেশে ৮৬টি মিউনিসিপ্যালিটি আছে। বাংলাদেশের তিন ভাগের এক ভাগ লোক এই মিউনিসিপ্যাল এলাকায় বাস করে। সেখানে টু-থার্ড লোক যে অধিকার পেয়ে আসছে, দেশের সাধারণ নীতি ব'লে যা স্বীকৃত হয়েছে সেখানে, যেখানে শিক্ষিতের সংখ্যা বেশি, যেখানে মানুষ অনেক বেশি অধিকার সম্বন্ধে সচেতন, সেই মিউনিসিপ্যালিটিতে কেন এই নীতি স্বীকৃত হবে না—তা বুঝতে পারি না। সুতরাং এটার প্রয়োজনীয়তা আছে মনে করি। এই সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই আমাদের জালান সাহেব আমাদের দেশের মিউনিসিপ্যাল অ্যাসোসিয়েশনএর বহু মিটিংএ উপস্থিত থাকেন, লোক্যাল সেল্ফ গভর্নমেন্টএর পরিচালক এবং মন্ত্রী হিসাবে তিনি বহু সভায় বক্তৃতা করেন। আজ পর্যন্ত আমি জানি যে, তিনি এই বিষয় কোন বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করেন নি। বোলপুরে মিউনিসিপ্যাল কনফারেন্সএ সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং জালান সাহেব সেই সভায় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেছিলেন, তিনি এটা জানেন। আজ সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে বাঙলাদেশের সমস্ত মিউনিসিপ্যাল অঞ্চলে সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রয়োগ করা উচিত। সুতরাং প্রাপ্তবয়স্ক লোকের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে, এই নীতি প্রয়োগ ক'রে এটা পরিচালিত হওয়া উচিত।

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

The Assembly met in the Assembly House, Calcutta, on Wednesday, the 9th July, 1958, at 3 p.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble Sankardas Banerji) in the Chair, 16 Hon'ble Ministers, 11 Deputy Ministers and 208 Members.

STARRED QUESTION

(to which oral answer was given)

[3—3-10 p.m.]

Distribution of galvanized tins for erection of sheds at flood-affected areas in Uluberia subdivision

***62. Sj. Amal Kumar Ganguli:** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Relief Department be pleased to state whether Government are aware of the total quantity of corrugated tins distributed at different places for making temporary sheds in the flood-affected areas of Uluberia subdivision?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) whether these sheds constructed with those tins were at all used by the affected homeless persons, and if not, why;

(*ii*) whether there has been kept any correct account of these distributed tins and whether these accounts are open to the public for their scrutiny and necessary comments; and

(*iii*) whether these tins were used in non-flood areas and for the purpose other than sheltering the flood-stricken homeless persons?

The Minister for Food, Relief and Supplies (the Hon'ble Prafulla Chandra Sen): (*a*) Yes.

(*b*)(*i*) Yes; all these sheds were used by the flood-affected homeless persons.

(*ii*) Yes, but these accounts are not open to the public for their scrutiny and comments.

(*iii*) No; these tins were not used in non-flood areas and for the purpose other than sheltering the flood-stricken homeless persons so long as these were required for the purpose of sheltering the flood-stricken homeless persons.

এই বিষয়ে আমাদের জালান সাহেব ওয়াকিবহাল, তিনি নিজে জানেন এই বিষয় সরকারী দপ্তরে আলাপ-আলোচনা চলছিল।

Mr. Speaker: Mr. Mukherjee, I will request you to confine yourself to the brief explanatory note. The brief explanatory note means this: If I were the mover I would say "I am bringing this Bill. My object is this: The object is to extend universal suffrage to the municipalities". That's all. Please be brief.

Sj. Rabindra Nath Mukhopadhyay:

২৪এ এবং ২৬এ নভেম্বর তারিখে সরকার বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টএর হেডগুলি এবং মিউনিসিপ্যালিটি অ্যাসোসিয়েশনএর হেডগুলি সহ একটা আলোচনা হয়েছিল। সেখানে স্বভাবতঃই চেষ্টা হয়েছিল যাতে দ্রুতগতিতে এ সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্তে আসা যায় এবং বিল গ্রহণ করা যায়। অন্য একটি কথা হচ্ছে বর্তমানে যা প্রচলিত আছে গণতান্ত্রিক বিধিস্বরূপ—একথা সকলেই জানেন যে, যেহেতু আজকে শহরাঞ্চলে যে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে তাতে সরকার সেখানে নির্বাচনে পরাস্ত হচ্ছে, এইসব কারণেই তাঁরা হয়ত চাইছেন—ব্যবস্থা এরকমই থাকুক।

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Sir, I am opposing the introduction of this Bill.

Sir, the question of adult franchise is being considered by the Adult Franchise Committee which expects to finish its labours in a month or two. Therefore, I would ask the honourable mover to withdraw this Bill and let him await the report of that committee. In case adult franchise is decided upon as a result of that report or otherwise, a new amending Bill, properly drafted—amending the Act—will be necessary. It may be that the Legislative Assembly Electoral Roll itself may be regarded as the electoral roll for the municipal election. Then all these provisions will be useless. Therefore, I would suggest to the honourable mover to withdraw this Bill at this stage and await the report of the Adult Franchise Committee. In case he does not agree to do so, I regret that I will have to oppose the introduction of this Bill.

Sj. Bankim Mukherjee: Is Government bringing forward any amending Bill?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: I have already said that so far as the report of the Adult Franchise Committee is concerned, we are awaiting that report. If it be decided that there should be adult franchise basis for municipal election, certainly an amending Bill will be necessary, but it will all depend upon the report of that committee.

Dr. Ranendra Nath Sen:

মিঃ জালান যে স্টেটমেন্ট দিলেন তাতে তিনি বলেছেন ও'রা কমিটি রিপোর্টএর উপর ঠিক করবেন এ ধরনের অ্যামেন্ডমেন্ট আনবেন কিনা। তা হ'লে আমি বলি, এটাকে অপোজ না ক'রে সার্কুলেশনএ রেখে পরে লেটার ডেটএ না হয় যা হয় করবেন।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: There is another very good reason for opposing its introduction. The language of this particular Bill is so lopsided that it cannot be published in the Gazette in the form in which it has been drafted it must be recast.

Dr. Ranendra Nath Sen:

তাহলে নতুন বিল আনবেন একথা বলছেন?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: How can I presuppose the report of that Committee.

Sj. Amal Kumar Ganguli:

মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি—এই করুগেটেড টীনের ওজন কত?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

৬২২ পাউন্ড।

Sj. Amal Kumar Ganguli:

কতগুলি শেড সেখানে তৈরি হয়েছিল?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

নোটিস চাই।

Sj. Amal Kumar Ganguli:

আপনি কি জানেন—এই শেডের কতগুলি ফ্লাড-এফেক্টেড এরিয়ায় তৈরি হয়েছিল এবং নন-ফ্লাড-এফেক্টেড এরিয়ায়ও কিছু কিছু তৈরি হয়েছিল?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমি যেসব শেডগুলির কথা বলছি—তা ফ্লাড-এফেক্টেড এরিয়াতে তৈরি হয়েছিল।

Sj. Amal Kumar Ganguli:

যে শেডগুলি ওখানে হয়েছিল, তাতে কি এখনও এফেক্টেড লোকেরা বাস করছে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

সেই শেডগুলিতে আর ফ্লাড-এফেক্টেড পিওপিলের বাস করবার প্রয়োজন নাই। তারা স্ব স্ব জায়গায় চলে গিয়েছে। কেবল বিল্ড ইয়োর ওন হাউস স্কীমে যারা যোগ দিয়েছিল, টীন ভেঙ্গে তাদের দিতে বলছি।

Sj. Amal Kumar Ganguli:

যে শেডগুলি আন্‌ইউজড পড়ে আছে তার সংখ্যা কত?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

তার সংখ্যা জানি না। শেডগুলি যা পড়ে আছে তা বিল্ড ইয়োর ওন হাউস স্কীমের লোকগুলিকে দেওয়া হবে।

Sj. Amal Kumar Ganguli:

এই রকম শেডের টীন বাড়ী তৈরি ছাড়া অন্য কাজের জন্য দেওয়া হয়েছে জানেন কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

এই টীন যা উদ্বৃত্ত থাকবে—ফ্লাড-এফেক্টেড লোকদের দিয়ে বিল্ড ইয়োর ওন হাউস স্কীমে সেটা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট অন্য যাকে মনে করেন দিতে পারবেন।

Sj. Amal Kumar Ganguli:

বাড়ি তৈরির উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে এই টীন দেওয়া হয়েছে কিনা?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

না, হয় নি।

Sj. Saroj Roy:

টীনের হিসেবপত্র নিয়ে লোকের মনে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে, সেজন্য প্রশ্ন করা হয়েছে—পাবলিকের কাছে এর হিসেব দেবেন কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

সমস্ত সন্দেহ নিরসনের জন্য অডিটের ব্যবস্থা আছে, তারা সব কিছু ব্যবস্থা করবেন, পাবলিককে দেখাবার কোন দরকার নাই।

UNSTARRED QUESTIONS

(answers to which were laid on the table)

Roads of Howrah district included in the two Five-Year Plans

16. Sj. Tarapada Dey: Will the Hon'ble Minister in charge of the Development (Roads) Department be pleased to state—

(*a*) what is the total length of the District Board roads of Howrah;

(*b*) how many miles are the Union Board roads in the said district;

(*c*) how many miles of the roads of Howrah district have been taken by Government in the First and Second Five-Year Plans;

(*d*) what are those roads;

(*e*) how many miles of those roads have been completed;

(*f*) what is the number of bridges under the District Board, Howrah;

(*g*) how many of them are in damaged condition; and

(*h*) whether Government have any scheme for repair of damaged bridges?

The Minister for Works and Buildings (the Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta): (*a*) 976 miles.

(*b*) 1,250 miles (approximately).

(*c*) (*i*) First Plan—88.25 miles.

(*ii*) Second Plan—86.5 miles of new roads in addition to those carried over from the First Plan for completion.

(*d*) A list is laid on the Table. The list in Part II of Second Plan is provisional and subject to modification depending on availability of funds.

(*e*) 52 miles.

(*f*) 415.

(*g*) Very few of them are in good condition.

(*h*) A small provision has been made in the Second Plan for repairs to selected bridges on important District Board roads.

Statement referred to in reply to clause (d) of unstarred question No. 16

LIST OF ROADS IN HOWRAH DISTRICT TAKEN UP UNDER THE FIRST AND SECOND FIVE-YEAR PLANS

First Five-Year Plan

(1) Mourigram-Uluberia.

(2) Howrah-Domjur-Amta.

(3) Ranihati-Panpur-Harishdadpur-Amta.

(4) Botanical Garden-Rajganj-Sankrail.

(5) Bagnan-Srikol-Syampur with a branch to Kamalpur.

(6) Salkia-Chanditola.

Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Jana, Sj. Mrityunjoy
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sj. Gurupada
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Misra, Sj. Monoranjan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj Ram Lochan
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Muzaffar Hussain, Janab
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Pal, Sj. Ras Behari
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing

The Ayes being 54 and the Noes 89, the motion was lost.

Sj. Ganesh Ghosh: Sir,, we do not want secret voting, we want that the votes be recorded openly.

Mr. Speaker: Very well.

The motion of Sj. Rabindra Nath Mukhopadhyay that leave be granted to introduce the Bengal Municipal (Amendment) Bill, 1958, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—68.

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Bindaban Behari
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bera, Sj. Sasabindu
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhagat, Sj. Mangru
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Bose, Sj. Jagat
Chakraverty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatteraj, Sj. Radhanath
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Ganguli, Sj. Amal Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Ramanuj
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prasad

Second Five-Year Plan

Part 1

Roads taken up under the First Plan has been included in the Second Plan for further improvement or completion.

Part II

New roads

(1) Uluberia-Panpur.
(2) Bagnan-Amta.
(3) Amta-Jhikra.
(4) Extension of Rajganj-Sankrail Road up to National Highway Nos. 5 and 6 (including a major bridge over the Saraswati).
(5) Shyampur-Shibganj.
(6) Domjur-Babuhati.
(7) Bargachhi-Jagatballavpur.
(8) Santragachi-Mahiari.
(9) Feeder road to Andul railway station.
(10) Feeder road to Bauria railway station.
(11) Domjur-Andul.
(12) Amta-Rajapur-Dihi Bhursut.
(13) Munsirhat-Penro-Khila-Rajapur.
(14) Bagnan-Mankar.

Sj. Tarapada Dey:
আপনি বলেছেন ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তা ১,২৫০ মাইল, কিন্তু ১৯৫১ সালের সেন্সাসে ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তার হিসাব নাই—আপনি এই হিসেব কোথা থেকে পেলেন?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:
ডিস্ট্রীক্ট বোর্ডের কাছ থেকে পাওয়া গেছে।

Sj. Tarapada Dey:
১৯৫১এর সেন্সাসে ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তার কোন হিসাব নাই, এই হিসাবটি কোথা থেকে পাচ্ছেন?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:
ডিস্ট্রীক্ট বোর্ডের কাছ থেকে পেয়েছি।

Sj. Tarapada Dey:
আপনি বলছেন—হাওড়ার, ডিস্ট্রীক্ট বোর্ডের রাস্তা হচ্ছে ৯৭৫ মাইল, আর ১৯৫১ সালের সেন্সাসে দেখছি ১,০৪১·৩ মাইল। এই দুটো দু-রকম হবার মানে কি?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:
আমার ফাইলে যা আছে তাতে এই রকম আছে। এটা ডিস্ট্রীক্ট বোর্ড থেকে পেয়েছি।

Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mondal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Naskar, Sj. Gangadhar
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Rai, Sj. Deo Prakash
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Saroj
Roy Choudhury, Sj. Khagendra Kumar
Sen, Sj. Deben
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Taher Hossain, Janab

NOES—100.

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Bouri, Sj. Nepal
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Sj. Byomkes
Mallick, Sj. Ashutosh
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Muzaffar Hussain, Janab
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing

The Ayes being 68 and the Noes 100, the Motion was lost.

Sj. Tarapada Dey:

১৯৫১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে যা আছে, তার থেকে এটা পৃথক হল কেন? ১,০৪১·৩ মাইল রাস্তা সেন্সাস রিপোর্টে আছে আর আপনি বলছেন ৯৭৬, এই দুটা পার্থক্য হল কেন?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

সেন্সাসে কি আছে আমি দেখি নি, কি করে বলবো।

Sj. Tarapada Dey:

১৯৫১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে যা ছিল তার চেয়ে এটা কমে গেল কেন?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

সেন্সাসএ কি আছে আমি জানি না।

Sj. Tarapada Dey:

কোনটা সত্য, সেন্সাস রিপোর্ট, না এটা?

Mr. Speaker: Is there any thing about Census Report in your question? The Hon'ble Minister has stated that he is giving information from his files. He is not aware of the information given in the Census Report. So, he cannot say anything with reference to the Census Report.

Sj. Tarapada Dey:

আমি জিজ্ঞাসা করছি উনি যে হিসেব দিয়েছেন, আর সেন্সাস রিপোর্টে যেটা আছে, এদের কোনটা সত্য বলে ধরে নেব?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

আমি যে হিসাব দিয়েছি সেটা সত্য বলে ধরে নিতে পারেন।

Sj. Tarapada Dey:

তাহলে সেন্সাস রিপোর্টটা ভুল?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

সেন্সাস রিপোর্টটা কি আমি জানি না।

Mr. Speaker: The Hon'ble Minister says that his report is correct. If you do not accept it, you may draw your own conclusion.

Sj. Tarapada Dey:

এই (ই) প্রশ্নোত্তরে যে বলেছেন ৫২ মাইল রাস্তা হয়েছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কত রাস্তা হয়েছে আর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়ই বা কত হয়েছে?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

আমি ত প্রশ্নোত্তরে বলেছি প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৮৮·২৫ মাইল রাস্তা হয়েছে, আর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৮৬·৫ মাইল রাস্তা হবে, এবং আজ পর্যন্ত রাস্তা হয়েছে ৫২ মাইল।

Sj. Tarapada Dey:

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এত কম রাস্তা হল কেন?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এখনও কমপ্লিট হয় নি, আরও আড়াই বছর আছে।

The Calcutta Municipal (Amendment) Bill, 1958

Sj. Dhirendra Nath Dhar: Sir, I do not intend to introduce the Bill.

Mr. Speaker: Very well, the Bill is therefore withdrawn.

Non-official Resolution.

[4—4-10 p.m.]

Sj. Sunil Das:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, প্রকৃতির অবারিত দাক্ষিণ্যের অন্যতম প্রধান উপকরণ যে জল সেই জল আজ আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু। আজ যে প্রস্তাব আলোচিত হবে তা এই—

This Assembly views with deep concern the general deterioration, in Calcutta, in the supply by Government and other agencies of drinking water both in quality and quantity leading to immense inconvenience of the citizens of Calcutta and endangering their health and life and is of opinion that immediate steps should be taken by the Government to remedy the same.

আজকের এই আলোচনাকে আমি কয়েকটা ভাগে ভাগ ক'রে আপনার সামনে এবং হাউসের সামনে উপস্থাপিত করব। আমার প্রথম বক্তব্য বিষয় হবে জল সরবরাহের পরিমাণগত আয়োজনটা কি? অবশ্য বিশেষ ক'রে কলকাতার আয়োজনটা কি সেটাই বলব। দ্বিতীয় বক্তব্য হবে জল সরবরাহের পরিমাণগত প্রয়োজন কি? তৃতীয় বক্তব্য হচ্ছে প্রয়োজন মেটাবার কি কি পরিকল্পনা কর্পোরেশন বা সরকারপক্ষের আছে? চতুর্থতঃ, পরিকল্পনার সার্থকতার পথে অন্তরায় কি আছে? পঞ্চমতঃ জল সরবরাহের গুণগত বা কোয়ালিটেটিভ আসপেক্ট দিক নিয়ে আলোচনা করব যে, কেন জল দূষিত হয় এবং এই পরিস্থিতির জন্য কে দায়ী এবং প্রতিকারের কোন পথ যদি থাকে তা হ'লে সে পথ কি? এইভাবে পর পর পর্যায়ে আমি আমার আলোচনা আপনার সামনে এবং হাউসের সামনে রাখব। জলের পরিমাণগত এবং গুণগত আলোচনাকে ঠিক বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখা যাবে না। কারণ এই দুটো পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত। অর্থাৎ কোয়ালিটেটিভ আসপেক্ট এবং কোয়াণ্টিটেটিভ আসপেক্ট দুটোর মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক আছে। মিঃ স্পীকার, পলতা-টালা থেকে এই বৎসর কলকাতায় দৈনিক ৮ কোটি গ্যালন জল সরবরাহ করা হয়। যেখানে পলতা পাম্পিং স্টেশন রয়েছে, সাকশন রয়েছে সেখান থেকে টালা আর টালা থেকে সারা কলকাতায় বিভিন্ন সার্ভিস মেন দিয়ে সেটাকে বিতরণ করা হয়। এ ছাড়া ৬ ইঞ্চি ডায়ামিটার টিউবওয়েল যেগুলি কলকাতায় গত কয়েক বছরের ভেতরে বসান হয়েছে সেগুলিকে সাধারণ পরিভাষায় জায়ান্ট টিউবওয়েল বলা হয়, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারপক্ষ থেকে আগুন নেবাবার জন্য ফায়ার ফাইটিং টিউবওয়েল ৬ ইঞ্চি ডায়ামিটারের কলকাতায় বসান হয়েছে তা থেকে দৈনিক এক কোটি গ্যালন জল সরবরাহ করা হয়। এই-ভাবে কর্পোরেশনের দায়িত্বে দৈনিক মাথাপিছু ২৫ গ্যালন পরিস্রুত জল সরবরাহ করা হয়। অবশ্য অপরিস্রুত জলের কথা উল্লেখ না করলে বোধ হয় ঠিক হবে না। আমার জানা নেই যে, ভারতবর্ষের কোন শহরে গৃহস্থের ব্যবহারের জন্য বীজাণুদুষ্ট ও জীবাণুপুষ্ট জল সরবরাহ হয়ে থাকে কিনা। বর্তমানে জলের প্রয়োজন কত? বর্তমানে কলকাতায় পরিস্রুত জলের প্রয়োজন দৈনিক ১৫ কোটি গ্যালন। বর্তমানে এই ৮ কোটি গ্যালন জল কিভাবে সরবরাহ করা হয়ে থাকে সেটাই স্পীকার মহাশয়, আপনার সামনে আমি উপস্থাপিত করব। পলতাতে যে সাকসন ইনটেকের ব্যবস্থা আছে তাতে ১২ কোটি গ্যালন জল দৈনিক টানা যেতে পারে কিন্তু সেখানে কিছু কিছু ব্যবস্থায় ত্রুটি থাকার ফলে এই ১২ কোটি গ্যালন জল টানা হচ্ছে না। কি কি ত্রুটি আছে সেটা আমি আপনার সামনে বলছি। গঙ্গা থেকে জল টানবার জন্য ৪টি পাম্প আছে এবং বয়লার আছে ৯টি, এই ৯টি বয়লারের ভেতর ৪টি এক বছর যাবত খারাপ হয়ে আছে, সেগুলি মেরামত হচ্ছে না। পলতা থেকে নানাভাবে তাগাদা দেওয়া হচ্ছে কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে সেটা মেরামতের কোন ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। সুতরাং পাম্পগুলি পুরাণো হওয়ার দরুণ একসঙ্গে এই সমস্ত পাম্প কিম্বা বয়লারকে কাজে লাগানো যায় না,

Sj. Tarapada Dey:

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকে, গত বাজেট থেকে হাওড়া জেলার কতকগুলি রাস্তাকে বাদ দেওয়া হয়েছে কি?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

আপনি কোয়েশ্চেন করলে উত্তর দেবো। এই কোয়েশ্চেনের উপর এটা আসে না।

Sj. Tarapada Dey:

এই যে মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই রাস্তাগুলি করা হবে, উনি কি সেগুলি তাঁর বাজেটে নিয়েছেন?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পাঁচ বছরের জন্য। কাজেই এক বছরের বাজেটে না থাকলে, তার মানে এই হয় না যে পরের দু বছরের বাজেটে নেওয়া হবে না।

Sj. Tarapada Dey:

আপনি এই (এফ)তে বলছেন ৪১৫টি পুল করেছেন, তারপর বলছেন তার অনেকের অবস্থা খুব ভাল। তাহলে কতগুলি পুল সারানো দরকার মনে করেন?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

তার হিসাব অফহ্যান্ড দিতে পারবো না।

Sj. Tarapada Dey:

আপনি কি জানেন জেলা বোর্ডের পুলগুলি ভেঙ্গে যাওয়ায়, সেখানে রাস্তা পারাপার হওয়ায় অসুবিধা হচ্ছে?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

এই পুলগুলি মেন্টেন করার দায়িত্ব জেলা বোর্ডের।

Sj. Tarapada Dey:

জেলা বোর্ড এগুলি রিপেয়ার করবেন কিনা, আপনি জানেন?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

এটা আবশ্যক বলে আমি মনে করি।

Sj. Tarapada Dey:

যে রাস্তাগুলি খালের উপর দিয়ে গিয়েছে সেখানকার পুলগুলি সেচ বিভাগের মারফত করা যায় কিনা?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

সেচ বিভাগের কাছে প্রশ্ন করুন।

Mr. Speaker: If it is a matter relating to the Works and Buildings Department, then he will reply, but if it is a matter which related to the Irrigation Department, then some other Hon'ble Minister will reply.

[3-10—3-20 p.m.]

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

এই যে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তার যে ফিগার দিয়েছেন এটা কি সেন্সাস রিপোর্ট অনুসারে দিয়েছেন?

কোনটাকে হয়ত বিশ্রাম দেওয়া হয়, কোনটা কাজ করে। সুতরাং সাকসনের যে অপটিমাম ক্যাপাসিটি বার কোটি গ্যালন দৈনিক, সেই অপটিমাম ক্যাপাসিটি পুরো ব্যবহৃত হচ্ছে না। এই সাকসন হবার পর জলটা কোথায় যায় মিঃ স্পীকার, স্যার, সেটা আমাদের জানা দরকার। জলটা যাচ্ছে প্রি-সেটলিং ট্যাঙ্কে। জলে কাদা আসায় সিল্ট শুদ্ধ যে জলটা আকর্ষিত হচ্ছে পাম্পের দ্বারা, সেটা প্রি-সেটলিং ট্যাঙ্কের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। প্রি-সেটলিং ট্যাঙ্ক খালি ট্যাঙ্ক, তাতে পলিটা নীচে থিতিয়ে যাচ্ছে এবং থিতানোর পর ৩টা সেটলিং ট্যাঙ্কে সেই জলটা পরিচালিত হচ্ছে। সেই সেটলিং ট্যাঙ্ক প্রি-সেটলিং ট্যাঙ্কের সঙ্গে ইন-প্যারালাল কানেকসন অর্থাৎ পৃথক পৃথকভাবে, ইন সিরিজ নয়। পৃথক পৃথকভাবে সম্পর্কিত পৃথক পৃথক পাইপ দ্বারা এই সেটলিং ট্যাঙ্কে যাচ্ছে। সেটলিং ট্যাঙ্ক যতদূর খবর জানা যায় মিঃ স্পীকার, স্যার, তার উচ্চতা কিম্বা গভীরতা দশ ফুট। প্রথম যে ট্যাঙ্কটা সেই ট্যাঙ্কটার প্রায় সবটাই সিল্ট অর্থাৎ পলিমাটি ভ'রে থাকে, তার ফলে সেটলিং ট্যাঙ্কের যে ক্যাপাসিটি সেই পুরোপুরি ক্যাপাসিটির জল নিতে পারছে না। প্রথম সেটলিং ট্যাঙ্কে জলের পরিমাণ কমে যাচ্ছে এবং দ্বিতীয় ট্যাঙ্কটা যতদূর খবর পাওয়া যায় মিঃ স্পীকার, স্যার, তিন ফুট থেকে চার ফুট পর্যন্ত —সিল্ট দিয়ে সেই ট্যাঙ্কটা ভর্তি থাকে। অর্থাৎ তিনটি সেটলিং ট্যাঙ্ক যদি পুরোপুরি ব্যবহার করা যেত, সেট্‌ল করবার জন্য, যদি পলিমাটি খুব তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরিয়ে নেবার কোন বন্দোবস্ত থাকত, যদি সাকসনের পুরো বন্দোবস্ত থাকত, পাম্পগুলো থাকত, যন্ত্রপাতির ভাল থাকত তা হ'লে বার কোটি গ্যালন যে জল সেই বার কোটি গ্যালন জল গঙ্গা থেকে টেনে এনে সেট্‌ল ক'রে প্রেসার পাম্প দিয়ে পলতা-টালা মেনের মারফত টালার ট্যাঙ্কের দিকে পাঠিয়ে দেওয়া যেত কিন্তু সেটা সম্ভব হচ্ছে না।

[4-10—4-20 p.m.]

এখানে মিস্টার স্পীকার, স্যার, প্রসঙ্গতঃ একটা কথা ব'লে রাখি—এই যে সেটলিং ট্যাঙ্কে যে পলিমাটি জমে সেই পলিমাটি সেখান থেকে অপসারিত করবার জন্য—এখানে আমাদের মাননীয় বন্ধু ক্যালকাটা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর ধীরেন ধর মহাশয় আছেন তিনি নিশ্চয়ই আমার কথার যথার্থতা উপলব্ধি করবেন এবং যদি ভুল থাকে তা হ'লে আমাকে সংশোধন করে দেবেন, এক লক্ষ টাকা প্রতি বছরে ব্যয় হয়ে থাকে। আমি জানি কর্পোরেশন থেকে পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের কাছে প্রস্তাব এসেছিল এই যে সেটলিং ট্যাঙ্ক থেকে পলিমাটিটা পলতার ময়দানে ফেলে দেওয়া হচ্ছে তা পাহাড় হয়ে জমে উঠে এবং সেখান থেকে যারা ব্রিক ম্যানুফ্যাকচারার, যারা ইট খোলার মালিক, ইট তৈরি করবার জন্য বিনা পয়সায় এই পলিমাটি নিয়ে যাচ্ছে, এবং ইট করবার একটা সুন্দর এবং প্রকৃষ্ট উপাদান এই পলিমাটি—পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের কাছে আমার যতদূর জানা আছে কর্পোরেশন প্রস্তাব ক'রে পাঠিয়েছিলেন যাতে এই এক লক্ষ টাকা যেটা ব্যয় হয় সেটলিং ট্যাঙ্কএর পলিমাটি অপসারিত করবার জন্য সেটাকে কি ক'রে সংক্ষিপ্ত করা যায়—সেখানে কিছু আয় করা যায় কি না—তাঁরা ব'লে পাঠিয়েছিলেন যে, এই সেটলিং ট্যাঙ্কএর পলিমাটি বিনা পয়সায় ইটখোলার মালিকদের কেটে নেবার, সরিয়ে নেবার অধিকার দেওয়া হউক তা হ'লে এক লক্ষ টাকা খরচ বেঁচে যাবে। অথবা এই পলিমাটি নিয়ে ব্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং করা হউক। দুর্গাপুরে ব্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং করা হচ্ছে। বিনা পয়সায় পলিমাটি—এ দিয়ে যদি সরকার ইট তৈরির কোন কারবার করতেন—যদি সম্মত হতেন কর্পোরেশনএর প্রস্তাবে তা হ'লে ১ লক্ষ টাকা তাঁদের বাঁচত এবং আয়ও হ'ত। এবং আমি বলতে পারি কর্পোরেশনএর যে ইট প্রয়োজন হয় প্রতি বছর সেই ইট এই পলিমাটি থেকে তৈরি ক'রে তাঁরা নিতেন এবং তা ছাড়াও বাজারেও তাঁরা সেই তৈরি ইট বিক্রি করতে পারতেন। অথচ পশ্চিমবঙ্গ-সরকার এই প্রস্তাব সম্পর্কে হয় কোন উচ্চবাচ্য করেন নি নয় তাঁরা সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। এরপর এই যে সেটলিং ট্যাঙ্ক থেকে র‍্যাপিড গ্র্যাভিটি ফিলটার দিয়ে পরিস্রুত জল আমরা টালায় পাঠিয়ে দিচ্ছি ৬০ ইঞ্চি মেন পাইপ দিয়ে—পলতা থেকে প্রায় ১৮ মাইল দূরে, যেখানে এই মেন জল নিয়ে হাজির হচ্ছে টালা ট্যাঙ্কএ। এখন এই মেন পাইপ সম্বন্ধে মিঃ স্পীকার, স্যার, কিছু বলা প্রয়োজন। এই মেন পাইপটা ১৯২৬ সালে আমার যতদূর জানা আছে বসান হয়েছিল এবং এর আয়ু নির্ধারিত করা হয়েছিল ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ ৩০ বছর। কিন্তু তার পূর্বে, সংবাদপত্রে পড়েছি কর্পোরেশনএর

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

সেন্সাস রিপোর্টে কি আছে দেখি নাই। আমাদের ডিপার্টমেন্ট ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তার যে রিপোর্ট দিয়েছে তা থেকে বলছি।

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

আমি তা বলি নি। সেন্সাস রিপোর্টে রাস্তার যে মাইলেজ বেরোয় সেটা সাপ্লাই করবার দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আছে কিনা?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

না।

Sj. Monoranjan Hazra:

এখন ত সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যান চলছে, ফার্স্ট ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানে যে রাস্তাগুলির কথা উল্লেখ করেছেন সেগুলি কি সম্পূর্ণ হয়ে গেছে?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

ফার্স্ট ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানের সবগুলি সম্পূর্ণ হয়ে গেছে কিনা অফ-হ্যান্ড বলতে পারব না।

Sj. Monoranjan Hazra:

সালকিয়া চণ্ডীতলা যে প্ল্যানের মধ্যে ছিল সেটা কার্যকরী হয়েছে কিনা, এবং না হয়ে থাকলে কর্যকরী করা হবে কিনা?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

বোধহয় হয়ে গেছে, তবে সম্পূর্ণ হয়ে গেছে কিনা, না দেখে বলতে পারব না।

Sj. Monoranjan Hazra:

এই রাস্তার চণ্ডীতলা বলতে কি চণ্ডীতলা পুলিস-স্টেশন পর্যন্ত না, সমস্ত চণ্ডীতলা এরিয়া নিয়ে?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

না দেখে বলতে পারব না, নোটিস দিলে বলতে পারব।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় (ডি)তে যে বলেছেন—
the list in Part II of Second Plan is provisional and subject to modification depending on availability of funds.
এর দ্বারা কি বুঝব লিস্ট থেকে কোন রাস্তা বাদ যেতে পারে?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

হ্যাঁ, পারে।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

যে লিস্ট দিয়েছেন সেই লিস্ট কি অর্ডার অফ প্রায়রিটি অনুসারে?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

না।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

এই লিস্টের মধ্যে সরকার কোন প্রায়রিটি দেবার কথা চিন্তা করেছেন কিনা?

প্রসিডিংসএ পড়েছি এবং সংবাদপত্রে উঠেছে যে তার পূর্বেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরেই এই পাইপ সম্পর্কে সংশয় দেখা দেয়। এই পাইপএর বিভিন্ন জায়গায় লিকেজ আছে পাইপএ ছিদ্র বেরোয় এবং শেষ পর্যন্ত কর্পোরেশনএর তদানীন্তন ইঞ্জিনীয়ার ডাঃ বি এন দে—আমি প্রায় ৭।৮ বছর আগেকার কথা বলছি—তিনি মন্তব্য করেন এই পাইপএর অন্ততঃ এক মাইল-ব্যাপী দূরত্ব ইজ ইন এ ভেরি ব্যাড কন্ডিশন। অর্থাৎ এমন ঝাঁঝরা হয়ে গেছে যদি বেশি প্রেসারএ পলতা থেকে জল ঠেলে পাঠান হয় হয়ত সেই প্রেসারএ বার্স্ট ক'রে যেতে পারে—ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হয়ে যেতে পারে। অথবা কলকাতার রাস্তার উপর দিয়ে ভারী লরি কিংবা দোতলা বাস যদি সেই টালার রাস্তায় চলে, হয়তো তার চাপে প'ড়ে টালার যে মেন, ৬০ ইঞ্চি মেন ঐ এক মাইল রাস্তায় সেটা ভেঙ্গে যেতে পারে তার ফলে সারা কলকাতায় বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। স্পীকার, স্যার, আপনি জানেন টালায় যেখানে মেনটা খারাপ হয়েছে সেখান দিয়ে ভারী গাড়ি চলাচল এবং দোতলা বাস চলাচল প্রায় বছর দুই যাবত বন্ধ হয়ে গেছে। তার কারণ হ'ল এই যে, মেন পাইপটা ঐ জায়গায় ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। এবং এই কথাও শোনা যায় যে, যে ফুটোগুলি হয়েছে কাঠের টুকরো ঠুকে সেই ফুটো বন্ধ করা হয়েছে এবং চট ও আলকাতরা দিয়ে তা মুড়ে রাখা হয়েছে। আবার কোথায় কোথায় গ্যালভানাইজ ক'রে কোন রকমে এই ৪০।৫০ লক্ষ লোকের জীবনধারণের একটা মস্ত বড় উপাদান তাকে রক্ষা ক'রে চলা হচ্ছে। এটা সবাই জানেন যে, ৩০ বছরের বেশি এর আয়ু ছিল না। ১৯৫৬ সালে এর আয়ু ফুরিয়ে যাবে কিন্তু লড়াইয়ের পর দেখা গেল আয়ু তার আগেই ফুরিয়ে গেছে। অথচ তার জন্য কোন প্রস্তুতি নেই। এটার সম্বন্ধে আমি পরে বলছি।

এ সম্পর্কে ১৯৫২ সালের জুলাই মাসে কর্পোরেশনএ বিশদ আলোচনা হয় এবং সেই সময় বিরোধীপক্ষে যাঁরা ছিলেন তাঁরা নানারকম তথ্য সমাবেশে একথাই সেদিন বোঝাতে চেয়েছিলেন কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষকে এবং কলকাতাবাসীকে যে সামনে ভয়ঙ্কর বিপদ। বিপদের লাল সংকেত সেদিন তাঁরা উচ্চারণ করেছিলেন। সেই সতর্কবাণী উচ্চারণ করা সত্ত্বেও সেদিনকার মেয়র কি বলেছিলেন সেটাও মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। অবজ্ঞার হাসি হেসে সেদিন মেয়র বলেছিলেন সংখ্যাগুরু দলের মেয়র যে, "মশায়, আপনারা আতঙ্কের সৃষ্টি করছেন, ভয় দেখাচ্ছেন, কলকাতার পলতা-টালার ৬০ ইঞ্চি মেন সেটা ভেঙ্গে যাবে, সে মেন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে গেছে।" এইভাবে সেদিন হাসিঠাট্টা ক'রে, মস্করা করে বিরোধীপক্ষের এই সতর্কবাণীকে অগ্রাহ্য করা হয়েছিল। যার পরিণতিতে আজকে কলকাতার পরিস্রুত জল সরবরাহে ভয়ংকর বিপর্যয় দেখা দিয়েছে এবং যে-কোন সময় কলকাতার জল সরবরাহ বন্ধ হয়ে যেতে পারে ও নাগরিক জীবনকে অসম্ভব ক'রে তুলতে পারে।

আরও আমার বক্তব্য বলার আছে যে, সেদিনকার চীফ ইঞ্জিনীয়ার মিঃ ডি এন গাঙ্গুলী, তিনি আজকে জীবিত নেই, কর্পোরেশনএর সেই সভায় বলেছিলেন যে, বিরোধীপক্ষ যা বলছেন সেটা কোন ভয় সৃষ্টি করবার জন্য নয়, আতঙ্ক সৃষ্টি করবার জন্য নয়, বাস্তব তথ্য তাঁরা পরিবেশন করছেন, এ সম্পর্কে কর্পোরেশনএর সাবধান হওয়া উচিত। মেয়র অবশ্য বলেছিলেন তিনটা পাইপ আমাদের আছে, ৬০ ইঞ্চি মেন, তা ছাড়াও ছোট ছোট দুটো পাইপ দিয়ে পলতা থেকে জল আসে। কিন্তু মিঃ স্পীকার, স্যার, সেদিন মেয়র জানতেন, এবং কর্পোরেশনএর সবাই জানত এবং আমরাও জানতাম যে, তিনটা পাইপএর ভিতর ¾ অংশ জল এই ৬০ ইঞ্চি মেন দিয়ে পলতা থেকে টালায় আসে, আর ¼ অংশ জল অর্থাৎ ওয়ান-ফোর্থ সেটা ঐ ছোট ছোট দুটো পাইপ দিয়ে আসে। ৬০ ইঞ্চি মেনকে আমি বলব লাইফ লাইন, কলকাতার লাইফ লাইন হচ্ছে পলতা-টালা মেন। তিনটি পাইপের অজুহাত দেখিয়ে দায়িত্ব এড়াবার পথ খুঁজছিলেন সেদিন কলকাতার মেয়র। তারপর না হয় মানলাম '৫২ সালে লড়াইএর পর পাইপএর ক্ষয় দেখা গেল, তাঁরা তখন প্রস্তুত হন নি। কিন্তু '৫২ সালের পরেও ৬ বছর কেটে গেল—আজও তাঁদের প্রস্তুতি কতখানি হয়েছে তা আমি এই হাউসকে কিছু পরে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।

তারপরে টালায় দেখুন—সেখানে আমি কি দেখতে পাচ্ছি—সেখানে ৯টা প্রেসার পাম্প রয়েছে, তিনটা প্রেসার পাম্প খারাপ, দুটো রিপ্লেস করতে হবে, আর একটা ওভারহল করতে হবে। কোল স্টীমএর পাম্প তিনটা ১৯২৬ সালে বসান হয়েছিল। তার আয়ু ফুরিয়ে গেছে

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:
সেটেলড হয় নি, কোন রাস্তা বাদ পড়বে।

Dr. Kanailal Bhattacharya:
কোন কোন রাস্তার জন্য গত বছরের বাজেটে টাকা স্যাংশনড ছিল, এ বছরের বাজেটে তা স্যাংশনড নাই, এর কারণ কি?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:
আমরা টাকা, পাই নি—যতটা চেয়েছিলাম।

Dr. Kanailal Bhattacharya:
গত বৎসর যে রাস্তার জন্য বরাদ্দ ছিল, এ বছর সেটা ধরা হল না কেন?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:
এ বছর হবে না টাকা কমতির জন্য।

Dr. Kanailal Bhattacharya:
সাতরাগাছি-মাহিয়াড়ী রোড যার জন্য গত বছর টাকা স্যাংশনড ছিল, এ বছর স্যাংশনড নাই কেন?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:
আগেই বলেছি, টাকা নেই বলে দিতে পারি নি।

Dr. Kanailal Bhattacharya:
সে টাকা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, আমরা জানি সে টাকা খরচ হয় নি।

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:
সে রাস্তায় না হলেও অন্য রাস্তায় খরচ হয়েছে।

Sj. Amal Kumar Ganguli:
এই যে বাগনান-শ্রীকোন-শ্যামপুর উইথ ব্রাঞ্চ কমলপুর—এই রাস্তাটা শেষ হয়েছে কি?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:
কতক অংশ হয়েছে।

Sj. Amal Kumar Ganguli:
ইতিমধ্যে রাস্তাটা মানুষ চলাচল ও যানবাহন চলাচলের যোগ্য হয়েছে কি?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:
কাজই এখনও শেষ হয় নি।

Sj. Amal Kumar Ganguli:
সেখানে হেভি ট্রাফিক চলাচলের পক্ষে অচল হয়েছে সে খবর আপনার কাছে এসেছে?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:
এরকম খবর আসে নি।

Sj. Amal Kumar Ganguli:
আপনার কাছে এই রাস্তার উন্নয়নের জন্য ইঞ্জিনিয়ারের কাছ থেকে কোন রিকমেন্ডেশন এসেছে কিনা?

১৯৪৬ সালে। সুতরাং টালার পাম্পএর অপটিমাম কন্ডিশন নেই। সুতরাং সংশয় আছে আমাদের যে ৮ কোটি গ্যালনএর কথা বলা হ'ল—এই ৮ কোটি গ্যালনও সেখান থেকে পরিচালিত হচ্ছে কিনা, কলকাতার বিভিন্ন জায়গায়। এ ছাড়া আগেই বলেছি ৬ ইঞ্চি ডায়মেটারএর ১৪টা টিউবওয়েল আছে। কর্পোরেশন থেকে নতুন যে ৪০টা ৬ ইঞ্চি টিউবওয়েল বসান হয়েছে সেগুলিও চালু আছে।

[4-20—4-30 p.m.]

কর্পোরেশন থেকে পুরানো ১৪টা টিউবওয়েল ও ৪০টি ৬ ইঞ্চি ডায়মেটারএর বিগ টিউব ওয়েল বসান হয়েছে। আর সরকার ফায়ার ফাইটিং টিউবওয়েল ১০টি বসিয়েছেন এবং বসান হয়েছে আরও ৬টি টিউবওয়েল আন্ডার কনস্ট্রাকশন আছে—একথা গভর্নমেন্ট বলছেন। সেগুলি কবে হবে—তাঁরাই জানেন। এই ফায়ার ফাইটিং টিউবওয়েল সরকার আগামী ৩ বছরে আর ১২টি বসাবেন। কর্পোরেশনের আন্ডার কনস্ট্রাকশন—৬টি বসবে। সব মিলে ৬৭টি বসবে বা বসান হয়েছে—তার ৬টি ৬ ইঞ্চি ডায়মেটার টিউবওয়েল অকেজো হয়ে পড়ে আছে। ১২টি ফায়ার ফাইটিং টিউবওয়েল বসিয়ে তাঁরা কলকাতায় জলসরবরাহ বেশি করতে পারবে না। গত ১৯৪৬ সাল থেকে এ বছরের ১০ই জুন পর্যন্ত ২৩০৫টি টিউবওয়েল ক্যালকাটা কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ বসিয়েছেন। তার মধ্যে সাড়ে চারশ' টিউবওয়েল নষ্ট হয়ে গেছে এমনকি কোন কোন টিউবওয়েল দু' বৎসর যাবৎ অকেজো হয়ে পড়ে আছে। তার রিপেয়ারিং মেইনটেন্যান্স, সার্জিং, রিসিঙ্কিং প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে, তার অর্গ্যানিজেশনাল সেট আপ হয়েছে। তবুও কর্পোরেশনের ওয়াটার সাপ্লাই স্ট্যান্ডিং কমিটি মাত্র ৭ই জানুয়ারি সেটাকে মঞ্জুর ক'রে দিয়েছেন। কিন্তু কোন লোক সেখানে আজ পর্যন্ত নিযুক্ত করা হয় নাই। আমাদের অভিজ্ঞতা আছে কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে টিউবওয়েল থাকা সত্ত্বেও নষ্ট হওয়ার দরুন কলকাতায় জল পাওয়া যাচ্ছে না। এখন জল সরবরাহের কি ব্যবস্থা হয়েছে বলছি।

১৯৫৬ সালে টেন্ডার ডাকা হ'ল ৬০ ইঞ্চি মেনএর জায়গায় ৭২ ইঞ্চি মেনের জন্য। নানা টালবাহানা ও গড়িমসির পর ১৯৫৭ সালে ৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে সেই টেন্ডার গৃহীত হয়েছে—৭২ ইঞ্চি মেন বসবে। কিন্তু সেই টেন্ডার ১৫ই এপ্রিল স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানির কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর মাত্র কয়েকদিন আগে টেন্ডারের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই যে দীর্ঘ বিলম্ব এর ফল কে ভোগ করছে? আর আজকে বলা হচ্ছে স্টীল পাওয়া যাচ্ছে না, দাম বেড়ে যাচ্ছে, ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিফিকাল্টি হয়েছে। ১৯৫৬ সালে কিংবা ১৯৫৭ সালে এই সম্পর্কে যদি একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসা যেত, তা হ'লে আজকে স্টীলের অভাবে ৭২ ইঞ্চি মেন তৈরি করবার দিকে এবং বসাবার দিকে যে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হয়েছে সেদিন করলে আর সেই প্রতিবন্ধক থাকত না। কলকাতার বর্তমান মেয়র দুঃখ ক'রে বলেছেন, তাঁর সেই মন্তব্য যেটা যুগান্তরের শ্রীনিরপেক্ষর আমন্ত্রণের উত্তরে 'নেপথ্য দর্শকে' তিনি একটি পত্র দিয়ে তাঁর খেদোক্তি জ্ঞাপন করেছেন। মেয়র সেখানে বলছেন যে......

"এক বছরের বেশি সময় ফাইল চাপা পড়েছিল। পানীয় জলের বিশৃঙ্খলতা কিংবা পরিমাণ বৃদ্ধির একমাত্র উপায় হচ্ছে প্রথমে একটা নূতন পাইপ লাইন স্থাপন করা। ১৯৫৭ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে এই পরিকল্পনা মঞ্জুর করা হয়েছিল। এক বৎসর সময় অতিক্রান্ত হয়েছে এখনও অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে সেই ওয়ার্ক অর্ডার বের হয় নাই। এই বিলম্ব যে কি পরিমাণে কলিকাতার মানুষের ক্ষতিসাধন করেছে, তা সহজেই অনুমেয়।"

এই যে সর্বনাশা বিলম্বের ফলে কলকাতার সাধারণ মানুষের অসীম ক্ষতি হয়েছে মেয়রের এই চিঠিতে তা যথাযথভাবে ধ্বনিত হয়েছে। সেজন্য আমি মেয়রকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং শ্রীনিরপেক্ষকেও এই পত্র প্রকাশের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এখন এই যে মহামারীর প্রকোপ বৃদ্ধি—এই বিলম্বের ইমিডিয়েট ফল, সেটা দেখতে পাচ্ছি তারপর কি হচ্ছে আমি বলছি। মোট সাড়ে চার হাজার টন স্টীল পাওয়া গেছে, লাগবে নয় হাজার টন। আরও মাত্র এক হাজার ৫০ টন স্টীল কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্ট দিয়েছিলেন তার মধ্যে ৪০০ টন টাটা দেবে, তাও ১৯৫৯-৬০-এর আগে নয়। অথচ স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনীয়ারিং

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:
আমি অফহ্যান্ড বলতে পারব না।

Mr. Speaker: I do not think that strictly arises out of the question.

Sj. Tarapada Dey:
৫২ মাইল রাস্তা যেটা নেওয়া হয়েছিল প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তা কেন হয় নি?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:
রাস্তা তৈরি হচ্ছে, রাস্তার কাজ চলেছে।

Sj. Tarapada Dey:
আরম্ভ হয়েছে?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:
বলেছি ত কাজ চলছে, তার মানে কমপ্লিট হয় নি।

Sj. Tarapada Dey:
দুটো পরিকল্পনার মধ্যেও ৫২ মাইল রাস্তা নেওয়া হয়েছে, আজ পর্যন্ত হয় নি কেন?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:
কতকগুলির কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে, কমপ্লিট হয় নি।

[Sj. Narayan Chobey rose to put questions.]

Mr. Speaker: Mr. Chobey, complaints come from your side that questions and answers are all jumbled up. That is because supplementaries are not put strictly according to the questions. Please remember, endless supplementaries mean no progress at all.

Sj. Naranyan Chobey: Thank you, Sir.

Mr. Speaker: I have to tell you this because Sj. Ganesh Ghosh came to me and complained. Put your supplementary.

Sj. Narayan Chobey:
আপনি যে বলেছেন ফার্স্ট ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানে ৮৮·২৫ মাইল, তার মধ্যে কাজ হয়েছে ৫২ মাইল, তাহলে সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানে এখনও ফার্স্ট ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানের বাকি অংশটাই হয় নি।

Mr. Speaker: I think the question has been sufficiently answered before.

Farakka Barrage Scheme

17. Dr. Golam Yazdani: Will the Hon'ble Minister in charge of the Development (Roads) Department be pleased to state—

(*a*) whether the Government have any scheme for establishing a surface link between the truncated northern portion of this State and the southern mainland;

(*b*) whether the Farakka Barrage Scheme proposed to be included in the Second Five-Year Plan to serve this purpose, amongst others, has been abandoned; and

(*c*) if so, the reasons thereof?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta): (*a*) Yes.

(*b*) Has not been abandoned.

(*c*) Does not arise.

কোম্পানি বলছেন, মাসে মাসে যদি আমাদের হাজার টন স্টীলের ব্যবস্থা ক'রে না দাও, তা হ'লে আমরা কাজ করতে পারব না, কাজ বন্ধ থাকবে। সে সম্বন্ধে সবাই নীরব, কলকাতা কর্পোরেশন নীরব, পশ্চিমবঙ্গ-সরকারও নীরব, আমাদের ভারত-সরকারও নীরব।

আমরা জানি বোম্বে কর্পোরেশনকে ভারত-সরকার ২২ কোটি টাকা দিয়েছেন একটা মাস্টার প্ল্যান করবার জন্য, জলসরবরাহ করবার জন্য বোম্বে এবং বোম্বের সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে। আর কলকাতায় জলসরবরাহ করবার জন্য, তাঁদের কাছে অনেক দরবার করবার পর মাত্র সওয়া দুই কোটি টাকা কেন্দ্র দিয়েছেন। যদিও কলকাতা কর্পোরেশনএর পক্ষ থেকে ৪৬ কোটি টাকার একটা ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের কাছে পেণছে দেওয়া হয়েছিল, যাতে পশ্চিমবঙ্গ-সরকার সেটা প্ল্যানিং কমিশনএর কাছে পেণছে দেন। সেখানে ১৩ কোটি টাকা জলসরবরাহের জন্য চাওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে মত্র সওয়া দুই কোটি টাকা পাওয়া গিয়েছে। আর বৈদেশিক মুদ্রার অজুহাতে আমাদের যে সাপ্লাই মেন পাইপ বসানোর পরিকল্পনা, সেটা বানচাল হতে চলেছে। ফাইনান্স মিনিস্টার এখানে এসেছেন, আমি জানি না, পশ্চিমবঙ্গ-সরকার তাঁর কাছ থেকে কি প্রতিশ্রুতি আদায় করেছেন। উনি ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিফিকাল্টির কথা বলেছেন। এক হাজার পঞ্চাশ টন স্টীল কোটার মধ্যে মাত্র ৪০০ টন এক টাটা কোম্পানি দেবার প্রতিশ্রুত দিয়েছেন, তাও ১৯৬০ সালে সেকেন্ড কোয়ার্টারএর পূর্বে নয়। এই রকম সেন্স অফ আর্জেন্সি পশ্চিমবঙ্গ ও ভারত-সরকার কাছে দেখা দিয়েছে। কলকাতায় জলসরবরাহের ক্ষেত্রে, কলকাতার মানুষের তাঁরা বিপর্যয়সাধন না ক'রে ছাড়বেন না ব'লে মনে হচ্ছে। তারপর টিউবওয়েল সম্পর্কে পরিকল্পনা। তিন ইঞ্চি ৩০০ টিউবওয়েল পশ্চিমবঙ্গ-সরকার করবেন ব'লে স্থির করেছেন। কলকাতায় কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাব এবং অপ্রচুর জল সরবরাহ সম্পর্কে আমি মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে ৭ই মে তারিখে এক চিঠি দিই এবং তিনি তার জবাব দেন ২৬এ জুন তারিখে, তাতে এই কথা বলেছেন—

"You are perhaps aware that the directive had to be issued on the 17th April, 1958, from the level of the State Government to the Calcutta Corporation authorities. Some 400 small diameter tube-wells are being sunk in the bustees and slum areas. Of these the work of 280 has already been completed."

জানি না এই ৪০০ স্মল ডায়মেটার টিউবওয়েলএর কতটা পর্যন্ত পেণছেছেন এই দুই মাসে? সটা মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী অনুগ্রহ ক'রে বলবেন।

তারপর জলের গুণাগুণ সম্বন্ধে আমি দু'চারটে কথা বলতে চাই। ১৯৩৬ সালে প্রথম এই স্যালিনিটি অর্থাৎ জলে লবণ হওয়ার যে সঙ্কট, সেটা দেখা দেয়। তখন থেকে ফরাক্কা বাঁধের যে প্রস্তাব, সেই প্রস্তাব বারবার মুভ করা হচ্ছে, সেই প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, কিন্তু আজ ১৯৫৮ সাল, ২২ বছর হয়ে গেল, সেই ফরাক্কা বাঁধের প্রস্তাব কোন অতল জলে তলিয়ে গিয়েছে, তা জানি না। এই ফরাক্কা বাঁধ যদি না করা যায়, তা হ'লে এখানকার জলে স্যালিনিটির যে লিমিট, অর্থাৎ ৬০০ পার্ট ইন মিলিয়ন—সেই সীমা অতিক্রম ক'রে গিয়েছে, সেই স্যালিনিটি রোধ করা যাবে না, এবং ধীরে ধীরে জলের স্যালিনিটি আরও বেড়ে যাবে।

তারপর আমি কন্টামিনেশনএর কথায় আসছি। ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্টএর ২৬৯ ধারায় আছে যে, প্রতি সপ্তাহে পিউরিটি অ্যান্ড পটাবিলিটি অফ ওয়াটারএর জন্য পরীক্ষা করতে হবে। আমি যতদূর জানি হেল্‌থ ডিপার্টমেন্ট থেকে রুটিন মত জল নেওয়া হয় এবং জল পরীক্ষা করা হয়, এবং ক্যালকাটা কর্পোরেশনএর যে পাবলিক হেল্‌থ কমিটি, সেখানে রিপোর্ট পাঠান হয় এটা স্যাটিসফ্যাক্টরি কি আনস্যাটিসফ্যাক্টরি। তার মাত্রা কি, সে সম্বন্ধে কোন কিছু খবর তাঁরা জনসাধারণকে জানান না। জলের মধ্যে কন্টামিনেশন জার্ম থাকতে পারে। জলের মধ্যে সামান্য রেসিডুয়াল ক্লোরিন, অর্থাৎ ·৫ ইন ওয়ান মিলিয়ন পার্ট জলের ভিতর না থাকলে সেটা আনস্যাটিসফ্যাক্টরি বলা হয়। সেই সম্পর্কে কোন নিশ্চিত কিছু জানা যায় না। তারপর আমি এই কন্টামিনেশনএর কথায় আসছি। ১৯৫৬ সালে খিদিরপুর এলাকায় ওয়াটগঞ্জে ভীষণভাবে কন্টামিনেশন হয়েছিল। এই কন্টামিনেশনএর একমাত্র প্রতিশোধক হচ্ছে জোন্যাল এরিয়াতে ক্লোরিনেশন করা এবং এই ক্লোরিনেশন আরও ব্যাপক করা। সাধারণতঃ

Dr. Golam Yazdani:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি—সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যান-এ ফরাক্কা ব্যারাজ স্কীম আরম্ভ করা হবে কিনা?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

আমি বলতে পারব না—

Dr. Golam Yazdani:

এখানে বলছেন এবান্ডন্ড হয় নি। আমার প্রশ্ন দিল সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানের ভিতর যেটা আছে সেটা এবানন্ডান্ড হবে কিনা, আপনি কি উত্তরে বলতে চান সেটা এবানন্ডান্ড হয় নি?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

না, সেটা এবানডন্ড হয় নি।

Dr. Golam Yazdani:

তাহলে কি আমরা আশা করতে পারি যে সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানের মধ্যে সেটা করা হবে?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

হ্যাঁ, আশা করতে পারেন।

Sj. Satyendra Narayan Majumdar:

এবান্ডাড হয় নি—এই উত্তরে বলেছেন, তাহলে স্কীমটা বর্তমানে কি অবস্থায় আছে। সেটা সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানে ইনক্লুডেড হবে কি?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

তা বলতে পারি না।

Sj. Satyendra Narayan Majumdar:

তাহলে কি অবস্থায় আছে? সেটা সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানের মধ্যে ফাইন্যালাইজড হবে কিনা?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানে যাওয়ার এখনও আশা আছে।

Sj. Satyendra Narayan Majumdar:

আমি জানতে চাইছি সেটা কি অবস্থায় আছে?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

তা বলতে পারব না, সেচ বিভাগের মন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করলে তিনিই বলতে পারবেন।

[3-20—3-30 p.m.]

Sj. Satyendra Narayan Majumdar:

প্রশ্নটাতো করছি আপনার কাছে?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

আমার কাছে করেছেন, আমি তার জবাবও দিয়েছি।

দেখা যায় কলকাতার মানিকতলা, বড়বাজার, এন্টালী এবং খিদিরপুরের ওয়াটগঞ্জ, এই সমস্ত এলাকায় জল বেশির ভাগ দূষিত হয়। এবার দেখছি ডালহাউসি স্কোয়ারেও জল দূষিত হয়েছে, রাজভবনেও জল দূষিত হয়েছে। এর কারণ কি?

[4-30—4-40 p.m.]

রাজভবনে হয়েছে এবং সরকারী বাড়ীগুলিতেও হয়েছে। জল দূষিত হবার কি কারণ? জল দূষিত হবার কারণ হ'ল এই—পাইপ ভেঙ্গে যাচ্ছে। সেখান থেকে চুইয়ে দূষিত জিনিস, দূষিত ময়লা বাইরে থেকে সেখানে ঢুকেছে প্রেসার যখন কম থাকে। ভিতরে সার্ভিস মেনএর প্রেসার যখন কম থাকে, বাইরে থেকে সে টেনে নেয় ময়লা, সিউয়ারএর ময়লা এবং অন্যান্য ময়লা টেনে নেয় এইভাবে জল দূষিত হচ্ছে। কলিকাতার জলের প্রেসার কম, লোকেরা কি ক'রে পাইপটাকে, জলের কলটাকে নীচে নাবিয়ে নেবার চেষ্টা করে, যতই নীচু করে সাকসনএর ময়লা বেশি ঢুকবার সম্ভাবনা থাকে, এইভাবে এই যে ভিসয়াস সার্কল সৃষ্টি হয়েছে, প্রেসার কম দূষিত হওয়া, দূষিত হওয়া প্রেসার কম, এই ভিসয়াস সার্কল না ভাঙ্গলে পরে কন্ট্যামিনেশনএর যে বিপদ সেই বিপদ থেকে কলকাতাকে মুক্ত করা যাবে না। আরও একটা তথ্য আপনার কাছে দিচ্ছি, মিঃ স্পীকার, স্যার, সেটা অবশ্য সংবাদপত্রে বেরিয়েছে, নেপথ্য দর্শনে শ্রীনিরপেক্ষ পরিবেশন করেছেন, সে খুব মারাত্মক ও চাঞ্চল্যকর সংবাদ, সেই সম্পর্কেও পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের আপাততঃ বাইরের দিকে আমরা কোন উদ্যোগ দেখছি না, ভিতরে কোন উদ্যোগ আছে কিনা সে সম্পর্কে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে আজকে জানতে চাই। ২৬এ এপ্রিল থেকে ১০ই মে তারিখ পর্যন্ত ১০টি জায়গা থেকে জল নেওয়া হয়েছিল প্রতি সপ্তাহে এবং পাবলিক হেল্‌থ লেবরেটরি, সেই জল বিশ্লেষণ ক'রে দেখা গিয়েছে তাতে একশতটির ভিতরে ৫৪টির মধ্যে প্রিজাম্পটিভ কলি ছিল, প্রিজাম্পটিভ কলি কি? না, এটা একটা সংকেত, সেই সংকেত অনুসরণ ক'রে সেখানে আরও কিছু বীজাণু আছে কিনা সেটা দেখা উচিত ছিল, সে সম্পর্কে নাকি কর্পোরেশনএ রিপোর্ট পাঠান হয়েছে এবং সংবাদপত্রে দেখেছি যে, কর্পোরেশনএর কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞাসা করা হ'লে পরে কমিশনার বলেছেন যে, তিনি সে রিপোর্ট সম্বন্ধে জানেন না, হেল্‌থ অফিসার বলেছেন সে রিপোর্ট সম্বন্ধে জানেন না। হেল্‌থ অফিসারএর বিবৃতি সংবাদপত্রে পড়েছি। এ সম্বন্ধে লেখা হয়েছে সংবাদপত্রে কিন্তু সেটা তিনি পেলেন কিনা, জল দূষিত কিনা, সে সম্পর্কে তিনি একটি শব্দও উচ্চারণ করেন নি। তিনি শুধু এই কথা বলেছেন প্রিজাম্পটিভ কলি যদি পাওয়া যায় তা হ'লে এই এই হ'তে পারে, আন্ত্রিক পীড়া এবং যা কিছু—কলেরা হ'তে পারে, পেটের পীড়া হ'তে পারে, একথা তিনি বলেছেন। অথচ তিনি বলেন নি কলিকাতার জলে প্রিজাম্পটিভ কলি আছে কিনা। এবং আরও মারাত্মক কথা মিঃ স্পীকার, স্যার, রেসিডুয়াল ক্লোরিন যেটা আমি বললাম—পাবলিক হেল্‌থএর স্ট্যান্ডার্ড ·৫ ইন মিলিয়ন পার্ট—সেই রেসিডুয়াল ক্লোরিনও জলে পাওয়া যাচ্ছে না। আধ ঘন্টা পর্যন্ত জলে যদি রেসিডুয়াল ক্লোরিন না থাকে তা হ'লে বীজাণু ধ্বংস করার জন্য আর কোন ঔষধ বা প্রক্রিয়া জলের মধ্যে থাকল না, যার ফলে এবং এই রেসিডুয়াল ক্লোরিন না থাকার ফলে প্রিজাম্পটিভ কলি থেকে আমরা আরও মারাত্মক বীজাণু পেতে পারি এবং তার ফলে জল মারাত্মক রকমে দূষিত হয়ে যেতে পারে। ২৬এ এপ্রিল থেকে ১০ই মে পর্যন্ত যে জলের স্যাম্পল নেওয়া হয়েছিল তাতে রেসিডুয়াল ক্লোরিন পাওয়া যায় নি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে প্রিজাম্পটিভ কলির লক্ষণ পাওয়া গিয়েছে যদিও প্যাথোজেনিক অর্গ্যানিজম কিছু পাওয়া যায় নি। আর ১০ই মে থেকে ১৮ই মে পর্যন্ত যে জল নেওয়া গিয়েছে তার ৩৯ পারসেন্ট ক্ষেত্রে রেসিডুয়াল ক্লোরিন পাওয়া যায় নি। এই যদি জলের অবস্থা হয় মিঃ স্পীকার, স্যার, তা হ'লে আমরা কোথায় আছি। আজকে কর্পোরেশনএর অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এমন একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যেখানে সাধারণ নাগরিকের জীবন বিপন্ন হয়ে গিয়েছে। আজকে কর্পোরেশনএর কে দায়িত্ব নিয়েছে, কার উপর দায়িত্ব বর্তেছে? আমরা জানি সেকসন ২৮ এবং ৩৬ অফ দি ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট তাতে বুঝছে, সমস্ত দায়িত্ব কর্পোরেশনএর যে চীফ অ্যাড-মিনিস্ট্রেটিভ অফিসার অর্থাৎ কমিশনার সেই কমিশনারএর দায়িত্ব। আজকে নানা কারণে আমরা দেখছি কমিশনার অথর্ব হয়ে পড়েছেন বাইরের দিক থেকে। তিনি তাঁর চাকরী রাখবার জন্য ব্যস্ত। মেয়র বলছেন ডিভাইডেড রেসপন্সিবিলিটি ব্যাধির মূল কারণ।

Sj. Satyendra Narayan Majumdar:

কি অবস্থায় আছে তা আপনি বলতে পারবেন না, কিন্তু এ সম্বন্ধে অন্য কোন খবর বলতে পারবেন কি?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

এ সম্বন্ধে অন্য কোন খবর জানতে হলে সেচ বিভাগের মন্ত্রী মহাশয়কে জানান।

Sj. Somnath Lahiri:

মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে অল্পদিন আগে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পাতিল সাহেব এখানে একটা বিবৃতি দিয়েছিলেন যে এই স্কীম সেকেন্ড প্ল্যানের মধ্যে নেওয়া সম্ভব হবে না?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

হবে না বলে তিনি যে কোন বিবৃতি দিয়েছেন তা আমি জানি না।

Sj. Monoranjan Hazra:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে এ সম্বন্ধে ডেফিনিট কিছু পেয়েছেন কিনা?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

ডেফিনিট কিছু পাই নি।

Dr. Golam Yazdani:

(এ)তে আছে যে সারফেস লিংকের স্কীম আছে কিনা? এখন মালদহের মধ্য দিয়ে যে রেল লাইন চলে যায়—রাজসাহীর ভেতর দিয়ে গেছে—সেটা এখন বন্ধ আছে, এর এক দিকে রোহনপুর, পাকিস্তানে, অন্য দিকে সিঙ্গাবাদ—এর মধ্যে রেলওয়ে লাইন খোলার ইচ্ছা আছে কিনা?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

বাই রোড নর্থ বেঙ্গলের সঙ্গে আমাদের লিঙ্ক এস্টাবলিস্‌টড আছে। আমাদের এখান থেকে কোন গাড়ী বাই রোড নর্থ বেঙ্গলে যেকোন জায়গায় যেতে পারে।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

পাকিস্তান কি বাঁধ নির্মাণে আপত্তি করছে?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

জানি না।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের সঙ্গে সম্প্রতি কোন আলোচনা এ বিষয়ে হয়েছে কিনা?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

সেচ বিভাগ থেকে আলোচনা হয়েছে।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এই পরিকল্পনাকে অদূর ভবিষ্যতে রূপায়ণের কোন সম্ভাবনা আছে কিনা?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

আমার পক্ষে বলা কঠিন।

মেয়রএর কোন ক্ষমতা নেই। চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার যিনি তিনি প্যারালাইজড, ইমমবিলাইজড হয়ে গিয়েছেন ফর এক্সট্রানিয়াস রিজনস এবং আজকে এই অবস্থার মধ্যে পশ্চিম বাংলার বিশেষ ক'রে কলিকাতার অধিবাসীদের পড়তে হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ-সরকার এই যে গর্ডিয়ান নট, এই যে কনফ্লিক্ট, এই যে বিরোধ, এটাকে পশ্চিমবঙ্গ-সরকার মিটাতে পারেন। তারা হয় এই যে কমিশনার এঁকে রিমুভ ক'রে দিয়ে, দূর ক'রে দিয়ে, সেখানে একজন সতেজ, সক্রিয় এবং সজীব অ্যাডমিনিস্ট্রেশনএর পদক্ষেপের সৃষ্টি করুন, আর তা না হ'লে তাঁরা অন্যভাবে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে উদ্ধার করবার দায়িত্ব নিন।

Mr. Speaker: Mr. Das, let me tell you once and for all that I have taken into consideration the importance of the Bill but your party Whip allotted you certain time. If you exceed that, in that case I shall have to strike off the names of other members of your party. I am making that perfectly clear.

Sj. Sunil Das:

আচ্ছা আমার বক্তব্য এইখানেই শেষ করছি।

Sj. Niranjan Sen Gupta: Sir, I beg to move that—

(i) in line 2, after the word "Calcutta", the words "Municipal Towns and rural areas of West Bengal" be inserted;

(ii) in line 4, for the words "citizens of Calcutta" the words "people of the State" be substituted.

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি যে একটা সংশোধনী এনেছি তার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে—সুনীল দাস মহাশয় শুধু আলোচনা করেছেন কলকাতায় জলাভাবের কথা, আমার বক্তব্য হচ্ছে—জলাভাব শুধু কলকাতা নয়, বাংলাদেশের সর্বত্রই প্রচণ্ড জলের অভাব। আমরা যে খবর পাচ্ছি এবং এবারকার খবরের কাগজেও দেখছি যে, এক টাকায় এক কলসী জল বিক্রি হয়েছে। সুতরাং এই প্রস্তাবে সমস্ত বাংলাদেশের কথা থাকা দরকার। আমি আমার অ্যামেন্ডমেন্ট এই উদ্দেশ্যেই এখানে রাখছি।

স্পীকার মহাশয়, আপনি যদি একটু খতিয়ে দেখেন তবে দেখবেন কলকাতা ছাড়া বাংলাদেশের প্রতিটি শহরে, প্রতিটি গ্রামাঞ্চলে নিত্যনৈমিত্তিক খবর হচ্ছে পানীয় জলের অভাব। আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে এবং বন্ধুদের কাছ থেকে যে খবর পেয়েছি এবং নিজে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ফিরে দেখেছি জলের অভাবে মানুষ কি কষ্টই না পাচ্ছে! আমি দু'-একটা জায়গার নমুনা দিচ্ছি—সেটা হচ্ছে ২৪-পরগনা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে—যেমন আজকেও একটা খবর পেয়েছি যে, আলিপুর সদরের, সে খবরটা হচ্ছে বজবজ থানায় একটি টিউবওয়েল ১,০৮২ জন লোকের জন্য। অর্থাৎ ১,০৮২ জন লোকে একটা টিউবওয়েল থেকে জল নেয়। মহেশতলা থানায় ১,০০৪ জনের জন্য একটা টিউবওয়েল তারপর মেটিয়াবুরুজে ২,২৪৫ জনের জন্য একটা টিউবওয়েল। এমনিভাবে সুন্দরবন অঞ্চলেও জলের দারুণ অভাব। আমি যে অঞ্চল থেকে নির্বাচিত হয়েছি অর্থাৎ বীজপুরে জলাভাব খুবই বেশি। নৈহাটি বীজপুরের কথা আমি বলতে পারি যে, ২।৩ মাইল দূর থেকেও মেয়েদের কলসী কাঁখে ক'রে জল আনতে যেতে হয়। ঐসব গ্রামদেশের অন্যান্য জায়গায়ও একই অবস্থা। অন্যান্য জেলার কথা আমি বলি, যেমন বোলপুর, রামপুরহাট প্রভৃতিতে মানুষের প্রচণ্ড জলের অভাব। অন্যান্য থানায় মামুদপুর বাজার, খয়রাশোল, দুবরাজপুর, লাভপুর প্রভৃতি অঞ্চলের যে চিঠিপত্র পাই তাতেও এই একই খবর। সমস্ত জায়গায় লোক জলের অভাবে হাহাকার করছে।

[4-40—4-50 p.m.]

হাওড়া টাউনে জলের অভাব, বিশেষ ক'রে বস্তী অঞ্চলে, ডোমপাড়ায় জলের একান্ত অভাব ঘটেছে। মেদিনীপুর জেলার সর্বত্রই জলের অভাব, তার মধ্যে খুব বেশি অভাব দেখা দিয়েছে গড়বেতা থানায়। সেখানে ২।৩ মাইল দূরে গিয়ে জল আনতে হচ্ছে। তা ছাড়া মেদিনীপুর সদর, ঝাড়গ্রাম মহকুমা ও নন্দীগ্রাম থানায়ও জলাভাব কম নয়; আমরা জানি জলের ব্যবস্থা

Sj. Satyendra Narayan Majumdar:

মন্ত্রী মহাশয় বললেন যে বাই রোড লিঙ্ক আছে এবং সেটা সারফেস লিঙ্ক। কিন্তু যেখানে নদী পার হতে হয় সেখানে সেতু সম্বন্ধে কোন পরিকল্পনা আছে কিনা?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

সেটা বিবেচনাধীন।

Improvement of Hooghly Point Road, Diamond Harbour

18. Sj. Ramanuj Halder: Will the Hon'ble Minister in charge of the Works and Buildings Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, ডায়মন্ড হারবার মহকুমার অন্তর্বর্তী ডায়মন্ড হারবার থানায় "হুগলী পয়েন্ট রোডের" সংস্কারকার্য শুরু করা হইয়াছে; এবং

(খ) সত্য হইলে, কবে শুরু হইয়াছে এবং কতদিনে উহা সম্পন্ন হইবার কথা?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

হ্যাঁ; কার্যটি গত জুলাই মাস হইতে আরম্ভ করা হইয়াছে। ইহা যথাযথভাবে সম্পন্ন করিতে আরও দেড় বৎসর সময় লাগিতে পারে।

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

Resuscitation of Jallabaj Canal within Baneswar Union, district Howrah

***63. Sj. Sasabindu Bera:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation and Waterways Department be pleased to state—

(ক) হাওড়া জেলার শ্যামপুর থানার বাণেশ্বর ইউনিয়নের অন্তর্গত জাল্লাবাজ খাল ও উহার শাখা-প্রশাখাগুলি মজিয়া গিয়াছে কিনা;

(খ) শাখা-প্রশাখাসহ উক্ত খালটির দৈর্ঘ্য কত;

(গ) কি পরিমাণ ভূমির সেচ ও জলনিকাশ ঐ খাল ও উহার শাখা-প্রশাখাগুলির সাহায্যে হইয়া থাকে;

(ঘ) বিগত ৫-৬ বৎসরের মধ্যে প্রাদেশিক সরকার ঐ খালটি সংস্কারের কোন পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছিলেন কিনা; এবং

(ঙ) প্রাদেশিক সরকার ঐ খালটি সত্বর সংস্কার করার কথা বিবেচন করেন কিনা?

The Minister for Irrigation and Waterways (the Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji):

(ক) হ্যাঁ।

(খ) আনুমানিক ৬৫,৪৬৫ ফুট।

(গ) উক্ত খালটি জলনিকাশের জন্য, সেচের জন্য নহে। ইহাতে ৬ বর্গমাইল পরিমিত ভূমির জলনিকাশের ব্যবস্থা হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

(ঘ) না, তথ্যানুসন্ধানের পর পরিকল্পনাটি প্রস্তুত করা হইতেছে।

(ঙ) পরিকল্পনাটি প্রস্তুত হইবার পর বিবেচনা করা হইবে।

করার জন্য বিভিন্ন অঞ্চল থেকে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন এসেছে এবং টিউবওয়েল বসানোর জন্য তাঁর কাছে আবেদন করেছে। আমরা জানি সরকার এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব রয়েছেন। একেই তো সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগের অন্ত নেই তার উপর আজ জলের যে রকম অভাব রয়েছে তার ফলে বাংলাদেশের জনসাধারণ ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ছে। এ অবস্থাতেও এই অভাব দূর করতে মন্ত্রিমণ্ডলীর যে কোনরকম পরিকল্পনা নাই সেটা দেখা যাচ্ছে। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তাঁদের কাছে যে সাজেসশন এসেছে কোন কোন অঞ্চলে অবিলম্বে একটা-দুটো ক'রে টিউবওয়েল দেওয়া যদি হয় তাতেও সাধারণ লোকের কিছুটা সুবিধা হবে। কিন্তু ও'রা তাদের সেই আবেদনে কর্ণপাত করছেন না। সুতরাং আজকে এটা বলা দরকার যে, বাংলাদেশের সাধারণ লোক যেরকম জলাভাবে কষ্টভোগ করছে বিশেষত এবারকার এই প্রচণ্ড গরমে যে জলাভাব দেখা দেবে সেটা পূর্বেই সরকারের ভাবা উচিত ছিল। যেভাবে এই সরকার সাধারণ লোকের দাবিদাওয়া অগ্রাহ্য ক'রে নীরবে ব'সে আছেন সেটা এই বিধানসভার কার্যাবলীতে ভাল ক'রে রেকর্ড ক'রে রাখা দরকার। আমাদের আজ সর্বত্র একথা জানানো দরকার যে, আজকের এই জলাভাবের জন্য দায়ী সম্পূর্ণভাবে এই পশ্চিমবংগ-সরকার। কেননা এ বিষয়ে তাঁদের কোন পরিকল্পনাই নাই। সকলেই জানে একটা অঞ্চলে যদি ১০টা টিউবওয়েল করা হয়ে থাকে বা ইউনিয়নে যদি কয়েকটা ক'রে টিউবওয়েল হয়ে থাকে, তাও ২।৩ বৎসর পর খারাপ ও অকেজো হয়ে যায়। সেগুলো যে খারাপ হয়ে পড়ে আছে সেগুলি সরকারের তরফ থেকে সারাবার কোন রকমই ব্যবস্থা নাই। আমার নিজের নির্বাচনী কেন্দ্রে বহু টিউবওয়েল খারাপ হয়ে আছে, আমি এস ডি ও-র কাছে, স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে নিজে বলেছি কিন্তু আজ পর্যন্ত সেসব টিউবওয়েল সারানো হয় নি। বহু অঞ্চল থেকে আমাদের কাছে খবর এসেছে যে, সেখানকার টিউবওয়েলগুলি বহুদিন থেকে খারাপ হয়ে আছে তা সারিয়ে দেবার সামান্য চেষ্টা পর্যন্ত সরকারী দপ্তর থেকে করা হচ্ছে না। আজ তাই বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দাবি উঠেছে অবিলম্বে জলসরবরাহের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। আর এই গরমের সময় বিভিন্ন এমন সব অঞ্চল রয়েছে যেখানকার জল শুকিয়ে শুকিয়ে পানের অযোগ্য হয়েছে, যেমন শ্রীরামপুর অঞ্চল। সেখানকার জল এতই লোনা হয়েছে যে, সাধারণত মানুষের পক্ষে সে জল পান করতে অত্যন্ত অসুবিধা হয়। আজ এমন অবস্থা হয়েছে যে, জল লোনা হওয়ায় ও খারাপ হওয়ায় পান করা তো দূরের কথা লোকে সে জল মুখে পর্যন্ত দিতে পারছে না। তাই আজ বিধানসভার ভিতর থেকে এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়া উচিত যে, বাংলাদেশের সর্বত্র ভালভাবে জলসরবরাহ করবার যে দাবি সে দাবির অনুসারে সরকার যেন কাজে ব্রতী হয়, একথা আজ জোরের সংগে সরকারকে বলা দরকার

Sj. Chitto Basu: Sir, I beg to move that—(i) in line 2, after the word "Calcutta", the words "and in rural areas" be inserted;

(ii) in line 3, after the word "quantity", the following be inserted, viz.—

> "due to abnormal delay in repairing and re-sinking derelict tube-wells and due to the failure of the Government to sink new tube wells in adequate number in rural areas";

(iii) in line 4, for the words "citizens of Calcutta", the words "people of the entire State" be substituted.

স্যার, আমি মূল যে প্রস্তাব তাতে তিনটে সংশোধনী দিয়েছি। প্রথম সংশোধনীতে আছে যেখানে শুধুমাত্র কলকাতায় যে জলের দুষ্প্রাপ্যতা এবং পানীয় জলের সমস্যা দেখা দেওয়ার কথা আছে, সেটা কলকাতাতেই সীমাবদ্ধ নয়, গ্রামাঞ্চলেও সেই সমস্যা বিশেষভাবে দেখা দিয়েছে।

আমার দ্বিতীয় সংশোধনী যেটা সেটা হচ্ছে পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের দুষ্প্রাপ্যতার দরুন যে সঙ্কট দেখা দিয়েছে, তা প্রধানত দু'টি কারণে। প্রথম কারণ হচ্ছে সরকারপক্ষ থেকে প্রয়োজনের তুলনায় অল্পসংখ্যক টিউবওয়েলের ব্যবস্থা করা, অর্থাৎ যে

Dr. Kanailal Bhattacharya:

ঐ অঞ্চলের জনসাধারণের তরফ থেকে খালটির সংস্কার করার জন্য মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে কোন আবেদন গিয়েছিল কিনা এবং গিয়ে থাকলে কতদিন আগে তা গিয়েছিল?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

নোটিস চাই।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

গত ৫-৬ বছর ধরে এই পরিকল্পনা করার জন্য এখানকার জনসাধারণ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করছেন কিন্তু এই পরিকল্পনাটি তৈরি করতে এত দেরি হোল কেন?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

ইঞ্জিনীয়াররা যেমন সময় নেন, সেই অনুযায়ী হয়।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

এই পরিকল্পনাটি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত হবার আশা আছে কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

সেটা এখন বলতে পারি না, এস্টিমেট তৈরি হোলে বলতে পারবো।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

এই পরিকল্পনায় আন্দাজ কত টাকা খরচ হবে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

পরিকল্পনাটি তৈরি হোলে এস্টিমেটেড টাকাটা জানাবো।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

এস্টিমেটের এ্যামাউন্টটা আপনার জানা নেই?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

না।

Repair or excavation of canals in Diamond Harbour police-station under the Second Five-Year Plan.

***64. Sj. Ramanuj Halder:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation Department be pleased to state—

(ক) দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ডায়মন্ড হারবার থানায় কোন খাল সংস্কার করা হইবে কিনা;

(খ) উক্ত পরিকল্পনায় নূতন কোন খাল ডায়মন্ড হারবার থানায় খনন করা হইবে কিনা; এবং

(গ) ঐ দুই কাজ কতদিনে সম্পন্ন হইবে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

(ক) এবং (খ) না।

(গ) এ প্রশ্ন উঠে না।

Sj. Ramanuj Haldar:

ডায়মন্ডহারবারে যে তিনটা বৃহৎ খাল রয়েছে সেগুলি মজে গেছে—এটা মন্ত্রী মহাশয় কি অবগত আছেন?

পরিমাণ টিউবওয়েলের প্রয়োজন সে পরিমাণ টিউবওয়েল করা হচ্ছে না। দ্বিতীয়ত যেসমস্ত টিউবওয়েল খারাপ হয়েছে সেগুলি মেরামত করবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা তাঁরা অবলম্বন করছেন না।

তৃতীয় সংশোধনীটা হচ্ছে এইজন্য যে, সামগ্রিকভাবে পশ্চিম বাংলার জনসাধারণের পানীয় জল সম্বন্ধে যে একটা দুষ্প্রাপ্যতা দেখা দিয়েছে সে সম্বন্ধে,—মিঃ স্পীকার, স্যার,

Mr. Speaker:

আপনারা দয়া ক'রে শেষ করুন, যাঁর যা বলার আছে বলুন, আমি শুনছি।

Sj. Chitto Basu:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমার সংশোধনীর প্রথম কথা হচ্ছে গ্রামাঞ্চলে যেভাবে পানীয় জল সরবরাহ করা হয় তাতে গ্রামের লোক যথেষ্ট পরিমাণে পায় না। আমি স্যার, বিভাগীয় কোন পরিসংখ্যানের উপর নির্ভর করি না। আমি আমার দেশের কয়েকটি পল্লীকেন্দ্রে নিজে পদব্রজে হেঁটে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করেছি। এবং দেখেছি গ্রামের মধ্যে গিয়ে প্রতিটি গ্রামে তীব্র জলাভাব রয়েছে, বিশেষ ক'রে পানীয় জলের। মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনি জানেন গ্রীষ্মকালে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে গ্রামের পুকুরগুলি প্রায় শুকিয়ে আসে যেখানে নদী বা বিল আছে তাও শুকিয়ে যায়, তার ফলে গ্রামের লোকদের অধিকাংশ স্থলেই নির্ভর করতে হয় সম্পূর্ণরূপে কূপের উপর—টিউবওয়েলের উপর। এমনকি চাষীদের গরু স্নানও ঐ টিউব-ওয়েলএর জলে করাতে হয়, তা ছাড়া গ্রামে যদি আগুন লাগে তার জন্য অন্য কোন ব্যবস্থা নেই। নির্ভর করতে হয় ঐ টিউবওয়েলএরই উপর।

Mr. Speaker:

টিউবওয়েলএর দ্বারা আগুন নিববে না।

Sj. Chitto Basu:

স্যার, আগুন যখন জ্বলে ওঠে ঘর পুড়তে থাকে তখন তারা তা হ'লে কি ক'রে নেবাবে? আমরা দেখেছি হিসাব ক'রে একটা অঞ্চলে প্রায় ৬৩,৯৫৫ জন লোক বাস করে সেখানে মাত্র ১৩৫টা টিউবওয়েল এবং শুনে অবাক হবেন তার মধ্যেও আবার অনেকগুলি খারাপ অবস্থার পড়ে আছে। আর একটা অঞ্চলে ঘুরে দেখেছি—একটা জনবহুল ইউনিয়নে ৩৬৩টা টিউব-ওয়েল আছে কিন্তু তার মধ্যে ৬৬টাই খারাপ হয়ে আছে—এ বছর বা গত বছর থেকে নয়—২।৩ বছর ধ'রে সেগুলি খারাপ হয়ে পড়ে আছে। যদি হিসাব নেওয়া যায় তা হ'লে দেখতে পাবেন শতকরা ২০ ভাগই খারাপ হয়ে পড়ে আছে। সম্প্রতি স্টেটসম্যান পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে, তাদের রিপোর্টার লিখেছেন—আলিপুর সদর মহকুমার কোন একটি গ্রামের মহিলারা কলসী কাঁখে অনেক দূরের আর একটা গ্রাম থেকে জল নিয়ে আসছেন—এই তিনি দেখে এসেছেন। যেখান থেকে জল নিয়ে আসছেন তার দূরত্ব কমসে কম ২।৩ মাইল। আমার নিজের কেন্দ্রেও দেখেছি—২ মাইল ৩ মাইল দূর থেকে বৈশাখের খর রৌদ্রে এবং বর্ষায় নৌকা ক'রে গ্রামের লোকদের পানীয় জল সংগ্রহ ক'রে আনতে হয়। এখানে আমি কয়েকটা অঞ্চলের নাম উল্লেখ ক'রে অবস্থাটা তুলে ধরছি—

একটা অঞ্চল—আমডাঙ্গা—লোকসংখ্যা ৪২,৩৪৫। সেখানে টিউবওয়েল দেওয়া হয়েছিল ৩৩৮টা। তার মধ্যে ৩৪টা খারাপ হয়ে পড়ে আছে। হিসেব করলে দেখতে পাবেন শতকরা ১০ ভাগ টিউবওয়েল খারাপ।

আর-একটা ইউনিয়ন—বন্দীপুর—লোকের বাস হচ্ছে ১৩,০০০। সেখানে সংখ্যা যা তার মধ্যে ৮টা খারাপ অবস্থায় পড়ে আছে। স্যার, আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি—আমি গ্রামে ঘুরে দেখেছি যতগুলি টিউবওয়েল আছে তার মধ্যে গড়ে শতকরা ১২ ভাগই এই রকম খারাপ হয়ে পড়ে আছে, এবং এই যে খারাপ অবস্থায় টিউবওয়েলগুলি পড়ে আছে সেগুলি সারাবার জন্য কোন ব্যবস্থাই সরকার করছেন না। এদিকে গ্রামে গ্রামে লোক পানীয় জলের জন্য হাহাকার করছে। যেখানে জলের তীব্র অভাব সেখানে টিউবওয়েলগুলি মেরামত করার ব্যাপারে সরকারের হৃদয়হীন উদাসীনতা।

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

তা বলতে পারি না, তবে আমাদের কোন স্কীম নেই।

Sj. Ramanuj Haldar:

বলরামপুর খাল, মগরাহাটা ড্রেনেজ এবং হাতাখালি খাল এই তিনটে মজে গেছে। এগুলির সংস্কারের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

না ত বলেছি।

Sj. Ramanuj Haldar:

ঐ খালগুলি সংস্কার না হোলে বহু হাজার বিঘা জমিতে ফসলের ক্ষতি হবে, মন্ত্রী মহাশয় এটা অবগত আছেন কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

না।

Sj. Pramatha Nath Dhibar:

ঐ খালগুলি কোনকালে সংস্কার করা হবে কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

তা এখন বলতে পারি না।

Sj. Saroj Roy:

দুটি জায়গা সম্বন্ধে দুদিনই দেখা যায় যে সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানের ভেতর সেখানে খালগুলি সংস্কারের ব্যাপার নেই। তাহলে সব সংস্কারই কি তমলুকে হবে?

Mr. Speaker:

তা আর কি করা যাবে।

Sonarpur-Arapanch Scheme

***65. Sj. Natendra Nath Das:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation and Waterways Department be pleased to state—

(*a*) the total capital cost of Sonarpur-Arapanch Scheme in respect of—
(*i*) drainage,
(*ii*) machinery, and
(*iii*) building;

(*b*) the total area drained off;

(*c*) the quantity of paddy and other crops grown in 1956 in the drained area;

(*d*) the annual recurring cost of the upkeep of the—
(*i*) pumps, and
(*ii*) drains;

(*e*) how long the present pumps can give full-load work;

(*f*) whether any fund has been set apart for the replacement of the pump;

[4-50—5 p.m.]

এই ঔদাসীন্যের কথায় আমি বলতে পারি যে, সেখানে চিঠিপত্র দিলে তার কোন জবাব দেওয়া হয় না। এই চিঠিপত্র লেখার পরে যে ইউনিয়নে ১০টা টিউবওয়েল খারাপ অবস্থায় পড়ে রয়েছে সেখানে মাত্র দু'টোকে রি-সিংক করা হবে এবং এই রি-সিংক করার জন্য ৭৫ টাকা দিতে হবে। এই ৭৫ টাকা দেবার সংগতি অনেক স্থানে নেই। এইভাবে টিউবওয়েল খারাপ হয়ে গেছে জানাবার পরেও তার কোন ব্যবস্থা হয় না। আমি সম্প্রতি দেখেছি যে, কোন একটা ইউনিয়নে দশটার মতন টিউবওয়েল খারাপ অবস্থায় পড়ে রয়েছে জানানোর পরে বলা হ'ল যে, ২টা মাত্র যে রি-সিংক করা হবে তার জন্য সরকারকে জনসাধারণের পক্ষ থেকে ৭৫ টাকা দিতে হবে। মিঃ স্পীকার, স্যার, গ্রামে যেখানে ২০।২৫ ঘর লোক বাস করে সেখানে বর্তমান অবস্থাতে ২।৩ টাকা ক'রে দেওয়া সম্ভবপর নয়।

দ্বিতীয় কথা, মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনি জানেন যে, আগে একটা টিউবওয়েল যেখানে ১০।১২ বছর চলত কিন্তু জানি না কোন্ কারণে এক একটা টিউবওয়েল ৬ মাস বা ১ বছরের ভেতরেই খারাপ হয়ে যায়। এ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞ ওপিনিয়ন নেই, এক্সপার্ট ওপিনিয়ন দিতে পারছি না। কিন্তু গ্রামের লোকেরা এই কথা বলে যে, পাবলিক হেল্থ ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেন্ট থেকে যেসমস্ত টিউবওয়েল বসানো হয় সেগুলি ভালভাবে তদারক করা হয় না, যে মেটিরিয়ালস দেওয়া হয় সেই মেটিরিয়ালস খারাপ এবং কন্ট্রাক্টরের মাধ্যমে যে মাল কেনা হয় তার কোন স্পেসিমেন স্ট্যান্ডার্ড নেই ব'লে তারা যে মেটিরিয়ালস দেয় সেই মেটিরিয়ালসগুলি অত্যন্ত খারাপ। কন্ট্রাক্টররা যেসমস্ত মেটিরিয়ালস দেন তার কোন স্পেসিমেন স্ট্যান্ডার্ড নেই—অর্থাৎ যে-কোন স্ট্যান্ডার্ড বা বাজে মেকারী জিনিস চালিয়ে দেওয়া হয়। সেজন্য আমার মনে হয় এ সম্পর্কে বিশেষ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। তারপর আর একটা কথা শোনা যায় যে, ২০০-৩০০ ফিট টিউবওয়েল যেখানে সিংক করা হয় সেখানকার জলের অবস্থা স্যালাইনিটি বা অপর পদার্থ সম্পর্কে ভালভাবে বিবেচনা না ক'রে বসিয়ে দেওয়ার ফলে দেখা যায় যে, সেখানে নিচে যে ফিল্টার আছে তা শক্ত মাটির দ্বারা বা অপর কোন পদার্থের দ্বারা চোক্ড-আপ হয়ে যায়। এই টিউবওয়েল সম্পর্কে আরও বলার আছে। আপনি জানেন যে, ব্লক ডেভেলপমেন্ট বা লোকাল ডেভেলপমেন্টএর মাধ্যমে যে টিউবওয়েল করা হয় সেখানে ১৬০ থেকে ২০০ টাকা পর্যন্ত জনসাধারণকে এর জন্য কন্ট্রিবিউট করতে হয়। কিন্তু এই টাকা দেবার ক্ষমতা জনসাধারণের নেই, অথচ আমরা দেখছি যে, ৩০ হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকা ইয়ারমার্ক করা রয়েছে পানীয় জলের ব্যবস্থা করবার জন্য। সেজন্য আমার সাজেসশন যে প্রকৃত যদি সেই টাকা জনসাধারণের স্বার্থের খাতিরে ব্যয় করতে হয় তা হ'লে যেখানে নূতন টিউবওয়েল বসাবার ক্ষমতা সরকারের নেই বা তার জন্য প্রয়োজনীয় কন্ট্রিবিউশন জনসাধারণ দিতে পারছে না সেখানে অন্ততঃ এর একটা অংশ শতকরা ৫০ ভাগ টাকা টিউবওয়েল রি-সিংক করার কাজে ব্যবহার করা হোক। আপনি আর সময় দিচ্ছেন না ব'লে এই কটি কথা ব'লে আমি শেষ করলাম।

Mr. Speaker: I will only remind honourable members of one thing. Some members of the Opposition parties told me that the Government was informed and very rightly that they are very very anxious over the water supply question of the city of Calcutta which is really in a perilous state. But from the city of Calcutta if you go over to the water supply question in the rural areas, I think the strength of the resolution disappears.

Sj. Ganesh Ghosh: Sir, with great regret we must say that the Chief Minister is absent.

Mr. Speaker: But the Health Minister is here but perhaps you remember, Sir, the other day several representatives had seen the Chief Minister in connection with this matter.

(*g*) how the annual recurring cost of pumping water and upkeep of the canals is proposed to be met;

(*h*) whether the price of the crop is enough to meet expenditure on upkeep and replacement of the machinery;

(*i*) how long the Government propose to continue the pumping; and

(*j*) whether the level of the river Matla will be lowered and the natural flow of the river restored by this scheme?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji: (*a*)(*i*) Rs. 16.30 lakhs (First Phase).

(*ii*) Rs. 24.77 lakhs including Rs. 10.95 lakhs for cable line from Garia to Pumping Station.

(*iii*) Rs. 10.43 lakhs.

(*b*) Gross area 57 square miles and net arable area 23,360 acres or 36.5 square miles.

(*c*) Paddy—About 18,500 tons as estimated.

Other crops—Figure not available.

(*d*) (*i*) Rs. 2.71 lakhs.

(*ii*) Rs. 5,000.

(*e*) The pumps are expected to serve for 20 to 25 years.

(*f*) and (*j*) No.

(*g*) This is at present met from the State revenues.

(*h*) The question of meeting the expenditure from the price of the crop does not arise as the crop belong to the cultivator and not to the Government

(*i*) As long as circumstances will require this.

Sj. Natendra Nath Das:

আপনি (এইচ)এর উত্তরে বলেছেন—

the crop belongs to the cultivator and not to the Government.

সব জমিগুলি কি কাল্টিভেটরদের নিজেদের?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

বহু নিজেদের।

Sj. Natendra Nath Das:

গভর্নমেন্ট কি সেখান থেকে শুধু খাজনা পান, না অন্য কিছুও পান এবং সেইসব জমিগুলি কি গভর্নমেন্টের খাস হয়েছে, গভর্নমেন্ট কি মালিক?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

গভর্নমেন্ট মালিক, জমির খাজনা তাঁরা পান।

Sj. Monoranjan Hazra:

মন্ত্রী মহাশয় এখানে কাল্টিভেটরদের জমির কথা উল্লেখ করেছেন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে যখন এরকম একটা দর্শনীয় স্কীম হোল তখন ঐ কৃষকদের ফসলের মূল্য কত হোতে পারে সেটা সম্বন্ধে কোন তদন্ত করেছেন কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

১৮ হাজার ৫০০ টন—তার বাজার দর হিসাব করলে সেটা বেরিয়ে যাবে।

Sj. Dhirendra Nath Dhar: Sir, I beg to move that in lines 5 and 6, for the words "to remedy the same", the following be substituted, viz.—

"(1) To help the Corporation of Calcutta in procuring important machineries for Rapid Gravity Filter, Pressure Station and Intake Stations of Talla and Palta Water Purification Plant, etc., etc.;

(2) To help to secure the steel plates necessary for the fabrication of the proposed 72" Talla-Palta Main as top priority;

(3) To help the Corporation of Calcutta in securing foreign exchange required for the execution of different projects;

(4) To help the Corporation of Calcutta by lending service of the efficient Engineers, who have knowledge and experience in the line to carry out different projects for augmentation of water-supply;

(5) To take up immediately the proposal of sinking 300 Nos. 3" tube-wells in the bustees including ancillary works, like tank and distribution system;

(6) To expedite sinking of big diameter Fire Fighting tube-wells;

(7) To help the Corporation in securing pipes of different sizes for improving the distribution system of the filtered water of the city which has become very old;

(8) To set up immediately a Metropolitan Water Board for a perfect arrangement of filtered water-supply to the city Corporation and suburban municipalities;

(9) To set up immediately an Expert Committee to prepare an estimate for laying mains for drawing water from Damodar Valley Corporation through Durgapur Canal to Palta Pumping Station;

(10) To move the Centre seriously for expediting the implementation of the proposed Ganga Barrage Project near Farraka".

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি কলকাতায় জলসরবরাহ সম্পর্কে একটু অন্য সুরে কথা বলব। আপনি যে ধরনের বক্তৃতা নানা কারণে করেন সেই ধরনের বক্তৃতা আমি দিতে পারব কিনা জানি না, কিন্তু আমি জলের সমস্যা সম্পর্কে একটু অন্যভাবে চিন্তা করি। কলকাতায় জলসরবরাহের এত যে অভাব বর্তমানে দেখা যাচ্ছে এটা হঠাৎ একদিনে হয় নি, এর পেছনে ইতিহাস আছে। এখানে যাঁরা আছেন তাঁদের মধ্যে যাঁরা কলকাতা কর্পোরেশনের মধ্যে ছিলেন মেয়র হিসাবে, অল্ডারম্যান হিসাবে অথবা কাউন্সিলর হিসাবে, তাঁরা জানেন যে, বহুকাল যাবৎ কর্পোরেশন থেকে তাঁরা এটার জন্য চেষ্টা করছেন কিন্তু কর্পোরেশনের যেটুকু ক্ষমতা, সেই ক্ষমতার উপর নির্ভর ক'রে কলকাতার উপর জলসরবরাহের ব্যবস্থা কোনদিন ছিল না। ১৯২০ সালে যখন নূতনভাবে পাইপগুলি বসানো হয় পাম্পিং স্টেশনগুলি করা হয় তখন একমাত্র কর্পোরেশনের সাহায্যে সেটা হয় নি. প্রাদেশিক সরকার তাঁরা সাহায্য করেছিলেন কলকাতা কর্পোরেশনকে ইঞ্জিনীয়ার দিয়ে, টাকা দিয়ে, অ্যাডভাইস দিয়ে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন যার ফলে ২৫ বছর পর্যন্ত কলকাতা শহরে জলসরবরাহের ব্যবস্থা চলেছে, কিন্তু সেই ব্যবস্থা বেশিদিন চলে নি। আবার ১৯৪৫ সনে তখনকার বাংলা সরকার একটা এক্সপার্ট কমিটি গঠন ক'রেছিলেন যাঁরা ওয়াটার ইঞ্জিনীয়ারিং সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, যাঁরা বিদেশে শিক্ষা নিয়েছেন অথবা বিদেশী এক্সপার্ট যাঁরা—তাঁদের নিয়ে কমিটি গঠন করা হয় এবং সেই কমিটি যে রিপোর্ট দেয় সেই রিপোর্ট অনুযায়ী কর্পোরেশন কাজ করতে পারে নি। ১২ বছর কেটে গেল তবুও কর্পোরেশন করতে পারে নি কিন্তু আমাদের সরকারের তরফ থেকেও কোন রকম উৎসাহ, কোন রকম চেষ্টা দেখা গেল না। এর মধ্যে ১৯৪৬ সালে বিরাট দাঙ্গা হ'ল, দলে দলে রিফিউজিরা আসতে লাগল—এইভাবে কলকাতা ভরে উঠল, অন্যান্য মিউনিসিপ্যালিটিগুলিতেও

Kucha drain through North Dum Dum Municipality

***66. Dr. Pabitra Mohan Roy:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation and Waterways Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে—

(১) উত্তর দমদম পৌর এলাকার মধ্যে উদয়পুর পল্লীর ভিতর দিয়া একটি কাঁচা ড্রেন আছে, যাহা সামান্য বর্ষার জলেই প্লাবনের সৃষ্টি করে,

(২) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোন বিভাগ অথবা অথবা স্থানীয় পৌর প্রতিষ্ঠান ইহার কোন সংস্কার করেন না, এবং

(৩) উত্তর দমদমের এই কাঁচা ড্রেনটি বাগজোলা ক্যানাল স্কীম-এর সহিত যুক্ত করার পরিকল্পনা হইয়াছে ; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ, হয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) কত দিনের মধ্যে এই কাঁচা ড্রেনটি ভালভাবে কাটিয়া বাগজোলা ক্যানাল স্কীম-এর সহিত যুক্ত করা সম্ভব হইবে, এবং

(২) যতদিন ঐরূপ যুক্ত করা না হয়, অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসাবে ড্রেনটির সংস্কার করার কথা সরকার বিবেচনা করেন কিনা?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

(ক) (১) ড্রেনটি অধিক বৃষ্টির জলে প্লাবিত হয়।

(২) ড্রেনটি উত্তর দমদম পৌর এলাকার অন্তর্ভুক্ত—ইহার সংস্কারকার্য সরকারের দায়িত্ব নয়।

(৩) এবং (খ) (২) না।

(খ) (১) প্রশ্ন উঠে না।

Survey of benefits from Mayurakshi Canal

***67. Dr. Radhanath Chattoraj:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation Department be pleased to state—

(*a*) how many acres of land have been served by Mayurakshi Canal water, year by year, from 1953-54 to 1957-58;

(*b*) actual collection of water tax, year by year, from 1953-54 to 1957-58;

(*c*) whether the Government have made any survey of benefits accruing to the cultivators as a result of supply of canal water; and

(*d*) if so, what are those benefits?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji: (*a*) and (*b*) Statements "A" and B" are laid on the Table.

(*c*) and (*d*) Yes, the investigation is still continuing.

লোক ভ'রে গেল কিন্তু সরকারের এ সম্পর্কে কোন রকম চেষ্টা নেই। আমি কেবলমাত্র ওয়াটার সাপ্লাই সম্পর্কে বলছি যদিও অন্যান্য ব্যাপার সম্পর্কেও উল্লেখ করা দরকার কিন্তু জলটা একটা ভাইটাল জিনিস ব'লে আমি এটার উল্লেখ করছি। আজকে এটা পরিষ্কারভাবে ধরা গেছে যে, এক্সপার্ট কমিটি যেসমস্ত কাজ করতে বলেন সেটা নির্ভর করছে সরকারের উপর। সরকার যদি সাহায্য না করেন তা হ'লে সেগুলি করা সম্ভব নয়। আজকে ইনটেস্টেশন সম্পর্কে সুনীলবাবু বলেছেন ইনটেস্টেশনে বড় বড় পাম্প বসাবার কথা এবং ইনটেস্টেশন মারফত জল যদি গঙ্গা থেকে না আসে তা হ'লে কিছুতেই ফিল্টার হবে না এবং ফিল্টার না হ'লে কলকাতার লোক জল পেতে পারে না। সেই সমস্ত পাম্প আজকে আমদানি করা যাচ্ছে না, তার কারণ হচ্ছে ফরেন এক্সচেঞ্জ নেই। দিল্লীর সরকার বলছেন ফরেন এক্সচেঞ্জ দিতে পারছি ন্যা, কাজেই সেটা হচ্ছে না। ১৯৫২ সালে এ সম্পর্কে উল্লেখ করা সত্ত্বেও তখন যা অবস্থা ছিল এখনও তাই আছে। তার কিছুই ব্যবস্থা করা হয় নি।

এই কথাই দিল্লী সরকার বলছেন যে, ফরেন এক্সচেঞ্জ আমরা এখন দিতে পারছি না সেইজন্য হচ্ছে না। কাজেই এক্সপার্ট কমিটি ১৯৪৫ সালে বসা সত্ত্বেও ১৯৫২ সালে আমরা এ সম্বন্ধে বার বার উল্লেখ করা সত্ত্বেও আজকে ১৯৫৮ সালে ঠিক যেখানে ছিলাম ঠিক সেখানেই আছি।

[5—5-25 p.m.]

তারপরে র‍্যাপিড গ্র্যাভিটি ফিল্টার সম্পর্কে বলা যায়—অর্থাৎ যে জিনিসটা প্রতিষ্ঠা করতে পারলে পরে সঙ্গে সঙ্গে দু' মিলিয়ন গ্যালন জল বাড়তে পারে, কিন্তু সে সম্ভব হচ্ছে না। কেননা গ্র্যাভিটি ফিলটার করতে হ'লে যে ধরনের যন্ত্রপাতি দরকার সে ধরনের যন্ত্রপাতি আনাতে হ'লে আমাদের অন্য দেশ থেকে আনতে হবে। এবং এদেশে সে জিনিস পাওয়া যায় না এবং সরকারের সাহায্য ছাড়া এ হ'তেও পারে না। কিন্তু সরকারের সেই একই জবাব যে ফরেন এক্সচেঞ্জএর অভাব। এবং যেসমস্ত চিঠিপত্র আদানপ্রদান করেন তার দুই-একটি দেখবার আমার সুযোগ হয়েছিল- তাতে আমার মনে হয় সরকার সাধারণ মানুষের জীবনের কোন মূল্য আছে ব'লে মনে করেন না। তাঁরা বলেন যখন সুযোগ হবে তখন দেব। এই ধরনের সব কথা বলেন। আপনারা শুনে আশ্চর্য হবেন এর সঙ্গে আছে ৭২ ইঞ্চি মেনএর কথা যেটা সুনীলবাবু ব'লে গেলেন। এই মেনএর কথা আজকে হঠাৎ ওঠে নি এটা এক্সপার্ট কমিটি বলেছিল। যে ৬০ ইঞ্চি মেন তার বয়স হচ্ছে মাত্র ২৫ বছর আর ৫ বছর কোনরকমে চলে। তা হ'লে ১৯৫২-৫৩ সালেই তার জীবন শেষ হয়ে গেছে। এর পরে চালানোর অর্থ হচ্ছে, যে-কোন সময় এটা ফেটে যেতে পারে। এবং সেই লাইফ লাইন যদি ফেটে যায় তা হ'লে কলকাতা শহরে জলসরবরাহ করা একেবারেই অসম্ভব হবে। এ সম্বন্ধে সরকার কি ব্যবস্থা করছেন। এবং সে সম্বন্ধে কি সরকার সজাগ? আমি এইটুকুমাত্র জানি যে, কেন্দ্রীয় সরকার বলেছিলেন যে, কলকাতা জলসরবরাহ করবার জন্য তাঁরা এই সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যান থেকে সওয়া দুই কোটি টাকা দেবেন। কিন্তু সে টাকা আজ পর্যন্ত পৌঁছায় নি। কবে আসবে কখন দেবেন তার কোন কিছু সঠিক জানা যায় নি। অর্থাৎ এখন পর্যন্ত সে টাকা আসে নি। এবং সে টাকা না আসলে কর্পোরেশনএর তরফ থেকে তা করা সম্ভব নয়। আমি অন্ততঃ জানি, রাজ্যসরকারের তরফ থেকে তার জন্য গরজ করা, তদ্বির করা তা আজ পর্যন্ত তাঁরা করেন নি। তারপর ৭২ ইঞ্চি পাইপ বসাতে হ'লে আবার দরকার হচ্ছে স্টীলএর। যে স্টীল অন্ততপক্ষে কর্পোরেশনএর হাতে নাই। সে স্টীল যোগাড় করতে হ'লে [illegible]থেকেই করতে হবে। কিন্তু রাজ্যসরকার তার কি ব্যবস্থা করেছেন। সেই ৪½ হাজার টন যেখানে ১৩।১৪ হাজার টনের দরকার ৪½ হাজার টনের বেশি তাঁরা এখনও সাপ্লাই করেন নি। এবং বাকি স্টীল সম্পর্কে কোন গ্যারান্টী নাই। যেটুকুমাত্র তাঁরা পাবেন, সমস্ত প্রভিন্সএর জন্য যা আছে ৫০০।৬০০ টন তার মধ্যে হয়ত ৫০।৬০ টন কিম্বা না হয় ১০০ টনই দিতে পারেন। কিন্তু ১০০ টন দিয়ে এইরকম একটা প্রোজেক্ট হ'তে পারে না। এবং স্টীল না হ'লে পরে মেনএর কাজ হ'তে পারে না। কাজেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ১৯৪৫এ এক্সপার্ট কমিটি বলা সত্ত্বেও আজকে ১৯৫৮এ বারবার আলোচনা করা সত্ত্বেও সেই স্টীলএর যে অভাব তা আজও রয়েছে। স্টীল সাপ্লাই করবার বন্দোবস্ত আজও হয় নি। এবং তার কোন গ্যারান্টিও নাই।

Statement "A" referred to in reply to clause (a) of starred question No. 67

Year.	Area (in acres).
1953-54	... 134
1954-55	... 81,851
1955-56	... 209,934
1956-57	... 245,268
1957-58	... 342,022

Statement "B" referred to in reply to clause (b) of starred question No. 67

Year.	Water tax collected (in rupees).
1953-54	... 110
1954-55	... 30,804
1955-56	... 2,42,849
1956-57	... 1,15,816
1957-58	... 29,240

[3—3-10 p.m.]

Sj. Deben Sen:

অতিরিক্ত প্রশ্ন, স্যার। স্টেটমেন্ট 'বি'তে দেখছি ১৯৫৬-৫৭ সালে ওয়াটার ট্যাক্স থেকে আয় ১৯৫৫-৫৬ থেকে এবং ১৯৫৭-৫৮ থেকে কম হয়েছে, এই কম হওয়ার কারণটা কি বলবেন?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

কারণ হচ্ছে যখন প্রথম বছর জল দেওয়া হয় তখন ইরিগেশন এ্যাক্ট-এ টাকা আদায় করা হয়, তারপর ডেভেলপমেন্ট এ্যাক্ট প্রয়োগ করা হয়, এই আইন অনুসারে এখনও কোন ট্যাক্স ধার্য হয় নি, তাই তার কোন হিসাব নাই।

Sj. Deben Sen:

সমগ্র বীরভূম অঞ্চলে ১৯৫৬-৫৭ সালে ১৯৫৫-৫৬এর চেয়ে একারেজ আন্ডার প্রডাকশন কমে গিয়েছে কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

কি বললেন একারেজ আন্ডার ইরিগেশন?

Sj. Deben Sen:

না, একারেজ আন্ডার প্রডাকশন।

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

উপরে হিসাব দেওয়া আছে সেটা দেখুন।

Sj. Deben Sen:

উপরের হিসাব থেকে ঠিক বোঝা গেল না সমগ্র বীরভূম অঞ্চলে—

তারপরে সরকার বললেন যে, আমরা ৪০০ টিউবওয়েলএর ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছি। সেই ৪০০ টিউবওয়েলএর ইতিহাস যদি কেউ শুনেন তা হ'লে নিশ্চয়ই কেউ সরকারকে প্রশংসা করবেন না। ৪০০ টিউবওয়েল সরকার করবেন বলেছেন তার মধ্যে ২০০।২৫০ করেছেন। তাও আবার সরকারী নিয়োজিত কন্ট্রাক্টর মারফত—এবং তারপর কি ব্যাপার, সরকার যেহেতু অর্ডার দিয়েছেন কন্ট্রাক্টরদের তার জন্য তাঁরা সুপারভিসন চার্জ প্রত্যেকটা টিউবওয়েলএর জন্য নেবেন ১৫০ টাকা ক'রে। তা হ'লে বুঝুন স্যার, কি চমৎকার উপকার জনসাধারণের জন্য এবং কর্পোরেশনএর জন্য সরকার করলেন। ৪০০ টিউবওয়েল ক'রে দেবেন তার মধ্যে কলেরার সময় চলে গেল, ২৫০ টিউবওয়েল হ'ল এবং প্রত্যেকটির জন্য ১৫০ টাকা ক'রে সুপারভিসন চার্জ দিলেন। এইরকমভাবে কাজ করলে কর্পোরেশন কিম্বা জনসাধারণ উপকৃত হবে ব'লে আমি মনে করি না। সরকার আরও একটা কথা বলেছিলেন যে, ডাঃ রায়ও সেই আলোচনার মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। সেটা হচ্ছে যে, কলকাতার বস্তীতে ৩০০ টিউবওয়েল ক'রে দেবেন। ৩০০ টিউবওয়েল করতে খরচা হচ্ছে ৮৪ লক্ষ টাকা। প্রথমে আমরা আশা করেছিলাম যে, সরকার বোধ হয় পাবলিক হেল্‌থ ফান্ডকে এই টাকা দিবেন। এবং প্রত্যেক বস্তীতে টিউব-ওয়েল এবং তার সঙ্গে ট্যাঙ্ক এবং অন্যান্য অ্যানসিলারি পাইপ বুঝি তাঁরা দিয়ে দেবেন। কিন্তু এখন জানা যাচ্ছে যে, টাকা তাঁরা দেবেন না। অন্তত অর্ধেক টাকা কর্পোরেশনকে দিতে হবে। আমি বলছি না যে, কর্পোরেশনএর টাকা দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু সরকার এই ৮৪ লক্ষর মধ্যে অর্ধেক ৪২ লক্ষ টাকা দিতে চাইছেন সেই টাকা দিয়ে অন্তত কিছু টিউবওয়েল ক'রে দিন। তা হ'লে অন্তত কলকাতা শহরে তাড়াতাড়ি টিউবওয়েলএর ব্যবস্থা হ'তে পারত। এবং টিউবওয়েলএর জন্য পাম্পএর প্রয়োজন—তা যদি সরকার বিদেশ থেকে আনিয়ে না দেন তা হ'লে কোন কিছুই হবে না। এটা বিধানবাবু খুব ভাল মতনই জানেন। এ নিয়ে আজ ৬ মাস আলোচনা চলছে কিন্তু এখন পর্যন্ত সরকার একটা স্টেপও এগুতে পারে নি। এই রকম ধরনের অনেক বিষয় আছে যা আমি বলতে পারি যে, সরকারের তরফ থেকে চূড়ান্ত গাফিলতি আমরা দেখতে পাই। যদিও কর্পোরেশনএর গাফিলতি আছে—কর্পোরেশনএ যে দল পরিচালনা করছে তাদের অবহেলা, গাফিলতি এবং সরকারের অবহেলা ও গাফিলতি আছে। এই দুটো থাকার জন্যই কলকাতা শহরে জল সরবরাহ ব্যবস্থা এত দুরবস্থায় এসেছে। যদি বর্তমানেও এইভাবে চলে তা হ'লে আর যাই হউক কলকাতা শহরে জলসরবরাহ কোনদিনই উন্নতি হবে না। এইজন্য আমি যে অ্যামেন্ডমেন্ট এনেছি সেটা যে কেবল সরকারের সমালোচনা করবার জন্য বলছি তা নয়, আমার অ্যামেন্ডমেন্টএর উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকার এই অ্যামেন্ডমেন্টএর দিকে লক্ষ্য রাখুন এবং এর মধ্যে যতখানি সম্ভব তা পূরণ করবার চেষ্টা করুন। তা হ'লেই আমার অ্যামেন্ডমেন্ট দেওয়া সার্থক হবে এবং এই যে আলোচনা আজ হচ্ছে তাও সার্থক হ'তে পারে।

[At this stage the House was adjourned for fifteen minutes]

[After adjournment]

[5-25—5-35 p.m.]

Memorandum of All India Insurance Salaried Field Workers' Association.

Sj. Nepal Ray:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, অল ইন্ডিয়া ইন্সিওরেন্স স্যালারিজ ফিল্ড ওয়ার্কার্স অ্যাসো-সিয়েশনএর তরফ থেকে আজকে শ্রীসুধীন্দ্রলাল রায় হাঙ্গার স্ট্রাইক করছেন এবং পনের শত কর্মচারী—এবং তাঁরা সকলেই বাঙ্গালী—আজকে তাঁরা ছাটাইয়ের মুখে। তাই আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, এটা যদিও সেন্ট্রালএর ব্যাপার হয়, তা হ'লেও যাতে এসব বাঙ্গালী কর্মচারীদের চাকরি না যায় তার উপায় করবার জন্য আমি মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আবেদন করছি।

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

ময়ূরাক্ষীর প্রশ্ন করে সমগ্র বীরভূম অঞ্চলের হিসাব চাইলে চলবে কেন? সেখানে বলাই হয়েছে সার্ভড বাই দি ময়ূরাক্ষী ক্যানেল।

Sj. Deben Sen:

এই সার্ভড বাই দি ময়ূরাক্ষী ক্যানেল কথার অর্থ কি? দয়া করে জানাবেন কি প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৬ লক্ষ একরে যেখানে দেবার কথা ছিল সেখানে কত একরে দেওয়া হয়েছে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

সার্ভড মানে ইরিগেটেড। ৬ লক্ষ একরে দেওয়া যায় নি, ৩ লক্ষ ৪২ হাজার একরে দেওয়া হয়েছে।

Sj. Radhanath Chattoraj:

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কত দেওয়া হয়েছে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

১৯৫৭-৫৮ পর্যন্ত হিসাবই দেওয়া আছে। আমি তো বলছি ৩ লক্ষ ৪২ হাজার।

Sj. Radhanath Chattoraj:

এই ছয় লক্ষ একরে জল দিতে কত বছর সময় লাগবে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

৫-৭ বছর লাগবে।

Sj. Radhanath Chattoraj:

একথা কি সত্য যে আরও এক কোটি টাকা বেশি খরচ হবে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

লাগতে পারে।

Sj. Radhanath Chattoraj:

তাহলে এ, অসম্পূর্ণ পরিকল্পনার উপর বিল কেন আসছে এবং এই ট্যাক্স কেন ধার্য করছেন?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

আবার বলুন।

Sj. Radhanath Chattoraj:

আমার জিজ্ঞাস্য হল, তাহলে আপনারা এই অসম্পূর্ণ পরিকল্পনার উপর বিল কেন আনছেন এবং কেন এই ট্যাক্স ধার্য করছেন?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

যেখানে জল দিচ্ছি তাদের উপর থেকেই আমরা ট্যাক্স নেব।

Sj. Radhanath Chattoraj:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় (সি) ও (ডি) প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে
Yes, the investigation is still continuing.
আচ্ছা, এই কান্টিনিউয়িং অবস্থায় এই এলাকার কোন উন্নতি হয়েছে কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

যাঁদের উপর ইনভেস্টিগেশনের ভার দেওয়া হয়েছে তাঁরা এখনো রিপোর্ট সাবমিট করেন নি।

Non-official Resolution.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি এই নন-অফিসিয়াল রেজলিউশন সমর্থন করছি। এটা আমাদের প্রদেশের পক্ষে অত্যন্ত গুরুতর বিষয়, কেননা পনের হাজার কর্মচারী ছাঁটাই হচ্ছে। আমরা চাই আজকেই মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় যদি সম্ভবপর হয় এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করুন এবং একটা বিহিত করুন।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, কলকাতার পানীয় জল সম্বন্ধে যা কিছু বলবার তা সবই আমার প্রিয় বন্ধু ও সহকর্মী সুনীল দাস মহাশয় বলেছেন। তিনি জল-কল এবং জল-কলের সঙ্গে সম্পর্কিত যেসমস্ত পাইপ-লাইন আছে সে সব কথাই বলেছেন এবং কিভাবে জল দূষিত ও কণ্টামিনেটেড হয় সে সব কথা বলেছেন। আমি যেটা বলবার জন্য দাঁড়িয়েছি সেটা হচ্ছে বর্তমানে বিশেষ ক'রে জুন মাস থেকে কলকাতায় পানীয় জলের মধ্যে লোনা ভাবটা বেশি বেড়ে যাচ্ছে। এবং তার ফলে কলকাতার লোকের বিষম অসুবিধা হচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এ সম্পর্কে দু'-চারটে কথা বলতে চাই। জুন মাসের প্রারম্ভ থেকেই কলকাতার জল পানের অযোগ্য হয়ে উঠেছে।

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আপনি জানেন যে, জুন মাসের প্রারম্ভ থেকে কলকাতার জল প্রায় পানের অযোগ্য হয়ে উঠেছে এবং অনেকে আশংকা করেন যে, যদি এইরকমভাবে জলের অপেয়তা বাড়তে থাকে তা হ'লে কলকাতার জল আর খাওয়া যাবে না এবং কলকাতায় জলের অভাবে লোককে নানা রকম অসুবিধায় পড়তে হবে। এ সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা হয়, এবং সকলে বলেন, এই যে ইনপ্যালাটেবিলিটি অর্থাৎ অপেয়তা, তার একমাত্র কারণ, জলে লবণের ভাগ ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। কলকাতার জলে কেন লবণের ভাগ বাড়ছে, তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে নানা রকম মতভেদ দেখা দিয়েছে। বৈজ্ঞানিকরা নানা রকম মত প্রকাশ করেছেন। আমার মত সাধারণ লোক যাঁরা বিজ্ঞানের সঙ্গে বেশি সম্পর্ক রাখেন না, তাঁরা মনে করেন জলে লবণের ভাগ ক্রমশ বাড়ার তিনটা কারণ আছে। প্রথম কারণ হচ্ছে, বর্তমানে গঙ্গা থেকে ভাগীরথী দিয়ে কলকাতায় জল খুব কম আসছে। দ্বিতীয়ত যে জল ভাগীরথী থেকে গঙ্গা দিয়ে কলকাতায় আসে তার নাম হচ্ছে সুইট ওয়াটার—তা খেতে খুব ভাল এবং তা প্রচুর পরিমাণে এলে কলকাতার কোন বিপদ থাকে না। কিন্তু যদি তা প্রচুর পরিমাণে না আসে, তার পরিমাণ যদি কমে যায় এবং উপর থেকে, অর্থাৎ ভাগীরথী থেকে গঙ্গায় জল না এসে হুগলিতে যদি সমুদ্রের লোনা জল আসে, তা হ'লে দুঃখের অবধি থাকে না, এটা একটা কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং এই যে কলকাতার জল লবণাক্ত হয়ে উঠছে তার প্রধান কারণ, মুর্শিদাবাদের উপর ভাগীরথীর মুখ ক্রমশঃ শুকিয়ে যাচ্ছে। এ ছাড়া আরও দু'টো কারণ আছে। একটা হচ্ছে সম্প্রতি বহু শাখা নদীতে বাঁধ দেওয়া হয়েছে, যেসমস্ত নদী ভাগীরথীতে, হুগলিতে এসে পড়ে। যেমন রূপনারায়ণ, দামোদর, ময়ূরাক্ষী প্রভৃতি নদীতে বাঁধ দেওয়া হয়েছে, যার ফলে এই সমস্ত নদী দিয়ে ভাগীরথী কিংবা হুগলিতে বেশি জল আসতে পারে না। আর তৃতীয় কারণ হচ্ছে, অনাবৃষ্টির দরুন এই সমস্ত নদীর মুখে, উৎপত্তিস্থলে জলের পরিমাণ কমে গিয়েছিল, তার ফলে জল লবণাক্ত হয়ে উঠেছিল। এই যে দেখা যাচ্ছে কলকাতার জলে লবণের ভাগ বেড়েছে, এটা আজকে বাড়ে নি। এই শতকের প্রথম ভাগ থেকে কলকাতার জলে লবণের পরিমাণ ক্রমশ বাড়ছে এবং ১৯১০ সালে প্রথম এটা [illegible] দৃষ্টিগোচর হয়। তখন তাঁরা এতটা আতঙ্কিত হন নি। কিন্তু দেখা গেল ১৯১০ সাল থেকে এই লবণের পরিমাণ বাড়তে বাড়তে ১৯৩৬ সালে খুব বেশি বেড়ে গেল। তখন বৈজ্ঞানিকরা এই নিয়ে নানা রকম-ভাবে মাথা ঘামাতে লাগলেন। তাঁরা বুঝলেন যে, কলকাতার জলে লবণের অংশ যদি এইভাবে বাড়তে থাকে এবং তার প্রতিকার করা না হয়, তা হ'লে কলকাতার জল হুগলি কিংবা ভাগীরথী থেকে এসে পানের যোগ্য থাকবে না, এবং তা হবে কলকাতার নাগরিকদের পক্ষে সবচেয়ে বিপদের কারণ। কল খারাপ হ'লে তা মেরামত করা বা নূতন কল এনে সেখানে বসান সম্ভব। কিন্তু হুগলি নদী যদি মরে যায়, তা হ'লে যা ক্ষতি হবে তা অপূরণীয়। এটা আজ নূতন কথা নয়, এটা ১৯৩৬ সালের কথা, এখন সেটা আমাদের সম্মুখে গুরুতর আকারে এসে পড়েছে।

Sj. Radhanath Chatteraj:

তাহলে উন্নতি হয় নি, এটাই ধরে নিতে পারি কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

না।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

ইরিগেশন এ্যাক্ট অনুযায়ী যখন বেশি টাকা আদায় হচ্ছিল তখন ইরিগেশন এ্যাক্ট বাদ দিয়ে ডেভেলপমেন্ট এ্যাক্টএর এ অবস্থায় কেন আদায় করা হচ্ছে।

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

ইরিগেশন এ্যাক্টএ বেশি আদায় হচ্ছিল না।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

রিপোর্টএ আমরা দেখছি ইরিগেশন এ্যাক্টএ ১৯৫৫-৫৬ থেকে ১৯৫৬-৫৭এ করা হয়েছে, তাহলে ডেভেলপমেন্ট এ্যাক্ট প্রয়োগ করার ফলে শেষ পর্যন্ত কি আমাদের ট্যাক্স আদায় করতে আরম্ভ করল?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

ডেভেলপমেন্ট এ্যাক্টএ যে জমিটা চলে গেল সেটা থেকে ইরিগেশন এ্যাক্ট অনুযায়ী আদায় করা হবে না।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

ইরিগেশন এ্যাক্টএ যখন ট্যাক্স বেশি আদায় হচ্ছিল তখন ডেভেলপমেন্ট এ্যাক্ট প্রয়োগ করার কি প্রয়োজন ছিল?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

গভর্নমেন্ট মনে করেন সমস্ত জায়গায়ই ডেভেলপমেন্ট এ্যাক্ট প্রয়োগ করবেন।

Mr. Speaker: Mr. Chatterjee, if I were you I would have put this question this way: judging from the reduced figures am I to assume that a lesser area is being served?

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

স্টেটমেন্ট 'এ'তে যেসব ফিগার দিয়েছেন অর্থাৎ যে পরিমাণ একর জমিতে জল পৌছায় সেচকার্যের জন্যে সেসব জমিতে রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী উপযুক্ত পরিমাণ জল পাওয়া যাচ্ছিল না সে সম্পর্কে কোন সংবাদ দিতে পারেন কি এবং যেসব জমিতে জল সেচ হয় নি তাদের ট্যাক্স বসানোর কথা বিবেচনা করবেন কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

যেখানে জল পৌছায় নি সেটা প্রমাণিত করা হলে ট্যাক্স থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হবে।

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

আমার প্রশ্ন হল, জল সময়মত ও পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাচ্ছে কিনা এবং তার কোন টেস্ট নোট আপনারা প্রিপেয়ার করেছেন কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

আইন অনুসারে কত জল দিলাম তার উপর ট্যাক্স হয় না, ট্যাক্স হয় ফসলের উপর এবং যদি ২-৩ বৎসর জল পেলেও ফসল কম ফলে থাকে তাহলে প্রপোরশনেট রেমিশনের জন্য দরখাস্ত করা যেতে পারে।

জ্ঞানীরা যাঁরা এ বিষয়ে অভিজ্ঞ, এক্সপার্ট, তাঁরা ১৯০৬ সালে বলেছিলেন যে, ফরাক্কা ব্রীজ হ'লে কলকাতার পোর্ট থাকবে না, কলকাতার নাগরিক জীবন অসম্ভব হয়ে উঠবে। দের প্রস্তাব এই ছিল যে, যেখান থেকে ভাগীরথী আরম্ভ হয়েছে, তার যে উৎপত্তিস্থল তার চে বাঁধ দেওয়া এবং উৎপত্তিস্থলের উপর দিয়ে খাল কাটা, এ যদি করা হয়, তবে গঙ্গার ল বেশি নিচে যেতে পারবে না, জল বাঁধের উপর জমবে এবং সেই জল কলকাতায় আসবে তাতে কলকাতার জল আর লবণাক্ত হবে না এবং আরও অনেক সুবিধা হবে। আপনারা কলে জানেন এই বাঁধ হ'লে পরে কলকাতার নদীতে পলিমাটি পড়ে, সিল্ট পড়ে, যার ফলে াহাজ চলাচল বন্ধ হয়ে যায়, সেই পলি আর পড়বে না। উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে লে যোগাযোগ সম্ভব হবে, রেলগাড়ি চলাচল সম্ভব হবে, রাস্তা হবে। উত্তর বাংলা ও শিচম বাংলার সঙ্গে বিহার, উত্তর বিহার ও সংযুক্তপ্রদেশে নদীপথে যাতায়াতও সুগম হবে। ই বাঁধ হ'লে পরে হুগলি ও ভাগীরথীতে তখন আর পলিমাটি পড়বে না। ফলে জল র্বদা পরিষ্কার থাকবে। ভাগীরথীর জল সমুদ্রের দিকে চলে যাবে, সমুদ্রের জল আর পরদিকে আসতে পারবে না। তার ফলে জলও ভাল থাকবে এবং কলকাতার নাগরিক ীবনও বিপন্ন হবে না। তাঁরা এও বলেছিলেন যে, যদি এই কাজ না করা হয়, তা হ'লে মশ ক্রমশ কলকাতার নদী মরে যাবে। ডিউ টু স্যালাইনিটি অফ ক্যালকাটা ওয়াটার—লকাতার জলে যে লবণের পরিমাণ বাড়ছে এই যে টেম্পোরারি বিপদ আছে, তার ফোরবোডিংস ই বিপদের সূচনা করছে। এই ফোরবোডিংস সম্বন্ধে ব'লে আমি শেষ করব।

এর প্রতিকারের জন্য যদি ফরাক্কা ব্রীজ না করতে পারি, যদি কলকাতার জল ক্রমশ লবণাক্ত য়, কলকাতায় নদী ক্রমশ যদি বন্ধ হয়ে যায়, কলকাতার জল ভাগীরথী দিয়ে না এসে যদি মুদ্রপথে আসে, তা হ'লে কলকাতার বন্দর বন্ধ হয়ে যাবে এবং কলকাতার পথ দিয়ে জাহাজ লাচল সম্ভব হবে না, কলকাতার নাগরিক জীবনও অসম্ভব হবে। কলকাতায় জল নষ্কাশনের আর নদীপথে সম্ভব হবে না এবং কলকাতা আগে যা ছিল—জলাভূমি, বিল, শামাছির আড্ডা ও নানাপ্রকার অসুখবিসুখের আড্ডা, ঠিক সেই অবস্থায় ফিরে যাবে। তাঁরা একথা বলেছিলেন যে, বাংলার ইতিহাসে অনেক বড় বড় শহরের ধ্বংসের কথা দেখা যায়। গাড় এক সময় খুব বড় শহর ছিল, তাম্রলিপ্তও খুব বড় শহর ছিল, এখন আর তা নাই। প্তগ্রামও খুব বড় ছিল, সেও আজ জঙ্গলাকীর্ণ।

এই যে কলকাতার জল লবণাক্ত হচ্ছে এটা যদি সিরিয়াসলি না নেওয়া হয়, তা হ'লে তাম্রলিপ্ত, গৌড় ও সপ্তগ্রামের যে অবস্থা হয়েছিল, আমাদের এই কলকাতারও সেই অবস্থা হবে, ধ্বংস হয়ে যাবে এবং জলাভূমি, বিল, মশামাছির ও অসুখবিসুখের ক্রীড়াভূমিতে পরিণত হবে।

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, কলকাতায় যাঁরা সভ্য আছেন, তাঁদের জানাব কলকাতার এই বিপদের কথা আমি নানা জায়গা থেকে নিয়েছি। এই বিপদের কথা মনে রেখে ফরাক্কা ব্রীজ যাতে শীঘ্র শেষ হয়, কলকাতায় পানীয় জল যাতে ঠিক থাকে, কলকাতার পানীয় জলে স্যালাইনিটি না বাড়তে পারে, তার জন্য আমাদের সকলকে প্রাণপণে চেষ্টা করা উচিত। আমাদের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে অতি সত্বর এই ফরাক্কা ব্রীজ ক'রে আজ কলকাতাকে বাঁচিয়ে রাখা প্রয়োজন।

Mr. Speaker: Some honourable members request that discussion on this resolution be taken over to the next non-official day for some obvious and cogent reasons which it is better not to disclose. This will be taken over to the next non-official day but in the discussion on that day tube-wells ought to be severely left out and the honourable members should come with cogent reasons.

[5-35—5-45 p.m.]

Government Bill

THE WEST BENGAL ESTATES ACQUISITION (AMENDMENT) BILL, 1958.

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Sir, I beg to introduce the West Bengal Estates Acquisition (Amendment) Bill, 1958.

(Secretary then read the title of the Bill.)

Measures against floods in certain police-stations of West Dinajpur district

*88. **Dr. Dhirendra Nath Banerjee:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation and Waterways Department be pleased to state if he is aware that for the last three years—

(*a*) portions of West Dinajpur district, namely, the police-stations of Banshihari, Gangarampur, Tapan, Balurghat and Hili are adversely affected by floods and crops are damaged heavily; and

(*b*) if so, what steps the Government have taken or propose to take to prevent flood in those areas?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji: (*a*) Yes, during the years 1955 and 1956.

(*b*) A statement is laid on the Library Table.

Sj. Satindra Nath Basu:

মন্ত্রী মহাশয় বললেন কি—এই যে বালুরঘাট টাউন নদীর বন্যায় ক্রমশঃ ভেঙ্গে যাচ্ছে তার জন্য উক্ত টাউন রক্ষার জন্য কেন কোন টাউন প্রটেকশন স্কীম আনছেন না?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

লাইব্রেরি ট্যাবেলএ স্টেটম্যান্ট লেইড ডাউন আছে সেটা দেখুন।

Sj. Satindra Nath Basu:

সেটা কতদিনে হতে পারবে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

স্টেটমেন্টএ আছে—

'Scheme for raising and strengthening of ex-zemindary embankment on the right bank of the river Tangon at Churaman in thanas Bansihari and Kushmundi—estimated cost Rs. 1,09,790. Flood-control schemes under investigation—(i) Construction of a flood embankment from Ghera to Gayhat in police-station Itahar; (ii) Construction of a flood embankment with necessary regulating arrangements along the left bank of the river Punarbhaba in thanas Gangarampur and Tapan; (iii) Protection of Balurghat town from erosion and inundation by the river Atrai; (iv) Protection of the left bank of the river Jamuna to prevent erosion near Aptair in police-station Hili; and (v) Protection of Hili area in police-station Hili. These are under investigation.

Sj. Satindra Nath Basu:

কাজ আরম্ভ হয়েছে আমি জানি, পরবর্তীকালের কথা যা বললেন সেগুলির কাজ কতদিনে হতে পারবে সেটা বলতে পারেন?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

ইনভেস্টিগেশন হওয়ার পর ইনভেস্টিগেশনের রিপোর্ট দেবে, সেই রিপোর্ট স্টেট টেকনিক্যাল কমিটির কাছে যাবে, তারপর সেন্ট্রাল কন্ট্রোল বোর্ডএর নিকট যাবে—তারপর সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে টাকা পাওয়া যাবে—তারপর কাজ হবে।

Sj. Satindra Nath Basu:

সেই টাউন প্রটেকশন স্কীমটা কোন্ স্টেজে আছে বলবেন কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

ইনভেস্টিগেশন শেষ হলে স্কীম তৈরি হবে।

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Sir, I beg to move that the West Bengal Estates Acquisition (Amendment) Bill, 1958, be taken into consideration.

My Bill is an extremely short one. The honourable members are aware that when last year an amending Bill was brought forward for making certain changes in the Estates Acquisition Act it was practically the unanimous desire of the House that more time should be given for correcting the record-of-rights because it was apprehended that many people, especially the more resourceless and the poorer section of the peasantry, had not proper opportunity for getting their rights properly recorded. In deference to their wishes six months' time was allowed for further revision of the records. When this six months' time was due to expire it was felt and I was requested during the last session of this House by members belonging to all parties that further time should be given. Accordingly an ordinance was promulgated which extended the time for revising the record-of-rights by further three months. Therefore, the six months' time that was fixed previously was extended to nine months. This Bill seeks to validate that ordinance. It only extends the period of six months to nine months. That is one provision of this Bill.

Consequently we are forced to make another change. I draw the attention of the honourable members to section 14 of the Estates Acquisition Act. It says that the Compensation Officer shall in respect of a notified area prepare a compensation assessment roll within three years of the date of vesting. As the honourable members are aware vesting took place on the 14th April 1955. As such the final compensation roll ought to have been published on at least the 14th April 1958 but as we had to give more time for revising properly the records naturally we could not finalise the final compensation roll. I explained all these details and gave indication that this Bill was coming when I moved my demand for grant. Therefore, as time had been extended for revising the record-of-rights, this had also to be extended by another year because the applications will be received up to the 3rd August and then it will take some time to dispose of those applications. Naturally it will not be possible for the Government to finalise the compensation roll before the expiry of another year.

These are the two changes that this Bill seeks to introduce. I hope the House will agree to the amendment.

Sj. Sunil Das: I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 30th September, 1958.

Sj. Basanta Kumar Panda: I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st July, 1958.

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই যে অ্যামেন্ডিং বিলটা এসেছে এর প্রধান উদ্দেশ্য দ্'টো সময় নেওয়ার এবং এই কিছ্দিন আগে যে অর্ডিন্যান্স পাশ করা হয়েছিল সেটাকে বাতিল ক'রে এটা আইনসিদ্ধ করার জন্য। সময় বাড়ানোর দিক থেকে কোন আপত্তি নাই। বরং আমি এই প্রসঙ্গে মন্ত্রিমহাশয়কে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, গত সেসনএ যখন ছ মাস সময় বাড়াবার জন্য বিল আনেন তখন আমরা অন্রোধ করেছিলাম যে, ৬ মাস নয় ৯ মাস কর্ন এবং বর্তমানে যতটা খবর নিয়ে জানি তাতে প্রায় ১৪৪(২)(এ)তে কেস আছে বোধ হয় ৬ লক্ষের মত, সংখ্যাটা উনি আরও ভাল জানেন—এতগ্লি কেস পেন্ডিং আছে। কাজেই এই কেসগ্লি প্রপারলি ডিসপোজ অফ করতে যদি হয় তা হ'লে পর মনে হয় ৩ মাস না ক'রে অন্তত আরও বেশি ক'রে, অন্তত ৬ মাস যদি হ'ত তা হ'লে বোধ হয় সমীচীন হ'ত। তার কারণ হচ্ছে এই তিন মাসের মধ্যে এতগ্লি কেস ডিসপোজ অফ করা যাবে ব'লে মনে হয় না। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে যেটা

Report of the German expert on Farakka Barrage Scheme

***69. Sj. Benoy Krishna Chowdhury:** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation and Waterways Department be pleased to state if it is a fact—

(*i*) that the German expert to whom the West Bengal Government's Farakka Barrage Scheme was referred by the Government of India has recently submitted his report to the Government;

(*ii*) that West Bengal Government have been made aware of the report; and

(*iii*) that the said German expert has given his opinion in favour of the scheme?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) whether the proposed scheme is going to be included in the Second Five-Year Plan; and

(*ii*) if not, the reasons thereof?

[3-40—3-50 p.m.]

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji: (*a*)(*i*) This Government have no information.

(*a*) (*ii*) and (*iii*) and (*b*) Do not arise.

I would revise the answer and say—

(a)(i) This is not a scheme of the West Bengal Government but of the Central Government. However, the German expert has submitted a report to the Central Government.

(a)(ii) No.

(a)(iii) and (b)(i) This Government has no information.

(b)(ii) Does not arise.

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাছ থেকে স্টেট গভর্নমেন্ট এই রিপোর্টের মর্ম জানবার চেষ্টা করেছিলেন কিনা?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

কপি চাওয়া হয়েছে—পাই নি।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

কতদিন আগে চাওয়া হয়েছে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

আন্দাজ মাস খানেক আগে।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

তার কোন রিমাইন্ডার দিয়েছেন কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

না।

তাই মনে আসে সেটা হচ্ছে এই, যেভাবে এই সেকসন ১৪৪(২)(এ)তে কেসগুলি বিচার হচ্ছে সেগুলির প্রতিও মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত। সেটা হচ্ছে এই, অনেকদিন ধ'রে লক্ষ্য করছি যে, যাঁরা ৩ ধারার কেসগুলি করেছেন, তাঁরাই আবার ১৪৪(২)(এ) ধারার কেসগুলি করছেন, হয়ত যিনি এক এরিয়ায় ৩ ধারা করেছেন উনিই আবার অন্য এরিয়ায় ১৪৪(২)(এ) করছেন—এভাবে পর পর মিউচুয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সোসাইটি এই ৩ ধারার ক্ষেত্র হচ্ছে। এবং এই যে এটা মিউচুয়ালি করবার চেষ্টা করছেন এটা খোঁজ নিলেই পাওয়া যাবে। সেজনাই মূলত এই কারণে সেকসন ৪২এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কারণ একটি কথা আজকে অস্বীকার ক'রে লাভ নাই যে, রেকর্ড অফ রাইটস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। এর উপর সার্বসিকোয়েন্টলি সমস্ত লোকের জমিজমা সংক্রান্ত ব্যাপার নির্ভর করছে। রেকর্ড অফ রাইটস যখন স্থায়িভাবে তৈরি হয় সেটা খুব ভালভাবে তৈরি হওয়া উচিত এই কাজ যে ধরনের কর্মচারীদের দিয়ে তৈরি করছেন এতে ভবিষ্যতে অত্যন্ত খারাপ হবে। সেদিক থেকে সত্যিকারের বিচার ক'রে দেখা উচিত। যে কারণে ১৪৪(২)(এ)তে বিচারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে সেখানে উপযুক্ত বিচারকের ব্যবস্থা যাতে হয় সেরকম ব্যবস্থা রাখতেই হবে। আমি অন্তত জানি যিনি সাঁতরাগাছির ৩ ধারা কেস করেছেন তিনিই আবার মেমারিতে গিয়ে করছেন এবং মেমারিতে যিনি ছিলেন তিনি সাঁতরাগাছিয়ায় করছেন—এই ধরনের ব্যবস্থা হয়েছে তা হ'লে সেখানে পরস্পর অফিসাররা পরস্পরকে চেনেন সেখানে কতখানি সুবিচার হ'তে পারে সেটা একটা সুবিবেচনার বিষয়। সুতরাং ওদেরও দিক থেকে আলোচনা ক'রে আমি দেখেছি দৈনিক তাঁদের যতগুলি কেস ডিসপোজ অফ করতে হয় ততগুলি কেস করা কতখানি কঠিন—বিশেষতঃ এটা মনে রাখতে হবে যে, ৩ ধারা এ রকম ব্যাপারে পেরুনোর পর ৪৪(২)(এ)তে যেখানে কেসগুলি হচ্ছে সেখানে অনেক মুনসেফও হিমসিম খেয়ে যায়—এই যেখানে ব্যাপার সেখানে সিভিল সাপ্লাইএ যাঁরা কাজ করতেন তাঁরা ব্যান্ডেলএ ছ' মাসের একটা ট্রেনিং নিয়ে এসে এ রকম জটিল ব্যাপার সম্পর্কে—যেখানে অনেক সময় মুনসেফও হিমসিম খেয়ে যায়—সেসমস্ত বিচার করলে পর কতখানি সুবিচার করতে পারে সেটা বিবেচনার বিষয়। সেদিক থেকে আমার মনে হয় এগুলি খুব ভালভাবে করতে গেলে যদি প্রয়োজন হয়—আপনাদের এরকম অফিসার আছে কিনা জানি না, ইতিমধ্যেই আমি জানি অনেক জায়গায় আইনের দিক থেকে কতকগুলি পরিবর্তন হওয়ার জন্য বিচারকরা হয়ত উপযুক্ত সংখ্যক কেস পাচ্ছেন না। কাজেই জুডিসিয়াল ডিপার্টমেন্টএর যেখানে যেখানে কাজ কম সেখানে সাব-অর্ডিনেট জজ কিংবা মুন্সেফ এ ধরনের যথেষ্ট সংখ্যক অফিসারদের উপর যদি এই কেসগুলি ডিসপোজ অফ করার ভার দেওয়া হয় তা হ'লে ভাল হয় এবং সেটা সম্ভব কিনা সেটাও দেখা দরকার।

[5-45—5-55 p.m.]

অন্যদিক থেকে যে তিন বছরের ভিতর যে কম্পেনসেশন রোল তৈরি করার কথা ছিল—সেখানে এক বছর বাড়িয়েছেন, সে সম্পর্কে বলার কিছু নেই। কেবল সময় বাড়ালেই হবে না, সকলের অভাব কত। প্রায় ত্রিশ হাজার পরিবারের ভিতর ২৩।২৪ হাজার পরিবার যাদের আয় অতি কম, এই রকম অত্যন্ত অল্প আয়বিশিষ্ট লোকের, এবং যাদের অন্য বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা নেই, অন্য কোন দিক থেকে একটা টাকা পাবার কিছু নেই, এই রকম ব্যক্তিরা যদি আদৌ ৩।৪ বছর ধ'রে কিছু না পায়, তা হ'লে কি রকম অবস্থা হয় তা কল্পনা করা যায় এবং তা বিভিন্ন জেলায় দেখেছি। সেখানে কম্পেনসেশনের সময় বাড়িয়ে দিলেই হবে না। যারা অল্প মধ্য-স্বত্বভোগী, যারা কম আয়ের, যাদের ৩।৪ বছরের ভিতর বিষম অবস্থা হয়েছে, তাদের সম্বন্ধে এককালীন দেওয়া এবং এত বছরে না ক'রে, সেখানে হাত বেঁধে না দিয়ে অন্তত যেখানে এক-কালীন দেওয়ার ব্যবস্থা আছে—সেটা অন্যদের সম্পর্কে চলতে পারে, কিন্তু অ্যাট লিস্ট কিছু অ্যাড-ইন্টারিম দেবারও প্রভিশন আছে—সেখানে তা হয় নি। সাধারণভাবে এস্টেট অ্যাকুই-জিশনের অফিসে দেখেছি সেই অ্যাড-হক যে অফিসার করেছেন ঐ অ্যাডিশনাল ম্যাজিস্ট্রেটএর র‍্যাঙ্কএর লোক, তাঁরা বলেন যে, একটা গোটা জেলাকে এত টাকা দিতে হবে। সেখানে সবাইকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দিয়ে দেওয়া দরকার; কিন্তু পার্টিকুলারলি দেখছি অধিকাংশ লোককে কিছু দেওয়া হয় নি। সেখানে যেরকম অবস্থা চলছে সেখানে যেন সত্যনারায়ণের সিন্নী যা

Dr. Suresh Chandra Banerjee:
এ রিপোর্টের মর্মার্থ এই রাজ্যের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:
নিশ্চয়ই?

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:
এটা যখন পশ্চিম বাংলার পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্কীম, তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করা হচ্ছে কিনা যাতে তাড়াতাড়ি রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:
রিপোর্ট তাড়াতাড়ি প্রকাশ করা বড় কথা নয়, যাতে স্কীম তাড়াতাড়ি নেওয়া হয় তার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

Sj. Somnath Lahiri:
যে রিপোর্টটা তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দিয়েছেন সেটা কতদিন আগে দিয়েছেন বলতে পারেন?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:
তা বলতে পারবো না। তবে কেন্দ্রীয় সরকারকে রিপোর্ট দিয়েছেন সে খবর পেয়েছি।

Sj. Somnath Lahiri:
কতদিন হলো খবর পেয়েছেন?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:
মাস দেড়েক আন্দাজ।

Sj. Saroj Roy:
বিনয়বাবু প্রশ্ন দিয়েছিলেন লাস্ট সেসনে, আর উত্তর এল এখন, এর মধ্যে কেন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে রিপোর্ট আনবার ব্যবস্থা করেন নাই?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:
১৩ই মার্চ ১৯৫৮ তারিখে রিপ্লাই অফিস থেকে দিয়েছে।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:
উত্তর রিভাইজড করবার প্রয়োজন হলো কেন?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:
তখন উত্তর দিয়েছিলাম গভর্নমেন্ট হ্যাভ নো ইনফরমেশন। তারপর ইনফরমেশন পেয়েছি আপ-টু-ডেট রিপোর্ট পেয়েছি।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:
একজন জার্মান এক্সপার্ট আসলেন, রিপোর্ট দিলেন, এনকোয়ারি করলেন, অথচ স্টেট গভর্নমেন্ট কোন খবর রাখলেন না?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:
রিপোর্ট আমাদে দেবেন কেন? সেটা তিনি দিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে।

বাতাসা ছোড়ার মত ব্যবস্থা। সেখানে যাঁরা খানিকটা তদ্বির করতে পারেন, তাঁরাই পান। সেখানে যারা খুব কম আয়সম্পন্ন মধ্যস্বত্বভোগী—তাদের সংসার চলা অসম্ভব। তাদের ব্যাপারে যদি কিছু করা যায় সে সম্পর্কে বিবেচনা করবেন।

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Sir, I assume that the circulation motions are not being moved. In that case I might put in only a few words by way of reply.

Sj. Basanta Kumar Panda: I have an amendment to the consideration motion. I shall speak something on that.

Mr. Speaker: What is your attitude?

Sj. Basanta Kumar Panda: I shall have to oppose the amendment of section 14.

Sir, this Bill has been brought for the purpose of two amendments—for the purpose of extending the time for preparation of the final compensation assessment roll for one year, and the other for giving a chance to amendment of section 44(2a), preparation and correction of the record-of-rights. With regard to the first thing I have got a great objection because it has been almost the misfortune or good fortune on the part of the Hon'ble Minister or of the department which he runs to approach this House periodically for extension of different Acts for one year or two years and so on. Now, those extensions did not touch the interest of the common people but this extension, that is the preparation of the final compensation roll, touches almost the bulk of the middle class people of this country I am not speaking about the big intermediaries who would be getting bigger amounts of compensation but the bulk of the intermediaries forms the middle-class of this country and perhaps the Hon'ble Minister has got innumerable applications from such middle-class intermediaries for allowing them compensation earlier or in a lump or at a time. The Act provided that within the first 15 months of the date of vesting, that is 15th April, 1955, the ad interim compensation would be available. Now, I do not know—the Hon'ble Minister will give us the figures—what is the percentage of cases where ad interim compensation has yet been given. As to this extension I would say that the Hon'ble Minister has not given us any idea as to the number of ad interim compensations, to the number of intermediaries on whose behalf the final compensation roll is to be made and up to now how much of them has been done and how much are still remaining. Then we can assess that this Department has done so much work during the last three years and if they get an extension of one year they will be able to finish the work within this time. That figure is not available to us. What is the harm in this extension? You know, Sir, that we have abolished the zemindari system. Still a large number of middle-class people of this country—the bulk of the intermediaries had this industry, and this occupation for the whole time of the year. There were innumerable officers of big Zemindars, tehsilders and collectors who were interested in this industry or this job and they were getting something as their remuneration. Now, a promise was sometimes given that these ex officers of the Zemindars or other intermediaries would be given some alternative jobs and I would wish to know from the Hon'ble Minister what percentage of these erstwhile officers of the Zemindars have been given any alternative job with regard to their appointment, and these middle-class intermediaries have lost all their professions. Had they got their compensation money earlier, then that money, they would have utilised in some profitable trade or if they got this sum in a lump they could have done something which was profitable to them but the Act provides for giving of the compensation in so many years in non-transferable

Mr. Speaker: The answer as printed was given on the 13th March, 1958 and he says the information was received by him about a month and a half before. Therefore this altered answer on the basis of the new facts has been given.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

এই জার্মান এক্সপার্ট ডাক্তার হ্যানসেন, রিপোর্ট সাবমিট করবার আগে, ইনভেস্টিগেশন যখন করেন তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংগে কোন ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করেন কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

না।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ত জানতেন যে কেন্দ্রীয় সরকার একজন জার্মান এক্সপার্টকে নিয়ে এসেছেন এই স্কীম সম্পর্কে রিপোর্ট দাখিল করবার জন্য এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারও জানেন যে এই স্কীমটা পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা জেনেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন ঐ এক্সপার্টকে তাদের যে বক্তব্য সেটা জানান নি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

সেটা জানান হয়েছে।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

ঐ জার্মান এক্সপার্ট পশ্চিমবঙ্গের ফরাক্কা এলাকায় এসেছিলেন কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

হ্যা, ফরাক্কা থেকে সমুদ্র পর্যন্ত স্টীমারে এসেছিলেন।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

তখন আপনি স্টেট গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে তাঁর সংগে আলাপ-আলোচনা করেছিলেন কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

না। আমাদের স্টেট গভর্নমেন্টের রিভার রিচার্স ইনস্টিটিউটের যিনি কিছুদিন আগে ডাইরেক্টর ছিলেন, তিনি রিটায়ার করেছেন, তাঁকে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এ্যাপয়েন্ট করেছেন টু হেলপ ডাক্তার হ্যানসেন, কাজেই আমার আলোচনার কথা ওঠে না।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

এই রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে জার্মান এক্সপার্ট দেখতে এলো, আর আপনি তাঁর সংগে কনট্যাক্ট করে আলাপ আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করেন নাই?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

এক্সপার্টের সংগে আলোচনার জন্য আমাদের এক্সপার্ট ছিলেন।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় মন্ত্রী মহাশয় বললেন—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে বক্তব্য, সেটা এক্সপার্টের কাছে জানান হয়েছে। কিভাবে জানান হয়েছে, বলবেন কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

লিখিতভাবে।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

স্টেট গভর্নমেন্টের যিনি এক্সপার্ট, তিনি জার্মান এক্সপার্টের সংগে আলাপ আলোচনা করেছিলেন, সেই এক্সপার্ট, স্টেট গভর্নমেন্টের কাছে সেই সম্পর্কে কোন রিপোর্ট দিয়েছেন কি?

bonds and the Act further provides that so long as the money shall not be available to them they would be getting 3 per cent. interest from the date of vesting. I would once again ask this House as well as the Hon'ble Minister whether by this provision and by this dilatory practice they are giving some benefit to these intermediaries. I would say 'no'. Now, not only this extension of section 14 is necessary but he had told us that some time has been extended for the correction of the record-of-rights under section 44(2a). So the preparation of the final compensation roll is to be delayed. I would ask the Hon'ble Minister to look to section 44(2) proviso which provides that final record of-rights is to be made from the date of notification under section 39. By section 39 it has been provided that in each year there will be a notification for the beginning of the correction of the record-of-rights and from that date within three years the final record-of-rights is to be made. Now, the Act was passed on 14th February, 1954 and the estates vested on the 15th April, 1955. Now, three years have long passed but there is not yet any prayer or any demand for an amendment of this section—section 44(2) proviso. Therefore, the time for final publication of the record-of rights—three years time—has already passed. No amendment has yet been brought before us for extension of that. Therefore, the Hon'ble Minister would kindly see that this time has already passed and there is little relation between the final preparation of the record-of-rights and the preparation of the compensation roll. By compensation roll the intermediaries would be getting their compensation. So, in their cases only their collections and their out-goings to the Government that is to be taken into calculation and after deducting that, along with certain other deductions which have been provided under sections 16 and 17 of the Act, the net money available to each of the intermediaries is to be calculated. Then, according to the slab system the final roll is to be made. Now, what is being corrected by this final publication of the record-of rights? These finally published record-of-rights only record the omitted portions from this record that is, where the bargadar's name has not been recorded, he will be recorded; where a co-sharer or real owner has not been recorded, he will be recorded. That applies mainly to raiyats and under-raiyats and other holders. This does not stand in the way of the final preparation of the compensation assessment roll.

Therefore, I would say that there is no reason or there is no justification as yet placed before us for the extension of this time

[5-55 - 6-5 p.m.]

Then I would say, Sir, that it has been the attitude of the Government that where they shall have to pay something to somebody, there is delay; and where they shall have to get something, there is no delay at all. I will give some instances before the House. You know, Sir, that this Act was passed on the 12th of February 1954. The date of vesting was delayed by one year and two months. That is allowing or giving chance to big landholders to make transfers or make benami transactions with regard to their lands. When they found on a preliminary survey that almost all the big landholders had transferred all their rights in the benami of their servants, or relations, or even members of their own houses, they had to make an amendment with regard to holding enquiry under section 5A. Though there was a provision of enquiry under this section 5A of the Act, I would ask in how many cases the enquiry was held and how many cases have been disposed of? I would, therefore, say that they are trying to save the big landholders at the cost of the middle-class intermediaries who had to depend only on this income. If they had got the money in lump, they could have done some profitable business thereby.

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

যিনি এ বিষয়ে এক্সপার্ট, তিনি পূর্বে আমাদের স্টেট গভর্নমেন্টের রিভার রিচার্স ইনস্টি-টিউটের ডাইরেক্টর ছিলেন। তারপর,

after he retired he was appointed by the Central Government to help Dr. Hansen.

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

তাহলে স্টেট গভর্নমেন্টের কোন এক্সপার্ট জার্মান এক্সপার্টের সংগে ছিলেন না?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

না।

Dr. Jnanendra Nath Majumdar: Sir, from the account of the time that the Hon'ble Minister has given it appears that the answer was given on the 13th March and so the question must have been given in January or February. But the fact remains that the German expert had submitted his report in November. My question is 'did it take more than two months for him to find that out?'

Mr. Speaker: That's what he says.

Sj. Monoranjan Hazra:

আমার সাপ্লিমেন্টারি কোয়েশ্চেন হল—মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন জার্মান এক্সপার্ট ইঞ্জিনীয়ার যিনি ইনভেস্টিগেশন করেছেন, তিনি একটা রিপোর্ট সাবমিট করেছেন। সেই রিপোর্টটা মেম্বর-দের কাছে সার্কুলেট করবেন কিনা?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

না। ঐ রিপোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাখিল করা হয়েছে।

Sj. Sunil Das:

আমার শুধু একটা প্রশ্ন আছে। এই জার্মান এক্সপার্ট ডাক্তার হ্যানসেনকে যখন ইনভেস্টি-গেট করতে বলা হল সেই ইনভেস্টিগেশনের এক্‌জাক্ট টার্মস অফ রেফারেন্স মন্ত্রী মহাশয় জানেন কিনা?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

না। সেই রিপোর্ট পেলে, টার্মস অফ রেফারেন্স অ্যান্ড দি রিপোর্ট এক সংগেই পাব—তখন দেখতে পারবো।

Sj. Sunil Das:

আপনি কি এ সম্বন্ধে কিছুই অবগত নন?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

বললাম ত, রিপোর্ট পেলে জানতে পারব।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

বাজেটের জেনারেল ডিসকাসনের সময় জবাব দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বলেছিলেন ডক্টর হ্যানসনের রিপোর্ট সাবমিট করা হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এবং তিনি সেই সময় এ কথাও বলেছিলেন যে এটা গৃহীত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে এই রকম কোন খবর পাওয়া গিয়েছে কি, যে এটা গৃহীত হবার সম্ভাবনা আছে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

এখন বলা যায় না। তাঁরা সেটা একজামিন করবেন, তারপর এ্যাকসেপ্ট অথবা মডিফাইড করতে পারেন। নতুন করে প্ল্যান, ডিজাইন, এস্টিমেট তৈরি করলে, তা জানতে পারবো। আমি শুধু রিপোর্টের একটা কপি চেয়েছি।

With regard to the other portion of the amendment I would say—i.e., for the extension of time under section 44(2)(a) proviso—that nine months' time would expire by the 2nd of August and at that time there will be still rainy season and cultivating season. Therefore, I would say that if some time is extended, there is no harm.

Sj. Chitto Basu:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি দুই একটি কথা বলতে চাই।

Mr. Speaker: Mr. Basu, do not go on repeating old arguments. The scope of the Bill is for extension; nothing more. The extension is being asked for reasons which you will find in the Statement of Objects and Reasons. I would therefore request you to be brief.

Sj. Chitto Basu:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আগে যখন সময় বৃদ্ধি করা হয়েছিল তাতে গ্রামের সাধারণ লোক, বিশেষ ক'রে কৃষক সম্প্রদায়, যথেষ্ট পরিমাণে উপকৃত হয়েছিল। কিন্তু আমরা এই সময় বৃদ্ধি করার সময় বলেছিলাম যে, আরও গুটিকয়েক কাজ রাজস্ব বিভাগ থেকে করতে হবে। অর্থাৎ গ্রামের দরিদ্র, অজ্ঞ কৃষক, বর্গাদার ও আদিবাসী যাতে এই আইনের পুরোপুরি সুযোগ গ্রহণ করতে পারে তার জন্য বহুল প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি মনে করি বর্তমানে গ্রামে জরিপের ব্যাপার নিয়ে যে অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে তাতে শুধু ৩ মাসের সময় বৃদ্ধিই যথেষ্ট হবে না। একদিকে ৩ মাসের স্থলে ৬ মাস সময় বৃদ্ধি করার যেমন আমাদের প্রস্তাব আছে তেমনি অপরপক্ষে আরও কিছু করণীয় কাজ আছে। এই দুটো কাজ করলে এই অ্যামেন্ডমেন্ট ফলপ্রসু হবে ব'লে মনে করি। বর্তমানে জরীপের মূল খতিয়ান থেকে যেগুলি খণ্ড খতিয়ান হয়েছে সেই বহু খণ্ড মূল খতিয়ানে যাঁরা বর্গাচাষী বর্গা চাষ করতেন তাঁদের নাম বর্গা রেকর্ডভুক্ত হয়েছে, খণ্ড খতিয়ানে নাম রেকর্ডভুক্ত হয় নি। বর্গাচাষী হিসাবে যদি পরিপূর্ণ সময় না পায় তা হ'লে এই সম্পর্কে একটা বিধিব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া উচিত। আর একটা সমস্যার প্রতি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। গ্রামাঞ্চলে সাধারণের ব্যবহারের জন্য যেসমস্ত গোচারণভূমি, ভাগাড়, শ্মশান, খাল ইত্যাদি ছিল এবং সাধারণের ব্যবহারের জন্য রেকর্ডভুক্ত হিসাবে ছিল আজ সেগুলো গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে জমিদাররা যোগাযোগ ক'রে সেগুলিকে রেজিস্ট্রি কবলা ক'রে বিক্রি ক'রে দিয়েছে এবং এর ফলে সেগুলো আর রেকর্ডভুক্ত হচ্ছে না। সেজন্য আমার নিজস্ব মত যে গ্রামের সমষ্টির উন্নতির জন্য, সমষ্টির স্বার্থের জন্য এগুলিকে সঠিক রেকর্ডভুক্ত করার জন্য আরও বেশি পরিমাণ সময়ের দরকার।

মিঃ স্পীকার, স্যার, এই যেসমস্ত দলিলগুলি সম্পাদিত হয়েছে বা যেসমস্ত বিক্রয়কবলা করা হয়েছে সেগুলি সরজমিনে তদন্ত করা দরকার রাজস্ববিভাগের তরফ থেকে। যদি দেখা যায় জনসাধারণের ব্যবহার্য সম্পত্তি বা ব্যবহার্য জায়গা এভাবে কারও ব্যক্তিগত নামে রেকর্ডভুক্ত করা হয়েছে তা হ'লে সেগুলিকে তদন্ত ক'রে নাকচ করবার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মিঃ স্পীকার, স্যার, আর একটা সমস্যার প্রতি আমি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করব সেটা হ'ল জে এল আর ও অফিস এবং রিভিশনাল সেটেলমেন্ট অফিস এই দুটোর ভেতর পারস্পরিক কাজের সম্বন্ধ না থাকার ফলে কৃষকের, বিশেষ ক'রে গরিব কৃষকের পক্ষে খুব অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনি জানেন যে, ফাইনাল পাবলিকেশনের পরে এবং অনেক সময় ৪৪(১) ধারায় নির্ণয়ের পরে যেসমস্ত জমি বিক্রয় হয়েছে এবং দলিল সম্পাদিত হয়েছে সেই দলিলগুলি সম্পাদিত হবার পরে তার পরিবর্তনগুলি রেন্ট কালেক্টরের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয় নি বা তাঁদের জানানো হয় নি, যে নোটিস জে এল আর ও অফিসে দেওয়া হয়ে থাকে ব'লে জানা আছে; যার ফলে রেন্ট কালেক্টর নূতন যে গ্রহীতা নূতন যে জমির মালিক তাঁর কাছ থেকে খাজনা আদায় করছেন না। তাঁরা বলছেন আবার ৪৪(২)(এ) ধারানুযায়ী তাঁর নাম রেকর্ডভুক্ত করতে হবে এবং সংশোধন করতে হবে যার ফলে লোকেদের অনেক হয়রানি ভোগ করতে হচ্ছে এবং যেটা করার কোন প্রয়োজন ছিল না সেটাকে আবার করতে হবে এবং এর জন্য আমি জানি যে, অনেক বেশি পরিমাণে দরখাস্ত ঐ সমস্ত সেটেলমেন্ট

[3-50—4 p.m.]

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

যদি রিপোর্টটা পান তাহলে সেই রিপোর্টটা প্রকাশ করার পরিকল্পনা আছে কি

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আমাদের পার্মিশন না দিলে প্রকাশ করতে পারব না।

Sj. Chitto Basu:

সে রিপোর্ট পাবার পরে যদি দেখা যায় আমাদের অনুকূলে নয় তাহলে রাজ্যসরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে পুনর্বিবেচনা করতে বলবেন কি

Mr. Speaker: That is a hypothetic question
রিপোর্ট পাবার পরে মানে কি?
what will be the reaction? On the basis of that reaction what will happen.

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

সে রিপোর্ট নিশ্চয়ই আপনারা পেয়েছেন সেটা আমাদের পক্ষে ফেবারেবল কিনা দয়া করে বলবেন কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

তা কি করে বলব—আমরা এখনো পাই নাই।

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

খবরের কাগজে বেরিয়েছে জার্মান এক্সপার্ট যে রিপোর্ট সাবমিট করেছে তার ডিটেইল না জানলেও সেটা আমাদের ফেবারে কি ফেবারে নয় তা আমাদের জানাবেন কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

রিপোর্টটা না দেখলে কি করে জানাবো?

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

অপনারা ত শুনেছেন কি রিপোর্ট দিয়েছে, অন্ততঃ সেটুকুও কি এই এসেম্বলিতে আপনারা জানাতে পারেন না?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

যতক্ষণ না সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট পার্মিশন দেন ততক্ষণ পর্যন্ত এসেম্বলিতে কোন কথা বলা যায় না।

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

মিঃ হ্যানসন তাঁর রিপোর্ট যে ফর্মে ইউনিয়ন গভর্নমেন্টের কাছে পেশ করেছেন সেই ফর্মে না পেলেও অন্যভাবে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আপনাদের সেটা পাঠিয়েছেন কিনা?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

তাঁর রিপোর্ট যে পাওয়া গেছে সে কথা আমাদের জানানো হয়েছে।

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

মন্ত্রী মহাশয় আমার প্রশ্নটাকে এড়িয়ে যাচ্ছেন। আমার জিজ্ঞাসা যে ফর্মে মিঃ হ্যানসন রিপোর্টটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে দিয়েছেন ঠিক সেই ফর্মে সেই রিপোর্ট না পেলেও ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট আপনাদের যে রিপোর্টটা অন্যভাবে পাঠিয়েছেন, তা থেকে আপনি নিশ্চয়ই বলতে পারেন—সেটা আমাদের অনুকূলে কিনা?

অফিসে গিয়ে জমা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে, ৪৪(১) ধারা অনুযায়ী যদি কোন সংশোধন বা পরিবর্তন হয়ে থাকে সেগুলি জানানো হয় না তার ফলে কৃষকদের আবার সেই পরিবর্তন করবার জন্য ৪৪(২)(এ) ধারার আশ্রয় গ্রহণ করতে হচ্ছে। শুধু তাই নয়, ৪৪(১) ধারা অনুসারে তাঁরা মোকদ্দমা করলে সুবিচার পান না। আমরা দেখেছি যে, অনেক পরিমাণে দরখাস্ত এই সেটেলমেন্ট অফিসে গিয়ে জমা হয়েছে। আমি নিজে সংবাদ নিয়ে জেনেছি যে, একমাত্র বারাসত অফিসে আটাশ হাজারের বেশি দরখাস্ত পড়েছে। কাজেই এটা অনুমান করা যায় যে, কি বিপুল পরিমাণ জমিতে এই ধরনের মালিকানাস্বত্বের রেকর্ডে ভুলভ্রান্তি ছিল।

[At this stage blue light was lit.]

আমার একটু সময় দরকার, স্যার।

Mr. Speaker:

আপনি এই বিলের স্কোপের বাইরে বক্তৃতা দিচ্ছেন। বলবার যদি কিছু না থাকে তো কেন বলছেন?

[6-5—6-15 p.m.]

Sj. Chitto Basu:

আপনি যদি সবই বোঝেন, স্যার, তা হ'লে আমাদের এখানে থাকার আর কি প্রয়োজন? এই গেল আমার সময় বৃদ্ধি করবার জন্য কি যৌক্তিকতা। দ্বিতীয় কথা যা বলছিলাম, সময় বৃদ্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রকৃত সমস্যার সমাধান হবে না এবং তার পুরো সুযোগ এঁরা পাবেন না। কাজেই আরও কিছু করবার দরকার। যেমন বর্তমানে প্রতিটি দাগের আপত্তি দাখিল করতে গেলে বার আনা ক'রে কোর্ট ফি দিতে হয়। যাদের খণ্ড খতিয়ান হয়েছে একই মূল খতিয়ানের ৩।৪ ভাগ হয়ে গিয়েছে, একই বর্গাচাষীকে তার সেই সমস্ত আপত্তি দাখিল করতে গেলে তাকে প্রতি ক্ষেত্রেই বার আনা কোর্ট ফি দাখিল করতে হয়। মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনার মারফতে মাননীয় মন্ত্রি মহাশয়ের কাছে আবেদন করি যে, আমাদের দেশের গরিব ভাগচাষী তারা হয়ত শুধুমাত্র একজনের জমি চাষ করে না, একাধিক মালিকের জমি, অনেকক্ষেত্রে ৫।৬ জন মালিকের জমি চাষ করে, তার ক্ষেত্র প্রতি ক্ষেত্রে আপত্তি দাখিল করবার জন্য বার আনা ক'রে কোর্ট ফি দেওয়া আর্থিক দিক থেকে তারা একান্ত অপারগ ব'লে আমি মনে করি। কাজেই এটাকে কমিয়ে দিয়ে অন্ততপক্ষে মকুব করা সম্ভব না হ'লেও একটা চাষীকে যদি একাধিকের বেশি দরখাস্ত করতে হয় তা হ'লে সে যাতে একটি কোর্ট ফিতে করতে পারে সে ধরনের খানিকটা সংশোধন বা রুলস জারী হওয়া উচিত। মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনি হয়ত জানেন যে, গ্রামাঞ্চলে যখনই ঐ জোতদার একথা শুনতে পারে বা জানতে পারে যে, ৪৪(২)এ ধারার মাধ্যমে ঐ গ্রামের গরিব চাষী তাদের নাম রেকর্ডভুক্ত করবার জন্য চেষ্টা করছে, তখন সেই গরিব চাষীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয় ফসল অনাদায়ের দাবিতে। এবং একথা তাঁরা বলেন তিন বছর তারা ফসল আদায় দেয় নি। অথচ আমরা জানি গ্রামাঞ্চলে কোথাও রসিদ নিয়ে ফসল আদায় দেওয়া হয় না। তারা ফসল দিয়ে আসে অথচ তার বিনিময়ে তারা কোন রসিদ পায় না। এর ফলেতে যখনই তারা শুনতে পায় বা জানতে পায় যে, ৪৪(২)এ ধারা অনুসারেতে বর্গাদার রেকর্ড করবার চেষ্টা করছেন তখন তারা তাদের উচ্ছেদ করবার চেষ্টা করছে। এর বিরুদ্ধেও সরকারের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা অবলম্বন হওয়া দরকার। নকল ডেলিভারি পেতে গেলে তাঁরা সার্টিফায়েড কপির জন্য যে আবেদন করেন, ঠিকমত তার নকল পান না। আমি জানি এমন ঘটনাও ঘটছে যে দরখাস্তের জন্য দরখাস্ত নম্বর ৭৭৩, ১৫-১০-৫৭ তারিখে দরখাস্ত করেছেন এখন পর্যন্ত তার সার্টিফায়েড কপি পাচ্ছেন না— আবেদন তিনি কি ক'রে করবেন? সবচেয়ে বড় কথা ডি পি দেখার অসুবিধা। আমরা দেখতে পেয়েছি অনেক ক্ষেত্রে উল্লেখ ক'রে বলতে পারি, আমতায় মোটেই ডি পি দেখবার সুযোগ দেওয়া হয় নি। বারাসতের কথা বলতে পারি সেখানে একটা আজব নিয়ম করা হয়েছে। সে নিয়ম হ'ল এই যে, বেলা ১১টা পর্যন্ত যারা ডি পি দেখবেন তাদের দরখাস্ত নেওয়া হয়।

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

ডক্টর হ্যানসনের রিপোর্ট সম্বন্ধে ইউনিয়ন গভর্নমেন্টের কাছ থেকে আমরা ফরমাল কমিউনিকেশনে জেনেছি, অর্থাৎ তাঁরা আমাদের অফিসিয়ালি জানিয়েছেন যে রিপোর্ট তাঁরা পেয়েছেন কিন্তু তাঁরা সেটা একজামিন্ করার আগে আমরা সে রিপোর্টের কোন কথা এসেম্বলির সামনে প্রকাশ করতে পারি না।

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

তাহলে কি ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই যে ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট ডক্টর হ্যানসনের রিপোর্ট পেয়ে আপনাদের ফরমালি কমিউনিকেশন করেছেন যে উই রিসিভড এ রিপোর্ট ফ্রম ডক্টর হ্যানসন, এর বেশী আর কিছু অফিসিয়ালি জানান নাই—দিজ ফার এ্যান্ড নো ফার্দার—আপনার উল্লেখিত অফিসিয়াল কমিউনিকেশনের এই হচ্ছে মর্ম?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

হ্যাঁ।

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

ঐ অফিসিয়াল কমিউনিকেশনের পর যেখানে

Farakka Barrage is the most vital thing for the State

সেখানে এতদিনের মধ্যেও কি আপনারা সেই রিপোর্টের একটা কপি আনিয়ে এখানে প্রকাশ করতে পারলেন না?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

আমি ত আগেই বললাম যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের পারমিশন ছাড়া সেটা প্রকাশ করার প্রশ্ন ওঠে না।

Sj. Somnath Lahiri:

এটা কি সিক্রেট রিপোর্ট?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যদি আমাদের না দেন তাহলেই বুঝতে হবে সিক্রেট।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

নভেম্বর মাসে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাছে রিপোর্ট সাবমিট করা হয়েছে, আর বেঙ্গল গভর্নমেন্ট মার্চ মাস পর্যন্তও সে রিপোর্ট পান নাই?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

না। নভেম্বরে সাবমিট হয়েছে কি কবে হয়েছে তা আমরা জানি না।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

রিপোর্টটা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কবে সাবমিট করা হয়েছে সে সম্বন্ধে আপনাদের কোন সংবাদ আছে কিনা?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

না।

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

ফারাক্কা ব্যারাজের মতন এরকম একটা বড় স্কীমের সম্বন্ধে অফিসিয়ালি ছাড়াও বহু রকমে সংবাদ সংগ্রহ করা যেতে পারে—প্রাদেশিক অফিসারদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় অফিসারদের কত রকম সংস্রব রয়েছে, প্রাদেশিক ডিরেক্টরদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় ডিরেক্টরদের আদানপ্রদান রয়েছে তাদের ভিতর দিয়ে কি সংবাদটা সংগ্রহ করা যেতো না?

১১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত সেই কৃষককে বসে থাকতে হবে এবং তার পরে যদি সেটেলমেন্ট অফিসারএর মর্জি হয় তা হ'লে কুড়ি জন লোককে দেখতে দেবে—তার বেশি একজনকে দেখতে দেবেন না। এইসব বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

Sj. Saroj Roy:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে কতকগুলি বিষয়ের প্রতি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। প্রথম কথা হ'ল এই যে করেকশন অফ রেকর্ডস অফ রাইটএর জন্য আবার আমরা দেখলাম যে, তিনি নিজেই তিন মাসের সময় চেয়েছেন। এটা শুভলক্ষণ। এই সূত্রে তিনি যদি একটি বিষয় স্মরণ করেন—যখন আমরা বারে বারে প্রথমদিকে বলেছিলাম যে, ৯ মাস সময় নেওয়া হউক এবং তখন আমরা বলেছিলাম যে ৯ মাসই কম হয় তা হ'লে আজকে মন্ত্রিমহাশয় বুঝতে পারছেন যে, যত দিন যাচ্ছে তত নাম্বার অফ অ্যাপ্লিকেশন আসছে। আমি সে বিষয়ে মন্ত্রিমহাশয়কে স্মরণ করাতে চাই যে, গত আইনসভায় তিনি একটা কথা বলেছিলেন যে, ৪৪(২)এর অনুযায়ী দরখাস্তের সংখ্যা বিভিন্ন জেলায় নাকি তিনি খুব পাচ্ছেন। তিনি গত সেসনএ এটা বলেছিলেন। কিন্তু তার পরে দেখা গেল যতই দিন যাচ্ছে, যতই এই সেকসনটা প্রচার হ'তে লাগল ততই ইন্টিরিয়র গ্রাম থেকে গরিব কৃষকদের কাছ থেকে এই রকম দরখাস্ত বহু আসতে লাগল। এবং শুধু দরখাস্ত সাধারণভাবে ক'রে দেওয়াই নয়, এতে সার্টিফায়েড কপি লাগে এবং নানা রকম কমপ্লিকেশন রয়েছে সেই সব দিক থেকে আমি মন্ত্রিমহাশয়কে অনুরোধ করব যে, তিনি যেমন আজকে অবস্থা বুঝে তিন মাস বাড়াচ্ছেন সেই রকম তিন মাস না ক'রে ৬ মাস করুন। কারণ, যখন তিনি এই সেকসনটা নিয়ে এসেছিলেন তখন একটা কথা তিনি এই হাউসের সামনে জানিয়ে দিলেন যে, কৃষকদের ইন্টারেস্টএর জন্য রেকর্ডস অফ রাইটস যাতে ভালভাবে হয়—সেই সময় তিনি আরও বলেছিলেন যদি এটা ভালভাবে কারেকশন না হয় তা হ'লে ভবিষ্যতে কৃষকদের নানারকম গোলমালে পড়তে হয়। তিনি যখন এতদূর পর্যন্ত চিন্তা করেছিলেন, সেইজন্যই তাঁর কাছে অনুরোধ করছি যেন এটা ৬ মাস করেন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হ'ল কম্পেনসেশন অ্যাসেসমেন্ট রোল সম্পর্কে তিনি এক বছর সময় চাচ্ছেন—কিন্তু তাদের একটু ভেবে দেখা উচিত কেন এই দেরিটা হ'ল এটা হওয়া উচিত হয় নি। এখানে শুধু আমি একটি কথা বলতে চাই যে, যারা ছোট ছোট মধ্যস্বত্বাধিকারী যাদের কাছ থেকে বহু দরখাস্ত মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে আসছে তাদের ঘরে ইতিমধ্যে উপবাস শুরু হয়ে গিয়েছে- অবস্থা খুবই খারাপ, তাদের কম্পেনসেশনএর টাকা যত তাড়াতাড়ি হয় সেটা যেন এককালীন তিনি দিয়ে দিতে পারেন।

আর-একটা কথা এখানে বলব যে, কম্পেনসেশন সম্পর্কে যখন একটা এনকোয়ারি হয় সেটা আমরা মফঃস্বলে দেখেছি যে, কোন কোন সময় ৩।৪।৫ মাস পর্যন্ত এনকোয়ারি শেষ হয় না। এখানে তাঁকে আমি অনুরোধ করছি যাতে একটা এনকোয়ারির সময় অন্ততঃ ম্যাক্সিমাম এক মাস যদি তিনি বেঁধে দেন যা কিছু এনকোয়ারি আছে ঐ এক মাসের ভিতরে শেষ ক'রে তাকে সেখানে কম্পেনসেশন দেওয়া হবে। এই পিরিয়ডএর ভিতরে যদি এটা ক'রে দেন তা হ'লে সবচেয়ে ভাল হয়। এইটুকু ব'লে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Mr. Speaker, Sir, I am most thankful to Shri Benoy Chowdhury for the very nice and constructive speech he has made and I quite agree with him that preparation of record-of-rights is a very important matter and if these records are not correctly prepared, people will be put to great deal of harassment because they will have to go to a tribunal or to a civil court, which is always an expensive matter. Therefore, Sir, I would have been very glad if I could have extended the time for revising the record-of rights by another three months—not merely for three months—which would have given me six months. But as Sj. Chowdhury has himself pointed out and as I know, there is demand in the countryside that we shall have to pay compensation. It has been suggested that the smaller intermediaries might be paid compensation. I would have been glad if it were possible for me legally

Mr. Speaker: It does not arise.

Sj. Somnath Lahiri:

দেড় মাস হয়ে গেল এখনো কোন খবর পান নাই, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ছাড়া আপনাদের নিজেদের কোন পরিকল্পনা গ্রহণের ইচ্ছা আছে কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

এখনো কিছু বলা যায় না।

Sonarpur-Arapanch Drainage Scheme and failure of Dabu Sluice Gate

***70. Sj. Khagendra Kumar Roy Choudhury:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation and Waterways Department be pleased to state—

(*a*) when construction in the second phase of the Sonarpur-Arapanch Drainage Scheme was completed;

(*b*) what was the total cost of construction;

(*c*) whether the sluice gate at Dabu has failed to keep out flood water during the last rainy season; and

(*d*) if so, what steps are being taken by the Government in this connection?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji: (*a*) The work has not been fully completed yet. It is nearing completion.

(*b*) The booked expenditure up to October, 1957, is Rs. 55.34 lakhs against the sanctioned estimate of Rs. 61 lakhs for the works proper.

(*c*) The sluice is primarily meant for the purpose of drainage of the basin area. After the sluice had functioned for the purpose for some days in the rainy season of 1957, piping action under the sluice floor occurred. As a result river water entered the inlet channel for a few days in September, 1957.

(*d*) Entry of river water was stopped soon after the occurrence by construction of a cross-bundh. The cause of this occurrence is now under investigation.

Dr. Jnanendra Nath Majumdar:

মন্ত্রী মহাশয় জবাবে একবার বলেছেন বুকড এক্সপেন্ডিচার তারপর বলেছেন স্যাংশনড এস্টিমেট—এর মানে কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji: Sanctioned expenditure is total expenditure. Booked expenditure is expenditure up to that date.

Sj. Provash Chandra Roy:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন এটা সম্পূর্ণ কমপ্লিট হতে কতদিন লাগবে সেটা সঠিকভাবে বলা যায় না।

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

আপনি যা বলছেন আমি তা বলি নি। প্রশ্নটা ছিল—
when the construction was completed. The answer is nearing completion, not completed.

to distinguish between big and small intermediaries because as the honourable members are aware, preparation of final compensation roll will depend on the assessment of net income of the intermediaries unionwari, thanawari, districtwari and so on and their income from different sources and different areas have to be checked and consolidated. Therefore that involves the whole process through which we have to go and unless we prepare the compensation roll finally, we cannot ascertain who is an intermediary and who is not. Therefore the fundamental point is that unless the records-of-rights are finally completed and unless the compensation roll is finally prepared we cannot make such distinction because we have no means of knowing who is an intermediary and who is not and unless that is known, final compensation cannot be paid. Therefore, Sir, we shall have to strike a balance between the different types of demands. On the one hand there is the supreme necessity of correcting the record-of-rights and on the other hand there is the urgent and I feel, very legitimate demand for paying the small intermediaries at least. Therefore, as it is necessary to strike a balance between these two rival forces, I believe it would be possible at the present moment to extend the period for only three months. I may clear up one misconception here. It has been said that hearing will not be completed within three months. I want to make it clear that the date mentioned is the final date for filing applications, that is to say, the applications will be received by the 3rd of August and hearing will naturally commence later on and therefore I hope that three months would be sufficient at least at the present moment.

(6-15 - 6-25 p.m.]

Another point has been made out by Shri Benoy Chowdhury. I am rather surprised to hear that one Additional District Magistrate has told him that there are district allotments. We had never had anything of the sort because whatever demand a Collector puts forward we pay him—there is no question of a fixed sum. As a matter of fact, you will find from the budget records that there were not sufficient demands from any district; we had to surrender some money as the year ended, and we do not like to surrender money. There is no question of limitation of funds. I think I gave the House detailed figures when I made the demand for grant as to how much compensation would be paid, what compensation we have paid to debottar, what amount as ad interim compensation, what to special provision and so on. But unfortunately, I believe, Mr. Basanta Kumar Panda did not care to listen to my speech when I gave this House those figures. It is unfortunate that I have to repeat those figures over again. Naturally I do not want to waste the time of the House but as it is of some importance I would like only to give those figures.

In 1955-56 the total payment was only Rs. 1,36,000, in 1956-57 it went up to Rs. 32 lakhs and in 1957-58 (provisional figures) it went up to 92 lakhs and it is gathering tempo. That is an ample reply to the point that we are making payment. The allegation that we are not making any payment does not hold any water, and I made it a point to announce during the debate on the Land Revenue Department at the time of the budget discussion that I fully realise and I am most alive to the sufferings of the smaller intermediaries. I am not bothering myself about the bigger intermediaries who have other means of livelihood and other income. I have seen in my own eyes that people having, say, Rs. 500 or Rs. 1000 income per year have been facing very great difficulty. That is why, as I promised last year, I have liberalised ad interim payment. Rates have been pushed up. I also announced to this House and I have given necessary instructions to the department that we shall be pursuing a more liberal policy of making special payments. As some honourable members

Sj. Provash Chandra Roy:

তাহলে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে কতদিনে কমপ্লিটেড হবে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

ঐ যে নদীর জল ঢুকে যে খারাপ হয়েছিল সেটার সম্বন্ধে বলেছি—দি কেস অফ দিজ আন্ডার ইনভেস্টিগেশন। এতদিনে সেই investigation is now complete and a scheme for 8.42 lakhs additional has been put before the Government.

Sj. Provash Chandra Roy:

ঐ যে স্লুইস তৈরি করলেন তার তলা দিয়ে যে জল ঢুকলো এবং তা ঢোকবার কারণ সম্বন্ধে যে তথ্য পাওয়া গেল অনুসন্ধানের ফলে তা আমাদের জানাবেন কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

না, তা আপনাদের জানাবার কথা নয়।

Sj. Provash Chandra Roy:

সেটা কি গোপন কথা?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

না, টেক্‌নিক্যাল জিনিস আপনারা বুঝবেন না।

Sj. Provash Chandra Roy:

ইহা কি সত্য যে আপনার ডিপার্টমেন্টের ইঞ্জিনীয়ারের প্ল্যানিংএর ত্রুটির জন্যই এরূপ ঘটনা ঘটেছে।

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

না, ইহা সত্য নহে।

Sj. Gopal Basu:

মন্ত্রী মহাশয় যে ইনভেস্টিগেশনের কথা বলেছেন তার ফাইন্ডিংটা আমাদের জানাবেন কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

না, এখন নয়।

Sj. Gopal Basu:

তা কখন জানাবেন?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

কাজ শেষ হয়ে গেলে।

Sj. Gopal Basu:

এজন্য যে কয়েক লক্ষ টাকা বেশী খরচ হবে তা দেবে কে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

বেঙ্গল গভর্নমেন্ট দেবেন?

Sj. Gopal Basu:

এই যে ব্যাপার হল বেশী খরচ যার ফলে হল তার জন্য দায়ী কে?

of the House know, I have requested everybody of the smaller intermediary groups to make application for special payment and I shall be only too glad to make special payment as may be justified. Sir, that is how I want to mitigate the sufferings of the lower intermediary groups, but having regard to all these factors I oppose the circulation motion and I hope the House will accept the amendment that has been brought forward.

Sir, I do not like to waste my time in replying to the points raised by Mr. Panda because I have sometimes given the figures and the points he made out have been discussed over and over again and it is no use going over those points over again. Only one thing I would like to point out. It seemed that he was opposed to the extension of the time for the preparation of the compensation roll and that is why he is putting the circulation motion. It seems that he hoped that I would accept the circulation motion and thus set at naught all the applications received under 42(a) and the final records which have admittedly been corrected, revised and improved upon under section 44(2a). I think Mr. Panda has no intention of those records being corrected specially in that manner.

Now, Sir, there is another point which some members have raised. That is about the way in which these applications should be heard. Sir, I may tell this House and the honourable members may communicate this fact to their constituents that new officers will be appointed for hearing applications under 44(2a). As honourable members are aware hearing has not commenced. There are no gounds for apprehending that the same officers will hear 42(2) cases and we have asked the department to put in touring officers—higher officers for hearing these petitions. It is the idea of the Director of Land Records and Survey that these officers will hold peripatetic camps, move from mouza to mouza according to the number of applications received and will be constantly supervised by the Settlement Officer or the Additional Settlement Officer. I think that is the best way to prepare the record-of rights as correctly as possible. I might tell this House also that since the last session and since the last extension of time my department have deputed 10 Special Officers in heavy Adivasi areas in addition to Tribal Officers to assist the Adivasis to have their names recorded.

With these words, Sir, I oppose the circulation motion and I commend my motion for the acceptance of the House.

Sj. Basanta Kumar Panda: The Hon'ble Minister has given some figures but my enquiry was, what is the total number of compensation assessment rolls which are to be made and what is the number made up to now.

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Unless I have the records how can I know? A lawyer ought to know that.

Demonstration by Hospital Employees

Sj. Nepal Chandra Roy:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের হাসপাতাল কর্মচারীদের পক্ষ থেকে প্রায় ৩ হাজার কর্মচারী আজ বিধান সভার সামনে এসেছে। আপনি জানেন কিছুদিন আগে সরকারের তরফ থেকে অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছিল, তার এখনও ইমপ্লিমেন্টেশন হয় নি। তাই তাঁরা মিছিল করে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটা মেমোরান্ডাম দেবার জন্য। আমি লেবার মিনিস্টার সাত্তার সাহেবকেও সেই মেমোরান্ডামএর কপি দেব।

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:
দায়ী কেউ নয়, এসব ব্যাপারে, কিছু কিছু বেশী খরচ হয়েই থাকে।

Sj. Gopal Basu:
মন্ত্রী মহাশয় কি স্বীকার করবেন না যে আগে থেকে সতর্ক হলে পর এটা ঘটত না?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:
পাইপিংএর ব্যাপারে এ প্রশ্ন ওঠে না।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:
মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে টেকনিক্যাল ব্যাপার আমরা বুঝতে পারব না—তিনি স্বয়ং কি বুঝতে পারেন?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:
ইঞ্জিনিয়াররা আমাদের বুঝিয়ে দিলে পর বুঝি।

Sj. Gopal Basu:
কিছুদিন পর ঐ যে পাইপিং এ্যাকশনটা ঘটল তারজন্যও কি কেউ দায়ী নয়?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:
না।

Sj. Gopal Basu:
ঐ রকম কনস্ট্রাকশনের জন্যও কি ইঞ্জিনিয়ার দায়ী নয়?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:
কনস্ট্রাকশন খারাপ ছিল না।

Sj. Gopal Basu:
তাহলে ওরকম হল কেন?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:
সেইটাই ত তদন্তের বিষয়।

Sj. Gopal Basu:
আপনি কি বলতে চান কনস্ট্রাকশন ভাল হওয়া সত্বেও পাইপিং এ্যাকশন ওরকম হয়েছে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:
হ্যাঁ, ইন স্পাইট অফ দ্যাট হবে।

Dr. Jnanendra Nath Majumdar:
আগে থেকে কোন ইঞ্জিনিয়ার কি ওয়ার্ন করেছিলেন যে ঐ ভাবে করলে পাইপিং এ্যাকশন হতে পারে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:
ওরকম কথা আমার জানা নাই।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

এটা আই এন টি ইউ সি-র কোন্ সেকশনএর? অতুলবাবুর গ্রুপ?

Mr. Speaker: I will take no notice of that. If you want to see the Chief Minister, do so. I do not take notice of these things.

Sj. Apurba Lal Majumdar:

স্যার, আমি এই মেমোরান্ডাম আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ও স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে দেবার জন্য নিয়ে এসেছি।

The West Bengal Estates Acquisition (Amendment) Bill, 1958.

The motion that the West Bengal Estates Acquisition (Amendment) Bill, 1958, be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon was then put and lost.

The other motion fell through.

The motion of the Hon'ble Bimal Chandra Sinha that the West Bengal Estates Acquisition (Amendment) Bill, 1958, be taken into consideration was then put and agreed to.

Clause 1

The question that clause 1 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 2

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that in clause 2, line 3, for the words "four years" the words "three years and six months" be substituted.

I have given my reasons. I have only said in place of four years let it be three years six months.

[6-25—6-35 p.m.]

Sj. Apurba Lal Majumdar: Sir may I be permitted to say something.

কম্পেনসেশনএর রেটএর অ্যাসেসমেণ্ট রোল তৈরি করার ব্যাপারে যে চার বৎসর সময় চাওয়া হয়েছে তার পরিবর্তে তিন বৎসর ছয় মাস করার কথা বলেছি। কেন দিতে চাই না তার কারণ আমি বলছি যে, কম্পেনসেশন অ্যাসেসমেণ্ট তৈরি করতে হ'লে যেটা জমিদার তার যে যে জিনিস গভর্নমেণ্টএর হাতে ছেড়ে দিচ্ছে এবং কোন কোন জায়গা, তার রিটার্ন দাখিল করার পিরিয়ড বাড়িয়ে দেবার জন্য এই আইন আনছেন। তাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, বার বার সময় বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে. গত ৩১এ এপ্রিল পর্যন্ত সেই সময় সীমাবদ্ধ ছিল. এর আগে বহুবার সময় শেষ হয়ে গিয়েছে তারপর সময় বাড়ান হয়েছে। এই সময় বাড়াবার ব্যাড এফেক্ট হচ্ছে অনেক সময় দেখতে পাচ্ছি যে, জমিদার রিটার্ন দাখিল ক'রে ফেলেছে, তারপর গভর্নমেণ্ট এই সুযোগ দেবার ফলে সে আর সমস্ত জমি থেকে চাষীকে উচ্ছেদ ক'রে সেই জমি খাসদখল দেখিয়ে ফ্রেশ রিটার্ন দাখিল করছে। এতে ছোট ছোট চাষীদের কোন সুবিধা হয় না। বড় বড় জমিদারদের বরং চাষীকে উচ্ছেদ করার সুযোগ দেওয়া হয়। বার বার এই সময় বাড়িয়ে দেবার ফলে একদিকে বড় বড় জমিদার জোতদারদের সুবিধা হচ্ছে অন্যদিকে ছোট ছোট জমিদারদের অসুবিধা হচ্ছে। সেইজন্য এই অ্যাসেসমেণ্ট রোল ইমিডিয়েটলি কমপ্লিট করা দরকার এবং আমার মনে হয় সাফিসিয়েণ্ট টাইম দেওয়া হয়েছে এর মধ্যে ব্যবস্থা করা যেতে পারত। সেইজন্য আমি ৩ বৎসর ৬ মাস করেছি।

Mr. Speaker: This is the only country where benami is recognised as a correct transfer.

Erosion of river Ganges in Kaliachak police-station and Khasmahal Diara areas of Malda district

***71. Sj. Monoranjan Misra:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation Department be pleased to state—

(*a*) if it is a fact that within police-station Kaliachak in the district of Malda vast acres of lands and villages in the Unions Khasmahal, Jhaobona, Panchanandapur, Paranpur, etc., called Khasmahal Diara areas, are being washed away by the erosion of the river Ganges; and

(*b*) if so, what steps Government have taken to stop further erosion of the river side up till now?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji: (*a*) Yes.

(*b*) Necessary investigations are being carried out for formulation of long-term measures for checking erosion.

Dr. Golam Yazdani:

(বি)এর উত্তরে যে বলেছেন নেসেসারি ইনভেস্টিগেশন চলছে সে ইনভেস্টিগেশন কবে শেষ হবে।

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

তা বলতে পারি না ; ইঞ্জিনিয়ারদের হাতে ইনভেস্টিগেশনের ব্যাপার রয়েছে কবে শেষ হবে বলতে পারি না।

Sj. Narayan Chobey:

শেষ কবে হবে তাত বলতে পারবেন না, সুরু কবে থেকে হয়েছে বলতে পারেন কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

তাও ঠিকভাবে বলতে পারি না, মার্চ কি এপ্রিলেও হতে পারে।

Mr. Speaker: The question is disposed of. Question hour over.

[4—4-10 p.m.]

Messages

Secretary (Shri A. R. Mukherjea): Sir, the following messages have been received from the West Bengal Legislative Council, namely:—

(1)

"Message

That the West Bengal Legislative Council at its meeting held on the 8th July, 1958, agreed to the Rehabilitation of Displaced Persons and Eviction of Persons in Unauthorised Occupation of Land (Amendment) Bill, 1958, without any amendments.

Calcutta:
The 8th July, 1958.

SUNITI KUMAR CHATTERJI,
Chairman,
West Bengal Legislative Council."

(2)

"Message

That the West Bengal Legislative Council at its meeting held on the 8th July, 1958, agreed to the West Bengal Estates Acquisition (Amendment) Bill, 1958, without any amendments.

Calcutta:

The 8th July, 1958.

SUNITI KUMAR CHATTERJI,
Chairman,
West Bengal Legislative Council."

Statement on Hunger-strike in Dum Dum Central Jail

The Hon'ble Purabi Mukhopadhyay:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, গতকাল এই হাউসে দমদম সেন্ট্রাল জেলের হাঙ্গার স্ট্রাইকের একটা প্রশ্ন উঠেছিল এবং আমি বলেছিলাম যে আজকে এই হাউসে এ বিষয়ে একটা স্টেটমেন্ট দেব। আমি সভ্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে ৫ তারিখে সন্ধ্যেবেলা, পাঁচজন কন্‌ভিক্‌ট যারা গুন্ডা নিরোধ আইনে ধরা পড়েছিল তারা রান্নাঘরে গিয়ে অন্য কন্ভিক্ট ওয়ার্কারস যারা কাজ করছিল তাদের কাছে গিয়ে রান্না ভাল হয় নি বলে কমপ্লেইন করে। আপনারা জানেন যে রান্নার সমস্ত ব্যবস্থা পঞ্চায়েতের হাতে এবং এটা কন্‌ভিকটরা নিজেরাই ঠিক করে, সরকারের ফুড-স্টাফ দিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছু করণীয় নেই। যখন তারা কমপ্লেইন করলেন তখন কন্ভিক্ট ওয়ার্কার এবং পঞ্চায়েতের যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সেই কমপ্লেইন নিজেরা না শুনে সুপারিনটেন্ডেন্টের কাছে গিয়ে তাদের কথা বলতে বলেন। এতে পাঁজজন লোক উত্তেজিত হয়ে উঠে নিজেদের মধ্যে সিরিয়াসলি মারপিট করেন। মারপিট হবার পরে সেকথাটা সুপারিনটেন্ডেন্টের কাছে রিপোর্ট করা হয় এবং সুপারিনটেন্ডেন্ট তাঁদের উত্তেজনা দেখে সাময়িকভাবে সেলের মধ্যে তাঁদের বন্ধ করে রাখেন এবং এই শাস্তিদানের বিরুদ্ধে গত ৫ তারিখ থেকে ৮ তারিখ অবধি তাঁরা না খেয়ে উপবাস গিয়েছিল। আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে কালকে তাঁরা উপবাস পরিত্যাগ করেছেন—তারপরে সেখানে আর কোনরকম ইন্সিডেন্ট হয় নি।

GOVERNMENT BILL

The West Bengal Children Bill, 1958

The Hon'ble Purabi Mukhopadhyay: Sir, I beg to introduce the West Bengal Children Bill, 1958.

[The Secretary then read the title of the Bill]

The Hon'ble Purabi Mukhopadhyay: Sir, I beg to move that the West Bengal Children Bill, 1958, be referred to a Joint Committee of both Houses consisting of 19 members—12 members from this House, namely:

Sm. Purabi Mukhopadhyay,

Dr. (Mrs.) Maitreyee Bose,

Sjkta. Manikuntala Sen,

Dr. Pabitra Mohon Roy,

Sj. Amarendra Nath Bose,

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani,

Sj. Hansadhwaj Dhara,

Sjkta. Anjali Khan,

জমি তাঁরা নিজেদের দখলে রাখবেন এই রিটার্ন দাখিল করলেন, তখন তাঁরা ফ্যামিলি পার্টিশন ডীড ক'রে কোন কোন জায়গায় যেসমস্ত জমি খতিয়ানের আন্ডারএ ছিল, সেই সমস্ত জমি ৪০টা খতিয়ানে বিভক্ত হ'ল। যেমন আমি একটা উদাহরণ বলি, শেওলাগাছা মৌজা আমতা থানার অধীনে যেসব জমিদার ছিলেন তাঁরা এক সঙ্গেই আদায় করতেন। এই ব্যাপারে ফ্যামিলি পার্টিসান ডীড ক'রে নূতন পরচায় ৪০টি খতিয়ান হ'ল একটা দাগে, যে দাগে ভাগচাষী চাষ করত সেটা যদি ৪০টা খতিয়ান এবং ৪০টি নম্বর হয় সেই ভাগচাষীকে যদি মামলা দায়ের করতে হয় তা হ'লে ৪০টি মামলা দায়ের করতে হচ্ছে। এই পয়েন্টএ আমরা ক্লারিফিকেসন চেয়েছিলাম কিন্তু কোন অফিসার বা চার্জ অফিসার তাঁরা এই সম্পর্কে কোন ক্লারিফিকেশন দিতে পারেন না, আমরা অনুরোধ করেছিলাম যে, অন্তত পুরানো পরচায় যেখানে একটি দাগ আছে, একটি খতিয়ান আছে সেখানে একটির জন্য বার আনায় দরখাস্ত ক'রে তাকে মামলা দায়ের করার অধিকার দেওয়া হোক। কিন্তু তাঁরা বলছেন, এ সম্পর্কে সরকারের কোন ইনস্ট্রাকশন নাই এ সম্বন্ধে আমাদের কিছু জানায় নি। যার জন্য একটি খতিয়ানের মামলা করতে গেলে ৪০টি খতিয়ানের জন্য তাকে ৪০ ৷৷৹ দিতে হবে। একবার ভেবে দেখুন একজন সাধারণ চাষী যদি ১০ কাঠা বা এক বিঘা জমি চাষ করে সেখানে ৪০টি খতিয়ান হ'লে ৪০টি ১২ আনা দিয়ে দরখাস্ত ফাইল করা তার পক্ষে কতখানি সম্ভব হবে। কাজেই সেগুলি খতিয়ান হ'তে হ'তে এমন অবস্থায় গেছে যে, আমরা যারা ওকালাত করি আমাদেরও মাথা ঘুলিয়ে যাচ্ছে এবং সেই সম্পর্কে প্রত্যেকটি খতিয়ানের খোঁজখবর নিয়ে নিরক্ষর চাষীর পক্ষে—শুধু তাই নয় দেখতে গেলে সঙ্গে সঙ্গেই দেখাবেন অপেক্ষা করুন, বসুন—এইভাবে ৩০টি খতিয়ান দেখতে হ'লে নাজেহাল হ'তে হচ্ছে। এবং তারপর যদি স্যার, ২০টি ৩০টি খতিয়ানের জন্য ৷৹ ক'রে দরখাস্ত একটি এক বিঘা জমির জন্য করতে হয় তা হ'লে কতখানি পরিশ্রম ও হয়রানি সেই ভাগচাষীকে করতে হচ্ছে।

Mr. Speaker:

দু' টাকা দিলেই এসব হয় এটা তো সকলেই জানেন।

[6-35—6-45 p.m.]

Sj. Apurba Lal Majumdar:

কোর্ট ফেলে কোন উকিল যেতে রাজী নয় স্যার, সে যদি যেতে হয় তো ৩ গুণ কি ৪ গুণ ফি চার্জ করবেন।

আমার উকিলের অভিজ্ঞতা আছে। কোন উকিলবাবু অফিসে গিয়ে ব'সে থাকতে রাজী হন না। সেখানে কোর্ট ফেলে যদি অফিসে গিয়ে ব'সে থাকতে হয় তা হ'লে ৩।৭ গুণ ফি দিতে হয়। আমাদের মফঃস্বল কোর্টে তো হয় না। আপনাদের হাইকোর্টের ব্যাপার কি জানি না। তবে এ বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নাই, বিমলবাবু বুঝতে পারেন, চাল্লিশটা খতিয়ান হয়ে থাকলে একটা আলাদা খতিয়ান করা না হ'লে তার জন্য আলাদা ক'রে চাল্লিশটা মামলা দায়ের করতে হবে। এ সম্পর্কে ক্লারিফিকেশন গভর্নমেন্টএর কাছ থেকে আসে নি। যদি বিমলবাবু একটা ইনস্ট্রাকশন দেন যে, একটা খতিয়ান যদি না হয়েও থাকে দরখাস্ত দিলে সমস্ত খতিয়ান সম্বন্ধে মামলা দায়ের করা যাবে তা হ'লে অনেক মামলা থেকে লোক রেহাই পায়। এখনও পর্যন্ত খতিয়ান সব হয় নি এবং কাগজপত্র দেখবার সুযোগ হয় নি। একটা সমাজে হয়ত দু' শ' মামলার সৃষ্টি হবে। সময় বাড়িয়ে না দিলে মামলা ফাইল করতে হবে। যে উদ্দেশ্য নিয়ে গতবার সময় বাড়িয়ে দিলেন তা এখনও কিছু হয় নি। এখনও নানা অবজেকশন দিতে হবে। জমিদারেরা ৪০।৫০টা ভাগ করেছেন। সেখানে কি ক'রে অল্প সময়ের মধ্যে সম্ভবপর হবে? কাজেই সময় সম্বন্ধে যেমন গতবার বাড়িয়েছিলেন সেই রকম আবার বাড়ান দরকার। আর একটা বার আনার দরখাস্ত দিলেই যাতে সকল মামলা দায়ের করতে পারে তার ব্যবস্থা করুন।

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that in clause 3, line 2, for the words "nine months" the words "one year" be substituted. Sir, in my amendment I have sought for extension of operation by three months more, i.e., up to the 2nd November. By this

Janab Syed Kazem Ali Meerza,

Dr. Mani Lal Bose,

Sj. Durga Pada Das,

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy,

and 7 members from the Council;

(ii) that in order to constitute a sitting of the Joint Committee, the quorum shall be one-third of the total number of members of the Joint Committee;

(iii) that the Committee shall make a report to the House by the 31st August, 1958;

(iv) that in other respects the rules and procedure of this House relating to Committees will apply with such variations and modifications as the Speaker may make; and

(v) that this House recommends to the Council that the Council do join in the said Joint Committee and communicate to this House names of the members to be appointed by the Council to the Joint Committee.

Sir, in moving this motion for sending this Bill to the Joint Select Committee I would like to speak a few words. I hope that the members will wholeheartedly participate in the Committee and give their recommendations. As you know, Sir, children delinquency and crimes of the adolescents and juveniles are now dealt with under the provisions of four Acts, namely, the Reformatory Schools Act, 1897, the Bengal Children Act, 1922, which was modified up to the 1st of February, 1954, the Borstal Schools Act, 1928 and the Bengal Vagrancy Act, 1943.

Sir, these four Acts deal with similar subjects under different provisions. Sir, as you know, the Bengal Reformatory Schools Act, which was passed in 1897, i.e., sixty years ago, deals with youthful offenders, that is, boys who have been convicted of an offence punishable with transportation or with imprisonment. Now, this old Act does not conform to the new needs of the society and it has certain provisions which are not uptodate and are not to the liking of everybody. This Act is in vogue only in the areas where the Bengal Children Act are not in force.

Now, the Bengal Children Act, which was passed in 1922 and was modified in 1954, deals with protection of children and also their delinquencies, custody and punishment. Although this Act was modified in 1954, it also does not deal with the subject as we would like to do in the present-day condition of the society. It deals only with children of the age of 14 years and those "youthful offenders" who are under 16 years of age at the time of conviction. The jurisdiction of this Act is confined only to Calcutta and its suburbs and certain portions of 24 Parganas and the industrial areas of Howrah. After this Act, another Act was passed which was called the Bengal Borstal Schools Act 1928, which deals with detention and setting up of Borstal Schools "for adolescent offenders." The age-limit for the areas when the Bengal Children Act is applicable is not less than 16 years nor more than 21 years and in any other area where the Bengal Children Act is not in force, it is only from 16 to 21 years of age.

Now, there is another Act which is called the Bengal Vagrancy Act, 1943, which deals with vagrants and child vagrancy.

Sir, I have already said that these four Acts deal with the same subject under different provisions in different Acts. Sir, for sometime past the problem of child delinquency, neglected and uncontrollable children, has been engaging the attention of both the Central Government and the State

extension we are getting time from the 2nd May 1958 to the 2nd August. What is the period? It is entirely the cultivating season of this country when there will be heavy rain and there will be dislocation everywhere. Sir, in one subdivision there are one or two settlement offices for receipt of such applications under section 44(2)(a) and during this time—June, July and August—all the petty jotedars and bargadars will be engaged in cultivation work and they will hardly get time for taking steps for the correction of records. If the Hon'ble Minister accepts our amendment by which the operation of the Act will be extended up to the 2nd November, those people will get some time just before the Pujas and some time just after the Pujas to file their applications; if it is not extended, they will be deprived of their right of correction of the records.

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Sir, all these questions were discussed when I moved my motion. Sj. Apurba Lal Majumdar says that if a cultivator has got land recorded in 40 khatians—he has to get all the details—and if he has to pay twelve annas for each khatian he will have to pay so much as 40 into 12 annas. Sir, I assume that a tenant who has land in 40 khatians, however small the khatian may be, is not perhaps a very poor man.

Secondly, it has also been pointed out that extension by a further period of three months in addition to the three months that is being proposed is necessary inasmuch as during these three months they will be engaged in cultivation. I wonder, Sir, whether there is any cultivation work during the period August to November. These are the practical difficulties. On the other hand, I would like to impress upon this House that settlement is costing me rupees thirty lakhs every month and I have to keep my staff idle until these applications are received and disposed of. I have to pay rupees thirty lakhs every month for the staff whether they will be doing their full job or not. That is a terrific cost which you should remember. As I pointed out earlier, we shall have to strike a balance and we shall have to take all factors into consideration. Now, I may tell this House that we have up till now received 14 lakhs of applications and I would appeal to honourable members to tell the people that they should put in their applications before the specified date, namely, 2nd or 3rd August or whichever that date may be. We would see that these applications are disposed of as expeditiously as possible. After all, there are various contending factors which would have to be taken into consideration. On the one hand, there is the supreme necessity and urgency of paying compensation and on the other hand it is also necessary to prepare the record-of rights as correctly as possible. Having regard to all these contending factors, I believe, the proposal that we have put forward will be the best in the situation.

The motion of Sj. Chitto Basu that in clause 3, line 2, for the words "nine months" the words "twelve months" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 3, line 2, for the words "nine months" the words "one year" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Bhupal Panda that in clause 3, line 2, for the words "nine months" the words "twelve months" be substituted, was then put and lost.

The question that clause 3 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Government. So, the Government of India and also the Government of West Bengal thought it fit to undertake legislation of a comprehensive nature so that it may suit the present-day requirements. For this purpose, the Government of India sent a Bill to the West Bengal Government in 1956 which was called the Children Bill of 1954 and they wanted to know the views of the State Government. Now, Sir, as you know, the subject relates to entry (4) of List II of the Seventh Schedule of the Constitution and, as such, the State Legislature is competent to pass a law in this respect if they wanted to do so. The State Government thought it fit and wise to enact a new legislation in this respect and this Bill is the outcome of that decision.

Sir, I will now deal with the special features of the Bill. In the Bengal Children Act, the age limit was only 14 years. In this new Bill which we propose to enact, the age limit has been raised to 18 because, as you know, Sir, in the ages between 14 and 18, the minds of the boys are not sufficiently developed—they cannot distinguish what is right and what is wrong—and they are emotional and are susceptible to certain allurements which they cannot check. For these reasons, if the age limit is liberalised, some of these unfortunate people under the age of 18 will get the benefits which the boys under the Children Act are getting. For this reason, we have proposed relaxation of the age-limit. To testify whether it is necessary to relax the age-limit, I may just give you an account of the cases that have been placed before the Children Courts of Calcutta from June, 1957 to May, 1958.

[4-10—4-20 p.m.]

The cases are 2,562 in number. Under the orders of the Court 13 boys were sent to the Reformatory School, Hazaribagh; 4 boys to the Industrial School, Berhampore; 2 girls to the All-Bengal Women's Home, Calcutta; one girl to the Salvation Army Home; and only one to jail. The rest numbering 2,541 were warned and discharged. This is sufficient proof to show whether we should relax the age limit or not. If we relax the age restriction and if the age group of 18 years is included there will be great help given to the needy who because of the absence of this concession are denied the benefit of the Act.

The second feature—the second advantage of this Bill relates to the uncontrollable children. As you know, Sir, indiscipline is spreading throughout the country especially among the children. If we are to tackle the problem of these uncontrollable children in right earnest, there must be some sort of protection—social security—provided for them; these boys and girls should be protected by the Government and by the people also. They can be kept there and given protection and shelter. Many guardians come and ask the Government whether Government can do anything for these uncontrollable children. There is provision in the proposed Bill for some sort of protective home for them which is absent in other Acts.

The third feature of this Bill is the Provision for release on parole. When they are kept in detention these young children cannot go to their homes unless they finish their full period of trial and detention. This causes very great suffering in their mind which reacts very pathetically. To remove their difficulty and to give them healthy surrounding and also to help reformation, provision for release on parole has been made in the Bill; it will be helpful to their ultimate reformation and it will have a soothing

Clause 4 and Preamble

The question that clause 4 and the preamble do stand part of the Bill was then put and agreed to.

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Sir, I beg to move that the West Bengal Estates Acquisition (Amendment) Bill, 1958, as settled in the Assembly, be passed.

The motion was then put and agreed to

Mr. Speaker: Tomorrow we are not having questions.

Sj. Canesh Chosh:
এখনো অনেক প্রশ্নের উত্তর বাকি।

Mr. Speaker:
কোশ্চেনস্ ত বাকি থেকেই যাচ্ছে।
we are having the Slum Clearance Bill tomorrow.

Sj. Canesh Chosh: With one hour's question.

Mr. Speaker: Never has it happened in the history of this Assembly.

The House stands adjourned till 8-30 a.m. tomorrow.

Adjournment

The House was accordingly adjourned at 6-45 p.m. till 8-30 a.m. on Saturday, the 5th July, 1958, at the Assembly House, Calcutta.

effect on them if they can go back to their parents for a certain period of time. The existing law does not contain any such provision. Again, Sir, there is a Provision for the rehabilitation of these children.

There are the provisions, therefore, for uncontrollable children; for liberalisation of age, for release on parole; and fourthly, the Provision for rehabilitation. There is this system of giving them some sort of encouragement and help for rehabilitation by training them and utilising their time while they are in detention schools or in reformatory schools. At present there is no Reformatory School in West Bengal and we have to send these students to Hazaribagh under the Bihar Government and we have to spend Rs. 1,000 per student per year for their maintenance, for their training. It has some disadvantages. It being under the Government of Bihar the medium of instruction is different and the cultural environment of these children is such that they do not feel quite at home there. We have, therefore, decided to bring down these children to West Bengal. We have found out a land in Berhampore, and there we are going to set up a composite home where there will be reformatory section; sections for their training and production; Borstal, too; and the industrial section. For this Government have provided in the current year's budget Rs. 6 lakhs for the building and setting up of these organisations and for setting up of an after-care home for these boys we have asked the Education Department also to lend their service while they set up their Technical centre in Berhampore at Benjatia House where these boys after their release, will be trained up as the after-care students, only those students who show special aptitude for different arts and crafts. Sir, in the Remand Home that we are going to set up at Lillooah, we are going to spend rupees five lakhs and fifty thousand for a building for these neglected children and also those children who want protection from the criminal life of the society. For these children Government have made a provision of 120 seats there.

Sir, this new Act that we have proposed in this House today, if it is passed, will help the society to a great extent to help the children in time when they are in difficulty.

In conclusion I would request the members of this House to cooperate in the matter and as members of the Select Committee they will put forward their suggestions which might be accepted by the Government. The Select Committee may also be attended by such members of the society who are dealing with such problems outside and they will be asked to give their views before the Select Committee. We have already sent copies of this Bill to them so that they can put forward their suggestions also.

With these words, Sir, I commend my motion for the acceptance of the House.

Mr. Speaker: Mrs. Manikuntala Sen will now speak. Mrs. Sen, I would request you to make your speech brief and before you begin, I wish to inform the House that this Bill was really initiated by Mrs. Sen. On an assurance given by the Government she withdrew her private Bill and the Government had promised to bring in a comprehensive Bill and that is what has been done. A Select Committee consisting of 19 members has been chosen and Mrs. Sen and others are all members of that Select Committee. Under these circumstances I do not say that members should not speak but the speeches may be fairly brief so that the matter may be fully thrashed out before the Select Committee.

Mrs. Sen, you may begin now.

Sjkta. Manikuntala Sen:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, যদিও আপনি আমাকে সংক্ষেপ করতে বলেছেন তাহলেও আমি আপনাকে অনুরোধ করছি—আমার মনে হয় আমার একটু টাইম লাগবে, কারণ যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিল আনা হয়েছে আমি সে সম্পর্কে অন্যান্য কয়েকটা কথাও বলতে চাই। সিলেক্ট কমিটিতে যাঁরা যাবেন তাঁরা সেটা কন্সিডার করবেন। প্রথমেই আমি এই বিলটা সিলেক্ট কমিটিতে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি—আরো বিশেষতঃ এই কারণে যে, এই সিলেক্ট কমিটির সামনে নন-অফিসিয়াল অর্গানাইজেশন মেমোরেন্ডাম দিতে পারবেন এবং এ্যাপিয়ার করতে পারবেন এই কথা ঘোষণা করে দিন যাতে করে যাঁরা বিশেষজ্ঞ, যাঁরা শিশুকল্যাণ নিয়ে চিন্তা করেন এই বিল সম্পর্কে তাঁদের মতামত পুরাপুরি সিলেক্ট কমিটির সামনে থাকতে পারে এবং তাঁরাও তার উপর চিন্তা করতে পারেন। এ্যাজ ইট হ্যাজ কাম—যেভাবে বিলটা এসেছে তাতে বিলটা হাতে পেয়ে আমার একটু মুশকিল হয়, কারণ এর উপর বিশেষ কিছুই আলোচনা নাই—বিলটা অত্যন্ত টেক্‌নিক্যাল ধরণের। শ্রীযুক্তা পুরবী মুখার্জি তিনি নিজে এটা উপস্থিত করেছেন—তিনি বলেছেন, চারটা আইন সংস্কার করে একটা আইন করা হচ্ছে। এর যে-কোন ইম্প্রুভমেন্ট এসেছে তা নয়। এবং তিনি নিজেও কোন ইম্প্রুভমেন্টের কথা মেনশন করেন নি। দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে কোন ইম্প্রুভমেন্ট নাই। অত্যন্ত টেক্‌নিক্যাল ধরণের। এখন সেজন্য আমার মুস্কিল হচ্ছে সিলেক্ট কমিটিতে যখন এই বিল যাবে তখন যদি এই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয় তাহলে আমরা মনে করি না এই বিল এখানে এনে বিশেষ করে শিশু কল্যাণ সম্পর্কে খুব বেশি সার্থকতাসম্পন্ন কাজ হবে। যে চারটা বিল একত্রিত করা হয়েছে সেই চারটি বিলের স্কোপ খুব লিমিটেড, অতি সামান্যই। এই চারটিই ইংরেজ আমলের আইন—ইংরেজরা আমাদের শিশু-কল্যাণ সম্পর্কে এর বেশি চিন্তা করবেন এটা আমরা আশা করতে পারি না।

[4-20—4-30 p.m.]

সুতরাং তার স্কোপ খুব সীমাবদ্ধ থাকবে—এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু নতুন করে যে একটা বিল আনা হয়েছে, সেই পুরান চারটা আইন একত্রিত করে, একটা নতুন আইন তৈরি করবার চেষ্টা হলো স্বাধীনতালাভের ১১ বছর পরে। তখন নিশ্চয়ই তার মধ্যে আরও একটু বেশি স্কোপ থাকবে এটা আশা করতে পারি, কিছুটা স্কোপ বাড়ান উচিত ছিল। তা না দেখে ডিসএ্যাপয়েন্টেড হয়ে পড়েছি। এর মধ্যে, মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি দেখতে পারেন ছোট শিশুকে অপরাধীকে নেগলেক্টেড চাইল্ডের সীমাবদ্ধ ক্যাটেগরীর মধ্যে রাখতে বলা হয়েছে। শিশু অপরাধী সম্পর্কে গভর্নমেন্ট কি করবেন, এই নেগলেক্টেড চিল্ডরেনদের একত্রীভূত করতে গেলে কি কি করা দরকার গভর্নমেন্টের, তার টেকনিক্যালিটিস সম্বন্ধে আলোচনা আছে, সিদ্ধান্ত আছে। আপনার কাছে বলতে চাই ঐ যে একটা কথা আছে—প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিওর—তা সবাই জানেন। এখানে বিশেষ করে শিশু কল্যাণ সম্পর্কে আইন তৈরি করতে যাচ্ছেন—একথা সর্বাগ্রে মনে করা উচিত ছিল—বিশেষ করে মূল্যবান এক্ষেত্রে শিশু ডেলিনকোয়েন্ট হয়ে যাবার পর কি করতে হবে? সেটা বিদেশী সরকার বুঝেছিলেন এবং আইন করেছিলেন। আমাদের ভাবতে হবে শিশু যাতে ডেলিনকোয়েন্ট না হয় এবং ডেলিনকোয়েন্ট হবার যেসমস্ত কারণগুলি থাকে, তা প্রিভেন্টেড হয়। এটা দেখতে হবে—তার যেসমস্ত পথ আছে তা যাতে আইন করে বন্ধ করা যায়। বিশেষ করে নতুন করে যখন আইন আনা হচ্ছে তখন যে চারটা আইন দিয়ে চলছিল, সেইভাবে চলতে পারতো। ১৪ বছরের জায়গায় ১৮ বছর অন্য আইন দিয়ে করা যেতে পারতো। এই চিন্তাধারা আইনের মধ্যে যদি না আসে, যা টেকনিক্যাল ধরণের বিল, যে সমস্যার সমগ্র দেশের লোক বিব্রতবোধ করছে শিশু সম্পর্কে—শিশুকে মানুষ করে তোলা, দেশের ভবিষ্যৎ বংশকে সঠিকভাবে গড়ে তোলা সম্পর্কে একটা গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে, সেই সম্পর্কে কোন আলোকপাত এখানে নাই এবং সেই চিন্তাধারাও এর মধ্যে নাই। শুধু একটা শাসনতান্ত্রিক সুবিধা হয়তঃ হবে, বলেছেন একসঙ্গে চারটা আইন নিলে সুবিধা হয়। তা ছাড়া নতুন কিছু হবে বলে মনে হচ্ছে না। সেই কারণে আমি সিলেক্ট কমিটিতে বিল যাবার আগে এই হাউসের সামনে শিশু কল্যাণ সম্পর্কে আমাদের সমস্যা কি—তা তুলে ধরতে চাই। সিলেক্ট কমিটিতে যাঁরা যাবেন, তাঁদের কতখানি স্কোপ থাকবে জানি না। যদি তাঁরা পারেন বিলটাকে বর্তমান কাঠামোর মধ্যে না রেখে আরও একটু এক্সপ্যান্ড যাতে করা হয় এবং প্রকৃত

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Saturday, the 5th July, 1958, at 8-30 a.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble SANKARDAS BANERJI) in the Chair, 16 Hon'ble Ministers, 10 Deputy Ministers and 203 Members.

[8-30—8-40 a.m.]

The Calcutta Slum Clearance and Rehabilitation of Slum-dwellers Bill, 1958

Mr. Speaker: Mr. Hemanta Kumar Basu will kindly speak. I may tell you, Mr. Basu, that I won't hustle you today which I might do next time. Today we have no other business than this Bill, namely, the Slum Clearance Bill. That is the only Bill but there are many honourable members who are anxious to speak. So have the time evenly spread out so that everybody gets an opportunity.

Sj. Hemanta Kumar Basu:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, স্লাম ক্লিয়ারেন্স বিল যেটা শীঘ্র আইনে পরিণত হবে সেটা আমাদের বহুদিনের দাবী। গভর্নমেন্টের রিপোর্ট অনুসারে কোলকাতার ৪ ভাগের এক ভাগ লোক অর্থাৎ প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ লোক এই বস্তীতে বাস করে। এইসমস্ত বস্তীতে জল, ড্রেন ইত্যাদির কোন ব্যবস্থা নেই। সেখানে ঘরগুলো যেভাবে তৈরি হয়েছে তাতে সেখানে হাওয়া ঢোকে না। কাজেই এদিক থেকে জনসাধারণের দাবী এবং আন্দোলনের ফলে আজকে সরকার এই স্লাম ক্লিয়ারেন্স বিল আনছেন এবং সেটা তাঁরা আইনে পরিণত করতে যাচ্ছেন। এই আইন নিশ্চয় সমর্থনযোগ্য, কিন্তু তবুও আমরা আপত্তি করব। আমরা যেসমস্ত সংশোধনী প্রস্তাব দিয়েছিলাম তাতে কম্পেন্সেশন স্ল্যাব সীসটেম ছাড়া আর কোন প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় নি। প্রায় ৪ হাজার বিঘা জমির উপর বস্তীগুলিকে পরিষ্কার করা এবং প্ল্যান অনুসারে সুগঠিত করা যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য। এ বিষয়ে ভারত সরকার বিভিন্ন রাষ্ট্র সরকারকে যে অর্থ বরাদ্দ করেছিলেন তা থেকে কমাবার জন্য তাঁরা বলেছেন। এরজন্য ১০০ কোটি কি ২০০ কোটি টাকা দরকার হবে তা বলতে পারি না তবে বেশ কিছু টাকার দরকার হবে সেটা একলা সরকারের পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়। সেজন্য আমরা বামপন্থী দল থেকে বলেছিলাম যে নতুন প্ল্যান অনুযায়ী একে সংগঠিত করতে হলে বস্তীতে যারা বাস করে সে ঠিকা টেনান্ট হোক আর হাট ওনার্স হোক তাকে অকোপেন্সী রাইট দিতে হবে। এ ছাড়া যাতে তারা নিজেরা বাড়ী করতে পারে সেইভাবে লেজিসলেশন তৈরি হোক এবং এতে সরকারের অর্থও কম লাগবে। এই একটা সংশোধনী প্রস্তাব ছিল আমাদের এবং এটা খুব ন্যায়সঙ্গত প্রস্তাব কিন্তু সরকার এটা গ্রহণ করেন নি। সরকার যখন যে আইন করেন—যদি কিছু ভাল আইনও করেন সেই আইনকে অর্থাভাবে তাঁরা কার্যকরী করতে পারেন না। কাজেই সেদিক থেকে আমাদের পরিষ্কার ধারণা এই যে, সরকার যদি বামপন্থীদলের হাউস রিমডেলিং ব্যাপারে যে প্রস্তাব ছিল সেই প্রস্তাব গ্রহণ করতেন তাহলে পরে এই বস্তীগুলিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার জন্য যে অর্থ সরকারের লাগবে তার চেয়ে কম অর্থে এবং অনেক বেশী জায়গা তাঁরা একসঙ্গে গ্রহণ করে তার উন্নতির ব্যবস্থা করতে পারতেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁরা সেই ধরনের কোন প্রস্তাব গ্রহণ করেন নি। সেদিক থেকে আমি মনে করি যে এই আইনটা খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং অর্থের অভাবে এই কাজ শেষ করতে অনেক সময় লাগবে। অন্যান্য পরিকল্পনার বেলায় যেমন হয়েছে অর্থাভাবে অনেক সময় তাঁরা সেগুলি সম্পূর্ণ করতে পারছেন না—সেই জিনিসই এখানে হয়ত হবে। কাজেই আমাদের প্রস্তাবটা গ্রহণ করা উচিত ছিল। তারপরে বস্তীর উন্নতি,

সমস্যার সমাধান যে যে পথে হয়, সেই পথগুলি যাতে ইনক্লুড করা হয়, তার প্রতি লক্ষ্য রাখবেন, এটাই তাঁদের কাছে অনুরোধ। যেমন আমি উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি শিশু অপরাধীর সংখ্যা। শিশু অপরাধ প্রবণ কেন হয়? তা নিরোধ করার উপায় কি? সেই সম্পর্কে কোন চিন্তা এই বিলে নাই। শিশু অপরাধী কেন হয়? অপরাধপ্রবণতার ব্রিডিং গ্রাউন্ড কোথায়? এটা যদি খুঁজে বের করা না হয়, তাহলে এটা বন্ধ করবার উপায় ও স্থির করা যাবে না। শিশুকে মানুষ করবার উপযুক্ত উপকরণ যদি না দেওয়া যায়, সেখান থেকে শিশুর অপরাধী হয়ে যাবার সুযোগ উপস্থিত হয়, আশঙ্কা সৃষ্টি হয়। উপকরণ হিসেবে যেগুলি দেওয়া প্রয়োজন, আমরা সকলে জানি নতুন কথা নয়, প্রথম হচ্ছে শিশুকে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে কিনা? কলিকাতা মহানগরী শিশু অপরাধীর প্রধান স্থান। এখানে বেশি সংখ্যায় শিশু অপরাধী কোর্টের সামনে আসে। আমার যতদূর ধারণা বোধহয় শিশু অপরাধীর বেশির ভাগ কলকাতার কলেকশন। এই কলকাতাতে শিশুশিক্ষক সম্পর্কে একটা তথ্য এখানে উপস্থিত করতে চাই।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাবার বয়সের শিশুদের মধ্যে শতকরা ৪০ জন স্কুলে যেতে পারে না; স্কুল নাই। এখন এই সমস্ত শিশু যারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বয়স থেকে স্কুলে যেতে পারল না, যাদের কাছে বিদ্যালয়ের দরজা বন্ধ হয়ে গেল, তারা যদি অপরাধপ্রবণ হয়, বড় হয়ে ডেলিনকোয়েন্ট হয়, তাতে দোষ দেবার কি আছে? আশ্চর্য হবারই বা কি আছে?

তারপর প্রাথমিক শিক্ষার বয়স উত্তীর্ণ হবার পরে, যখন সে একটু বড় হয়, তখন লেখাপড়া শেখা প্রাথমিক শিক্ষার পরে হয়ত অনেকের পক্ষে বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু শিশুমণকে আকৃষ্ট করবার জন্য আমাদের দেশে এখনও নানারকম উপকরণ দিতে পারি নি। শিশুমন কিছু না কিছু করবেই, সে চুপ করে বসে থাকতে পারে না। তার মন ভ্যাকেন্ট থাকে না, তার মন কোন না কোন দিকে এট্রাক্টেড—আকৃষ্ট হবে। ভাল জিনিস দিতে পারলে, ভালর দিকে আকৃষ্ট হবে, আর মন্দ জিনিস দিলে, মন্দের দিকে তার মন আকৃষ্ট হবে। যদি একটা জিনিস শিশুদের ব্যাপকভাবে দেওয়া যায়, যেমন নেট ওয়ার্ক অব লাইব্রেরী, ক্লাব, এগুলি খুলে দেওয়া হয়, তাহলে শিশুরা সেখানে আসতে পারে, খেলাধুলা করতে পারে, নানা রকম বই পড়তে পারে এবং সেদিকে তাদের আট্রাকশন হতে পারে। এই সমস্ত করলে শিশুমনকে আকৃষ্ট করবার সুযোগ সৃষ্টি হতে পারত, কিন্তু তাও আমাদের নেই।

তারপর কলকাতার উপর শিশুদের খেলবার জায়গার এত অভাব, আমরা জানি। সেদিন কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়রের কাছে শিশুরা ভীড় করে গিয়েছিল পার্কের দাবী করে। তারা দাবী করে—আমাদের খেলবার জায়গা দাও, পড়াশুনার জায়গা দাও, ক্লাব দাও, লাইব্রেরী দাও ইত্যাদি। শিশুরা এইরকমভাবে, তাদের খেলাধুলার জন্য, পড়াশুনার জন্য দল বেঁধে দাবী জানাবে, এটা বোধহয় পৃথিবীর অন্য কোন দেশে হয় নি। তাদের এই সমস্ত জিনিসগুলি সুরক্ষিত করে দিন। সরকার যতক্ষণ পর্যন্ত এগুলি সুরক্ষিত করবার ব্যবস্থা করতে না পারছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের শিশুদের সম্পর্কে কোন চিন্তাই সম্পূর্ণ হবে না। এই অভাব ত আছেই, তা ছাড়া খাদ্যদ্রব্যের অভাব আছে। উপযুক্ত খাদ্যাভাবে শিশুরা কঠিন রোগে ভোগে, এবং তার ফলে তাদের নর্মাল গ্রোথ বন্ধ হয়ে যায়, এবং শেষকালে তারা ডেসপারেট হয়ে অপরাধ-প্রবণতার দিকে ঝোঁকে। এই সমস্তের বিরুদ্ধে কোন গ্যারান্টি আমরা দিই না। যাতে শিশুদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা বাড়তে না পারে, তারজন্য এইগুলি দেওয়ার দরকার আছে।

শিশু কল্যাণের মূল কারণ যে অর্থনৈতিক সমস্যা, সে বিষয়ে কারও কোন মতভেদ নেই। কিন্তু কি কারণে এই অর্থনৈতিক সমস্যার জন্য শিশুরা ভিকটিম হয়ে ডেলিনকোয়েন্টের পথে চলে যায়? মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি তার কতকগুলি দিক আপনার সামনে তুলে ধরতে চাই। যেমন চাইল্ড লেবার। আমাদের চাইল্ড লেবার বন্ধ করবার জন্য কোন আইন পাশ করা যায় নি। তার অর্থনৈতিক কারণ আছে। এ সম্বন্ধে আইন পাশ করতে গেলে শিশুর বাপ-মা আপত্তি করবে, যে শিশুরা অনেক সময় পরিবারের রোজগারী হয়ে যায়, তাদের রোজগারে সংসার চলে। সুতরাং আইন পাশ করতে মুস্কিল হচ্ছে। কিন্তু এই এক্সপ্লয়টেশন বন্ধ করতে হবে।

জল ড্রেন প্রভৃতি ব্যবস্থার দায়িত্ব সরকার একলা নিচ্ছেন। আমাদের প্রস্তাব ছিল যে ক্যালকাটা করপোরেশনকেও এ বিষয়ে খানিকটা দায়িত্ব দেওয়া হোক, তাদের সহযোগিতা গ্রহণ করা হোক। গভর্নমেন্ট সহযোগিতা চাইলে তারা নিশ্চয়ই সহযোগিতা করবেন। যেহেতু কলিকাতার উপর বস্তী সমস্যা একটা বিরাট সমস্যা এবং বর্তমানে ক্যালকাটা কর্পোরেশনের বস্তীর উন্নতির পক্ষে কোন সহায়তামূলক আইন নেই, সেহেতু আমরা বলেছিলাম যে কর্পোরেশনকেও কিছু ক্ষমতা এবং অধিকার দেওয়া হোক যাতে করে তারা গভর্নমেন্টের সঙ্গে সহযোগিতা করে একসঙ্গে বস্তীর উন্নতি করতে পারেন। কিন্তু আমাদের সেই প্রস্তাবও সরকার গ্রহণ করেন নি। কাজেই সেদিক থেকেও এই আইনটা কার্যকরী করতে অনেক দেরী হয়ে যাবে, সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

[8-40—8-50 a.m.]

তারপর কম্পেনসেশনএর ব্যাপারে আমরা যেসমস্ত প্রস্তাব করেছিলাম সেসমস্ত প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় নি। আমরা স্টেট একুইজিশনএর ব্যাপারেও একথা বারে বারে বলেছিলাম যে কোনরকম কম্পেনসেশন যেন না দেওয়া হয় বিশেষ করে বড় বড় জমিদারদের। সেখানে আমরা বলেছিলাম যে ৫০ হাজার টাকার বেশী যাঁদের জমির ভ্যালুয়েশন তাদের যেন কম্পেনসেশন না দেওয়া হয়। আপনারা ইচ্ছা করলেই আইনকে সেভাবে পরিবর্তন করতে পারতেন। আমরা বলেছিলাম যাঁদের অন্য উপায়ে অর্থার্জনের ব্যবস্থা আছে তাঁদের পকেটে আরো বেশী করে টাকা দেওয়ার কোন সংগত কারণ আছে বলে আমি মনে করি না। আমরা শুনেছি কংগ্রেসের আদর্শ হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ গঠন, কিন্তু তাঁদের কার্যের দ্বারা আমরা দেখছি বড় বড় জমিদারদের পকেটে কি করে বেশী করে টাকা দেওয়া যায়, তারই চেষ্টা হচ্ছে। তাঁদের কার্য ও নীতির মধ্যে এই বৈষম্য আমরা কিছুতেই সমর্থন করতে পারি না। এই নীতি যদি গ্রহণ না করা হত তাহলে আজকে সরকারে অনেক অর্থও বেঁচে যেত। তারপর আমরা বলেছিলাম এই স্লাম ক্লিয়ারেন্সএর একটা প্রতিনিধিমূলক বডি করুন যাতে এই লোজিসলেচারএর সভ্য থাকবেন, ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টএর সভ্য থাকবেন, এবং বস্তীবাসীদের যেন দু-একজন প্রতিনিধি থাকে—এবং ক্যালকাটা করপোরেশনএরও প্রতিনিধি থাকেন। এইরকম বোর্ড যদি গঠন করা হত তাহলে বস্তি উন্নয়নের পথ সুগম হত এবং বস্তীবাসীদের সহযোগিতার অর্থও কম লাগিত। কিন্তু আপনারা আমাদের কথায় কর্ণপাত না করে একটা অগণতান্ত্রিক বিল আমাদের সামনে এনে হাজির করলেন। সুতরাং আপনাদের সঙ্গে সহযোগিতা আমরা কি করে করতে পারি? তারপর কম্পেন্সারবল রেন্ট সম্বন্ধে আমরা যে কথা বলেছিলাম—এসমস্ত দরিদ্র বস্তীবাসীরা যে হারে বর্তমানে ভাড়া দেয় তারচেয়ে বেশী ভাড়া তারা কখনোই দিতে পারবে না। এই বিষয়ে আমাদের প্রস্তাবও আপনারা গ্রহণ করেন নি। অল্টার্নেটিভ একমোডেশনএর কথাও—যেখানে আপনারা বলেছেন এক মাইলের মধ্যে পুনর্বাসন দিতে হবে, কিন্তু এসব বস্তীবাসীরা যারা নিজেদের বস্তীর কাছেই ছোট ছোট দোকান বা অন্যান্য ছোট ছোট শিল্পের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে তাদের যদি দূরে নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে তাদের জীবিকার অসুবিধা ও অনেক ক্ষতি হবে। যা হোক সরকার যে এটা গ্রহণ করেছেন যে ঐ বস্তীগুলির মধ্যে [illegible] অল্টারনেট একমোডেশনএর ব্যবস্থা করবেন। তাদের আর এক মাইল দূরে নিয়ে যেতে হবে না। সরকার যে এই নীতি গ্রহণ করেছেন যে সরকার বস্তীবাসীদের এক মাইলের মধ্যে একটা ব্যবস্থা করে দেবেন।

তারপর বস্তী ভাঙ্গার জন্য এবং বস্তী থেকে তাদের অন্যত্র পুনর্বসতির জন্য তাদের অর্থনৈতিক জীবন যেভাবে বিপন্ন হয়ে পড়বে, তারজন্য সমুচিত কম্পেনসেশন কিছু কিছু দেবার ব্যবস্থা এই বিলে হয়েছে। যাতে বাস্তবিক সেটা কার্যকরী হয় সেটা দেখা দরকার। আমরা অনেক সময় ভাল বিল পাস করি কিন্তু কাজের সময় দেখা যায় যে অনেক বাধা অনেক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়।

তারপর বস্তীবাসীর একমোডেশনএর সময় হাউস যখন রি-মডেলিং হবে, সেই সময় রি-মডেলিং হাউসে বাস করবার জন্য তাদের যেন প্রথম জায়গা দেওয়া হয়, যারা প্রথমে সেই বস্তীর অধিবাসী ছিলেন। সেদিক থেকে সরকারের ব্যবস্থা করা বিশেষ প্রয়োজন। কাজেই

শিশুরা যেখানে কাজ করে সেখানে শিশুদের উপর যত রকম অমানুষিক অত্যাচার, এক্সপ্লয়টেশন চলে, এইগুলি বন্ধ করতে হবে আইন করে। চাইল্ডদের রাইটস বলে একটা জিনিস আছে, সেটা সমাজের কাছে, সরকারের কাছে, দেশের কাছে—মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকার একটা রাইটস তাদের আছে। সেই রাইটস সরকার সুরক্ষিত করুন। সেদিকে তাকিয়ে দেখুন, তাদের উপর যে অত্যাচার হয়, এক্সপ্লয়টেশন হয়, তার প্রিভেনশন যদি সরকার না করেন, তাহলে করবে কে?

এ সম্বন্ধে আমি কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি। যেমন হোটেল বয়েজ, রেস্টুরেন্টে যেসমস্ত ছোট ছোট ছেলেরা কাজ করে। আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি তাদের অনেকেই দুবেলা টিফিন খেতে পায়, আর দু আনা করে মাইনে পায় রোজ। ছোট ছোট ছেলেরা দৈনিক দু আনা রোজে কাজ করে, এবং রাত্রে মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময় ঘুমায়, তা বাদে আর সব সময় হোটেলে কাজ করতে হয়। তারা হোটেল বয়েজরা একটু যদি কাজ করতে না চায়, বা মালিকের মনোমত না হয়, তাহলে প্রহার খেতে হয়, এমনকি শারীরিক অত্যাচারও চলে। ঠিক এইভাবে ফ্যাক্টরীতে যেসকল শিশুরা কাজ করে, তাদের উপর এক্সপ্লয়টেশন চলে। এগুলি আইন করে প্রিভেন্ট করা যায়।

[4-30—4-40 p.m.]

এগুলি আইন করে বন্ধ করা উচিত। হোটেলে যারা কাজ করে তার একটা রেজিস্ট্রেশন করার ব্যবস্থা করা উচিত এবং এর জন্য একটা বডি তৈরি করা যেতে পারে যাতে এসমস্ত প্রিভেনশন করা যায়। তা ছাড়া শিশু হকার তৈরি হচ্ছে আমাদের দেশে, শত শত হাজার হাজার এরকম বেরুবে। এসমস্ত ছেলেদের উপর নানা রকম অত্যাচার হয়। যেমন শু-শাইন বয়েজ কেউ হয়ত দু'পয়সা ফেলে দিয়ে চলে যায় এ সমস্ত ব্যাপারে সুব্যবস্থা করা কঠিন। এখন দেখতে হবে যাতে এসমস্ত চাইল্ডদের উপর কোন এক্সপ্লয়টেশন না হয়। যে সমস্ত শিশুরা এভাবে এক্সপ্লয়টেড হয় তারা ডেসপারেট হয়ে যায়। আর হবে নাই বা কেন? তাহলেই তো তারা ডেলিকোয়েন্ট হবে। সেদিক থেকে তাদের সম্পর্কে যথেষ্ট চিন্তা দেওয়ার দরকার আছে। এবং এই সমস্ত এক্সপ্লয়টেশনের বিরুদ্ধে প্রটেকশন হিসাবে মেজার নেওয়ার দরকার আছে। সামাজিক দিক থেকে, সরকারের দিক থেকে ব্যর্থতার জন্য শিশুরা সাফার করে থাকে। এ ছাড়া আরও কতকগুলি দিক আছে সেগুলি সরকারের করণীয়। তাদের বড় হবার পথ, মানুষ হবার পথ দিতে পারেন না, অপর দিকে শিশুমনের স্বাভাবিক সুকুমার মতি নষ্ট হয়ে যায়, অপরাধপ্রবণ করে তোলার নানা রকম পজিটিভ ব্যবস্থা আয়োজন আমাদের আছে সেগুলি বন্ধ হওয়া দরকার।

শিশুমনকে প্রটেকশন দিতে গিয়ে অপরাধমূলক শিশু সাহিত্য মোহন সিরিজ জাতীয় যেসমস্ত বই বেরোয় সেই সমস্ত পড়ে শিশুমনে স্বভাবতই নানা রকম ভাবধারা সংক্রামিত হয় যা তখনকার মত বুঝা যায় না, কিন্তু যখন বড় হয় তখন তাদের চিন্তাধারা অনেকটা বিকৃত হয়ে যায়, এগুলি প্রিভেন্টেড হওয়া দরকার। এভাবে যে 'হরার কমিক' আছে, যদিও আমাদের দেশে এখনও এসব ততটা হয় নি পাশ্চাত্ত্য দেশে বিশেষত ইউ, এস, এ-তে হত্যা থেকে আরম্ভ করে এমন কোন অপরাধ নাই যা সেখানে তারা সংঘটিত করে না, আমাদের দেশেও এ সমস্তের আশঙ্কা আছে। কাজেই এরকম ধরণের ছবি বা অপরাধমূলক শিশুসাহিত্য বাজারে বিক্রয় হয় সেগুলি অবিলম্বে সরকার থেকে প্রিভেন্টেড হওয়া দরকার।

দ্বিতীয়তঃ সিনেমা যা প্রডিউসড হয়, প্রডিউসাররা শিশুমনের উন্নতি হয় এমন বই প্রডিউস করেন বলে আমার অন্ততঃ জানা নাই, তারা করেন না—এমন কি ডকুমেন্টারী ফিল্ম যা তোলা হয় সেগুলি সুষ্ঠু নাগরিক গড়ে তোলার মত কিছু নয়। দেখেছি যে লম্বা লিস্ট আছে তাতে সে ধরণের কিছু দেখি না। তারপর ছেলেরা যেসব সিনেমা দেখে অভিভাবক—মা-বাপের সঙ্গে বসে যেসব বই দেখে শেষ পর্যন্ত তার প্রতিক্রিয়া শিশুমনের উপর কি হয় তা তখন হয়ত টের পাওয়া যায় না কিন্তু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে অস্বাস্থ্যকর মনোভাব, যে চিন্তাধারা তা নানা আকারে বেরিয়ে পড়ে। সুতরাং আজকে প্রিভেনশন থাকা উচিত। সিনেমার দিক থেকে চিল্ডরেনের জন্য কিংবা জন্য নয় এসব ব্যবস্থা থাকা উচিত। আজকাল অবশ্য অনলি ফর এডাল্ট কিছু কিছু বই থাকে কিন্তু সেসব খুব সামান্য। বেশীর ভাগ সিনেমা নির্বিচারে শিশুরা দেখতে আসে। এগুলি সম্বন্ধে তদন্ত হওয়া উচিত এবং সুব্যবস্থা হওয়া উচিত।

সেদিক থেকে মনে করি—যদিও এই বিলটা একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় বিল, যদিও এই বিলের দ্বারা নিশ্চয়ই বস্তীবাসীদের বহুদিনের দুঃখ, দারিদ্র্য, অভাব অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, পায়খানার অভাব, জলের অভাব, ড্রেনের অভাব ও নানা রকম ব্যাধির মধ্যে তাদের বাস করতে হয়, সেসব দূর হবে। এই আইন পাস হবার সময় আমি আশা করবো সরকার সঙ্গে সঙ্গে, বা ইতিপূর্বেই কোন প্ল্যান গ্রহণ করেছেন, না করে থাকলে, যত শীঘ্র সম্ভব একটা কার্যকরী প্ল্যান গ্রহণ করবেন। এ বিষয়ে এসেমবলীর সভ্যদের সহযোগিতা ও পরামর্শ গ্রহণ করা প্রয়োজন। যদিও কোন বোর্ড তাঁরা গঠন করলেন না, এই বিলকে কার্যকরী করবার সময় এই সম্পর্কে সকল প্রতিষ্ঠানের ও জনসাধারণের সাহায্য ও সহযোগিতা যদি সরকার গ্রহণ করেন, তাহলে আমার মনে হয় এটা একটা ভাল বিল সহজে কার্যকরী করা যাবে ও দরিদ্র জনসাধারণের কল্যাণ হবে।

Sj. Ganesh Ghosh:

মিঃ স্পীকার, স্যার, এই

The Calcutta Slum Clearance and Rehabilitation of Slum-dwellers Bill.

আজ শেষ পর্যায়ে এসেছে। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে—এই বিলে সরকার যে অলংঘ্যনীয় অন্যায় জিদের পরিচয় দিয়েছেন তা খুব অশোভন হচ্ছে। স্লাম ক্লিয়ারেন্স যদি সরকারের সত্যি সত্যি উদ্দেশ্য হতো, তাহলে আজ কলকাতার যেসমস্ত বস্তীগুলি আছে তা অব্যবহার্য, গরীব মানুষ নিম্নমধ্যবিত্ত ব্যক্তিরা শুধু সহস্র সহস্র নয়, লক্ষ লক্ষ ব্যক্তিরা সেখানে বাস করে, তাদের জীবনের অবস্থাকে উন্নত করবার যদি সরকারের উদ্দেশ্য থাকতো, তাহলে আমরা খুব একটা সাধারণ বুদ্ধিতে সমস্যা সমাধান করবার যে পথ, সেই পথের নির্দেশ এখানে দেখতাম। এটা বলতে গেলে এই বিলে যে কথা বলা হয়েছে, যে স্কীম নেওয়া হয়েছে, সেটা খুব মিসএডভেঞ্চার, খুব একটা বোল্ড এ্যাপ্রোচ বলে বলা যায়। এটা কি হবে? এটা সরকার খুব ভাল করে জানেন যে, উদ্দেশ্য এই স্কীম করা হয়েছে, তা কোনদিন কার্যে পরিণত হবে না কোনদিন উন্নতি করতে সরকার পারবেন না। তাঁরা জানেন কলকাতার সমস্ত স্লামস গভর্নমেন্ট নিয়ে, সেই স্লামসএর অস্বাস্থ্যকর ঘর, কুটিরের পরিবর্তে ভাল দালান তৈরি করে সাধারণ মানুষের অনেক রকম সুযোগ সুবিধা দিয়ে বাস করাবার ব্যবস্থা করতে গেলে যে অপর্যাপ্ত পরিমাণ টাকার প্রয়োজন হয় ৪০ কোটি টাকার উপর, সেই টাকা বাংলা সরকার পাবেন না। সে কথা বাংলা সরকার জানেন যা কোনদিন সম্ভব হবে না কংগ্রেস আমলে তা সম্ভব হবে না। তাহলে সেই স্কীম করবার অর্থ কি? করব না। সাধারণতঃ গরীব মানুষকে বিব্রত করবার চেষ্টা এর দ্বারা করা হচ্ছে।

[8-50—9 a.m.]

একথা স্বীকৃত, কংগ্রেস সরকার তাঁরাও জানেন যে গতিতে স্লাম ক্লিয়ারেন্স ভারতবর্ষে হচ্ছে সেই গতিতে কলকাতার স্লামগুলির উন্নতি করে, কলকাতায় পাকা বাড়ী করতে গেলে অনেক টাকা লাগবে। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে কলকাতার স্লাম ক্লিয়ার করতে ৩০ বছর লাগবে। এও জানি এই ৩০ বছর কি কংগ্রেস সরকার পশ্চিম বাংলায় থাকবেন?

[এ ভয়েসঃ আহা, নিশ্চয়ই থাকবেন।]

কিন্তু এই ৩০ বছর যদি কংগ্রেস সরকার পশ্চিম বাংলার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন, সেদিনও এই স্লাম যেগুলির কথা এখানে উল্লেখ করা আছে, সেগুলি স্লাম হয়েই থেকে যাবে। যাইহোক, আপনারা ঐ যে স্বর্গে বাস করেন, ঐখান থেকেই পশ্চিম বাংলার শাসনক্ষমতা চালাবেন এবং স্লাম যদি স্লামই থাকে তাহলে এই স্লামএর আঘাতে বাংলা সরকার গদিচ্যুত হবে।

[ভয়েসেসঃ আহা, আহা।]

ঐ যে কিসের স্বর্গ বলে, সেখানে আপনারা বাস করুন, আর আমরা দূর থেকে দেখি। মিস্টার স্পীকার, স্যার, আমি যে প্রশ্ন রাখতে চাই, সেটা হচ্ছে স্লাম ক্লিয়ার করা, স্লামএর উন্নতি করার জন্য যে সদিচ্ছা কংগ্রেস সরকার প্রকাশ করেছেন, সেই সদিচ্ছা যদি সত্যই তাঁদের অন্তরে থাকত তাহলে কতকগুলি কমনসেন্স এপ্রোচ যাকে বলে, সেই এপ্রোচগুলির নির্দেশ এই বিলে থাকত।

তারপরে বিজ্ঞাপন। আজকাল সমস্ত কলিকাতা শহরে এবং বাহিরে যেখানে সিনেমা আছে সেখানে সমস্ত অঞ্চল জুড়ে বিজ্ঞাপনের ছবি এত কুরুচিপূর্ণরূপে তৈরি যে অনেক সময় পূর্ণ-বয়স্কের পক্ষেই কুরুচিপূর্ণ মনে হয়, এবং দেখা উচিত নয়। এই সমস্ত ছবি যদি নিত্যনিয়ত শিশুদের চোখের সামনে থাকে তাহলে তার প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য এবং ভাল প্রতিক্রিয়া যে হয় না, তা সকলেই সহজে বোঝেন। এসব কেন সেন্সার্ড হয় না? এ বন্ধ করবার কোন আগ্রহ নাই। এমনকি যেসব ছবি অনলি ফর এডাল্টস তাদেরও বিজ্ঞাপন বেরিয়ে যায়, আর যেটা শিশুর দেখা উচিত নয়, সেটা বাহির থেকে বিজ্ঞাপনের মারফত দেখে নেয়। এ, জিনিসটা বন্ধ না করলে আতঙ্কজনক অবস্থার সৃষ্টি হতে বাধ্য। এগুলি বন্ধ করা প্রয়োজন।

[4-40—4-50 p.m.]

এ ছাড়া আর একটা দিক আছে যেখানে জোর কোরে শিশুকে ডেলিনকোয়েন্ট কোরে দেওয়া হয়। শুধু সিনেমাই কারণ নয়, বা সমস্ত শিশু সাহিত্য মারফতও জোর কোরে তাদের ক্রিমিন্যাল কোরে দেওয়া হয়। এদের ক্রিমিন্যাল কোরে তোলার জন্য যে ইন্টার-প্রভিন্সিয়াল গ্যাংগের আড্ডা চলছে—বিশেষতঃ কলকাতা শহরেই তাদের মার্কেট। সকলেই জানেন পুলিস এ বিষয়ে ওয়াকিফহাল। আমাদের মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন গিয়েছিল এই শিশু চুরির ব্যাপার নিয়ে। মুখ্যমন্ত্রী আমাদের বলেছিলেন—তোমরা একথা ত জান, আমার এত জানার সময় নেই, কিন্তু যাদের শিশু চুরির ঘটনা ঘটে, তারা যদি তখনই ধরে পুলিসের হাতে দেয়, তাহলে সেই গ্যাংগ কোথায়, তার চেন কোথায় কোথায় তা ধরা যায়। আমি সেদিন আশ্চর্য হয়েছিলাম মুখ্যমন্ত্রীর কথা শুনে। শিশু চুরি করা যেখানে ঘটে, সেখানে তারা নানা রকম অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করে, এবং তাদের ধরতে পারা সহজ নয়, একথা সকলেই জানে। এজন্য তাদের একটা ইন্টার-ন্যাশনেল গ্যাংগ আছে, যারা শিশু চুরি করে এবং এটা আজকাল একটা ভয়ংকর মারাত্মক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই রকম অবস্থায় যদি এই গ্যাংগকে বার করবার জন্য পুলিস সচেষ্ট না হয়, তাহলে কে সচেষ্ট হতে পারে? এই যে পুলিসের নিষ্ক্রিয়তা, ও গ্যাংগ বার করবার জন্য পুলিসের নিষ্ক্রিয়তা ও ব্যর্থতা এটা সাংঘাতিক। এটা পাবলিকলি রিনাউন্সড হওয়া উচিত—এই পুলিসের নিষ্ক্রিয়তা এবং ব্যর্থতা। আমরা এখনও শুনি যে হয়ত এই গ্যাংগের সংগে পুলিসের যোগসাজস আছে। তা না হলে কেন পারে না? কেন শিশু চুরির ঘটনা ঘটতে পারে? কেনই বা শিশু চুরির ব্যাপারের উপরে এরকম শাস্তির ব্যবস্থা হয় না? কতকগুলি স্পষ্ট কার্যের খবর বেরিয়েছে যে একটা ভিখারী করবার জন্য ছেলে চুরি কোরে হাত কি পা ভেংগে দিয়ে চিরকালের মত ক্রিপল কোরে দিয়েছে, এরকম বহু ঘটনা বহুদিন বেরিয়েছে। এটা প্রতিদিনকার আশংকার কারণ হয়েছে। যে কবে কার ছেলে চুরি হবে, এই রকম দুর্ঘটনা হবে, তখন কিছু চেষ্টা করা হবে, কিন্তু এ সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত তেমন কোন স্টেপ নেওয়া হল না। পুলিসের রিপোর্টে দেখা গিয়েছে এই সমস্ত শিশু নিয়ে গিয়ে পিকপকেটের গ্যাংগ তৈরি করা হয়। ছোট ছোট ছেলে পিকপকেট এই সমস্ত লোকের কাছ থেকে ট্রেনিং পায়। নানা রকম এথলেটিকসরা সার্কাস করে রাস্তার মোড়ে মোড়ে, এ অনেক সময় দেখা যায়, এগুলো আইন দিয়ে বন্ধ করা হয় না। যারা এদের নিয়ে প্রফিট করে, এই সার্কাস দেখিয়ে পয়সা উপার্জন করে—তাদের বিরুদ্ধে ভাল কোন মেজার নেওয়া হয় না। কি জন্য হয় না? শুধু দু বছরের পানিশমেন্ট এই আইন আছে। যে লোক একটা শিশুর জীবন ক্রিপল কোরে দেয়, জন্মের মত নষ্ট করে দেয়, তার মাত্র দু বছরের সাজা। কেন তার উপরে যাবজ্জীবনের সাজা হবে না? এই ধরণের 'ক্রাইম'-এর জন্য কঠোর সাজার ব্যবস্থা থাকা উচিত। সেইজন্য আমার কথা যে ডেলিকোয়েন্সি যদি বন্ধ করতে হয়, সে সম্পর্কে যদি কোন কার্যকরী পন্থা নিতে হয়, তাহলে এই সমস্ত প্রিভেন্টিভ মেজারসের কথা আগে ভাবা উচিত ছিল।

[At this stage the blue light was lit]

আমি ২৫ মিনিট সময় নিয়েছি, আর ৫ মিনিটে হয়ে যাবে!

Mr. Speaker: It is going to the Select Committee and you are a member of the Select Committee.

কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে টাকা পাওয়া যাবে, প্রত্যেক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বা প্রতি বছর কিছু কিছু টাকা পাওয়া যাবে, এবং সেই টাকা দিয়ে জমিদারদের কাছ থেকে অত্যধিক মূল্যে বস্তিজমিগুলি কিনে নিয়ে, সেখানে দালান বাড়ী করতে যত টাকা লাগবে, সেই গতিতে কলকাতার স্লামএর উন্নতি কত বছরে হবে, তা ভেবে দেখুন। যদি সরকারের স্লাম ক্লিয়ারেন্স-এর জন্য যথার্থ আকাংখা থাকত, তাহলে এখানকার স্লামগুলির উন্নতি করবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে যে টাকা পাচ্ছেন, সেটাকে ডাইভার্ট করা উচিত ছিল। আপনারা কংগ্রেস সরকারে থাকাকালীন, এখানে জমি একোয়ার করে, সেখানে দালান বাড়ী তৈরি করুন খুব ভাল কথা। কিন্তু সেখানকার এইসমস্ত দালান বাড়ীতে স্লামএর লোকদের থাকবার সুযোগ দিন। তা করলে পরে স্লাম এলাকার লোকদের সুবিধা হবে এবং কলকাতা করপোরেশনএর উপর যে প্রেসার আছে তাও কমবে। ১৯৪৯ সালে বেঙ্গল গভর্নমেন্ট সমস্ত স্লাম সম্পর্কে যে কমিটি নিযুক্ত করেছিলেন, সেই কমিটির রিপোর্ট আছে যে কলকাতা শহরে চার হাজার বস্তী আছে। এর কয়টা বস্তী পশ্চিমবাংলা সরকার নিতে পারবেন জানি না। একটা, দুটোর বেশী নিতে পারবেন না, আমরা জানি। সুতরাং ঐ স্লাম বর্তমানে যে জায়গায় আছে, সেখানে যদি আরও ৩০ বছর থেকে যায়, তাহলে সেটা কি সরকারের কৃতিত্ব? অতএব যে কথা স্লাম ক্লিয়ারেন্স বিলে বলা হচ্ছে, তা সমর্থন করা যায় না। থাকবার সুবিধা হবে বলে দালান বাড়ী হোক, কিন্তু সেখানে সস্তা ভাড়ায় বস্তীর অধিবাসীদের থাকতে দিন। আর তার সঙ্গে তাদের কিছু টাকা দিয়ে দিন যাতে এক্‌জিস্টিং স্লামগুলির উন্নতি হতে পারে। এখন স্লামএ যারা বাস করছে, তাদের জন্য একটু পানীয় জলের ভাল ব্যবস্থা করা উচিত। স্যানিটারী ল্যাট্রিন, আলো, রাস্তা ইত্যাদির যদি ভাল বন্দোবস্ত করা যায়, তাহলে নিশ্চয়ই আজকে স্লামএ যারা অসহনীয় জীবন যাপন করছে তার খানিকটা ভাল হত। যখন এই স্কীম কার্যে পরিণত হবে, এখনও যে সহস্র সহস্র স্লাম কলকাতায় থাকবে, সেই স্লামএর অধিবাসীদের জীবন সুসহ করবার জন্য বাংলা সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করছেন, এ কথা আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে জানতে চাই। এক্‌জিস্টিং যেসমস্ত আইন আছে, তার সামান্য কিছু অদলবদল করলেই কি স্লামস লাইফ সুসহ হয়ে উঠবে? একটা কথা প্রথম থেকেই ডাক্তার রায় কিম্বা মাননীয় জালান সাহেব আমাদের বুঝিয়ে দিতে পারেন নি ঠিকা টেনান্সী এ্যাক্টকে কোন পরিবর্তন করা যায় না, ইন ফেভার অফ ঠিকা টেনান্সীস কেন পরিবর্তন করা যায় না। একথা সত্য যে এই বিল পাশ করতে কংগ্রেস সরকার স্লাম অধিবাসীদের এই কথা বলেন যে তোমাদের জীবনের উন্নতি করবার জন্য আমরা আইন করছি। কিন্তু বাস্তবে তা হবে না। আমরা চাই স্লাম অধিবাসীদের জীবনযাত্রার অবস্থা আরো ভাল হোক। তার কোন প্রভিসন এই বিলের মধ্যে নেই। কেন নেই এই কথা বলতে চাই। স্লাম ক্লিয়ারেন্সএর চেয়ে স্লাম প্রিজার্ভই করছেন। স্লামএর মানুষ এর উপর বিশ্বাস রাখবে এ কথা সত্য নয়। এ কথার ভিতর ভুল আছে। তাঁদের মনের ভিতর মানুষকে বিভ্রান্ত করবার যুক্তি আছে। স্পীকার মহাশয়, এই বিল কংগ্রেস সরকার প্রত্যাহার করে নিন। প্রত্যাহার করে নিয়ে একটা ভাল বিল আনুন। এই বিলে পাকা বাড়ীর ব্যবস্থা হবে, ইমপ্রুভমেন্টএর অন্যান্য ব্যবস্থা হবে। কতকগুলি ত্রুটি এই বিলের মধ্যে আছে যারজন্য এই বিল সমর্থন করতে পারি না। ভাড়ার কথা। না হয় ধরে নিলাম যে পাকা বাড়ী হবে, হবে কিনা জানি না, এক আধটা হতে পারে। বাংলাদেশে ১০ লক্ষ লোক আছে ১৯৪৯ সালের কংগ্রেস নির্বাচন কমিটি বলেছেন, আজকে সেটা কমে গিয়ে ৫ লক্ষ ৩১ হাজার হবে, আমাদের ধারণা স্লামএ বা বস্তীতে এরচেয়ে বেশী লোক বাস করে। দুই একটা বাড়ীর মধ্যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে একটার বেশী হবে না। এখানে বহুবার বলা হয়েছে দম দম রোড এবং বি, টি, রোডএর মোড়ে একটা বাড়ী হবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার তৃতীয় বৎসর চলছে, এই কাজ কতটুকু এগিয়েছে তা জানি না। একটা বাড়ী হবে, সেখানে ৮০০ পরিবার থাকতে পারবে। সাড়ে পাঁচ লক্ষ লোক সংখ্যাও যদি ধরে নিই তাহলে একটা বাড়ীতে তাঁরা কতগুলিকে দিতে পারেন। আর বাড়ীর কি ভাড়া হবে, যতদূর জানি সেটা যা হবে তাতে অনেক পরিবারের থাকবার সুযোগ হবে না। এখানে দুর্নীতি আছে। ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট বা বাংলা সরকার যে বাড়ী করেছে তাতে যাদের সত্য সত্যই এইসব বাড়ীতে থাকবার কথা তারা থাকতে পারছে না। ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টএর বাড়ীতে আমরা জানি যেসব ওয়ার্কারদের জন্য টেনামেন্টস করা হয়েছে তাতে সব ওয়ার্কারসরা থাকতে পারে না। অনেকে থাকে ওয়ার্কারসদের মিথ্যা নাম করে যারা

Sj. Bankim Mukherji:

এতে নির্দিষ্ট আছে যে স্পীকারযেরকমভাবে বলবেন সেইরকমভাবে সিলেক্ট কমিটি চলবে। সিলেক্ট কমিটিতে অন্য প্রকার দেখার আবশ্যক হয়েছিল যখন বস্তী বিলের এমেন্ডমেন্ট চাওয়া হয়। অর্থাৎ এসেমব্লিতে যেভাবে মুভ করা হয় সেইটাই যদি সিলেক্ট কমিটির স্কোপ হয়, তাহলে মনে হয় সিলেক্ট কমিটির স্কোপ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ করা হয়। মিসেস সেন যেটা বলতে চাইছেন সে কথা হচ্ছে এই যে, বিল যে অবস্থায় রয়েছে তার চেয়ে এর স্কোপ আরও না বাড়ালে তিনি যে বিল এনেছিলেন তা সার্থক হয় না। কাজেই এই বিলে যা আছে তা ছাড়াও বিলে যেটা নাই সেটার সম্বন্ধেও বিশেষ কোরে বলতে বলবেন।

Mr. Speaker: If you are a member of the Select Committee you can speak about those omissions there.

Sj. Bankim Mukherji:

বিশেষ কোরে আপনার কাছে নির্দেশ চাওয়া হবে যে এর স্কোপের যে নির্দেশ দেবেন, মিসেস মনিকুন্তলা সেনের যে সাজেশন আছে তা যেন সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণ করেন।

Sjkta. Manikuntala Sen:

সেইজন্য আমি বিলের বাহিরে অনেক কথা বলছি। আমার সাজেশনগুলো সিলেক্ট কমিটিতে গৃহীত হবে কিনা জানি না। তারপরে নেগ্‌লেক্টেড চিল্ডরেন সম্বন্ধে এখানে যে সিডিউল দেওয়া রয়েছে কতকগুলো চিল্ডরেন যে ধরণে নেগ্‌লেক্টেড হয়েছিল, এইটুকু সীমাই যদি রাখা হয় তাহলে যারা প্রকৃতপক্ষে নেগ্‌লেক্টেড, তাদের ওদের হাতে যেতে দেওয়া হবে। যেসমস্ত স্বামীরা ভরণপোষণ করতে পারেন না, বিশেষতঃ বিধবা মায়ের সন্তান—যাদের ভরণপোষণ করবার কিছু নেই—এই রকম সমস্ত অসহায় সন্তানদের যাদের কোন রকম উপায় নেই তাদের যদি ইনক্লুড করা না হয়, তাহলে তারা ডেলিনকোয়েন্ট হবে, এবং ঐ যারা অপরাধী তাদের হাতে পড়ে তাদের ভিক্টিম হবে। এই নেগ্‌লেক্টেড চিল্ডরেনদের এর আওতার মধ্যে এনে তাদের হোম কোরে মানুষ করতে হবে। এ ছাড়া উপায় নাই। আমাদের দেশে শিশু সমস্যার মূল কারণ অসহায়তা, অসহায় বাপ-মা। কাজেই এটার যে অর্থনৈতিক কারণ রয়েছে তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। তাই অন্ততঃ ফিউচার জেনারেশনের জন্য একটা জেনারেশনেরও শিশুদের হোমে নিয়ে গিয়ে বাঁচাতে হবে।

তা ছাড়া এই ট্রেনিংএর ব্যবস্থার কথা সম্বন্ধে বলতে পারি যে বরস্টাল স্কুল বা রিফরমেটরী স্কুল সেখানে আমি যতদূর জানি—সেখানে যতটা চিন্তা দেওয়া উচিত, কি কোরে ওয়েয়ার্ড চাইল্ড, ডেলিনকোয়েন্ট বা ভ্যাগ্রান্ট চিল্ডরেন মানুষ করার সম্বন্ধে ততটা চিন্তা দেওয়া হয় না। সাধারণতঃ আমরা দেখতে পাই যে তাদের একই জেলে রাখা হয়। কাজেই যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলা উচিত, শিশুকল্যাণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি যদি সিলেক্ট কমিটিতে থাকে তবেই বিলকে সত্যসত্যই উপযোগী কোরে তোলা যাবে।

এই সম্পর্কে আমার একটা সাজেশন ছিল। আমার সাজেশন হচ্ছে যে এ সম্বন্ধে তাড়াহুড়া না করাই ভাল। অর্থাৎ ৩১এ অগাস্টের মধ্যে সিলেক্ট কমিটি রিকমেন্ডেশন দিতে হবে তা না করে যদি চাইল্ড সাইকোলজিস্ট, শিশুকল্যাণ সম্পর্কে যাঁরা কাজ করে থাকেন ইত্যাদি সমস্ত নন-অফিসিয়াল অর্গেনাইজেশন ও চাইল্ড স্পেসিয়ালিস্টদের নিয়ে সম্মেলন ডেকে তাঁদের মত নিতেন তাহলে এ বিষয়ে অনেক সমাধানের পথ বেরিয়ে আসত। সেজন্য ঐ সমস্ত জানবার পর সরকার যদি এই বিল ড্রাফট করতেন তাহলে ভাল হত। কিন্তু এই রকম ধরণের একটা টেকনিক্যাল বিল যে এইরকমভাবে আনবেন তা আমরা ভাবতে পারি নি। তথাপি শেষ মুহূর্তে হলেও আমি অনুরোধ করব যে আমাদের শিশুকল্যাণ যদি প্রকৃত উদ্দেশ্য হয় তাহলে এইরকমভাবে ডেট লিমিট না করে দিলেই ভাল হবে। সেজন্য আমার সাজেসন হচ্ছে যে একটা সম্মেলন ডেকে বিলটা সঠিকভাবে ড্রাফট করুন।

ওয়ার্কার্স নয়। এইসব টেনামেন্টসএর কি ভাড়া হবে জানি না। বিলে বলা আছে সরকার ঠিক করে দেবেন। সরকারের ধারণা অতি উঁচু। ভাড়া সাধারণত ক্রয় ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। তাদের যে আয় সেই আয় দিয়ে এই বাড়ী ভাড়া দিতে পারবে না। সরকারী বাড়ীর ৭৭, টাকা ভাড়া। ৭৭ টাকা ভাড়া হলে তার উপার্জন ৭৭০ টাকা হওয়া উচিত। সুতরাং এই বাড়ী ভাড়া দিয়ে সেই বাড়ী স্লামএর অধিবাসীরা গ্রহণ করতে পারবে না। সরকারকে ঠিক করতে হবে যে এই বাড়ী ভাড়া ৪-৫ টাকার বেশী না হয়। তা যদি হয় তাহলে স্লামএর অধিবাসীরা এতে থাকতে পারবে না। থাকবে মধ্যবিত্ত যারা মন্ত্রী মহাশয় কিম্বা রাইটার্স বিল্ডিংসএর অফিসার দের প্রভাবিত করবেন। সেই স্লামএর অধিবাসীদের বেলায় ঘর নেই।

[9—9-10 a.m.]

তাই আমি শুধু বলছি যে, কলকাতার স্লামগুলি ইমপ্রুভ করুন। কলকাতার স্লামএ জীবনযাত্রা আর একটু ভাল হোক কিন্তু যেভাবে আইন করছেন তা সমর্থন করতে পাচ্ছি না। আমরা চাই কলকাতার স্লামএর উন্নতি হোক। এই বিলে কলকাতার স্লাম অধিবাসীদের একটুও উন্নতি হবে না। আমরা সমর্থন করতাম যদি এক্সিস্টিং স্লাম ৩০ বছর পর্যন্ত যেসমস্ত স্লাম থাকবে সে সমস্ত স্লাম ভাল করার একটুও চেষ্টা হত। তাই শেষকালে কংগ্রেস সরকারকে বিশেষ করে জলান সাহেবকে বলবো যে এই বিল নিয়ে আর প্রসিড করবেন না, এই বিল এখানেই থাক। সকলে মিলে চিন্তা করলে নিশ্চয়ই আমরা একটা ভাল পথ বের করবো। উভয় পক্ষ পরস্পর বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করছি না। সকলে মিলে চিন্তা করে এমন একটা আইন যদি করা হত যে আইনে বস্তীবাসীদের যথার্থ উন্নতি হত তাহলে সমর্থন করতাম। অনেকে বিদ্রূপ করছেন, ঠাট্টা করছেন। আমি তাকে বিনীতভাবে অনুরোধ করতে চাই আমাদের সঙ্গে চলুন একটা বস্তীতে মিটিং করি। আপনারা সমর্থনের জন্য বলুন আর আমরা কমনসেন্স এপ্রোচএ যা আমাদের মনোভাব তা আমরা তাদের কাছে প্লেস করি। তারপরও যদি তারা সমর্থন করে তাহলে অসংকোচে আমরা এই বিল সমর্থন করবো। কিন্তু যদি তারা সমর্থন না করে তাহলে এই প্রতিশ্রুতি দিন যে এই চ্যালেঞ্জএর পর আপনারা নিশ্চয়ই আমাদের আর বিরোধিতা করবেন না। যাই হোক জালান সাহেবের সদ্বুদ্ধির কাছে আবেদন করে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Chani: Mr Speaker, Sir, you will remember that at the first reading of the Bill I had said that the change in title was a mere joke on the slum-dwellers. Today I am in a position to say that it is not only a mere joke but it is also a bluff. I say this on the authority of no less a person than the Hon'ble Minister himself, because it was he who, at the time of clause by clause discussion, repeatedly impressed on us that we were mistaken if we mistook this Bill for a Rehabilitation Bill and his department for the Rehabilitation Department; so that it finally nails down the rehabilitation bluff.

Before this we had a Select Committee and a report. Unfortunately, to me it appeared to be a hoax. This Slum Clearance Bill is essentially a Calcutta problem, but for this the Select Committee had been constituted in a way that it had a non-Calcutta majority. In fact, all attempts were made to make it just a replica of this Assembly so that the Congress members could maintain the same majority there as they maintain in the Assembly. As a result what we found was that the slum-dwellers' view-points were only represented in the notes of dissent, and they have not come out in the altered shape of the Bill.

Today we review the total capacity of the Government with which it has come out to enact this Bill. We have been told that the State of West Bengal will be getting about Rs. 2 crores from the Second Five-Year Plan allotment for this purpose as its share. There seems to be various misconceptions as to the exact potentiality of these two crores of rupees; and if it is spread out we find the total clearance of the Calcutta slums

[4-50—5 p.m.]

Sj. Sunil Das:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই বিলটা আনবার জন্য সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে সংক্ষেপে আমার বক্তব্য আপনার মাধ্যমে সভার সামনে পেশ করছি। আমার পূর্ববর্তী বক্তা শ্রীমতি সেন এই বিল সম্পর্কে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তার সবগুলির সঙ্গে আমি একমত এবং খুব উপযোগী তিনি কতকগুলি মন্তব্য প্রকাশ করেছেন যেগুলি সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের অবহিত হওয়া প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। তা ছাড়াও আমি কয়েকটা কথা বলছি। উনি বিলটাকে টেকনিক্যাল বলেছেন, কিন্তু আমি আরও একটু এগিয়ে গিয়ে বলব যে বিলটা মেকানিক্যালি ড্রাফট করা হয়েছে, সমস্যাটা একটা মেকানিক্যাল সমস্যা হিসাবে দেখা হয়েছে। কিন্তু সমস্যাটা সোসিওলজিক্যাল, মূলতঃ সাইকোলজিক্যাল, ডেলিনকোয়েন্ট হলে কি হবে, কারা ডেলিকোয়েন্ট, কত বছরের ডেলিনকোয়েন্ট ইত্যাদি দৃষ্টিভঙ্গি সামনে রেখে বিলের ভেতর ব্যবস্থাপনা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু আদৌও কেন শিশুরা ডেলিনকোয়েন্ট হয়, সমাজে ডেলিনকোয়েন্ট হবার উপকরণ কি আছে, কেন আছে সে সম্পর্কে যদি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত হত তাহলে বিলের চেহারা স্বতন্ত্র হত। সেজন্য বলছি যে বিলেতে মেকানিক্যালি সমস্যাটা দেখা হয়েছে, সোসিওলজিক্যাল এবং মূলতঃ সাইকোলজিক্যাল সমস্যা সম্পর্কে দৃষ্টি দেওয়া হয় নি। সুতরাং সমাধানের দিক থেকে ডেলিনকোয়েন্সি যে কতটা বন্ধ করা যাবে এই বিলের সাহায্যে সে সম্পর্কে খুব সংশয় থেকে যাচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা হল চিলডরেন সম্পর্কে। এই সভায় উপস্থিতদের মধ্যে শিশুদের সেবা করবার দায়িত্ব যাঁরা নিয়েছেন তাঁরা নিশ্চয় আমার সঙ্গে একমত হবেন যে সিকিউরিটি অফ চিলড্রেন সম্পর্কে যদি স্টেট কোন নিশ্চিত নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করতে পারেন তাহলে যে আইনই তাঁরা রচনা করেন না কেন সেই আইনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে বাধ্য। কারণ শিশুদের সম্পর্কে যে কোন আইন হোক না কেন তার কর্নার স্টোন হওয়া উচিত সিকিউরিটি অফ চিলড্রেন।

এ সম্পর্কে বিভিন্ন মহিলা শিশু সেবা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বহু আলোচনা হয়েছে এবং তাঁরা সভা সম্মেলন করে প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন, সেই প্রস্তাব সরকারের কাছে পেশ করেছেন কিন্তু মূল সমস্যার দিকে আজ পর্যন্ত তাঁরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন নি। প্রসঙ্গতঃ আমি বলতে চাই যে গত মে মাসে মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনি সংবাদপত্রে পড়ে থাকবেন যে জাতীয় মহিলা সংহতি নামে সারা বাংলায় যে একটা মহিলা প্রতিষ্ঠান রয়েছে তাঁরা শিশু নিরাপত্তা সম্পর্কে একটা প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন এবং সেই প্রস্তাব সরকারের কাছে তাঁরা পাঠিয়েছিলেন। একথা কেউ বলবেন না সব যে এই বিলটার ভিত্তিভূমি শিশু নিরাপত্তা এবং সেই ভিত্তিভূমির উপর এই বিলটা রচনা করা হয়েছে। স্ট্যাটিস্টিক্‌সের খবর যাঁরা রাখেন এবং যাঁরা সমাজসেবা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত আছেন তাঁরা হয়ত আমার সঙ্গে একমত হবেন যে যাঁরা জুভেনাইল ডেলিনকোয়েন্টস হচ্ছে তাদের ভেতর প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ ১৪ বছর বয়স অতিক্রান্ত হবার পূর্বে ডেলিংকোয়েন্ট হয়ে যায়। সুতরাং ১৪ বছর হাজির হবার পূর্বে যে তারা ডেলিংকোয়েন্ট হচ্ছে, তার কি কারণ থাকতে পারে সে সম্পর্কে প্রথমেই অনুসন্ধান করা দরকার। এই বিলটা রচনার পূর্বে যদি একটা সোসিওলজিক্যাল সার্ভে হোত যে বাংলাদেশে ১৪ বছর বয়সের পূর্বে কেন শিশুরা ডেলিংকোয়েন্টস হচ্ছে তাদের কেস হিস্ট্রী যদি স্টাডি করা হোত, বিভিন্ন শিশু ডেলিংকোয়েন্টস তাদের ফ্যামিলী হিস্ট্রী, তাদের এন্টিসিডেন্ট যদি স্টাডি করা হোত—আমি স্যাম্পল সার্ভের কথা বলছি—এই ধরণের যদি সার্ভে করা হোত তাহলে নিশ্চয়ই একটা সূত্র আবিষ্কার করা যেত যে সূত্রের ভিত্তিতে একটা বৈজ্ঞানিক মনোভাব নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই বিলটাকে ভালভাবে রচনা করা যেত কিন্তু সেদিক থেকেও সরকারী প্রচেষ্টা কিছু নেই। তারপরে আর একটা কথা আমি বলতে চাই, এই বিলে আফটার-কেয়ার ব্যবস্থার কথা শুধুমাত্র উল্লেখ করা হয়েছে—যেন এটা উল্লেখ না করলে একটু অসম্পূর্ণ থেকে যায় সেজন্য সামান্য কিছু উল্লেখ করে দিয়ে সরকার তাঁদের কর্তব্য সম্পাদন করতে চাচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে কিন্তু আমার মনে হয় যে আফটার-কেয়ারের যদি যথাযথ ব্যবস্থা না থাকে তাহলে এই ডেলিংকোয়েন্সী সম্পর্কে যত আইনই করুন না কেন তা ব্যর্থ হোতে বাধ্য। ডেলিংকোয়েন্টদের জন্য রিফর্মেটরী স্কুল, ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কুল কিংবা বোরস্টাল স্কুল যতই রাখুন না কেন পর্যায়ক্রমে তাদের যদি

will take—different people have given different views—25, 30 or 50 years. I beg to remind you that I suggested that it will take at least a century for the Government to do it. Previously I mentioned it more or less in passing. Today I will try to convince you with certain figures from the Government. You know, Sir, that in Barrackpore Trunk Road the Government had built pucca tenements consisting of 800 rooms, and they spent Rs. 36 lakhs for that building. So, calculating at that rate we see that if the Government spend the entire Rs. 2 crores for construction purposes only, they can at most bring up 5,000 tenements which will rehabilitate, at the rate of a family of five persons to a room, about 25,000 people, and that by the end of the Second Five-Year Plan. Now, Calcutta slum population, according to Government figures is 5½ lakhs leaving out the Tollygunge area. Calculated in that way we see that the Government intends to rehabilitate 25,000 people in five years, so that one lakh of people will take 20 years, and five lakhs of people will take at least a century, provided the cost of construction remains the same for a 100 years, which is very unlikely, considering the rise of price in every detail. If we take this into consideration we plainly see that this Bill does not even touch the fringe of the problem; it is something like nibbling at a dangerous bait; at least so far as Shri Jalan is concerned, I think it is nothing more than that. That gives us some doubt—is the Government really serious about slum clearance or is it that just now a few pet building contractors have to be fed fat that this Bill has come, so that a few lakhs of rupees will be spent and some people will enrich themselves? If this is so, what is the use of mincing matters? Let us be clear, frank and plain about it.

Sir, previously we had raised the question of rent of the tenements, and the Hon'ble Minister had said it was impossible to fix it today because it was going to vary. Certainly it is going to vary, but rents do not vary from week to week, from month to month, or even from year to year. If variations come in later, any time the Hon'ble Minister can have the Bill suitably amended. In fact, we have seen them coming for amendment of many other Acts every six months or every year. So, what is the difficulty? This much is clear, that when the Government does not specify the rents the slum-dwellers will never be able to afford rents that may be charged by the Government. At least some idea has been given by the Hon'ble Minister. It has been finally proved, during the first reading debate, by our friend, Shri Somnath Lahiri, that the slum-dwellers will not have the capacity to pay that rent or at least it is beyond the capacity of them to pay. At least Government does not say that the slum-dwellers' capacity to pay higher rent will be assured by the Government. This is only possible if the Government promises to subsidise the rent to the extent of 50 per cent., but we all know that the Government is not prepared to do that. May I put it that if the Hon'ble Minister thinks that the rent of wretched hovels in the slums with rents of Rs. 5 or Rs. 7 or Rs. 10 compared with a luxury apartment in a bosh mansion which brings a rental of Rs. 800 or Rs. 400 a month, considering the different types of accommodation and the character of the building, it is comparative rent that does not convey any sense; it is just a jargon. What is necessary is a clear declaration of the minimum and maximum rent for each room that is going to be charged by the Government. The Government is silent because it knows that it cannot commit itself to things which are impossible. That means for certain that slum-dwellers will never be able to move to those pucca tenements.

[9-10—9-20 a.m.]

That is why we are so certain that it will mean uprooting of the huge mass of slum-dwellers.

আফটার-কেয়ারের সুসংগত ব্যবস্থা না করতে পারেন তাহলে দেখা যাবে যে তারা আবার ডেলিংকোয়েন্টে রিভার্টেড হচ্ছে এবং তখন তাদের আর ডেলিংকোয়েন্ট বলা হবে না, তখন তাদের বলা হবে ক্রিমিনাল কারণ তখন তাদের ১৮ বছর বয়স পেরিয়ে গেছে, তারা মেজর হয়ে গেছে এবং ক্রিমিনালদের জন্য যে ব্যবস্থা রয়েছে সেই ক্রিমিনাল প্রোসিডিওর কোডের প্রসাস তাদের উপর পুরোমাত্রাই পড়বে। সেজন্য আমি বলছি যে আফটার-কেয়ার সম্পর্কে আরও একটু ভাবনা চিন্তা করে বিধিব্যবস্থা করা দরকার। আফটার-কেয়ারে কতদিন পর্যন্ত রাখবেন এবং শুধু রাখা নয়, নজর রাখবেন এসব কথা বিস্তৃতভাবে এর মধ্যে নাই। প্রবেশনারী অফিসার ও ইন্সপেকশন অফিসারের ব্যবস্থা থাকা দরকার। এদিকে যদি আপনাদের দৃষ্টি না থাকে তাহলে বিলের যতই সদুদ্দেশ্য থাক না কেন, তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। তাই আফটার-কেয়ার সম্পর্কে বিস্তৃত বিধান এই বিলে থাকা উচিত বলে মনে করি। আরেকটা কথা বলতে চাই যে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নন-অফিসিয়াল ইন্সপেকশনই শুধু নয়, নন-অফিসিয়াল ভিজিটর্সের সিস্টেমও সরকারের গ্রহণ করা উচিত। শুধু সরকারী ইন্সপেকশন হলেই হবে না। সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান থেকে পিরিওডিকেল ইন্সপেকশনের ব্যবস্থাও থাকা দরকার, তারা মাস দুই-তিন বাদ ইন্সপেকশন করবেন যাতে করে যে স্ট্যান্ডার্ড রাখা দরকার থাকা খাওয়া শোওয়া ও শিক্ষার ব্যাপারে এবং যে সিস্টেমে চলা উচিত সেই স্ট্যান্ডার্ড বজায় থাকে ও সেই সিস্টেমে সুষ্ঠুভাবে কাজ চলতে পারে। আমি কোন প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করতে চাই না—শিশুকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের নামে কতগুলি প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত গর্হিত কাজ করছে। সুতরাং বেসরকারী ইন্সপেকশনও দরকার। আরেকটা কথা হল রিসার্চ ব্যুরোর ব্যবস্থা এর ভিতর রাখতে হবে যদি এটাকে সোসিওলজিক্যাল প্রবলেম হিসাবে দেখতে চান। যদি এই সমস্যাকে সমূলে উৎপাটিত করতে চান সমাজজীবন থেকে তাহলে তা আইনের ভিতর রাখতে হবে রিসার্চের ব্যবস্থা এবং সেই রিচার্স কি করে প্রয়োগ করতে হবে এবং কি করে তা হতে পারে তারও একটা বিধান রাখতে হবে, তা না হলে এই আইনটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আর একটা কথা বলতে চাই, শ্রীমতি সেন বলেছেন নন-অফিসিয়াল অর্গেনিজেশনের তরফ থেকে মেমোরেন্ডাম চাইতে হবে, শুধু চাইলেই হবে না, এভিডেন্সের জন্য তাদের ডাকতে হবে। নন-অফিসিয়াল অর্গেনাইজেশনের এভিডেন্স যাতে নেওয়া হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে। তা ছাড়া সাধারণভাবে আমার পূর্ববর্তী বক্তা যেসমস্ত আলোচনা করেছেন তার ভিতর আমি যেতে চাই না। যদি সমাজে একটা নৈতিক আবহাওয়া সৃষ্টি না করতে পারেন, যেমন এখানে সিনেমার কথা বলা হয়েছে এটাই এখানে আমার বড় করে মনে হল—সমাজের একটা প্রবণতা রয়েছে শিশুদের মধ্যে দুর্নীতিগ্রস্থ হবার সেই অপরাধপ্রবণতা যদি বন্ধ না করতে পারেন তাহলে এই আইন সার্থক হবে না। আমার বক্তব্য শেষ করবার পূর্বে আবার আমি অনুরোধ করব এটাকে মেকানিক্যাল প্রবলেম, এবং শুধুমাত্র আইনগত প্রবলেম হিসাবে দেখবেন না, এটাকে সোসিওলজিক্যাল প্রবলেম হিসাবে দেখুন, সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম হিসাবে নিন। এবং যদি এভাবে বিলটা তৈরি করেন তাহলে সকলেই ঘনিষ্ঠভাবে মতামত দেবার সুযোগ পাবেন। এবং তাহলেই আমরা এই বিলটা আমাদের কাছে এলে যাহা প্রয়োজনীয় সংশোধন করা দরকার তা আমরা করতে পরব।

Sj. Hemanta Kumar Basu:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, শিশুদের অপরাধপ্রবণতা দূর করবার ব্যবস্থা করা একটা বিরাট সমস্যা। সমস্ত জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে শিশুদের এই সমস্যা দূরীকরণের উপর। মন্ত্রী মহাশয় যে আইনগুলি একত্রিত করে একটা আইনে পরিণত করছেন সেই আইনগুলি কিভাবে কার্যকরী হয়েছে সে সম্বন্ধে কোন রিপোর্ট আমাদের কাছে রাখলেন না। কত শিশুকে তাঁরা এই সমস্ত আইনের দ্বারা বিভিন্ন বোর্স্টাল রিফরমেটরী স্কুলে পাঠিয়েছিলেন এবং তারা কিভাবে সংশোধিত হয়েছে এবং পরে তারা তাদের নাগরিক জীবন কিভাবে গড়ে তুলছে সেই বিষয়ে কোন ইতিহাস আমাদের কাছে রাখলেন না। একটা ১২ বছরের ছেলের প্রথমে কয়েক মাস জেল হয়—তারপর ১৯৩০ সালে আমরা দেখেছি—তখন তার বয়স ৩২ বৎসর সে তখনো জেলে আছে। সুতরাং জেলেতে তাদের কিভাবে যে সংশোধন হচ্ছে তার খবর কিছুই তিনি বলেন নি। তাদের কিভাবে বাস্তবে চরিত্র ও মনের পরিবর্তন হবে এবং তারা ভবিষ্যতে কিভাবে দায়িত্ববান নাগরিকে পরিণত হতে পারে ঠিক এই রকম কোন ধারা আমরা এর মধ্যে দেখতে

Sir, we placed many amendments before the House and before the Hon'ble Minister, but he was pleased to spurn all the amendments. He has said that we are absolutely outmoded. We want to perpetuate the slums while he is out to demolish them. I wish he could! He thinks that he has come with a very revolutionary Bill. Perhaps he thinks revolution means demolition. We don't. That is not so. Nothing can be demolished unless time is ripe and pregnant with something to replace it. Nature does not tolerate vacuum. Neither will the slum-dwellers tolerate it. I shall tell you, Sir, how outmoded is our ultra-modern Shri Jalan in his conception. There were slums in Rome, and Nero wanted to clear them. By a decree he ordered those slums to be burnt. Flames went up, and Nero went up to the balcony of his palace to take a drunken eyefull of the magnificent sight. Flames roared and Nero fiddled. That was about 2,000 years ago. If Shri Jalan wishes to go back 2,000 years and try to simulate Nero and enforce his decree, he will be horrified to learn that 2,000 years' old history will not be allowed to repeat itself here in Calcutta in 1958. That is not going to happen in Calcutta in 1958. You know, Sir, that Rip Van Winkles do wake up after a couple of centuries' sleep and see things very queer, odd and outmoded. I wish Shri Jalan a sound sleep and merry dreams, so that the people of Calcutta may find time and peace of mind to get rid of the slums and slum conditions. This Bill can never achieve this end. Shri Jalan may wake up after half a century and be surprised to see that there are no slums for his Slum Clearance Bill.

Thank you, Sir.

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়! এ কথা সকলেই জানেন যে আমি সিলেক্ট কমিটির একজন মেম্বর ছিলাম, এবং তাতে একটা মিনিট অব ডিসেন্ট দিয়েছিলাম। তাতে যেসব সাজেশান করা হয়েছিল দুর্ভাগ্যবশতঃ তার অধিকাংশ গৃহীত হয় নি। সেইজন্য আজ এই থার্ড রিডিংএ আমাকে আবার পুনরাবৃত্তি করতে হচ্ছে। কারণ, আমি সেটা খুব প্রয়োজনীয় মনে করি। আমি এই মিনিট অব ডিসেন্টএ বলেছিলাম যে অন প্রিন্সিপল—নীতি হিসাবে আমি স্লাম ক্লিয়ারেন্সএর পক্ষপাতী। আমার নিশ্চিত মত যে কলিকাতার মত একটা বড় প্রগতিশীল শহরে স্লাম বা বস্তীর স্থান নেই। এগুলি যে দেখতে কুশ্রী বা কদর্য এমন নয়, কলিকাতা স্বাস্থ্যহীনতার একটা প্রধান কারণ এইসব বস্তী। এই যে এত বড় একটা কলেরা মহামারী কলিকাতার উপর দিয়ে গেল, হিসাব কোরে দেখা গিয়েছে যে অধিকাংশ কলেরাই হয়েছিল এইসব বস্তীতে এবং ধারে কাছে যেসব বাড়ী সেখানে এই বস্তী থেকেই রোগ সংক্রামিত হয়ে গেছে। এ কথা ত সর্বজন বিদিত। কলিকাতার যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়ছে, এবং যক্ষ্মা রোগের সঙ্গে যাদের এতটুকু পরিচয় আছে তারা জানে যে এইসব বস্তীতেই অধিকাংশ যক্ষ্মা রোগের সূত্রপাত। সুতরাং এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না যে যত শীঘ্র সম্ভব এইসব বস্তীর অপসারণ ঘটাতে হবে। এসব সত্ত্বেও বস্তীবাসীদের বৃহৎ সংখ্যা এই স্লাম অপসারণের বিরোধীতা করে এসেম্বলীতে তারা ডিমনস্ট্রেশান করে এসেছিল এবং এখানেও আমরা এর বিরোধীতা করছি। এর কারণ হচ্ছে যে গভর্নমেন্ট স্লাম ক্লিয়ার করবেন, অথচ তাদের বিকল্প বাসস্থানের ব্যবস্থা করবেন না। তাদের এই আশঙ্কা অমূলক নয়। গভর্নমেন্ট অনেক সময় অনেক কথা বলেন, কিন্তু সেই অনুযায়ী কাজ করেন না। উদ্বাস্তুদের বেলায় দেখেছি যে তাঁরা অনেক এসাুরেন্স দিয়েছেন, কিন্তু অর্ধেক এস্যুরেন্সই কার্যে পরিণত করতে পারেন নি। সেজন্যই বস্তীবাসীদের আশঙ্কা দূর করার জন্য আমি নোট অফ ডিসেন্ট দিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম নামটা বদলান দরকার। অর্থাৎ Slum clearance and rehabilitation of slum-dwellers.

কথাটা থেকে মনে হয় যে আপনারা বস্তী অপসারণের উপরেই বেশী জোর দিতে চান এবং রিহ্যাবিলিটেশনএর উপর বেশী জোর দিতে চান না। সেজন্যই আমি সাজেশন দিয়েছিলাম যে নামটা পাল্টে এই দেওয়া হোক—

Rehabilitation of Slum-dwellers and Clearance of Slum Bill.

পেলায় না। বর্তমানে দেশের আর্থিক দূরবস্থাই শিশুদের এই অপরাধপ্রবণতার একটা মূল কারণ—পিতামাতার অনেক সময়ই এমন আর্থিক সংগতি থাকে না যে, তারা ছেলেপিলেদের উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে পারেন। পল্লী অঞ্চলের অবস্থাও আশাপ্রদ নয়। বেকার সমস্যা যেভাবে বেড়ে যাচ্ছে তাতে বেকার সমস্যা দূর করা একটা প্রধান সমস্যা। এই অবস্থায় অভাবগ্রস্ত লোক তাদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে যেসমস্ত ছেলেপিলে কোন শিক্ষারই সুযোগ পায় না তাদের এই সমস্ত নানা রকম অপরাধে জড়িয়ে ফেলে এবং তাদের দিয়ে নানা রকম অপরাধমূলক কার্য করার এইরকম শিশু এবং ছেলের সংখ্যা আজ কম নয়, যারা এভাবে অধঃপাতে যাচ্ছে। এই আইনে সেই মানবিকতার দৃষ্টিভঙ্গি কিছুমাত্র নাই যে মানবিকতার সাহায্যে ছেলেদের অপরাধপ্রবণতা দূর হবে বা হতে পারে—এই আইনে সেদিক থেকে কিছুই বলা হয় নি। তারপর যেসমস্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করা হবে রিফরমেটরী স্কুলসে তাঁরা যদি সাধারণভাবে শিক্ষা লাভ করে কোন ডিপ্লোমা পান তাঁদের দ্বারা এইসব শিশুদের অপরাধপ্রবণতা সহজে দূরীভূত হবে না। যে কথা মানকুন্তলা সেন এবং সুনীল দাস বলেছেন সেই মেকানিক্যাল মনোভাব নিয়ে যদি তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় মানবতা বাদ দিয়ে তাহলে পর প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে সংশোধন করা সম্ভব হবে না।

[5—5-10 p.m.]

কাজেই শিক্ষক যাঁরা হবেন, তাঁদের এই শিশুদের চরিত্র সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা উচিত, তাদের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা উচিত এবং সেই শিক্ষকদের বেতনের হার বা ব্যবস্থা এমন হবে যে তাঁরা সর্বদাই যেন অর্থাভাবের কথা না ভাবেন। কাজেই সেই রকম শিক্ষকদের এখানে ব্যবস্থা করতে হবে। যা বলেছেন যে বাস্তবিক এইসমস্ত শিশুদের শিক্ষার জন্য যে পুস্তকাদি নির্বাচিত করতে হবে, সেই সমস্ত পুস্তকের মধ্য দিয়ে যদি তাদের নৈতিক চরিত্র গঠিত হয় এবং শুধু তাই নয় নৈতিক চরিত্র যেমন গঠিত হবে, সেইদিক থেকে তারা ভবিষ্যৎ জীবনে যাতে কিছু কাজ কর্ম করে রোজগার করে খেতে পায়, সেই ধরণের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

আইনে অবশ্য একটা ধারার ব্যবস্থা খুব ভাল আছে যে তারা মাঝে মাঝে পিতামাতার কাছে এসে থাকতে পারবে, এটা ঠিক যে পরিবারের সংগ ছেড়ে যদি তাদের অনবরত একটা ডিটেনশনের মধ্যে থাকতে হয়, তাহলে তাদের চরিত্রে একটা অমানুষিক মনোভাবের সৃষ্টি হয়। মাঝে মাঝে পরিবারের সংগ লাভ করতে পারলে পর তাদের মানসিক অবস্থার উন্নতি হতে পারে। কাজেই সেদিক থেকে যে মাঝে মাঝে বাড়িতে নিয়ে এসে বাপ-মার সংগে থাকতে দেওয়ার যে ব্যবস্থা বিলে করা হয়েছে, সেটা বেশ ভাল ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে আমি মনে করি।

এদের শিক্ষাদান সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে করতে হবে। বিভিন্ন দেশে এই শিশুদের সমস্যা সমাধানের জন্য যাঁরা কাজ করছেন, এবং আমাদের দেশের যেসমস্ত শিশু প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ যাঁরা বহু দিন ধরে শিশুদের উন্নতির জন্য কাজ করছেন এই শিশুদের অপরাধ-প্রবণতা দূর করবার জন্য, তাঁদের সেই শিক্ষাও আমাদের এখানে গ্রহণ করতে হবে। আমি রাশিয়ার একখানা বই পড়েছিলাম—তার নামটা এখন মনে করতে পারছি না। তাতে দেখেছি জারতন্ত্র অবসানের পরে রাশিয়ায় বর্তমান শাসনতন্ত্রের যুগে তাঁরা শিশুদের দিকে মন দিলেন। রাস্তাঘাটে হাজার হাজার শিশু এবং বালক যারা পড়ে থাকতো এবং নানা রকম অপরাধ করতো, তাদের জন্য একটা বিভাগ করা হলো, একজনকে তার দায়িত্ব দেওয়া হলো। তিনি কিভাবে শিশুদের অপরাধপ্রবণতা দূর করবেন, সেটা বলতে চাই। একদিন বড় বড় গাড়ি নিয়ে গিয়ে রাত্রিতে শিশুদের রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে এসে এক জায়গায় আটকে রাখলেন। রাত্রিতে আর সেদিন কিছু তাদের খেতে দিলেন না। তারপর দিন সকালে তাদের কাছে গিয়ে তিনি বললেন—এই দ্যাখো, সিগারেট। তারা তো সিগারেট দেখে আনন্দে খুব লাফালাফি করতে আরম্ভ করলো। তিনি বললেন—হ্যাঁ, সিগারেট পাবে তবে, মনে হয় ইউ মাস্ট বি ভেরী হাংগরী, ক্ষুধা পেয়েছে, তোমরা কিছু খাবে না? তখন তিনি তাদের চা-টোস্ট ডিম খেতে দিয়ে পরে সিগারেট খেতে দিলেন। তারপর সামাজিক পরিবেশের মধ্য দিয়ে তাদের বোঝাতে লাগলেন যে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় কেন তোমরা রাস্তাঘাটে পড়ে থাকবে, কেন তোমরা ভবিষ্যৎ সুনাগরিক হবে না? এইভাবে শিক্ষা দিয়ে একদিন তাদের তিনি একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কুলে নিয়ে গেলেন।

ডাক্তার রায়ের সংগে আমার ঐ সম্বন্ধে সামান্য যে আলাপ হয়েছিল তাতে মনে হয়েছিল যে তিনি এই প্রস্তাবটা গ্রহণ করবেন, কিন্তু জেল থেকে বেরিয়ে যখন বিলটা দেখলাম তখন দেখলাম যে আমার সাজেশানটার কোন মূল্যই ডাক্তার রায় দেন নি এবং বিলের নাম আগের মতনই রয়েছে। সুতরাং থার্ড রিডিংএর সময় গভর্নমেন্টকে অনুরোধ যে তাঁরা যেন আমার এটা গ্রহণ করেন এবং নামটা পাল্টে

Rehabilitation of slum-dwellers and clearances of slum Bill.

করলে এটা স্পষ্ট হবে। প্রথমেই সকলের চোখে পড়বে রিহ্যাবিলিটেশন অফ স্লাম-ডোয়েলার্স এবং তাহলেই তাদের আশঙ্কা অনেকখানি দূর হবে। তারপর বস্তী অপসারণ যত সহজে বলা যায় তত সহজ নয়। ১৯৩৬ সাল থেকে এই বস্তীর সংগে আমার নিবিড় সম্পর্ক আছে এবং যখন দেখি যে এই বস্তীর সংখ্যা কোলকাতায় ১ লক্ষ ৩৫ হাজার তখন ভাবি যে কবে আমরা এই বস্তী অপসারণ করতে পারব। এক দিকে বস্তী অপসারণ করতে হবে অন্য দিকে যেগুলি অপসারিত হবে না তাদের জন্যও কিছু করতে হবে। কারণ তা যদি না করা হয় তাহলে কত বছর যে লাগবে তার ঠিক নেই। সেজন্য আমরা সাজেশান দিয়েছিলাম যে এই দুটো কাজ এক সংগে চলে না, অর্থাৎ একদিকে বস্তী ভেংগে যেমন বস্তীবাসীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে অন্য দিকে যেগুলি ২-৪-১০ বৎসরের মধ্যে অপসারিত হবে সেগুলির সমস্যার সমাধান করতে হবে।

[9-20—9-30 a.m.]

বর্তমান অবস্থার মধ্যে যতখানি পরিবর্তন সম্ভব তা করতে হবে এবং আলো, পায়খানা, জল-সরবরাহ প্রভৃতি সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করা দরকার এবং যেগুলি রিমডেল করা দরকার, তার সমস্ত ব্যবস্থা করতে হবে তা না হলে এই ১ লক্ষ ৩২ হাজার ফ্যামিলী তাদের বহু কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে। ৫-১০টা বস্তী নয় তিন হাজার বস্তী আছে—সেগুলি ভেংগে উন্নত করতে কত সময় লাগবে তা সহজেই অনুমান করা যায়। এই ত গেল বস্তী ক্লিয়ারেন্স এবং রিমডেলিং সম্বন্ধে। তারপরে ভাড়া সম্বন্ধে একটা জিনিস ভাবা দরকার। বিলে বলা হয়েছে যে বর্তমানে যে ভাড়া আছে মোর অর লেস প্রায় সেরকমই ভাড়া হবে। একটা কথা আমরা সকলেই জানি যে এই কয়েক বৎসরে কোলকাতায় সর্ব শ্রেণীর বাড়ী ভাড়া বেড়েছে শুধু ভাল ভাল বাড়ীর নয়, বড় বড় পাকা দালানের নয়, বস্তীর ভাড়াও অনেক গুণ বেড়ে গেছে যার ফলে বর্তমানে নাগরিক জীবন কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোলকাতার মানুষের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে ভাড়ার প্রশ্ন। আমার মত লোক আমি আগে বাড়ী ভাড়া করে থাকতাম, ৩০-৪০ টাকা হোলে একখানা বাড়ী পেতাম। আমি যখন ১৯৪৫ সালের পর দেশ থেকে আসলাম তখন আমার মত লোকের পক্ষে বাড়ী ভাড়া করে থাকা সম্ভবপর হোল না, এক আত্মীয়ের বাড়ীতে আমাকে থাকতে হোল। আমার বেলায় যা হয়েছে এরকম অনেকের বেলায়ও তাই হয়েছে। সুতরাং এখন যে ভাড়া আছে বস্তীতে সেই ভাড়া যদি আমরা করি তবে অনেকের পক্ষে তা দেওয়া খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং আমি সিলেক্ট কমিটিতে প্রস্তাব করেছিলাম যে ১০ পারসেন্ট অব দি য়্যাকচুয়াল ইনকাম করা হোক এবং আমি আমার বক্তৃতায়ও বলেছিলাম যে ১০ পারসেন্ট—এর পেছনে যুক্তি আছে—

[At this stage the blue light was lit]

আমার আর বলবার সময় নেই, নীল বাতী জ্বলে গেছে। সুতরাং আমার প্রস্তাব ছিল যে ১০ পারসেন্ট অব দি এ্যাকচুয়াল ইনকাম। একমোডেশন সম্পর্কে একটা বড় কথা বলে আমি শেষ করবো। একমোডেশন সম্পর্কে আমাদের আইনে আছে যে সাধারণতঃ ওয়ান-রুম টেনামেন্ট করা হবে। কিন্তু আপনারা সকলেই জানেন যে বাঙ্গালীরা একটা ঘরে থাকতে অভ্যস্ত নয়। চাঁদমারী পি এল ক্যাম্প প্রভৃতি অনেক জায়গায় যে টেনামেন্ট করা হয়েছে সেগুলিতে গভর্নমেন্ট বুদ্ধিমানের মত ওয়ান-রুম, টু-রুম টেনামেন্ট করেছেন লেবার কোয়ার্টার্স সেখানেও ওয়ান-রুম, টু-রুম টেনামেন্ট করা হচ্ছে—আমি অনুরোধ করছি যে এখানেও তাই করা হোক। এর পর কমপেনসেশন সম্পর্কে আমি একটা লাইন বলবো। স্পীকার মহাশয়, আপনি জানেন যে জমিদারদের যথেষ্ট কমপেনসেশন দেওয়া হয়েছে, বরং তার চেয়ে কম দিলে আমরা খুসী হতাম।

[5-10—5-20 p.m.]

ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কুলে নিয়ে যাওয়ার পরে অনেকগুলি ছেলে কাজ করতে লাগলো, আর কতকগুলি ছেলে কারখানা ভেঙেচুরে বাইরে চলে গেল। এই যে ভদ্রলোক তিনি ধৈর্য হারালেন না। আবার সেই ছাত্রদের ধরে নিয়ে এসে, তাদের শিক্ষিত করে, ভবিষ্যতের যোগ্য নাগরিককে পরিণত করলেন। কাজেই সেখানে এই সমস্যা নেই। এখানেও একটা আইনের সাহায্যে শাস্তির ব্যবস্থা করে, আমরা যদি সেই রকমভাবে শিশু উন্নতি পরিকল্পনা না করি তাহলে তাতে শিশুদের কল্যাণসাধন হবে না। সেইজন্য মন্ত্রী মহোদয়াকে বিশেষ করে বলছি, যে সিনেমার কথা, ফিল্মের কথা মনিকুন্তলা সেন মহাশয়া বলেছেন আমি তার পুনরুক্তি করছি। যেভাবে সিনেমার ছবি, ফিল্ম দেখান হয়, সেই সমস্ত অল্পবয়স্ক বালকবালিকাদের পক্ষে উপযুক্ত নয়। এইসমস্ত ছবি দেখানর ফলে অল্পবয়স্ক বালকবালিকাদের মনে যে রেখাপাত হয়, তা তাদের ভবিষ্যৎ পথ দেখায়। সেদিক থেকে সরকারের বিশেষভাবে ভাববার আছে। এইরকম একটা ধারা নিতে হবে কিনা, সেটা বিশেষ করে ভাবতে হবে—যে সেই সমস্ত সিনেমা বা সেইসমস্ত বই যা তাদের পড়া উচিত নয়, তা তাঁরা বন্ধ করতে পারবেন কিনা? সেই সম্পর্কে একটা প্রহিবিটেড আইন নিশ্চয়ই করা উচিত ছিল। দেশে অপরাধী বন্দিদের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। গুণ্ডামী, চুরি ডাকাতি, রাহাজানি সমস্ত বেড়ে যাচ্ছে। সরকার খুব চেষ্টা করছেন এগুলি বন্ধ করবার জন্য, এ্যান্টি-রাউডিসম সেকশন পর্যন্ত তাঁরা করেছেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু তাঁরা করতে পারছেন না। যতক্ষণ পর্যন্ত না শিশুদের চরিত্র গঠন করতে পারবো, তাদের মানবিক উন্নতির ব্যবস্থা করতে পারবো, ততক্ষণ পর্যন্ত দেশে নানা প্রকার ক্রাইম বেড়েই চলবে। পুলিসের সাহায্যে বা লাঠির দ্বারা তা বন্ধ করা সম্ভব নয়। কাজেই সেদিক থেকে আর বিশেষ কিছু বলবার নেই।

এই বিল সিলেক্ট কমিটিতে যাচ্ছে। যাঁরা সিলেক্ট কমিটির সভ্য তার মধ্যে এই এ্যাসেমবলির মেম্বরও আছেন। আমরা যেসমস্ত কথা বিরোধী পক্ষ থেকে বললাম তাঁরা যেন সেগুলি বিশেষ-ভাবে চিন্তা করে দেখেন। এই আইনে আমাদের সকলের সহযোগিতা আছে, একে সকলেই সমর্থন করবো। কিন্তু যেসমস্ত বিষয় এখানে আলোচনা হল, সেই সমস্ত বিষয়ে যাতে সিলেক্ট কমিটিতে বিধিবন্ধ করা হয়, এবং এই সমস্ত বিষয় যাঁরা চিন্তা করেন, ভাবেন, তাঁদেরও সেই সমস্ত চিন্তাধারার সাহায্য গ্রহণ করে এই বিল পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয় এবং বাস্তবিক এই বিল আমাদের জাতির একটা ভবিষ্যৎ ভিত্তি যাতে স্থাপন করে তার একটা ব্যবস্থা করা উচিত।

সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা, সেটা হচ্ছে—আমাদের দেশের বেকার সমস্যা। এই বেকার সমস্যার সমাধান না করতে পারলে এই আইন বাস্তবিক কার্যকরী হবে কিনা সে বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

Sj. Suhrid Kumar Mullick Chowdhury:

মাননীয় সভাপতি মহাশয়, শিশুরা জাতির মেরুদণ্ড এবং যিনি এই বিলটি এনেছেন তিনিও মাতৃ জাতির একজন। শিশুদের সম্পর্কে তাঁর কিছুটা অভিজ্ঞতা আছে, কারণ তাঁরও সন্তান-সন্ততি আছে বলে আমরা জানি। সুতরাং তাঁকে সাহায্য করবার জন্য আমি কতকগুলি কথা বলবো। যেহেতু এখানে যে বিলটি এসেছে, তার ভিতর দেখতে পাচ্ছি যেভাবে শিশুকল্যাণ সাধন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে হয়ে থাকে, ঠিক সেই জাতীয় কল্যাণ সাধনমূলক প্রচেষ্টা এই বিলের ভিতর করবার কিছু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। সেইজন্য যে দেশ ঘুরে এসে, যেসমস্ত অভিজ্ঞতা সেখান থেকে অর্জন করেছি, তা থেকে কিছু কিছু এখানে বলতে চাই—যাঁরা সিলেক্ট কমিটির মেম্বর আছেন, তাদের অবগতির জন্য এবং মাননীয়া মন্ত্রী মহাদয়া তাঁরও অবগতির জন্য।

শিশুদের প্রতি যে ব্যবস্থা এ বিলে দেখছি তাতে স্বাস্থ্যের দিকেই আমরা বেশি দেখছি। এবং এই যে শিশু এদের আমরা দুভাগে ভাগ করতে পারি—একটা হচ্ছে অপরাধপ্রবণতা, আর একটা অভিভাবক অভিভাবিকাহীন শিশু। আমরা দেখতে পাই যে কলকাতা শহরের বুকের

একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে হাট-ওনার্স এবং লীজী তাদের বিশেষভাবে ক্ষতি হবে—তাঁদের মধ্যে অনেকেই আছেন যাঁদের এই আয়ের উপর জীবিকা নির্ভর করে। সুতরাং বস্তীগুলি ভেঙ্গে দিলে তাদের জীবিকা ব্যাহত হবে। কাজেই আমি অনুরোধ করবো তাঁদের সম্বন্ধে যেন একটু সুবিবেচনা করা হয়।

[9-30—9-40 a.m.]

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই বিল আনার পিছনে একটা রাজনৈতিক মতলব আছে। আমি তখনই বলেছিলাম যে, কলকাতায় বেশীর ভাগ এলেকায়ই কংগ্রেসের পরাজয় হয়েছে। এটা খুবই সত্য কথা, কারণ এই বিলের উপর আমরা যেসব কনস্ট্রাকটিভ সাজেশন দিয়েছিলাম সেসব প্রস্তাবের বেশীর ভাগই গৃহীত হয় নি এবং বিলের চেহারা যেভাবে আমাদের সামনে থার্ড রিডিং উপস্থিত করা হয়েছে তা থেকে যে সন্দেহ আমাদের ছিল সেই সন্দেহ আমাদের মনে বদ্ধমূল হয়েছে। আমরা এই কথা বলেছিলাম যে, অনেকগুলি বর্তমানে না ভেঙ্গেও চলতে পারে এবং বস্তীর উন্নতির জন্য আরো বহুবিধ ব্যবস্থা করা যেতে পারে—কিন্তু সেই সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে কিনা সে সম্পর্কেও আমাদের কোনপ্রকার আশ্বাস দেওয়া হয় নি। আজকের যুগান্তরে একটা খবর বেরিয়েছে যে, ভারত সরকারের পক্ষ থেকে যে কমিটি বসান হয়েছিল কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী শ্রীঅশোক সেন মহাশয় যার সভাপতি সেই কমিটি এই বস্তী উন্নয়ন সংক্রান্ত ব্যাপারে এই মাসের শেষ দিকে রিপোর্ট পেশ করবেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে এই খবর বেরিয়েছে। আরো কিছুদিন অপেক্ষা করে যাতে করে একটা সর্বভারতীয় একটা ইউনিফর্ম বিল গ্রহণ করা যেতে পারে সেই উদ্দেশ্য আমাদের এই সরকারের যদি থাকত তাহলে তাঁরা আরো কিছুদিন অপেক্ষা করে সেই অনুসারে কাজ করতেন এবং আমরা যেসব গঠনমূলক প্রস্তাব দিয়েছি সেগুলি গ্রহণ করলে তাদের উদ্দেশ্যের আন্তরিকতা আমরা বুঝতে পারতাম। যখন এই বিলটা আনা হয় সেই সময় একটা খবর বের হয় যে, আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে ৭১ লক্ষ ৪ হাজার টাকা এ্যাপ্রুভ করিয়ে নিয়েছেন কিছু পাকা বাড়ী বস্তী বাসীদের জন্য তৈরি করার উদ্দেশ্যে এই ৭১ লক্ষ ৪ হাজার টাকার মধ্যে শতকরা ২৫ ভাগ কেন্দ্রীয় সরকার সাবসিডি হিসাবে দিবেন এবং ৫০ ভাগ লোন হিসাবে দিবেন সেই টাকা এখন খরচ করার প্রস্তাব করা হচ্ছে। ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের উপর ৩৮৪টি পরিবারের জন্য ২৩ লক্ষ টাকা খরচ করে একটা বাড়ী তৈরির বন্দোবস্ত হচ্ছে এবং বাকী ৪৮ লক্ষ টাকা খরচ করে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে এবং দমদম রোডের উপর ৮০০ পরিবারের জন্য ওয়ান-রুম টেনামেন্ট তৈরি হচ্ছে। এই যে ৭১ লক্ষ ৪ হাজার টাকা খরচ করে ১১৮৪ পরিবারের জন্য সংস্থান করা হচ্ছে—আমার পূর্ববর্তী বক্তারা বলেছেন এই হিসাবে যদি টাকা খরচ করে বাড়ী তৈরি করা হয় তাহলে দেখা যাবে বহু বৎসর—গাঁগুলি সাহেব বলেছেন শতাব্দী এক শতাব্দী সময় লাগবে এবং ডাক্তার রায় আমাদের বলেছেন যে, তিনি ২ কোটি টাকার মত আশা করেছেন সরকারী তহবিল থেকে। এই দুই কোটি টাকার মধ্যে থেকে জমিদারদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং যারা বস্তীতে আছেন তাদেরও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে—এই অল্প টাকায় সমস্ত ক্ষতিপূরণ দিয়ে সমস্ত কিছু করতে দীর্ঘ দিন সময় লাগবে। সুতরাং এই পরিকল্পনা বিলের উদ্দেশ্যের মধ্যে যে পরিকল্পনা রয়েছে কতদিন লাগিবে জানি না সেই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্বভাবতই সন্দেহ জাগে।

দ্বিতীয়তঃ, স্যার, মনে আছে যে, সিলেক্ট কমিটিতেও আমরা অনুরোধ করেছিলাম, এখানেও বলেছিলাম যে, যে রুলস যা তৈরি করা হবে সেই রুলস আমাদের এই হাউসে পেশ করা হোক এবং আমাদের যদি গঠনমূলক প্রস্তাব থাকে রুলস অদলবদল করবার জন্য সেই ব্যাপারেও আমরা আমাদের প্রস্তাব রাখব এবং যেটা ভাল মনে করবেন সেটা গ্রহণ করবেন, কিন্তু আমাদের মন্ত্রী মহাশয় এবং বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় সরাসরি না করে দিলেন যে, না, সেটা সম্ভব নয়—বাস্তবক্ষেত্রে সম্ভবপর নয়। যদি সত্যিই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁদের আন্তরিকতা থাকত তাহলে তাঁরা সহজেই এই ব্যাপারে রাজী হতে পারতেন। তারপর, আমরা দেখছি রেন্টএর ব্যাপারে কম্পেনসেশন রেন্টএর কথা বলা হয়েছে। আমরা পরিষ্কারভাবে জানতে চেয়েছিলাম যে, বর্তমানে যারা বস্তীতে থাকে তারা খুব বেশী হলে ১২-১৫ টাকা পর্যন্ত দিয়ে থাকে—কতখানি নির্দিষ্ট

উপরে অপরাধপ্রবণ নয় এমন শিশু রয়েছে, তাদের নিয়ে ব্যবসা ধরান হচ্ছে, ভিখারী তৈরি করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রত্যেকটি মহল্লায় মহল্লায় যদি যান তো দেখবেন শিশুদের ক্রোড়ে নিয়ে ভিক্ষা চাইছে, এ ধরণের যেসব অপরাধ চলছে—মা শিশুকে ক্রোড়ে নিয়ে ভিক্ষা করতে বাধ্য হচ্ছে এটা দূরীভূত হওয়া দরকার। আজকে যে অবস্থা এইসব জায়গায় আজকে ইল্লিগ্যাল চাইল্ড পাওয়া যায় তাদের রক্ষণাবেক্ষণের যদি কোন ব্যবস্থা না থাকে তাহলে শিশুদের নিয়ে ব্যবসা হবেই। এবং দেখুন যারা এদের নিয়ে অন্যায়ভাবে ব্যবসা করে তাদের একদিকে যেমন গ্রেপ্তার করতে হবে, অন্যদিকে এই অপরাধপ্রবণতা যাতে দূর করা যায় তারও ব্যবস্থা করা দরকার। সেদিক থেকে এইসব শিশুদের যেভাবে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা রয়েছে যেসব রিফর্মেটরী ব্যবস্থা রয়েছে বোর্স্টাল জেল প্রভৃতিতে তাতে ভবিষ্যৎ কি তা তারা জানে না। বিভিন্ন ধরণের যেসমস্ত প্রতিষ্ঠান আছে বিভিন্ন অঞ্চলে সেখানে তারা থকতে পারে কিন্তু পরে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করে। এ ধরণের প্রতিষ্ঠান যা আছে সরকারী ব্যবস্থা আছে যাতে ট্রেনিং দিতে পারেন কিন্তু সেখান থেকে শিশুরা পালিয়ে যাচ্ছে কারণ তারা জানে না তাদের ভবিষ্যৎ কি। সুতরাং এখানে এদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে যাতে সমাজে তাদের গ্রহণ করা যায় তার জন্য ব্যবস্থা থাকা দরকার। শিশুরা অপরাধপ্রবণ বলে, কিংবা এদের মা-বাবা কেউ জেলে রয়েছে বলে সমাজ যদি দূরে সরিয়ে রাখে, এদের ভবিষ্যৎ গড়ার যদি ব্যবস্থা না করা হয় তাহলে তারা করবে কি? এসমস্ত জিনিস বিবেচনা করে তারা যাতে সমাজের বংশ হিসাবে পরিগণিত হয় তার জন্য চেষ্টা করা উচিত এই বিলের মাধ্যমে। তারপর কথা হচ্ছে—শিক্ষাক্ষেত্রে অপরাধপ্রবণতা শিশুদের কেন হচ্ছে? সেখানে দেখতে পাচ্ছি—কলেজের কথা বলছি না সেখানে তো বয়স্করা পড়ে—স্কুলে শিক্ষা দেবার ক্ষেত্রে দেখা যায় স্কুলে স্থান নাই। খবরের কাগজে আপনি দেখে থাকবেন যে কলেজে ফার্স্ট ডিভিসনে যারা পাশ করে তারাই কোনরকমে স্থান পায় না আর স্কুলে তো আরও স্থানাভাব। কাজেই খেতে দেব না, বাসস্থান দেব না, শিক্ষাও দেব না—শিক্ষাতেও যদি তাদের নিয়োগ করে না রাখতে পারি তাহলে তাদের সময় কাটাবার যেকোন পন্থা তারা নেবেই। শিশু-মন এমনিই যে তারা ভাল থেকে মন্দ হোক যেকোন পথ পাবে সে পথই তারা গ্রহণ করবে। সুতরাং তাদের কাজের মধ্যে যদি তাদের ব্যস্ত রাখতে না পারি তাহলে যেকোন সমাজবিরোধী কার্যে লিপ্ত হবে এতে অস্বাভাবিকতা কি আছে? সেদিক থেকে সমাজকে পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে বিলের মধ্যে দিয়ে। শিক্ষার তাদের এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে তারা সমাজের মধ্য দিয়েই শিক্ষার সুযোগ পায়।

[5-20—5-45 p.m.]

এবং বেশি সংখ্যক শিশু যাতে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে রাখতে পারা যায় তার ব্যবস্থা করা উচিত। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানই এখন প্রায় পূর্ণ হয়ে গেছে। শিশুদের মাঝে মাঝে ধরে নিয়ে যেতে হয়। তারপর দেখা যায় কলকাতা শহরে এবং কলকাতার আশেপাশে যেসমস্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল শহর আছে সেখানকার যেসব প্রতিষ্ঠান তা শিশুতে ভরে রয়েছে। অল্পসংখ্যক প্রতিষ্ঠান যা রয়েছে তাতে যদি শিশুর সংখ্যা বেশি হয় তাহলে কয়েকজন শিশুকে ধরে রাখায় কোন লাভ হবে না। দিনের পর দিন শিশুদের সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে। সুতরাং তার জন্য ব্যাপকভাবে প্রচেষ্টা করা উচিত। আমরা যদি এই শিশুদের ব্যাপারটা জাতিগঠনের দিক দিয়ে চিন্তা করি তাহলে দেখতে পাই কি? দেখতে পাই যে শিশুরাই হচ্ছে দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক। সুতরাং আপনাদের উচিত হচ্ছে সেইসব ভবিষ্যৎ নাগরিকদের গড়ে তোলবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করা। আর ইললেজিটিমেট চাইল্ড যারা তাদের প্রতি আপনাদের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত। সমাজ কি ভাববে, কি বলবে না বলবে সেসব জিনিস চিন্তা করে বসে থাকলে চলবে না। এসব ক্ষেত্রে সব সময় আপনাদের বোল্ড স্ট্যান্ড নিতে হবে। ভবিষ্যৎ সমাজ যাতে ঠিক পথে গড়ে ওঠে সেদিকে অগ্রসর হওয়ার মধ্য দিয়ে একটু সাহসিকতার পরিচয় আপনারা দিন। এই কথা কয়টি জানিয়ে আমি আসন গ্রহণ করছি।

[At this stage the House was adjourned for fifteen minutes]

করা হবে আমাদের সে সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা দেওয়া হোক কারণ কম্পেয়ারেবল রেন্ট কথাটা অত্যন্ত ভেগ। তারপর, বস্তী এলাকায় নোটিস দিয়ে উচ্ছেদ করার আগে আমরা এই বিলে দেখতে পাচ্ছি যে, আমাদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও দুই মাসের সময় রাখা হয়েছে—আমরা বলেছিলাম এই সময়টা বাড়িয়ে দেওয়া হোক, কারণ বাস্তবক্ষেত্রে তা না হলে অসুবিধার সৃষ্টি হবে। এই সামান্য প্রস্তাবটাই গৃহীত হয় নি—সরকার গ্রহণ করতে রাজী হন নি। আমরা মনে করি এই নোটিস দেওয়ার সময়টা বাড়িয়ে দেওয়া উচিত, কারণ যদি সত্যিসত্যি তাদের জন্য বিকল্প বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে এই সময়টা খুব বেশী নয়। আমরা এ প্রস্তাবও করেছিলাম যে, একটা অটোনমাস বডীর হাতে বস্তী উন্নয়নের ভার ছেড়ে দেওয়া উচিত—এই অটোনমাস বডীর কথাও তারা গ্রহণ করেন নি। গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে যারা বস্তীবাসীদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে সেরকম লোক নিয়ে এই বোর্ড গঠন করলে সেটা গণতন্ত্রসম্মত হোত এবং কাজও ভাল হোত। তাহলে আমার মনে হয় আজকে বস্তীবাসী বাসিন্দাদের মনে যে সন্দেহ রয়েছে, এই বিলের ব্যাপারে, সেই সন্দেহ অনেকটা দূর হতে পারতো। কারণ এই বিল সম্বন্ধে আমি গোড়াতে বলেছি যে একটা ভয়ংকর সন্দেহ রয়েছে। যে-কোন আইন বলুন না কেন সেটা কাগজেপত্রে যতই ভাল হোক না কেন, তারপর যখন সেই আইন প্রয়োগ করা হবে, তার মধ্যে যদি সন্দেহ থাকে, অবিশ্বাসের ভাব থাকে, সেই আইন যদি ভাল হয় সেটা চালু করতে গেলে তাতে বাধা সৃষ্টি হয়। তাদের দিক থেকে প্রতিবাদ ওঠে ও বাধা আসে। সেইজন্য আমি এডভাইসরী বোর্ডের কথা বলেছিলাম—যাতে কিছুটা বিশ্বাসের ভাব সৃষ্টি হতে পারে তার সম্বন্ধে।

তারপরে, স্যার, ডাক্তার সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জী ঠিকই বলেছেন যে, বাড়ীগুলি তৈরী করা হচ্ছে ঐ ৭১ লক্ষ টাকা খরচ করে, দমদম রোডে যে বাড়ী তৈয়ারির প্রস্তাব করা হয়েছে গ্যালিফ স্ট্রীটের বস্তীতে যারা আছে, তাদের আজকে সরিয়ে নিয়ে রাখতে হবে সেই বাড়ীগুলিতে—সেই ওয়ান-রুম টেনামেন্টএ, তার জন্য এই ওয়ান-রুম টেনামেন্ট তৈরী করবার প্রস্তাব দেখা যাচ্ছে। আপনি জানেন স্যার, বস্তীতে এমন অনেক লোক বাস করে যাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা অনেক বেশী। যদি এইরকম ওয়ান-রুম টেনামেন্ট হয়, তাহলে বড় পরিবারের মধ্যে প্রাইভেসি বজায় রাখা অসম্ভব হয়ে পড়বে। সুতরাং ওয়ান-রুম টেনামেন্টএর বদলে কিংবা তার সাথে সাথে অন্ততঃ নূনেপক্ষে দুটি ঘর বিশিষ্ট এক-একটি ফ্ল্যাট তৈরি করবার প্রচেষ্টা যদি সরকারের পক্ষ থেকে হয়, তাহলে সেই বড় পরিবারযুক্ত বস্তীর বাসিন্দাদের অনেক সুবিধা হতে পারে। ছেলে-পেলে দেশে রেখে দেবেন, আশ্রম করে দেবেন! তাদের জন্য আশ্রম করে দেবেন, সেখানে রাখবেন? আপনাদের তো অনেক ছেলেপেলে আশ্রমে থাকে, সেই আশ্রমে রাখবেন। সেইজন্য থার্ডরিডিংএ আমি বলছি বস্তীর উন্নতি চাই। তবুও এই বিল যেভাবে আমাদের সামনে উপস্থিত করা হয়েছে, সেই বিলের বিরোধিতা করতে আমরা বাধ্য হচ্ছি।

Sj. Subodh Banerjee:

মিস্টার স্পীকার, স্যার, এই বিলের তৃতীয় দফার আলোচনায় এপ্লিকেবিলিটি অফ দি বিল এই নিয়ে আলোচনা করার কথা। আমি সেই এপ্লিকেবিলিটি অফ দি বিলএর বিষয়ে আলোচনা করতে চাইব। প্রথম কথা, এই এপ্লিকেবিলিটি অফ দি বিল বলতে আমি বুঝেছি—বিলটা কার্যে পরিণত করতে গেলে কি কি অসুবিধা হতে পারে এবং কাদের কাদের অসুবিধা হতে পারে এটাই আলোচ্য বিষয় তৃতীয় দফায় হওয়া উচিত ছিল বলে আমি মনে করি। প্রথম অসুবিধা হচ্ছে এই, এই বিলকে কার্যকরী করতে গেলে বিলের উদ্দেশ্য প্রিয়েম্বলএ যা আছে তা করলে চলবে না। সেই প্রিয়েম্বলটা আপনি পড়ে দেখুন কি আছে—

> "Whereas it is expedient to provide for the clearance of slums in Calcutta and wherever possible for the erection of planned buildings after demolition of existing huts and other structures in such slums in the manner hereinafter appearing with a view to the removal of insanitary and unhygienic conditions prevailing therein, the provision of better accommodation and improved living conditions for the slum-dwellers, and the promotion of public health generally, and for certain other matters connected therewith."

[After adjournment]

[5-45—5-55 p.m.]

Sj. Monoranjan Hazra:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকে যে বিলটা আমাদের সামনে এসেছে—সেই বিল সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয়, যে পুরানো আইন রয়েছে, সেই সম্বন্ধেই নতুনভাবে এমন একটা বিল আনা হয়েছে যা নাকি বর্তমান যে পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতির পক্ষে আউট অফ দি টিউন হয়েছে বলেই আমার বিশ্বাস। যদি আপনারা তাকিয়ে দেখেন সমগ্র দেশের দিকে তাহলে কি দেখতে পাবেন? দেখতে পাবেন যে গ্রামাঞ্চলে সমগ্রভাবে একটা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা বজায় রয়েছে। এবং সেই সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা আজো বেঁচে থাকার ফলে যেমন জমি থেকে লক্ষ লক্ষ লোক উৎখাত হয়েছে তেমনি গ্রামে ক্রমশ বেকারী দেখা দিয়েছে। যেমন সাম্প্রতিক একটা কানুন ছিল কর্ডন প্রথা বলে, যার ফলে আমরা দেখেছি গ্রামাঞ্চলে এক সের চাল বেচতে পারলে পাঁচ আনা, ছয় আনা লাভ হয়, এমনি করে যেসমস্ত জেলায় কর্ডন চালু ছিল তখন চোরাকারবারীরা ছোট ছোট ছেলেদের দিয়ে দুসের পাঁচ সের করে চাল বার করে নিয়ে যেত গ্রামে অসংখ্য বেকার থাকার দরুন এই রকম কারবারের সুযোগ ছিল। গ্রামের ছেলেদের চরিত্র গঠনের পক্ষে প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে সুষ্ঠু প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা। অধিকাংশ গ্রামেই প্রাথমিক শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই। যেখানে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়েছে, সেখানেও গ্রামের অর্থনৈতিক অবস্থা এমন নয় যে ছেলেরা স্কুলে যাবে, কারণ যেসময় স্কুলে কাটাবে সেসময় বাপের সংগে কিছু কাজ করলে পয়সা রোজগার হয়। এমন অবস্থায় গ্রামাঞ্চলে কর্ডন করবার সংগে সংগে সমাজবিরোধী লোকেরা গ্রামকে গ্রাম ছেয়ে ফেলেছে। আমি পুলিস মন্ত্রী মহাশয়কে দোষ দিয়ে বলছি না, বর্তমান অবস্থায় পুলিসের যোগাযোগে গ্রামাঞ্চলে চোরাই মালের চালান চলছে। এবং আফিং চরস গাঁজা এই সমস্তের আমদানি চলছে, আর ছোট ছোট ছেলেরাই হচ্ছে তার বাহন। আর পিছন থেকে বড় বড় চোরাকারবারী যারা তারাই হচ্ছে লাভবান। সেদিক থেকে কোন ব্যবস্থা যদি এই আইনের মধ্যে দেখতে পেতাম তাহলে বুঝতে পারতাম এই সমস্ত নিবারণ করবার ব্যবস্থা করে সমাজকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার সুযোগ এর মধ্যে আছে। তাহলে এই বিলটাকে অভিনন্দন জানাতে পারতাম। কিন্তু তা কিছু নাই বলেই বলছি—এটা আউট অফ টাইম।

বর্তমান পরিস্থিতিতে শহরাঞ্চল সম্বন্ধে অনেকে বলেছেন, সে সম্বন্ধে আমি আর বিশেষ কিছু বলতে চাই না। যেসমস্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল অঞ্চল আছে সেখানে দেখেছি বস্তীর মধ্যে যারা জীবনযাপন করে তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক ডিমরালাইজ হতে বাধ্য। যেরকম ক্রাইম এবং ক্রিমিন্যালিটির মধ্যে তারা দিনরাত্রি বাস করে তার বিরুদ্ধে কিছু ব্যবস্থা যদি হত অর্থাৎ নিরাপত্তার কিছু ব্যবস্থা হত তাহলে এই আইন প্রণয়নের হয়ত প্রয়োজনই হত না। সেইজন্য আমি বলছি অভ্যন্তরে যার গরল রয়েছে বাইরে তার সুধা লেপন করলে যেমন হয় এ বিলটা হচ্ছে সেই প্রকারের। মন্ত্রী মহোদয়া হয়ত বলবেন—আপনারা ভেবে দেখুন—দেশের যে পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে এই আইনটা আনা হয়েছে সেই পরিস্থিতিটার চিন্তা করে এই আইনটা নিন। তবে এটা সিলেক্ট কমিটিতে যখন যাচ্ছে তখন, আমি বলতে চাই এই বিলটাকে এমনভাবে সংশোধন করবেন যাতে অপরাধ সৃষ্টি করবার যে সুযোগ ও পরিস্থিতি রয়েছে তাকে নষ্ট করা যায়, দমন করা যায়।

আর একটা কথা বলব—বর্তমানের এই সামাজিক পরিস্থিতিতে আমাদের ছেলেরা যেন আনরুলি হয়ে উঠছে—সংগে সংগে তারা অপরাধপ্রবণতার দিক ঝুঁকছে। এর একমাত্র রেমেডী হল আমাদের এই বাংলাদেশে নির্দোষ খেলাধুলা ও নির্দোষ আমোদ প্রমোদের দিকে যাতে ছেলেদের আকর্ষণ করা যায় তার ব্যবস্থা করা উচিত। তা ছাড়া ভাল সাহিত্য ভাল শিশু নাটক এই সমস্ত জিনিসের যদি প্রয়োজনমত ব্যবস্থা করা যায় তাহলে দেখা যাবে তাদের মধ্যে আর অপরাধপ্রবণতা নাই। এইভাবে সমস্ত জিনিসটার চিন্তা করা উচিত।

তাহলে এই বিলের উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রথম নম্বর, কলকাতার বস্তীগুলিকে উচ্ছেদ করা এবং তার পরিবর্তে প্ল্যানড ওয়েতে ঘরবাড়ী তৈরী করা। আর একটা, উদ্দেশ্য হচ্ছে, কলকাতার যে আনহাইজিনিক এ্যান্ড ইনস্যানিটারী কন্ডিশন প্রিভেল করছে তা দূর করা। এখন এই বিলকে বাস্তব রূপ দিতে গেলে আমরা হিসাব করে দেখেছি যে কমপক্ষে ১০০ থেকে ১২০ বছর লেগে যাবে কলকাতার সমস্ত বস্তীগুলি দূর করতে। তাহলে আমার জিজ্ঞাস্য, কলকাতার বস্তী-গুলিতে যে ইনসেনিটারি এ্যান্ড আনহাইজিনিক কন্ডিশন রয়েছে, তা কি একশো থেকে একশো কুড়ি বছর পর্যন্ত প্রিভেল করবে? অস্বাস্থ্যকর অবস্থা ও পরিবেশ দূর করাই যদি এই বিলের উদ্দেশ্য হয়, তাহলে একশো থেকে একশো কুড়ি বছর পর্যন্ত এই বিলকে চালু রাখতে হবে, এবং তাহলে ১২০ বছর ধরে কলকাতার এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ থাকবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই বিল রচনা করা হল, সেই উদ্দেশ্য এই বিলের দ্বারা সাধিত হচ্ছে না, এবং এপ্লিকেবিলিটি অফ দি বিলএর ক্ষেত্রে এটা প্রথম অন্তরায়। তারজন্য আমি বলেছিলাম কলকাতায় প্রথম প্রয়োজন বস্তীর অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ দূর করা, এবং তা করতে গেলে বস্তীগুলিতে যা যা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ আছে সেগুলি দূর করতে হবে। যেমন এক নম্বর হচ্ছে, পানীয় জল ও পরিশ্রুত জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা। মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনি জানেন, আগেই বলেছি, এই বস্তীগুলির শতকরা ৩৫ ভাগের মত ঘরগুলিতে কোন জলের ব্যবস্থা নেই। এটা সরকারী তথ্য, আমার কথা নয়। এই ৩৫ ভাগ ঘরে জল দেবার ব্যবস্থা করা দরকার, কিন্তু তার কোন ব্যবস্থা এই বিলের মধ্যে দেখছি না।

দ্বিতীয় নম্বর, আপনি দেখেছেন কলকাতা শহরে কিরকম এপিডেমিক ফরমএ কলেরা হয়ে গেল। এর কারণ সমস্ত লোক বলেছেন, চিকিৎসকরা বলেছেন যে পরিশ্রুত জলের অভাব এবং অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। সেই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ যদি দূর না হয়, কেবলমাত্র ভ্যাক্সিন দিয়ে কলেরা রোগ ঠেকান যাবে না। আর সেই ক্লিনিসকে এই সভ্য দেশে রেখে দেওয়া হয়েছে। সেদিন মেডিক্যাল জার্নালএর একটা কাগজে পড়ছিলাম যে কোন সভ্য দেশে কলেরা হয় না। সুতরাং এখানে যা হচ্ছে, তা থেকে এইটাই প্রমাণ হয় যে তাঁরা কলকাতাকে একটা অসভ্য দেশ করে রাখতে চান, এবং সেই অসভ্য দেশকে ১০০ বছর পর্যন্ত জিইয়ে রাখতে চাচ্ছেন। তারপর দ্বিতীয় দফার কথা হল সেখানে পাইখানার অসুবিধা। ৮০০ ঘরের জন্য একটি মাত্র ল্যাট্রিন আছে। এই ধরনের ব্যবস্থা প্রচুর জায়গায় আছে।

Mr. Speaker: You cannot say that they can physically use it.

[9-40—9-50 a.m.]

Sj. Subodh Banerjee:

এতগুলি বস্তীবাসীকে একটিমাত্র ল্যাট্রিন ইউজ করতে হয়। আমরা তা চিন্তা করতে পারি না। যদি কোন ডিসপেপটিক ব্যক্তি বা কোন ডিসেন্ট্রীর রোগী বস্তীতে থাকে তাহলে তাদের কি গুরুতর অবস্থা হয় তা সকলেই উপলব্ধি করতে পারেন। তাদের রাস্তার কোথাও ব্যবহার করতে হয় ল্যাট্রিন হিসাবে। এই যে অবস্থা ও অসুবিধা তা দূর করবার জন্য বর্তমান বিলে কোন প্রভিসন নেই। আপনারা বলছেন ভাল পাকা বাড়ী দেবেন, পাকা পাইখানা দেবেন, ইলেকট্রিক লাইন দেবেন, এয়ারী কন্ডিশন দেবেন, সামনে বাগান থাকবে, ফ্লাশ লাইটএর বন্দোবস্ত থাকবে, খুব ভাল কথা। কিন্তু তারা খেতে চাচ্ছে এক মুঠো মোটা চালের ভাত, আর আপনারা তাদের বলছেন পাঁচ বছর ধরে তোমরা আর একটু সবুর করো, তোমাদের মাথায় জবাকুসুম তেল দেবার ব্যবস্থা করছি। তারা বলছে ভাত খাবো, আর আপনারা বলছেন—পাঁচ দশ বছর অপেক্ষা করুন, আমরা আপনাদের ফুলেল তেল মাথায় দেবার ব্যবস্থা করছি। ফুলেল তেলের ত আমার প্রয়োজন নেই। ফুলের গাছ ত সামনে আমার আপাততঃ প্রয়োজন নেই, ঐ ফ্লাশ লাইটএরও আমার প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন একটু পানীয় জলের ব্যবস্থা, প্রয়োজন একটু বেশী সংখ্যায় পায়খানা থাকার ব্যবস্থা, প্রয়োজন একটু চলাফেরার সুবিধার ব্যবস্থা, এইগুলি যদি দিতেন তাহলে বুঝতাম কলিকাতার আনহাইজিনিক কন্ডিশনকে দূর করার জন্যে আপনারা বাস্তব একটা কর্মপন্থা নিয়েছেন। এ বিল খুব ভাল বিল, কিন্তু যা করতে চাচ্ছেন তা অবাস্তব থেকে যাবে, তা হতে পারে না,

তাহলেও বৃটিশ আমলের চারটে আইনকে এইরকম সংশোধন করে যে আইনটা হচ্ছে সে আইনকে অভিনন্দন জানানো যেতে পারে এই হিসেবে যে যারা অপরাধপ্রবণ হচ্ছে তাদের সংশোধনের প্রয়োজন, আছে, কিন্তু এটা যখন এই পর্যায়ে পৌঁছেছে, সেই পৌঁছানোর আগেই আনা উচিত ছিল।

তারপরে আমি বলব তথাকথিত জাতীয়তাবাদী যেসমস্ত সংবাদপত্র আছে, তাদের কোন রকম আক্রমণ করা আমার উদ্দেশ্য নয়, মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি তাঁদের বলব—সমাজের অনেক রকম ত্রুটিবিচ্যুতি সংবাদপত্রে যেভাবে বেরোয় সেই সমস্ত জিনিসের দ্বারাও শিশুরা প্রভাবিত হয়ে অপরাধপ্রবণ হয়। আমি আপনার মাধ্যমে বলতে চাই যে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়া এইসব জিনিস কন্ট্রোল করবার চেষ্টা করুন। সিনেমা বিজ্ঞাপনের কথা অনেকে বলেছেন বলে আমি আর সে কথার উল্লেখ করছি না। কিন্তু সংগে সংগে একথা বলতে চাই যে আমাদের দেশের লোকের শিক্ষার যদি ব্যবস্থা না করা যায় তাহলে আমাদের দেশেতে অপরাধপ্রবণতা আসতে পারে—তার সামাজিক পরিস্থিতি আমাদের দেশে বিদ্যমান আছে। আশা করি মন্ত্রী মহাশয়া এগুলি চিন্তা করে সিলেক্ট কমিটিতে এই বিলটা ঢেলে সাজাবেন। এই আমার বক্তব্য।

Sj. Panchanan Bhattacharjee:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, সমগ্র বিলটা পড়ে সোসিওলজি এবং সাইকোলজি সম্বন্ধে যা একসময় আলোচনা করেছিলাম তার ভিত্তিতে দেখলাম যে প্রিভেন্টিভ মেজার অর্থাৎ যেদিকে আমাদের যাওয়া উচিত ছিল সে বিষয়টা সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে অতি পুরাতন, গত ১০ হাজার বছরের পুরাতন পদ্ধতি যা পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত স্বার্থক হয় নি সেই পদ্ধতির দ্বারা কিশোরদের মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন এবং অন্যান্য খানিকটা সুশিক্ষার ব্যবস্থার ইঙ্গিত এই প্রস্তাবিত আইনের মধ্যে আছে। গত ১০ হাজার বছরের কথা এজন্য বললাম যে মানুষ সভ্য হবার আগে থেকে সদা সত্য কথা বলিবে, না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয় ইত্যাদি ডিক্টাম্‌স তারা শুনে আসছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত এর অপরাধগুলি তারা ত্যাগ করতে পারে নি। আপনি জানেন চুরির জন্য ফাঁসি, কঠোর সাজার আইন আছে কিতু তাতে চুরি বন্ধ হয় নি। আবার চুরির জন্য চোর ধরা পড়লে সে প্রচণ্ড মার খায়, কিন্তু সে রিস্ক্‌ও নেয়। চোরেরা যে চুরি করে তার জন্য তাদের অর্থনৈতিক কারণকে সব সময় দায়ী করা যায় না। কারণ আমি একটা জায়গায় উদাহরণ দিচ্ছি যেখানে অর্থনৈতিক কারণে কিশোর অপরাধী সৃষ্টি হয় না। সেটা হচ্ছে ইউ. এস. এ। সেখানকার যারা সমাজবিজ্ঞানী তাঁরা বলেন যে বিশেষ করে ক্রাইম নভেলস পড়বার জন্য অপরাধপ্রবণতা বেড়ে যায়। অর্থাৎ যেসমস্ত নভেল সেখানে প্রচুরভাবে প্রচারিত হয় সেই সমস্ত নভেল পড়বার জন্য সেখানকার ছেলেরা বিগড়ে যায়। এর একটা সুফল অস্ট্রিয়াতে দেখা গিয়েছিল। অস্ট্রিয়া যখন চতুঃশক্তির অকুপেশনে এসেছিল সেই সময় আমেরিকান লাইনে প্রচুর পরিমাণে ক্রাইম নভেল আমদানি হত এবং সেই সমস্ত পড়ে অস্ট্রিয়ান এডোলেসেন্টস যারা তারা এইরকম ছোটখাট চুরি ডাকাতির দিকে আকৃষ্ট হয়। সুতরাং আমাদের দেশেও সেইভাবে বেপরোয়া নানা রকমের ক্রাইম নভেল বা ডিটেকটিভ উপন্যাসের সৃষ্টি হচ্ছে। এগুলি প্রচুর বিক্রি হয়—৪-৮-১০ আনা করে এক একটা সিরিজ এবং ২-৩ মাসের মধ্যেই এক একটা এডিশন কেটে যায়। ছেলেদের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে যাদের ধারণা আছে তাঁদের জানা আছে যে শিশু বয়স পেরিয়ে যাবার পর যখন তাদের কৈশোর কাল আসে তখন তারা জিজ্ঞাস্য নিয়ে চলে। অর্থাৎ প্রতিটি জিনিস সে জানতে চায়। তাদের অনেকগুলি ক্যারেক্টারিস্টিক আছে—যেমন স্বপ্নপ্রবণতা এবং অনেক জিনিস সে ভেঙ্গে চুরমার করে ভেঙ্গে শিখতে চায়। এই গেল এডলেসেন্ট পিরিয়ডের কথা। তার পরের পিরিয়ড সম্বন্ধে আমাদের ধারণা কম। তারপরের পিরিয়ড হচ্ছে এইজ অফ প্রবলেম। এই এডলেসেন্টদের প্রকৃতি কি? তারা প্রচুর খেলাধুলা চায়, কিন্তু তারা তা পায় না। সুতরাং তাদের অবচেতন মনে তারা ঐ ক্রাইম নভেল পড়ে তার নায়কের স্থানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে কল্পনায় চুরি ডাকাতি করে এবং জয়মাল্য পরতে চায়। সেজন্য তাদের যদি প্রচুর পরিমাণে খেলাধুলা দিতে পারা যায়, তাহলে কোন রকম চিকিৎসা বা থেরাপিউটিকসের দরকার হয় না। তারপর যেটা ১৬-১৮ বছর বয়স সেটাকে মনস্তত্ত্বে বলে ইন্টেলিজেন্স কোসেন্ট। তাদের ইন্টেলিজেন্স কোসেন্ট দেবার ব্যবস্থা করুন। তারা আপনাদের কেয়ার পাবার পর তাদের এপ্‌টিচুড কোন দিকে সেটা দেখে তাদের সেই মতন উপযুক্ত শিক্ষার

বস্তী দূর করা যাবে না, কলিকাতার আনহাইজিনিক কন্ডিশন্‌ দূর করা যাবে না, সুতরাং এপ্লিকেবিলিটির ক্ষেত্রে অত্যন্ত অসুবিধা রয়েছে।

তৃতীয় জিনিস কি, সমস্ত জনসাধারণের এই বস্তীকে যদি ভাগ করেন, তাহলে আমরা তিনটে-চারটে শ্রেণী পাই। প্রথম শ্রেণী হচ্ছে যারা জমিতে বস্তী করতে দিয়েছে, তাদের সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ চিন্তা করার দরকার নেই। অনেক টাকা আছে, তাদের বাসস্থানও আছে, তারা থাকবেন, কিন্তু আর যারা, মনে করুন, ঠিকা টেনেন্ট নিজে বাস করছে, সেই জায়গা ভাড়া দেয় নি। কি পাবেন তিনি, না তার ঐ হাটটি ভাঙ্গার যা দাম, সেই কুড়ে ঘরটির যা দাম, বর্তমানে ২৫-৩০ টাকার বেশী পাবেন না। এই ২৫-৩০ টাকা নিয়ে যাবেন কোথায় তিনি, তার কি অবস্থা হবে সে বিষয় এখানে কিছু বক্তব্য বিষয়ে নেই। মন্ত্রী মহাশয়দের বক্তব্য কি, না তাদের ত আমরা অল্টারনেটিভ একমোডেশন দিলাম, আর কি দরকার। একটা নিজের ঘর ছিল, হয়ত দুইখানা ঘর নিয়ে থাকতেন, তাকে দিলেন একখানা ঘর। ঐ মধ্যবিত্ত পরিবার আজকের দিনে ওয়ান রুম টেনামেন্টএ থাকতে পারে না। মিস্টার স্পীকার, স্যার, আপনি জানেন যে আজকে ছেলেরা ডেলিনকোয়েন্ট হয়ে যাচ্ছে, ছোট ছোট ছেলেদের জুভেনাইল ডেলিনকোয়েন্টসএর প্রশ্ন উঠছে, জুভেনাইল ডেলিনকুয়েন্টসএর কোয়েশ্চেন যদি দেখতে হয় তাহলে অন্য দিকে তাকাতে হবে। সামাজিক পরিবেশটা দরকার। ছোট একটা ঘর, আমি জানি, বাবা থাকেন, মা থাকেন, দাদা থাকেন, বৌদি, থাকেন, ১৮ বৎসরের মেয়ে থাকেন, বিধবা বোন থাকেন এবং ছোট ছোট ছেলে থাকে।

You can easily understand the moral tone of the family.

কোন পর্যায়ে যাবে, কোন পর্যায়ে যাচ্ছে, ডেলিনকুয়েন্টস শুধু বললে হবে না, জুভেনাইল ডেলিকুয়েন্টস হচ্ছে, তারা সব রকবাজী করছে, ছেলেরা খারাপ হয়ে যাচ্ছে একথা শুধু বললে হবে না, গালাগাল দিলে চলবে না, সামাজিক চিকিৎসক হিসাবে আপনাকে দেখতে হবে এর কারণটা কোন জায়গায় রয়েছে। এই জিনিস, এই পরিবেশের মধ্যে যদি আপনি একটা ছোট ছেলেকে রেখে দেন তাহলে কখনই আপনি আশা করতে পারেন না যে তার মরাল টোন সেই স্ট্যান্ডার্ড এ হবে। খুব অল্প বয়স প্রিকসিটি ডেভেলপ করতে বাধ্য। সেই মধ্যবিত্ত সমাজ যারা লোয়ার মিডল ক্লাস, যারা আজ বস্তীজীবনে বাস করছে দুইখানা ঘর নিয়ে যার খানিকটা সেপারেশন আছে, কিছুটা প্রাইভেসী মেন্টেন করতে পারছে, সিঙ্গল-রুম টেনামেন্ট করে ছেড়ে দিলেন, তাহলে বুঝতে পারেন কি পর্যায় তা গিয়ে দাঁড়াবে, সুতরাং এই পর্যায়ে এক সোস্যাল এফেক্টএর কথা চিন্তা করতে হবে। সোস্যাল এফেক্ট অর্থ এই নয় যে ভাল বাড়ী দিলাম একটা, ছোট একটা ঘর দিলাম, তাহলেই সোস্যাল এফেক্ট নয়, সারাউন্ডিং, প্রাইভেসি, পারস্পরিক রিলেশনস এই কথাগুলি বিবেচনা করার আছে যার কোন কন্সিডারেশন এই বিলের মধ্যে আসে নি।

তৃতীয় নম্বর ধরুন ভাড়ার কথা। এই বিলে বলছেন কি, যে কম্পারেবল রেন্টএ দেবেন। সরকারের যে হিসাব তাতে

48 per cent. of the total population of the bustees.

তারা ৫ টাকা পর্যন্ত ভাড়া দেয়। আর যদি ১০ টাকা পর্যন্ত ধরেন তাহলে ৬০ থেকে ৭০ পারসেন্ট গিয়ে দাঁড়ায়। আর আপনারা বলছেন ১৭ টাকার কম সিঙ্গল-রুম টেনামেন্ট দিতে পারবেন না। তবে যে লোক ৫ টাকা ভাড়া দেয় সে ১৭ টাকা ভাড়া দেবে কোথা থেকে। আমিত বলতে পারি যে ২৫০, টাকা দিলে বেশ সুন্দর একটা ফ্লাট হয়, কিন্তু আমার ত তা দেবার ক্ষমতা নেই, আমার যা দেবার ক্ষমতা, আমার যে ফ্যামিলী ইনকাম তার মধ্যে ত আমাকে কাজ করতে হবে, আমার যা কাপড় তাই অনুসারেই ত কোট কাটতে হবে, না অনেক কাপড় থাকলে একটা ভাল কোট কাটা যেতো এ যুক্তি ত কোন কাজের কথা নয়। আপনাকে ১৭ টাকা ভাড়া সে দেবে কোথা থেকে। যদি তা দিতে হয় তাহলে দুটি জিনিস করতে হবে, হয় পেটকে মারতে হবে, অর্থাৎ সে যা খাদের জন্য খরচ করে তাকে কার্টেল করতে হবে, শিক্ষার জন্য যা খরচ করে তাকে কার্টেল করতে হবে এবং অন্যান্য এমেনিটিজ যা জীবনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন সেগুলি কার্টেল করতে হবে, আর না হলে গভর্নমেন্টএর এই একোমোডেশনকে ত্যাগ করতে হবে। এই

ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। এইজ অব প্রবলেম অর্থাৎ ১৬-১৭ বছর বয়স থেকে ২২-২৪ বছর তার জীবনের সমস্যাসঙ্কুল অবস্থা—অর্থাৎ যখন সে ভাবতে আরম্ভ করে যে ভবিষ্যৎ জীবনে কি হবে? কিন্তু সে জীবন সম্বন্ধে কোন ইংগিত বা শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা এই বিলের মধ্যে নেই। আমরা দেখেছি আর এক শ্রেণীর যারা গরীব তাদের ঘরে সেটা হয়ে থাকে—মার্কটোয়েনের নভেল টমসয়ার তার মধ্যে হাক্‌লবেরী ফিনের কথা অনেকের মনে আছে। তার ইনফিরিওরিটি কমপ্লেকস ছিল তাতে শেষকালে প্রচুর গুপ্তধন পেয়েও সে সভ্য সমাজে এলো না, লুকিয়ে গোলাবাড়ির ভেতরে শুয়ে রইলো। আপনাদের হয়ত অনেকের এটা পড়া আছে। কারণটা কি? কারণ হচ্ছে এই যে সে যখন একেবারে শিশু ছিল সেই সময় তার অবচেতন মনে নানাভাবে ঘা খেয়ে মানুষের সামনে মাথা তুলে দাঁড়ানোর আর চেষ্টা সে করে নি কোনদিন। সুতরাং তাদের যে মানসিক ব্যাধি সেই ব্যাধি চিকিৎসার ব্যবস্থা হোল ঐ হাক্‌লবেরী ফিন সে হয়ত টম সয়ারের মত সমাজে আসতে পারতো কিন্তু এলো না। আমরা আরও একটা উদাহরণ দেখেছি এর উল্টোটা দেখেছি—চার্লস ডিকেন্সের ডেভিড কপারফিল্ড। সেখানে দেখা যায় যে ডেভিড কপারফিল্ডের এরকম পরিস্থিতি হোত কিন্তু সে বেঁচে গিয়েছিল এক জবরদস্ত পিসীমার হাতে পড়েছিল বলে। কাজেই আমাদের বাংলাদেশের যে মন্ত্রী এই বিল উপস্থাপিত করছেন তিনি যদি আমাদের ডেভিড কপারফিল্ডের পিসীমার কাজ করতেন তাহলে আমরা খুব আনন্দিত হতাম। সেই পিসীমা যেমন প্রহারেণ ধনঞ্জয় করতেন, তেমন আবার উপযুক্ত মানসিক পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করতেন। আমি মনস্তাত্বিক আলোচনায় যেতে চাই না। সিনেমা সম্বন্ধে আলোচনা এখানে হয়েছে, আমি সিনেমার ব্যাপার নিয়ে বিশেষ কিছু বলতে চাই না তবে একটা বোর্ড অব সেন্সার আছে। বরঞ্চ আমি বলবো যে বোর্ড অব সেন্সারকে সরকার বলে দিতে পারেন যে আপনারা এরকম ধরনের বই পাশ করবেন না বা বিশেষভাবে আটক করবেন বা ছেলেদের দেখানোর প্রতিবিধান সম্বন্ধে যা কিছু করা দরকার সে সম্বন্ধে সাজেসন দেবেন। বোর্ড অব সেন্‌সারকে দিয়ে এই কাজ করানো চলে। আজকে কোলকাতা শহরে ১০-১২-১৩-১৪ বছর বয়সের অনেক ছেলে দেখা যায়, তারা যে সব গরীবের ঘরের ছেলে তা নয়, এমন প্রায় ১০০ জন অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেকে আমি জানি তাদের খেটে খাবার সমস্যা নেই, গুণ্ডামী করে বেড়ায়, অবশ্য অন্নসমস্যার জন্য গুণ্ডামী করে না। তারা এসব করে এজন্য যে এডলেসেন্ট পিরিয়ডে যে খেলাধূলার প্রয়োজন সেই প্রয়োজন তাদের উপেক্ষিত হয়েছে। কোলকাতা শহরে পার্ক নেই, জিমনাসিয়ামের কোন ব্যবস্থা নেই, কম্পালসরী ফিজিক্যাল কালচারের ব্যবস্থা নেই। আপনারা কম্পালসরী অনেক জিনিস করতে যাচ্ছেন, কম্পালসরী ফিজিক্যাল কালচারের যদি ব্যবস্থা করেন তাহলে দেশে একজন এডলেসেন্ট ক্রিমিনাল থাকবে না এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমি সঙ্ঘবদ্ধ বস্তীবাসী আন্দোলন কলকাতা শহরে শুরু করেছিলাম। আমি বস্তীর বহু ছেলেদের জানি, আমি বলতে পারি বস্তীর ছেলেদের মধ্যে খুব বেশি গুণ্ডা পাবেন না। তারা চীনাবাদাম বিক্রি করে, চায়ের দোকানে বয়ের কাজ করে, বাড়িতে কাজ করে—কাজেই তাদের গুণ্ডামী করার অবকাশ নেই। আপনারা দেখবেন যারা রকে বসে আড্ডা দেয়, বিকাল বেলায় গঙ্গার ধারে ভীড় জমায়, ময়দানে খেলা দেখতে গিয়ে লাইন ধরে দাঁড়ায় তাদের মধ্যেই এইসব গণ্ডগোল। আমি একজনের নাম করতে পারি কেন না তাঁর কাছে আমার কিছু শিক্ষালাভের সুযোগ হয়েছিল বলে তাঁর সম্বন্ধে আমার ধারণা খুব সুস্পষ্ট, তিনি হচ্ছেন অধ্যাপক হরিপদ মাইতি, তিনি এখন নাগপুরে আছেন—আপনারা তাঁর কাছে পরামর্শ নিতে পারেন। এই ব্যাপারে তাঁর অরিজিনাল রিসার্চ ওয়ার্ক আছে। আমি বহু ক্ষেত্রে দেখেছি যেহেতু বাপ কড়া মেজাজের সেহেতু তাদের অবচেতন মনে প্রতিশোধ স্পৃহায় তারা গোল্লায় যায়। এইভাবে অনেক ছেলে ধ্বংসের পথে গেছে। এইসব ধরনের যা কিছু করবার আছে তার ব্যবস্থা আপনারা করতে পারবেন না কারণ আপনারা সকলে এ বিষয়ে অভিজ্ঞ নন।

[5-55—6-5 p.m.]

ডাঃ বিনয় সরকার মারা যাবার পর সমাজবিজ্ঞানের আলোচনা সামান্যই হচ্ছে। এখনো যাঁরা বেঁচে আছেন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিই আছেন তাঁদের নিয়ে একটা বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করুন এবং তাঁদের মারফতে প্রিভেন্টিভ মেজার্সের এর কাজে হাতে দিন। সব ছেলেই শ্রীকান্ত

দুটি অল্টারনেটিভ ছাড়া উপায় নেই। ৫ টাকা যার দেবার ক্ষমতা তাকে যদি ১৭ টাকা দিতে হয় তাহলে তাকে এই জিনিসগুলি কার্টেল করতে হবে। আর যদি না দিতে পারে তাহলে সরকারের ঐ সুবিধা তারা গ্রহণ করতে পারবে না। তাহলে এপ্লিকেবিলিটি অফ দি বিলএর ফল কি হলো।

[9-50—10-10 a.m.]

হয় যারা বস্তীবাসী তারা অল্টারনেটিভ একমোডেশনএর সুযোগ নিতে পারবে না, তাদের ফুটপাথএ আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে, কিম্বা শিয়ালদহ স্টেশনে আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে, আর তা না হলে খাদ্য কমাতে হবে, আদার এ্যামিনিটিজ কমাতে হবে। যে টি বি কলকাতা শহরে বাড়ছে তা আরও বেশী এফেক্টেড হবে। এ জিনিস বিবেচনা করা দরকার। শিয়ালদা স্টেশনে যে রিফিউজিরা আছে—অনেকেই বলবেন সরকার যে সেন্সাস নিয়েছেন তাতে সেই রিফিউজীদের সংগে পশ্চিমবাংলার লোক আছে, কলকাতার লোক আছে, তাদেরও বাসস্থানের সুবিধা করতে হবে। আর যদি ১৭ টাকা ভাড়া করেন সরকার যেটা করতে চান তাতে বিলের যে উদ্দেশ্য সে উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। বরং আমি অনুরোধ করবো যে বিল এনেছেন এটা করুন টেনামেন্ট করবেন, ৫-৭ তালা বাড়ী যা করছেন করুন, কিন্তু সাথে সাথে এ জিনিস ভুলবেন না যে বস্তীবাসীদের যেটা অত্যান্ত প্রয়োজন, এসেন্সিয়ালস প্রয়োজন সেগুলি দিতে পারেন কিনা। তা যদি দিতে পারেন তাহলে বুঝবো যে আপনারা অনেকখানি কাজ করবেন। জল দেবার ব্যবস্থা, আদার সেনিটারি এ্যামিনিটিজ দেবার ব্যবস্থা করবেন।
করুন, তাহলেই দেখবো অনেকখানি কাজ করলেন। তাহলে কলকাতা ইম্প্রুভ করার ক্ষেত্রে যেটুক প্রয়োজন তার কিছুটা হবে, নইলে ইউটোপিয়ার পেছনে ছুটে লাভ নাই, বাস্তবে জনসাধারণের উন্নতি করা যাবে না। শুধু সুন্দর বিল এনেছেন বলে জালান সাহেবের লেজিস্‌লেচারএ নাম লেখা থাকবে যে চমৎকার বিল এনেছেন কিন্তু অবজেকটিভলি কলকাতার লোক আপনাকে আপনার লোক বলে মনে করতে পারবে না, এবং তাদের জন্য কোন ভাল ব্যবস্থা করেছেন বলে মনে করতে পারবে না অবজেক্টিভ প্র্যাকটিস, অবজেকটিভ রিয়েলিটি বিবেচনা করে এই বিল ব্যর্থ হতে বাধ্য এই আশংকা আমার মনে হয়।

[At this stage the House was adjourned for fifteen minutes.]

[After adjournment.]

[10-10—10-20 a.m.]

Dr. Ranendra Nath Sen:

মিঃ স্পীকার, স্যার! এই বস্তী বিল আলোচনার আগে, আলোচনার মধ্যে এবং প্রথম ও দ্বিতীয় দফা আলোচনার পরেও সমস্ত আলোচনা শুনে আমার দৃঢ়বিশ্বাস হয়েছে যে, এই বস্তী বিলে যে উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে সেই উদ্দেশ্য অর্থাৎ প্রকৃত বস্তীর জনসাধারণের এতে কোন লাভ হবার সম্ভাবনা নেই। একথা আমি খুব জোরের সংগে বলতে চাই। কারণ আমি কলিকাতার এমন একটি নির্বাচক মন্ডলী থেকে নির্বাচিত হয়ে এসেছি যেখানে সবচেয়ে বেশী বস্তীর সংখ্যা, এবং অত্যান্ত কদর্য বস্তী সেখানে আছে। একথা কলিকাতা কর্পোরেশনের রিপোর্টে বার বার উল্লিখিত হয়েছে। সুতরাং সেই বস্তিবাসীদের সংগে যতটুকু আমি আলাপ আলোচনা করেছি, আমি বিগত ৭।৮ বছর ধরে তাদের সংগে যুক্ত আছি—তাতে আমার দৃঢ়বিশ্বাস হয়েছে যে সত্যিকারের এইসব বস্তিবাসীদের উন্নতির পরিকল্পনা এর ভিতর নাই। বর্তমানে যে জিনিসটা এসেছে সে প্রথম দফা এবং দ্বিতীয় দফা আলোচনার পরে সেটা প্রায় স্বীকার করেছেন বলা যায়। যেমন, তিনি বলেছেন—আরে বাবা! দুটো চারটা মাত্র তো বাড়ি হবে, দুটো-চারটা টেনেমেন্ট হাউসেস হবে, এবং হিসাবও যা দেখিয়েছেন তাতে তাঁর মহাশত্রুও বলবে না যে তিনি মিথ্যা কথা বলেছেন। তিনি সত্য কথাই বলেছেন যে, ২ কোটি টাকায় দুটো-চারটে বাড়ি হবে, এবং কয়েক হাজার লোকের বাসের ব্যবস্থা হবে। তাহলে তিন হাজারের মধ্যে বাকী যা থাকে—অর্থাৎ ২৯·৯৫ বা ২৯·৯৮ এই যে বাড়ি বস্তীর—তাদের কি উন্নতি করলেন? কোন উন্নতি হল না। এটা জালান সাহেবের নিজের স্বীকারোক্তি। তাই সত্যিকারের যে উন্নতি তা এ থেকে হতে পারে না। আর তিনি কথায় কথায় এটাও প্রকারান্তরে

হয় না, সকলেই ইন্দ্রনাথ হয় না। এডভেঞ্চারাস নভেল এই যেমন ধরুন রবিন হুড—সবাই যদি রবিন হুড হবার চেষ্টা করে তাহলে কি হতে পারে আমাদের সেটাও ভাবা দরকার। রবিন্সন ক্রুসোর মধ্যেও ভাল জিনিস আছে। বহু ছেলে আছে তারা নিজেকে রবিন্সন ক্রুসোকে হিরো ধরে নিয়ে হিরো ওয়ারশিপ করে। আপনারা যদি এ বিষয়ে সচেতন না হন তাহলে পরিণতি কি হতে পারে সেটা যেন মন্ত্রী মহোদয়া একটু চিন্তা করেন। তা না হলে আমাদের দেশের অবস্থাও অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার অবস্থায় গিয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু সেখানেও ক্রাইম নভেলের প্রসার কম নয়। ম্যাগাজিন গ্রেট ব্রিটেন প্রভৃতি দেশের এবং পত্রপত্রিকা খুল্লেই দেখতে পাবেন এমন বহু লেখা আছে যা বয়স্কদের জন্য লেখা হলেও তা ছেলেরা পড়তে পারে। সিনেমায় স্ত্রীপুরুষের ব্যাপার দেখলেই ছেলেরা বকে যায় না।

Mr. Speaker: Mrs. Mukherjee, in this Bill it has been said for "rehabilitation of children in need of care and protection". Where did you find that phrase? It is a question of law and you can answer it later, but I find the Children and Young Persons Act of 1923 of England is exactly on these lines and in the English statute it has definitely been defined. I was looking up the Bill as it has been presented before the House. I do not find any definition which is a matter of great importance. You can consult the Children's Act; you will find it in Halsbury's Statute, Volume XII. All the Acts are there relating to infants and children; there are very large numbers of Acts in England. I just draw your attention to it.

The Hon'ble Purabi Mukhopadhyay: Sir, I listened with great attention the speeches of my friends in the Opposition. Sjkta. Manikuntala Sen has gone deep down to the root of the problem of delinquent children, and there have been tendencies to show that the solution of the problem depends on social factors and on the social structure, but, Sir, does it come within the purview of this Act or to legislate anything for the change of the society as it is now? The scope of this Bill, which has been enunciated in the Statement of Objects and Reasons and the Preamble relates to the custody, protection, treatment and rehabilitation of children in need of care and protection and juvenile delinquents and for the trial of juvenile delinquents in the State of West Bengal. So she has mostly gone out of the jurisdiction when she states certain measures to be adopted for Social change. It does not mean that this should be legislated here now or that all these provisions should be there in this Bill. There may be scope for another legislation to be introduced in this House later on and there may be a comprehensive Bill again for the different chapters of this new problem and also for the social aspects of our life. To my mind the scope of this Bill is strictly limited to protection and detention chapters. Sir, I must consult the book which you have just mentioned and I shall certainly see whether the scope can be increased by introducing some other chapters. But when this Bill is going to the Select Committee, I am sure, the scope will be enlarged. But certain limitations will be there and the members will give their valuable suggestions before the Committee and the Committee must accept those suggestions. If I remember aright, during the passage of the Estates Acquisition Act, when it came as a Bill, it was sent to the Select Committee and the whole chapter VI of that Bill was changed by the Select Committee which also made substantial contribution towards the Bill which was legislated here. So I can assure this House through you, Sir, that there need not be any apprehension in the mind of any member here that the scope is limited and that the Select Committee will have nothing to do in the matter. I do not think so. We must take this Bill with open mind and if members give suggestions that the scope must be enlarged, they may be accepted by the Select Committee. Sjkta. Sen has suggested conferences. I can assure her through you, Sir, that we may not

বলেছেন যে, এখন এই ধরনের কোন পরিকল্পনা না করলে এই যে দু'কোটি টাকা প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে সেই অর্থপ্রাপ্তি ব্যাহত হবে। সুতরাং সেই আর একটা যুক্তি তিনি দিয়েছেন। তাহলে এতে বাধা দিয়ে কাজ নেই, বিলটা পাস হয়ে যাক। এখন আমরা এই সরকারের অর্থ-প্রাপ্তির ব্যাপারে কোন আপত্তি করি না, বরং প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করতে চাই যে, পশ্চিমবাংলা সরকার ভারত-সরকারের কাছ থেকে কিছু টাকা পান এবং সে টাকা আমাদের বাংলাদেশের জন্য খরচ হউক, অন্ততঃ তার আট আনা অংশও খরচ হয় তাতে আমাদের আপত্তি নেই। কথাটা আমি বলছি এজন্য যে পরশুদিন অতুল্যবাবুকে নিমন্ত্রণ করা হল রাইটার্স বিল্ডিংস-এ ডিস্‌প্লেসড পার্সনসদের উপর আলোচনা করবার জন্য। সেখানে শুনলাম অতুল্যবাবু থাকলে পর এমন ওয়েট হবে যে ভারত গভর্নমেন্ট সুড় সুড় কোরে টাকা দেবেন। আমাদের সেখানে কথা হচ্ছে—সমস্ত বিরোধী পক্ষের নেতাদের ডেকে বসালে আমরা নিশ্চই অতুল্যবাবুর সঙ্গে কথা বলতাম যে ডিস্‌প্লেসড পার্সনসদের টাকা দেওয়া হউক। কাজেই অতুল্যবাবুর ওজন দু-তিন জনের সমান ওজনের দিয়ে সেখানে অর্থপ্রাপ্তির সম্বন্ধে আমাদের কোন আপত্তি নেই; জালান সাহেবের নিজেরও ওজন আছে, তিনি গভর্নমেন্টে আছেন,—কিন্তু এতে বস্তীর কোন উন্নতি হবে না। একথা জালান সাহেবও ভাল কোরে বোঝেন তবে আর কি করবেন? আমার মনে হয় যে তিনি বুঝেছেন যে তিনি মন্ত্রী হয়ে বসে আছেন, কাজেই তাঁর শর্ত মানতে হচ্ছে।

আর একটা জিনিস এর সঙ্গে যুক্ত আছে। এখানে একদিন হাউসিং স্কীম-এর ব্যর্থতার কথা বলেছিলাম। হাউসিং স্কীমের টাকা খরচ করতে পারলেন না। সেই টাকা যদি খরচ করতে পারেন বস্তীর সঙ্গে তাহলে পশ্চিমবাংলায় ৪।৫ বছরে আরও বাড়ি হতে পারে, আরও ৫।৭ হাজার লোকের ব্যবস্থা হতে পারে। সহরাঞ্চলে যে বাসস্থানের সমস্যা জটিল হয়ে রয়েছে; এ বিলের মধ্যে তার উল্লেখও নাই; শুধু আছে জালান সাহেবের বক্তব্যের ভিতরে যে দু-চারটে তো নিচ্ছি। তাতে কি এলো গেলো--৫॥ লক্ষ লোকের কি হল না হল; খবরের কাগজে তো ছবি বেরুতে পারে, তাতে হয়ত দেখা যাবে কিভাবে বস্তী অপসারণ হচ্ছে।

আর একটা কথা বলি। তিনি বলেছেন শুধু বাড়ীওয়ালার কথা। ঠিকা প্রজার স্বার্থের জন্য কথা বলছি। যেমন বাড়িওয়ালা তেমনি ঠিকা প্রজাও দেশের লোক। তাদের স্বার্থের কথা ভোলা অপরাধ। কিন্তু সাধারণতঃ এমন ধারণা যে এদের কথা বললে মহা অপরাধ হয়। সেখানে জোরের সঙ্গে বলতে চাই বস্তীর অভিজ্ঞতা থেকে যে কলিকাতা সহরের বাড়িওয়ালার স্বার্থ যদি দেখেন- এখানকার বাড়িওয়ালা সাধারণ ভদ্রলোক, সাধারণ নিম্নমধ্যবিত্ত, এবং বহু জায়গায় কারখানার শ্রমিক--হয়ত ৮০ টাকা মাহিনা পায়, সে ৩।৪টা ঘর দিলে তা থেকে ৩০ টাকা রোজগার করে। এই ১০০ টাকা বা ১১০ টাকা মাত্র তার রোজগার। কোথাও কোথাও বড়লোক বাড়িওয়ালা আছে, হয়ত তাদের দোহাই দিয়ে হাজার হাজার মধ্যবিত্তকে উচ্ছেদ করবার পরিকল্পনা নিতে চান।

তারপর ভাড়াটের কথাও কিছু বলব। আমার এলাকায় দেখেছি—নিছক যারা বস্তিবাসী তাদের ভিতর পূর্ববঙ্গের কুমার আছে, পশ্চিমবঙ্গের কামারও আছে। তাতে ছোট ছোট যে জমি আছে তাতে প্রতিমা করে, মাটি ছানে--তাদের টেনামেন্ট হাউসএ নিয়ে যাবেন? তাহলে নূতন ধরনের টেনামেন্ট হাউস করতে হবে যাতে তার পেশার সুবিধা হয়। তাই প্রথমে তাকে বস্তিচ্যুত করলেন না, তাকে পেশাচ্যুতও করলেন। আমি দেখেছি সেখানে ছোট ছোট অন্য রকম হস্তশিল্পও আছে,—তারের কারখানা আছে, তাঁতের ঘর আছে, যেখানে ২।৪।১০টা লোক কাজ করে, সেখানে গ্লাস ব্লোয়িং ছোটখাট এস্টাব্লিশমেন্ট আছে। সেসব লোক কোথায় যাবে? কোথায় তাদের স্থান হবে? সেই সব লোকের বসবাসের কি ব্যবস্থা হচ্ছে? আর একটা কথা বলি। আমার এলাকায় ওদিকে দেখেছি বস্তীতে ধোপারা থাকে, তার আশে পাশে খানা, পুষ্করিণী কিছু আছে; জমিও আছে; সেখানে কাপড় ধোয় এবং শুকায়। তাদের কি করবেন? ইতিমধ্যে ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট যেসব জায়গা দখল করেছে সেখান থেকে ধোপারা বস্তীচ্যুত হয়ে গেছে। তারা চলে গেছে বহু দূরে দূরে এবং সেটা শুধু তাদের জীবনের সমস্যা নয়, কলিকাতার সাধারণ নাগরিকেরও কাপড় ধোয়ার সমস্যা হয়েছে। সেই সমস্ত লোকের জন্য কি ব্যবস্থা হবে? আমি অন্য শ্রেণীর কথা ছেড়ে দিলাম। আমি বলি সামান্য পেশার উপর যারা

convene any conference or seminar but we may ask for the opinion of those who count in the field of social work and even the professors and lecturers of the Universities and social workers outside the State may be invited to give their views on this piece of legislation that we have introduced here. The Select Committee may have unlimited scope but I must remind this House, Sir, that the financial position of the State Government may not permit every new suggestion to be implemented then and there. It may be incorporated in the Bill but it may be given effect to when financial stability comes in the State. In the case of the Suppression of the Immoral Traffic Act you know, Sir, we could not give effect to all the suggestions and chapters and clauses of that Act immediately in West Bengal. We may have some-thing in the Select Committee which might cost too much for West Bengal Government to stand the burden and if the Government of India does not come forward with its helping hand, it will not be possible then and there to implement all the suggestions. But as our funds will permit, we must enhance our activities also.

In this connection I may mention the Acts which have already been passed by the Parliament of India and whose jurisdiction includes West Bengal. The Women's and Children's Institution Licensing Act, 1956 is a Central Act, which has been brought into force in West Bengal since the 1st of October, 1957. It requires the institutions for care and protection of women and children to take out licence from Government. It provides for inspection also, I may tell Sm. Sen, because she said that there is no scope for inspection by anybody. The second Act is the Suppression of Immoral Traffic Act, specially for women and girls, which will give protection to the children and to the girls who are open to any moral danger or turpitude. Similarly there is also a Labour Act which protects children and the juveniles from overwork and it determines the wages also. I have already said that if necessary we will bring in a comprehensive legislation again comprising all these aspects of child life.

Sj. Suhrid Mullick Chowdhury has suggested about unwanted children. I may tell this House that many of the orphanages of the Government of West Bengal give shelter to these unwanted children where these children are prospering well even if they may not be included in the Bill.

Sj. Panchanan Bhattacharyya in his speech called me Pishima and I welcome the suggestion of being the Pishima not only of those children but of this House also. He has given suggestions about certain things, books and cinemas, etc., which do not strictly come under the purview of this Act. However, his suggestions seemed valuable and they will be considered by the Select Committee.

[6-5—6-15 p.m.]

Hemanta Babu wanted to know how many cases have been sent to reformatory Borstal or industrial schools. I will give him the figures through you, Sir.

From the 1st June, 1957 to May, 1958, from Calcutta Central Court, 14 juveniles were sent to reformatory and 16 from Municipal Court; 5 from the Calcutta Children's Court and 8 from the Municipal Court to the Industrial School, and 41 from the Municipal Court to the Borstal School. This is the figure from 1957 up to May, 1958.

নির্ভর করে তাদের ব্যবস্থা না কোরে কেবল রিহ্যাবিলিটেশন—বিলটার নাম না কোরে—এ কোথায় ব্যবস্থা করা হচ্ছে? রিহ্যাবিলিটেশনের কোন ব্যবস্থা করেন নি বিলে। কোন ব্যবস্থা এতে হবে না। আমার চোখের সামনের আর একটা এলাকায় বস্তির অভিজ্ঞতার কথা বলছি।

[10-20—10-30 a.m.]

ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট স্কীম অনুসারে সেখানে যে বাড়ি হয়েছে ভাল বাড়ি হয়েছে, কিন্তু তার ধারে কাছে কোন দোকান নেই। মুচির দোকান, লন্ড্রী, সেলুন সেসব কিছুই নেই। অর্থাৎ সেখানে কারবার হবার উপায় নেই এবং তার ফলে লোকে সেখানে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। এরপর ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউসিং স্কীম অনুসারে সেখানে যারা আছে তাদের বাজার হাট করতে হলে ১।১২ মাইল পথ হেঁটে আসতে হয়। সুতরাং আপনারা স্কীম অনুসারে সেখানে সব মুদি, দর্জি ইত্যাদি যারা যাচ্ছে তারা কারবার করে খেতে পাচ্ছে না। ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট স্কীম অনুসারে সেখানে যে ডাক্তার সে তার ডিস্পেন্সারী খুলতে পারছে না। সেজন্য আমার মতে বস্তী যদি ভাংগতে হয় তাহলে যেগুলো কদর্য বস্তী, যে বস্তী তারা নিজেরা মেরামত করছে না সেগুলো নিন এবং যারা নিজেরা সারিয়ে নিয়ে উন্নতি করতে পারবে তাদের কিছু টাকা দিন! আপনাদের কথামত আপনারা ৫ বছরে ৫ হাজার লোকের উন্নতি করতে পারবেন, কিন্তু বাদবাকী কি শুধু পাকা বাড়িতে থাকার স্বপ্নই দেখবে। সুতরাং সত্যি যদি উন্নতি চান তাহলে আমাদের এদিক থেকে যেসমস্ত ভাল ভাল সংশোধনী দেওয়া হয়েছে সেগুলোকে গ্রহণ করুন। তৃতীয় দফায় আলোচনার সময় বলব যে যে বস্তীগুলি নেবেন সেগুলো যেন বেছে বেছে সাবধানতার সংগে নেন। অর্থাৎ কোন কন্ট্রাক্টরএর স্বার্থে বা কোন জমিদার যে প্রজাকে উচ্ছেদ করতে পারছে না তার স্বার্থে যদি খারাপ বস্তীতে হাত না দিয়ে ভাল বস্তীতে যদি হাত দেন তাহলে বস্তীর বা বস্তিবাসীর উন্নতি হবে না। সেটা করলে পর সত্যিকারের আপনারা যতটুকু বলছেন, আপনারা যা চাচ্ছেন তাও হবে না। যদি আপনাদের নিতে হয় অতি কদর্য কোন বস্তী যার কোন উন্নতি সম্ভব হবে না সেগুলি নিতে হবে -কোন ব্যক্তিগতভাবে বা সমষ্টিগতভাবে হতে পারে না। সেগুলি দিয়ে তার আশে পাশে ভাল জমি দেখে তাদের বিকল্প বাসস্থানের ব্যবস্থা করুন। নচেৎ আমার মনে হয় যে একটা বিপর্যয়ের মুখে তাদের ঠেলে দেওয়া হবে। সুতরাং তৃতীয় দফার আলোচনায় জালান সাহেবের কাছে এই শেষ কথা বলে আমি বসছি।

Sj. Dhirendra Nath Dhar:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই বিলটা বোধহয় এ্যাসেমব্লী হাউসের সবচেয়ে বেশী সময় গ্রহণ করেছে এবং এটা নিয়ে সহরের অধিবাসীদের মধ্যে, বিশেষ করে বস্তিবাসী অধিবাসীদের মধ্যে, আলোচনা হয়েছে সবচেয়ে বেশী।

Mr. Speaker: Mr. Dhar, I am not interfering to day at all. Please remember that there are altogether six or seven more members from the Opposition to speak. Mr. Jalan is also expected to say a few words. If possible, we will rise at half past eleven. Please be brief.

Sj. Dhirendra Nath Dhar:

আমি কম সময়ই নেব। জনসাধারণ এটা সম্বন্ধে কি ভাবছেন সরকার সে খবর রাখেন না সেজন্য আমাদের একই কথা বার বার বলতে হচ্ছে। সরকার বলছেন যে, তারা উচ্ছেদ করতে যাচ্ছেন না, তাদের তারা পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করছেন। এখনও পর্যন্ত যে কটা বক্তৃতা মিঃ জালান অথবা ডাঃ রায় দিয়েছেন সেই বক্তৃতার দ্বারা সাধারণ মানুষের মনে যে সন্দেহ আছে যে সত্য সত্যই তাদের পুনর্বাসনের কোন ব্যবস্থা হচ্ছে কি না—সেই সন্দেহ এখনও দূর হয় নি, সেই সন্দেহ এখনও রয়ে গেছে। সকলেই মনে করছেন যে বড় বড় যেসব জমিদার আছেন তাঁরা নানা অসুবিধায় পড়ে আছেন এবং বর্তমানে কোলকাতা শহরে জমির যা মূল্য তা থেকে যে পরিমাণ মুনাফা তাঁদের পাওয়া উচিত সেই পরিমাণ তাঁরা পাচ্ছেন না—বস্তীর যাঁরা হাট-ওনার্স তাঁদের বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে এবং তাঁদেরই সুবিধার জন্য এই আইন তৈরী

I do not think I should waste the time of the House any further. The suggestions that have been put forward by my friends opposite are very valuable suggestions and they go down to the root. I think those will be considered by the Select Committee and I can assure Mr. Suhrid Mullick Chowdhury that not only mothers will be there, not even the fathers, but even those who have no children will be members of the Select Committee and they can give their suggestions.

The motion of the Hon'ble Purabi Mukhopadhyay that the West Bengal Children Bill, 1958, be referred to a Joint Committee of both Houses consisting of 19 members—12 members from this House, namely:—

The Hon'ble Purabi Mukhopadhyay,
Dr. Maitreyee Bose,
Sjkta. Mani Kuntala Sen,
Dr. Pabitra Mohan Roy,
Sj. Amarendra Nath Basu,
Dr. A. A. Md. Obaidul Ghani,
Sj. Hansadhwaj Dhara,
Sjkta. Anjali Khan,
Janab Syed Kazem Ali Meerza,
Dr. Mani Lal Bose,
Sj. Durga Pada Das,
The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy,

and 7 members from the Council;

(ii) that in order to constitute a sitting of the Joint Committee, the quorum shall be one-third of the total number of members of the Joint Committee;

(iii) that the Committee shall make a report to the House by the 31st August, 1958;

(iv) that in other respects the rules and procedure of this House relating to Committees will apply with such variations and modifications as the Speaker may make; and

(v) that this House recommends to the Council that the Council do join in the said Joint Committee and communicate to this House names of the Members to be appointed by the Council to the Joint Committee.

was then put and agreed to.

Mr. Speaker: The Bill goes to the Joint Committee. Next Bill which I am dealing with is the Development (Amendment) Bill.

The Bengal Development (Amendment) Bill, 1958

The Hon'ble Ajoy Kumar Kukharji: Sir, I beg to introduce the Bengal Development (Amendment) Bill, 1958.

[The Secretary then read the title of the Bill]

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji: Sir, I beg to move that the Bengal Development (Amendment) Bill, 1958, be taken into consideration.

করা হচ্ছে, এই মনোভাব বস্তিবাসীরা বিভিন্ন সভায় প্রকাশ করেছেন কিন্তু আমি বলি—বর্তমান সময়ে কোলকাতা সহরের গরীব মানুষের জন্য বস্তী তৈরী করতে হবে, বস্তী উচ্ছেদ করলে হবে না, তাদের জন্য বসতি স্থাপন করতে হবে। এটা যে কেবল কোলকাতার বস্তি-বাসীরা বলছেন তা নয়; দিল্লীতেও এসম্পর্কে আলোচনা হয়েছে এবং কিছুদিন আগে এ কে চন্দ মহাশয়কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তার জবাবে তিনি বলেছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারও এর জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছেন এবং তারা টাকার ব্যবস্থা করেছেন—২ কোটি টাকার ব্যবস্থা করেছেন যাতে ১৩ হাজার ঝাড়ুদারের অন্ততঃপক্ষে বসতির ব্যবস্থা করা হয় এবং সেটা কি ভাবে করা হবে সে সম্বন্ধেও তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে বহু ঘর বিশিষ্ট বাড়ী স্থাপন করতে হবে যাতে তাদের বসবাসের ব্যবস্থা হয়। কাজেই সকলেই এটা চিন্তা করছেন।

[10-30—10-40 a.m.]

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লক্ষ্য অন্যদিকে। তাঁরা যে সত্যি সত্যি এই সমস্যার সমাধান করতে চান তার কোন হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। আমি এই আইনটার কোন প্রয়োজনীয়তা দেখতে পাচ্ছি না। সরকারের হাতে অনেক আইন আছে। ক্যালকাতা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট আইনটা আপনাদের হাতে আছে। যদি স্লাম ক্লিয়ারেন্সএ আপনাদের কোন ইন্টারেস্ট থাকে তবে তার মারফতেও উন্নতির একটা রাস্তা হতে পারে। তারপর কোন জায়গায় আপনারা তাদের সরিয়ে দিচ্ছেন, না—ছোটখাট ঘর যা আপনারা ব্যবস্থা করছেন তার ভাড়া ৭০।৮০ টাকা —এত ভাড়ায় সাধারণ মানুষ বাস করতে পারে না। এ ছাড়াও নানা ধরনের রেস্ট্রিক্‌শন আছে। বস্তীর জন্য কোন ব্যবস্থাই ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট করে নি। অথচ সকলেই জানেন যে, যখন ক্যালকাটা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট স্থাপন করা হয়েছিল তার উদ্দেশ্য ছিল কলকাতা সহরের বস্তী যা আছে, স্লাম যা আছে তার উচ্ছেদ করে তার জায়গায় ভালো ভালো স্বাস্থ্যকর বাসস্থান তৈরী করা। আজ পর্যন্ত ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্টএর লম্বা ইতিহাসে কোথাও দেখতে পাওয়া যাবে না তারা এই কাজ করেছেন তারা এই কাজ করেছেন কলকাতার গরীব লোকদের উচ্ছেদ করেছেন। তারপর, বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট এই আইনটার সাহায্যেও ইচ্ছা থাকলে আপনারা করতে পারেন—সেই আইনটা এখনো চালু আছে এই আইনের সাহায্যে করলে নতুন আইনের দরকার হবে না। আপনারা সাধারণ মানুষের জন্য স্বাস্থ্যকর বাসস্থানের ব্যবস্থা করছেন এই পরি-কল্পিত আইনের মধ্যে অনেক অনেক ভালো কথা আছে, কিন্তু এই পরিকল্পনায় কে কোথায় যাবে তা পরিষ্কার বলা যায় না। এই দেখুন আমার এলেকা তালতলা, তার এক মাইলের মধ্যে এমন কোন জায়গা নেই—যেখানে সত্যি সত্যি বসাতে পারেন। যে এলেকায় বেশী সংখ্যায় বস্তী রয়েছে যে অঞ্চলের লোকেরা আশেপাশের কারখানায়, দোকানে, বাজারে চাকরী করে, দোকানদারী করে তাদের কোথায় নিয়ে যাবে? তাদের নিয়ে কোথায় ফেলে দেবেন বলা যায় না—এদের জন্য কোন ব্যবস্থা হতে পারে না। কাজেই এখন এটা যদি করতে হয় তাহলে এমন ব্যবস্থা থাকা দরকার যাতে করে সেখানকার হাট-ওনার্স বা বাসিন্দা যারা রয়েছেন তাদের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা দরকার। এই আইন চালু হলে এটা হবে না। ক্যালকাটা মিউনিসিপাল এ্যাক্টএর অনেক অসুবিধা আছে—সেই অসুবিধা থাকা কালীন ক্যালকাটা কর্পোরেশন থেকে এই আইনের দ্বারা কিছু করা সম্ভব নয়। এটা পরিবর্তন করা উচিত। এই অসুবিধা যদি দূর করতে পারেন অথবা ক্যালকাটা কর্পোরেশনএ যে সমস্ত ইন্টারেস্ট রয়েছে তাদের যদি এই আইন সংশোধন করে বাধা করতে পারেন তাহলে আমার মনে হয় কলিকাতার স্লামএর বর্তমান অবস্থা পরিবর্তন করা সম্ভব। সরকারের হাতে টাকা নাই। কত টাকা নিয়ে কবে করবেন তার স্থিরতা নাই। অথচ ক্যালকাটা মিউনিসিপাল এ্যাক্ট রিপীল করে দিলেন। তাহলে বস্তীর হাট-ওনার্স এবং বাসিন্দা যারা রয়েছে তাদের কী হবে? তাদের তো ত্রিশংকু অবস্থা। সেজন্য আমি মনে করি সরকারের তরফ থেকে আরেকবার বিবেচনা করা উচিত এই আইনটি পাস করতে চান কি না। বস্তী উন্নয়নের যদি বাস্তবিকই কোন সৎ উদ্দেশ্য থেকে থাকে তাহলে সেই উদ্দেশ্য এর দ্বারা পূরণ হবে না। —এতে জমিদারদের সুবিধা—তারা আপনাদের সহযোগিতা করবে। সেজন্য আমার বক্তব্য হচ্ছে যে আইনগুলি রয়েছে সেগুলির এ্যামেন্ডমেন্ট করে [illegible] এবং হাট-ওনার্সদের উন্নতি করা উচিত এবং শুধু তাই নয়, কলকাতা

[6-15—6-25 p.m.]

স্যার এটা খুব ছোট আইন। এই বেঙ্গল ডেভেলপমেন্ট এ্যাক্টের ১০ নম্বর ধারায় একটা প্রভাইসো যোগ করে দেওয়া হচ্ছে। তা কেন দিতে হচ্ছে, সেটা পেছনের দিকের স্টেটমেন্ট অব অবজেক্টস এ্যান্ড রিজনসে বলে দেওয়া হয়েছে। বেঙ্গল ডেভেলপমেন্ট এ্যাক্টে যে বিধান আছে, তাতে এই এ্যাক্ট যে এলাকায় প্রয়োগ করা হয়, সেই এলাকায় জলকর ধার্য করতে গেলে কয়েক বছর সময় লাগে। কারণ জলকর নির্ধারণ করার আগে সেখানে ফসল উৎপাদনের গড় দেখতে হবে। কয়েক বছরের ফসল উৎপাদনের গড় বৃদ্ধি পেলে তার মূল্য নিয়ে তবে জলকর ধার্য করা যাবে। এটাতে যে কয়েক বছর লেগে যায়, সেই কয়েক বছর এই জমির মালিকের দেয় জলকর জমে যেতে থাকে, গভর্নমেন্টের আদায়ও বন্ধ থাকে। তাতে গভর্নমেন্টের মোটেই ক্ষতি হয় না। কারণ গভর্নমেট তো ঐ টাকা একদিন না একদিন পাবেন। কিন্তু জমির মালিকদের এক সংগে তিন-চার বছরের জলকর জমে যায়। ফলে তাদের এক সংগে দিতে কষ্ট হয়। এই জিনিসটা আমরা ময়ূরাক্ষীর ব্যাপারে বুঝতে পেরেছি। সেইজন্য যাতে ময়ূরাক্ষীর মত অবস্থা অন্যত্র না ঘটে, অন্য কোন জায়গায় এটা প্রয়োগ করলে কোন অসুবিধা না ঘটে সেইজন্য, ব্যবস্থা হয়েছে ইন্টেরিম রেট, একটা অস্থায়ী রেট ধার্য করে টাকা আদায় করা হবে। পরে যখন আইনের সমস্ত ধারাগুলি প্রয়োগ করে পাকাপাকিভাবে ট্যাক্স ধার্য হবে, তখন কমবেশি এডজাস্ট করা হবে। এতে করে প্রজা সাধারণের কোন অসুবিধা হবে না। এক সংগে তিন-চার বছরের জমা ট্যাক্স দিতে গেলে তাদের যে কষ্ট হয় সেই কষ্ট লাঘব করবার জন্য এই বিল আনা হয়েছে। তাই আমি আর এ বিল নিয়ে বেশি আলোচনা করতে চাই না।

Sj. Tarapada Dey: Sir, I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 15th June, 1959.

Sj. Phakir Chandra Roy: Sir, I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 30th December, 1958.

Sj. Pramatha Nath Dhibar: Sir, I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 30th November, 1958.

Sj. Tarapada Chaudhuri: Sir, I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 30th October, 1958.

Sj. Bankim Mukherji: Sir, I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 1st October, 1958.

Sj. Benoy Krishna Chowdhury: Sir, I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 30th September, 1958.

Sj. Hare Krishna Konar: Sir, I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 30th August, 1958.

Sj. Deben Sen: Sir, I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st August, 1958.

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st July, 1958.

Sj. Mihirlal Chatterji: Sir, I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 30th June, 1958.

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

এই বিলটি আয়তনে ছোট হলেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিল, কারণ এতে সেচকর কিভাবে নির্ধারিত হবে তার একটা নতুন নীতি ইনভলভ রয়েছে। সেইজন্য গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি, বিশেষ করে যখন আর একটা বিল আসছে। সমস্ত পশ্চিমবঙ্গে কেন, সারা ভারতবর্ষে বড় বড় মাল্টি-পার্পাস রিভার ভ্যালি প্রজেক্ট হবার পরে, অধিকাংশ জায়গায়ই যখন ব্যাপকভাবে সেচকর বসছে

তখন সেটা কি নীতিতে, কিভাবে দিতে হবে, তা ধীর-স্থিরভাবে চিন্তা করা দরকার। সেইজন্য আমার সার্কুলেশনের প্রস্তাব আছে। কারণ এর মধ্যে অনেকগুলি নীতিগত প্রস্তাব আছে। প্রথমে একটা জিনিস তুলতে চাই সেটা হচ্ছে যেটা কোয়েশ্চেন আওয়ারে উঠেছিল এবং অত্যন্ত প্রশাসনিকভাবে। ১৮৭৬ সালে ইরিগেশন এ্যাক্ট থাকা সত্ত্বেও কেন ১৯৩৫ সালে ডেভেলপমেন্ট আইন করা হল ? ১৮৭৬ সালের যে ইরিগেশন এ্যাক্ট তাতে এই জিনিসটা ছিল, ভলান্টারি ব্যাসিসে যেসমস্ত লোক জল নেবে, তারা নিজেরাই সেখানে একটা লিজ করত। শর্ট-টার্ম লিজ হলে বেশি রেটে দিতে হত, আর লং টার্ম লিজ হলে রেটটা কম হত। এবং তারা এটা সেচ্ছায় দিত। ১৯৩৫ সালে যে ডেভেলপমেন্ট আইন করতে হল, তার পিছনে একটা ইতিহাস আছে। ১৯৩৫ সালের, আইন করবার আগে যখন এন্ডারসন ক্যানাল, যাকে দামোদরের একটা পুরান ক্যানাল বলা হয়, সেটা কাটা শেষ হয়েছে এবং তার জলকর নির্ধারিত হচ্ছে; এর আগে পর্যন্ত ছোটখাট সেচের ব্যবস্থা ছিল। তখনকার যে এন্ডারসন ক্যানাল কাটতে ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল, তারজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে ঋণ নেওয়া হয়েছিল। সেই ক্যানাল কাটবার সময় যে ক্যাপিটাল কস্ট হয়েছে এবং মেন্টিনেন্স কস্ট, এই দুটা তুলে নেবেন। এবং যখন অত্যধিক সেচকর ধার্য করা হল, তখন চাষীরা তাদের জলের একান্ত প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও, এই লিজের ভিত্তিতে সেই জল নিতে রাজী হল না। যখন তাঁরা দেখলেন এত টাকা খরচ করবার পর, চাষীদের জলের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও, চাষীরা জল নিতে চাচ্ছে না, তখন তাঁরা বাধ্য হয়ে বললেন যে এরিয়াতে আমরা জল দিতে পারি সেই এরিয়াতে আমরা ঠিক করে দেবো, এবং তার উপর ভিত্তি করে কর নির্ধারিত হবে, এবং সেখানকার কৃষকরা সেই কর দিতে বাধ্য হবে। এই ব্যবস্থার মধ্যে দেখছি, একটা হল স্বেচ্ছামূলক, আর আরেকটা হল বাধ্যতামূলক। এখানে কথা হচ্ছে, আমরা ক্রপ-কাটিং করে দেখবো একর প্রতি কতটা ফলন বৃদ্ধি হয়। যতটুকু বৃদ্ধি পায় তার উপর ৫০ পারসেন্ট পর্যন্ত কর ধার্য করবার অধিকার আছে। এখানে একটা জিনিস জানা দরকার, সেটা হচ্ছে ওঁরা অত্যন্ত নিবিড়ভাবে অতীত ইতিহাসকে ভুলে যাচ্ছেন। যখন ১৯৩৫ সালে ক্যানাল কমপ্লিট হচ্ছে, তার আগে সেখানে একর প্রতি কি ফলন ছিল এবং ক্যানাল কাটবার পর সেখানে কি পরিমাণ ফলন হচ্ছে, তা দেখছেন না। এই সরকারের আগে যাঁরা ছিলেন তাদের ক্রিয়াকলাপের ফলে অতীতের যে অবস্থা ছিল, তার থেকে কোথায় নামিয়ে এনেছেন, সেখানে কতটুকু উন্নতি হচ্ছে, তা বিবেচনা করেন নি। বিশেষ করে আমি বলতে চাই বর্ধমান অঞ্চল সম্পর্কে সেখানে দামোদরের জল কৃষকরা পেত সুদূর অতীত থেকে। ১৮০৭ সালে রেলওয়ে লাইন রক্ষা করবার জন্য গ্রান্ড ট্রাংক রোড রক্ষা করবার জন্য, কলকাতার বন্দর রক্ষা করবার জন্য, উইলকক্স সাহেবের ভাষায় বলা যায়, দামোদরের সমস্ত উত্তর দিকে বাঁধ বেঁধে দেওয়া হল।

[6-5—6-15 p.m.]

বিঘাপ্রতি ক্লিন রাইস সেখানে ১৫ গুণ করে হয়েছে এটা তাঁরা প্রমাণ দিয়েছেন। যদি ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফ বেঙ্গল পড়েন তাহলে দেখতে পাবেন। প্রশ্ন হচ্ছে এই লিস্ট স্বাভাবিকভাবেই তারা পেতেন তা নয়, ইন্সিডেন্স অব রেট বেশি করে ধরা আছে। কারণ আগে রাষ্ট্রের সেচের দায়িত্ব ছিল, পরবর্তীকালে সরকার তা গ্রহণ করেন নি। তাদের এই নেগলেক্টের ফলে সেখান থেকে নেমে আসে, অনেক নীচে নেমে আসে, অনেকদিন আগেই সরকারের তরফ থেকে সেচ ব্যবস্থা রেস্টোর করার আবশ্যকতা ছিল, কিন্তু সেদিকে না গিয়ে সেখানে ডেটেরিওরেট করে, ফলে এখানে কথঞ্চিৎ ভাল করে দিয়ে এবার দেখাতে চাইছেন যে বোনাফিট করেছেন, তার অর্ধেক পাবার যোগ্য এটা অত্যন্ত খারাপ জিনিস। এতদিনের ইতিহাসকে অস্বীকার করে চাষীর ঘাড়ে এই যে ধরা হচ্ছে এটা দুদিক থেকে অন্যায় হচ্ছে। অতীত আমলে খাজনার যে নিরীখ ছিল তাতে দেখবেন এইসব যে জমি উর্বরা ছিল বেশি তাতে বিঘাপ্রতি খাজনা ধার্য ছিল বেশি সেইসব নষ্ট করা হল। অহেতু শুধু যে উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে তা নয়, তার ফলে বর্ধমান হুগলিতে—বেন্টলী সাহেব যেটা দেখিয়েছেন বার্ডোয়ান ফিভার, ম্যালেরিয়াতে ১৮৬০ থেকে ১৮৮০ সালের মধ্যে অর্ধেকের বেশি জনসংখ্যা নষ্ট হয়েছে। এত ক্ষতি হয়েছে যে যদি অন্য কোন সরকার থাকত তাহলে নিজেদের দায়িত্ব থাকত এদের কল্যাণ ও স্বার্থ রক্ষার জন্য—সেদিক থেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিজেদের করা উচিত ছিল, তা করেন নি। আমি এটা যুক্তি হিসাবে

[10-40—10-50 a.m.]

বাড়ি ভাড়া দিয়ে বাড়ির ছোট ছোট মালিক যারা নিজেও থাকেন, আবার কিছু ভাড়াও তোলেন কিংবা দোকানদার ছোট ছোট কারখানার মালিক ও শ্রমিকরা এবং জমির যারা মালিক, তাদের সম্বন্ধে সেই সময় বলেছিলাম যে যা দিচ্ছেন, তা অতিরিক্ত দিচ্ছেন, এত দেওয়ার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ঘরের যারা মালিক—তাদের জন্য যে প্রস্তাবগুলি এনেছিলাম, তাদের ক্ষতি-পূরণের যে কথাগুলি বলেছিলাম, তার কোনটাই আপনারা গ্রহণ করেন নাই। যারা দোকানদার ওখানে দোকান করছে, তাকে তুলে দেবার সময়, তারা কি করে যাবে, তার জন্য কিছু ক্ষতিপূরণ দেবেন এই প্রস্তাব এনেছিলাম। তাও গ্রহণ করলেন না। আমার বিশেষ করে বক্তব্য যেসব কারখানার যারা শ্রমিক, তারা ৫।৬ মাসের জন্য বেকার হয়ে যাবে—অন্য জায়গায় কারখানার কাজ খোঁজবার জন্য, তাদের আপনারা কোন ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করেন নাই। যে নূতন বিলটা হলো এটা চালু করবার সময় আপনারা যে আইনকানুনগুলি করবেন, আমার এক বন্ধু বলেছেন, সেগুলি বিধানসভায় নিয়ে এসে সেটা বিধানসভায় আলোচনা করবার জন্য। আমি মনে করি সেটা করা খুব সমীচীন। কিন্তু তা যদি আপনাদের পক্ষে সম্ভব না হয়, তাহলে আমি অনুরোধ করবো—আমরা যে সংশোধনী প্রস্তাবগুলি দিয়েছিলাম, সেগুলি দেখবেন এবং আমরা তা নিয়ে যেভাবে আলোচনা করেছি সেগুলিও দেখবেন। তারপর প্রয়োজন হলে বিরোধী পক্ষ ও কংগ্রেস পক্ষকে ডেকে একটা ছোট সভায় আলোচনা করে তা ঠিক করে নেবেন।

তারপর হচ্ছে, এই বিলের দ্বারা তারা কিছুটা লাভবান হবে—যারা অত্যন্ত কম রোজগার করে, কলকাতা সহরে তারা খুব বেশী ভাড়া দিয়ে বাস করে। যদি আপনারা বস্তিবাসীদের উচ্ছেদ করে সেখানে বাড়ি তৈরী করেন, তাহলে নিম্নমধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কিছু ভাল হতে পারে। কিন্তু লক্ষ লক্ষ বস্তিবাসী, তাদের যে দুঃখ, তাদের যে অসুবিধা হবে, সেদিকে আপনারা লক্ষ্য রাখলেন না। এটা ঠিক কথা যে বস্তী কেন আছে, ছিল এবং দূর করতে গেলে, তার পন্থা কি? কোন্ পথে গেলে তা দূর করতে পারা যায় এবং কিভাবে এই বস্তিবাসীর উন্নতি হয় এবং ধীরে ধীরে বস্তীগুলি উঠে যেতে পারে? তার নির্দেশ দিতে পারেন নাই। মুক্তা-রামবাবু স্ট্রীটে দেখবেন বিরাট বিরাট প্রাসাদ আছে, চৌৎপুরে, বিবেকানন্দ রোডে, সেখানের বস্তী রয়েছে, রামবাগান প্রভৃতি অঞ্চলেও বড় বড় বস্তী পড়ে রয়েছে। তার আসল কারণ কি? তার আসল কারণ হচ্ছে দারিদ্র্য ও বেকারী। সেখানকার মানুষ যদি কাজ পায়, তাদের যদি আর্থিক উন্নতি হয়, তাহলে ধীরে ধীরে আপনা হতেই ঐ বস্তীগুলির উন্নতি তারা করে যেতে পারবে। সেজন্য আপনাদের চেষ্টা করা উচিত ছিল—আমরা যেটা বলেছিলাম যে বস্তীতে যারা বাস করছে, তাদের কিছু সাহায্য করুন। যারা ঘর করেছে এবং ঘর করে আরো যারা গরীব, তাদের কিছু সুবিধা করে দিচ্ছে, তাদের কিছু অর্থ সাহায্য করুন। তারা উচ্ছেদ হয়ে গিয়ে তাদের রুজিরোজগার ও বাসস্থান দুই-ই যেন হারিয়ে না ফেলে। আজ দুঃখের কথা হচ্ছে আমরা দীর্ঘ সময় এ নিয়ে আলোচনা করেছি। আমাদের সমস্ত আলোচনাই দেখছি বৃথা হয়ে গেল। আমার মনে হচ্ছে—কেন আমরা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে বোঝাতে পারলাম না যে আমাদের কথাগুলির মধ্যে কিছু সত্য আছে, আমরা বিরোধিতা করবার জন্যই বিরোধিতা করছি না। আমরা সকলেই এই ৫ লক্ষ বস্তিবাসীর উন্নতির জন্য আলোচনা করছি। আমরা কি বলেছিলাম? আমরা বলেছিলাম অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যেগুলি বস্তিবাসী-দের পক্ষে, সেগুলি করুন। তারজন্য হয়ত কর্পোরেশনের কিছুটা আইনের পরিবর্তন হওয়ার প্রয়োজন হতে পারতো। তার জন্য কর্পোরেশনের সহযোগিতা আমাদের হয়ত প্রয়োজন হয়ে পড়তো। এবং সেটা করা অত্যন্ত সহজ ছিল। তা করলে যেটা আমরা চেয়েছিলাম—যে অন্ততঃ এই ৫ লক্ষ বস্তিবাসীর জন্য কিছু জলের ব্যবস্থা করুন, ড্রেনগুলি পরিষ্কার করুন, তাদের বস্তীটা যাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, তার জন্য নিয়মিত ঝাড় দেওয়ার ব্যবস্থা করুন এবং রাস্তাগুলি বড় করুন। তারপর ধীরে ধীরে বাসস্থান সমস্যার দিকে লক্ষ্য রেখে যদি আপনারা ফাঁকা জায়গায়—দু' কোটি টাকা হোক—১০ বছরে ৩০ বছরে হোক, ধীরে ধীরে কাজ শুরু করে দিতেন, তাহলে আমাদের মনে হয় দেশের বর্তমান অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে, সাধারণ মানুষের পকেটের প্রতি লক্ষ্য রেখে আপনারা ধীরে ধীরে বস্তীর উন্নতির দিকে যেতে পারতেন। কিন্তু শুধু যদি বস্তী ভাঙ্গার দিকে লক্ষ্য রাখেন এবং বস্তিবাসীর উন্নতির দিকে

রাখছি এবং এটা বিশেষ করে বলার প্রয়োজন আছে এজন্য একথা বহু লোকের মনে প্রশ্ন জাগে যে সারওয়ার্দির আমল থেকে অজয় মুখার্জি পর্যন্ত মন্ত্রী মহাশয়রা একই কথা বলছেন যে যদি চাষীর পকেটে ১০ টাকা দিয়ে বলি ৫ টাকা আমাদের দাও তাহলে অন্যায়টা কি বলছি কিন্তু তার আগে প্রশ্ন হচ্ছে যে তাদের পকেট থেকে, চাষীদের পকেট থেকে কত নিয়েছেন এবং কোথায় নিয়ে দাঁড় করিয়েছেন? কোথায় তাদের পেঁছানর দায়িত্ব ছিল তার কি করেছেন? এই ইতিহাসে দেখেও যদি বলেন বেনিফিট করেছেন তাহলে অন্যায় হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কতকগুলি প্রশ্ন আছে। যে খরচ হয়েছে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসতে পারে সে খরচ কিভাবে উঠবে? সেজন্য ট্যাক্সেশন এনকোয়ারী কমিটি আলোচনা প্রসংগে বলেছিলেন—এটাকে কি ওয়াটার-রেট হিসাবে দেখবেন, না ট্যাক্স হিসাবে দেখবেন, না সার্ভিস হিসাবে দেখবেন। এটাকে আমরা কি ভিত্তিতে নেবো—বেনিফিটের ভিত্তিতে, না কস্টের ভিত্তিতে, না মেন্টেনেন্স চার্জের ভিত্তিতে—এসব প্রশ্ন এখানে উঠেছে। এইসব প্রশ্ন আলোচনা করতে গিয়ে স্বভাবতঃ এই জিনিস ভেবেছেন, চাষীর বর্তমানে বহন করার জন্য যে শক্তি ক্যাপাসিটি টু পে এটাকে না দেখে যদি এ জিনিস করতে যান তাহলে খুবই অন্যায় হবে। এই একটা জিনিস ভাবতে হবে, যে খরচ হয়েছে সেটা তুলতে হবে কিন্তু সেটা কেমনভাবে তোলা হবে যারা দেবে তাদের দেবার ক্ষমতা কতটা সেসব জিনিস বিবেচনা করে দেখতে হবে। এ জিনিস আলোচনা করতে গিয়ে একটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে পশ্চিমবঙ্গে আমাদের যে জমি তাতে জলের প্রয়োজন কেন এবং তার চরিত্র কি এটা খুব ভালভাবে বুঝা দরকার।

[6-25—6-35 p.m.]

যদি স্বাভাবিক বৃষ্টি হয় ৫০ থেকে ৬০ ইঞ্চি বৃষ্টি হলে ক্যানেলের প্রয়োজনীয়তা তেমন নয়। এ সম্বন্ধে অতীতে এনকোয়ারি হয়েছে, ফুডগ্রেনস এনকোয়ারি কমিটিতেও তাঁরা এই কথা বলেছেন যে, প্রকান্ড ক্যানাল যেসমস্ত হচ্ছে সেইসব হচ্ছে ইন্স্যুরেন্স এগেইনস্ট ফ্যামিন। যদি স্বাভাবিক বৃষ্টি না হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রেই ক্যানেলের জলের প্রয়োজন। এটা দেখা গেছে জল টান পড়লেই চাষীরা যেখানে দৌড়াত, কিন্তু সুবৃষ্টি হলে তারা নিতে চাইত না। কিন্তু এটা কম্পালসরী করাতে সেদিন থেকে তাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। কিন্তু বর্তমানে ক্যানেল যেভাবে করা হয়েছে তাতে যে কারণে দরকার অর্থাৎ জল কম পড়লে যেখানে দরকার, সেই সময়েই জল দিলে ক্যানেল করের আর প্রয়োজন হয় না। আজ ৯ই জুলাই এবং আজকের খবর হচ্ছে এই বিভিন্ন জায়গা থেকে টেলিগ্রাম পর্যন্ত আসছে যে ডি ভি সি ক্যানেল থাকা সত্ত্বেও চার লক্ষের উপর ডি ভি সি থেকে জল দেওয়া হবে, এবং যেখানে আমি বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে দেখেছি যে যে বীজ বপন করা হয়েছে সেই সমস্ত বীজ শুকিয়ে যাচ্ছে, এই ক্যানেল সেইভাবে জল দিতে পারছে না। আকাশে বৃষ্টি না থাকলে বর্তমান ক্যানেল যেভাবে তৈরি হয়েছে তখন যেভাবে প্রয়োজন তাতে ঠিক সময়মত বীজ রক্ষার জন্য চাষ রক্ষা করার জন্য ক্যানেল জল দিতে পারছে কিনা সেটা আলোচনা করা প্রয়োজন। আমরা দেখেছি যখন আশ্বিন মাসে জল কম পড়ে, তখন জল পাওয়া যায় না। সেজন্য যে কারণে এই পশ্চিমবঙ্গের যে সময়ে জল দরকার, অথচ আমরা চাচ্ছি যে সেখানে কম্পালসারি ভিত্তিতে ভাল বৃষ্টি হোক আর নাই হোক—এমন আমি জানি বিভিন্ন জায়গায় রিপোর্ট আছে যে যখন আকাশে খুব বৃষ্টি তখন ক্যানেল রক্ষা করবার জন্য মাঠে এমন জল ছেড়ে দেন যে তাতে তাদের ক্ষতি আরও ভয়ানক হয়, অথচ যে সময় নেই সে সময় তাঁরা জল দেন না। ক্যানেলের এই ডিফেক্ট দূর করা দরকার। কোরে তার পরে যেখানে জলের দিক থেকে দুটি প্রশ্ন আসছে সেটা বিবেচনা করা দরকার। একটা হচ্ছে যে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার যেটা হয়েছে সেটা বর্তমানে বিশেষ কোরে এই ধরণের মাল্টিপারপাস স্কীম নেওয়ার ফলে প্রচুর টাকা সেখানে খরচ হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ ডি ভি সির ইতিমধ্যেই সেখানে খরচ করা হয়েছে ১২৫, শেষ পর্যন্ত কত দাঁড়াবে তার ঠিক নেই। ময়ুরাক্ষীতে প্রায় ১৬ কোটি টাকার মত খরচ হয়েছে। এই প্রকান্ড যেসমস্ত খরচ এই খরচের আরবিট্রেরি ভাগ করে দিচ্ছেন যে এতটা হচ্ছে ইরিগেশনের একটা অন্য ব্যাপারের, এবং ইরিগেশন খাতে খুব বেশি পরিমাণে সেখানে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। চাপিয়ে দিয়ে সেই ক্যাপিটাল করম এবং পরের যে মেন্টেনেন্স করম এই সবটাই যদি তাঁরা তুলতে চান, তারপর যে হারে কর নির্ধারিত হবে সেই হারে কর দেবার সাধ্য আদো নাই, এবং সেদিক থেকে বোঝা দরকার যে ক্যাপিটাল কস্টটা যদি অন্যভাবে

লক্ষ্য না রাখেন, তাহলে এমনও বলছি এই আইন চালু হলেও তাকে কাজে লাগানো অত্যন্ত অসুবিধা হবে।

আজকের দিনে সেই মানুষ আর নেই, যে আপনারা বস্তী ভেঙ্গে শ্যামবাজারের মানুষকে শ্রীরামপুরে পাঠিয়ে দেবেন, কিম্বা বাগবাজারের মানুষকে বজবজে পাঠিয়ে দেবেন,—আজ আর সেই অবস্থা নেই। সেইজন্য আজ আমরা সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে বলছি—এই আইন পাস হলেও, তাকে চালু করবার চেষ্টা করবেন না। আপনারা চেষ্টা করুন পাঁচ লক্ষ ... যেগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তার আগে ব্যবস্থা কি করে করা যায় এবং সেগুলি যাতে সমান-ভাবে সব বস্তীতেই কিছু কিছু উন্নতি করা যায় তার চেষ্টা করা দরকার।

Sj. Deben Sen:

মাননীয় সভাপাল মহাশয়, আমাদের দুর্ভাগ্য যে বারে বারে এই বিলটির প্রতিবাদ করতে হচ্ছে, এবং আপনার সবচেয়ে অসুবিধা হচ্ছে, আপনাকে একই কথা শুনতে হয়। কিন্তু আপনাকে আমাদের মত দুর্ভাবনা এবং উদ্বেগ ভোগ করতে হচ্ছে না, কারণ আপনি অপজিশনের নন। এবং মন্ত্রীদের পক্ষে যে উল্লাস ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তারও জ্বালা আপনার ভিতর নেই, আপনি একেবারে নিরপেক্ষ। সুতরাং আপনি নিরপেক্ষ বলে, আপনার কোন ইন্টারেস্ট নেই আমাদের বক্তৃতায়। তবুও আমাদের কিছু বলতে হবে। যেমন শোষণ কখনও পুরাণ হয় না এবং শোষক একই পন্থা অবলম্বন করে যায়, যেখানে কোন বাধা নেই, দ্বিধাগ্রস্থ সে কখনও হয় না, সে নিজে জরাগ্রস্থ হয়ে গেলেও, সে নিজের ক্ষমতা বলে সব কিছু করে যায়। তেমনি যারা বাধা দেবে, সেই প্রতিবাদ কখনও পুরাণ হয় না, তা শাশ্বত। আমাদের এই প্রতিবাদ করতে হবে এবং তা শাশ্বত প্রতিবাদ। আমি আগেই বলেছিলাম—চারটা কারণে আমি এই বিলের প্রতিবাদ করি। তার প্রথম কারণ হল যে সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানে যে নীতিগুলি নির্দিষ্ট হয়েছে, তা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কেন মেনে নিলেন না। আমি প্রশ্ন করে ছিলাম তার উত্তর তিনি দেন নি। তারপর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে কেন্দ্র থেকে যে আইনটা আনা হয়েছে স্লাম ক্লিয়ারেন্স সম্বন্ধে তাতে যে ধারাগুলি রয়েছে, আমরা বলেছিলাম সেগুলি আমরা মানি, কিন্তু তিনি কেন তার থেকে সরে গিয়ে অন্য রকম বিল আনলেন, এটা আমি প্রশ্ন করেছিলাম, তার উত্তর তিনি দেন নি। তৃতীয় কারণ হচ্ছে—ক্যালকাটা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট, তাঁরা যদি কোন গৃহ বা রাস্তা দখল করতে চান, সে সম্বন্ধে তাঁরা যে পন্থা অবলম্বন করেছেন, সেই পন্থাও তিনি অবলম্বন করলেন না। এ সম্বন্ধে আমি প্রশ্ন করেছিলাম, তিনি উত্তর দেন নি।

[10-50—11 a.m.]

আজ আমি আবার সেই তিনটা প্রশ্ন উত্থাপন করছি এবং মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় এসম্বন্ধে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানএ স্লাম ক্লিয়ারেন্স সম্বন্ধে তারা যে তিনটা নীতি বর্ণনা করেছেন তার প্রথম হচ্ছে—'নিয়ার দি এক্‌জিস্টিং সাইটস অব স্লামস'। কেন?—
so that they may not be uprooted from their field of employment.
এই হচ্ছে ফার্স্ট নীতি। অর্থাৎ নিকটবর্তী জায়গায় দিতে হবে, সেই নিকটবর্তী কেবল স্পেস দেখে নয়, ডিস্ট্যান্স দেখে নয়, এই কারণে যেন তারা তাদের ফিল্ড অব এম্‌প্লয়মেন্ট থেকে আপরুটেড না হয়। আজকে যেকয়টি বক্তৃতা বিরোধী পক্ষের আপনারা শুনেছেন, সকলের মুখেই শুনেছেন যে ফিল্ড অব এম্‌প্লয়মেন্ট থেকে আপরুটেড হয়ে যাবে। আপনি আপনার বক্তৃতায় কখনই বলেন নি যে এই সমস্ত লোক তাদের ফিল্ড অব এম্‌প্লয়মেন্ট থেকে আপরুটেড হবে কি না। আপনারা মেকানিক্যালি বলেছেন যে, আমরা এক মাইলের মধ্যে দেবো। পারবেন কি না আমরা জানি না কিন্তু পজিটিভ সাইডএ আপনি কখনও বলেন নি। আমি জানি আপনার অসুবিধা আছে। কলিকাতার ২৬টি সীটএর মধ্যে আপনার হাতে মাত্র ৫টি। কারণ মাননীয় সিদ্ধার্থ রায়ও সরে গিয়েছেন। এই ৫টির ভিতর, বিধানবাবু, আপনি ও আনন্দিলালবাবু এই তিনজন যে এরিয়া থেকে এসেছেন আপনাদের সঙ্গে বস্তীর যোগা-যোগ নেই শত্রুতা আছে, ইচ্ছাপূর্বক নয়, ... নয়, শ্রেণীগত আপনাদের শত্রুতা

তোলা যায় সেইভাবে তোলার ব্যবস্থা করতে হবে, যেটা আমি ডি ভি সির আলোচনার সময় দেখিয়েছিলাম যে ইলেকট্রিসিটি বিক্রী করে যথেষ্ট টাকা হতে পারে তাতে সমস্ত টাকা উঠে আসতে পারে। অন্যান্য জায়গায় উত্তর দিবার সময় তাঁরা বলেছিলেন যে দামোদর পরিকল্পনা এক ধরনের এবং অন্য পরিকল্পনা আর এক ধরনের। কিন্তু ভাখরা নাঙ্গল বা অন্যান্য যেখানে শিল্প বিস্তারের সম্ভাবনা নাই, সেখানে হয়ত ইলেকট্রিসিটি বিক্রী কোরে উঠতে পারে না। সেখানে প্রাইমারিলী ইরিগেশনএর ক্ষেত্রেই নির্ভর করতে হবে। কিন্তু ডি ভি সি এমন ধরনের একটা পরিকল্পনা যাতে সত্যিকার টেনেসী ভ্যালির সঙ্গে অনেক দিকে মিল আছে এবং এখানে অধিকাংশ ক্যাপিটাল ফর্ম উঠে আসার সম্ভাবনা আছে, ইলেকট্রিসিটি বিক্রী করে। সেজন্য ক্যাপিটাল ফরম শিল্প বিস্তার করার যদি আমরা প্রগ্রাম নেই এবং ব্যাপকভাবে সেখানে যদি ইলেকট্রিসিটি তৈরি হয়, এবং আমরা যদি আরও তার প্রডাকশন বাড়াতে পারি তাহলে পর সেদিক থেকে উঠতে পারে। এখানে প্রশ্ন অসছে মিনিমাম যেটা মেনটেনেন্স কস্ট অর্থাৎ এইটে পরে পার্মানেন্ট বেনিফিট ইরিগেশনের জন্য যে ব্যবস্থা রাখা হব, সেই ব্যবস্থাটুকু রক্ষা করার জন্য যেটুকু সেখানে খরচ দরকার সেইটুকুই যদি সেখান থেকে তোলবার চেষ্টা করা হয় তবে সেটা খুব বেশি হবে না। এই নীতি হওয়া উচিত এবং সেই নীতির দিক থেকে এখানে প্রশ্ন উঠেছে যে এড হক এইরকম একটা নীতির পরিচালনা যদি আমরা না করি তাহলে ক্রপ-কাটিং এস্টিমেট কোরে তারপরে সেটা তুলতে গেলে পর হয়ত সেখানে দেরি হবে তিন বছর এবং ততদিন পর্যন্ত আমাদের অনেক এরিয়ার পড়ে যাবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কেন এরিয়ার জমে যাবে? ক্রপ-কাটিং ইত্যাদি কোরে আপনি যে এস্টিমেট করতে যাচ্ছেন সেই স্কীম হবার সময় পর্যন্ত তিন-চার বছর পর্যন্ত আপনি ফ্রি দিতে পারেন এবং সেখানে দেখবেন এই ফুডগ্রেইনস কমিটিও বলেছেন বিশেষ কোরে নাম কোরে তারা বলেছেন যে ময়ুরাক্ষী এবং ডি ভি সি এলাকায় যদি এই এলাকার চাষীদের খরচ বহন করবার অবস্থায় এনে দিতে হয় তাহলে অন্ততঃপক্ষে সেখানে ডাবল ক্রপিং করতে হবে। ডাবল ক্রপিং করতে হলে পর তাদের ইন্ডিউস করবার জন্য অন্ততপক্ষে তাদের কিছুদিন পর্যন্ত এক্সজেমশন দেওয়া দরকার, কনসেসন দেওয়া দরকার এবং তাদের অন্যান্য ক্রপ করতে পারে সেই ব্যবস্থা কোরে তাদের দেবার ক্ষমতায় পেঁৗছে দিয়ে তখন করলে সেটা তখন ন্যায়সঙ্গত হবে। আর তা না হলে অন্যায় জুলুম কোরে তাদের উপর চাপান হবে যেটা তাদের দেওয়ার সাধ্য নয়।

Sj. Dasarathi Tah:

মাননীয় সভাপাল মহাশয়! গোখুরাসাপের বাচ্চা দেখতে খুব ছোট হলেও অত্যন্ত বিষাক্ত। সেচ মন্ত্রী মহাশয় হাউসকে বলছেন এটা অতি ছোট, এ বটিকা অত্যন্ত গলাধঃকরণের সুবিধা, তোমরা গিলে নাও। কিন্তু একথাও আমরা মর্মে মর্মে জানি যে ছোট হলে তাতে অনেক বড় জিনিস হয়। ছোট কল্‌কেতেই বড় তামাক খাওয়া যায়। তা আমরা জানি। আজকে সেচ মন্ত্রী মহাশয় বলছেন যে ক্যানেলের রেট আমার হিসাবে কত হবে জানি না, তোমরা একটা আন্জে মোজে ঠিক করে দাও যে এড্ হক রেট দশ টাকা। এই দশ টাকা পর্যন্ত হবে। কিন্তু সেটা ঠিক করবেন কে? আমরা দেখেছি আমরা জানি যারা ক্রপ-কাটিং করেন যারা এস্টিমেটিং অফিসার অধিকাংশই কোন জমিতে জল পেল কি পেল না তার কোন ধার ধারেন না, যাদের জমিতে কোন কালে জল পেল না, দরখস্ত কোরে তার উত্তর পর্যন্ত পেল না, অতএব তাদের হাতে কেমন কোরে এস্টিমেট হবে তা আপনি বুঝতেই পারছেন, অতএব ঐ ১০ টাকা পর্যন্ত উর্ধ্বগতি, ১০ টাকার কতটা নীচে নামবে সে কথা তিনি কোন কিছু বলে দেন নি। আমরা এখানে পরিষ্কার বলতে চাই যতক্ষণ না হিসাব হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি ঐভাবে কিছু করতে পারবেন না। আপনি বসুন, আপনি কংগ্রেস বেঞ্চে আছেন, আমরাও কংগ্রেসে ছিলাম, এবং ব্রিটিশ আমলে যখন দামোদর ক্যানেলের জন্য প্রবল আন্দোলন হয়, সাড়ে পাঁচ টাকা কোরে যখন রেট করে তখন আপনারা জানেন বহু সত্যাগ্রহ, বেআইনী অনেক কিছু হয়েছিল এবং বর্ধমান জেলা কংগ্রেস কমিটি থেকে যে এনকোয়ারি কমিটি বসেছিল তাতে বৈজ্ঞানিকভাবে সমস্ত দলিল দস্তাবেজ বহু কিছু ইতিহাস তথ্য ইত্যাদি নিয়ে দুই টাকা নয় আনা কোরে একর হয়েছিল? আপনি বলতে পারতেন দুই টাকা নয় আনা আমরা ঠিক করেছিলাম এটাই ন্যায্য রেট, অতএব দুই টাকা নয় আনা বেশি নেওয়া যাবে না এটা আপনি বলতে পারতেন। কিন্তু আপনি তা না বলে একেবারে ১০ টাকা এবং ১০ টাকাই রেখেছেন। এর সঙ্গে বিনয়বাবু যেসব কথা বলেছেন বিস্তৃত কথা

রয়েছে। আপনার সঙ্গে কোন ব্যক্তিগত শত্রুতা কারো নেই কিন্তু তাদের সঙ্গে শ্রেণীগত শত্রুতা রয়েছে। তাঁরা এই বিলের দ্বারা লোকের কি ক্ষতি হবে তা বুঝতে পারছেন না। বাকী যাঁরা পারছেন তাঁরা কেউ বক্তৃতা দিলেন না, শ্রীনরেন সেন বলতে পারতেন, শ্রীমত্মা মৈত্রেয়ী বসু বলতে পারতেন, নেপাল রায় মহাশয়ও বলতে পারতেন কিন্তু বলেন নি। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই বইটা আমি আপনাকে দিতে চাই। এই বইতে যে নীতিগুলি উল্লিখিত হয়েছে সেই নীতিগুলি বিলে প্রতিফলিত হয়েছে কি না আপনি বলে দিন। এর পেজ ৫৬২, তাতে ফার্স্ট প্রিন্সিপল হচ্ছে—

"that they are not uprooted from their field of employment";

সেকেন্ড নীতি হচ্ছে—

"to keep the rents within the paying capacity";

বিলের ভিতর কিছুই বলা হয় নি। পেয়িং ক্যাপাসিটির কথাই আসে নি। এখানে শুধু আছে কম্পেয়ারেবল রেন্ট। কম্পেয়ারেবল রেন্ট একটা ভেগ কথা এবং কম্পেয়ারেবল রেন্ট যদি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের উপর ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে একরকম হবে এবং যদি আমার উপর ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে অন্য রকম হবে। সেইজন্য কম্পেয়ারেবল রেন্ট কথাটা অত্যন্ত ভেগ এবং তার দ্বারা আমাদের কোন রকম প্রোটেকশন হয় নি। আর তৃতীয় নীতি হচ্ছে—

"State Government and local bodies should provide slum-dwellers with developed and demarcated plots of land varying from 1,000 to 1,200 sq. ft. in area as well as limited quantities of building materials, leaving it to slum-dwellers to build houses for themselves."

এটার উল্লেখ কোন জায়গায় নেই। আমরা এই ধরনের এ্যামেন্ডমেন্ট এনেছিলাম। আপনি তার একটাও স্বীকার করেন নি। আপনি আমাদের উত্তরে কিছুই বলেননি। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমরা ইরেলিভেন্ট বললে নিশ্চয়ই আপনি আমাদের থামিয়ে দিতে পারেন কিন্তু রুলস এমন যে তাঁরা আমাদের পয়েন্টএ উত্তর না দিলে আপনি কিছুই করতে পারেন না, কিন্তু আমরা খুব ইন্সাল্টেড ফিল করি এবং আমরা চাই এর উত্তর যে কেন তিনি সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানএ যে নীতিগুলি উল্লিখিত হয়েছে তা গ্রহণ করেন নি এবং কেন তার তিনি বিরোধীতা করেছেন তা জানতে চাই। দ্বিতীয় এ্যাক্টটা দেখুন—সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এ্যাক্ট। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এ্যাক্টএ প্রথমতঃ নাম খুব ডিফারেন্ট নাম দিয়েছে—

The Act may be called Slum Area Improvement and Clearance Act.

সেখানে এমফাসিস হচ্ছে ইম্প্রুভমেন্টএর উপর, আমাদের বিলে তা নেই। এই বিলে বলেছেন—

"Where the competent authority upon report from any of its officers or other information in his possession is satisfied that any building in a slum area is in any respect unfit for human habitation"

তাহলে

"then serve upon the owner of the building a notice requiring him within such time not being less than 30 days as may be specified in the notice to execute the works of improvement."

তারা দখল করে নিয়ে প্রথমে ওনারকে একটা নোটিস দিচ্ছেন—বাসস্থান গৃহ যা আছে এটা সংস্কার করুন। সেই নীতি গ্রহণ করার জন্য বহু এ্যামেন্ডমেন্ট দিয়েছিলাম মন্ত্রী মহাশয় সেটা স্বীকার করেন নি। বলতে পারেন যদি না করেন কি করা হবে? এই এ্যাক্টএ বলা হচ্ছে

"if a notice under section 4 requiring the owner of the building to execute the works of improvement is not complied with"

তাহলে কি হবে—

"the competent authority may itself do the work."

তখন গভর্নমেন্টকে এসে করতে হবে। আমি তাই বলেছিলাম গভর্নমেন্ট তা স্বীকার করেন নি। কেন করেন নি তার উত্তর আমাদের দেন নি। এবং তৃতীয়তঃ আমি বলেছিলাম—

বলুন না। কেবল একটা কথা বলি ধরুন বর্ধমানে ইডেন ক্যানেলের কর ঐ দামোদরের জল থেকেই হল, তখন চার আনা কোরে বিঘা বা বার আনা কোরে একর। আবার যখন দামোদরের ক্যানাল হল এ্যান্ডারসন ওয়েল হল—সেই যে বাঁধ তার মুখ দিয়ে দামোদরের জল সাপ্লাই করা হল, সেটা দুই টাকা নয় আনা বলনু, আর যাই বলুন—তখন ঠিক হল এবং বার আনা জল পাওয়া গেল। আবার কিছুদিন পরে শাসনব্যবস্থায় দুই টাকা নয় আনা, হল, পরে ডাঃ ঘোষের মিনিস্ট্রিতে ধানে ও চালের দর যখন ঠিক কোরে দেওয়া হয় সাড়ে পাঁচ টাকা সাত টাকা করা হয় তখন বারবার অনুরোধ করি যে হিসাবনিকাশ ঠিক নয়, এবং এমন করা হউক যাতে এটা মিনিমাম হয়, তা নাহলে মহা মুশকিল হবে। আজ দেখতে পাচ্ছি আজ আষাঢ় মাস শেষ হল, আজ পর্যন্ত ক্যানালে জল নাই, আপনি বলবেন, না আষাঢ়ের ১লা জল দিয়েছি, অতএব দাও রেট। আষাঢ়ে জল পাওয়া সম্বন্ধে কথা আছে—

আষাঢ়ে খে'চবে,

ভাদরে গোবরে।

অর্থাৎ আষাঢ় মাসে দিলেই ভাল ধান হয়, আর ভাদ্র মাসে গোবরের সার দিলেও হয় না। তাহলে যেরকম সাপ্লাই করবেন সেইভাবে ১৫ দিন অন্তর রেট আলাদা করতে হবে—এই হলে বিবেচনার কথা ছিল। কাজেই আমি আপনার প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করছি। আপনি এই ছোট বিলটি দিয়ে অবস্থা বিষাক্ত করে তুলেছেন। এ বিষয়ে সজাগ হউন—এই কথাই বিশেষ কোরে বলি যদি বিশ্বাস করেন যে অঞ্চলের চাষীদের সঙ্গে যুক্তি কোরে ব্যবস্থা করা হউক, কেবল এস্টিমেটিং অফিসারের উপর ছেড়ে না দিয়ে। তার কারণ, দামোদর ক্যানাল কর যখন ইন্ট্রোডিউস করা হল তার আগে বর্ধমান টাউন হল ময়দানে একটা এক্জিবিশন হল, তাতে দেখান হল ক্যানালের জল পাওয়ার পূর্বে এবং ক্যানালের জল পাওয়ার পরে কি অবস্থা। ম্যালেরিয়ার ঔষধের যেমন বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় যে ম্যালেরিয়ায় ভুগে রোগীর কি রকম চেহারা হয়ে গেছে আর ম্যালেরিয়া ঔষধ খাওয়ার পর কি রকম চেহারা হয়েছে যেমন দেখান হয় সেইভাবে দামোদর ক্যানেল কর প্রবর্তনের পূর্বে দেখান হয়েছিল—হয়ত কারও সব চেয়ে ভাল জমি জোতের তার উপর দামোদরের খালের জল এবং পলি পড়েছে, তার ফলে গাছগুলো বানরের ল্যাজের মত লম্বা লম্বা দেখিয়ে দিয়েছেন যে 'ক্যানেলের জল পাইয়া এই হইয়াছে'। আর ক্যানেলের জল না পাওয়ার জন্য কি হয়ত রামপদ চক্রবর্তী, সাত বৎসর আগে মরে গেছে, তার বিধবা সুরেন কোড়েল, সিডিউলড কাস্টের, তাকে ভাগে দিয়েছে, সেই সুরেন কোড়েলের বলদ কেনবার পয়সা নেই, সে যেসব রোগা রোগা কটা এ'ড়ে বাছুর রেখে দিয়েছে, এবং দাঁড় ছিড়বে বোলে বেশি কোরে খেতেও দেয় না, এই রকম কোরে চাষ হল, যখন দুই টাকা আট আনা, তিন টাকা লাঙ্গল বিক্রী হয় এইভাবে ভাদ্র মাসে চাষ দিল। তারপর সিডলিং যখন একটু বেরুল তার দেখবার কেউ নেই ছাগলে সেই ধানের শিষ খেয়ে দিলে এবং যখন শিষ বেরুল সরু একটু তখন তাই দেখিয়ে বলা হল ক্যানালের জল না পাইয়া এইরূপ হইয়াছে।

[6-35—6-45 p.m.]

সেই এস্টিমেটিং অফিসার কিরকম হবে? এখানে থার্মোমিটার সম্বন্ধে একটা গল্প বলব। ঠাকুরপোর থার্মোমিটারে বৌদির জ্বর ওঠে—অন্য ডাক্তার তার কিছুই বুঝতে পারে না। ঠাকুরপো যদি বলে যে জ্বর তাহলে বৌদিকে আর কাজ করতে হয় না। সেজন্য এই থার্মোমিটার কার হাতে থাকবে সেটাই বড় কথা। এস্টিমেটিং অফিসারকে বাদ দিয়ে আপনাদের কংগ্রেসের লোকের অভাব নেই তাঁদের উপর যদি ভার দেন। মণ্ডল কংগ্রেসের এন্তার লোক রয়েছে আমরা অপোজিশন রয়েছি সহযোগিতা করব। সেজন্য বলব যে এইরকম একটা এলোপাতাড়ী কাণ্ড করবেন না। আপনারা বলেছেন তোমার পকেটে পাঁচ টাকা দিচ্ছি, তুমি কেন আড়াই টাকা দেবে না। এগ্রিমেন্ট আছে যে ভাগে চাষ করছে তার অর্ধেক দেবে। কিন্তু চাষী যে ফসল উৎপাদন করে সে কি তার নিজের জন্য? অতএব রাষ্ট্রের সেদিকে কর্তব্য আছে। সেজন্য আপনাদের পণ্ডিত নেহেরু বলেছিলেন যে খালের জল যদি চাষীরা নিতে চায় তাহলে সেটা এমনিতে দেওয়া উচিত। সেজন্য দেশ ও জাতির স্বার্থে অজয়বাবুকে এই কথাই বারবার বলি যে সবচেয়ে বড় কথা হল ফসল এবং সেখানে ক্যানেলের প্রয়োজনীয়তা আছে। একটা জমিতে

ক্যালকাটা ইম্প্রুভমেন্ট এ্যাক্টএ কোন জায়গা যদি নিতে হয় তার সঙ্গে সঙ্গে একটা নোটিস দিতে হবে। কি নোটিস দিতে হবে?

"a statement of the arrangements made or proposed by the Board for rehousing all persons of the poor and working class who are likely to be displaced by the execution of the scheme......a statement of the arrangements."

খালি বিলে আমরা একথা বর্তমানে স্থান দেব—'উইদিন ওয়ান মাইল' এই স্টেটমেন্ট দিতে হবে—অমুক জায়গায় এত বড় বাড়ি কত ডাইমেন্সন সমস্ত বলতে হবে। ক্যালকাটা ইম্প্রুভমেন্ট এ্যাক্ট তা রয়েছে সেক্‌সন ৪৭।

Mr. Speaker: There is the question of alignment in the Municipal Act, in the Improvement Trust Act. In support of your argument I would say that whenever the improvement is thought of, it is just and proper that alignment should remain, so that the way in which the improvement is going to be effected is indicated right from the beginning. Although an epress section has been put in there, I believe such a thing is possible through the rules.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

হাঁ, এলাইন্‌মেন্টএর কথা বলছেন, তারা এ্যারেঞ্জমেন্টএর কথা বলছেন না।

Sj. Deben Sen:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, প্রথমতঃ বিরোধ আমার আমরা যা বল্লাম তার উত্তর দেন না, দেবেন আশা করি। দ্বিতীয়তঃ বিরোধ নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালী যারা দরিদ্র তাদের অর্থনৈতিক জীবন বিপন্ন হয়ে যাবে। এবং এটাই সংক্ষেপে এখন আমার বিরোধ। যেমন কাল আমাদের ডাঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জি একটা কথা তুলেছিলেন—আজকে গঙ্গার জলের যে অভাব অথবা তার মধ্যে অন্য রকম জিনিস আমরা পাচ্ছি—তার কারণ ডি ভি সির ভেরিয়াস এম্ব্যাঙ্কমেন্টস অথবা ময়ূরাক্ষীর এম্ব্যাঙ্কমেন্টস কি না সেটা এন্‌কোয়ারী করা উচিত। আমি মনে করি "বস্তী বিলের" ফলে আমাদের নিম্নমধ্যবিত্তদের অর্থনৈতিক জীবন বিপন্ন হয়ে যাবে। আমি বেশী দেব না—দু'-একটি উদাহরণ দিই। কলকাতার উপর বিভিন্ন বস্তীতে প্রায় ৩৫ হাজার শাঁখারী আছে, কলকাতার উপর কুমোর আছে, বৌবাজারে বস্তীতে ছোট মাছের ব্যবসা করে এরকম বহু রয়েছে।

[11—11-10 a.m.]

আমরা জানি কাশীপুরে কতকগুলি লোক সোনার কাজ করে বস্তীতে যারা রয়েছে তাদের সেটেল্‌মেন্ট ঐভাবে হতে পারে না, একজনকে এখানে পাঠালেন আর একজনকে নিয়ে ওখানে দিলেন—তা হতে পারে না। কারণ এর ফলে তাদের সমগ্র অর্থনৈতিক জীবন বিপন্ন হয়ে পড়বে। বিলের মধ্যে তার কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা নাই, সেইজন্য আমরা বলি—এই বিলে আন্তরিকতা নাই, জনসাধারণের কোন কিছু ভাল হবার উদ্দেশ্য নিয়ে এই বিল করা হয় নাই। সেই সন্দেহ আমাদের মনে জাগে। আমি এখানে সে বিষয়ে আর অধিক আলোচনা করতে চাই না। আমি বলছি, বস্তীতে যারা বাস করে তাদের অর্থনৈতিক জীবন বিপন্ন হবে। যদি হয় তাহলে একে মানব কি করে? বরং পদে পদে আমাদের এর বিরুদ্ধে ফাইট করতে হবে, আমরা কিছুতেই সেই সমস্ত লোকদের ভবঘুরে হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে দিতে পারি না।

Mr. Speaker: What you suggest is that there should be tradewise settlement?

Sj. Deben Sen: Yes, Sir, there should be tradewise settlement, but there must be *Parikalpana* for that.

যদি পুকুর থেকে জল সেচা হয় তাহলে একটা জমিতে ১০০ টাকা খরচ হয় এবং তারজন্য আড়াই টাকা কি তিন টাকা দেওয়াটা কোন যুক্তি নয়। একথা আমরা বারবার বলেছি যে ক্যানালের জলে শুধু উন্নতি হয় না। আমরা দেখেছি যে দামোদর ক্যানেলের যে এনকোয়ারি কমিটি হয়েছিল পাঁচ বছর অন্তর যদি একটা করে দুর্ভিক্ষ ধরি সেই দুর্ভিক্ষের বছরটা এই ক্যানেলের জলে—প্রত্যেক বৎসর সমান নয়—লাভ হয়, এ ভিন্ন অন্য লাভ হয় না। অনেক সময় দেখি যে আকাশের বৃষ্টির পানির উপর যদি ক্যানালের পানি পড়ে তাহলে চাষীর চোখেও পানি পড়ে। সেজন্য যে বৎসর সুবৃষ্টি হয় তারপর যদি জল পড়ে তখন ক্যানেল কোম্পানি থেকে কম্পেন্সেশন দেওয়া হয় না। সেজন্য সেই জায়গায় অনুরোধ যে পাঁচ বৎসর অন্তর যে একটা পুরো ফসলকে পাঁচ দিয়ে ভাগ করে যেটা হয় সেটাকে যদি আপনারা এস্টিমেট করেন তাহলে আমার মনে হয় সেই জায়গায় অঙ্ক পাওয়া যাবে। সেজন্য আমি বলি যে হিসাব যখন দেওয়া হয় নি তখন দুই টাকা নয় আনা পর্যন্ত কংগ্রেস এনকোয়ারী কমিটি যেটা বলেছিলেন সেটাকেই আপনাদের করতে বলছি।

Sj. Citto Basu:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমাদের মাননীয় সেচ মন্ত্রী মহাশয় তাঁর এই সংশোধনী বিল উপস্থাপিত করার সময় অত্যন্ত লঘুভাবে বলেছেন যে শুধুমাত্র যাতে ঐ অঞ্চলের কৃষকদের একত্রিত জমে যাওয়া বকেয়া দেয় খাজনা, ট্যাক্স একবারে দিতে না হয়, এবং তার জন্য তাদের উপর যে বোঝা চেপে যাবে তাদের সাহায্য করবার জন্য তিনি এই সংশোধনী বিল হাজির করেছেন। আমাদের মনে হয় যে তাঁর এই সংশোধনী প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে গোটা পশ্চিমবঙ্গের কৃষকসমাজের উপর, শুধু কৃষকসমাজের উপর নয়—গোটা পশ্চিমবঙ্গের যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সেই পরিকল্পনাকে রূপায়িত করবার ক্ষেত্রে আমাদের তথাকথিত এই কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র যে চেষ্টা করছেন তার উপর এটা অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করবে। স্বাভাবিকভাবে আমাদের দেশের কৃষকরা একথা জানে এবং বুঝে যে এই সরকারের আমলে যেসমস্ত খাল কাটা হবে, বড় বড় সেচ পরিকল্পনা তৈরি করা হবে, সেই পরিকল্পনার মারফত আমাদের উন্নতি হোক আর না হোক, ফসলের পরিমাণ বাড়ুক আর নাই বাড়ুক আমাদের খাজনার পরিমাণ, ট্যাক্সের পরিমাণ বাড়বে। তা হলে স্পীকার স্যার, নিশ্চয়ই আপনি একথা ভাবতে পারেন যে সেই কৃষকরা পরিকল্পনামুখী হতে পারে না এবং এই সরকারের কল্যাণব্রতী ধর্ম সম্পর্কে গভীরভাবে তারা সন্দেহ পোষণ করতে পারে। মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনি কিছুকাল আগে জুরিসপ্রুডেন্স সম্পর্কে এখানে বলেছিলেন যে শুধুমাত্র সুবিচার করাটা এর উদ্দেশ্য নয়, সুবিচার যে করা হয়েছে এটা তাকে অনুভব করতে হবে। কাজেই এই সেচ পরিকল্পনা মারফত উন্নতি হয়েছে, এত কোটি টাকা খরচ হয়েছে একথা বলাই যথেষ্ট নয়, সেই অঞ্চলের কৃষক যে প্রকৃত উন্নয়নের সুযোগ পেয়েছে এবং প্রকৃত উন্নয়নের দ্বারা তাদের মেটিরিয়াল গেন, মেটিরিয়াল বেনিফিট হয়েছে—এটা তাদের বুঝা দরকার। নিজেদের বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমরা যা শুনতে পাচ্ছি এবং জানতে পারছি তাতে আমি বলছি যে এটা ইম্প্রুভমেন্ট লেভী নয়, বরং আমি একথা বলি যে আমাদের সরকার হঠকারীতা করেছেন। তাদের যে ধরণের বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা করা উচিত ছিল তা না করতে পারার দরুণ সরকারের যে ব্যর্থতা, সেই ব্যর্থতার বোঝা বহন করবার জন্য আমাদের দেশের কৃষকদের বাধ্য করা হচ্ছে এবং তাদের উপর নতুন ট্যাক্সের বোঝা চাপানো হচ্ছে। মিঃ স্পীকার স্যার, এটা আপনিও দেখেছেন এখানে যে এ্যামেন্ডিং বিল আনা হয়েছে তাতে আরবিট্রারিলি একটা এড হক ট্যাক্সের পজিসনের কথা বলা হয়েছে ফসল হোক আর না হোক, ইম্প্রুভমেন্ট হোক আর নাই হোক, উন্নয়ন হোক আর না হোক, সময়মত সেচের জল পাক আর না পাক, তাদের ১০ টাকা হারে ট্যাক্স দিতে হবে। কতদিনের জন্য দিতে হবে তার কোন উল্লেখ নেই—ফর দি টাইম বিইং বলতে এক বছর হোতে পারে, দুই বছর হোতে পারে, তিন-চার-পাঁচ বছর হোতে পারে। কাজেই এই ফর দি টাইম বিইং বলতে তিনি কি মিন করেন? সুতরাং এই ফর দি টাইম বিইং বলে আরবিট্রারিলি তিনি যে একটা এ্যাড হক রেট চাপিয়ে দিলেন যতদিন পর্যন্ত ফাইনাল এস্টিমেট না করা হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত তাদের এটা বয়ে বেড়াতে হবে। মিঃ স্পীকার স্যার, এই সমস্ত রেট নির্ধারণ করার সময় সেই অঞ্চলের চাষীদের অবজেকসন, আপত্তি থাকলে পর সেই আপত্তি দাখিল করার সুযোগ মূলে

মার্ড অব্জেক্শন হচ্ছে—এই বিলের পশ্চাতে কোন পরিকল্পনা নাই। ঠাট্টা করে একজন সদস্য বলেছেন যে পরিকল্পনা ছিল, পরিটা উড়ে গেছে, কল্পনাটা আছে। এই কলকাতার উপর ৩ হাজার বস্তী আছে, তাদের যদি উচ্ছেদ করতে হয়, কত টাকা লাগবে, কত বছরে পারা যাবে সে সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নাই।

Mr. Speaker:

যদি বলতে হয় টাকা নাই তাহলে তো লজ্জার কথা।

Sj. Deben Sen:

কত টাকা লাগবে, কত বছর লাগবে—সেটা তো বলতে হবে? ক বছর লাগবে সেটা তো বলা দরকার। আমরা একেবারে কি স্কুল চিল্‌ড্রেন যে কিছুই বলা হবে না?

Mr. Speaker: 50 years minimum.

Sj. Deben Sen:

তাই আমি সরকারকে বলি—আমাদের মাননীয় ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয় হিসেব করে দেখিয়েছেন ৭০ লক্ষ টাকা যদি লাগে ১,২০০ ফ্যামিলির জন্য তাহলে সারা কলকাতার বস্তীর জন্য ৭০ কোটি টাকা লাগবে। এই ৭০ কোটি টাকা কত বছরে পাবেন কোথা থেকে পাবেন তা কিছুই বলেন নি। অথচ আমাদের বলা হচ্ছে—আপনারা এই বিলটা স্বীকার করে নিন। আমরা এ বিলটা স্বীকার করতে পারি না, কেন না কোন রকম প্ল্যান এর পশ্চাতে নাই।

Mr. Speaker: It will depend on the measure of taxation.

Sj. Deben Sen:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনার মতন বিবেচক এবং সমজদার লোক যদি মন্ত্রিমণ্ডলে থাকত তাহলে আমাদের পক্ষে যা পাওয়া উচিত ছিল তা আমরা যে পাই নি তা হত না, সিলেক্ট কমিটিতে তিনি তা দেন নি। আমরা বলছি—ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বহু বাঙালী শিল্পির আঙ্গুল কেটে যেমন জোর করে বাংলার অর্থনীতিকে ধ্বংস করেছিল, এই বিলের ভিতর দিয়ে আজ আবার গৃহনির্মাণের নাম করে পুনরায় আমাদের অর্থনৈতিক জীবনকে এ'রা ধ্বংস করতে যাচ্ছেন। আমরা বলছি—ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যা করেছিল আবার ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট সেই রাস্তারই পা দিচ্ছেন। আমরা বলছি—বস্তীতে ৬২ পারসেন্ট বাঙালী থাকে, আমি তবু বাঙ্গালীর কথাই বলছি না, তা ছাড়া সকলের কথাই বলছি কিন্তু যাঁরা বাঙ্গালীর কথাই বলতে চান তাঁদের বলছি ৬২ পারসেন্ট বাঙালী কলকাতার বস্তীতে আছে বস্তিবাসী হয়ে। যখন কলকাতা এত বড় সহর হয় নি, যখন কেবল সুতানটী গোবিন্দপুর ছিল—তখনকার যাঁরা অধিবাসী ছিলেন তাঁদের যারা বংশধর তাঁরাই সমস্ত বস্তীতে আছেন। যাদের লর্ড ক্লাইভ তুলতে পারেন নি, হেস্টিংস সাহেব তুলতে পারেন নি, লর্ড কার্জন তুলতে পারেন নি। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তুলতে পারে নি, আপনারা তাদের তুলে দিতে যাচ্ছেন! সেই জন্য এই বিলের প্রতিবাদ করছি।

এই বিলে যে সকল ত্রুটী রয়েছে তার একটা ত্রুটী দেখাব আপনারা যখন দেবেন যে এই জায়গা দখল করছেন গভর্নমেন্ট এবং অফিসার এসে বলবেন আমাকে তুমি চলে যাও—আমি যদি ইমিডিয়েটলি না যেতে পারি তাহলে আমি কিছুই পাব না। উপরন্তু আমাকে ঘাড় ধরে বার করে দেবে, পুলিশ কমিশনারের পুলিশ এসে। সেক্ষেত্রে আমি কিছুই পাচ্ছি না, এই যে অল্টারনেট এ্যাকোমডেশনএর কথা শুনছি তাও পাব না। যদি অফিসার ভালও হন একটি পয়সাও না পাই বা একখানা ঘরও না পাই, তবু আমাকে কিছুই না দিয়ে তাড়িয়ে দিতে পারবেন। সুতরাং যে যে কারণে আমরা বাধা দিচ্ছি, সেই সব কারণের মধ্যে এটাও একটা।

এখন আমি আমার শেষ পয়েন্টএ আসছি। যে পয়েন্ট আমরা বিশেষভাবে এটাতে বাধা দিচ্ছি—আমাদের সন্দেহ এর পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে। ১০।১৫ বৎসর আগে কলকাতার গর্ব অনুভব করতেন ধনীরা যে কলকাতা ক্যাপিটালিস্টদের, আর কারো নয়। যত ধনী জমিদার সমগ্র ভারতবর্ষে আছে, বিশেষত বিদেশী পুঁজিপতি যারা, তারা কলকাতার

আইনে আছে। কিন্তু তিনি যে সংশোধনী আনলেন তাতে এর বিষয়ে কিছু উল্লেখ নেই যেকোন অঞ্চলে সেই এ্যাড হক রেট চালু করা হবে। ১০ টাকার ভেতর ৬ টাকা হোতে পারে, ৭ টাকা হোতে পারে, ৮ টাকাও হোতে পারে—সেটা কতটা হওয়া উচিত, কৃষকেরা সেটা দিতে প্রস্তুত কিনা, সেই পরিমাণ ফসল হয়েছে কিনা এই সমস্ত বিষয়ে তাদের যদি কোন আপত্তি থাকে, তাহলে সেই আপত্তি দাখিল করার কোন সুযোগ তাদের দেওয়া হয় নি। কাজেই আমি একথা বলছি যে আরবিট্রারিলি এটা করা হয়েছে—অর্থাৎ, মূল আইনে যে সুযোগসুবিধা আছে, এই সংশোধনীতে সেই সুযোগসুবিধাটুকু নেই। একথা বিবেচনা করে মিঃ স্পীকার স্যার, আমি অত্যন্ত তীব্রভাবে এর বিরোধীতা করি এবং বলি যে এর মধ্য দিয়ে ঐ অঞ্চলের কৃষকদের ত কোন সুবিধা হবেই না বরং তাদের উপর একটা অতিরিক্ত করের বোঝা চাপানো হবে। অপরপক্ষে এই সমস্ত সেচ পরিকল্পনার মাধ্যমে যে কর ধার্য করা হচ্ছে তাতে সামগ্রিকভাবে এই পরিকল্পনা সম্পর্কে আমাদের দেশের কৃষকসমাজের মনে একটা গভীর সন্দেহ, একটা গভীর ঘৃনা এই সরকার সম্পর্কে সৃষ্টি হবে। এই কথা বলে আমি এই সংশোধনী প্রস্তাবের বিরোধীতা করছি।

[6-45—6-55 p.m.]

Sj. Bhupal Chandra Panda:

মিঃ স্পীকার, স্যার, এই ডেভেলপমেন্ট ট্যাক্সের এমেন্ডমেন্ট এটা অত্যন্ত মারাত্মক। আমরা সম্পূর্ণভাবে এই এমেন্ডমেন্টের বিরোধিতা করি। কারণ, আমি প্রথমেই বলতে চাই যে, ডেভেলপমেন্ট ট্যাক্সের সম্পর্কে মূল আইনের যেভাবে সংশোধন করা হয়েছে সেখানেও আমাদের আপত্তি ছিল এবং এই এ্যাড হক ব্যবস্থার দ্বারা তাকে আরও সংকীর্ণ করা হচ্ছে এবং এজন্যই আমাদের প্রচণ্ড বিরোধিতা রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আজকে প্রশ্নোত্তরের মধ্যে আমরা দেখেছি মন্ত্রী মহাশয়ের যুক্তির ভিতর যে, যে এরিয়া জল পেয়ে উপকৃত হয়েছে সেসব এরিয়াতেই ট্যাক্স ধরা হয়—আমার এখানে বলার কথা হচ্ছে, ইরিগেশনের জন্য জল পাওয়াটাই উন্নতি হয়ে গেল? আমি বলতে চাই উৎপাদনের ক্ষেত্রে জল, মৃত্তিকা, বীজ এই তিনের সংযোগেই একমাত্র উন্নত চাষের ব্যবস্থা হতে পারে। এগুলি চাষের পক্ষে মিনিমাম নেসেসিটি। সুতরাং এগুলির উপর যদি ট্যাক্স ধার্য করা হয় তাহলে তো বেঁচে থাকলেও ট্যাক্স দিতে হবে এই কারণে এসব প্রাইমারি নেসেসিটিজের উপর ট্যাক্স ধরা আমি সম্পূর্ণ অন্যায় বলে মনে করি। তারপরের কথা হচ্ছে, নানা কাজের জন্য গ্রামের মধ্যে বাঁধ সৃষ্টি করার প্রয়োজন হয়, তাতে মাঝে মাঝে এমন অবস্থার উদ্ভব হয় যে কৃষকরা বর্ষার জলও পায় না। নারায়ণবাবু বলেছেন যে, রেল লাইন এবং গ্রান্ট ট্রাংক রোড রক্ষা করবার জন্য বাঁধ সৃষ্টি করা হয় যার ফলে নদীর জল প্রবাহ রোধ হওয়ার জন্য অনেক জমিতে প্রয়োজনমত জল পাওয়া যায় না। এখন এ'রা বলছেন তাঁরা নতুন নতুন পরিকল্পনা নিয়ে জল পাইয়ে দেবার ব্যবস্থা করছেন এবং এই কারণ দেখিয়ে বলতে চাচ্ছেন আগে তোমরা জল পেতে না, এখন পাচ্ছ, সুতরাং ট্যাক্স দাও। এখানে আরেকটা কথাও প্রসঙ্গতঃ বলা দরকার। দামোদর পরিকল্পনায় সব জায়গাই যে উপকৃত হয়েছে তা নয়, অনেক জায়গাতে জল কষ্টও দেখা দিয়েছে। এখন এই সমস্ত জায়গায় যদি ইরিগেশন স্কীম করা হয় ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কের জন্য এবং ক্যানাল করে সেচব্যবস্থা করা হয় তখন হয়তো এ'রা বলবেন এই তো উন্নতি হল, সুতরাং জলকর ট্যাক্স দাও। আমরা এই নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী এবং এতে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে বাধাই সৃষ্টি করা হবে বলে আমি মনে করি। তারপর, বাংলাদেশের কৃষক এমনিতেই ঋণভারে জর্জরিত। আজকে আমাদের গ্রামগুলির কৃষিব্যবস্থা ক্রমশ ধ্বসে পড়ার দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে গ্রামের কৃষকদের জীবনে কোন পরিবর্তনই আসে নি। কৃষিব্যবস্থার এমন কোন উন্নতি হয় নি যাতে করে বলা যেতে পারে কৃষকেরা এই ঋণভার থেকে মুক্তি পেয়েছে কিম্বা তাদের আর্থিক অবস্থা খানিকটা উন্নতি লাভ করেছে। এই সমস্ত কথা বিবেচনা না করেই নানা ডেভেলপমেন্ট স্কীম ও ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কের মারফতে আজকে কৃষিব্যবস্থার উন্নতি হচ্ছে এই কথা প্রচার করে এখন এ্যাড হক ভাবেতে নতুন করের বোঝা চাপান হচ্ছে। যেসব ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক হচ্ছে তাতে কৃষকসমাজ মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না আজকে তারা যে অবস্থায় রয়েছে তার থেকে আরও দুর্গতির মধ্যে পড়বে। এজন্যই আমি এই এমেন্ডমেন্টের সম্পূর্ণ বিরোধী। সমস্ত বিরোধীপক্ষই আজকে এক বাক্যে এই আইনের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করছেন। আরও একটা কথা বলতে চাই যে, যে অঞ্চল জল পেয়ে উপকৃত হয়েছে বা যে অঞ্চলে জল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেরকম ক্ষেত্রে

এবং কলকাতার আশেপাশে কনসেনট্রেটেড হয়েছে। ধরতে হবে এটা ধনীর রাজধানী। তবু কলকাতার ধনীর সংখ্যা যেমন আছে তেমনি দরিদ্ররাও আছে, কিন্তু আজ দরিদ্রদের সংখ্যা বেশী বেড়েছে। সেই জন্য ধনীরা আজ ভয় পাচ্ছে, এবং তারা নানাভাবে নানা অছিলায় তাদের নিজেদের পুরাতন শক্তি সম্ভ্রম ফিরিয়ে আনতে চায়। তাদের মনে হয় কলকাতা মরে গেছে ডেরেলিক্ট হয়ে গেছে। কিন্তু আমরা জানি কলকাতার জনসাধারণ যারা নাকি বস্তিবাসী কলকাতার সেই বস্তীর লোকদের ভিতর থেকে আমাদের ভবিষ্যৎ মহাপুরুষদের সৃষ্টি হবে। সেইসব মহাপুরুষেরা ৬ তলা ৮ তলা বাড়ির ভিতর থেকে আসবেন না, আসবেন বস্তী থেকে। সেই জন্য আমরা সেই কলকাতাকে রক্ষা করতে চাই, বস্তীকে রক্ষা করে। আমাদের যে রাজনৈতিক জীবন স্বাভাবিকভাবে কলকাতাতে সৃষ্টি হচ্ছে তা একটা মিনিস্টিরিয়াল লেজিসলেশনএর দ্বারা ব্যাহত হতে দিব না—এই কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Dr. Narayan Chandra Ray:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমার বলবার মাত্র দু-একটি কথা আছে। আগের বক্তারা বলে গেছেন। আমি খালি উল্লেখ করব, বিলের মধ্যে একটা দৃষ্টিভঙ্গী যেটা নজরে পড়েছে সেটা কলকাতার সহরকে সুন্দর করার নামে স্লাম ক্লিয়ারেন্স করা। কলকাতাকে সুন্দর করার জন্য মানুষ গুলোকে যদি কিছু মূল্য দিতে হয় সে মূল্য তারা দেবে তাতে কিছু আপত্তি নাই। কিন্তু সেই মূল্য যাদের দিতে হবে তাদের যে কি বলার ছিল সেই বক্তব্যগুলি বিরোধী পক্ষ থেকে অনেকবার বলা হয়েছে।

আমার দ্বিতীয় কথা হচ্ছে—এই বিলের মধ্যে উনি বাসস্থানের কথা বলেছেন, কিন্তু বস্তী যে শুধু মানুষের বাসস্থান নয় সেটা তাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রডাকশনএরও জায়গা। সেইজন্য তাদের রিহ্যাবিলিটেশন মানে শুধু বাসস্থান থেকে সরিয়ে আর একটা বাস করবার জায়গা দিলেই যে হল তা নয়। তাতে তাদের চলবে না। এবং এই বিলটা কার্যে পরিণত করবার সময় এই কথাটা যেন তাঁরা স্মরণ রাখেন।

আমার মূল বক্তব্য যা আপনার কাছে রেখেছি সেটা হল—
repercussion on the middle class life of Calcutta.
আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে একটা কন্‌ক্রিট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছি:

[11-10—11-20 a.m.]

বর্তমানে বস্তীগুলিতে চোর, গুন্ডা, বদমায়েস লোক যে থাকে তা নয়। চোর, গুন্ডা বদমায়েসরা অতি সহজেই অনেক টাকা রোজগার করে। তারা বেশ পাকা বাড়িতে ফ্যান চালিয়ে বাস করে। যেসব মানুষ খেটে খায় এবং অতি সহজে টাকা রোজগার করে না তাদের বেশীর ভাগই পাকাবাড়ি ছেড়ে বস্তীতে গেছে। আমি আপনার কাছে এই প্রশ্নটা রাখছি—আপনি কম্পেন্সেশন দেবেন বলেছেন ঠিক আছে কিন্তু বাস্তবে হাউ ইট উইল ওয়ার্ক আউট? এই বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গরীব মানুষ যারা হয়ত বুক বাইন্ডিং এর কাজ করে বা অন্য কাজ করে তাদের মার্জিন অব প্রফিট কতটা সেটুকু আপনি বিবেচনা করুন। আমার ১, ২, ৩, ৪ করে চারটা প্রশ্ন আছে। আপনি যে কম্পেন্সেশন দিলেন সেটা আমি যেভাবে বলছি সেইভাবে না দিলে কার্যত তাদের হেল্প করা হবে না। প্রথম কথা, আপনি তাদের কম্পেন্সেশন দেবার প্রতিশ্রুতি দিন, আইনে ঠিক করে দিন। আপনি এক সেকেন্ডে এক কলমের খোঁচায় তাদের বাড়ীঘর ভেঙ্গে দিলেন। কিন্তু এটা সকলেই জানেন যে আপনাদের ফাইনান্স ডিপার্টমেন্ট, একাউন্টস ডিপার্টমেন্টের অফিস থেকে ১৷৷ পয়সা আদায় করতে গেলে সেই জায়গায় আধ পয়সা ঘুষ না দিলে তা পাওয়া যায় না। আপনি কি এসম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করবেন? এই গেল এক নম্বর। ২ নম্বর, আপনার এটা স্মরণ রাখা উচিত যে তাদের রিহ্যাবিলিটেশনের জন্য আপনি ঘর দেবেন—যে মানুষটা একটা ঘরে কাজও করতো, বাসও করতো, তাকে জায়গা দেবার সময় আপনি যখন দোতলায় তাকে একটা ঘর দিলেন, তখন তার কাজ কারবারের জন্য একটা এস্টাব্লিসমেন্ট, থাকবার জন্য একটা এস্টাব্লিসমেন্ট সেই দুটো এস্টাব্লিসমেন্ট সে যদি মেনটেন না করতে পারে—তাহলে গরীব মানুষ মরে যাবে।

ট্যাক্স ধার্য করুন। এই এ্যাড হক এসেসমেন্ট করার আগে আপনারা এস্টিমেট করে দেখুন, আগে থেকেই এতে উপকার পাওয়ার সম্ভাবনা আছে ট্যাক্স ধার্য করবেন এটা ঠিক হবে না, কারণ এই এ্যাড হক ট্যাক্সের অংশ চাপান মানে কৃষিব্যবস্থার প্রকৃত উন্নতি না হলেও ট্যাক্স দিতে হবে। সেজন্য আমি এই এ্যামেন্ডমেন্ট টোট্যালী বিরোধিতা করছি।

Sj. Ramanuj Haldar:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে বিলটা আমাদের সামনে উপস্থিত করা হয়েছে সেটা সাধারণভাবে মধুর বলে মনে হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা বিষকুম্ভ পয়ঃমুখের সমতুল্য। এই বিল সম্পর্কে কয়েকটা বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। সাধারণ বিচারে বলা যায়, চাষীরা ফসল উৎপাদন করে সমস্ত দেশের কল্যাণ করে। সমস্ত দেশ এই ফসল ভোগ করে। সরকার এই চাষীদের উপর থেকে নানাভাবে লেভী আদায়ের চেষ্টা করে থাকন। অমাদের এই সরকার এতই হৃদয়হীন যে তাঁরা বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি করে যে মূল্য দেন তাও দেশের কৃষকদের দিতে রাজী নন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা দেখি যে যখনই চাষীদের কর মকুবের কথা উঠে সেসময়ই তাদের ঘাড়ে নতুন নতুন কর চাপানোর চেষ্টা করা হয়। বাংলাদেশের তফসিল জাতির মানুষ সাধারণতঃ অনগ্রসর। সরকারী ব্যবস্থায় তাদের উন্নতির অনেক কথা আছে যাতে করে তারা সমাজজীবনে অগ্রসর হতে পারে। বাংলাদেশের এমন অঞ্চল রয়েছে যেখানে প্রাকৃতিক কারণে ও অন্যান্য নানা কারণে ফসল ফলানোর অসুবিধা রয়েছে। অঞ্চল হিসাবে এই অঞ্চলকে তফশিল অঞ্চল বলা যেতে পারে। এই অফশিল জাতির ভূমিগুলির মধ্যে যেগুলির অল্প আয় সেইসব অঞ্চল থেকে শিক্ষা সেস, রোড সেস, প্রভৃতি কোন আবওয়ার আদায় করা ঠিক হয় না। চাষীদের নির্বুদ্ধিতার সুযোগ নিয়ে তাদের কল্যাণ করার নামে, লাভ লোকসান যাই হোক না কেন, সেইসব বিচার না করে, যদি শুধুমাত্র কর আদায় করার চেষ্টা করা হয় তাহলে আপনারা ফসলবৃদ্ধির অনুকূলে আবহাওয়া সৃষ্টি করতে পারেন না। আরেকটা বিষয় স্যার মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে রাখতে চাই। জমিতে যদি অতিরিক্ত ফসল উৎপাদন হয় তার শতকরা ৫০ ভাগ ডেভেলপমেন্ট কর হিসাবে দিতে হবে চাষীকে, অথচ জমির মালিক চাষ না করে কোন প্রকার মেহনত না করে কোন অতিরিক্ত ব্যয়ভার বহন না করে সেই উৎপাদনের অংশ পেয়ে যাবে কেন সেটা আমি বুঝতে পারি না। এবিষয়ে বিবেচনা করার দরকার।

আর একটা কথা হচ্ছে—প্রতি বছর ফসলের মূল্য সমান থাকে না। সুতরাং টাকার হিসেবে ঠিক করে রাখলে খুব সমীচীন হয় বলে আমি মনে করি না। উপরন্তু আর একটা প্রশ্ন রয়েছে যে লেভীটা হবে, তা ফসল ওঠার কত পরে হবে? ফসল ওঠার অব্যবহিত পরে যদি লেভী আদায়ের ব্যবস্থা হয়, তাহলে বহু দরিদ্র চাষী ফসল ওঠার অব্যবহিত পরে অত্যন্ত সস্তা মূল্যে তার ফসল বিক্রী করে সরকারের লেভীর দাবী পরিশোধ করতে হবে। এই কারণে লেভী দ্রুত আদায় করা ঠিক হবে না।

আর একটা জিনিস হচ্ছে—কিভাবে লেভী নির্ধারণ করা হবে? যে বছর প্রকৃতির দাক্ষিণ্যে অথবা অন্য কোন অবদানে ফসল বৃদ্ধি হবে, সে বছরও সরকার বলবেন আমাদের কলাণে ফসল বৃদ্ধি হয়েছে। সুতরাং আমার বক্তব্য হচ্ছে—সরকারের কোন রকমে উচিত হবে না লেভী আদায় করা। যে ফসল বৃদ্ধির দ্বারা সারা পশ্চিম বাংলার কল্যাণ হবে, যে ফসল বৃদ্ধির উপর সারা পশ্চিম বাংলার কল্যাণ নির্ভর করে রয়েছে, সেখানে সরকারের দায়িত্ব দেশের জনগণের মুখে অন্ন যোগাবার, সেখানে ফসল বৃদ্ধির বৈজ্ঞানিক উন্নততর ব্যবস্থা করবার দায়িত্ব সরকারের। সরকার তার ব্যবস্থা করবেন। কোন কারণেই চাষীর ঘাড়ে খাদ্যশস্যের জন্য কোন কর যেন তারা আদায় না করেন। একদিকে অধিক ফসল উৎপাদন কর, আর অন্য দিকে অধিক কর দাও—এই দুটো অসাধ্য নীতি—এক সংগে চলতে পারে না। চাষীর পক্ষে আর করভার বহন করা সম্ভব হবে না।

[6-55—7 p.m.]

Sj. Radhanath Chattoraj:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মন্ত্রী মহাশয় এই বিল এনে কৃষকদের প্রতি খুব দরদ দেখালেন। ইংরেজ আমলে যে বিল ছিল, তারচেয়ে এটা নিকৃষ্ট। তাতে হিসাবনিকাশ করবার একটা ব্যবস্থা

তার রেসিডেন্স অ্যান্ড প্রোডাকশন ডাইভার্টেড্ হয়ে যাবে। সুতরাং আপনি যে তাকে একটা বিকল্প বাসস্থান দিলেন তার দ্বারা সত্য সত্যই কার্যতঃ তার উপকার করা হবে কি না? আমার বড় কথা হচ্ছে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ব্যবসা লিফ্ট করার কথা, তার বিজনেস এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে যাবার কথা বলেছেন। আপনি জানেন নিশ্চয়ই যে তাদের ইনকাম অত্যন্ত কম, তাঁদের মার্জিন অত্যন্ত কম। সেখানকার ব্যবসা চলে গেল, তারপরে ৩ মাস, ৪ মাস, ৮ মাস পরে আমি টাকা পাবো—এই মাঝখানে আই হ্যাভ নো ইনকাম। সুতরাং আমার রোজগার গেল। আমি কম্পেন্সেসন, রিমুভ্যাল এক্সপেন্ডিচার ৪ মাস পরে পাবো। এই ইন্টারিম পিরিয়াডে আমার কি হবে? আমাকে বিজ্নেসের এস্টাব্লিসমেন্ট সরাতে হবে কিন্তু আপনি কি সরাবার আগে পেমেন্ট করতে পারবেন যাতে অন্য জায়গায় আমি বসতে পারি? আপনার চেয়ারের সামনে, আপনার সীটের সামনে মন্ত্রী শ্রীবিমল সিংহ মহাশয় আছেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে বলছি—বাংলাদেশের যা রুরাল ইকনমি তাতে তারা যদি ক্ষতিপূরণ ঠিক টাইমে না পায় তাহলে গরীব মানুষের পক্ষে সেই টাকা আদায় করার ক্ষেত্রে কি ডিফিকাল্টি উপস্থিত হবে। আপনি জানেন বাংলাদেশের রুরাল ইকনমি বলতে দেয়ার ইজ ওয়ান ইকনমি। কিম্বা টেস্ট রিলিফ প্রভৃতির দ্বারা টাকা না পেলে সে কিছু কিনতে পারে না। কাজেই মানুষের ইনস্ট্রুমেন্ট অব প্রোডাক্শন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সেজন্য যেন ইকনমি হয়ে যাচ্ছে টেস্ট রিলিফ, এটসেট্রা। আপনি যদি তাদের ইকনমিক রিহ্যাবিলিটেশন না দিতে পারেন তাহলে তাদের কিছুই উপকার হবে না। বাংলাদেশের গ্রামে যেমন হয়েছে তার ছবিটা আপনি নেবেন। এই সমস্ত কথা স্মরণ করে আপনি এই বিলকে কার্যে পরিণত করবেন। আমি একটা কথা স্পষ্ট করে রেখেছি বিজ্নেসের ক্ষতিপূরণ, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গার সরাবার ক্ষেত্রে আপনি তাদের আগে টাকা দেয়ার কথা ভাবতে পারেন কি না এবং সেটা যদি পারেন তাহলে তাদের কষ্টের কিছুটা লাঘব হতে পারে। আপনি এই লাইনে প্র্যাক্টিক্যাল ওয়ার্কিং অব দি স্কীম—সেটার সম্বন্ধে স্মরণ করে এই বিলের রুলস করবেন এই আমার অনুরোধ।

Sj. Napal Ray:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, এই বস্তী বিলোপ বিলটা আমি পূর্ণ সমর্থন করি। কোলকাতা শহরে যেসব বস্তী আছে সেগুলোর বেশীর ভাগ সবই বড়রাস্তার উপরে। এই বস্তীগুলো কোলকাতার দুষ্ট ব্রণ হিসাবে সাক্ষ্য দিচ্ছে এবং সেগুলোকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অপসারণ করা দরকার। বিরোধী দলের আশঙ্কা হচ্ছে যে বস্তী অপসারিত হলে বহু লোক আবার নূতন করে রিফিউজি হবে, কিন্তু এদিক দিয়ে তাঁরা যদি বিলটা ভালো করে দেখতেন বা সিলেক্ট কমিটির বন্ধুরাও জানেন যে সেখানে লেখা আছে যে তাদের কাছাকাছি একটা একটা [illegible]র্যাবিলিটেশন করা হবে। অতএব বন্ধুদের এই আশঙ্কা অমূলক। শাসন ভার যাদের উপর ন্যস্ত আছে তাঁদের প্রতি দেশের লোকের পূর্ণ সমর্থন আছে এবং আমি বলছি যে ওদের মতামত আমরা সব সময় নিই এবং মনে করি যে এই বস্তী অপসারণ তারা সমর্থন করবে। কোলকাতা শহরে এই বস্তী রাখা অত্যন্ত গর্হিত কাজ হবে বলে আমি মনে করি। কারণ বস্তীগুলো আপনি যদি দেখেন তাহলে দেখবেন যে সেগুলো মানুষ বাস করবার উপযোগী নয়। এই [illegible] মধ্যে কোথাও দেখবেন খাটাল রয়েছে, কোথাও নানারকম ময়লা আবর্জনা রয়েছে, সেখানে ঝুপড়ির মধ্যে ঘুলঘুলি ছাড়া দরজা নেই। সেজন্য যাতে করে এই বিল তাড়াতাড়ি পাশ হয় এবং কার্যকরী হয় সেদিকে আমাদের সকলের একযোগে চেষ্টা করা উচিত। তারপর [illegible] বন্ধুদের মনে এই প্রশ্ন এসেছে যে, এই সমস্ত বস্তী কতদিন ধরে অপসারিত হবে টাকা কোথা থেকে আসবে ইত্যাদি। আমি এই সমস্ত প্রশ্নের এক একটা করে জবাব দেব। আমরা যদি কাজ আরম্ভ করি তবেই টাকা আসবে তা না হলে টাকা আসবে না। আমরা কি করে তাদের রিহ্যাবিলিটেশন দেব এটাও একটা প্রশ্ন উঠেছে। অর্থাৎ শাঁখারীকে এমন জায়গায় পাঠান হবে যে সেখানে হয়ত তার রিহ্যাবিলিটেশন হবে না। কিন্তু তাঁদের এই আশঙ্কা অমূলক। কারণ বিলের মধ্যে লেখা আছে যে যার যেখানে যে ব্যবসা আছে তাকে সেই এলাকার কাছাকাছি কোন একটা জায়গায় বসান হবে। ধরুন বাগবাজারে শাঁখারীদের যদি রিহ্যাবিলিটেশন দিতে হয় তাহলে তাদের নারকেলডাঙ্গায় না পাঠিয়ে বাগবাজারের কাছাকাছি

ছিল। এই বিলে হিসাবনিকাশের কোন বালাই নাই। একবারেই কর ধার্য করা হয়েছে। আমি বলবো এই আইন সংশোধন করে যদি কম করে কর ধার্য করার ব্যবস্থা হতো, তাহলে বুঝতে পারতাম যে আমাদের এই কল্যাণ রাষ্ট্রে অধিক খাদ্য উৎপাদনের প্রতি এই সরকার দৃষ্টি দিচ্ছেন। তা না করে বরং এই আইনের দ্বারা ফসল উৎপাদনে বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে। ময়ূরাক্ষীতে যেখানে জল পায় নাই সেখানেও খাজনা ধার্য করা হয়েছে। সেই অব্যবস্থা দূর না করে আজকের দিনে এই বিল আনা মস্ত বড় অন্যায় হবে। দেশের খাদ্যশস্য বাড়লে শুধু যে কৃষকের লাভ হয়, তা নয়, সরকারকে বিদেশ যে খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়, সেটা আর টাকা খরচ করে আমদানি করার দরকার হয় না। ফলে সরকারের টাকা ও বেঁচে যায়। খাদ্য এনকোয়্যারি কমিশন বলেছেন কৃষকদের উৎসাহিত করতে গেলে, কৃষকদের অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদনে উৎসাহিত করতে গেলে সেখানে জলকর কম করার প্রয়োজন আছে। কিন্তু আজকে এই বিল এনে সেই কাজে সম্পূর্ণ ব্যাঘাত সৃষ্টি করা হচ্ছে।

তারপর এই বিলে কোন সময় নির্দিষ্ট করা হয় নাই। কতদিন পরে আদায় হবে তা ঠিক নাই জমির উন্নতি হল কি হল না, তা না দেখে স্টিল ইনভেস্টিগেশন ইজ গোইং অন। তা না জেনেশুনে এই বিল নিয়ে এসে মন্ত্রী মহাশয় দেশের একটা অকল্যাণ ডেকে নিয়ে আসছেন। ক্যানেল হবার জন্য ফসলের একটা এস্যুরেন্স পাওয়া গেছে, বা বিশেষ উন্নতি হয়েছে, তা মনে হয় না। তা হলে তার উপর একটা রিপোর্ট বের করতে পারতেন। পাঁচ বছরের মধ্যে তা করেন নাই। বহু কর্মচারী রয়েছে সে রিপোর্ট বের করা মোটেই কঠিন ছিল না। সত্যিকারের কোন উন্নতি হয় নাই তা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। কৃষকের যখন জলের প্রয়োজন হয়, তখন জল পাওয়া যায় না। আর যখন প্রচুর জল হয়, তখন ক্যানেল দিয়ে জল ছেড়ে দেওয়া হয়। তবু ভিলেজ ক্যানেল কাটা হয় না। জলের জন্য কৃষকরা মারামারি করে। ভিলেজ ক্যানাল বরাবর সেতু নির্মাণ করবার যে পরিকল্পনা আছে, তা শেষ হবার পরে এই বিল যদি নিয়ে আসতেন তাহলে এর একটা যৌক্তিকতা থাকতো।

যদি সত্যিকার অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদন করতে হয় তাহলে রাজস্ব বিভাগ, সেচ বিভাগ এবং কৃষি বিভাগ এদের সমন্বয়ে সমস্ত খণ্ড খণ্ড জমিগুলি একত্রিত করে ২৫ একর করে এক একটা ইউনিট করে সমবায়ের ভিত্তিতে চাষ করে এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে যদি চাষ করা যায় তাহলে দেশের সত্যিকারের উন্নতি হয়। কিন্তু যদি ২৫ একর ইউনিটের ভিত্তিতে ট্যাক্স ধার্য করতে হয়, তাহলে পরে সেই ট্যাক্স এমন হওয়া উচিত নয় যে বর্তমানে যে খাজনা নিরিখ আছে সেটার চেয়ে বেশি হবে। এবং ক্যানেল পথ চালু রাখবার জন্য যে টাকা খরচ হবে, সেই খরচটা অল্প লোকের উপর কর হিসাবে ধার্য করা উচিত, এরচেয়ে বেশি কখনও করা ন্যায়সঙ্গত হবে না। ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা এখনও সম্পূর্ণ হয় নি এবং ৪০ ভাগ একর জমিতে জল দেওয়া হচ্ছে অথচ সমগ্র এলাকাতে জল দেওয়া হবে এই আইন প্রয়োগ করে বলা হচ্ছে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করবো যেসমস্ত জায়গায় জল যাবে না সেই সমস্ত জায়গার কৃষকরা যাতে এই আইনের আওতার মধ্যে পড়ে করভার বহন করতে না হয়, সেদিকে যেন তিনি বিশেষ দৃষ্টি দেন।

তারপর আমার বক্তব্য হচ্ছে এই বিলের একটা সময় নির্ধারণ করে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সেই সময় নির্ধারণ করে দেওয়া হয় নি। সময় নির্ধারণ করে না দিলে, কতদিন এই আইন চলবে তার ঠিক নেই। সেইজন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করবো একটা সময় নির্ধারণ করে দেওয়া হোক।

Mr. Speaker: This Bill will be taken up on Monday next. Tomorrow will be a non-official day and the various resolutions will be taken up; there will be no questions tomorrow. The House stands adjourned till 3 p.m. tomorrow.

Adjournment

The House was then adjourned at 7 p.m. till 3 p.m. on Thursday, the 10th July, 1958, at the Assembly House, Calcutta.

কোন একটা জায়গায় বসতির ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। অতএব যেখানে যে আছে তাকেই সেখানে ফার্স্ট প্রায়রিটী দিতে হবে এবং এটাও বিলের মধ্যে স্পষ্ট করে লেখা আছে। সিলেক্ট কমিটিতে যখন এই বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় তখন আমরা এটাকে ক্ল্যারিফাই করে নিয়েছি যে যে যেখানে থাকবে তাকে সেখানেই রিহ্যাবিলিটেশন দেয়া হবে। সেজন্য বলছি যে আপনারা যদি আগে থাকতেই বাধা দেন তাহলে কাজ এগুবে না। অনেকে লর্ড ক্লাইভের কথা বলেছেন, কিন্তু তখন কোলকাতা শহরে একটাও বস্তী ছিল না।

[11-20—11-30 a.m.]

তখন সুতানটী, গোবিন্দপুর ও অন্যান্য গ্রাম মিলিয়ে এই কলকাতা সহর ছিল। তাই আমি আমার বন্ধুদের কাছে আবেদন করব তাঁরাও এগিয়ে আসুন, আমাদের সংগে হাতে হাত মিলিয়ে এই বস্তী অপসারণ বিল সমর্থন করুন এবং লোককে বোঝান যে আমাদের দায়িত্ব আছে। আসলে যদি লোকের ভাল চান, ভাল বস্তী চান তাহলে এই বিল সমর্থন করুন এবং দু'-এক-জন লোক আপনাদের ভোট সংগ্রহ করে দেবে ঐ আশা ছেড়ে দিন। আমরাও আমাদের এই তরফ থেকে ডিটারমাইন্ড যে কলকাতা সহরের বস্তী অপসারণ করতে হবে। আমরা আপনাদের সহকর্মী হিসাবে পেতে চাই। আজকে কলকাতা সহরে বস্তী-বাসীরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে—বস্তীর অবস্থা তো কারও অজানা নয়, সেই ছোট ছোট খুপরি খুপরি ঘর, যার দরজা জানালা বলতে প্রায় কিছুই নেই। এই তো বস্তীর অবস্থা। সেই বস্থীকে যদি ভাঙতে না চান, বলুন আপনাদের কি যুক্তি আছে, ভোট সংগ্রহ করা ছাড়া আপনাদের আর কি যুক্তি আছে। জোড়াবাগান এলাকায়, সেখানে অনেক বিরোধী পক্ষের বন্ধুরা গিয়েছেন—সেখানে কংগ্রেসেরও বহু সমর্থক আছেন—তাঁরা বলেছেন, কি মশায় আপনারা বস্তী তো ভেংগে দিচ্ছেন, আমরা যাব কোথায়? কিন্তু আপনারা তাঁদের এই কথা তো বললেন না, বস্তী ভাংগতে হবে ঠিকই, তবে এই ব্যাপারে সরকারের পূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে। আপনারা লোককে শুধু উস্কিয়ে দিচ্ছেন যাতে তাঁরা বাধা দেয়। আজ আপনাদের নামবুদরীপাদ কি বলছেন, তিনি তো আপনাদের মাথার মুকুটমণি। তিনি যে আজকে কাঁদতে শুরু করেছেন।

Mr. Speaker:

কি করেছেন?

Sj. Napal Ray:

হ্যাঁ, স্যার, আজকের কাগজ খুললেই দেখতে পাবেন নামবুদরীপাদ কাঁদতে শুরু করেছেন। তিনি হতাশ হয়ে গিয়েছেন। অতএব এটা আজকে আমাদের চিন্তা করতে হবে যে, যে পলিসি আমরা নিয়েছি, এই বস্তী উচ্ছেদের ব্যাপারে ভালোর জন্যই নিয়েছি। আপনারা তা খারাপ মনে করেন, আমরা মনে করি ভাল। আমরাও জনপ্রতিনিধি। শুধু আপনারাই জনসাধারণের প্রতিনিধি নন। আমরা এখানে মেজরিটি, আপনারা মাইক্রোস্কোপিক মাইনরিটি—এটা ভুলে যাবেন না। আমরা যখন দেশের ভাল করছি তখন আপনারা আমাদের সমর্থন করবেন, তা' হলেই কেরালায়ও আপনারা আমাদের সমর্থন পাবেন, তা না হলে পাবেন না। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Sj. Rama Shankar Prasad:

माननीय स्पीकर महोदय, मैं बहुत देर से अपने विरोधी पक्ष के बन्धुओं का भाषण सुनता आ रहा हूं। साथ ही साथ हमारे कांग्रेसी भाई नेपाल राय ने जो कुछ भी इस सदन के अन्दर अभी अभी कहा है उसे भी बड़े ध्यान से सुना हूं। इसके पूर्व इस बिल के प्रारम्भिक भाषण के अवसर पर श्री जालान साहब ने जो कुछ कहा था उसे भी बड़े तन्मेती के साथ सुना था। उस अवसर पर उन्होंने अपनी वक्तृता में कहा था कि "The problem of slum-dwellers is artlade with finance."

इस बिल के ऊपर विरोधीपक्ष की ओर से जितने भी सुझाव दिए गए थे उन सम्पूर्ण छटाई प्रस्ताव के अन्दर हमलोगों ने यह बतलाने की चेष्टा की थी कि यह बिल वापस कर लिया जाय। यदि यह बिल पास करा लिया जायेगा तो इससे बस्ती-वासियों का तनिक भी हित नहीं हो सकेगा। किन्तु सभी सुझाव अमान्य रहे। इस बिल को आपने जिस दृष्टिभंगी से सदन के सम्मुख रखा है, उसके अन्दर राजनैतिक उद्देश्य है, जिसको हमारे पक्ष के बहुत से भाइयों ने अभी आपके सम्मुख कहा है। अभी अभी नैपाल बाबू ने सदन के समक्ष जो भाषण दिया है, उससे स्पष्ट पता चलता है कि इसमें कुछ और भी भारी मतलब है। इसलिए मुझे बाध्य होकर कहना पड़ता है कि—

"अन्धेर नगरी चौपट राजा।
टके सेर भाजी टके सेर खाजा।"

यह बिल जो कांग्रेस के राजत्व में सभा के सम्मुख उपस्थित किया गया है बहुमत होने के कारण पास तो हो ही जायगा किन्तु आपलोग जो अपनी मेजोरिटी के ऊपर इतना दम्भ भर रहे हैं वह दम्भ आपलोगों के ही पक्ष में हितकर और लाभप्रद न होगा। आज सरकार के परिचालक कांग्रेसी बन्धु दम्भ में इतने चूर हो गए हैं कि वे अपनी बुद्धि से दूर होते जा रहे हैं। यदि आज अपोजिशन कोई बात कहता है, कोई ट्रेड यूनियन की चर्चा करता है, तो आपलोग कहते हैं कि अपोजिशन कांग्रेस से दुश्मनी रखती है। किन्तु हमलोग तो सदैव सहयोगिता की ओर हाथ बढ़ाने के लिए तैयार रहते हैं। परन्तु आपलोग अपनी बुद्धि से इसे कभी सोंचने का प्रयत्न ही नहीं करते हैं। आपलोगों की बुद्धि से दुश्मनी होने की वजह से ही मैं कहता हूं कि—

"अन्धेर नगरी चौपट राजा।
टके सेर साग टके सेर खाजा॥"

माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि जिस बस्ती को अप्रसारित किया जायगा उन बस्ती-वासियों को एक मील के अन्दर ही जगह दी जायगी। मैं विशेषकर बेलियाघाटा की बात कहता हूं, क्योंकि वहां बहुत सी बस्तियां हैं। मैं माननीय आलान साहब से पूछना चाहता हूं कि उन बस्ती-वासियों को जगह कहां देंगे? सम्भव है कि उन्हें आप नारिकेलडांगा या उल्टाडांगा में जगह दें किन्तु क्या ये सब स्थान एक मील के अन्दर ही हैं? आखिर आप उनको एक मील के अन्दर कहां जगह देंगे? मैंने तो ऐसा कोई भी स्थान नहीं देखा है, जो एक मील के अन्दर ही हों। आपही इसका उल्लेख करें, शायद आप कहीं देखें होंगे। हां, यह भी कुछ लोग सोच सकते हैं कि इन्हें धापा में रहने का स्थान दे दिया जायगा। किन्तु वहां के बस्ती-वासियों के उद्योग-धन्धों पर क्या कभी विचार किया गया है? क्या यह कभी सोंचा गया है कि इस स्थान से चले जाने के पश्चात् उनके काम-धाम में ह्रास आ सकता है? उस क्षेत्र के निवासी छोटे-छोटे ट्रेडर्स हैं, दस्तकार हैं, रबर कल में कार्य करने वाले मजदूर हैं और फैक्ट्रियों में कार्य करनेवाले वर्कर्स हैं। इनकी रोजी उसी स्थान में रहकर चलती है। अतएव मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आप उन दस्तकारों को, उन मजदूरों को, [illegible] की बस्ती से हटा कर कहां बसाने का विचार कर रहे हैं? कृपया, इसको बतलाने की मेहरबानी कीजियेगा।

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Thursday, the 10th July, 1958, at 3 p.m.

PRESENT:

Mr. Speaker (The Hon'ble SANKARDAS BANERJI) in the Chair, 16 Hon'ble Ministers, 11 Deputy Ministers and 204 Members.

[3—3-10 p.m.]

Adjournment motion

Sj. Pabitra Mohan Roy: Sir my motion runs as follows:

"That the business of this House do stand adjourned for the day for raising a discussion on the matter of urgent public importance that has arisen out of police arrest of about 20 peaceful workers including 7 women of the Jyoti Weaving Factory, Dum Dum, and thereby causing tension with the consequent possibilities of serious breach of peace for this act of provocation."

Message

Secretary (Sj. A. R. Mukherjea): Sir, the following message has been received from the West Bengal Legislative Council, namely:—

"*Message.*

That the West Bengal Legislative Council at its meeting held on the 10th July, 1958, agreed to the R. G. Kar Medical College and Hospital Bill, 1958, without any amendments.

SUNITI KUMAR CHATERJI,
Chairman,
West Bengal Legislative Council."

CALCUTTA:
The 10th July, 1958.

Non-official resolution regarding water-supply in Calcutta

Sj. Somnath Lahiri:

শ্রীযুত স্পীকার মহাশয়, আমাদের কলকাতার জলের সম্বন্ধে যে প্রস্তাব আনা হয়েছে, সেই প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা এখনও চলছে। কলকাতার জল শুধু দূষিত হওয়াই নয়, মাথা-পিছু সরবরাহের পরিমাণও কমে এসেছে। এখন অবস্থাটা কি সে সম্বন্ধে আমি আপনাকে একটা ঘটনা বলি। এবার যখন কিছুদিন আগে কলেরা লেগেছিল, তখন একটা বস্তিতে গিয়েছিলাম। সে বস্তিতে দুটো টিউবওয়েল আছে। লোকসংখ্যা প্রায় এক হাজার—তা দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে, সেখানে দুটো টিউবওয়েলের মধ্যে একটা ৩-৪ মাস ধরে অকেজো হয়ে পড়ে আছে মেরামতের কোন ব্যবস্থা নেই, এটা অবশ্য কিছু আশ্চর্য্য নয়! সেখানকার অধিবাসীরা যে কথা বললে সেইটাই একটা শোনবার কথা। আমরা যখন তাদের বললাম—আপনারা এত লোক মাত্র দুটি জলের কল আছে? তখন তাঁরা ব'লে উঠলেন—আপনারা এগুলিকে জলের কল বলবেন না, আমরা এগুলিকে বলি স্মৃতিস্তম্ভ। আমরা অবাক হয়ে গেলাম—জলের কলকে স্মৃতিস্তম্ভ বলছেন কেন? তাঁরা বললেন—আগে আমাদের এখানে একটা জলের

हमलोग पहले से ही जानते हैं कि सरकार के पास कोई सुसंगठित परिकल्पना नहीं है। इसीलिए विरोधी पक्ष की ओर से बार-बार आशंकायें प्रगट की गई थीं, फिर भी उसपर कुछ विचार नहीं किया गया। यदि बुद्धि से काम लिया गया होता तो आज बिल का कुछ और ही रूप होता। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अब भी समय है, इस बिल को वापस करलें और एक दूसरा बिल नये ढंग से सदन के सामने उपस्थित करने का प्रबंध करें, ताकि यह बिल बस्ती-बासियों का अहित न करके उनके सुख और सम्बृद्धि में योगदान करे। आशा है सरकार इस ओर अपना ध्यान अवश्य आकृष्ट करेगी। मैं इतना ही कह कर अपना वक्तव्य शेष करता हूं।

[11-30—11-40 a.m.]

Dr. Golam Yazdani:

মিস্টার স্পীকার, স্যার, আমার কথা হল, বস্তী পরিস্কার করতে গেলে সরকার এক সঙ্গে দুই-একটার বেশী হাতে নিতে পারবে না—এখন বাকী [illegible] কি হবে? কলকাতায় ১,৪৬৪টী বস্তী আছে, তার লোকসংখ্যা প্রায় ৬ লক্ষ ৫৮ হাজার ২৯৫ জন। এখন দুই-একটি বস্তী হাতে নিলেও বাকী বস্তীগুলি যাতে সঙ্গে সঙ্গে ভাল করার ব্যবস্থা হয় সেই জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। কেন না বস্তীতে যে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, যে দুরবস্থার উন্নতি করবার জন্য এই বিলটা আনা হয়েছে, এ কথা মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন। আমার মনে হয় ঠিকা প্রজাদের অকোপেন্সি রাইট দিয়ে তাদেরকে বস্তী উন্নত করবার জন্য যদি নির্দেশ দেওয়া হয় তাহলে তারা নিজেরাই বস্তীর উন্নতি করতে পারে। এবং তারজন্য যদি তাদেরকে সাহায্য করা দরকার হয় তা যেন সরকার করেন।

তারপর নতুন জায়গায় তৈরি পাকা বাড়ীতে কামরার যে রেন্টের কথা বলা হয়েছে, তা এত বেশী যে সেখানে সাধারণ দরিদ্র লোক যেতে পারবে না। যখন [illegible] জন্য নূতনভাবে অনেক পাকা বাড়ী গড়ে উঠবে, সেই জায়গায় তখন কাকে বাস করতে দেওয়া হবে? এ কথা স্পষ্ট করে বিলে বলা হয় নাই—যে পূর্ব্বেকার স্লাম-ডুয়েলারকেই তা দেওয়া হবে। এখানে আমাদের আশঙ্কা আছে যে যারা সত্যিকারের স্লাম-ডোয়েলার্স, তারা এই সমস্ত নূতন বাড়ীতে ফিরে আসতে পারবে না। তারা যে নূতন বাড়ীতে ফিরে যেতে পারবে, সেরকম টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনএর কোন উল্লেখ নাই। আমরা মনে করি টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন এমন হবে না যে আগেকার স্লাম-ডোয়েলার্সরা সেখানে ফিরে আসতে পারবে না। বিলে বলা হচ্ছে যে যারা লো ইনকাম গ্রুপএর লোক, চাকরী বাকরী করেন তাদের এই পাকাবাড়ী ভাড়া দেওয়া হবে। এতে আশংকা হয় কংগ্রেস সরকার নিজের দলের লোককে বাছাই করে করে এই সব নূতন বাড়ী ভাড়া দেবেন।

ছোট ছোট ইন্ডাস্ট্রী যা বস্তী এলাকায় আছে। বস্তীর মধ্যে শতকরা ৩৫ ভাগ লোকের ছোট ছোট শিল্প সেখানে চলছে। এই সব শিল্প কারখানার জন্য অল্টানেটিভ একমোডেশন-এর কোন উল্লেখ এই বিলের মধ্যে নাই। কাজেই তাদের সেই ইন্ডাস্ট্রি ছোট ছোট শিল্প বস্তী থেকে উচ্ছেদের পর একেবারেই নষ্ট হয়ে যাবে। এই বিলটার যে উদ্দেশ্য ছিল, সে উদ্দেশ্যকে আমরা ভাল মনে করি। কিন্তু যেভাবে বিলটা এখানে উপস্থিত করা হয়েছে, তার উদ্দেশ্য খারাপ হয়ে গেছে বলে আমি আশংকা করি। বর্ত্তমানে যেভাবে বিলটা আছে, তাতে মন্ত্রী মহাশয় সন্তুষ্ট এবং বলছেন, বস্তীবাসীদের ভাল ভাল ব্যবস্থা করে দেবেন, তাদের উন্নতির চেষ্টা করবেন—প্রকৃত পক্ষে তা নয়। আমরা এ্যামেন্ডমেন্ট দিয়ে যেসব কথা [illegible], তা যদি তিনি মেনে নিতেন, তাহলে আমরা আশ্বস্ত হতে পারতাম। কিন্তু আমাদের এ্যামেন্ডমেন্ট তিনি নেন নি। কাজেই শেষ পর্যন্ত বিরাট সন্দেহ আমাদের মনের মধ্যে রয়ে গেল এই বিলের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে।

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Mr. Speaker, Sir, I have heard the observations made by my friends in the Opposition and I tried to find out as to whether any new point has been raised, but I have not been able to

কলও ছিল না, কয়েক বৎসর আগে বস্তিতে কলেরা লেগেছিল, তাতে জন পঞ্চাশেক মারা গিয়েছিল। তখন অনেক ধরাধরি করার পর একটা কল হ'ল। তারপরে আর একবার কলেরা লাগে, তাতেও প্রায় পঞ্চাশ জন লোক মারা যায়, তখন আর একটা কল বসিয়ে দিলেন। কাজেই আমরা যখন এই কল থেকে জল নিয়ে খেতে যাই—সে জল খাবার সময় আমাদের গলা দিয়ে নামতে আমাদের চোখের জল বেরিয়ে আসে। মনে হয় যারা কলেরায় মারা গেছে তাদের মৃত্যুর ফলস্বরূপ আমরা এই কল পেয়েছি। কাজেই একে স্মৃতিস্তম্ভ বলি। তারপরে বললেন—এবারেও আশা হচ্ছে এবার আর একটা পাব। সরকার বাহাদুরের ডিরেক্টর অব হেল্‌থ সার্ভিসেস জানিয়েছেন—যে যে ওয়ার্ডে কলেরা মহামারী ব'লে ঘোষণা হবে সেই সেই ওয়ার্ডে দুটো ক'রে টিউবওয়েল দেওয়া হবে। আমরা শুনেছি ২৫ জন মারা গেলে মহামারী হয়। আমাদের এখানে ১৯ জন মারা গিয়েছে, বাকি ৬টি মরলেই আমাদের কোটা পূরণ ক'রে আমরা আর দুটো টিউবওয়েল আদায় করতে পারব। কথাটা শুনে হাসি পায়। এবং হাসির সংগে সংগে ধিক্কারও সেই সরকারকে দিতে হয়, যে সরকার এই শহরে কলেরা হ'লে এই কথা বলতে পারে—সেই বস্তিতে দুটো ক'রে টিউবওয়েল বা জলের কল দিতে পারি, —যেখানে কলেরা মহামারীতে ২৫ জন ক'রে মারা যাবে—অন্য জায়গায় নয়।

এখন এই যে অবস্থা শহরে জল সম্বন্ধে, এ অবস্থার জন্য দায়িত্ব কার? দায়িত্ব সকলের। কলিকাতা কর্পোরেশনের যেমন দায়িত্ব আছে তেমনি ভারতবর্ষের বৃহত্তম নগরীর নাগরিকদের পানীয় জলের দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ-সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের স্বভাবতই আছে। কে কিভাবে কতখানি দায়িত্ব পালন করেছেন বা করছেননা তা ভেবে দেখা দরকার। কলিকাতা কর্পোরেশনের, আপনারা জানেন পরিশ্রুত জল সাপ্লাই করার পক্ষে ৭২ মিলিয়ন গ্যালনস ছিল যুদ্ধের পূর্বে, তারপরে সরকার বাহাদুর যুদ্ধের সময় ২৭ হাজার টিউবওয়েলের ব্যবস্থা করেন এ আর পি-র টাকা থেকে। তা হ'লে ৭২ মিলিয়ন গ্যালন + ২,৭০০ টিউবওয়েল এই হওয়া উচিত কর্পোরেশনের জল সরবরাহের মোট পরিমাণ। তারপরে ১০ বৎসর স্বাধীনতার পরে এবং একটানা ৩৬ বছর ধরে কর্পোরেশনে কংগ্রেসের রাজত্ব আছে, তা ছাড়া শুধু পশ্চিমবাংলায় নয়, সারা ভারতবর্ষে ১১ বৎসর ধরে কংগ্রেস রাজত্বের পর অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়েছে? হয় নাই। পরিবর্তন শুধু হয়েছে এই যে জনসংখ্যা যা ছিল যুদ্ধের পূর্বে বর্তমানে তার ডবল হয়েছে। কিন্তু জলসরবরাহ যে ৭২ মিলিয়ন গ্যালন ছিল সেই ৭২ মিলিয়ন গ্যালনই বছরের পর বছর আছে। অবশ্য, কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষেরা র‍্যাপিড গ্র্যাভিটি তৈরি করবার পরে ৮০ মিলিয়ন গ্যালন হয়েছে।

আপনি, স্যার, জানেন যে, জল কত যাচ্ছে তা মাপবার যন্ত্র যা আছে কর্পোরেশনে—সেঞ্চুরী মিটার, সেই মিটার ৭৭ বৎসরে খারাপ হয়ে পড়েছে। কাজেই ঠিক কত যাচ্ছে তা মাপবার উপায় নাই। এক্স্যাক্টলী কত যাচ্ছে তা মাপবার কোন কায়দা নেই, তবে কয়েকজন কাউন্সিলারের একটা বিকল্প পদ্ধতি আছে তার দ্বারা দেখা যাচ্ছে যে, জলসরবরাহ ৬৭ মিলিয়ন থেকে ৭২ মিলিয়নের মধ্যে ওঠানামা করছে। কাজেই ৮০ মিলিয়ন দাবি গ্রাহ্য কিনা বলা শক্ত। যদি তাই হয়, এখনও সেই ৭০—৮০ মিলিয়ন গ্যালনের মধ্যেই আছে। আর ২,৭০০টা টিউবওয়েল যা কলকাতা কর্পোরেশন সরকারের কাছ থেকে বিনামূল্যে উপহার পেয়েছিলেন তার প্রত্যেকটা কলকাতা কর্পোরেশন কয়েক বৎসরের মধ্যে জলাঞ্জলি দিয়েছেন। এমনকি সেই টিউবওয়েলগুলি যখন অকেজো হয়ে গেল তার মালপত্রগুলি নিয়ে যে অন্য কাজে ব্যবহার করবেন—সেগুলি তো নাড়াচাড়া করবার ক্ষমতা নেই, এমনও দেখা গেল সেই টিউবওয়েলগুলি কর্পোরেশনের আর একটা ডিপার্টমেন্টের রাস্তা তৈরি করতে চলে গেছে! কর্পোরেশনের বুকে এতটুকু বাজল না! এই ২,৭০০ টিউবওয়েল তো জলাঞ্জলি দিলেন। তারপরে তাঁরা মোটামুটি তিন হাজার টিউবওয়েল নিজেরা করেছেন। তারও আবার ৪০০ টিউবওয়েল দেখা গেল এপ্রিল মাসে ডিফাংক্ট হয়ে পড়েছে। কাজেই যুদ্ধপূর্বের যে অবস্থা তার বহু পরের বর্তমান অবস্থার কোন তফাৎ নেই। এই কর্পোরেশনের জলের বর্তমান অবস্থা। তারপরে কর্পোরেশন থেকে অন্য ব্যবস্থা যা আছে আমাদের এখানে জলসরবরাহের সমস্যা কলকাতা শহরে এবং কলকাতার বাইরে তাতে জল কিছু পেলেও জল যে দূষিত এবং কলুষিত সেই প্রশ্ন উঠবে। দোষ নিবারণ করবার জন্য কর্পোরেশনের নিয়মপদ্ধতির কোন উন্নতি হয় নাই।

কর্পোরেশনের যা ব্যবস্থা এতদিন ছিল তার উপরে নতুন কিছু যোগ হয় নাই। যেগুলি তাদের রুটিন কাজ—দূষিত অবস্থা দূর করবার জন্য সেই রুটিন কাজগুলি তাঁরা প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন।

আপনি হয়ত জানেন, একটা উদাহরণ দিই, যেসমস্ত এলেকায় এই সমস্ত ওয়াটার-বোর্ন ডিজিসেস প্রায় এপিডেমিক, যেমন খিদিরপুর বা বড়বাজার এলেকায়, তার দুটো বিশেষ কারণ আছে। সাধারণত যেসমস্ত এলেকায় এই রোগ এপিডেমিক হয় সেই সমস্ত এলেকায় হয় জলের অত্যন্ত অভাব যার ফলে অপরিস্রুত জল ব্যবহার করতে হয়, নয়ত সেখানে যে পাইপ-লাইনগুলি আছে তার ডেড-এন্ডএ যেখানে জলের ভাল ফ্লো সেখানে ব্যাক্টেরিজেশন হয় না, কিন্তু যেখানে ফ্লো কম সেখানে তাড়াতাড়ি ব্যাক্টেরিজেশন গ্রো করে, সে এলেকায় এই শেষোক্ত কারণ রয়েছে।

3-10—3-20 p.m.]

খিদিরপুর প্রভৃতি অঞ্চলে এজন্যেই দেখবেন যে, বারেবারে কলেরা হয়। কারণ এই সমস্ত দিকেই ডেড-এন্ড এবং এই ব্যবস্থার নাম হচ্ছে কাট অ্যান্ড ফ্লাস। অর্থাৎ সেই জায়গায় পাইপের মধ্য দিয়ে জোরে জল পাশ করিয়ে দূষিত অবস্থা দূর করা। এই হচ্ছে কর্পোরেশনের রুটিন পদ্ধতি এবং এর জন্য ডিপার্টমেন্টও টাকা স্যাংশন আছে। কিন্তু এই দূষিতের পরিমাণ বাড়ছে। কর্পোরেশন থেকে কাট অ্যান্ড ফ্লাসে কাজ তোলা হচ্ছে এবং নেহাৎ মহামারী না লাগা পর্যন্ত কাট অ্যান্ড ফ্লাসএর ব্যবস্থা করা হয় না। তারপর কর্পোরেশনের গুদামগুলি দেখবেন পাইপগুলো বছরের পর বছর সেখানে স্ট্যাক্‌ড হয়ে পড়ে আছে——তাতে বীজাণু ইত্যাদি সব জন্মাচ্ছে। সেই স্ট্যাক্‌ড পাইপ যখন বসান হয় তাকে স্টেরিলাইজ করার কোন ব্যবস্থা নেই। সুতরাং এর ফলে অলরেডি ব্যাক্টিরিয়া পাইপের জল দিয়ে যাচ্ছে এবং ব্যাক্টিরিজেশন বাড়ছে।

[At this stage the blue light was lit]

I was told that I would be given 20 minutes.

Mr. Speaker: Mr. Deben Sen said 15 minutes for each speaker.

Sj. Niranjan Sen Gupta:

আর একটু সময় দিলে ভাল হয়।

Mr. Speaker: I am afraid, I can't do anything.

Sj. Somnath Lahiri:

তা হ'লে আমি আর বলতে চাই না।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

স্যার, দূষিত জল সম্পর্কে সতর্ক করার দায়িত্ব সরকারের কিম্বা কর্পোরেশনের ছিল, কিন্তু সে দায়িত্ব তাঁরা কেউ পালন করেন নি। ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস বা সংবাদপত্রের রিপোর্টার যাদের বলা হয়, তাঁরাই সেই দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁরা তাঁদের রিপোর্টের মধ্য দিয়ে জনসাধারণকে সাবধান করেছেন। সংবাদপত্রের রিপোর্টার 'যুগান্তরের' 'নেপথ্য দর্শন' 'স্বাধীনতায়' সম্পাদকীয় ইত্যাদির মারফত তাঁরা জনসাধারণকে এই কথা জানিয়েছেন যে, পানীয় জলের মধ্যে বহুল পরিমাণে প্রিজাম্পটিভ কলি পাওয়া যাচ্ছে এবং শতকরা ৫০ ভাগ জল এইভাবে দূষিত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, পরের রিপোর্ট থেকে জানা গেল যে, ডালহৌসি স্কোয়ারের ও অফিস এলাকার জলে রেসিডুয়াল ক্লোরাইন বিন্দুমাত্র নেই এবং প্রিজাম্পটিভ কলি রয়েছে। এই এলাকার মধ্যে আমাদের রাজভবনও রয়েছেই কিন্তু এ বিষয়ে এতদিন পর্যন্ত জনসাধারণকে ধাপ্পা দেওয়া হয়েছে, হুডউইংক করা হয়েছে, সতর্ক ক'রে দেওয়া হয় নি এবং যে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা তাঁদের দরকার ছিল তা তাঁরা ক'রে উঠতে পারেন নি। দ্বিতীয় নং হ'ল যে, ২৬এ এপ্রিল তারিখে গভর্নমেন্ট এ বিষয়ে পরীক্ষা ক'রে

time. It will all depend on the resources available to us. Whenever an improvement scheme has to be launched it is a long-term and not a short-term scheme. The Calcutta Improvement Trust started work in 1911 and we are now in 1958 and still it will take them many more years before the improvement of Calcutta can be completed. Similarly if we have to deal with 4,000 bustees in Calcutta involving five lakhs of people necessarily any proposal that has to be made in order to improve the conditions will take time. This does not preclude the Government or the Calcutta Corporation or any other municipality from providing water-supply or such amenities as may be possible for them to provide under the respective Acts. If my friends look at the Bengal Municipal Act or the Calcutta Municipal Act, they will find that there are sufficient provisions and powers given to these local bodies in order to make minor improvements as well as to provide certain amenities. By this Bill we are not taking away the rights of these local bodies throughout their jurisdiction. They are still there and if they desire to do anything, there should be no difficulty. What we have provided in this Bill is of a quite different nature.

[11-40--11-53 a.m.]

My friends will no doubt admit that there must be some bustees at least which require absolute clearance and which require rebuilding. On what basis are we to acquire these lands? There is the Land Acquisition Act under which we have to pay the market price and 15 per cent. compensation. There is the Land Development Act of 1946 under which we have to pay a certain price. Is there any provision in any of the Acts, which my friends have pointed out, where similar provisions as we have made in this Bill exist in order to provide compensation and the basis of compensation? The policy of the Central Government has been that the State Government should make laws so that the land may be acquired at a lesser cost. This is a Bill which mainly aims at the payment of compensation in case those lands are required for purposes of bustee clearance. Therefore, if you look at this Bill, you will find that the main provision which this Bill deals with is the provision as to what compensation has to be paid and under what circumstances a particular bustee is to be acquired and if a bustee is to be acquired, what are the essential things which the Government should provide by way of rehabilitation and providing alternative accommodation. My friends referred to the Central Government scheme. The Central Government scheme itself provides that the State Government should make legislation. You see the clause is this that the State Government should immediately examine the question of controlling or reducing by law prices of land being acquired for public purposes of this kind. Necessarily we have got to come to this House with a Bill providing for a special mode of compensation in case we have to acquire a bustee area in order to improve it or to clear it and these are the conditions which we have incorporated in the Act. This does not mean that the provisions of the Calcutta Municipal Act or the provisions of the Bengal Municipal Act are superseded. They are superseded only in that area which we shall take up actively for the purpose of acquisition, for the purpose of clearance and for the purpose of rehabilitation of the people living there. Therefore my friends should realise that their argument that by this Bill we are neglecting the welfare of so many people for hundred years to come is incorrect and based upon a basis which is incorrect. So far as water supply and the other amenities are concerned, they will be provided and they can be provided irrespective of the provisions of this Bill. I repeat again that this Bill aims at the method, the compensation to be paid, the provisions to be made in case of uprooting the people who are in a particular bustee and so on. Therefore the apprehensions of my friends should not be there.

রিপোর্ট দিচ্ছেন, কিন্তু কর্পোরেশন এ বিষয়ে উদাসীন ও ক্যালাস। ৩নং হ'ল যে, প্রিজাম্পটিভ কলি ব্যাক্টেরিয়া সৃষ্টি করছে কিনা সে সম্বন্ধে বিশদ কোন তদন্ত এ পর্যন্ত কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে করা হয় নি। চতুর্থতঃ, যে সর্ট-টার্মএর ব্যবস্থা করা যেত, যে মেজার নেওয়া যেতে পারত তাও করা হয় নি। অর্থাৎ সোর্সে ক্লোরিন না দিয়ে সেখানে যদি ক্লোরিন দেওয়া হ'ত তা হ'লে শেষের দিকে এসে সেই ক্লোরিন পেঁাছাত না। সুতরাং লোকাল ক্লোরিনেশনের যে বন্দোবস্ত করা উচিত ছিল তা এখনও পর্যন্ত হয় নি। আর একটা বিষয় লক্ষ্য করবার আছে —টিউবওয়েলের কথা পূর্ববর্তী বক্তা সোমনাথবাবু বলেছেন, কিন্তু আমরা জানি যে, বাংলাদেশে এবং উড়িষ্যায় ইস্টার্ন ইন্ডিয়ায় এই কোস্টাল প্রভিন্সেস যেগুলি, সেখানে টিউবওয়েল বসাবার পরই ঠিক পরিমাণ জল পাওয়া যাচ্ছে না। সায়েন্টিস্টদের নিয়ে সাব-সয়েল সম্পর্কে জিওলজিক্যাল সার্ভের একটা পরীক্ষা করা উচিত যে, সেখানকার টিউবওয়েলে ঠিকমত জল পাওয়া যাচ্ছে কিনা। এর পরে আর একটা গুরুতর কথা আছে—আমরা জানি যে, সাইফন একচেঞ্জার মারফত স্যালাইনিটি এবং অন্যান্য মেটালিক সিল্ট জমে যা থাকে সেগুলিকে রিমুভ করা যায়। হল্যান্ড, বেলজিয়ামে, বিশেষ ক'রে হল্যান্ডে এই পরীক্ষা ক'রে জলকে দূষিত অবস্থা থেকে এবং স্যালাইনিটি থেকে মুক্ত করা হয়েছে। আমেরিকায় কোস্টাল বেল্টে এই পরীক্ষা সফল হয়েছে। আমাদের এখানেও আমি জানি অন্তত একটা কারখানার খবর আমি রাখি, ইন্ডিয়ান অ্যালুমিনিয়াম কারখানা, সেখানে এক্সটেনসিভ স্কেলে স্যালাইনিটি দূর ক'রে জলসরবরাহের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। ফরাক্কা ব্যারেজ সম্পর্কে আমি পরে আলোচনা করব কিন্তু ফরাক্কা ব্যারেজ যতদিন পর্যন্ত না হচ্ছে, জলের মধ্যে সেখানে স্যালাইনিটি রয়েছে সেগুলি দূর হ'তে যখন দেরি আছে—ততদিন পর্যন্ত অন্তত ভাল জল খেয়ে যাতে বেঁচে থাকা যায়, মিঠে জল যাতে ঠিকমত পাওয়া যায়, সে সম্পর্কে সাইফন একচেঞ্জারের বন্দোবস্ত করার কথা সরকার বাহাদুর ভেবে দেখতে পারেন, তাঁরা সেটা করবেন কিনা। জল কি ক'রে দূষিত হয় সে সম্পর্কে একটু বলা উচিত। আমরা জানি যে পলতা থেকে ১৪ মাইল রাস্তা ধ'রে ৩টা বড় পাইপের ভেতর দিয়ে ঐ জল প্রবাহিত হয়ে টালার ট্যাংকে এসে প্রবেশ করে। টালার ট্যাংক থেকে জল কলকাতায় যে অন্তঃপ্রণালী আছে সেই অন্তঃপ্রণালীর ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং ৬ শ' মাইল এই অন্তঃপ্রণালীর মধ্য দিয়ে যাবার সময়—ঐ যেসমস্ত পাইপ আছে, নালী আছে সেগুলি বহুদিনের পুরানো, কোন কোন নালী আমরা জানি যে, ৭০ বছরের পুরোনো—সেইগুলি পুরানো বিষাক্ত ছিদ্রযুক্ত হওয়ার ফলে সেই জল যখন তার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন জল দূষিত হয়। আমরা এও জানি যে, পৌরসভার র‍্যানডম অ্যানালিসি-সের যে ব্যবস্থা আছে সেটা অত্যন্ত অনিষ্টকর। ২।৫ জায়গায় জল পরীক্ষা ক'রে হয়ত ভাল পাওয়া যায় কিন্তু তার উপর ভিত্তি ক'রে সর্বত্র জল ভাল আছে এই সার্টিফিকেট দেওয়া উচিত নয়। এরপর আমরা এও জানি যে, কর্পোরেশনের যে ব্লকমিটার থাকার কথা সেটার সংখ্যা অত্যন্ত সামান্য এবং যাও আছে তাও আবার ঠিকমত কাজ করে না। লিকেজ চেক করার জন্য যেসব কর্মচারী আছেন তাঁদের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য।

[3-20—3-30 p.m.]

ফিল্টার্ড জলের মেনের সংগে আনফিল্টার্ড মেনের সিউয়েজ পাইপ কি অবস্থায় আছে সেটা প্রমাণ করবার মত কোন আন্ডারগ্রাউন্ড ম্যাপ বা চার্ট কর্পোরেশনের হাতে নেই। সেজন্য জলের মেন পাইপ কোথাও খারাপ হ'লে ধরা মুস্কিল হয়ে পড়ে এবং কোথায় খারাপ হ'ল তা কর্পো-রেশনের লোকেরা খুঁজে বার করতে পারে না। কিছুদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী প্রসংগত আর-একটা কারণ বলেছেন—সেটা হচ্ছে গংগার ৮০-৯০ মাইলব্যাপী দুই ধারে যেসমস্ত কলকারখানা রয়েছে তাদের সমস্ত দূষিত পদার্থ গংগায় ফেলা হয়—এই সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন। এই দূষিত পদার্থ গংগাগর্ভে নিক্ষিপ্ত করার আগে নিয়ম আছে এগুলি উপযুক্তরূপে বীজাণুমুক্ত করতে হবে, কিন্তু সেটা করা হয় কিনা সে সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। ১৯৫২-৫৩ সালে ক্যালকাটা কর্পোরেশন সুপারসীডেড হবার পর থেকেই আমরা দেখছি গত নির্বাচন পর্যন্ত কংগ্রেস দল সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ ক'রে আসছে এবং সেই থেকে কর্পোরেশন চালাচ্ছে, অথচ যেটা কর্পোরেশনের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ও এসেন্সিয়াল সার্ভিস তাঁরা সেটাই পালন করতে পারেন নি। এজন্য নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ এবং যাঁরা কর্পোরে-শনের এক্সিকিউটিভ অফিসারস তাঁরা উভয়ই দায়ী। কর্পোরেশনে, স্যার, দূষিত জলের

Now, in the Central Government Act which my friend Sj. Deben Sen referred to, he will find that there are two portions in the Act. One portion is acquisition and the other is improvement. Instead of having one Act incorporating these two provisions, we have got the Municipal Acts containing all the provisions of the Central Government Act with regard to improvement and other affairs. With regard to the other portion, we have to provide by this Act a special method of acquisition in order to improve these bustee areas. All these depend upon the conditions prevailing in a particular place. So far as amenities such as water-supply or linking the privies to the drainage are concerned, they are all within the jurisdiction of the Calcutta Corporation and it is quite natural that those provisions should be retained by the Calcutta Corporation and by the municipalities concerned. So far as this portion is concerned, it is beyond the jurisdiction of the local bodies and therefore this Bill has become necessary. I do not wish to deal with the motives because that is neither here nor there. Whenever politicians are at loggerheads they impute many things to each other which really they forget just outside the House. I therefore need not waste the time of the House over these professions. I would say only this that so far as this Bill is concerned it means to tackle a very great problem and it will be the endeavour of the Government to remove as many difficulties as it is possible but if you say that there should be no inconvenience whatsoever it is an impossible task. Whenever an improvement has to take place there may be a certain amount of dislocation and there may be a certain amount of difficulty.

With these words I support my motion for the acceptance of the House.

The motion of the Hon'ble Iswar Das Jalan that the Calcutta Slum Clearance and Rehabilitation of Slum-dwellers Bill, 1958, as settled in the Assembly be passed, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—115.

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Prafulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutta, Sjta. Sudharani
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hoare, Sjta. Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Sudhir
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. [illegible] Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Rajkrishna

রাজনীতি চলছে এবং আমরা জানি এই রাজনীতির ফলে সেখানে আজকে কি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এই অবস্থার জন্য কর্পোরেশনের অস্তিত্বই নাকচ ক'রে দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু সেটা গণতন্ত্রবিরোধী হয়। দূষিত জলের এই রাজনীতি বন্ধ করতে অপারগ হওয়ায় আমি এই সরকারের বিরুদ্ধে দুটো চার্জ আনতে চাই। সেই চার্জ হচ্ছে এই যে, সরকার এত বড় সমস্যাকে একটা সংকটে পরিণত ক'রে দিয়েছেন। সরকারের সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া উচিত ছিল যাতে এই সমস্যা সংকটের মুখে এসে না পড়ে—বর্তমান অবস্থায় না এসে পড়ে এটা দেখা তাঁদের সর্বাগ্রে উচিত ছিল। আমার দ্বিতীয় অভিযোগ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ হেড সম্পর্কে চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার, কমিশনারএর দায়িত্বহীনতা, অকর্মণ্যতা—কাউন্সিলারস এবং উচ্চ-পদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে তাঁদের নিজেদের গদি রাখবার জন্য তার মাধ্যমে যে জঘন্য রাজনৈতিক প্যাঁচলা সেখানে তৈরি হয়েছে তার জন্যও আমি সরকারকে সম্পূর্ণ দায়ী করছি, কারণ গভর্ন-মেন্ট এই কমিশনার অ্যাপয়েন্ট করেছেন, ক্যালকাটা কর্পোরেশন তাঁকে নিযুক্ত করে নি, সরকারই তাঁকে অ্যাপয়েন্ট করেছেন। ৫ বছর তাঁর অযোগ্যতা, অপদার্থতা ও অকর্মণ্যতা প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও আমরা দেখছি তাঁকে এবারও এক্সটেনশন দেওয়া হয়েছে—এর দ্বারা কর্পোরেশনে যে ব্যর্থতা ও অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে গত ২।৩ মাস যাবৎ তৎসত্ত্বেও আমাদের এই সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সরকার যাঁরা এই ভদ্রলোককে নিয়োগ করেছেন তাঁরা এখনও সেই পোস্ট থেকে তাঁকে সরাচ্ছেন না। জানি না এখানে কোন ভেস্টেড ইন্টারেস্ট রয়েছে কিনা। আজকে আমরা দেখছি স্বার্থসংশিলষ্ট মহল থেকে কর্পোরেশনএর চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ হেড—চীফ এক্সি-কিউটিভ অফিসারএর চাকরিটা বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। আমরা জানি যে, এখন কোন একটি রাজনৈতিক দল, যে দল ওখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ—তাঁদের কর্মকর্তা যাঁরা, তাঁরা পেছনে থেকে সুতা টানছেন, দড়ি টানছেন। এই ভদ্রলোককে একবার ওখান থেকে সরাবার জন্য প্রস্তাব এসেছে, নির্দেশ এসেছে, আবার দেখছি সেই প্রস্তাব, সেই নির্দেশ পালটে যাচ্ছে। আজ কর্পোরেশনের যে অবস্থা, এই অবস্থার মধ্যে আমরা দেখছি আজ দূষিত জল যা সংক্রামক ব্যাধিদুষ্ট, তা পানীয় জলের মারফত জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। আমি সরকারকে বলব আজকে যে অফিসারটি কলিকাতা কর্পোরেশনের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পরিচালিত করেন, সেই অফিসারটিকে ঐ পদ থেকে যদি অপসারিত না করা হয়, তা হ'লে এই দূষিত জলের সমস্যা কিছুতেই দূর হ'তে পারবে না এবং সরকারেরও কর্তব্য রয়েছে, সে সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার প্রয়োজন আছে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় যে বিবৃতি সংবাদপত্রে দিয়েছেন, সেখানে তিনি অত্যন্ত কৌশলে ঐ ভদ্রলোক সংক্রান্ত ব্যাপার কিংবা কর্পোরেশনের যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, সেই অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি চুপ ক'রে থেকে গেছেন। আমরা জানি না এর পশ্চাতে কোন রহস্য আছে কিনা। কিংবা আমাদের যাঁরা মন্ত্রীমণ্ডলী আছেন, তাঁদের এর মধ্যে কোন হাত আছে কিনা!

তাই পানীয় জল সংক্রান্ত যে প্রস্তাব এখানে এসেছে, সে প্রস্তাব আমি সমর্থন করতে গিয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। কর্পোরেশনে যে দূষিত রাজনীতি চলছে, যে দূষিত জলের যে রাজনীতি চলছে, আজ সেই রাজনীতি বন্ধ ক'রে সাধারণ মানুষের জন্য আজ ব্যবস্থা করা দরকার, অপর্যাপ্ত পরিমাণে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা অবলম্বন করা। সরকার আজ নিজে এই দায়িত্ব নিয়ে অবিলম্বে এগিয়ে আসুন। এই ব'লে আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করছি।

Mr. Speaker: Mr. Lahiri you wanted some more time, you may speak now.

Sj. Somnath Lahiri:

স্যার, মধ্যখানে খানিকটা ছেদ পড়ে যাওয়ায় স্বভাবতই কিছুটা অসুবিধা হ'ল। কাজেই কতকগুলি জিনিস আমি বাদ দিচ্ছি। কর্পোরেশন যা করতে পারতেন, তার দু-একটা উদাহরণ দিচ্ছি। তাঁরা কমপক্ষে প্রত্যেক বস্তিতে একশ' জন লোক পিছু একটা ছোট টিউবওয়েল বসাতে পারতেন। তাতে কোন অসুবিধা ছিল না। এর জন্য খরচ হ'ত প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা। সেটা যদি দশ বছরে করতেন, তা হ'লে বছরে ৪ লক্ষ টাকা খরচ হ'ত।

Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Dhirendra Narayan
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Matla
Muzaffar Hussain, Janab
Mahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Prevakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pradhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-ul-Huque, Janab Md.

NOES—47.

Badrudduja, Janab Syed
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Bindabon Behari
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakraverty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chattoraj, Sj. Radhanath
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Sj. Ramanuj
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Basanta Kumar
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Prevash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Sen, Sj. Deben
Sen, Sjta. Manikuntala
Sengupta, Sj. Niranjan

The Ayes being 115 and the Noes 47, the motion was carried.

Mr. Speaker: We have slightly revised the programme. There is a Bill, the West Bengal Premises Tenancy (Amendment) Bill which is a very short Bill, I will take it up first on Monday and after that the Industrial Disputes Act and the Calcutta Municipal Act will be taken up.

The House stands adjourned till 3 p.m. on Monday.

Adjournment

The House was accordingly adjourned at 11-53 a.m., till 3 p.m., on Monday, the 7th July, 1958, in the Assembly House, Calcutta.

তাহলে চাষীর তা দিতে আপত্তি নাই। অন্যথা যেভাবে চলছে, তাতে আপত্তি থাকবে। এসব না করে যদি কর বৃদ্ধি করেন, তাহলে আপনারা একটা নতুন বিরোধিতা জনসাধারণের কাছ থেকে আহ্বান করে নিয়ে আসছেন এই বিলের দ্বারা।

[At this stage the House was adjourned for 20 minutes]

[*After adjournment.*]

[5-20—5-30 p.m.]

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, এখানকার আলোচনা থেকে মনে হচ্ছে মাননীয় সদস্যারা আইনটা খুব ভালভাবে পড়ে দেখেন নি।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জবাব দিচ্ছেন?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

আমি একটু পরিষ্কার করে দিচ্ছি।

Mr. Speaker: Mr. Chatterjee, I was deeply concerned after hearing many of you—I was following your speech and I entirely agree with you—that it affects greatly the life of the agriculturists in West Bengal and the importance cannot be minimised. I myself have gone into the sections after hearing your speeches and then I invited the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation Department to understand the scope of the Act—what it is intended to apply, from whom money is to be collected, what are the powers that the Government wishes to assume under the guise of this Act and so on and so forth,—and I also consulted Mr. Mukherjee, the Law Officer of the State. I am afraid we have totally and completely misunderstood the position. The Act is not intended for the purposes as you think. So I told the Hon'ble Minister that perhaps it would be better if he adds something to his opening speech for the sake of clarity. It is not that I want to stop the speeches of the honourable members of the House. Please understand that the speech which the Hon'ble Minister will now make is on a point of clarity which is necessary and therefore I have asked him to supplement his original speech so that the little misconception which is worrying honourable members and many of us who are interested in the welfare of the agriculturists may be removed. After that, I will certainly allow any other criticism.

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য আমি সেকশন ৬টা পড়ে দিচ্ছি—

> "No expenditure shall be incurred for the construction of any improvement work in respect of which the State Government intends to impose an improvement levy and then improvement levy shall be imposed in respect of any improvement work unless the West Bengal Legislative Assembly has by a resolution recommended the imposition of an improvement levy in respect of such work."

তারপর একটা প্রভিসো আছে—

> "provided that nothing in this section shall apply to Damodar Canal including the Eden Canal and the Mayurakshi Reservoir Project including the Bakreswar Canal."

করার পর অবজেকশন শুনবেন। সেই অবজেকশন শুনে তিনি একটা রেট ধার্য করবেন। তারপর তিনি গভর্নমেন্টের কাছে পাঠাবেন। গভর্নমেন্টের কাছে আবার অবজেকশন শুনা হবে তারপরে রেটটা ফাইনাল ধার্য হবে। তখন ইন্ডিভিজুয়াল ট্যাক্সেস ধার্য হবে। তার পরে আবার অবজেকশন শুনা হবে। তারপর ব্যক্তিগত ট্যাক্স চূড়ান্তভাবে ধার্য হবে। তার ওপরে আবার এ্যাপীল আছে, সেই এ্যাপীল হয়ে যাবার পরে তবে ট্যাক্স আদায় করতে পারা যাবে। এটা নিয়ে এক বছর দেড় বছর টাইম লেগে যেতে পারে। ইতিমধ্যে তিন-চার বছর কেটে গেছে এখন আর সময়ক্ষেপ করা উচিত নয়। তাতে যে সরকারের কিছু টাকা আদায় বাকি থাকছে তা নয়, কেননা সরকার তো যেকোন সময় আদায় করতে পারেন, না হয় দু বছর পরে। কিন্তু কৃষকদের উপর বছরের পর বছর ট্যাক্স জমে যাচ্ছে। সেটা তাদের উপরে খুব কঠিন হয়ে উঠবে।

আর একটা জিনিস যেটা আমার আইনেও নেই, এমেন্ডমেন্টও নেই সেটা আপনাদের কাছে বলে দিচ্ছি যে আমরা চার বছরেরটা ধার্য করে একসংগে আদায় করার চেষ্টা করব না, আমরা সেটা কতকগুলি কিস্তিবন্দী করে দেব। যাতে সহজেই তারা দিতে পারে।

Sj. Bankim Mukherjee:

আপনারা কি রিট্রোস্পেক্টিভ আদায় করতে পারেন?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

হ্যাঁ, পারি। তা আইনে আছে। আবার একজন এখানে বললেন ট্যাক্স ধার্য করা উচিত নয়। বোধ হয় হরেকৃষ্ণবাবু—সেটা তো নীতির কথা, যখন এ্যাক্ট এমেন্ডমেন্ট করবেন, তখন বলবেন। এখানে এ প্রশ্ন উঠে না। তিনি বললেন যে ক্রপ-কাটিংএ এক বছরের বেশি লাগে না—তাকে আমি বলি, হ্যাঁ, ক্রপ-কাটিং এক বছরের বেশি লাগে না, কিন্তু কয়েক বছরের ক্রপ-কাটিং নিয়ে তবে এভারেজ বের করতে হয়। তারাপদবাবু বললেন যে, যখন এতসব গোলমাল তখন হোল এ্যাক্টটা এমেন্ড করুন না কেন? খুব ভাল পরামর্শ দিয়েছেন এবং আমাদেরও মনে আছে, আমরা হোল এ্যাক্টটা এমেন্ড করতে আনব আপনাদের কাছে। আশা করি তখন আর কেউ না হউক অন্ততঃ তারাপদবাবু আমাকে সমর্থন করবেন। আমার আর কিছু উত্তর দেবার নেই।

Mr. Speaker: I am putting all the amendments to consideration motion to vote.

The motion of Sj. Phakir Chandra Roy that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 30th December, 1958, was then put and lost.

The motionof Sj. Pramatha Nath Dhibar that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 30th November, 1958, was then put and lost.

The motion of Sj. Tarapada Chaudhuri that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 30th October, 1958, was then put and lost.

The motion of Sj. Benoy Krishna Chowdhury that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 30th September, 1958, was then put and lost.

The motion of Sj. Hare Krishna Konar that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 30th August 1958, was then put and lost.

The motion of Sj. Deben Sen that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st August, 1958, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st July, 1958, was then put and lost.

The motion of Sj. Mihirlal Chatterjee that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 30th June, 1958, was then put and lost.

Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Zia-ul-Huque, Janab Md.

AYES—56.

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Badrudduja, Janab Syed
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bera, Sj. Sasabindu
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Konar, Sj. Hare Krishna
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Satkari
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Naskar, Sj. Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Rabindra Nath
Sen, Sj. Deben
Sengupta, Sj. Niranjan

The Ayes being 56 and the Noes 107 the motion was lost.

The motion of Sj. Mihirlal Chatterji that in clause 2, in the proposed proviso, line 1, after the words "further that" the words, "where there is no dispute about supply of water," be inserted, was then put and a division taken with the following result:—

NOES—105.

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Bouri, Sj. Nepal
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Gokul Behari
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Mahatab Chand
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas

(ঘ) ও (ঙ) হ্যাঁ।

(চ) উক্ত ক্যাম্পে দুইজন এল-এম-এফ ডাক্তার আছেন এবং তাঁহাদের প্রত্যেককে সাহায্য করিবার জন্য একজন করিয়া হেলথ্ এসিস্টেন্ট, কম্পাউন্ডার ও ডিসইন্‌ফেক্টার রহিয়াছেন। সংলগ্ন ডিসপেন্সারীর বহির্বিভাগ হইতে সকাল-সন্ধ্যায় দুইবার ঔষধ বিতরণ করা হয়।

Sj. Saroj Roy:

এই ডোলের ব্যাপারে ১২ টাকা এবং ৮ টাকা করে দিচ্ছেন। কিন্তু চার জনের বেশী হলে এই হারের পরিবর্তন হয় কেন?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

আপনার প্রশ্নটা বুঝলাম না।

Sj. Saroj Roy:

কোন ক্যাম্পে ৪ জনের বেশী হলে, যে হার দিচ্ছেন তাতে এ্যাডাল্ট ১২ টাকা এবং চাইল্ড ৮ টাকা, এই হারের পরিবর্তন কেন হয়?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

একটা ফ্যামিলি ম্যাক্সিমাম ৬০ টাকা পেতে পারে।

Sj. Saroj Roy:

মেদিনীপুর জেলায় যতগুলি ক্যাম্প আছে তার প্রত্যেকটা ক্যাম্পের ৫ জনকে ২৫ টাকার বেশী দিচ্ছেন না কেন?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

ঠিক জানা নেই, খোঁজ করে দেখব।

Sj. Saroj Roy:

নদীয়া, হাওড়া ইত্যাদি জায়গায় যদি ৫ জনকে ৩০ টাকা দেওয়া হয়, তাহলে মেদিনীপুরের সমস্ত ক্যাম্পে কেন ২৫ টাকা দেওয়া হয়?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

আমি তো বললাম খোঁজ করে দেখব।

Sj. Saroj Roy:

আমি যে জায়গার কথা বলছি কোথাও ৬০ টাকার বেশী দেওয়া হয় না—অর্থাৎ ৩০ টাকার বেশী মেদিনীপুর জেলায় কোন ক্যাম্পে যতই মেম্বার থাকুক দেওয়া হয় কিনা জানাবেন কি?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

আপনি কি কোর্টনাইটলির হিসাব দিচ্ছেন?

Sj. Saroj Roy:

না, মান্থলি।

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

মান্থলি, হতে পারে না।

Mr. Speaker: You say this is the fact—this is what is happening—but the Minister denies it. The best course is for the Minister to check it up.

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

এটার নিয়ম হচ্ছে যে, এ্যাডাল্ট ১২ টাকা এবং চাইল্ড ৮ টাকা। অতএব ৩০ টাকার বেশী হতে পারে না।

সরকারকে বলব সরকার যেন স্মরণ রাখেন যে বিভিন্ন রকমের ল্যান্ড আছে। যেটা জলাজমি, কিংবা যেটা সমতল জমি হয়তো সেইসব জমিতে কিছু ফসল হল, কিন্তু এর দ্বারা সব জমির এস্টিমেট করলে চলবে না। আইনে এমন ব্যবস্থা থাকা দরকার যে এস্টিমেট সব জমির জন্য একরকম হবে না, জলাজমি বা সমতল জমিতে যেভাবে ট্যাক্স ধার্য হবে, অন্য জমিতে অর্থাৎ যে জমিতে জল ভালভাবে পৌঁছাল না সেই জমিতেও একই হারে ট্যাক্স ধার্য কেন হবে? এস্টিমেট আলাদা আলাদাভাবে ও সেপারেটলি করতে হবে। আইনের মধ্যে একথা বলা ঠিক হবে না যে একটা ফ্ল্যাট রেট হবে—ডাঙ্গা জমিই হোক, আর জলা ভূমিই হোক। ডেভেলপমেন্ট আইনে আছে বিভিন্ন ক্লাস অফ ল্যান্ডের জন্য বিভিন্ন রেট ঠিক হবে। আমরা সরকারকে এখন ক্ষমতা দিচ্ছি যে, সরকার একটা ফ্ল্যাট এড হক রেটে ট্যাক্স আদায় করে নিতে পারবেন। সরকার ময়ূরাক্ষী অঞ্চলে ঘোষণা করেছেন, সাড়ে ছয় টাকার বেশি ট্যাক্স প্রথম বছরে আদায় করবো না, দ্বিতীয় বছর সাড়ে সাত টাকার বেশি করবো না, তৃতীয় বছর নয় টাকার বেশি করবো না—অতীতে একথা তাঁরা বলেছেন। যেখানে তাঁরা বলছেন সাড়ে ছয় টাকার বেশি ট্যাক্স এ্যাসেসমেন্ট করবো না, সেখানেও সরকার জানান নাই যে পৃথক ক্লাস অফ ল্যান্ডের জন্য কি পরিমাণ ট্যাক্স হবে বা না হবে। আমাদের নিজেদের মনে গভীর আশংকা আছে বিভিন্ন ক্লাস অফ ল্যান্ডের জন্য বিভিন্ন রেট না হয়ে একটা ফ্ল্যাট রেট সরকার পরে ঘোষণা করবেন এবং সেই রেট অনুযায়ী তখন টাকা আদায়ের জন্য ডিমান্ড নোটিস ইসুড হবে। এই ডিমান্ড নোটিস ইসুড হবার পর সরকারের টাকা আদায় হবার পক্ষে অনেক বাধা আছে। এই ডিমান্ড নোটিস ইসুড হবার পর লোকের আপত্তি জানাবার একটা অধিকার আছে। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ডিমান্ড নোটিস ইস্যুড করবেন, তারপর লোকে আপত্তি দিতে পারবে। লোকের সেই আপত্তির শুনানী হবে এবং এই শুনানীর পরে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে রিভাইজড ডিমান্ড নোটিস দিতে হবে, আইনের সেকশন ১৩, ১৪, খুললে জানতে পারবেন।

বর্তমানে যে আইন আছে তাতে যেদিন সরকার রেট ঘোষণা করে দেবেন, তার পরদিন থেকে টাকা আদায় হবে এটা সরকারের ভুল ধারণা। রেট ঠিক করবার পরে, রেট ডিক্লেয়ার্ড হলে পরে, সরকারকে ডিমান্ড নোটিস দিতে হবে। আমি সেইজন্য বলতে চেয়েছিলাম—১৯৫৪ সাল থেকে তাঁরা এস্টিমেট কালেক্ট করবার চেষ্টা করছেন, অথচ আজ ৪ বছরেও সেই এস্টিমেট কালেক্ট তাঁরা করতে পারেন নি। ইনক্রিজড ইল্ড কি হলো তাও ধার্য করতে পারেন নি। তাঁরা মনে করছেন সাধারণ লোকের ট্যাক্স জমে যাচ্ছে—তাদের এক সংগে দিতে অসুবিধা হবে। চার বছর যেখানে জমে থাকছে সেখানে আর একটা বছর যদি জমে যেত, তাহলে রামায়ণ মহাভারত কিছুই অশুদ্ধ হত না। তাতে সরকার পক্ষের কোন অসুবিধা ছিল না পুরান বকেয়া ট্যাক্স আদায় করবার জন্য সরকার অত্যন্ত তাড়াতাড়ি এমনিভাবে একটা আইন পাশ করিয়ে নেওয়ার পরে কোন সুবিধা করতে পারবেন বলে মনে হয় না। আমার নিজের মনে হয় সরকার অকারণে এই বিল পাস করতে যাচ্ছেন ময়ূরাক্ষীর জন্য। এই সংশোধনের দ্বারা রেট ডিক্লেয়ার করার পরেও ট্যাক্স আদায়ে অসুবিধার সৃষ্টি হবে। আমি সুখী হতাম এ বিল যদি মন্ত্রী মহাশয় ড্রপ করতেন। গত চার বছর ধরে এস্টিমেট তৈরি হচ্ছে, তার সাথে আর একটা বছর দেরি করলে হেভেন উড নট হ্যাভ ফলেন, আমি অনুরোধ করবো ট্যাক্স আদায়ের ব্যাপারে যেন ডিমান্ড নোটিস ইসু নিয়মিতভাবে হয় এবং এই ডিমান্ড নোটিসের হিয়ারিংএর জন্য যথেষ্ট সময় যেন দেওয়া হয়। আবার রিভাইজড ডিমান্ড নোটিসএরও যেন শুনানীর জন্য সময় দেওয়া হয়।

আরও অনুরোধ করবো চার বছর পাঁচ বছরেও যখন রেট ধার্য করতে পারেন নি, ইনক্রিজড ইল্ডও লোককে জানাতে পারেন নি, তখন যে রেটে আপনারা ট্যাক্স ধার্য করুন না কেন, একটা জিনিস অন্ততঃ বিশেষ করে বলবার রেট্রোস্পেকটিভ এফেক্ট দেবার জন্য যেন মানুষের ঘরবাড়ি ঘটিবাটী কাপড়চোপড় প্রভৃতি ক্রোক করবার এ্যাটাচড করবার ব্যবস্থা না হয়।

অজয়বাবুকে একটা বিষয়ে ধন্যবাদ জানাই, তিনি পুরানো বকেয়া ট্যাক্স আদায়ের জন্য কিস্তির বন্দোবস্ত করেছেন, ইনস্টলমেন্টের ব্যবস্থা করেছেন। আমি অনুরোধ করি—এই কিস্তি যত ইজি সহজ হয়, যত দীর্ঘদিনব্যাপী হয়, তার জন্য তিনি যেন একটু চেষ্টা করেন।

Sj. Saroj Roy:

আমার কথাটা ঠিক কিনা আপনি কি দয়া করে খোঁজ করে দেখবেন?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

নিশ্চয় করব।

Sj. Saroj Roy:

নদীয়া এবং হাওড়াতে সাড়ে চার জন হলে—মানে ৪ জন এ্যাডাল্ট এবং একজন চাইল্ড সেখানে.........

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: I am sure you are mistaken.

এটা ফোর্টনাইটলি হিসাব হচ্ছে।

(Sj. Saroj Roy rose to put supplementaries.)

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

আপনি একটু খোঁজ নিয়ে আসবেন।

Mr. Speaker: Since the Hon'ble Minister has already given an assurance that he will check it up, I do not think you need proceed further.

Sj. Ajit Kumar Ganguli:

সমষ্টিগত পরিবার বলতে কি বুঝায় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

আমি বলেছিলাম যে মাথাপিছু ১২ টাকা এ্যাডাল্ট আর ছোট শিশু হলে ৮ টাকা দেওয়া হয় কিন্তু কোন পরিবারে যত বেশীই মেম্বার হোক ম্যাক্সিমাম ৬০ টাকা করে আমরা দিয়ে থাকি। এখন পরিবার বলতে যতগুলি লোক থাকবেন ততজনকে নিয়ে পরিবার।

Sj. Ajit Kumar Ganguli:

একটা পরিবার বলতে আপনি কতজনকে মিন করছেন?

Mr. Speaker: I do not think this is a relevant question. I disallow it.

Sj. Ajit Kumar Ganguli:

আপনি যে ১২ টাকা এবং ৮ টাকা ধরেছেন, কিসের উপর ভিত্তি করে এটা করেছেন বলবেন কি?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া তাঁরা নিশ্চয়ই একটা ভিত্তি করেছেন, কি কি ভিত্তির উপর করেছেন সেই সমস্ত ডাটা কাছে নেই। তবে এই জিনিস চলে আসছে, এটা আমি বলতে পারি।

Mr. Speaker: Mr. Ghosh, may I only ask you one question? Do you know on what basis this dole is paid? If you do not know, you say 'I do not know'. If you know, then give the details.

Sj. Ajit Kumar Ganguli:

মিশ্র ডোল বলতে কি বুঝায়, মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

মিশ্র ডোল বলতে বুঝায়—কিছুটা হয়ত পয়সা দেওয়া হোল, কিছুটা হয়ত চাল আটা দেওয়া হোল।

Sj. Ajit Kumar Ganguli:

কতটা পয়সা আর কতটা চাল আটা দেওয়া হয় মন্ত্রী মহাশয় সেটা বলবেন কি?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

ডেট আমি বলতে পারছি না, ২৬এ এপ্রিল ১৯৫৮, পিটিশন হয়, তার পরেই অনুসন্ধানের কাজ আরম্ভ হয়।

Sj. Saroj Roy:

বার এ্যাসোসিয়েশনের প্রস্তাবের কপি গভর্নমেন্ট কোন্ সময় পেয়েছেন?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

আমি তো বলেছি—

a petition, dated the 26th April, 1958, from Shri Santosh Ghosh making certain allegations was received by the Chief Minister on the 9th May through Shri Saroj Roy, M.L.A., with his forwarding letter dated the 2nd May, 1958. A copy of the resolution dated 26th April, 1958, passed by the Garbeta Bar Association was enclosed with it.

Sj. Saroj Roy:

বার এ্যাসোসিয়েশনের ওই প্রস্তাবের পরেও কিছু না হওয়ার জন্য ব্যাপারটা উপরতলা থেকে পরিষ্কার করে দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে, বিভিন্ন সেক্সন অফ পিপলের মনে এই সন্দেহ জেগেছে—এই সংবাদ মন্ত্রিমহাশয়ের জানা আছে কি?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

এন্কোয়ারী তো এখনো কম্প্লিট হয় নি।

Sj. Saroj Roy:

এই এন্কোয়ারী কতদিনে শেষ হবে বলে আমরা আশা করতে পারি?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

আমাদের ডিপার্টমেন্টের এন্কোয়ারী হয়ে গেছে। এ্যান্টি-করাপ্শন ডিপার্টমেন্টের রিপোর্ট এলেই হবে।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

বার এ্যাসোসিয়েশনের প্রস্তাবের মর্ম কি?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

এখনও অনুসন্ধান চলছে, সুতরাং এটা বলা উচিত নয়।

Sj. Saroj Roy:

ওই দরখাস্ত এবং বার এ্যাসোসিয়েশনের প্রস্তাবের কপি মন্ত্রী মহাশয় যা পেয়েছেন তার সংগে আরও সব ঘটনার উল্লেখ আছে, এবং বহুদিন থেকেই এই সাব-রেজিস্ট্রার নানান রকম ব্যাপারের সংগে জড়িত আছেন। সেগুলোও অনুসন্ধান করার চেষ্টা হচ্ছে কি?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

সবরকম কম্প্লেন্টই এসেছে, তাই আমরা অনুসন্ধান করছি।

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

বার এ্যাসোসিয়েশনের রেজলিউশনটা কি সিক্রেট রেজলিউশন?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

যখন কোন অফিসারের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আসে and if it is subject to enquiry, I don't think, it should be published now.

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

একজন এ্যাডাল্ট পার্সনকে পার উইক দেওয়া হয়ে থাকে, ফর্টনাইটলি নয়, এখন ধরুন যারা ৮ টাকা পেতে পারেন তাদের ক্যাশ দেওয়া হোল ২ টাকা ৪ আনা ৬ পাই, রাইস বা আটা কিংবা রাইস আটা মিলিয়ে ২ টাকার দেওয়া হোল, আর কিছুটা ডাল দেওয়া হোল—এটাই হচ্ছে মিক্সড ডোল।

Sj. Ajit Kumar Ganguli:

এটা কি সব জায়গায় প্রিভ্যালেন্ট?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: Yes.

Sj. Ajit Kumar Ganguli:

এখানে লিখেছেন যে ডাক্তার আছেন। অসুখ করলে ডাক্তাররা ক্যাম্পে যান কি?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

সে জন্যই ত তাঁদের রাখা হয়েছে, যদি তাঁরা না যান তাহলে বলতে হবে তাঁরা কাজে অবহেলা করেন।

Sj. Ajit Kumar Ganguli:

যদি তাঁরা সেখানে না যান তাহলে তাদের শাস্তি দেওয়া হবে কি?

Mr. Speaker: I think this is an unnecessary question. I disallow it.

[3-10—3-20 p.m.]

Sj. Saroj Roy:

১২ থেকে ১৪ টাকা এই রেট আপনারা ঠিক করবেন—১২ টাকা এ্যাডাল্টদের জন্য মধ্যাপিছু এবং ছেলেদের জন্য ৮ টাকা। বর্তমানে চালের দর ২৬ টাকা—এর দ্বারা চলতে পারে? এই রেট বাড়াবেন কিনা?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

স্বল্পমূল্যে চালের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

Sj. Saroj Roy:

আপনি বলেছেন ক্যাম্পগুলিতে চালের দোকান খোলা হয়েছে। মেদিনীপুর জেলার কোন্ কোন্ ক্যাম্পে এই দোকান খোলা হয়েছে? বাঁকুড়া জেলায় যতগুলি ক্যাম্প আছে সেগুলিতে ১৭ পয়সা করে ড্রাই ডোল দেওয়া হয়, কিন্তু মেদিনীপুরের কোন ক্যাম্পেই এই হিসাবে ড্রাই ডোল দেওয়া হয় না—দেবার ব্যবস্থা করবেন কিনা?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

না, এখন কোন ব্যবস্থা করা হবে না।

Sj. Saroj Roy:

যদি ড্রাই ডোল দেবার ব্যবস্থা না করেন তাহলে টাকা বাড়াবার কোন ব্যবস্থা করবেন কিনা?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

এখন আমাদের কোন পরিকল্পনা নাই।

Sj. Saroj Roy:

আমার কোয়েশ্চেনটা আপনি ফলো করলেন না। বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন জায়গায় দশ আনা, সাড়ে দশ আনা করে দিচ্ছেন যেখানে চাল দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু মেদিনীপুর জেলার কোন ক্যাম্পে তা দেওয়া হচ্ছে কিনা, না দেওয়া হলে টাকার পরিমাণ বাড়াবেন কিনা?

Supplementaries to Question No. *85

Sj. Ganesh Ghosh: Will the Hon'ble Minister kindly say what are the special reasons for which without requesting the Governor to come down to Calcutta the oath-taking ceremony by those Ministers and Deputy Ministers was held in Darjeeling?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Government thought that it was quite possible to do this swearing-in ceremony in Darjeeling.

Sj. Ganesh Ghosh:

যে টাকা খরচ হয়েছে তাতে দেখতে পাচ্ছি যে ডেপ্যুটি মিনিস্টার ফর ট্র্যান্সপোর্ট ব্র্যাঞ্চ অফ দি হোম ডিপার্টমেন্ট ২৪এ এপ্রিল থেকে ১লা মে সেখানে ছিলেন, ডেপ্যুটি মিনিস্টার ফর এডুকেশন সেখানে ২৪এ এপ্রিল থেকে ২৯এ মে অবধি টাকা ড্র করেছেন ২৫০ টাকা আর ট্র্যান্সপোর্ট ব্রাঞ্চ অফ দি হোম ডিপার্টমেন্ট-এর ডেপ্যুটি মিনিস্টার ড্র করেছেন ১৭১ টাকা ফর ওথ-টেকিং সেরিমনী। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, ২৪এ থেকে ২৯এ সেখানে কি কাজ হল?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:—I want notice.

Sj. Ganesh Ghosh:

মিনিস্টার এবং ডেপ্যুটি মিনিস্টার যারা বিফোর ওথ-টেকিং সেরিমনী সেখানে ছিলেন তাদের ট্র্যান্সপোর্ট-এর জন্য কি করে টাকা ড্র করেন জানাবেন কি?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: The swearing-in ceremony took place on the 26th of April, 1957. We had a meeting of the Cabinet on the 28th of April. All the Ministers who are members of the Cabinet were expected to be present there. It may be that there were some who were going to Darjeeling except for the swearing in ceremony. The figures we have given have been divided into three parts. There were some Ministers who had already gone out of Calcutta even before the swearing-in ceremony and they went up to Darjeeling for swearing-in ceremony. There were some who went to Darjeeling for the swearing-in ceremony and stayed on for the Cabinet meeting, and there were some who came down after the swearing-in ceremony. So you will find some difference as regards the amount drawn which is dependent upon what the individual Ministers were doing.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay:

মন্ত্রীত্ব কবে থেকে আরম্ভ হয়? সোয়ারিং-ইন সেরিমনী আগে থেকে কি হতে পারে?

Does the Ministership begin before the swearing-in ceremony?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Even slightly before the actual ceremony.

Mr. Spearker: I think Mr. Chatterjee knows that it is the Governor who summons the Ministers and not that the Ministers are entitled to summon the Governor to come down to Calcutta to hold the ceremony for oath-taking of the Ministers.

Sj. Somnath Lahiri: Only on the advice of the Chief Minister.

Mr. Speaker: No, Governor has certain absolute powers.

Sj. Somnath Lahiri:

এই যে খরচ দিয়েছেন তার মধ্যে কি গাড়ী ভাড়া ধরা আছে? এই ট্র্যাভেলিং এ্যালাউয়েন্সের মধ্যে ট্রেন ফেয়ার ধরা আছে কি না?

Mr. Speaker: They say that no matter what the increase has been, so far as the camps are concerned the price of foodstuffs has remained unchanged.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: We are opening fair price shops in all sudh camps; if there is no such shop in any camp one will be opened.

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

ড্রাই ডোল, ক্যাশ ডোল জামাকাপড়, ঔষধপত্র ইত্যাদি সব জিনিসের দাম নিয়ে ক্যাম্পের প্রাপ্তবয়স্কদের মাসিক কত দেওয়া হয়?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

এক-একজনের জন্য প্রায় ২৫ টাকার মত পড়ে।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

আপনারা এই সমস্ত না দিয়ে টাকা দিতে রাজী আছেন কিনা?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

না।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

একথা কি সত্য নয় যে, কন্ট্রাক্টররা খারাপ জিনিস ও খারাপ চাল দেয় অথচ উচ্চহারে দাম নেয়?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

না, তা নয়।

Sj. Chitto Basu:

একথা কি সত্য যে অনেক ক্যাম্পে ডোল দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

না।

Sj. Chitto Basu:

একথা কি সত্য যে, কুপার্স ক্যাম্পের হিরণবালা চক্রবর্তীর ক্যাশ ডোল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

আমি জানি না।

Mr. Speaker: I do not think that question follows.

Sj. Chitto Basu:

আমার নেক্স্ট প্রশ্ন হল, একথা কি সত্য যে এইসব ক্যাম্পগুলিতে টিউবারকিউলসিস এবং অন্যান্য সংক্রামক রোগের জন্য আলাদা কোন ব্যবস্থা নাই—এবং আছে কিনা?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: There is no separate arrangement for T. B. patients inside the camp.

Sj. Chitto Basu:

যক্ষ্মা রোগীদের সেগ্রিগেশনএর কোন ব্যবস্থা আছে কি?

Mr. Speaker: Question disallowed.

Sj. Somnath Lahiri:

আমাদের লেজিসলেচারে গত অধিবেশনে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে আপনার মনে পড়বে যে, ১৯৬০ সালের ৩১এ ডিসেম্বরের মধ্যে বাংলাকে এই রাজ্যের সরকারী ভাষা হিসাবে গ্রহণ করা হবে—যাতে আমাদের অল্প সময় আছে, এই প্রস্তাব কার্যকরী করার জন্য সরকার কি কি কাজ করেছেন?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

১৯৬০ সালের মধ্যে সব কাজই বাংলায় করা হবে এই সিম্ধান্ত আমাদের গভর্নমেন্ট থেকে করা হয় নি।

Mr. Speaker: Mr. Lahiri, that is Government's view. You can put questions. It has no place for argument. You want to elicit certain answers through your questions—the Government may be right in their out look, they may be wrong.

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বল্লেন, সেন্ট্রাল কমিটি বিবেচনা করছেন, এখন তাঁরা কি করেন না করেন সেটা না জেনে কিছু করা ঠিক হবে না।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আমি বলেছি, সেন্ট্রাল কমিটি কিছু না করলে আমাদের করবার কিছু নাই।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

সেন্ট্রাল কমিটি যে জিনিস বিবেচনা করছেন সেটা সেন্ট্রালের অফিসিয়াল ল্যাংগুয়েজ। সেন্টারের অফিসিয়াল ল্যাংগুয়েজের ফাংশন সম্বন্ধে কনস্টিটিউশনে বলা আছে। আমাদের এখানে বাংলাকে সরকারী ভাষা করতে বাধা বা অসমীচীনতা কোথায়?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I have not yet understood that the Central Committee is only considering a specific question. I think it is considering the whole question which is involved in sections 345, 346 and so on. Therefore, I am not prepared to take any decision at this stage. It may be that the Committee may change the Constitution.

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

আমার বক্তব্য হচ্ছে ৩৪৪ ধারায় সেন্টার-এ যে ল্যাংগুয়েজ কমিশন হবে তার কাজ কি কি হবে তা পরিষ্কারভাবেই বলা আছে এবং স্টেট-এও যে টার্ম অব রেফারেন্স-এ ল্যাংগুয়েজ কমিশন হবে তা পরিষ্কার বলা আছে। সেই টার্ম অব রেফারেন্স অনুযায়ী এখন পশ্চিম-বাংলায় বাংলাকে সরকারী ভাষা করার বাধা কোথায় বা অসমীচীনতাই বা কোথায়?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আমি বলছিলাম ইউনিয়ন-এ অফিসিয়াল ল্যাংগুয়েজ এবং রিজিওন্যাল ল্যাংগুয়েজ এসব নিয়েই আলোচনা হচ্ছে

I did not think that they are only discussing the official language whether it should be Hindi or not. Our resolution is also before them. We have placed our point of view—the State's point of view and we have got to wait. The whole question is being discussed by them.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

আমাদের এখানকার ভাষা সম্পর্কে আমাদের বিধানসভার একটা রিজলিউশন হয়ে গিয়েছে—এখানকার কি ভাষা হবে তার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নাই—এর উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের কি বলবার আছে?

(No reply)

Squatters' Colonies established after 1950

*28. **Sj. Satkari Mitra:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Refugee Relief and Rehabilitation Department be pleased to state—

(*a*) if it is a fact that the Squatters' Colonies established after the year 1950 are not included in the list of Squatters' Colonies to be regularised in due course;

(*b*) if so, what action the Government is contemplating for proper rehabilitation of the refugees of those colonies which are not to be regularised;

(*c*) if it is a fact that the Government regularises the Squatters' Colonies for their development works; and

(*d*) if so, what amount of development works was done by the Government in the regularised colonies within the area of the Khardah Legislative Assembly Constituency (i.e., Khardah, Panihati and Kamarhati Municipalities) in the district of 24-Parganas?

The Minister for Refugee Relief and Rehabilitation (the Hon'ble Prafulla Chandra Sen): (*a*) Yes.

(*b*) In regularised Squatters' Colonies Government only pays for the land. This is given as loan. Bona fide refugees in non-regularisable colonies can avail themselves of homestead land purchase loans.

(*c*) and (*d*) Development is no part of regularisation. Government, however, has a scheme of developing regularised colonies. No development work has been taken up so far in Squatters' Colonies in Khardah police-station.

Dr. Pabitra Mohan Roy:

(বি)তে বলা হয়েছে যে, বোনাফাইড রিফিউজীদের নিয়ে গোলমাল হচ্ছে—মন্ত্রী মহাশয় এর ডেফিনিশনটা পরিষ্কার করে বলবেন কি?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

ডেফিনিশন ইজ ওয়েলনোন এবং বহুবার বলা হয়েছে, এখন আমার কাছে নেই, আমি পরে আপনাকে বলব।

Dr. Pabitra Mohan Roy:

(সি) এবং (ডি)তে বলছেন—

Development is no part of regularisation. Government, however, has a scheme of developing regularised colonies.

আপনাদের রিকগনাইজড কলোনীতে যা ডেভেলপমেন্ট স্কীম আছে সে সম্পর্কে কোন ডিটেলস দিতে পারেন কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

যেসমস্ত কলোনী আমরা রিকগনাইজ করছি সেখানে আমরা পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করব মোটামুটিভাবে, আমরা সেখানে রাস্তা করব, আমরা সেখানে ড্রেনেজএর ব্যবস্থা করব, প্রয়োজন হলে সেখানে আমরা স্কুল করব—এসবের জন্য আমরা ভারত সরকারের কাছে টাকা মঞ্জুরী চেয়েছি।

Dr. Pabitra Mohan Roy:

মিউনিসিপ্যাল এলেকায় যেসব ডেভেলপমেন্ট স্কীম করবেন সেগুলি গভর্নমেন্ট নিজেরা করবে, না সেই জায়গার লোক্যাল বডিজদের সাহায্য নিয়ে করা হবে?

হচ্ছে যে এই হাসপাতাল নিলে স্টেট ইনস্যুরেন্স স্কীমে সুবিধা এবং কোলকাতার হাসপাতালগুলির রিলিফ হবে। কোলকাতায় হাসপাতালগুলির অনেক ডিফিকাল্টি আছে। এ ছাড়া আপনি জানেন হাসপাতালগুলির এক্‌জিসটিং বেড থেকে ভাগ দিতে হচ্ছে, কতকগুলি জায়গায় আউটডোর বিভাগ ওভার ওয়ার্কিং ডিউ টু ইনস্যুরেন্স স্কীম। আমি জিজ্ঞাসা করছি এখন এই খরচের পিছনে বাংলা সরকারের কত টাকা থাকবে, স্টেট ইনস্যুরেন্স স্কীমে কত টাকা থাকবে এবং এক্সপ্যানসন এবং ডেভেলপ্‌মেন্টের সব দায়িত্ব বাংলা সরকারের থাকবে কি না এবং মেন্টেনেন্সের ভার বাংলা সরকারের থাকবে কি না? আমার বক্তৃতার শেষকালে আমি বলছি—তিনি যে কথা বলেছেন যে সমস্ত কর্মচারী সরকারী কর্মচারীতে পরিণত হবেন, প্রথম রিডিং-এর জবাব দেওয়ার সময় আমি আশা করি তিনি এর একটা জবাব দেবেন, কেন না আমরা এটাকে খুব একান্তভাবে এবং সরল মনে মেনে নিতে পারছি না। স্টেট ট্রান্সপোর্টের বেলায় পরিষ্কার লিখেছিলেন দে বিকাম গভর্নমেন্ট সার্ভেন্টস কিন্তু তাঁদের নন-পেন্সানেবল সার্ভিস। আগে বলার সময় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এর জবাব দেন নি। বিভিন্ন ডেফিনিসনে গভর্নমেন্ট অফিসাররা থেকে আরম্ভ করে পেন্সানেবল, নন-পেন্সানেবল, পর্যায়ে কোন্‌ কোন্‌ অফিসার ভুক্ত সরকারী কর্মচারীদের গণ্য করা হবে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যদি আমাদের সামনে রাখেন তাহলে আমাদের আলোচনা করার পক্ষে সুবিধা হবে। সবার শেষে আমি একে সমর্থন জানিয়ে এবং আমার কথাগুলির জবাব চেয়ে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

[4-20—4-30 p.m.]

Sj. Satkari Mitra:

মাননীয় অধ্যক্ষমহাশয়, আজকে আমাদের সামনে এই যে সাগর দত্ত হাসপাতাল বিলটা এসেছে এই জনহিতকর বিল, এটা অত্যন্ত বিলম্বে হলেও আমি এর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি, এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই বিলটি আরও আগে আসা উচিত ছিল। আমরা দেখেছি এই হাসপাতালটী ওখানকার স্থানীয় বহু পীড়িতদের সেবা করেছে বহুদিন ধরে—আমাদের মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন ১৮৬৬ সালে এই হাসপাতালটি হয়েছিল—কিন্তু আমরা জানি ১৮৮৯ সালে এই হাসপাতালটি চালু হয়েছে, এবং বহুকাল থেকে দেখেছি এই হাসপাতালে জনসেবা যথেষ্ট পরিমাণে হয়েছে। কিন্তু গত মহাযুদ্ধের পর থেকে দেখা গেল যে হাসপাতালটা একেবারে অচল হয়ে গেছে। সেই সময় ঐ হাসপাতালের নিম্নতম কর্মচারীদের একটা ধর্মঘট হয়েছিল—আজ থেকে ১০ বছর আগে। সেই সময় আমার বন্ধু এই বিধান সভার সদস্য শ্রীদেবেন সেন মহাশয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তখন আলাপ আলোচনা করেছিলেন—তখনই তিনি বলেছিলেন যে এই হাসপাতালটিকে আমাদের অর্জনের দ্বারা সরকারের হাতে আনতে হবে তা ছাড়া রাজ্য সরকার কিছুই সাহায্য করতে পারেন না। আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন যে, সাগর দত্ত মহাশয় যে 'উইল' করেছেন—তিনি বলেছিলেন যতদিন হাসপাতাল চালু রেখে যদি কোন টাকা উদ্বৃত্ত হয় সেই উদ্বৃত্ত টাকা যতটুকু স্কুলের জন্য দরকার ততটুকুতেই স্কুল স্থাপিত হবে, এবং ঐ স্কুল হাসপাতাল স্থাপিত হওয়ার অনেক পরে স্থাপিত হয়েছিল। যাহা হউক তাহলে দেখা যাচ্ছে, এবং 'উইল'টাও ভাল করে আমরা পড়ে দেখেছি যে যিনি 'উইল' করেছেন, টেস্টেটর তিনি পরিষ্কার বলেছেন যে সমস্ত সম্পত্তি হাসপাতালের এবং "আমি হাসপাতালই করে গেলাম, স্কুল নয়। যদি টাকা উদ্বৃত্ত হয় তা থেকে যতটুকু দরকার সেইটুকু নিয়ে একটা স্কুল হতে পারে।" এমন কি মন্ত্রী মহাশয় পড়ে শুনিয়েছেন যে, প্রয়োজন হলে স্কুল বন্ধ হয়ে যাবে কিন্তু হাসপাতালের যেন ক্ষতি না হয়। আমরা কেউ চাই না যে স্কুলটা বন্ধ হউক—একেই তো আমাদের দেশে শিক্ষা সংকুচিত—সুতরাং আমরা কিছুতেই চাই না যে স্কুল বন্ধ হউক, কিন্তু কথা হচ্ছে, এর আগে আমাদের রাজ্যসরকার যদি মনে করতেন, তাহলে এই হাসপাতালের এই দুরবস্থা হত না। হাসপাতালে আপনি শুনেছেন যে ১২০টা বেড থেকে ১৮টা বেডে এসে দাঁড়িয়েছে—এবং এখানে কোন কাজ হয় না। হাসপাতালে গেলে দেখা যায় সমস্ত ওয়ার্ডগুলি তালা বন্ধ আজ ৮।১০ বছর হ'ল। বিশেষ করে কলেরা ওয়ার্ড বন্ধ হওয়াতে এই এপিডেমিকের দিনে যে ওখানকার লোকের কি রকম কষ্ট হচ্ছে সেটা অনুমান করা যায়। কাজেই এইগুলি বন্ধ হয়ে পড়ে আছে অথচ এইগুলি বন্ধ হবার কোন কারণ ছিল না। আজকে মন্ত্রী মহাশয় যে 'উইল'এর অংশটা

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

প্রয়োজন মনে করলে লোক্যাল বডিজদের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে, তবে নিতেই হবে এমন কোন কথা নাই।

Sj. Satkori Mitra:

এই যে গভর্নমেন্ট পলিসির কথা বললেন, এটা কি লোক্যাল বডিজদের জানিয়েছেন এবং তাদের কাছ থেকে কোন হেল্প চাওয়া হয়েছে কিনা?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

এখন পর্যন্ত চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হয় নি।

Sj. Satkori Mitra:

এগুলি কোন্ এজেন্সীর মারফত করবেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

কোন্ এজেন্সির মারফত করা হবে ঠিক নাই।

Sj. Satkori Mitra:

আমার প্রশ্ন ছিল, কলোনীগুলিতে এসব কাজের জন্য লোক্যাল বডিজ......

Mr. Speaker: Question disallowed.

Sj. Niranjan Sen Gupta:

আপনি (এ)তে বলেছেন, ১৯৫০ সালের পর যেসব উদ্বাস্তু স্কোয়াটার্স কলোনিতে এসেছে তাদের আপনারা রেগুলারাইজ করছেন না। আমার জিজ্ঞাসা হচ্ছে, ১৯৫০ সালের পর যেসব রিফিউজিরা এসেছে এবং যাদের আপনারাও রিফিউজি বলে গ্রহণ করেছেন তারা যেসব স্কোয়াটার্স কলোনিতে রয়েছে সেগুলি রেগুলারাইজ করবার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

একদম নাই।

[3-20—3-30 p.m.]

Sj. Gopal Basu:

আমার প্রশ্ন হচ্ছে, ১৯৫০ সালের আগে যেসমস্ত রিফিউজীরা এসেছিল, সেই সমস্ত স্কোয়াটার্স কলোনিগুলি রেগুলারাইজ করবার কথা বলা হয়েছে, সেখানে কি সমস্ত কলোনী-গুলিই রেগুলারাইজ করা হচ্ছে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আপনার প্রশ্ন বুঝতে পারলাম না।

Sj. Gopal Basu:

সেখানে সমস্ত কলোনীগুলিই কি রেগুলারাইজ করা হচ্ছে? ১৯৫০ সালের পূর্ব থেকে এমন বহু রিফিউজী এসে সেখানে বসে আছে, যারা প্রমানপত্র দেখাতে পারে নি, সেই সমস্ত কলোনীও কি রেগুলারাইজ করবার ব্যবস্থা হয়েছে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

কেবলমাত্র ১৯৫০ সালের ৩১এ ডিসেম্বর পর্যন্ত যারা স্কোয়াটার্স করেছেন, তাদের সম্বন্ধেই আমরা ভাবছি, তাদের রেগুলারাইজ করবো। অন্য যাঁরা এসেছেন, তাঁরা কি করেছেন, কি না করেছেন তা জানি না।

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: That was taken over by the Management. This is just for getting it transferred.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay: Under what Article would you kindly mention?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: The Hon'ble Speaker is a learned lawyer. He has already answered this point.

Mr. Speaker: All I said was that if there were doubts and disputes, those doubts would be cleared by the High Court.

The motion of the Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy that the Sagore Dutt Hospital Bill, 1958, be taken into consideration was then put and agreed to.

[At this stage the House was adjourned for fifteen minutes]

[After adjournment]

[5-40—5-50 p.m.]

Mr. Speaker: Before we take up clauses, I would like to give a little information to the House regarding the point of law raised. I told you before the recess that this legislature has the power to legislate on Trusts and Trustees and this Sagore Dutt Hospital Bill relates to Trusts. No attempt has been made by the Government to deprive the Trust; on the other hand, attempt is being made to augment the Trust so that it can work more satisfactorily. I would like to tell the House that there is one other provision in the Constitution itself which sometimes escapes our attention but which is one of great importance. You are all aware that so far as Article 31 of the Constitution is concerned, it relates to compulsory acquisition of property. Article 31(1) is in these terms: "No person shall be deprived of his property save by authority of law", in other words, you cannot jump upon and take away somebody's property unless there is legal authority to do so. Article 31(2) says that no property shall be taken possession of or acquired save for a public purpose—that is the first restriction—and save by authority of law which provides for compensation for the property so taken possession of or acquired, in other words, there shall be no expropriation. Now comes the very important clause Article 31(5). Article 31(5) says: Nothing in clause (2) shall affect the provisions of any law for the promotion of public health or the prevention of danger to life or property, i.e. the restriction imposed by Article 31(2) vanishes altogether if the object is promotion of public health. I might tell you that I am giving this information because it is a point of law and members are anxious to know it.

I might also inform the House that even before the R. G. Kar Hospital was taken over, the Dufferin Hospital as well as a large number of other hospitals, for the running of which properties had been endowed, had been taken over and there had been no legal difficulty because of this provision with regard to Trusts and Trustees and because the object was promotion of public health. So, restrictions imposed by Article 31(1) and (2) have no application in this case.

Dr. Narayan Chandra Ray: This point was ruled out in the case of the R. G. Kar Hospital Bill.

Mr. Speaker: After considering the matter I feel that even the R. G. Kar Medical College could have been taken over for a longer period. There was a difficulty which the Chief Minister explained—for that matter leave had to be taken from the Central Government. Chief Minister's attempt was to take it for 20 years; it was cut down to ten years.

Sj. Gopal Basu:

একই জমিতে, একই প্লটে হয়ত পাঁচটি রিফিউজী বাস করছে। তার মধ্যে তিনজন হয়ত ১৯৫০ সালের আগে এসেছে এবং প্রমাণপত্র দেখিয়েছে, কিন্তু দুজন প্রমাণপত্র দেখাতে পারে নি বা পরে এসেছে। তাদের সেই সমস্ত প্লটটাই এ্যাকোয়ার করবেন, না তার পার্ট এ্যাকোয়ার করছেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

১৯৫০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে যাঁরা আসেন নি, তাদের কথা আমরা ভাবছি না।

Yes, they will be evicted.

Sj. Ganesh Ghosh:

১৯৫০ সালের আগে যেসমস্ত স্কোয়াটার্স কলোনিগুলি হয়েছে, সেখানকার রিফিউজিদের প্রমাণপত্র আছে, তাদের মধ্য থেকে কয়টি স্কোয়াটার্স কলোনি রেগুলারাইজ করা হয় নি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমার যতদূর মনে হয় মোট ১৪৭টি স্কোয়াটার্স কলোনির মধ্যে ১১টা বাদ দিয়ে ১৩৬টি স্কোয়ার্টাস কলোনি রেগুলারাইজ করবো এবং এই ১৩৬টির মধ্যে ৮৭টি রেগুলারাইজড হয়েছে।

Sj. Ganesh Ghosh:

ঐ যে ১১টা বাদ রয়েছে সেগুলি কি রেগুলারাইজ করা হবে না?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

হবে না বলেই মনে হয়।

Sj. Ganesh Ghosh:

না হওয়ার কারণ কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

জমির মূল্য অত্যন্ত অধিক।

Sj. Satkori Mitra:

১৯৫০ সালের পরে যারা এসেছেন তাদের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হবে ভাবছেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

তাদের সম্বন্ধে আমরা কিছুই ভাবছি না।

Sj. Satkori Mitra:

তারা কি সেখানে সেটল্ড হয়ে থাকতে পারবে না?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমি ত এর উত্তর আগেই দিয়েছি।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

উইথ রেফারেন্স টু (বি) আপনারা বলছেন তাদের লোন দিতে রাজী আছেন। এই লোন না দিয়ে, যে জমি তারা দখল করে ঘরবাড়ী তৈরী করে বাস করছে, সেই জমি তাদের দিয়ে দিতে আপত্তি কি আছে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

জমিত আমাদের নয়, জমির মালিক আমরা নই।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

যদি গভর্নমেন্টের জমি হয়, তাহলেও কি আপত্তি হবে?

Now, let us come to the Bill.

Clause 1

The question that clause 1 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 2

The question that clause 2 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 3

Mr. Speaker: There are amendments in regard to clause 3. Does any honourable member wish to press them?

(No honourable member wanted to move his amendment)

Dr. Narayan Chandra Ray: Sir, we don't move our amendments but we want to hear the Hon'ble Minister about conditions of service etc.

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: Sir, for efficient management and improvement and expansion the hospital will be taken over and will be run as a State institution. The Administrator General who is the trustee will remain as such and securities, debentures and other trust properties will continue to be held and administered by him. The hospital will be run by Government in up-to-date style. About 3 lakhs will be necessary for maintenance and 4 lakhs for the capital expenditure. About conditions of service of the employees, they will be considered to be employees of the State Government and will have the rights and privileges that are enjoyed by the Government servants.

The question that clause 3 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clauses 4 and 5

The question that clauses 4 and 5 do stand part of the Bill were then put and agreed to.

Schedule

The question that the schedule do stand part of the Bill was then put and agreed to.

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: Sir, I beg to move that the Sagore Dutt Hospital Bill, 1958, as settled in the Assembly, be passed.

Sj. Gopal Basu:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, সাগর দত্ত চ্যারিটেবল হাসপাতালের পরিচালন ব্যবস্থা উন্নত করবার জন্য সরকার যে ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন তার জন্য এই বিলকে নিশ্চয় আমরা অভিনন্দন জনাব। এই বিলের বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে আইনগত যে প্রশ্ন উঠেছে তার যদি ভালভাবে উত্তর হোত তাহলে আরও ভাল হোত। সাগর দত্ত হাসপাতালের যে দুরবস্থা—ডাক্তার, নার্স, রুগীর, ঔষধ ইত্যাদির যে দুরবস্থা তাতে সমস্ত দিক দিয়ে বিবেচনা করে এই পদক্ষেপ নিশ্চয় অভিনন্দনযোগ্য। মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে হাসপাতালের কিছু বেড ই এস আই-এর জন্য এবং বাকীটা সাধারণ রোগীদের জন্য থাকবে। এইভাবে ব্যারাকপুরের দীর্ঘদিনের চাহিদার একটা অংশ পূরণ হল বলে আমরা মনে করি। এই প্রসঙ্গে আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী মহাশয়কে একটা কথা বলতে চাই। ব্যারাকপুরে বি টি রোডের উপর যে বি এন বোসেস হসপিটাল আছে তাকে উন্নত করবার উপায় আপাততঃ নেই, কারণ সেখানে জমি সঙ্কীর্ণ। অথচ ব্যারাক

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

গভর্নমেন্টের জমি হলেও, সেই জমির মালিক হয় ওয়ার্কস এ্যান্ড বিল্ডিংস ও ল্যান্ড রেভিনিউ, আমাদের রিফিউজি রিহ্যাবিলিটেশন ডিপার্টমেন্টকে সেই জমি কিনে নিতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারের টাকায়। কাজে কাজেই টাকার কথা এসে পড়ে।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

এই যে সেখানকার জমি তারা দখল করে সেখানে ঘরবাড়ী তৈরী করে বসে আছে, সেই জমি তাদের দেওয়া সম্ভব কিনা, এ সম্বন্ধে মন্ত্রী মহাশয় খোঁজ করে দেখবেন কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

কাদের?

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

কল্যাণীর কাছে কাটাগঞ্জ, বিবেকানন্দ কলোণী আছে, তাদের সম্বন্ধে।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমি কোন পার্টিকুলার কলোনি সম্বন্ধে বলতে পারবো না।

Sj. Copal Basu:

মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে, ১৯৫০ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে যারা এসেছেন, তাঁদের উদ্বাস্তু বলে স্বীকার করেছেন। কিন্তু পরে যারা এসে সেই সকল স্থান অধিকার করে বসে আছে, তাদের জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে?

Mr. Speaker: The Squatters' Colonies will be regularised. If, after 1950 gentlemen have been good enough to squat on somebody else's land they won't be regularised.

Sj. Copal Basu:

আমার প্রশ্ন হচ্ছে, ১৯৫০ সালের মধ্যে যারা এসেছে, তাদের রেগুলারাইজ করবার জন্য কি ধরণের প্রমাণপত্র দেখাতে হবে?

Mr. Speaker:

আপনার এ প্রশ্ন এরাইজ করে না।

The question has been answered. What proof is necessary for the purpose—that question is irregular.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay: Excepting 11.

Mr. Speaker:

উনি বলেছেন—

Out of the total number of colonies, eleven have been left out for reasons of their own. When further pressed the Hon'ble Minister said it was far too expensive piece of land for the purpose of regularisation.

Sj. Copal Basu:

স্কোয়াটার্স কলোনিতে যারা আছে তাদের প্রমাণপত্র দেখাতে হচ্ছে, সেইজন্য আমি জিজ্ঞাসা করছি—এখানে তাদের কি ধরণের প্রমাণপত্র দিতে হবে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

যে ধরনের প্রমাণপত্র পেলে পর বোঝা যাবে যে ১৯৫০ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে রিফিউজী হিসাবে এসেছে, সেইসব প্রমাণপত্র দিতে হবে।

Ghosh, Sj. Ganesh

The Calcutta Slum Clearance and Rehabilitation of Slum-dwellers Bill, 1958: pp. 101-103.

Expenditure on Oath-taking by Ministers and Deputy Ministers at Darjeeling: (Q.) p. 371.

Filling up of the post of principal, Dum Dum Motijhil College: (Q.) pp. 199-200.

Hunger-strike in Dum Dum Central Jail: pp. 215-16.

The Industrial Disputes (West Bengal Amendment) Bill, 1957: p. 160.

Payment of increment of Rs. 5 to the Special cadre teachers: (Q.) p. 16.

The R. G. Kar Medical College and Hospital Bill, 1958: p. 48.

Removal of statues of foreign nationals: (Q.) pp. 422-24.

Revision of schemes included in the second Five-Year Plan for West Bengal: (Q.) pp. 507-509.

Supplementaries to Question No. 85: (Q.) p. 413.

Ghosh, Sjkta. Labanya Prova

Roads of Purulia district included in First and Second Five-Year Plans: (Q.) p. 204.

The West Bengal Transferred Territories (Assimilation of laws) Bill, 1958: pp. 548-49.

Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti

Brick Board: (Q.) pp. 451-55.

Distribution of doles to and medical arrangements for camp refugees: (Q.) pp. 131, 132-35.

Danish cutters and Japanese trawlers in the state: (Q.) pp. 455-62.

Electrification of villages in police-stations of Hirapur and Kulti: (Q.) pp. 510-11.

House-building scheme in flood-stricken areas: (Q.) pp. 503-507.

Jaldhaka Hydroelectric Project: (Q.) pp. 465-68.

Payment of house-building and small trade loans to refugees in Burdwan town: (Q.) p. 141.

Revision of schemes included in the Second Five-Year Plan for West Bengal: (Q.) pp. 507-509.

Setting up of District Development Councils: (Q.) pp. 469-73.

Supply of electricity of Calcutta Electric Supply Corporation and West Bengal State Electricity Board by Damodar Valley Corporation: (Q.) pp. 462-65.

Total allotment for Second Five-Year Plan in West Bengal: (Q.) p. 510.

Training of refugees in Ranaghat Women's Camp: (Q.) pp. 141-44.

Water-supply in Patlenagar township: (Q.) pp. 515-16.

Halder, Sj. Ramanuj

The Bengal Development (Amendment) Bill, 1958: pp. 305-306.

The Calcutta Municipal (Amendment) Bill, 1958: p. 180.

Improvement of Hooghly Point Road, Diamond-Harbour: (Q.) p. 260.

The Industrial Disputes (West Bengal Amendment) Bill, 1957: p. 172.

Repairs or excavation of canals in Diamond Harbour police-station under the Second Five-Year Plan: (Q.) pp. 261-62.

Sunderban Embankments: (Q.) pp. 149-52.

Halder, Sj. Renupada

The West Bengal Agricultural Lands and Fisheries (Acquisition and Resettlement) Bill, 1958: p. 476.

Hamal, Sj. Bhadra Bahadur

Darjeeling Enquiry Committee: (Q.) pp. 414-16.

Rates of wages to villagers engaged by forests department: (Q.) p. 523.

Hansda, Sj. Turku

Afforestation of cultivable lands: (Q.) p. 520.

Sj. Ganesh Ghosh:

যে জমিগুলি খুব এক্সপেন্সিভ বলে মনে করা হয়েছে বলে রেগুলারাইজ করা হল না, সেখানকার স্কোয়াটার্স যারা রয়েছে, তাদের কি ব্যবস্থা হবে?

Mr. Speaker: That question does not arise.

Sj. Ganesh Ghosh:

ক্যালকাটা কর্পোরেশন এরিয়ার মধ্যে যেসমস্ত স্কোয়াটার্স কলোনিগুলি ১৯৫০ সালের আগে হয়েছে বলে গভর্নমেন্টের লিস্টের মধ্যে আছে, সেগুলিকে কি রেগুলারাইজেশনএর ব্যবস্থা হবে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমি এই লিস্ট নিয়ে, তালিকা নিয়ে বলতে পারছি না। ১৪৭টার মধ্যে কোন কোনটা বাদ গিয়েছে, কিনা গিয়েছে, তা আমি জানি না। আপনি নাম দেবেন, আমি দেখে বলে দেবো।

Mr. Speaker: It is a question of policy. A question of policy has been asked. No particular question relating to any particular colony has been asked.

Sj. Ganesh Ghosh: I wanted to ask only that question what will happen to those squatters who squatted before 1950, whose colonies have been enlisted but whose lands have been found to be very much expensive and are not being regularised.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: This relates to only eleven colonies out of 147. With regard to these 11 colonies we have decided not to regularise.

Mr. Speaker: The question is about those refugees who have come after 1950 but are living in the same colony as those who came before 1950.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: We shall have to find some alternative accommodation for them.

Sj. Gopal Basu:

১৯৫০ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে এসে, তাদের স্কোয়াটার্স কলোনিগুলি রেগুলারাইজ করা হবে, এ ঘোষণাটি কবে করা হয়েছে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমি তারিখ বলতে পারবো না।

Sj. Niranjan Sen Gupta:

এই যে (সি) প্রশ্নের জবাবে আছে—

development is no part of regularisation. Government, however, has a scheme of developing regularised colonies.

এই যে ডেভেলপমেন্ট, এটা কি সমস্ত রেগুলারাইজড কলোনির পক্ষে ডেভেলপমেন্ট করা হচ্ছে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

নিশ্চয়ই।

Sj. Ajit Kumar Ganguli:

যারা ১৯৫০ সালের পরে এসেছে তাদের এই দুর্ভাগ্য হল কেন?

Mr. Speaker: That question is disallowed.

Sj. Satkori Mitra:

এ প্রশ্নের জবাব পেলাম না কেন?

Mr. Speaker: I have disallowed it; next question.

Payment of house-building and small trade loans to refugees in Burdwan Town

***29. Sj. Benoy Krishna Chowdhury:** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Refugee Relief and Rehabilitation Department be pleased to state whether he is aware that quite a large number of refugees rehabilitated in Burdwan Town has not received as yet full quotas of their house-building and small trade loans?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) what are the reasons thereof; and

(*ii*) what measures Government propose to take for expediting the payment of the arrear loans mentioned above?

The Minister for Refugee Relief and Rehabilitation (the Hon'ble Tarun Kanti Ghosh): (*a*) Full quotas of house-building loans and small trade loans as admissible at the time of payment were paid to the refugee who rehabilitated themselves in Burdwan Town.

(*b*) Does not arise.

Training of refugees in Ranaghat Women's Camp

***30. Sjkta. Manikuntala Sen:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Refugee Relief and Rehabilitation Department be pleased to state—

(ক) রানাঘাট উদ্বাস্তু মহিলা শিবিরে মহিলাদের মোট সংখ্যা কত এবং তাঁহাদের মধ্যে কতজন কর্মক্ষম·

(খ) তাঁহাদের জন্য শিবিরের ভিতরে কোন শিল্পকর্মের ব্যবস্থা আছে কি;

(গ) থাকিলে, কি কি কাজের ব্যবস্থা আছে? তাহাতে কতজন মহিলা কাজ করেন এবং তাঁহাদের মাথাপিছু কত করিয়া মজুরী দেওয়া হয়; এবং

(ঘ) কর্মক্ষম মহিলাদের স্বাবলম্বী করিয়া তুলিবার জন্য কি কি প্রচেষ্টা করা হইয়াছে এবং কতজনকে স্বাবলম্বী করা গিয়াছে?

The Minister for Refugee Relief and Rehabilitation (the Hon'ble Tarun Kanti Ghosh):

(ক) পূর্ণবয়স্ক মহিলা—১,১৭২ জন।

কর্মক্ষম মহিলা—৮৫১ জন।

(খ) হ্যাঁ, (১) সুতাকাটা এবং (২) বরবাদী রেশমের সুতাকাটা।

(গ) সুতাকাটা কর্মকেন্দ্রে ৭৫ জন কাজ করেন। মজুরীর হার নয় পয়সা লাচ্ছি। গত ডিসেম্বর পর্যন্ত রেশমের সুতার শিক্ষাকেন্দ্র চালু ছিল। একমাস শিক্ষা সমাপনের পর কাটুনীরা লাচ্ছি-প্রতি পাঁচ আনা হিসাবে মজুরী পাইতেন। বর্তমানে এই শিল্পের জন্য একটি পুরাপুরি কর্মকেন্দ্র খোলার ব্যবস্থা হইতেছে।

(ঘ) ত্রিশজন মহিলা অন্যত্র শিল্পকর্মে শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহাদের ভিতরে বারজন উদয়ভিলা শিল্পকেন্দ্রে বসবাস করিতেছেন। আঠারজন ব্যবসা পরিচালনার জন্য অর্থদান গ্রহণ করিয়াছেন ও ক্যাম্প হইতে স্বাবলম্বী হইয়া চলিয়া গিয়াছেন·

[3-30—3-40 p.m.]

Sjkta. Manikuntala Sen:

কর্মক্ষম মহিলার সংখ্যা দিয়েছেন ৮৫১ জন, আর (গ)তে বলেছেন সুতাকাটা কর্মকেন্দ্রে ৭৫ জন কাজ করে, তাহলে বরবাদী সুতা কাটায় কতজন কাজ করে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

দুইটি মিলিয়ে বলেছি ৭৫—২৫ আর ৫০।

Sjkta. Manikuntala Sen:

এখানে ৮৫১ জন কর্মক্ষম মহিলাদের মধ্যে মাত্র ৭৫ জনকে কাজ দিতে পেরেছেন। তাহলে এই ৭৫ জনকেই আপনারা কাজ দিতে পেরেছেন, না, আর কেউ কাজ করতে চায় নি?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

না, এইটুকু [illegible] আমরা করেছি।

Sjkta. Manikuntala Sen:

তাহলে এর বেশী বন্দোবস্ত করা হয় নি?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

এখন পর্যন্ত হয় নি।

Sjkta. Manikuntala Sen:

এখানে বলেছেন মজুরীর হার নয় পয়সা লাচ্ছি। এক-একটি মেয়ে দিনে কয় লাচ্ছি সুতা কাটে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

তাদের বসে কাজ করবার জন্য কিছু কাজ দেওয়া হয়। দিনে দুই ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টার বেশী খাটতে হয় না।

Sjkta. Manikuntala Sen:

সুতাকাটা কেন্দ্রে মেয়ে মজুর কত রোজগার করে এবং কয় ঘণ্টা করে কাজ করে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

ঐত বললাম দুই ঘণ্টা থেকে আড়াই ঘণ্টা।

Sjkta. Manikuntala Sen:

কত রোজগার করে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

৬ আনা থেকে ১০ আনার মধ্যে।

Sjkta. Manikuntala Sen:

যারা বরবাদী রেশমের সুতা কাটে তাদের জন্য কত দেওয়া হয়?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

তারা একটু বেশী পায়।

Sjkta. Manikuntala Sen:

বরবাদী রেশমের সুতা কাটার জন্য পুরোপুরির কর্মকেন্দ্র খোলা হবে বলেছেন। তাহলে এই স্কীম কি আপনার সেল্ফ-সাপোর্টিং স্কীম হবে বলে করছেন?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

এটা এখন বলতে পারি না।

Sjkta. Manikuntala Sen:

মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি, বরবাদী রেশম সুতা কাটার জন্য ৭০০ মেয়েকে ইতিপূর্বে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে, অথচ তাদের কর্মসংস্থান করা হয় নি?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

না, তা জানি না।

Sjkta. Manikuntala Sen:

মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি, যে ১০০টি মেয়েকে ট্রেনিং দিতে ১৫-১৬ হাজার টাকা খরচ হয়?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

না, জানি না।

Sjkta. Manikuntala Sen:

এই রেশম সুতার যে কাঁচামাল তার দাম মণ ২০০ টাকা করে, জানেন কি?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

জানি না। যদি জানতে চান, সমস্ত খোঁজ নিয়ে জানাতে পারবো।

Sjkta. Manikuntala Sen:

আমি জিজ্ঞাসা করছি যে কর্মীদের পুরোপুরি কর্মের বন্দোবস্ত করতে পেরেছেন কিনা—লাভে চলবে কি লোকসানে চলবে কি সেল্ফ-সাপোর্টিং চলবে সেটাই জানতে চাই। মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন সুতা কাটা কেন্দ্রের মালের জন্য বাংলাদেশে বা ভারতবর্ষের কোথাও কোন বাজার নাই?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

এরকম কোন খবর আমার কাছে নাই।

Sjkta. Manikuntala Sen:

এই যে সুতা তৈরী করেন এটা কোথায় বিক্রী করেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আসল ব্যাপার হল ওয়েস্ট সিল্ক-স্পিনিংস যা হচ্ছে, এটা বাস্তবিকই মাল বিক্রী করতে খুব অসুবিধা হচ্ছে।

Sjkta. Manikuntala Sen:

মন্ত্রী মহাশয় এখন উত্তরে বললেন যে বরবাদী রেশম নিয়ে অসুবিধাবোধ করছেন তাহলে পুরোপুরি কর্মকেন্দ্র খোলার ব্যবস্থা করছেন কেন?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

একটা কথা বলি—আমাদের চেয়ে আপনি বেশি জানেন এই ব্যাপারে, why don't you help us?

Sjkta. Manikuntala Sen:

স্পীকার মহাশয়ের মারফত একটা অনুরোধ করবো, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয় আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন—এখন জবাব পেলাম ছয় আনা থেকে দশ আনা রোজগার করে থাকে। আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করি একটা প্রশ্নোত্তরের প্রতি—১৯৫৭ সালের ২৬এ নভেম্বর আমার একটা প্রশ্ন ছিল—

Training of refugee women in cottage industries—

সে প্রশ্নটা হল উৎপাদন কেন্দ্রের প্রত্যেকটিতে কতজন মহিলা নিযুক্ত আছেন এবং গড়ে দৈনিক কতজন রোজগার করেন। মন্ত্রী মহাশয় (গ)এর উত্তরে বললেন লাইব্রেরী টেবিলে উপস্থিত করা

হইল, কর্মীদের রোজগার গড়ে দৈনিক এক টাকা। আর এখন যে জবাব পেলাম সেটা হচ্ছে ছয় আনা থেকে দশ আনা—তাহলে এরকম জেনেশুনে কি মন্ত্রী মহাশয় অসত্য খবর পরিবেশিত করেছেন?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

রাণাঘাট ক্যাম্পের খবর এটা জেনারেল নয়।

Sjkta. Manikuntala Sen:

রাণাঘাট ক্যাম্পএর কথা আলাদা জিজ্ঞাসা করি নি, সমস্ত ক্যাম্প সম্পর্কে। ক্যাম্পএর মেয়েরা সূতা কাটে বরবাদী সিল্ক কেটে ১ টাকা গড়ে পেতো, এখন জিজ্ঞাসা করায় বললেন ছয় আনা থেকে দশ আনা—তাহলে জেনেশুনে কি অসত্য খবর পরিবেশিত করেছিলেন?

Mr. Speaker:

আপনি প্রশ্নটা এরকম করুন—

"Is it true that within the last 12 months their earning has dropped?"

Mr. Ghosh, the question which Mrs. Manikuntala Sen wants to put is this: In November, 1957, she was told in answer to a question that she put that their rate of earning was nearly a rupee, but today she is told in answer to her question that it has dropped considerably.

The Hon'ble Tarun Kenti Ghosh: No.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: What I want to know is this: Did the previous question relate to the same Ranaghat Camp?

Sjkta. Manikuntala Sen:

জেনারেল বলেছিলাম।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: So, the answers to the two questions must naturally differ.

UNSTARRED QUESTIONS

(answers to which were laid on the table)

Establishment of a Technical School in Malda

8. **Janab Elias Razi:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, উত্তরবঙ্গে একটিও টেকনিক্যাল স্কুল নাই;

(খ) সত্য হইলে, ঐ জেলায় টেকনিক্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা;

(গ) মালদহ জেলার "শহরে" কি টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে; এবং

(ঘ) যদি থাকে, কতদিনের মধ্যে পরিকল্পনা কার্যকরী হইবে?

The Minister for Education (the Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri):

(ক) সত্য নহে। এ সম্বন্ধে একটি তালিকা এতৎসহ উপস্থাপিত করা হইল।

(খ) হইতে (ঘ) এ সম্বন্ধে এখনও কোন সিদ্ধান্ত হয় নাই।

Statement referred to in reply to clause* ক *of unstarred question No. 8

জলপাইগুড়ি শহরে একটি পলিটেকনিক (ডিপ্লোমা কোর্স) রহিয়াছে।

উত্তরবঙ্গের নিম্নলিখিত স্থানে জুনিয়র টেকনিক্যাল স্কুল ও টেকনিক্যাল ট্রেনিংএর ব্যবস্থা আছে:

Cooch Behar—

Directorate of Industries—Training Centre—

(1) Industrial Training Institute and Workshop.

Jalpaiguri—

Education Department—

(1) Jalpaiguri Polytechnic.

Directorate of Industries—Training Centres—

(1) Ambarparishramalayas Vidyashram.
(2) P.W. School, Bakali.
(3) P.W. School, Jalpaiguri Town.
(4) Ericulture Centre, Kamakhyaguri.
(5) Cane and Bamboo Works Centre, Jalpaiguri.

Malda—

Education Department—Junior Technical Schools—

(1) Dinanath Bholanath Model Academy, Araidanga, Malda
(2) Chanchol Siddeswari Institution, Malda

Directorate of Industries—Training Centres—

(1) Phulbati Mohila Silpa Vidyapith, Malda
(2) P.W. School, Kendpukur
(3) D.W. School, Malda.
(4) K. G. Mahila Silpa Sikshalaya, Bachamari

Darjeeling—

Education Department—Junior Technical School—

(1) Ghoom Junior High School, Darjeeling.

Directorate of Industries—Training Centres—

(1) Industrial Training Centre, St. Alphonsus' Industrial School, Kurseong.
(2) Industrial School and Workshop, Tung.
(3) Wood Industries, Siliguri.
(4) Umbrella Works (A) and (B), Siliguri.
(5) Mission Industries Association, Kalimpong.
(6) St. Alphonsus' Industrial School, Kurseong.
(7) Siliguri Nari Kalyan Samity, Siliguri.

Lapsing of grants for house-rent allowance for female teachers of [illegible] free primary schools

9. **Dr. Narayan Chandra Ray:** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Refugee Relief and Rehabilitation Department be pleased to state if it is a fact that Government grant for payment of house-rent allowance for the year 1956-57 to refugee female teachers of primary schools in the Murshidabad district stands lapsed?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) who is responsible for the lapse of the grant;

(*ii*) what steps have been taken against the person responsible for the lapse of the grant; and

(*iii*) whether Government consider the desirability of restoring the grant for payment to the primary teachers concerned?

The Minister for Refugee Relief and Rehabilitation (the Hon'ble Prafulla Chandra Sen): (*a*) Yes.

(*b*)(*i*) Government order sanctioning the grant was issued on 28th March, 1957, and the amount could not be drawn within the financial year. That is why the money lapsed.

(*ii*) Does not arise.

(*iii*) The grant was restored on 29th August, 1957

[3-40—3-50 p.m.]

Dr. Narayan Chandra Ray:

আপনি বলছেন দি গ্র্যান্ট ওয়াজ রেস্টোর্ড—আমার সাপ্লিমেন্টারী হচ্ছে, কোন বৎসর একসিডেন্ট্যালি এটা হয়ে গেছে, না ইউজ্যুয়ালি এইভাবে দেরী হয়?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

আগে যা ছিল তাতে খরচ দিতে দেরী হত। তাই আজকাল যাতে দেরী না হয় সেজন্য মাহিনার একটা অংশ ভাড়া হিসাবে পাবেন। অতএব দেরী হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

Appointment of salaried paymasters for test rlief work in Kharba police-station

10. **Dr. Golam Yazdani:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Relief Department be pleased to state—

(*a*) whether salaried paymasters have been appointed for payment of wages for test relief work undertaken in police-station Kharba in Malda district; and

(*b*) if not, whether the Government consider the desirability of appointing salaried paymasters?

The Minister for Food, Relief and Supplies (the Hon'ble Prafulla Chandra Sen): (*a*) Yes.

(*b*) Does not arise.

STARRED QUESTIONS
(to which oral answers were given)

Modification of the Amta Basin Drainage Scheme

***31. Sj. Shyama Prasanna Bhattacharjee:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation and Waterways Department be pleased to state—

(*a*) whether any change is going to be made in the Amta Basin Scheme of Howrah which has been accepted in the Second Five-Year Plan and for which money has been allotted for 1957-58;

(*b*) if so, what are the changes and what are the causes for which the changes are required; and

(*c*) when the scheme stated above will be taken up for execution?

The Minister for Irrigation and Waterways (the Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji): (*a*) It is a fact that the Amta Basin Drainage Scheme of Howrah has been modified and that there is a provision for this work in the Budget Estimate for 1957-58. But it has not been finally approved yet by the Planning Commission for inclusion in the current Plan.

(*b*) It was originally proposed to construct sluice and lock gates on the Hooghly river and re-excavate Purana Khal and its tributaries, Banaspati Khal and Nabin Babu's Khal. Under the modified scheme the sluice and lock gates have been omitted and Banaspati Khal will not be re-excavated.

The scheme has been modified on technical grounds. This will reduce the total cost of the scheme and cost per acre considerably.

(*c*) The scheme is now pending before the Planning Commission for their approval, on receipt of which the work will be taken up for execution.

Sj. Shyama Prasanna Bhattacharjee:

আমার প্রশ্নটা ছিল, যদি স্কীমটার কোন পরিবর্তন হয়ে থাকে তাহলে কি কি পরিবর্তন হয়েছে এবং কি কারণে পরিবর্তন হয়েছে মন্ত্রী মহাশয় সে কথার উত্তর না দিয়ে জবাবে বলেছেন যে, টেকনিক্যাল গ্রাউন্ডে স্কীমটা মডিফায়েড হয়েছে এবং তাতে প্রতি একরে খরচ কম পড়বে, এখানে খরচ কম পড়ার কথা ওঠে কি করে মন্ত্রী মহাশয় দয়া করে বলবেন কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

খরচ কম পড়াটাও টেকনিক্যাল গ্রাউন্ড ছাড়া ওয়ান অফ দি গ্রাউন্ডস।

Sj. Shyama Prasanna Bhattacharjee:

আমরা শুনেছি টেকনিক্যাল গ্রাউন্ডএর নামে একটা ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষার জন্য নাকি আপনারা স্কীমটা পরিবর্তন করেছেন?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

এ খবর যেখান থেকে শুনেছেন, সেখানেই জবাব মিলবে। আমার কাছে এর জবাব নাই।

Sj. Shyama Prasanna Bhattacharjee:

ইঞ্জিনিয়ার যে স্কীম তৈরী করেছিলেন তাতে নাকি স্লুইস-গেট করার ও বনস্পতি খাল খননের কথা ছিল?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

যে চীফ ইঞ্জিনিয়ার প্রথমে সেই স্কীম করেছিলেন তিনিই রিভাইজ করেছেন।

Sj. Shyama Prasanna Bhattacharjee:

তাহলে স্কীমটা বর্তমানে কি দাঁড়াচ্ছে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তার একটা ক্লিয়ার বিবরণ দিতে পারেন কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

স্কীমটা এখন বিবেচনাধীনে আছে সুতরাং এখন তা দেওয়া সম্ভব নয়।

Sj. Amal Kumar Ganguli:

এটা কি সত্য যে গভর্নমেন্ট কর্তৃক ১০০ বিঘা জমি একোয়ার করা হয়েছিল এই স্লুইস-গেট ও লক-গেট করবার জন্য?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

আমি জানি না। নোটিস চাই।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

এই যে স্লুইস-গেট তুলে দেওয়া হল তার ফলে যে সল্ট জমি তাতে কি জল জমিতে আসা যাওয়ার বাধা সৃষ্টি করবে না?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

আমরা সিল্ট ক্লিয়ার করার বন্দোবস্ত করব।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

তাতে খরচ কি বেশী পড়বে না?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

লক-গেট ও স্লুইস-গেট সমেত করতে হলে যে টাকা খরচ পড়বে তার শুধু সুদের চেয়ে কম খরচ পড়বে খোলাখালের বাৎসরিক পলি উদ্ধার করতে।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

এই সিল্ট ক্লিয়ার কি প্রতি বৎসরই করাবেন?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

হ্যাঁ, প্রতি বৎসরই সিল্ট ক্লিয়ার করান হবে।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

এই সিল্ট ক্লিয়ারেন্স কি আপনারা ম্যানুয়েল লেবার দ্বারা করাবেন?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

হ্যাঁ, তাই করানো হবে।

Silting up of Kantakhali Khal within Falta police-station of 24-Parganas district

*32. **Sj. Sudhir Chandra Bhandari:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation and Waterways Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, চব্বিশপরগনা জেলার অন্তর্গত ফলতা থানার এলাকাধীন কাঁটাখালী নামক খালটি বর্তমানে মজিয়া গিয়াছে; এবং মজিয়া যাওয়ার ফলে এ বৎসর ধানের ক্ষতি হইয়াছে; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি

(১) ঐ খালটি সংস্কার করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা, এবং

(২) থাকিলে, কত দিনের মধ্যে সংস্কার করা হইবে;

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

(ক) কাটাখালী খালে কিছুটা পলি পড়িয়াছে সত্য, কিন্তু এইজন্য বর্তমান বৎসরে (১৯৫৭-৫৮) ধানের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই।

(খ) পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার জন্য প্রয়োজনীয় জরিপের কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে। জরিপ শেষ হইলে পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইবে। কত দিনের মধ্যে এই পরিকল্পনা কার্যকরী করা যাইতে পারে তাহা এখন বলা সম্ভবপর নহে।

Sj. Sudhir Chandra Bhandari:

আমার প্রশ্নটা ছিল, বর্তমানে কাটাখাল মজিয়া যাওয়ায় ধানের ক্ষতি হইয়াছে, উনি উত্তরে বলেছেন, কাটাখালি খালে কিছুটা পলি পড়িয়াছে সত্য কিন্তু তাতে ধানের ক্ষতি হয় নাই। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, ঐ পলি পড়ার ফলে বর্তমানে কতখানি জায়গায় ধান হচ্ছে, আর খালটা কাটা হলেই বা কতখানি জায়গায় ধান হতে পারবে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

নোটিস চাই।

Sj. Sudhir Chandra Bhandari:

মিঃ স্পীকার, স্যার, উনি বলেছেন এ বৎসর ধানের ক্ষতি হয় নাই--উনি বলেছেন ১৯৫৭-৫৮ সালের কথা, কিন্তু আমার প্রশ্নটা ছিল ১৯৫৬ সালের।

Mr. Speaker:

আমি জবাবটা পড়েছি, বর্তমানটাতে গোটা এক বছর ধরে বলা হয়েছে।

Sj. Sudhir Chandra Bhandari:

বর্তমানে বেশী পরিমাণে ক্ষতি হইয়াছে কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

পরিমাণ আমার জানা নাই।

Sj. Sudhir Chandra Bhandari:

মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, ঐ খালটার উপর কতগুলি জমিতে ধানের উৎপাদন নির্ভর করে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

এটা জানতে হলে নোটিস দিতে হবে।

Sunderban embankments

*33. **Sj. Ramanuj Halder:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation and Waterways Department be pleased to state—

(ক) সমস্ত সুন্দরবন এলাকায় সরকার-সংরক্ষিত কত মাইল বাঁধ আছে;

(খ) উক্ত বাঁধের কোথায় কত পরিমাণ বাঁধ গত বৎসর বিধ্বস্ত হইয়াছে;

(গ) উক্ত বিধ্বস্ত বাঁধের কত পরিমাণ গত বৎসর মেরামত করা হইয়াছে এবং কোন্ সময়ের মধ্যে উহা সম্পন্ন হইয়াছে;

(ঘ) অবশিষ্ট বাঁধের কাজ এ বৎসর সম্পন্ন হইয়াছে কিনা; এবং

(ঙ) সম্পন্ন না হইয়া থাকিলে, অবশিষ্ট বাঁধ সম্পন্ন হইতে কতদিন সময় লাগিবে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

(ক) ২,২০০ মাইল।

Sj. Ramanuj Haldar:

কোন্ সময়ের মধ্যে তা কি দিতে পারবেন?

Mr. Speaker:

না, তা দিতে পারেন না।

Sj. Ramanuj Haldar:

মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন (গ) উত্তরের শেষ ভাগে যে অনেক জায়গায় বাঁধ মেরামত করা হয়—
মি তার সংখ্যাটা চাইছি। কোথায় কোথায় কটা করা হয়েছে?

Mr. Speaker:

একবার আপনি চাইছেন পরিমাণ আবার চাইছেন সংখ্যা, এরকম কন্ট্রোভার্সীর ভিতর মন্ত্রী
শেয় জবাব দেবেন কি করে?

Sj. Ramanuj Haldar:

আমি জিজ্ঞাসা করছি, সেপ্টেম্বর মাসে কত পরিমাণ এবং অক্টোবর মাসে কত পরিমাণ
রামত হয়েছে তা জানাবেন কি?

Mr. Speaker: If you want the month, you must frame the question cordingly.

Sj. Ramanuj Haldar:

যে মাসে যে জায়গার বাঁধ ভেঙেছিল তাকি সেই মাসেই মেরামত করা হয়েছে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

কোন্ মাসে কোথায় বাঁচ হয়েছে তার হিসেব আমার কাছে নেই।

Sj. Ramanuj Haldar:

৩৩ জায়গায় যে অক্টোবর মাসে মেরামত করা হয় সেইজন্য আমি জানতে চাই এতদিন যাবৎ
ীর লোনাজল সেখানে প্রবেশ করেছে কিনা?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

করা সম্ভব।

Mr. Speaker: That is disallowed.

Sj. Ramanuj Haldar:

তাতে কি পরিমাণ ভূমি লোনাজল প্রবেশের দরুন নষ্ট হয়েছে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

আমার হিসেব নেই।

Sj. Ramanuj Haldar:

কয় মাস সেখানে বাঁধ ভেঙে জল ছিল?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত।

Sj. Ramanuj Haldar:

তাতে কত পরিমাণ ভূমির ফসল ক্ষতি হয়েছে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

হিসাব নেই।

Sj. Ramanuj Haldar:

এই বাঁধ ভাঙ্গাতে লবণাক্ত জল কত মাস শস্যক্ষেত্রে ছিল?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

অক্টোবর মাস পর্যন্ত হিসাব করবেন, ভাঙ্গন থেকে।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

এই বাঁধ মেরামত ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের ডাইরেক্ট সুপারভিশনএ হয়েছিল, না অন্য লোক মারফত হয়েছিল?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

এই কাজ কিছু ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট করে, কিছুটা টেস্ট রিলিফ কালেকক্টর করে—তবে কোন্‌টা কত হয়েছিল তা নোটিস না দিলে বলতে পারব না।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

আপনি বলেছেন যে, বাঁধ ভাঙ্গবার অল্প পরেই ৪১২ জায়গায় সারান হয়, বাকী ৩৩ জায়গায় অক্টোবর মাসের মধ্যেই মেরামতী কাজ সপন্ন হয়—কিন্তু এই অল্প পরে মানে কত দিনের মধ্যে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

১০-১২ দিনের মধ্যে।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

আপনি কি জানেন যে যেখানে বাঁধ মেরামত করা হয়েছিল তার ৮-১০ দিন পরেই সেই বাঁধ ভেঙ্গে গিয়ে লোনাজল প্রবেশ করেছিল?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

দুই-একটা জায়গায় হয়ত হতে পারে।

Irrigation schemes in Sankrail and Nayagram thanas, Midnapore district

*34. **Sj. Surendra Nath Mahata:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation Department be pleased to state—

(ক) গত দশ বৎসরে মেদিনীপুর জেলার শাঁকরাইল থানায় ও নয়াগ্রাম থানায় সেচের জন্য কয়টি খালে বাঁধ দেওয়া হইয়াছে এবং তাহাদের নাম কি কি ; এবং

(খ) দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নয়াগ্রাম থানায় মুরলীখাল, সীতানালা, বাঁশিয়াম খাল, গুল্‌ফা খালে বাঁধ দিয়া, গোপীবল্লভপুর থানায় রাংড়ো খাল, বাগাডিহা খাল, তাড়কী খালে বাঁধ দিয়া আর শাঁকরাইল থানায় কুশমী খালে বাঁধ দিয়া জলসেচের পরিকল্পনা আছে কিনা ; এবং থাকিলে, কোন্ কোন্‌টি নির্মাণ করা হইবে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

(ক) গত দশ বৎসরে মেদিনীপুর জেলার শাঁকরাইল ও নয়াগ্রাম থানায় সেচ বিভাগ কর্তৃক কোন খালে বাঁধ দেওয়া হয় নাই।

(খ) না।

[3-50—4 p.m.]

Sj. Surendra Nath Mahata:

১০ বছরের মধ্যে কোন বাঁধ দেওয়া হয় নি কেন?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

আমাদের কাছে এ বিষয়ে কোন প্রস্তাবও আসে নি।

Sj. Surendra Nath Mahata:

আপনি (ঘ)এর উত্তরে দিয়েছেন যে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে সেচ ব্যবস্থা করা হবে না, তাহলে অন্য কোন সেচ পরিকল্পনা আছে কিনা?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

না।

Sj. Saroj Roy:

নয়াগ্রাম ও শাঁকরাইল থানার সেচ ব্যবস্থা কি তমলুক থানার চেয়ে ভাল আছে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

নোটিস দিলে হিসাব করে বলব।

Sj. Saroj Roy:

আমার প্রশ্ন হ'ল যে, শাঁকরাইল বা নয়াগ্রাম থানায় সেচের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করার প্রধান কারণ কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

প্রশ্ন যা জিজ্ঞাসা করেছিলেন তার জবাব দিয়েছি।

Tollygunge Panchannagram Drainage Scheme

***35. Sj. Khagendra Nath Naskar:** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation and Waterways Department be pleased to state whether there is any scheme of excavating the Panchannagram Khal to drain out the water-logged area of Haltu Union under Tollygunge police-station, 24-Parganas?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) what amount of money is estimated to be spent for the purpose;

(*ii*) how many acres of land will be benefited by the scheme; and

(*iii*) whether the scheme has been taken up already under T.R. Scheme?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji: (*a*) Yes. This scheme, known as the Tollygunge Panchannagram Drainage Scheme, will benefit the portion of the Haltu Union on the west of Panchannagram Embankment.

(*b*) (*i*) Rs.29.25 lakhs.

(*ii*) 8,192 acres.

(*iii*) The work of silt clearance of the Nikasi Khal along the Panchannagram Embankment has been taken up as a separate T.R. Scheme pending execution of the scheme referred to in reply to part (*a*).

Dr. Jnanendra Nath Majumdar: Will the Hon'ble Minister please state what amount of Rs. 29.25 lakhs has already been spent?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

এক পয়সাও না।

Dr. Jnanendra Nath Majumdar: Has the Government any intention of spending some amount for this year?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

না, ওটা কর্পোরেশনের এরিয়ায় পড়ে বলে কর্পোরেশনের সঙ্গে লেখালেখি হচ্ছে, তারা কত টাকা দেবেন। এখনো সেটা ফাইনালাইজড হয় নি।

Dr. Jnanendra Nath Majumdar: Is it a fact that the sum of Rs. 1.25 lakh has been sanctioned in this year's budget for the Eastern Drainage Scheme of Calcutta. Is it a portion of Rs. 29.25 lakhs?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji: No, that is a different scheme.

Dr. Jnanendra Nath Majumdar: Is the Minister aware that the whole of Tiljala, Kasba and the Eastern Calcutta area drainage is dependant on the Panchannagram Embankment Scheme?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji: Most probably.

Dr. Jnanendra Nath Majumdar: Does the Hon'ble Minister see any urgency of this work?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:
আর্জেন্সী হোলে কি হবে, টাকা ত নেই। টাকা কোথা থেকে আসবে?

Flood and erosion of river Punarbhaba in Tapan police-station of West Dinajpur district

***36. Dr. Dhirendra Nath Banerjee:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, পশ্চিম দিনাজপুর জেলার তপন থানার আজমতপুর ইউনিয়নের বল্লুপুকুর, বাসুরিয়া, পালমহাদেবপুর প্রভৃতি গ্রামগুলি পুনর্ভবা নদীর বন্যায় প্রতি বৎসর ফসলহানীর দরুন, এবং ভাঙ্গনের দরুন ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে; এবং

(খ) সত্য হইলে, পুনর্ভবা নদীর পূর্বপাড়ে বাঁধ দিয়া ঐ-সকল গ্রাম রক্ষা করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

(ক) প্রায় প্রতি বৎসর ঐ-সকল গ্রামের ফসল বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নদীর ভাঙ্গনের দরুন ক্ষতি অতি সামান্যই।

(খ) প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান শীঘ্রই আরম্ভ করা হইতেছে। তাহার পর পরিকল্পনা প্রস্তুত হইলে বিবেচনা করা হইবে।

Affairs of Asansol Polytechnic (Dhadka)

***37. Sj. Benoy Krishna Chowdhury:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(*a*) whether any investigation was made about the affairs of the Asansol Polytechnic (Dhadka); and

(*b*) if so, the result and report of the investigation?

The Minister for Education (the Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri): The Hon'ble member is referred to the reply given to starred question No. 61 of Sj. Sunil Das, M.L.A., on the 2nd December, 1957.

Pay and dearness allowance of Lecturers of the Rampurhat College

***38. Sj. Durgapada Das:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(*a*) whether Government have allowed higher initial pay to the newly-appointed Lecturers of Rampurhat College than that of senior lecturers who have been serving there for the last seven years without getting any increment of pay;

(*b*) whether the Lecturers of Government sponsored Rampurhat College have been given the facilities of Provident Fund;

(*c*) if it is a fact that the Lecturers of Rampurhat College do not get their dearness allowance regularly and the amount due on the account of dearness allowance stands unpaid sometimes for six months;

(*d*) if so, whether Government consider the desirability of arranging payment of Government dearness allowance and College dearness allowance in a consolidated form along with the salaries of the staff of the said College; and

(*e*) whether Government consider the desirability of allowing arrear increments to the senior Lecturers and Demonstrators before allowing higher initial pay to junior Lecturers?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: (*a*) Yes, in only one case on the recommendation of the Governing Body. It is, however, not a fact that Lecturers who have been serving in the College for the last seven years did not receive any increment of pay.

(*b*) The question of introduction of Provident Fund in all Sponsored Colleges is under consideration of the Government.

(*c*) No, Government dearness allowance is paid quarterly on bills submitted by College authorities.

(*d*) Monthly payment of Government dearness allowance cannot be arranged.

(*e*) There are no arrear increments admissible to the old teachers.

Sj. Durgapada Das:

এই যে বলেছেন 'অন দি রিকমেন্ডেশন অফ দি গভার্নিং বডি এটা করা হয়েছে—আমি জিজ্ঞাসা করছি, এই রেকমেন্ডেশন গভর্নমেন্ট কি মানতে বাধ্য?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Government may not be obliged to take it. But after all that is a recommendation that the Government has thought fit to accept.

Sj. Durgapada Das:

যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে ৭-৮ বছর ধরে চাকরী করছেন তাঁদের কোয়ালিফিকেশন এবং বেশী এক্সপিরিয়েন্স থাকা সত্ত্বেও এরকমক্ষেত্রে নতুন লোক নেবার সময় তাঁদের কেন হাইয়ার ইনিসিয়াল পে দেওয়া হবে—এটা মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Because higher initials are paid to new entrants on the recommendation of the Public Service Commission.

Sj. Durgapada Das:

এখানে (বি)এর উত্তরে বলেছেন যে প্রভিডেন্ট ফান্ডের কোয়েশ্চেন স্পনসোর্ড কলেজের আন্ডার কন্সিডারেশন আছে। যখন কোয়েশ্চেন করেছি তখন আন্ডার কন্সিডারেশন ছিল। এখনওকি সেটা আন্ডার কন্সিডারেশন আছে, না কন্সিডার্ড হয়ে গেছে?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: It is still under consideration.

[4—4-10 p.m.]

Adjournment Motion

Sj. Hemanta Kumar Ghosal: Sir, I have got an adjournment motion.

Mr. Speaker: I have disallowed it. You can read the motion.

Sj. Hemanta Kumar Ghosal: Sir, my motion runs thus:—"The House do now adjourn to raise a discussion of urgent public importance and of recent occurrence, viz., failure of the Government to take necesarry steps to check the rise in the prices of rice which have, during the last two weeks. alone, gone up from Rs. 27 to Rs. 31 per maund in Basirhat town in the district of 24-Parganas. In spite of warning given by the Subdivisional Food Advisory Committee, Basirhat, at a meeting held on 1st July, 1958, with particular reference to rise in price, irregular supply of rice from the modified ration shops, inadequacy of agricultural and CR loans, etc., the Government has, as yet, taken no action."

GOVERNMENT BILL.

The West Bengal Premises Tenancy (Amendment) Bill, 1958

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Sir, I beg to introduce the West Bengal Premises Tenancy (Amendment) Bill, 1958.

[The Secretary read the title of the Bill.]

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Sir, I beg to move that the West Bengal Premises Tenancy (Amendment) Bill, 1958, be taken into consideration.

Sir, my Bill is a very short one. I draw the attention of the honourable members of this House to section 26 of the West Bengal Premises Tenancy Act. Sub-section (6) of that section lays down who shall be the Controller, Additional Controller or Deputy Controller for the purpose of this Act. The qualification laid down in that section is that in Calcutta, a member of the Judicial Branch of the State Civil Service of not less than ten years' standing in such service may be appointed to these posts. Sir, the object of this Bill is to amend only 10 years and make it 5 years for the simple reason that there is acute shortage of experienced Munsifs, and Munsifs of the requisite qualifications as laid down in this sub-section are difficult to get. Therefore, Sir, the qualificat on or rather the length of service is being shortened from ten years to five years. This is the only change proposed in the amending Bill and I hope the House shall have no objection

Sj. Sunil Das: Sir, I beg to move that the West Bengal Premises Tenancy (Amendment) Bill, 1958, be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st August, 1958.

মিঃ স্পীকার স্যার, এই ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রেমিসেস টেনান্সী এ্যাক্ট দ্বিতীয়বার সংশোধনী বিল হিসাবে রাজস্বমন্ত্রী এই হাউসে এনেছেন। প্রথমবার একটা সংশোধনী বিল আনা হয়েছিল ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে বিল চালু হবার দুই-তিন মাসের ভিতর। সেখানে সাব-টেনান্সির ক্ষেত্রে ল্যান্ডলর্ডকে কত দিনের ভিতর নোটিস দিতে হবে সেই সময়টা সংশোধন করে নেওয়া হয়েছিল। অরিজিনাল এ্যাক্টএ দুই মাস ছিল, সেক্ষেত্রে তিন মাসের নোটিসের ব্যবস্থা করবার জন্য একটা এমেন্ডিং বিল মন্ত্রী মহাশয় এনেছিলেন। আর আজ দ্বিতীয়বার ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রেমিসেস টেনান্সী এ্যাক্ট, দ্বিতীয় সংশোধনী এনেছেন এবং বলছেন যে, রিকুইজিট কোয়ালি-ফিকেশনের মুন্সেফ, জুডিসিয়াল পার্সোনেল পাওয়া যাচ্ছে না—কাজেই মুন্সেফদের অভিজ্ঞতার

পরিসর কমিয়ে ১০ বৎসরের জায়গায় ৫ বৎসর করা হোল। আমার বক্তব্য হচ্ছে, এই যে এটা দুই বৎসর বাদে রাজস্বমন্ত্রী আনলেন শুধু কি মুন্সেফদের ডার্থ, জুডিসিয়াল পার্সোন্যালএর অভাব এটাকি একমাত্র এই এ্যাক্ট অপারেশনএর পর মন্ত্রী মহাশয়ের অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে, আর কোন ডিফেক্ট, আর কোন প্রব্লেম বা জটিলতা এই এ্যাক্টএর অপারেশনএর ভিতর দিয়ে মন্ত্রী মহাশয়ের নজরে আসে নি? এটাই আমার প্রথম জিজ্ঞাসা, কারণ, প্রথম যখন এই এ্যামেন্ডিং বিল আনা হয় তখন আমাদের মনে এই আশা থাকে এবং এটাই হওয়া উচিত—যেসমস্ত সমস্যা এই এ্যাক্ট পরিচালনা ও কার্যকরী করার ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে সেই সমস্ত সমস্যাগুলি সামনে রেখে এ্যামেন্ডিং বিল আনা হবে যাতে করে টেন্যান্ট অর ল্যান্ডলর্ড যারই হোক না কেন, তাদের হার্ডশিপ রিলিভড্ হতে পারে। মিঃ স্পীকার স্যার, সেদিক থেকে আমি বলতে চাই যে, মন্ত্রী মহাশয় খুব ছোট একটা বিল এনেছেন—এবং আমি বলব খুব ফ্লিমজী। তাঁর আরো গভীর মনোযোগসহকারে এই এ্যাক্টএর অপারেশনএর জটিলতাগুলি সামনে রেখে এ্যামেন্ডিং বিল আনা উচিত ছিল। এখানে আমার বলবার কথা হল, মুন্সেফদের অভিজ্ঞতার মেয়াদ ১০ বৎসরের জায়গায় ৫ বৎসর করার জন্য এটা এনেছেন, কিন্তু আবার তিন-চার বৎসর পরে আমরা দেখব সাব-টেন্যান্টদের হার্ডশিপ হচ্ছে বলে একটু রিলাক্স করবার জন্য আবার এই বিল আমাদের সামনে হাজির করছেন, কিম্বা হয়তো এমন বিল আনবেন যাতে করে এভিকশনএর ক্ষেত্রে সেকশন ১৭ অনুযায়ী যারা ডিফেন্স পান নি, যারা চার-পাঁচ মাস ডিফল্ট করেছেন তাঁদের উনি বলবেন এদের ডিফেন্সএর সুযোগ দেওয়া দরকার। তখন তিনি হয়তো সেকশন ১৭এর সঙ্গে এমন একটা প্রভাইসো যোগ করে দেবেন। সেজন্যই আমি বলছি ছোট ছোট এই ধরণের পিসমিল অর্থহীন বিল আনবার কি সার্থকতা এবং এই হাউসের সময় নষ্ট করার কি সার্থকতা আছে। তিনি একটা কম্প্রিহেন্সিভ বিল আনেন না কেন? এই এ্যাক্ট কার্যকরী হবার পর আমাদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হয়েছে কোর্টে মামলার সংখ্যা বেড়েছে না কমেছে? ১৯৫০ সালের প্রেমিসেস রেন্ট কন্ট্রোল এ্যাক্টএর পরিবর্তন করে ১৯৫৬ সালে এই আইন পাস করা হয়েছিল এবং উদ্দেশ্য ছিল টেনান্ট-দের ক্ষেত্রে বিশেষ করে সাব-লেসিদেরে ক্ষেত্রে নাকি অনেক সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে যাতে করে ফ্রিমজী এবং ফ্রিভোলাস সাব-লেটিং যা হয় তা বন্ধ হতে পারে। আমার বক্তব্য হচ্ছে, এই আইনের ভিতর দিয়ে সাব-টেনান্টদের অধিকতর হার্ডশিপএর মধ্যে ফেলা হচ্ছে কিনা, ল্যান্ডলর্ড এবং টেনান্টদের মধ্যে রিলেশনশিপএর কোনরকম উন্নতি হবে কিনা। মুন্সেফদের বেলায় ১০ বৎসরের জায়গায় ৫ বৎসর করে দিচ্ছেন, কিন্তু নাম্বার অফ কেসেস যদি বৃদ্ধি না পেয়ে থাকে তবে তো অল্পসংখ্যক মুন্সেফ দিয়েই কাজ চলান যেত।

[4-10—4-20 p.m.]

সুতরাং এই যে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন দশ বছরের অভিজ্ঞ মুন্সেফ পাওয়া যাচ্ছে না সুতরাং পাঁচ বছরের অভিজ্ঞ মুন্সেফ সেখানে গ্রহণ করা হোক, অর্থ কাজ চলছে না, অর্থাৎ এই ধরণের নাম্বার অফ কেসেস বেড়ে গিয়েছে, উপযুক্ত লোক পাওয়া যাচ্ছে না। যদি নাম্বার অফ কেসেস বেড়ে গিয়ে থাকে তাহলে কি ল্যান্ডলর্ড ও টেন্যান্টএর রিলেশনশিপএর কোন উন্নতি হয়েছে বলে বুঝতে হবে? মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার বক্তব্য হলো—এই যে ক্রিয়েশন অফ সাব-টেনান্টস, সেকশন ১৬(১), যে ক্ষেত্রে হার্ডশিপ রয়েছে সে বিষয়ে মন্ত্রী মহাশয় কি বলছেন? সাব-টেনান্টকে যখন পার্টি করা হয় ইজেক্টমেন্টএর ক্ষেত্রে, তখন ল্যান্ড-লর্ডএর মর্জির উপর সাব-টেন্যান্টএর অধিকারটুকু কেন রাখা হয়েছে যে সাব-টেনান্ট ল্যান্ডলর্ড-এর পার্মিশন ছাড়া থাকতে পারবে না?

Mr. Speaker: How is all that relevant? Where do the sub-tenants come in? What is the scope of the Bill? In view of the shortage of experienced Munsifs, it is difficult to make Munsifs of 10 years' standing available for the appointment and therefore it is proposed to have Munsifs of 5 years' standing for the appointment.

Sj. Sunil Das: Taking it in isolation you may be justified in saying so but my point is that there are some compelling reasons for bringing in this Bill.

learned friend of mine sitting on the opposite that an Advocate of the Calcutta High Court has come to such a state of affairs that he is even ready to accept a pay of Rs. 250. I know that no good Advocate would join this post and since this amendment would be quite infructuous, ineffective and of no use whatever, I have no objection to accept the amendment.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 2, line 1, after the words "of clause (a)" the words "and in sub-clauses (i) and (ii) of clause (b)" be inserted, was then put and agreed to.

The question that clause 2, as amended, do stand part of the Bill, was then put and agreed to.

Preamble

The quetion that the Preamble do stand part of the Bill was then put and agreed to.

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Sir, I beg to move that the West Bengal Premises Tenancy (Amendment) Bill, 1958, as settled in the Assembly, be passed.

The motion was then put and agreed to.

The Industrial Disputes (West Bengal Amendment) Bill, 1957

The Hon'ble Abdus Sattar: Sir, I beg to introduce the Industrial Disputes (West Bengal Amendment) Bill, 1957.

[Secretary then read the title of the Bill]

The Hon'ble Abdus Sattar: Sir, I beg to move that the Industrial Disputes (West Bengal Amendment) Bill, 1957, be taken into consideration.

Sj. Bankim Mukherji: I rise on a point of order. My point of order is that in this form the Bill cannot be moved.

আমার প্রথম পয়েন্ট অফ অর্ডার হচ্ছে, মন্ত্রী মহাশয় একটা এমেন্ডমেন্ট নোটিস দিয়েছেন—অন ৭-৭-৫৮, এ্যামেন্ডমেন্ট মুভ করবার জন্য। আমার প্রথম পয়েন্ট অফ অর্ডার হচ্ছে, যিনি মুভার অফ দি বিল তিনি এ্যামেন্ডমেন্ট মুভ করতে পারেন কিনা।

দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে, সাবস্টেন্সিয়াল ক্লজ নং ৩-এর উপর এ্যামেন্ডমেন্ট—ইট ইজ এ নিউ বিল অলটুগেদার। সুতরাং নতুন করে ড্রাফট করে বিল সার্কুলেট করা উচিত।

Mr. Speaker: Mr. Sattar, you go on. My ruling will be there tomorrow.

Sj. Ganesh Ghosh: What is your ruling?

Mr. Speaker: You have understood my decision The reasons will be made available tomorrow.

[4-30- 4-40 p.m.]

The Hon'ble Abdus Sattar:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার এই বিলটা অতি সহজ, সরল এবং সর্বপ্রকার জটিলতামুক্ত। এখন যে বিধান আছে সে বিধান অনুসারে হাই কোর্টের জজ কিংবা ডিস্ট্রিক্ট জজ যার দুই বছরের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রাইবিউন্যালএ অভিজ্ঞতা আছে এমন লোককে নিযুক্ত করা যায় এমন লোক খুব কম পাওয়া যায়। আমাদের যে একটা ট্রাইবিউন্যাল আছে, সেজন্য আমরা প্রয়োজন অনুভব করলেও অতিরিক্ত ট্রাইবিউন্যাল নিয়োগ করতে পারছি না। যদিও এই বিল অত্যান্ত সহজ এবং সরল, কিন্তু এটা অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, আমাদের এই রাজ্যে শিল্পে শান্তিরক্ষার কাজ অত্যান্ত প্রয়োজনীয়। এই ধরণের কথা প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায় যে অত্যান্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে

যেসমস্ত বিরোধ আছে, তার নিষ্পত্তি হয় না। ক্ষিপ্রতার সঙ্গে নিষ্পত্তি করতে হলে প্রয়োজন অনুসারে অতিরিক্ত আরও ট্রাইবিউন্যাল নিয়োগ করা উচিত, এবং নিশ্চয় তা করতে পারা যায়। এখন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে বিরোধের সংখ্যা যা নিষ্পত্তির জন্য আসে তা ধীরে ধীরে বেড়ে যাচ্ছে। সেইসঙ্গে তাল রেখে আমরা যদি ট্রাইবিউন্যালের সংখ্যা বাড়াতে না পারি তাহলে নিশ্চয় দ্রুত নিষ্পত্তি হবে না, এবং তার ফলে শ্রমিক সমাজে নিশ্চয় বিক্ষোভ থাকবে, এবং সেটা ক্রমশঃ বেড়ে যাবে। তাই আমি মনে করি যে এ রাজ্যে শিল্পে শান্তি রক্ষার জন্য, শ্রমজীবী-সমাজের সঙ্গে মালিক সম্প্রদায়ের সম্পর্ক উন্নততর করবার জন্য, এই বিলের প্রয়োজন আছে। আমি দীর্ঘ বক্তৃতা করতে চাই না, এবং আমরা সবাই বিশ্বাস করি যে দ্রুততার সঙ্গে সমস্ত বিরোধের নিষ্পত্তির দিকে লক্ষ্য রেখে এই বিলকে উপলক্ষ্য কোরে আশা করি বিতর্কের তুফান বেশী উঠবে না, এবং অত্যন্ত সহজ ও সরল এই বিল গৃহীত হবে—এই কথা বলে আমি এই বিল উত্থাপন করছি।

Mr. Speaker: Mr. Mukherjee, I would draw your attention to page 527 of May's Parliamentary Practice. [The Book was handed over to Sj. Bankim Mukherjee.] Yes, Dr. Ranen Sen.

Dr. Ranendra Nath Sen: Sir, I beg to move that the Industrial Disputes (West Bengal Amendment) Bill, 1957, be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st August, 1958.

মিঃ স্পীকার, স্যার, এই বিল আনয়নের জন্য আমার আপত্তি নাই, আমি প্রথমেই বলে রাখি—কিন্তু আমি এ সম্পর্কে দুই-একটি কথা আপনার সমক্ষে উপস্থাপিত করতে চাই।

প্রথমে এই বিল আনবার পিছনে যুক্তি হিসাবে মন্ত্রী মহাশয় যে কথাগুলি বলেছেন সে সম্পর্কেই দুই একটি কথা বলব।

তিনি বলেছেন যে, শিল্পে বিরোধ মীমাংসা তাড়াতাড়ি হয় না। তাঁরা উপযুক্তসংখ্যক বিচারক পান না—এই কথাই বলেছেন। সেই জন্য শিল্পে শান্তি রক্ষা করা মাঝে মাঝে মুস্কিল হয়।

আমি বলতে চাই যে এই যদি হয়, তাহলে পশ্চিমবাংলা সরকার সমগ্র ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউট এ্যাক্ট সম্পর্কে ভালভাবে ভেবেচিন্তে একটা বিল আনলেন না কেন? পশ্চিমবাংলা সরকার বলেন হাসপাতাল বা এডুকেশন্যাল ইন্সটিটিউশনে ট্রেড ইউনিয়ন করা চলবে না। স্ট্রাইক করা চলবে না। এই রকম জরুরী কথা আলোচনার জন্য কেন সেগুলি উপস্থাপিত করেন না? পশ্চিমবাংলা সরকার এম্‌প্লয়ীজ স্টেট ইন্সিউরেন্স স্কীম অনুসারে আলাদা হাসপাতাল করা হবে না, এই কথা নিয়ে দিল্লী পর্যন্ত দরবার করেন, তাহলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউটস এ্যাক্ট সম্পর্কে কেন উপস্থিত করেন না? তিনি বলেছেন শিল্পে শান্তি রক্ষায় দেরী যাতে না হয়, তার দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

১২নং ক্লজের ২নং ধারায় যেখানে যেখানে কনসিলিয়েশন সম্পর্কে বলা হয়েছে, এবং কনসিলিয়েশন অফিসারএর কথা বলা হয়েছে, অথচ সেই কনসিলিয়েশন অফিসার ডাকলে পর এই আইনের মধ্যে কোথাও নাই যাতে মালিকপক্ষকে উপস্থিত হতে হবে এবং এই যে দেরী হয়ে যায় এবং শিল্পে অশান্তি দেখা দেয়, সেটার এই কারণ মন্ত্রী মহাশয় জানেন, অথচ সে সম্পর্কে তাঁরা কোন চিন্তা করেন না।

আর একটা কথা বলতে চাই যে ২৩নং ধারার (সি) উপধারায় যেসমস্ত কথা বলা আছে, তার ফলে ২৪নং ধারার (৩) উপধারায় আছে—

> "A lockout declared in consequence of an illegal strike, or a strike declared in consequence of an illegal lock-out shall not be deemed to be illegal".

আমি বলছি এখানেও যখন মালিকপক্ষ হয়ত ইল্লিগ্যাল বলে লক-আউট করলেন না, কিন্তু এমন একটা কিছু করলেন তার ধাক্কাতেও শ্রমিকেরা সেখানে স্ট্রাইক করতে পারছে না।

Mr. Speaker: I would raise the same objection. The scope of the Bill cannot be extended.

Dr. Ranendra Nath Sen:

আমি জানি যে স্কোপ অফ দি বিল সীমাবদ্ধ, কিন্তু আমি দুটো উদাহরণ আপনার সামনে উত্থাপন করছি।

Mr. Speaker: You are giving a general review of the Industrial Disputes Act.

Dr. Ranendra Nath Sen:

তিনি তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন স্পীডি সেটেলমেন্ট কোরে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পিস করবার জন্য। তা যদি হয় তাহলে অন্য ধারা সম্বন্ধে তিনি কেন সুসংবদ্ধ সংশোধন নেবেন না? —এই আমার প্রধান এবং মূল কথা। এ সম্পর্কে গভর্নমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আর যদি না নিয়ে থাকেন তাহলে গভর্নমেন্টের অন্ততঃ সেইরকম একটা প্রয়োজনীয় ধারার পরিবর্তন করবার দরকার আছে এবং এটার জন্য গভর্নমেন্ট চেষ্টা করুন। এজন্য কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের কণ্ফারেন্স-এর দরকার হয়। সেই কনফারেন্স যদি করতে হয় তাহলে সেজন্য পশ্চিমবাংলা সরকার খানিকটা সেখানে তদ্বির করুন। এই জিনিসটা যদি করি তাহলে অন্যান্য ধারারও সংশোধন হতে পারে। একটা স্টেট লেবার এডভাইসরী বোর্ড আছে, তাদের সামনে সেই জিনিসগুলি নিয়ে যেতে পারেন, এবং এই সমবেত চেষ্টার ফলে আপনারা ভালর দিকে পরিবর্তন আনবার চেষ্টা করতে পারেন। একটু এদিক ওদিক কোরে আনলে লাভ হয় না। সেই জন্য বলব মাননীয় মন্ত্রী সত্তার সাহেব খানিকটা চেষ্টা করুন এই দিকে। আমাদের অভিজ্ঞতা গত ৪।৫ বছর ধরে আমরা তদানীন্তন শ্রমমন্ত্রী কালীপদ বাবুর কাছে এই রকম কথা বলেছি। তিনি শুধু বলতেন যে জজ পাওয়া যায়না, কি করতে পারি? সেখানেই তাঁর দায়িত্ব খালাস হয়েছে। এখানে আমি বলব সত্তর সাহেব নিজেও বললেন না যে একটা ভাল রকম পবিবর্ত্তন হচ্ছে, কিন্তু তাহলে ও তিনি একটু গরজ দেখিয়েছেন একটু তাড়াতাড়ি স্পিডি সেটেলমেন্ট এর জন্য চেষ্টা করা দরকার। সেইজন্য তিনি এই বিল এনেছেন। সে দিক দিয়ে আপত্তি করছিনা, কিন্তু কথা গুলো যা বলেছি সেদিকে তার যেন দৃষ্টি থাকে।

[4-40—4-50 p.m.]

Mr. Speaker: You should look at the scope of the Bill. I will tell honourable members that the object of the Bill is to make District Judges with two years' experience eligible for the appointment. Now, how long does it take a Munsif to become a District Judge? I have worked out something. For 16 to 20 years he must work as a Munsif and thereafter for five or six years as a Subordinate Judge—that is he puts in 24 years of judicial work before he becomes a District Judge. So if such an officer is to deal with the industrial disputes, there is nothing wrong. As some of the honourable members at least must be aware, there are instances where decisions of Subordinate Judges have been rejected by the High Court but accepted by the Privy Council. The District Judges should be quite competent to deal with these cases.

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, ১৯৪৭ সালের শ্রমশিল্প বিরোধ আইনের ৭(৩) ধারায় এইকথা বলা হয়েছে যে শ্রমশিল্প সংক্রান্ত কোন ট্রাইবুনালের মেম্বার হতে হলে হাইকোর্টের জজ না হয়ে ডিষ্ট্রিক্ট জজ হলেও চলবে। সেই ধারাতে আরও একটা কথা বলা হয়েছিল যে হাইকোর্টের কোন উকিল বা এ্যাডভোকেট তাঁর হাইকোর্টের জজ হবার যোগ্যতা থাকলে তিনিও ট্রাইবুনালের জজ হতে পারবেন। কিন্তু 'বি' অনুসারে যদি কাউকে ট্রাইবুনালের জজ করতে হয় তা হলে হাইকোর্টের অনুমতি নিতে হবে। এই সমস্ত জিনিস ১৯৪৭ সালের আইনে ছিল। স্পীকার মহোদয় আপনি জানেন যে পশ্চিম বাংলায় এই আইনটা চালু করার দায়িত্ব শ্রমমন্ত্রী হিসাবে আমার উপর বর্ত্তায়। তখন এই আইন অনুসারে যিনি হাইকোর্টের জজ ছিলেন বা আছেন,

ডিস্ট্রিক্ট জজ ছিলেন বা আছেন তাঁকেই ট্রাইব্যুনালের জজ করা যেত। আমি খুব অল্প সময়ের মধ্যে অনেক কয়েকজন এ্যাপয়েন্ট করেছিলাম। এর ফলে কয়েক মাসের মধ্যেই বহু ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউটএর বিচার সম্ভব হয়েছিল। এই আইন চালু করতে গিয়ে আমি অনেক জজ এ্যাপয়েন্ট করেছি বলে এবিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা আছে। এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউট এ্যাক্টএর প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও শ্রমিকরা এটা পছন্দ করে। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক এই আইনটা সংশোধিত হয়। সংশোধিত আকারে আইনটা এই দাঁড়ায় যে তিনিই একমাত্র ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রাইব্যুনালের জজ হতে পারবেন যিনি, হাইকোর্টে জজ আছেন বা ছিলেন, তিনি এ্যাপিলেট ট্রিব্যুনালএর জজ ছিলেন বা আছেন। এ্যাপিলেট ট্রিব্যুনাল বন্ধ হয়ে গেছে কিন্তু এ্যাপিলেট ট্রিব্যুনালএর জজ বা হাইকোর্টের জজ পাওয়া খুবই কঠিন। সুতরাং মন্ত্রী মহাশয় যে বলছেন যে ট্রাইব্যুনালের কাজ চালান খুব কঠিন হয়ে পড়ছে বলে এই আইনটা আনা হয়েছে একথা খুবই যুক্তিসংগত। এই আইনটা আরও আগে আনা উচিত ছিল। যাই হোক এখন তিনি এটা এনে ভালই করেছেন এবং আমি এই আইনটা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করছি। কিন্তু যেহেতু এই আইনকে কাজে রূপায়নের দিক থেকে আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে সেহেতু আমি দু-একটা কথা বিশেষ করে মন্ত্রী মহোদয়কে বলতে চাই। একটা কথা আমাদের ভুললে চলবে না যে এই আইনটার প্রতি বিরোধিতা হয়েছিল—খালি বেঙ্গলেই নয়, যখন ১৯৩৬ সালে বোম্বেতে এ ধরনের একটা আইন প্রথম চালু করা হয় তখন সেখানেও বিরোধিতা হয়েছিল। এই আইনটার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন চলেছিল এবং সেই আন্দোলনের সম্মুখে আমাদের এই আইনটাকে চালু করতে হয়েছিল। মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে শ্রমশিল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠা করাই এই আইনের উদ্দেশ্য। ঠিক কথা, কিন্তু শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে গেলে মনে রাখতে হবে যে স্ট্রাইকের বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে আমরা ট্রাইব্যুনাল চালু করছি। আলাপ আলোচনাদির মাধ্যমে যদি বিরোধের মীমাংসা না হয় তবে শ্রমিকদের বলছি যে হরতাল না করে ট্রাইব্যুনালের সাহায্য নাও। সুতরাং স্ট্রাইকের বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে আমরা ট্রাইব্যুনালের ব্যবস্থা করেছি কিন্তু ঠিক বিকল্প ব্যবস্থা হয় নি। কেন হয় নি? স্ট্রাইকের মীমাংসা যাই হোক না কেন অল্প সময়ের মধ্যেই হয়ে যায়। সাতদিন, এক মাস, বড়জোর দুই তিন মাসের বেশী স্ট্রাইক এখানে বড় একটা চলে না। সুতরাং ট্রাইব্যুনালকে যদি বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে চালু করতে হয় তবে সেগুলির ডিসসন, মীমাংসা সিদ্ধান্ত শীঘ্র হওয়া চাই। ট্রাইব্যুনালের বিচারে এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে বিচার দুই তিন মাসের ভেতর শেষ হতে পারে। আমি মন্ত্রী মহোদয়কে একটা বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করতে বলি। আমি যখন মন্ত্রী ছিলাম যখন ট্রাইব্যুনাল প্রথম চালু হয় সে সময়ের দিকে তিনি যদি একটু নজর দেন তবে দেখবেন বড় বড় বিরোধের বিচার, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক, বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রভৃতির বিরোধের বিচার এক মাসের ভেতরই শেষ হয়েছিল। আমি কখনও কখনও একটা বেআইনী কাজও করতাম, ট্রাইব্যুনালের অর্ডার দিয়ে সংগে সংগে লিখে দিতাম দি অ্যাওয়ার্ড ইজ টু বি গিভিন ইফেক্ট উইদিন ওয়ান মান্থ, দি অ্যাওয়ার্ড ইজ টু বি গিভিন উইদিন টু মান্থস্ ইত্যাদি। যদিও এটা বেআইনী কাজ তবুও আমি সেটা করতাম। আমি মনে করতাম স্ট্রাইকের সত্যিকার বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে ট্রাইব্যুনাল চালু করতে হলে এ ধরনের কিছু করা অত্যাবশ্যক। কিন্তু এখন কি হচ্ছে? ট্রাইব্যুনালএ কতদিন লাগবে ঠিক নাই। কন্সিলিয়েশন ১৪ দিনের ভিতর শেষ হওয়া দরকার, কিন্তু ৩।৪।৫।৬ মাস চলে যায় কন্সিলিয়েশন হয় না অথচ আইনে আছে ১৪ দিনের ভিতর—

[4-50—5 p.m.]

Mr. Speaker: Mr. Banerjee, you are an old Parliamentarian—where is the scope of this in the Bill?

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

স্কোপ আছে। ট্রাইব্যুনাল জজ বেশী সংখ্যায় নিযুক্ত হওয়া দরকার যাতে বিচার তাড়াতাড়ি হতে পারে। আপনি জানেন, আমি আগেও একথা বলেছি যখনই একটা বিরোধ ট্রাইব্যুনালএ দেওয়া হয় তখন সেটাকে স্ট্রাইকের বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে ধরে নিতে হবে—ইট ইজ এ্যান অল্টারনেটিভ টু স্ট্রাইক, কারণ আমার বক্তব্য, যদি বেশীসংখ্যক এফিসিয়েন্ট জজ নিয়োগ করার

ব্যবস্থা না করা হয় তাহলে ট্রাইব্যুনালের এওয়ার্ড পেতে দেরী হবে, ফলে বিরোধ ট্রাইব্যুনালে দেওয়ার উদ্দেশ্যই অনেকটা ব্যর্থ হয়ে যাবে। কারণ, আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে, ট্রাইব্যুনালে দেওয়ার মানে হচ্ছে,

we are taking recourse to an alternative to a strike.

Mr. Speaker: You will agree that it is not possible, nor reasonable or prudent to fix a time limit within which an industrial dispute ought to be disposed of by a judge. I can tell you when I was not a politician—I had to figure in some of the biggest industrial cases in India and I found the delay on various occasions was due to the parties and not due to the judges.

Dr. Suresh Chandra Banerjee: I shall try to impress you. What is the object of the Bill? The object of the Bill is to make it possible for the Government to appoint more judges for delivery of quick judgment.

কিন্তু অনেক সময় দীর্ঘ সময় লেগে যায়। কাজেকাজেই প্রধান কথা হচ্ছে, যদি আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রাইব্যুনাল সাকসেসফুল করতে হয় তাহলে মোর এফিসিয়েন্ট জাজ এ্যাপয়েন্ট করতে হবে সো দ্যাট কুইক এ্যাওয়ার্ড ইজ পসিবল। সুতরাং আমি সত্তার সাহেবকে এ্যাপিল করছি যাতে করে এই আইনটার সংশোধন করা যেতে পারে তার ব্যবস্থা যেন করেন। কারণ, এ বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা আছে—

I had been in his position for some time and I was the first Labour Minister to bring into operation the Industrial Disputes Act of 1947.

এবং আমি মনে করি -

I am consistent with the scope of the Bill. It was not out of order and I shall be happy if the Hon'ble Minister will accept it.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই বিলের উদ্দেশ্যের সঙ্গে আমার মতবিরোধ নাই। এই বিষয়ে আমাদের শ্রমমন্ত্রী এবং তাঁর দপ্তরের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা মে মাসে নৈনিতালে যে ইন্ডিয়ান লেবার কন্ফারেন্স হয়ে গেল সেই লেবার কন্ফারেন্সে এই বিষয়টা উত্থাপন করেছিলেন এবং সেখানে এই বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনাও হয় এবং সেই আলাপ আলোচনা চলার সময় এই কন্ফারেন্সএর থেকে একটি সাব-কমিটি গঠিত হয় এই বিষয়গুলি আলোচনা করবার জন্য। সেই সাব-কমিটিতে আমাদের শ্রমদপ্তরের যিনি জয়েন্ট সেক্রেটারী তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে ছিলেন এবং সেই সাব-কমিটিতে আমারও থাকবার সৌভাগ্য হয়েছিল। সেখানে একটা জিনিস অত্যন্ত জোরের সঙ্গে আমরা শ্রমিক প্রতিনিধিরা বলেছিলাম যে, যখন বিচারক নিয়োগ করা হয় এবং আপনি জানেন আপনি একজন বিশিষ্ট আইনজ্ঞ সকলেই বলেন এবং সেটা আমিও মেনে নিয়েছি যে এলিমেন্টারী প্রিন্সিপ্যাল অফ জুরিসপ্রুডেন্স বলে যে

not only justice should be done but it must appear that justice is being done.

ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রাইব্যুনালে সেজন্যই আমরা বলেছিলাম, যে জজরা ওখানে বিচার করবেন, আমরা সকল শ্রমিক প্রতিনিধি এটা দাবি করেছিলাম যে, সেই বিচারক রিটায়ার করবার পর ট্রাইব্যুনাল থেকে যেমন হাইকোর্টে নিয়ম আছে যে, বিচারক সেখান থেকে রিটায়ার করবেন সেই কোর্টে আর তিনি প্র্যাকটিস করতে পারেন না এইরকম একটা আইন, আমরা এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রাইব্যুনালের জন্য দাবি করেছিলাম—আমরা বলেছিলাম সেই নিয়ম করা হোক। কারণ আমরা দেখেছি আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে যে, বিচারকরা ট্রাইব্যুনাল থেকে অবসর গ্রহণ করার সাথে সাথে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মালিকের পক্ষ হয়ে শ্রমিকের বিরুদ্ধে মামলা পরিচালনা

করেন। নৈনিতাল কনফারেন্সএর কমিটি যে রিপোর্ট দিয়েছিল এবং সেটা গৃহীতও হয়েছিল, নৈনিতাল কনফারেন্স—আমি আপনাকে সেটা পড়ে শোনাচ্ছি—

> The Committee also desired that an assurance should be taken from district judges appointed to tribunals that they would not practise before the same tribunal after retirement from it.

আমরা খুব খুশী হতাম যদি উনি যে বিল এনেছেন সেই বিলের মধ্যেও এরকম একটা ধারা সন্নিবেশিত হত। তারপর এও, স্যার, আপনি জানেন যে, অনেক সময় দেখা গিয়েছে যে, যাঁরা বিচারক তাঁদের ইনডাইরেক্টলি নানাভাবে আত্মীয়স্বজনদের কিছুটা স্বার্থ থাকে। সেজন্য এটা পরিষ্কার করে রাখা হয়েছিল যে, যিনি বিচারক হবেন তাঁর যেন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যে বিষয় নিয়ে বিরোধ হয়েছে এবং যে বিরোধের মীমাংসা হতে চলেছে তার সাথে কোনরকম স্বার্থজড়িত না থাকে। এইরকম একটা ধারা যদি থাকত যে কথা আমি আগেই বলেছি যে, বিচারক রিটায়ার করবার পর সেই ট্রাইব্যুনালের সামনে নিজে এডভোকেট হিসাবে বা কাউন্সেল হিসাবে উপস্থিত হতে পারবেন না তাহলেই আমরা সন্তুষ্ট হতাম—এবং এটা থাকাও উচিত ছিল, কারণ আমরা বহুক্ষেত্রে দেখেছি যে, বিচারকের আসন থেকে সরে যাবার পর তাঁরা মালিকের পক্ষাবলম্বন করে মামলা পরিচালনা করেন এবং অনেকে বড় বড় পোস্টও নিয়েছেন। বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স কয়েক হাজার টাকায় একজন অভিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল বিচারক নিয়েছেন। আমরা দেখেছি তার থেকে যদি শ্রমিকদের মনে সন্দেহ হয় যে আজকে বিচারক হয়ে যাঁরা বসে আছেন, তাঁরা মালিকদের মুখের দিকে চেয়ে থাকেন যাতে করে রিটায়ার করবার পর তাঁরা বড় বড় চাকরী সেখানে পেতে পারেন। সেইজন্য এখানে এইরকম একটা ধারা সন্নিবেশিত হওয়া উচিত ছিল। নৈনিতালে লেবার কনফারেন্সে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা ছিলেন, বিভিন্ন রাজ্যসরকারের প্রতিনিধিরা ছিলেন, সেখানে শ্রমিকদের প্রতিনিধিরাও ছিলেন এবং সেখানে সর্বসম্মতিক্রমে যখন এই ধারা আমরা গ্রহণ করেছি, যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি, তখন আমি শ্রমমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানাবো—তিনি এই বিলের মধ্যে এইরকম একটা ধারা সন্নিবেশিত করুন।

[5—5-20 p.m.]

Mr. Speaker: Mr. Chakravorty, perhaps you may not be in the know that in the Constitution there is a bar so far as High Court Judges are concerned. As far as I know, I see the force of your argument—there is no such restriction so far as District Judges, City Civil Court Judges, Magistrates and others are concerned. These people must be singled out and prohibited in that case;—if there is a general principle laid down that no Judges after retirement can practise in their courts, that is a different matter—because I know the Judges who have originally been Advocates of the High Court after retirement are going to the High Court again.

Recess for 15 minutes.

[At this stage the House was adjourned for 15 minutes.]

[After adjournment]

[5-20—5-30 p.m.]

Sj. Chitto Basu:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি দু-চার মিনিটের ভেতর আমার বক্তব্য শেষ করবো।

Mr. Speaker: I would request you not to go over the same point again and again.

Sj. Chitto Basu:

মাননীয় শ্রমমন্ত্রী এই বিল উত্থাপন করবার প্রসঙ্গে যে কয়েকটি কথা বলেছেন, যে পয়েন্ট উল্লেখ করেছেন, সেই সম্পর্কে দু-একটা কথা বলা প্রয়োজন। তিনি প্রারম্ভিক বক্তৃতায় বলেছেন

যে ট্রাইব্যুনালের সামনে ক্রমাগত যেসমস্ত কেস রেফার্ড হচ্ছে তার সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। এই সংখ্যা বৃদ্ধির হেতুর দরুন ট্রাইব্যুনালে যাতে অধিক সংখ্যক জজ নিয়োগ করা যায়, তার জন্য আমি এই সংশোধন প্রস্তাব আনতে বাধ্য। মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনার কাছে এই নিবেদন যে একথা ঠিক আজ আমরা বর্তমানে যে অবস্থায় চলেছি—শিল্পবিরোধের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে এবং অধিকাংশ বিরোধগুলি ট্রাইব্যুনালের সামনে হাজির করতে হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে বলার কথা হলো শিল্পবিরোধ যে বেড়ে যাচ্ছে এবং ট্রাইব্যুনালের সামনে কেসের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। সর্বপ্রথম এটা চেষ্টা করা দরকার যাতে ট্রাইব্যুনালে কেসের সংখ্যা কমে যায়। তা করতে গেলে আমার মনে হয়......

Mr. Speaker:

লেবার লীডাররা কি করছেন?

Sj. Chitto Basu:

লেবার লীডাররা কি করবেন? সেটা আমাদের উপর ছেড়ে দেবেন। এতে উকিলবাবুদের খুব সুবিধা হচ্ছে। কাজেই আপনার কাছে এবং বিশেষ করে শ্রমমন্ত্রীর কাছে বলবার কথা হলো এই যে, যে প্রারম্ভিক উদ্দেশ্যে এই সংশোধনী বিল আনলেন, যাতে ট্রাইব্যুনালে অধিক পরিমাণে কেস রেফার্ড না হয়, তারজন্য প্রাথমিক ব্যবস্থা করা দরকার। সেই প্রাথমিক ব্যবস্থা করতে গেলে, তিনিও একথা স্বীকার করবেন যে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউট এ্যাক্ট যেটা পশ্চিমবাংলার শ্রমিকদের জীবনের ক্ষেত্রে একান্ত অপরিহার্য এমনকি সারা ভারতের শ্রমিক-জীবনের ক্ষেত্রেও অপরিহার্য সেই ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউটস এ্যাক্টে যে কতকগুলি জটিলতা আছে, যে ডিফেক্টগুলি রয়েছে, সেগুলি আমি উল্লেখ করতে চাচ্ছি না, কারণ, আপনি এ্যালাউ করবেন না। সেইজন্য আমি বলছি না। আপনি অপরকে এ্যালাউ করলেও আমাকে করবেন না। কাজেই সেগুলি উল্লেখ না করেও আমি মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করছি যে ট্রাইব্যুনালএ কেসের সংখ্যা হ্রাস করবার জন্য প্রথমে চেষ্টা হওয়া দরকার। এবং তার জন্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউট এ্যাক্টএর একটা সামগ্রিক সংশোধন হওয়া দরকার, যেটা অপরাপর রাজ্যে ইতিমধ্যেই করা হয়েছে। আপনি যদি শুনতে চান ত বলতে পারি। অপরাপর রাজ্য যেমন বোম্বে, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ, আসাম প্রভৃতি বিভিন্ন রাজ্যে কি ধরণের সংশোধন প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে, সেখানে শ্রমিক, মালিকের যে সমস্যা তা সমাধান করেছেন দেখতে পাই।

মিঃ স্পীকার, স্যার, যে ট্রাইব্যুনালের কথা উল্লেখ করেছেন, সেই ট্রাইব্যুনালের জজ নিয়োগ সম্পর্কে আমার একটা কথা আছে। আপনি নিজে খানিকক্ষণ আগে বলেছিলেন একজন জেলা জজের অন্ততঃপক্ষে ৪৫ থেকে ৫৫ বছরের মধ্যে বয়স থাকা উচিত। আমিও এটা লক্ষ্য করেছি যে ট্রাইব্যুনালগুলির জজদের বয়স বেশী হওয়ার দরুন, তাঁরা বেশী পরিমাণ পরিশ্রম করতে পারেন না, দিনের পর দিন ফেলতে হয়। কাজেই আমি একটা সংশোধনী প্রস্তাব দিয়েছি, অন্ততঃ কমপক্ষে এই ধরণের ৫৫ বৎসরের কোন জজকে নিয়োগ করা উচিত হবে না। আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি ৫৫ বছরের বেশী বয়স্ক কোন জজকে যদি ট্রাইব্যুনালে বসিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে শ্রমমন্ত্রী যতই চান না কেন, তাড়াতাড়ি কেসগুলি নিষ্পত্তি করতে, তা কখনও সম্ভব হবে না।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আমরা জানি যেসমস্ত ব্যক্তিদের ট্রাইব্যুনালের জজের পদে নিযুক্ত করা হয়, তাঁরা যদি পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে কোন বিজিনেস অর্গানাইজেশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকেন তাহলে সেখানে শ্রমিকদের স্বার্থ ঠিকভাবে রক্ষিত হয় না।

Mr. Speaker:

সে কথা যতীনবাবু পূর্বে বলে গিয়েছেন। আপনি কি তাঁকে সমর্থন করছেন?

Sj. Chitto Basu:

হাঁ, আমি তাঁকে সমর্থন করছি।

কাজেই শ্রমিক-মালিকের সম্পর্কের উন্নতি করতে গেলে, শিল্পবিরোধ কমাতে গেলে, আমার এই সংশোধনী প্রস্তাবগুলি নেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।

Sj. Monoranjan Hazra:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই যে বিলটি মন্ত্রী মহাশয় এনেছেন, এই বিলটি আরও আগে আনলে ভাল হত। যাইহোক, বিলম্বে আনলেও ভাল হয়েছে। এই বিলটিকে আমি সমর্থন জানাচ্ছি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি—১৯৫২ সালে কালীবাবু যখন শ্রমমন্ত্রী ছিলেন, তখন তিনি এই কথা ভাবেন নি কেন?

Mr. Speaker:

আর ভেবে কি হবে? কালীবাবু পারেন নি বলে উনি যে পারবেন না, তার কি মানে আছে?

Sj. Monoranjan Hazra:

এই রকম ধরণের এত বয়স্ক লোকদের যদি জজের পদে নিযুক্ত করা হয়, তাহলে তাঁরা ঠিকমত কাজ করতে পারবেন না।

Mr. Speaker:

তাহলে ত আমার ভাগ্যে কোনদিনই জজ হয়ে চাকরী করা সম্ভব হবে না।

Sj. Monoranjan Hazra:

আমি এখানে আর একটা কথা বলতে চাই। বীরভূমের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের প্রসঙ্গে, তিনি বলেছিলেন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় আমার জানা লোক। অমুক আমার লোক, এটা যেন বলা না হয়। এইটাই আমার বক্তব্য।

Sj. Rabindra Nath Mukhopadhyay:

স্যার, আমি সামান্য কথা বলছি। মোটামুটি বক্তব্য হচ্ছে, এই বক্তব্যের সঙ্গে আমাদের মিল থাকলেও আপনি যে একটা মন্তব্য করলেন সেই সম্পর্কে আমাদের যে এক্সপিরিয়েন্স আছে সেটাই আপনার কাছে নিবেদন করছি। এখানে বলা হয়েছে যে ২৪ বৎসরের এক্সপেরিয়েন্স থাকলে তিনি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউটস খুব ভালভাবে ট্যাকল করতে পারবেন।

Mr. Speaker:

আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন। আমি বলেছি ২৪ বৎসর যে ল নিয়ে ঘাটাঘাটি করছে সে পারবে।

Sj. Rabindra Nath Mukhopadhyay:

একই কথা। এটা ঠিক যে ল পয়েন্টস তিনি ভালভাবে ট্যাকল করতে পারবেন। কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউটসএর একটা বড় জিনিস আছে সেটা চোখের আড়ালে হচ্ছে, সেটা হচ্ছে সোস্যাল জাস্টিসের প্রশ্ন। এর প্রতি নজর না রাখলে শুধু আইনজ্ঞ দিয়ে কাজ হয় না। আপনাকে বহু কেসের রেফারেন্স দিয়ে বলতে পারি যে শুধু ২৪ বৎসরের এক্সপেরিয়েন্স এবং ডিস্ট্রিক্ট জজ দিয়ে ঠিকভাবে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউটসের মীমাংসা করা যায় না। তারজন্য দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন হয়। তারজন্য আমি বলবো দু-এক বৎসর যদি ট্রেনিংএর প্রয়োজন হয় তাও দিতে হবে যাতে আমাদের দেশে শ্রমিক-মালিকের সম্পর্ক ভাল হয়। কিন্তু নতুন দৃষ্টিভঙ্গী, শ্রমিককে কিভাবে দেখবেন, সেই আন্ডারস্টেন্ডিং যদি তৈরি না হয় তাহলে আজকের দিনে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউটসের লিগ্যাল এ্যাসপেক্ট যতই থাক না কেন, বিচারবিবেচনা করা যায় না কেন, এই বিভেদের মীমাংসা হয় না। এই প্রশ্ন আগে বলবার চেষ্টা করেছি এবং আজকেও বলছি। আমি মনে করি, মন্ত্রী মহাশয় দেখবেন এই প্রসঙ্গে এই প্রশ্ন বার বার আলোচনা হয়েছে

যে এমন জজ নিয়োগ করবেন না যে আপনার কোন আত্মীয়ের পুত্র, অথবা নিজেদের ব্যক্তিগত লোক বা যে এই বিজিনেস কর্নসার্নের সংগে যুক্ত আছে। এই অভিজ্ঞতা আমাদের আছে, এর ফল আমরা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি।

[5-30—5-40 p.m.]

The Hon'ble Abdus Sattar:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কিছু বলার আগে আমি একটা কথা নিবেদন করতে চাচ্ছি যে, যে ধরণের আলোচনা হয়েছে তার উত্তর দিতে গিয়ে যদি বিলের পরিধির বাইরে কিছুটা যাই তবে আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। এখানে রনেনবাবু একথা বলেছেন যে সামগ্রিকভাবে বিলের পরিবর্তন এলে ভাল হত। কথাটা আমি উড়িয়ে দেই না। এখন এক মাইল চলতে হবে—যদি কেউ আধ মাইলও যায় সেটাও এগিয়ে চলা হল। আজকে কাজ করতে করতে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি তার ফলে আমি বলতে চাই—এবারে নৈনিতালে শ্রমমন্ত্রী সম্মেলনে ইউনিয়ন মন্ত্রী মহাশয় একথা বলেছিলেন যে ৮ বছর পূর্বে—কি ৬ বছর পূর্বে যা একদিন সংগত বলে মনে হয়েছিল, যা যথেষ্ট বলে তখন মনে হয়েছিল, এখন তা মনে নাও হতে পারে। সামগ্রিকভাবে বিল পরীক্ষা করে দেখলে শেষ পর্যন্ত আবশ্যকতা আছে, বারে বারে অনেক সংশোধনী আনবো। এখানে বয়সের কথা বলা হয়েছে। আমি মনে করি, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কিছু কাজ করতে গেলে শুধু তারুণ্যের উৎসাহ নয়, বয়সেরও প্রয়োজন আছে। বিচার করতে গেলে মানুষের বিচারকের ফ্রেম অফ মাইন্ড প্রয়োজন, অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। যেখানে শারীরিক দক্ষতা ও শক্তি দরকার সেখানে তারুণ্য খুব প্রয়োজনীয় কিন্তু যেখানে বিচারকের সুবিচার করার প্রশ্ন সেখানে বয়সের প্রয়োজন আছে, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন আছে, কাজেই একদিকে তারুন্যের উৎসাহ অন্যদিকে প্রবীণের দায়িত্ব ও দূরদৃষ্টি, অভিজ্ঞতা দরকার। এখানে সেই সমস্ত কথাই বলা হয়েছে। এখানে বক্তৃতা প্রসংগে যতীনচক্রবর্ত্তী মহাশয় বলে গেলেন এমন লোক যেন জজ না হন যিনি জজীয়তি থেকে অবসর গ্রহণ করার পরে কোন ফার্মে চাকরি করেন। মাননীয় চক্রবর্তী মহাশয় সব পড়েন কিনা জানিনা, উল্লেখ আছে ডিজায়ারেবল কনভেনসন সৃষ্টি করতে হবে। একথা বলতে চাই আমরা যখন নিয়োগপত্র দেবো—নিশ্চয়ই এটা শর্ত হিসাবে থাকবে যে জাজ অবসর গ্রহণ করার পর অপর জায়গায় চাকুরি করতে যাবে না। আমি একথা বলতে পারি। যারা সরকারী চাকুরি গ্রহণ করে তারা যেন অফিস অফ প্রফিট নিতে না পারে—একদিকে জজ অন্যদিকে চাকুরি করতে পারবে না। এদের কারও কারও কোম্পানিতে শেয়ার থাকতে পারে এবং ন্যায়সঙ্গতভাবেই থাকতে পারে তথাপি জজের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে কেউ আসে যে ঐ কোম্পানিতে তাঁর শেয়ার আছে এবং সেজন্য সুবিচার পাওয়ার আশংকা আছে এমন কোন ঘটনা যদি আমাদের গোচরীভূত করা হয়, আমরা কার্যভার পাল্টে দেবো। আমরা চাই বিচার যেন ঠিক হয়। আজকে একথা কেউ কেউ বলেছেন—একথা ঠিক নয় যে বেশী সংখ্যায় বিচারের জন্য বিরোধের সংখ্যা আসছে বলেই রিলেশনশিপ স্ট্রেইন্ড হয়েছে। এমন সমাজ জানি ব্যাধি হলে চিকিৎসার জন্য আসে না, যখন চিকিৎসার জন্য একসংগে আসে তখন এটা প্রমাণিত করে না যে ব্যাধি বেড়ে গেছে। সেইভাবে বিরোধ শ্রমদপ্তরে অধিক সংখ্যায় আসলেই এটা প্রমাণিত হয় না যে সংখ্যা বেড়ে গেছে, এখানে গেলে বিচার পাওয়া যাবে বলেই তারা আসে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার বক্তৃতা আর দীর্ঘ করতে চাই না—আমি যে কথা মুখবন্ধে বলেছি সে কথা বলেই শেষ করছি যে এই বিল আবার প্রচারের জন্য পাঠাবার আবশ্যকতা নাই, এতে বিচার বিলম্বিত হবে যারা তাড়াতাড়ি বিচার চান তারা জানবেন যে এতে বাধা হবে এবং আমি আশা করি সে কাজে এই হাউস কখনো মত দেবে না। একথা বলে আমি সার্কুলেশনএর যে প্রস্তাব তার বিরোধিতা করছি।

The motion of Dr. Ranendra Nath Sen that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st August, 1958, was then put and lost.

The motion of the Hon'ble Abdus Sattar that the Industrial Disputes (West Bengal Amendment) Bill, 1957, be taken into consideration, was then put and agreed to.

Clause 1

Sj. Jagannath Koley: Sir, I beg to move that in clause 1, line 2, for the figures "1957" the figures "1958" be substituted.

The motion was then put and agreed to.

The question that clause 1, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 2

The question that clause 2 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 3

Mr. Speaker: Honourable members will notice that the Hon'ble Minister-in-charge of the Bill has substituted a new clause and that is by way of an amendment. Of course I have held it to be in order provisionally.

Sj. Bankim Mukherji: Sir, on a point of order. Clause 3 has not been moved.

Mr. Speaker: I started by saying that I am now taking up clause 3. I further understand that the Hon'ble Minister-in-charge has given notice of an amendment which is in substitution of the original clause and thereupon I have called upon him.

Sj. Bankim Mukherji: We got notice of the Bill which has to be moved. Clause 3 has got to be moved; we have got notice of that. Without that somebody cannot move the amendment. It is quite customary that the Chief Whip moves amendments whenever it becomes expedient or necessary. It is highly irregular.

Mr. Speaker: Nowhere the rule requires that the Chief Whip must do it.

Sj. Bankim Mukherji: What I was saying is that clause 3 must be moved by somebody; otherwise we cannot take any cognizance.

Mr. Speaker: I have moved it.

Sj. Bankim Mukherji: Speaker moves!

The Minister has not moved clause 3. He has moved the amendment.

Mr. Speaker: Speaker takes up the clauses.

[5-40—5-50 p.m.]

Sj. Basanta Kumar Panda: I rise on a point of order with regard to this thing. I draw your pointed attention to rule 43, sub-rules (2) and (3). It is an amendment which is going to be moved with regard to this clause. 'An amendment may not be moved which has merely the effect of a negative vote. After a decision has been given on an amendment to any part of a question, an earlier part shall not be amended." You are to decide whether this amendment has got a negative vote with regard to the original clause. The original clause says—"(aa) he has held the office of a District Judge for a period of not less than two years." Here, the qualification given is two years. Now, by the proposed amendment everything goes away—as soon as a man becomes a District Judge or an Additional Judge, he is entitled to be appointed as a Tribunal judge.

Mr. Speaker: How does it negative the whole thing? Instead of two years it says simply a District Judge.

Sj. Basanta Kumar Panda: But the other qualification of two years is eliminated. Therefore the proposed original clause 3 is being negatived by this amendment.

Mr. Speaker: No attempt is being made to kill the clause altogether. The object is to bring in qualified District Judges, in the original section and an additional restriction was put namely "of two years' standing". In this case the restriction has been removed; but no attempt has been made to kill it. If that clause is altogether taken out of the Bill, then that point would have arisen. Whenever an amending section comes from the Treasury Bench it really means that something else is sought to be brought in. When an amendment is introduced on the Government side it does not mean killing the section altogether. If your meaning were held, then no amendment would have been possible for the Treasury Benches at all. The section is remaining but a slight alteration has been made.

Mr. Mukherji, I think rule 65 of the Assembly Procedure Rules answers your question:

> "When this procedure is adopted, the Speaker shall call each clause separately, and, when the amendments relating to it have been dealt with, shall put the question, 'that this clause, or (as the case may be) this clause, as amended, stand part of the Bill'."

Sj. Basanta Kumar Panda: Exactly. Sir, that was what I was saying. We cannot take notice of an amendment unless the clause itself is moved.

Mr. Speaker: I shall take it as moved.

Sj. Bankim Mukherji: No, Sir. Unless he moves it, you cannot take it as that. The clause has not been moved.

Mr. Speaker: Mr. Sattar, you just say why are you moving that amendment. Let me try to regularise it.

Sj. Bankim Mukherji: Even then it would be highly irregular.

The Hon'ble Abdus Sattar:

এটা করলেও তো হয়।

Sj. Subodh Banerjee:

অরিজিনাল ক্লজে প্রসিডিওরে আমরা দেখি যে মেম্বার-ইন-চার্জ অফ দি বিল মুভ করেন।

Mr. Speaker: He is in charge of the Bill.

Sj. Subodh Banerjee:

মোশানটা হচ্ছে—

The Bill be taken into consideration. The Bill means in this particular case the three clauses plus the Preamble.

বিলটা থার্ড ক্লজ বাদ দিয়ে নয়—১, ২, ৩এর ক্লজ প্লাস প্রিয়েম্বল।

I move that the Bill be taken into consideration,

মিনিং থর্ড ক্লজএর মধ্যে কন্সিডারেশনএ আসছে

That means he has moved clause 3.

Mr. Speaker: He gave notice of the amendment before. That is a complete answer to your argument.

Sj. Subodh Banerjee:

রুলস অফ প্রসিডিওর বলছে, যখন মোশান আসবে

that the Bill be taken into consideration

তখন ক্লজের উপর এ্যামেন্ডমেন্ট মুভ করতে পারে। এখানে জেনারেল মিটিংএর কথা বাদ দিচ্ছি। কিন্তু সার্কুলেশন সিলেক্ট কমিটিতে রেফার করে ইত্যাদি ক্লজ বাই ক্লজ এ্যামেন্ডমেন্ট দিতে পারে—এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ৩নং ক্লজ মুভ করলেন তিনি আবার তার উপর এ্যামেন্ডমেন্ট কি করে দিচ্ছেন? সেজন্য এটা আর একজনকে দিয়ে করান হয়। এটা মেঞ্জ পার্লিয়ামেন্টারি প্র্যাকটিসএ আছে। হাউস কমিটি, প্রসিডিউরও একটা আছে। আমি একটা হেল্দি ট্রাডিশনের কথা বলছি। আমাদের হাউসের কনভেনশনএর কথা বলছি যে আপটিল নাউ দি মুভার অফ দি বিল কোন এ্যামেন্ডমেন্ট আনেন নি, সেজন্য চীফ- হুইপকে দিয়েই আনা হয়। কারণ চীফ হুইপ মুভার অফ দি বিল নন। এখানে হাউস অফ কমন্সএর কথা বলা হয়েছে। সেখানকার সমস্ত প্র্যাকটিসের সংগে আমাদের মেলে না। আমাদের এখানে এনি মেম্বার বলতে মিনিস্টার হিমসেল্ফ, মোশনটা বিলের ক্ষেত্রে এইরকম নয়। সেকশন আলাদাভাবেই আছে। সুতরাং মোশনের বেলায় এনি মেম্বার কি করবে সেটা আলাদা আছে। বিল ইনট্রডিউস হলে কিভাবে হবে সেটা আলাদা করা আছে এবং আলাদা প্রভিশন আছে। এই প্রভিশনে মিনিস্টার কেবলমাত্র সিলেক্ট কমিটিতে রেফার করার কথা বলতে পারেন। তিনি আলাদা এ্যামেন্ডমেন্ট দিতে পারেন রুলস অফ প্রসিডিওরে এইরকম কোন প্রভিশন নেই। তবে, রুলস অফ প্রসিডিউরে একটা এ্যামেন্ডমেন্ট দেবার কথা বলা হয়েছে, সেটা হচ্ছে জয়েন্ট কমিটি বা সিলেক্ট কমিটিতে রেফার করার কথা। অতএব

all this should be taken into consideration

আমার মনে হয় ঠিক প্রপার প্রসিডিউরে হয়নি—হঠাৎ যিনি মুভার তিনি এ জিনিস করতে পারেন না।

Mr. Speaker: I understand there are innumerable precedents in this House exactly of this nature.

Sj. Subodh Banerjee: When?

Mr. Speaker: At the time when my friend late Mr. Satyendra Nath Bose was the Judicial Minister. I can give precedents tomorrow.

[5.50—6 p.m.]

Sj. Bankim Mukherji: Sir, this should not be treated as a precedent unless you can show previous precedents. I can suggest a way out. We do not want to obstruct the passing of this Bill. Let the Chief Whip move these amendments.

Mr. Speaker: All right, I allow Mr. Kolay to move these amendments.

Amendments Nos. 18, 21, 22-23, 25 and 28 are out of order.

Mr. Panda, in your amendment No. 17, you have said—"but has not reached the age of superannuation". The language is vague. You reach that age at the midnight of the 55th year. Therefore, it is not in order.

Sj. Sunil Das: Sir, I beg to move that for clause 3(aa), the following be substituted, namely:—

"(aa) he is qualified for appointment as a Judge of the High Court, or".

Sj. Jagannath Kolay: Sir, I beg to move that in clause 3, in the proposed clause (aa), lines 1 and 2, for the words "he has held the office of a District Judge for a period of not less than two years" the words "he is or has been a District Judge" be substituted.

I further beg to move that for clause 3 of the Bill the following clause be substituted, namely:—

'Amendment of section 7A. 3. In clause (a) of sub-section (3) of section 7A of the said Act, after the words "High Court" the words "or a District Judge or an Additional District Judge" shall be inserted."

Dr. Pabitra Mohan Roy: Sir, I beg to move that in clause 3(aa), line 2, for the words "two years" the words "five years" be substituted.

Dr. Ranendra Nath Sen: Sir, I beg to move, that in clause 3(aa), line 2, for the words "two years" the words "four years" be substituted.

Sj. Ramanuj Halder: Sir, I beg to move that in clause 3(aa), line 2, for the word "two" the word "three" be substituted

Dr. Pabitra Mohan Roy: Sir, I beg to move that in clause 3(aa), line 2, after the word "years" the words "but has not reached the retiring age of Judicial Service" be inserted.

Sir, I further beg to move that the following proviso be added to clause 3(aa), namely:—

"Provided that no retired District Judge shall be allowed to continue as a Presiding Officer of a Tribunal "

Sj. Sunil Das: Sir, I beg to move that the following further proviso be added to clause 3(aa), namely:—

"Provided further that appointment of any person not qualificed under clause (aa) shall be made in consultation with the High Court; or"

Dr. Suresh Chandra Banerjee: Sir, I move that in clause 3(aa), line 2, after the words "not less than two years" the words "and is not more than fifty-five years old" be inserted.

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি এটাই বলতে চেয়েছি যে, যেন বয়স পঞ্চান্ন বছরের বেশী না হয়। কারণ, একটা কথা মনে রাখতে হবে যাঁদের জজ নিযুক্ত করতে হবে তাঁদের কর্মক্ষমতা থাকা চাই। আরো একটা কথা বিশেষ করে ভাবতে হবে যে,
retired District Judges may also be appointed as Industrial Tribunal Judges.
কিন্তু এটা সবসময় মনে রাখতে হবে যে, রিটায়ার জজ নিয়োগের ক্ষেত্রেও বয়স যেন পঞ্চান্নর বেশী না হয়, কারণ তারপর সাধারণতঃ কর্মক্ষমতা কমে যায়। সুতরাং
at the time of appointment he must not be more than 55 years old.

I have another amendment, Sir,

I move that after clause 3(aa) the following be added, namely:—

"(aaa) he is qualified for appointment as a Judge of a High Court; or"
এখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে, এমন ব্যক্তিই নিযুক্ত হবেন, যিনি
he is qualified enough to be appointed as a judge of a High Court.

আপনি জানেন আমাদের কনস্টিটিউশনে আছে—

advocates of 10 years are eligible for appointment as Judge of the High Court

এই ধরনের লোকই নিযুক্ত হবেন যার এইরকম কোয়ালিফিকেশন আছে, অর্থাৎ দশ বৎসর হাই কোর্টে এ্যাডভোকেট হিসাবে প্র্যাকটিস করেছেন—

Mr. Speaker: The Minister in charge of the Bill draws my attention to clause 7C of the Industrial Disputes Act, 1947. I draw your attention to it. It reads, "No person shall be appointed to, or continue in, the office of the presiding officer if he is not an independent person or he has attained the age of 65 years".

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

আমি ঐ কথাটার উপরই জোর দিচ্ছি যে,

a person qualified to be a judge of the High Court.

এই ধরণের লোককে ট্রাইব্যুনালের জজ নিযুক্ত করা দরকার।

[6—6-10 p.m.]

Mr. Speaker: I am putting all the amendments as also the amendments moved by Sj. Jagannath Kolay on the floor of the House to vote.

The motion of Sj. Jagannath Kolay that for clause 3 of the Bill the following clause be substituted, namely:—

'3. In clause (a) of sub-section (3) of section 7A of the said Act, after the words "High Court" the words "or a District Judge or an Additional District Judge" shall be inserted.'

Amendment of section 7A

was then put and agreed to.

The motion of Sj. Jagannath Kolay that in clause 3, in the proposed clause (aa), lines 1 and 2, for the words "he has held the office of a District Judge for a period of not less than two years" the words "he is or has been a District Judge" be substituted, falls through.

The motion of Sj. Sunil Das that for clause 3(aa), the following be substituted, namely:—

"(aa) he is qualified for appointment as a Judge of the High Court, or"

was then put and lost.

The motion of Dr. Suresh Chandra Banerjee that in clause 3(aa), line 2, after the words "not less than two years" the words "and is not more than fifty-five years old" be inserted, was then put and lost.

The motion of Dr. Pabitra Mohan Roy that in clause 3(aa), line 2, for the words "two years" the words "five years" be substituted, falls through.

The motion of Dr. Ranendra Nath Sen that in clause 3(aa), line 2, for the words "two years" the words "four years" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Ramanuj Halder that in clause 3(aa), line 2, for the word "two" the word "three" be substituted, was then put and lost.

The motion of Dr. Pabitra Mohan Roy that in clause 3(aa), line 2, after the word "years" the words "but has not reached the retiring age of Judicial Service" be inserted, was then put and lost.

The motion of Dr. Pabitra Mohan Roy that the following proviso be added to clause 3(aa), namely:—

"Provided that no retired District Judge shall be allowed to continue as a Presiding Officer of a Tribunal".

was then put and lost.

The motion of Sj. Sunil Das that the following further proviso be added to clause 3(aa), namely:—

"Provided further that appointment of any person not qualified under clause (aa) shall be made in consultation with the High Court; or"

was then put and lost.

The motion of Dr. Suresh Chandra Banerjee that after clause 3(aa) the following be added, namely:—

"(aaa) he is qualified for appointment as a Judge of a High Court; or"

was then put and lost.

The question that clause 3, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to.

The Hon'ble Abdus Sattar: Sir, I beg to move that the Industrial Disputes (West Bengal Amendment) Bill, 1957, as settled in the Assembly, be passed.

The motion was then put and agreed to.

The Calcutta Municipal (Amendment) Bill, 1958

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Sir, I beg to introduce the Calcutta Municipal (Amendment) Bill, 1958.

[Secretary then read the title of the Bill]

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Sir, I beg to move that the Calcutta Municipal (Amendment) Bill, 1958, be taken into consideration.

Sir, this Bill contains two clauses. One clause is that if there is delay in lodging the return of election expenses, the State Government may condone the delay. That provision is not there in the Act. The second provision is that the Corporation should be empowered to enter into an agreement with another firm or company in order to suspend, support or affix lamps, electric wires, fittings etc. This is necessary in order to save money because at present save and except that the Corporation should put its own posts, it cannot have lamps. Now the Corporation thinks that a good deal of money can be saved by putting lamps on the lamp posts of any company or firm.

With these words, Sir, I move that the Bill be taken into consideration.

Sj. Sunil Das: Sir, I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 30th September, 1958.

Sj. Dhirendra Nath Dhar:

মিঃ স্পীকার স্যার, ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্টএর এ্যামেন্ডমেন্ট মন্ত্রী মহাশয় উপস্থিত করেছেন। আজকে সমস্ত জায়গা থেকে, পৌরসভা এবং কলকাতার রেটপেয়ারদের তরফ থেকে প্রত্যেকেই বলছেন যে, ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্টএর পরিবর্তন করা দরকার। আজকে সকলেই অনুভব করছেন এর পরিবর্তন ছাড়া কলিকাতার বর্তমান দূরবস্থার প্রতিকার হতে

পারে না। সম্প্রতি কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়রও বলেছেন শত সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তিনি কার্য করতে অক্ষম হয়েছেন—এ সম্পর্কে তাঁর খোলা চিঠি যুগান্তরে প্রকাশিত হয়েছে। মন্ত্রী মহাশয় নিশ্চয়ই সেটা পড়েছেন। কিন্তু আশ্চর্য, ট্যাক্সেশনের ব্যাপারে, বস্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে, এবং এডমিনিস্ট্রেশনের গলদ দূরীকরণ ইত্যাদি কতগুলি ব্যাপার তাঁকে বারে বারে বলা সত্ত্বেও তিনি সেগুলি উপেক্ষা করে এমন একটা বিল আনলেন যেটার নাকি কোন প্রয়োজনই ছিল না। অবশ্য সেকশন ৫৫তে আমাদের তেমন আপত্তি নাই, কারণে এটা ততটা ক্ষতিকর নয়, যতটা নাকি মারাত্মক ক্ষতি হবে তার পরের সেকশনএর দ্বারা।

এখানে বলা হচ্ছে যে এইজন্য পরিবর্তন করা হচ্ছে যে কলকাতা কর্পোরেশন ও ট্রাম কোম্পানি যাতে একটা এগ্রিমেন্ট করতে পারে। সেটা না করাতে নাকি কর্পোরেশনের খুব অসুবিধা ছিল। তাই এটা না করলেই নয়। কিন্তু মন্ত্রী মহাশয় এই সেকশন ৪১৭ পরিবর্তন করতে বলছেন। এই সেকশনএর অংশ পড়ে দেখতে বলি। সেখানে বলছেন যে কর্পোরেশন এই সম্পর্কে যে-কোন স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি রিমুভেবল প্রপার্টি যেখানে আছে, সেখানে কলকাতা কর্পোরেশন কলকাতা শহরে আলোর জন্য লাগাতে পারবেন। যে কারণে কলকাতা শহরে বিভিন্ন জায়গায় যে গ্যাসপোস্ট দেখি সেই গ্যাসপোস্টে লাগাবার জন্য কোনদিন বাড়িওয়ালাকে অনুরোধ করতে যাবে না। এ ছাড়া কর্পোরেশন বহু ট্রাম কোম্পানির পোস্টেও লাগাতে পারবেন। ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্টে সেই অধিকার দেওয়া হয়েছে।

Mr. Speaker:

কোন সেকশনএ?

Sj. Dhirendra Nath Dhar:

"The Corporation may place and maintain (i) electric wires or gas-pipes for the purpose of lighting such lamps under, over, a long or across any immovable property, and (ii) posts, poles, standards, stays, streets, brackets tunnels, culverts or any other suitable contrivance for carrying, suspending or supporting such lamps, gas-pipes or electric wires in or upon any immovable property".

Mr. Speaker: You think that section is sufficient.

Sj. Dhirendra Nath Dhar: Yes, Sir.

Mr. Speaker: Very well. What is your next point?

Sj. Dhirendra Nath Dhar:

হ্যাঁ, কাজেই এখানে সেটার কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু উল্টে হচ্ছে কি? শুধু প্রয়োজন ছিল না তা নয়, কর্পোরেশনকে একটু মুশকিলে ফেলা হচ্ছে। একটা এগ্রিমেন্টে আসতে বাধ্য করা হচ্ছে। যে এগ্রিমেন্ট কারো পক্ষে যায় না। কর্পোরেশনের গরজ থাকা উচিত এ ব্যাপারে। কারণ এতে কর্পোরেশনের টাকাপয়সার দিক থেকে কোন সুবিধা হচ্ছে না। কর্পোরেশনের ইলেকট্রিক আলো এমনি লাগাবার জন্য খরচমাত্র পাঁচশো সাড়ে পাঁচশো। আর এই এগ্রিমেন্টএ পোলে লাগাতে গেলে হিসেব করে দেখেছি সাড়ে আটশো টাকা লাগে ফিকচার লাগাতে। কলকাতা কর্পোরেশনে যে কারেন্ট আলো জ্বলে তাতে তত আশংকা নাই—ট্রামের পোলের আলোর যে কারেন্ট তাতে মারাত্মক বিপদ হতে পারে। এ ছাড়া খরচও বেশী। সেখানে আন্ডার-গ্রাউন্ড কেব্‌ল লাগাতে হবে। সেই কেব্‌লের এখন খুব অভাব। ফরেন এক্সচেঞ্জএর অভাব থাকায় দরুন কেব্‌ল এদেশে পাওয়া যাচ্ছে না। আন্ডার গ্রাউন্ড কেব্‌ল আনতে অতিরিক্ত টাকা খরচ হবে এবং ফিকচার লাগাতে আরো সাত-আট শো টাকা বেশী খরচ হবে। এই খরচ করবার কোন কারণ দেখি না। যে ড্রাফট্‌ এগ্রিমেন্ট হয়েছে, তার প্রত্যেকটা ক্লজ ট্রাম কোম্পানির পক্ষে যাচ্ছে। ট্রাম কোম্পানি সেখানেতেও মুনাফা করছে—তারা সুযোগসুবিধা বেশী পাচ্ছে। এই ধরনের কোন এগ্রিমেন্ট করে কর্পোরেশনকে বিপন্ন করা উচিত নয়। কয়েকদিন আগে এই সম্পর্কে বিভিন্ন পত্রিকায় যেসমস্ত আলোচনা হয়েছে, তার আলোচনায় দু-একটি কথা বলতে চাই, যে আলোচনা সম্ভবতঃ এখানকার প্রতিটি সভ্যের জানা দরকার।

[6-10—6-20 p.m.]

এখানে বলা হচ্ছে যে স্পেসিফিকেশনে আলো জ্বালার ব্যবস্থা হচ্ছে, সেই স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী কাজ করলে কলকাতার মানুষের জীবন বিপন্ন হবে। কারণ এর ফিকচার হচ্ছে ট্রামওয়ের পোলের উপর এবং যে পোলগুলির সমান দূরত্ব বজায় রাখা হয় নি। কোনটা আট ফুট, কোনটা ১০ ফুট দূরে ব্যবধান আছে।

তা ছাড়া আর একটা ব্যাপার, এই ফিকচারগুলি এমনভাবে লাগান আছে, যার কোন ভাল সাপোর্ট নেই, এবং সেটা খুব স্ট্রংও নয়। তার ফলে যে কোন সময় ঝড়ে বা অন্য কোন কারণে, ঐটা খসে পড়ে যেতে পারে এবং সাধারণ মানুষের জীবন বিপন্ন হতে পারে। এই সমস্ত কারণে, আমি অনুরোধ করবো, এই প্রস্তাব আনবার আগে এটাকে সার্কুলেশনে দেওয়া হোক। এইটাই আমার বক্তব্য।

Mr. Speaker: I do not agree with your reading of the Section.

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st July 1958. Sir, this Bill has been brought before us for the purpose of giving an enabling power to the Corporation. The first power which is being sought is to give a premium to the delinquent returned candidates to the Corporation who have failed to submit the return of their election expenses within time. I say that this second premium was not necessary because under section 55 of the Calcutta Municipal Act the State Government has got power to give a general extension of time but if this applies to all the persons, even if a person is so idle.......

Mr. Speaker: You will find that in Section 55(k) of the Calcutta Municipal Act.

Sj. Basanta Kumar Panda: That is the power—"being a candidate at an election as a Councillor under this Act or an election agent of such Councillor has failed to lodge any prescribed return of election expenses or has lodged a return which is found, either by the Chief Judge of the Small Cause Court, Calcutta, in the course of any proceedings under section 73, or by a Magistrate in a judicial proceeding, to be false in any material particular:

Provided that the disqualification under clause (k) of sub-section (1) shall cease at the end of five years after the date of the election to which the return of the election expenses referred to in the said clause relates."

Then sub-section (2) says: "Any disqualification mentioned in clauses (h), (i), (j) and (k) of sub-section (1) may be removed by an order of the State Government in this behalf.

If a person is found to be guilty under sub-section (k), the State Government has got power to remove that. That position is there in the Statute Book. Where is the necessity for giving the extension of time? The Government has got power to excuse the delinquent returned candidate. Therefore, I would say if this provision of the Act is introduced in the body of the Act, there will be an encouragement to be more careless and to be more delinquent Therefore, I would say that this provision is unnecessary.

Then with regard to the agreement to be made by the Corporation with the Calcutta Tramways Company, I will relate a very sad event The successive agreements with the Calcutta Tramways Company have led to the loss of the general people of Calcutta as well as Calcutta Corporation. If you look at the Calcutta Tramways Company's Act, the first Act—Act

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

	1956-57.	1957-58.
(a)	670	790
(b) (i)	13	18
(ii)	1	Nil.
(iii)	12	23

(c) There is no reservation for any community.

(d) Statement "A" is laid on the Table.

(e) No.

(f) Selection is made on the results of an Admission Test conducted by the Principal with the assistance of other members of the staff.

(g) Does not arise.

(h) Statement "B" is laid on the Table.

(i) Stipends earmarked for the David Hare Training College are awarded strictly on merit, i.e., on the results of the Admission Test and the First Terminal Examination. Other things being equal, preference is given to needy students.

Statement "A" referred to in reply to clause (d) of starred question No. 43

PARTICULARS REGARDING SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES AND MUSLIM STUDENTS TAKING ADMISSION IN DAVID HARE TRAINING COLLEGE

	Called to sit.	Actually sat.	Successful and selected.	Took admission.
	Session 1956-57			
(i) Scheduled Castes ..	12	10	7	3
(ii) Scheduled Tribes ..	1	1	Nil	Nil
(iii) Muslims ..	11	11	4	3
	Session 1957-58			
(i) Scheduled Castes ..	18	10	7	5
(ii) Scheduled Tribes ..	Nil	Nil	Nil	Nil
(iii) Muslims ..	23	20	8	7

Statement "B" referred to in reply to clause (h) of starred question No. 43

PARTICULARS REGARDING STIPENDS AWARDED TO SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES AND MUSLIM STUDENTS IN DAVID HARE TRAINING COLLEGE.

	1956-57.	1957-58.
Scheduled Castes	... 3 (G.I.S.)	1 (S.G.S.) 3 (S.G.D.) 4 (G.I.S.)
Scheduled Tribes	... —	—
Muslims	... 1 (S.G.S.)	1 (S.G.S.)

G.I.S.—Government of India stipends.

S.G.S.—State Government stipends.

S.G.D.—State Government deputation allowance.

The award of current year's stipend is not yet complete.

Cyclone relief grant to Sripati Siksha Sadan, Carbeta

*44. **Sj. Saroj Roy:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(ক) মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা থানার শ্রীপতি শিক্ষা সদন নামক উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের জন্য সাইক্লোন রিলিফ গ্রান্ট হিসাবে কোন টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে কিনা ; এবং

(খ) উপরি-উক্ত রিলিফ পাওয়ার জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হইতে সরকারের নিকট কোন প্রার্থনা করা হইয়াছিল কিনা ?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

(ক) না।

(খ) হ্যাঁ ; কিন্তু এই দরখাস্ত অতি বিলম্বে আসিয়াছিল।

Sj. Saroj Roy:

এখানে দরখাস্ত করার কোন সময় ঠিক ক'রে দেওয়া ছিল কিনা ?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

দরখাস্তের সময় ঠিক ক'রে কি দেওয়া হবে ?

Sj. Saroj Roy:

এখানে বলা হয়েছে দরখাস্ত করায় বিলম্ব করা হয়েছিল, সেইজন্য জিজ্ঞাসা করছি—কোন সময় ঠিক ক'রে দেওয়া হয়েছিল কিনা ?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

নোটিস চাই।

Sj. Saroj Roy:

এই যে দরখাস্তের যে সময় ছিল সে সময়ের তারিখ কবে জানাবেন কি ?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

নোটিস পেলে জানাতে পারি।

Sj. Saroj Roy:

সেই যে সাইক্লোনএ প্রচুর ক্ষতি হয়েছিল, বর্তমানে যদি কোন দরখাস্ত করা যায় তবে এ বিষয়ে সরকার সাহায্য করার কথা বিবেচনা করবেন কি ?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

কবেকার সাইক্লোন ?

Sj. Saroj Roy:

এই যে সাইক্লোনএ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সে সম্বন্ধে স্কুল যদি সময়মত দরখাস্ত করত তা হ'লে হয়ত সাহায্য পেতে পারত। আমার প্রশ্ন হচ্ছে—এখন যদি দরখাস্ত করা যায় তা হ'লে টাকা দেবেন কিনা ?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

দেখতে পাচ্ছেন ১৭ লক্ষ টাকা সাইক্লোন বিধ্বস্ত স্কুলগুলিকে পুনর্গঠনের জন্য দেওয়া হয়েছে। তারপরও প্রশ্ন করছেন ?

বছরে ৪ লক্ষ টাকা ব্যয় ক'রে যদি এই ছোট টিউবওয়েল বসাতেন, তা হ'লে আজকে ৫ হাজার নতুন টিউবওয়েল হ'তে পারত। তাতে বস্তির জলের সমস্যা অনেকখানি সমাধান হ'তে পারত।

তা ছাড়া বড় বড় টিউবওয়েলও বসাতে পারতেন। গত দশ বছরের মধ্যেও তা হয় নাই। অবশ্য সেখানে প্রধান যাঁরা এসেছেন তাঁরা বিধানবাবুর বিশেষ প্রিয়পাত্র। যেমন ডাঃ বি এন দে, তিনি একটা অদ্ভুত যুক্তি বের করেছেন—প্যাথোজিনিক রিপোর্ট থেকে তিনি জানতে পেরেছেন যে, বড় টিউবওয়েলে আয়রন ব্যাক্টেরিয়া তৈরি হয়। সুতরাং বড় টিউবওয়েলের প্রয়োজন নাই। আমি বলি—জলের ব্যবস্থা তো আগে হোক। জলের ব্যবস্থা হ'লে পরে আয়রন ব্যাক্টেরিয়া প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা লোকে পাবে। এখন কথা হচ্ছে, তিনি আর কি করতে পারতেন—কর্পোরেশনে অগমেন্টেশন স্কীম চালু করতে পারতেন। সেখানে সিল্ট জমে, তা তুলে দিতে পারতেন, তাতে স্টোরেজ ক্যাপাসিটি বাড়ত। সেটা করলে কর্পোরেশনের রানিং চার্জ, ক্যাপিটাল চার্জেস ১১ লক্ষ টাকা খরচ করতে হবে। সেটা গভর্নমেন্ট স্যাংশন না করলেও তাঁরা নিজেরা তা করতে পারতেন। তা ছাড়া ইলেক্ট্রিক পাম্প—তাঁরা এতদিনে মাত্র একটি বসিয়েছেন। সেখানকার জলাধার ঝরঝরে স্টিল পাম্পের বদলে আরও চারটা বসাতে পারতেন। সেখানেও ডাঃ বি এন দে প্রধানত আপত্তি করেছেন। তাঁর আপত্তির কারণ বোঝা কঠিন নয়। কোন কন্ট্রাক্টর রামচাঁদ থাপর ও প্রেমচাঁদ—এর মধ্যে থেকে যদি তাঁরা লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করতে না পারেন তা হ'লে আর কর্পোরেশনের জলের অ্যাডভাইসর হয়ে লাভ কি হ'ল বুঝতে পারলাম না। এই বোঝাটা খুব আনন্দদায়ক কথা নয়—তা অনায়াসে বোঝা যায়।

[3-30—3-40 p.m.]

তা ছাড়া কর্পোরেশনের অন্যান্য গাফিলতির কথা যতীন বাবু উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে মেন ইন্সপেকশন ইত্যাদির কথা বলেছেন। ব্লক মিটারগুলি অকেজো হয়ে গিয়েছে, সেগুলি সারানোর ব্যবস্থা করা দরকার, কিন্তু তা হচ্ছে না। তারপর ধরুন ডোমেস্টিক জলের এবং রাস্তার জলের অনেক সময় প্রেসার থাকে না, এবং মেন থেকে চৌবাচ্চার মধ্যে জল ঢুকে জল দূষিত করে। কারণ সেখানে ভাল্ভ সিস্টেমগুলি অত্যন্ত খারাপ অবস্থায় রয়েছে। এই ভাল্ভ সিস্টেমগুলির ইন্সপেকশনের ব্যবস্থা নেই, সেগুলি মেরামত করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে উঠেছে। ঐ আক্রান্ত দূষিত জল সম্পূর্ণরূপে দূর করতে না পারলেও, অনেকখানি দূর করতে পারতেন; কিন্তু কর্পোরেশনের সেদিকে বিশেষ কোন চেষ্টা নেই। আপনি শুনলে অবাক হবেন, আমি শুনে অবাক হয়েছি, যিনি কর্পোরেশনের কমিশনার মহাশয়, কলকাতায় এত মহামারী লাগল এবং কলেরায় এত লোক ম'রা গেল, জলের হাহাকার লাগল, একবারও তিনি কোন এলাকা ভিজিট করতে যেতে পারলেন না। হয়ত তিনি নানা কাজে ব্যস্ত, তাঁকে অ্যাডাল্টারেশন কেসেস দেখতে হয়, তারপর হয়ত শ্রীঅতুল্য ঘোষের কাছে গিয়ে উমেদারী করতে হয়, তারপর কাউন্সিলরদের হাফ ভোট নিয়ে নিজের চাকরি বজায় রাখবার জন্য ব্যবস্থা করতে হয়। এই সমস্ত কাজ করবার পরে তিনি জলের ব্যবস্থা কি ক'রে দেখবেন, জল দূষিত হ'ল কি না হ'ল, মানুষ কলেরায় মরল কি না মরল, তা ইন্সপেকশন করবার সময় তিনি কোথা থেকে পাবেন?

বিধানবাবু 'যুগান্তরে' বিবৃতি দিয়ে বলেছেন—জল দূষিত হওয়া প্রায় অবশ্যম্ভাবী। অর্থাৎ দোষ তাঁর নয়, কারণ যেভাবে পাইপগুলি ড্রেনের পাশাপাশি চলেছে, তাতে পাইপ সিপ ক'রে দূষিত পদার্থ ভেতরে প্রবেশ করতে পারে যখন প্রেসার থাকে না। সুতরাং দোষ কমিশনারের নয়, বিধানবাবুর নয়, দোষ হ'ল পাইপের। ঐ একশ' বছর আগে যাঁরা পাইপ বসিয়েছেন, দোষ তাঁদের। আমি বলব পানীয় জলে যদি দূষিত পদার্থ মিশ্রণ বন্ধ করতে হয়, তা হ'লে জলের সমস্ত ব্যবস্থার মধ্যে সর্বাধিক দায়িত্ব যদি কারও থাকে তা হ'লে সেটা কমিশনারের, যিনি চুপ ক'রে ব'সে আছেন সেই যে ভদ্রলোক তিনি অকর্মণ্য এবং অপদার্থ এবং এই ব্যাপারে সর্বপ্রধান দায়ী আসামী। যিনি এতদিন কমিশনার হয়ে কাজ করছেন তাঁর এতটুকু দায়িত্ব সম্মানজ্ঞান পর্যন্ত নেই। বেশির ভাগ মেজরিটি মেম্বর তাঁকে রিজেক্ট করবার পরেও, এখনও তিনি চাকরিতে টিকে

থাকতে চান। এই ভদ্রলোককে সেখান থেকে দূর করতে না পারলে কর্পোরেশনের এই জল দূষিতই থেকে যাবে। বিধানবাবুর এই স্টেপ নিতে কোন অসুবিধা ছিল না। কিন্তু সেখানে তিনি দলীয় স্বার্থে অন্ধ হয়ে কর্পোরেশনের মেজরিটি কাউন্সিলরদের অভিমতের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে পারলেন না। তারপর বিধানবাবু যে বিবৃতি দিয়েছেন তা দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। জল দূষিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী ব'লে তাঁর দায়িত্ব অস্বীকার করতে চেয়েছেন। তারপর যে ব্যবস্থা তিনি সাজেস্ট করেছেন, তা মোটামুটি হচ্ছে তিনটা। এবং এই তিনটাই হচ্ছে নেগেটিভ কনক্লুশান। প্রথম তিনি বলছেন—জলের চাপ সর্বদা সমান রাখার ব্যবস্থা করা অসম্ভব এবং তা না হ'লে জল দূষিত হবেই। সুতরাং আমাদের দোষ দিও না। দ্বিতীয় তিনি বলছেন—তিন শ' গভীর টিউবওয়েলের পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু সেটা কবে হবে, তা আমরা বলতে পারি না, তারপর আবার বৈদেশিক মুদ্রার সঙ্কট রয়েছে। তিন নম্বর হচ্ছে—তাঁর মাথায় ব্রেন ওয়েভ আছে, যেটা মাঝে মাঝে খেলে থাকে। তিনি বলছেন—এবার পয়ঃ-প্রণালীর জলকে পানীয় জলে পরিণত করা যায় কিনা, তার জন্য একজন গবেষক নিয়োগ করেছেন। এতদিন আমরা পানীয় জলের সঙ্গে কিছু পরিমাণ পয়ঃপ্রণালীর জল মিশ্রিত অবস্থায় পাচ্ছিলাম। এবার বিধানবাবু আশ্বাস দিয়েছেন যে, ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ পয়ঃপ্রণালীর জলকে আমরা পানীয় জল ক'রে দেব, তার মধ্যে কিছু বিশুদ্ধ জল মিশ্রিত করে। এ ছাড়া তাঁর দেড় পৃষ্ঠাব্যাপী বিবৃতির মধ্যে তিনি আর কিছু বলেন নি। তিনি আরও বলেছেন—আমাদের দ্বারা কিছু হবে না। তিনি হতাশা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এই হতাশা প্রকাশ করবার কি কারণ আছে? কিছু কি বাস্তবিকই করা যায় না? কেন এই কন্টামিনেশন বন্ধ করা যাবে না? প্রথমত, গঙ্গার জলের স্রোতের সঙ্গে যে কন্টামিনেশন করছে, বিধানবাবু স্বীকার করেছেন, অবশ্য সকলেই একথাটা জানে, এমন কিছু নতুন আবিষ্কার করেন নি তিনি যে, ৮০।৯০টা মিলের সমস্ত ময়লা গঙ্গার জলে প্রতিদিন পড়ছে বিধানবাবু নিজেই বলেছেন যে, সেই জলের বীজাণুমুক্ত করার নিয়ম আছে বটে, কিন্তু সেই নিয়ম পালিত হয় কিনা সে বিষয় আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। যদি সন্দেহ থাকে, তবে সেই সন্দেহ দূর ক'রে তার ব্যবস্থা করা হোক। তার ব্যবস্থা তিনি করেন নি কেন? এমনকি বিবৃতির মধ্যেও তিনি একথা বলবার সাহস পান নি যে, এই কন্টামিনেশন রোধ করবার জন্য অন্তত এখন থেকে গভর্নমেন্ট ইন্সপেক্টর নিয়োগ করবেন যাতে কম্পালসরি প্রত্যেকটা মিলে প্রতিদিন বীজাণুমুক্ত করার ব্যবস্থা করা হয় তাদের সেই ময়লা থেকে. একথা পর্যন্ত তিনি বলেন নি। শুধু বলেছেন—করা হয় কিনা সন্দেহ এবং হ'লেও কি হয় তা আমি বলতে পারি না। কিন্তু সেটা অনায়াসেই করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, কমিশনার যদি সক্রিয় হন, বিধানবাবু তাদের তা করাতে পারেন, কারণ তারা বিধানবাবুর পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক মনোনীত লোক, বিধানবাবুদের অনুগ্রহে তাঁরা এখনও চাকরিতে বজায় আছেন, তা হ'লে আমি আগে যেসমস্ত পদ্ধতিগুলি বলেছি সেগুলিকে আজকে কার্যে পরিণত করা যায় কাট অ্যান্ড ফ্লাসের ব্যবস্থা, ক্লোরিনেশনের আরও ভাল ব্যবস্থা, পাইপগুলি বীজাণুমুক্ত করার ব্যবস্থা, যেখানে পাইপ বেশি ফুটো হয়ে গিয়েছে, সেখানে নতুন পাইপ বসানোর ব্যবস্থা, এই সমস্ত কাজ অনায়াসেই করা যেতে পারে। ছোট ছোট টিউবওয়েল তাড়াতাড়ি বসানোর ব্যবস্থা তাও করা যেতে পারে। তাঁর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে, ৩০০ ডিপ টিউবওয়েলের যে স্কীম তাঁর ছিল ৮৪ লক্ষ টাকা খরচ করে তা নাকি ফরেন এক্সচেঞ্জের ক্রাইসিস হবার ফলে কবে হবে তা বলতে পারেন না। আমরা বলতে চাই যে, আচ্ছা না হয় ৩০০ এক দিনে না হ'ল, কিন্তু এমনকি হ'তে পারে না যে, বছরে অন্তত ৫০টা ক'রে সেই ডিপ টিউবওয়েল তিন ইঞ্চি ক'রে তাই বসানোর ব্যবস্থা হয়। তা তো হ'তে পারে, তার জন্য তিনি তো প্রাণপণে চেষ্টা করতে পারেন। সমস্ত বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় সরকারকে গিয়ে চেপে ধরতে পারে কিন্তু সে জিনিসটা কেন করা হচ্ছে না? করা হচ্ছে না বিধানবাবু তাঁর বক্তৃতায় ঐ বিবৃতির শেষে বলেছেন, করব না, আমাদের দ্বারা কিছু হবে না, ব'লে শেষকালে বলেছেন কি যে, দোষটা জনসাধারণের। কেন না, জনসাধারণও দূরবস্থাপূর্ণভাবে—আমি কোট করছি তাঁর বিবৃতি থেকে—জনসাধারণ নাকি এই দূরবস্থার বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণভাবে আপত্তি জানান না সেইজন্য কিছু হয় না। তা হ'লে তিনি যদি এই কথা সত্যই মনে ক'রে থাকেন তা হ'লে আমি তাঁকে বলব যে, কলিকাতা শহরের সমস্ত মানুষকে ডাকা হোক, ডেকে সভা করা হোক। সেই সভায় বিধানবাবু স্বয়ং সভাপতিত্ব করুন,

ক'রে সেই সভা থেকে দাবি করা হোক যে, আগামী তিন বৎসরের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারকে সেই ৩০০ ডিপ টিউবওয়েল যার থেকে কমপক্ষে ২০ মিলিয়ন গ্যালন পাওয়া যেতে পারে দৈনিক, সেই ৩০০ ডিপ টিউবওয়েলের জন্য মটর ইত্যাদি কলিকাতায় আমদানি ক'রে দেবার ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকার করুন, এই দাবি বিধানবাবুর নেতৃত্বে সভায় সকলেই সমবেতভাবে জানান যদি তিনি সত্যই মনে ক'রে থাকেন যে, কলিকাতার মানুষ এই বিষয় গুরুত্বপূর্ণভাবে তাদের আপত্তি জানায় নি। জানালে পরে আমার ধারণা যে, তাতেই কাজ হ'তে পারে। কেন্দ্রীয় সরকার এমন বোকা নয় বা এমন অপদার্থ নয় যে, সারা বাংলাদেশ, প্রধানমন্ত্রী কংগ্রেস পার্টির এবং কলিকাতা শহরের সমস্ত জনসাধারণ দাবি করছে সামান্যমাত্র ৩০০টি টিউবওয়েলের ৩০০টি মোটর তা দেবার ব্যবস্থা করেন এক্সচেঞ্জ ক্রাইসিসএর জন্য করবেন না, এত বুদ্ধিহীন তাঁরা হবে ব'লে আমার মনে হয় না। কিন্তু যদি হয়ও, তা সত্ত্বেও না হয়, তা হ'লে আমি বিধানবাবুকে বলব যে, বেশ, তা হ'লে কলিকাতা শহরের জনসাধারণ সেই সভা থেকে দাবী করবে যে, যদি তোমরা না দাও তা হ'লে আমরা তোমাদের ইনকাম ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ ক'রে দেব। এই দাবি কলিকাতা শহরের জনসাধারণ করতে পারে। কলিকাতা শহরের জনসাধারণ অতীতে তাতে দাবী আদায় করবার জন্যে এই রকম ধরনের অনেক প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথ গ্রহণ করেছে। আজকে যদি তারা জানে যে, বিশেষ ক'রে আজকে পশ্চিমবঙ্গ-সরকার এবং তার মুখ্যমন্ত্রী তাদের সেই দাবীর পিছনে থাকবেন, তাদের সেই সংগ্রামের পিছনে থাকবেন, তারা যদি এই সাহস পায় যে, সেই ইনকাম ট্যাক্সএর সত্যাগ্রহী আন্দোলনকে বিধানবাবুর পুলিস কেন্দ্রের অনুচরের মত তাদের গ্রেপ্তার ক'রে জেলে পুরে রাখবেন না, তা হ'লে কয়দিন লাগে আদায় করতে ৩০০ টিউবওয়েলের ৩০০ মোটর! যুক্তি শুনলে হাসি পায় যে, একটা প্রদেশের সরকার আর একটা শহরের সমস্ত জনসাধারণ মাত্র ৩০০টি মোটর আদায় করতে পারে না কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পয়সা দিয়ে, বিনা পয়সায় নয়, যার দ্বারা কলিকাতা শহরের জলের সমস্যার সমাধান অনেকখানি হ'তে পারে।

[3-40—3-50 p.m.]

তৃতীয়ত, যতদিন না তা হচ্ছে ৩০০ মোটর নিয়ে আসতে পেরেছেন ততদিন এটুকু করা যায় ৩ ইঞ্চি টিউবওয়েল না হয় ১½ ইঞ্চি করা যায় উইথ ডিপ ওয়েল সিসটেম যাতে অনেক বেশি জল হচ্ছে। তাতে ধরুন ৮৪ লক্ষ টাকা খরচ হবে ৩০০ বড় টিউবওয়েল করার জন্য। ৪০ লক্ষ টাকা খরচ হবে ছোট টিউবওয়েল করার জন্য পাঁচ বছরে—প্রতি বছরে ৮ লক্ষ টাকা খরচ হবে কলকাতা শহরের জলাভাব মেটাবার জন্য, মহামারীর হাত থেকে তাদের বাঁচাবার জন্য। যদি ৮ লক্ষ টাকা বছরে খরচ করেন পশ্চিমবঙ্গ-সরকার তাতে পশ্চিমবঙ্গ-সরকার দেউলে হয়ে যাবেন না। বরং পশ্চিমবঙ্গ-সরকার সে কাজের ফলে কলকাতা শহরের জনসাধারণ তাদের ধন্য মনে করবে। এই ব্যবস্থা অনায়াসে গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু বিধানবাবুর বিবৃতি থেকে মনে হয় কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করাই উদ্দেশ্য ছিল না, উদ্দেশ্য ছিল সাফাই গাওয়া। পুরানো আমলে ১০০ বছর আগে যাঁরা করেছিলেন তাঁরা কি ভাবতে পেরেছিলেন যে, ১০০ বছর পরে এই অবস্থা হবে তখন জনসংখ্যা ছিল কম, এখন ডবল হয়েছে। আজকে কেন তিনি পারেন না সময়োপযোগী ব্যবস্থা করতে? তা হ'লে পূর্বপুরুষদের দায়ী ক'রে লাভ কি? আসলে তিনি চাইছেন দায়িত্ব এড়াতে, অস্বীকার করতে, কলকাতার লোকের ঘাড়ে, পূর্বপুরুষদের ঘাড়ে দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে। আমি বলব, এই দায়িত্ব পালন করবার যদি সত্যি সত্যি বিন্দুমাত্র আগ্রহ না থাকে কলকাতার পানীয় জলের অভাব দূর করার জন্য তা হ'লে কর্পোরেশনের অগমেন্টেশন স্কীম পালন করার চেষ্টা করুন। মাত্র আড়াই কোটি টাকায় টালা-পলতা মেন পাইপ বসানো সাফিসিয়েন্ট হ'লেও বোম্বের ফার্মকে কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয়েছে—আর শুনেছি মোরারজী দেশাই তদ্বির ক'রে গিয়েছেন, হওয়ার পরে কি ব্যবস্থা হয়েছে? হওয়ার পর ৪ হাজার টন স্টীল কর্পোরেশনএর গুদামে এক বছর ধরে পচছে, তারপর ৪০০ টন স্টীল ১৯৫৯ সালের মধ্যে ফার্স্ট প্রায়োরিটি দিয়ে দেবেন—পাঁচ বছরের স্কীম কর্পোরেশনএর গুদামে রাখা হয়েছে এক বৎসর ধরে। কিন্তু সেই গুদামে যে স্টীল আছে সেই স্টীল দিয়ে পাইপ করতে হবে, তারপর বসানো হবে, ৩ বছরের কাজ। এই কাজের জন্য কোন ফরেন এক্সচেঞ্জ লাগবে না,

বোম্বে থেকে আমদানী করতে হবে। দরকার হয়েছে কোম্পানির শুধু কারখানা খোলায়, কাজ আরম্ভ ক'রে দেওয়া। দেড় বছর অতীত হয়ে গেল বোম্বেতে তাদের কারখানা খোলায় কাজ আরম্ভ করতে পারলেন না যদিও স্টীল রেডি; জমি দিতে হবে সে জমিও প্রস্তুত। এরকম যে অপব্যবস্থা এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সরকার এবং কর্পোরেশন মিলে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন নি। কেন পারেন নি? কেন কোন সাহস নাই এরকমভাবে কন্ট্রাক্ট নিয়ে ফেলে রেখেছে এই সাহস কি ক'রে করতে পারে? তারা জানে অনেক শক্ত খুঁটি আছে—কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরে ছড়িয়ে আছে, প্রাদেশিক সরকারের দপ্তরে ছড়িয়ে আছে, যার বি এন যে এবং জে এন সাহা সমস্তই তাদের খুঁটি। এ রকমই চলবে যদি না কোন পরিবর্তন কিছু হয়। যদি এই পরিবর্তন না করেন, তা হ'লে উনি যে কথা বলেছেন, কলকাতা শহরের জনসাধারণ গুরুত্বপূর্ণভাবে আপত্তি জানাবে, কিন্তু সেই গুরুত্বের ভার এত বেশি হবে যে তার চাপে কংগ্রেস-সরকার ডুবে যাবে, এই কথা ব'লে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: Sir, regarding the non-official resolution which has been moved I have followed the discussions which have been carried on by the honourable members in connection with this proposed resolution. Some of the members have dealt with the defects in the water-supply in rural areas. By this resolution is meant the water-supply in the Corporation area. So I would reasonably confine my reply to the water-supply in the city of Calcutta.

Sir, in moving this resolution Sj. Sunil Das has said that it is the primary responsibility and the duty of the Government to supply water to the Calcutta Corporation water-supply area. I should like to tell you, Sir, that the primary responsibility of water-supply is that of the Corporation. But whenever any emergency arises—for instance, we had very recently the epidemic of cholera in this city—in that case the Government have to step up and exert all their efforts which would be possible to help the Corporation. In fact, in my previous speech I have also given the idea as to how the cholera epidemic could be so successfully tackled. Sir, the present supply of water in Calcutta is 90 million gallons a day of which 80 million gallons are obtained from the Palta Water Works and 10 million gallons from tube-wells. Now there are 2,300 small diameter tube-wells in the city of Calcutta and 400 was sunk by the Corporation in 1956-57. During the same year 250 tube-wells were sunk by Government at an estimated cost of Rs. 2,68,000. In the scarcity areas of Calcutta in order to assist and augment the Corporation water-supply during 1957-58 the Corporation sunk 583 tube-wells and during the current year the Chief Engineer, Public Health Engineering Department has sunk 350 tube-wells in the bustee areas of Calcutta. At the request of the Calcutta Corporation this work has been done by the Public Health Engineering Department. The Corporation has further taken up the sinking of 328 more tube-wells this year. Now this scarcity area of Calcutta has been spotted out and a scheme of sinking big diameter tube-wells yielding 20,000 to 30,000 gallons of water per hour has been prepared. 50 such tube-wells are awaiting execution in different scarcity areas and another lot of 9 such tube-wells have since been sunk. Besides, Government have a scheme of sinking 49 big diameter tube-wells for fire-fighting purposes within Calcutta out of which 11 have already been put into commission and 4 are likely to be completed very soon.

[3-50—4 p.m.]

The Government have allowed the Calcutta Corporation to use water from these tube-wells for augmenting supply of potable drinking water. As has already been stated, the total supply of drinking water is at present

90 million gallons a day or about 30 gallons per head which comes to about five to six big buckets of water and this is quite sufficient to meet our daily requirements. So, we find that the supply of water is quite adequate.

As regards the population of Calcutta, we all know that the population is about 30 lakhs. Then there is the floating population numbering near about 10 lakhs. The number of refugees residing in Calcutta is about 8 lakhs. They also require drinking water. So, taking into consideration the total number of the population, the supply of water is found to be quite adequate.

Then for giving effect to the scheme of the Calcutta Corporation for water-supply, about Rs. 625 lakhs has been approved by the Government of West Bengal. Out of this, Rs. 415.5 lakhs is proposed to be spent during the Second Plan period. Out of this amount of Rs. 415.5 lakhs, Rs. 270.5 lakhs will be financed from the Corporation's own loan and the balance of Rs. 145 lakhs will be met from loan assistance from the Government of India to be made available through the State Government. The Government of India have already sanctioned Rs. 20.5 lakhs for the purpose.

As regards the quality of water supplied, it may be mentioned that chlorination is done daily before distribution from Talla. Sir, in this connection I may mention how water is taken from the Ganges to the filter beds. As some of the honourable members have mentioned, there are pre-settling tanks and settling tanks. First of all, water is taken to the pre-settling tanks. There are four pre-settling tanks and from these pre-settling tanks water is taken to the settling tanks. Now, as regards these pre-settling tanks the question of silting has been raised. I would like to point out that there is good arrangement for removal of silt by keeping one of the tanks at rest while the other tanks are being used and this work of removal of silt is being carried on very efficiently. However, even if there is silting, I may tell you that the water then goes to the settling tank which is a very big tank. This big tank has been constructed within the last 25 years. In this big tank water is allowed to settle for more than 24 hours and then from this settling tank water is distributed on to about 33 filter beds which contain sand, carbon and also *jhama*. From there the filtered water is collected into the main and there chlorination is done. After chlorination, this water goes out to Talla. There at the entry pathological examination is done.

[Interruption from the Opposition benches.]

I do not like to be interrupted; I did not interrupt my friends when they were speaking.

As I was saying, it is chlorinated there. After it is taken to Talla and before it is pumped on to the tank it is again tested. From the tank as it comes down it is again tested. Then at different places, in different quarters, samples of water are taken and tested periodically and regularly.

Questions have been raised about presumptive coli and pathogenic organism. If there are machinery parts which have been worn out it might allow such contamination. But, Sir, samples were collected and from the examination of the samples it was found that in none of them there were pathogenic organisms. Where local defects are found steps are taken to mend them and also arrangements are made for chlorination Now, there is a risk of excess chlorination; so it is adjusted in such a way that the water becomes free from pathogenic organism and at the same time chlorine is not found in excess.

As regards the complaint of salinity of water during the dry months—during the drought season—difficulties are no doubt felt. To remove the defect it is necessary to increase the upland flow of water. You know, Sir, there is that volume of water at the estuary, and if there is not much force there is stagnation, and the tide has got easy access to flow right through and reach Calcutta or up to the Palta area. The original idea of having the waterworks at Palta—instead of having it near about Calcutta—was taken long long ago; in fact, the first reservoir was made in Calcutta in the year 1872 or 1876. The question of the salinity was taken into consideration at that time, but there was a very easy flow, there was great force in the current of the river Hooghly which drove away that volume of water which stagnates in the estuary areas during the drought season. Unless there is increased upland flow there is chance of stagnation and so we find there is increasing salinity in the water during the drought months.

In the circumstances, it will be clear that the Government are fully alive to the need of supply of pure drinking water in Calcutta and the resolution urging Government to take immediate steps in the matter is not only unnecessary but also out of place. I therefore oppose this resolution.

[4—4-10 p.m.]

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I want to say a few words. It has been said that there are no ventury meters. Sir, there are as many as six ventury meters; almost all the main have got it.

Another point which, I think, will interest my friends is that this city started its water-supply in 1872 when the total population was 6 lakhs 36 thousand. Now the total population is a little over 30 lakhs, i.e., five times that. The total amount of water supplied in the beginning was only 6 million gallons and today the water supplied is 80 million gallons from the pipes and 10 million gallons from the tube-wells. That shows that while the population has increased five times, the water supply has increased 15 times. But we do not desire to have nor there is any need for complacency, as probably my friends have already referred that there is a question of putting in 300 tube-wells in the bustee areas to cover five lakhs of people and that matter has been taken up to the Government of India by the Government of West Bengal. We cannot interfere with the day to day administration of the Corporation. All we can do is to try and help them as far as possible in their administrative work. But I feel myself that one of the main reasons why people in the south do not get sufficient water—as I mentioned to a newspaper man who came to me the other day to which report of mine my friend Sj. Somnath Lahiri has referred in his speech but that was not meant for the members of the Assembly and if I knew that would be referred to here, I would have used different language in that—why a man in the south does not at any time get pure water-supply as much as a man in the north gets is as I explained, that the main pipes, some 68", 48" or 42" pipes, go on giving water to the branches as they go along towards the south with the result that at the south end the pressure is naturally very much lower as you must have noticed that while it is possible to get filtered water in the north of Calcutta at a height of 20 or 25 feet above the roads, in the south of Calcutta very often even 7 or 8 feet is not possible for the water pressure to reach. And I also mentioned, when I was talking to this gentleman, the fact that the result of the want of proper pressure for the filtered water-supply in Calcutta has been that people use unfiltered water for various domestic purposes and while filtered water may be fairly safe, the unfiltered water which is stored in the tank is generally very unsafe. We made enormous

amount of enquiry in the beginning of the thirties of this century and we found out that these tank waters are very difficult to control and yet we cannot possibly do anything very substantial in this matter because men have to get their water for cooking purposes. Kitchens are generally on the top floor and the water that they get for their washing, bathing and cooking and cleaning their utensils is the unfiltered water. Therefore chances of contamination are there. The other matter I have referred to was the report which appeared in one of the American papers namely, the present situation in Calcutta. I do not know why this reporter had taken care to single out Calcutta. There are two other important towns in India,—Bombay and Madras and I have here the comparative death rates of Calcutta, Bombay and Madras in the year 1955-56. While Calcutta's death rate is 11.94, Bombay's death rate is 14.80 and Madras's death rate is 28.37. I do not say that therefore Calcutta is very much healthy. What I do say is one need not exaggerate or create a sort of panic in the minds of people when there is no reason to be panicky and the other point that I made out was that the death rate in Calcutta which in 1930-48 varied between 29 per thousand and 33 per thousand, in the year 1948-49, it was 21 per thousand and now it is 11.69 per thousand. I do not take any credit for this nor the Government can take any credit but the general sanitary situation is not so bad as people seem to mention and canvass.

Sj. Sunil Das:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, যে প্রস্তাব এখানে গত ৪ঠা জুলাই তারিখে আমি উত্থাপন করেছিলাম এবং যে প্রস্তাবের উপর আজ আলোচনা হবার পর মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় সরকার পক্ষ থেকে জবাব দিলেন সেসম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, আমাদের দেশের এই সমস্যা আগে যেখানে ছিল আজও সেখানেই আছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী কিম্বা মুখ্যমন্ত্রী ঠিক আমরা যেসমস্ত সমস্যার কথা উত্থাপন করেছি সে সম্পর্কে নতুন কোন কথা বললেন না, কোন সমাধান করার চেষ্টা করা দূরের কথা। তাঁরা এমনভাবে এই গুরুতর সমস্যার আলোচনা করলেন যেন মনে হয় তাঁদের সামনে এই সমস্যার বিশেষ কোন গুরুত্ব নাই। স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয় তাঁর জবাবে বললেন, প্রথমে তিনি বললেন,

primary responsibility of water supply is on the Corporation of Calcutta.

অর্থাৎ ক্যালকাটা কর্পোরেশনের উপর দায়িত্ব বর্তাচ্ছে কলকাতার ৪০ লক্ষ মানুষকে পেয় জল দিবার। সুতরাং এই অবস্থায় তাঁর কি করবার আছে? কিন্তু মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, এবং আপনার মাধ্যমে এই হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, এপ্রিল থেকে জুন মাস পর্যন্ত কর্পোরেশনের বিভিন্ন সভায় এই কথা আলোচিত হয়—১২ই জুন তারিখের সভায় এই সাপ্লাই অব ওয়াটার সম্বন্ধে কি করা যায় তা সবিশেষ আলোচিত হয় এবং সেই সংবাদ সংবাদপত্রে পরিবেশিত হয়েছে এবং শুধু তাই নয়, পশ্চিম বাংলা সরকার ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্টের ৪৫নং ধারা অনুযায়ী গত ১৭ই এপ্রিল তারিখে ক্যালকাটা কর্পোরেশনকে যে ডাইরেক্টিভ দিয়েছেন তাতে তাঁরা তাঁদের সচেতন ক'রে দিয়েছেন, "তোমরা তোমাদের কর্তব্যপালন করছ না"। সেই ডাইরেক্টিভের কি কারণ? এই ডাইরেক্টিভে ছিল—

The Calcutta Corporation authorities were directed to take steps.

আমি জলের কথা বলছি,

The Corporation was further directed to take immediate steps to ensure supply of drinking water to those areas and to increase the supply as the supply of drinking water was still inadequate.

Precautionary measures should continue to be observed until at least the drinking water position is satisfactory.

অর্থাৎ সকলেই বলছেন, কর্পোরেশন বলছেন, জনসাধারণ বলছেন, সরকারও বলছেন যে, আজ ড্রিংকিং ওয়াটারের অ্যাডিকোয়েট সাপ্লাই—প্রয়োজনমত সরবরাহ করা হচ্ছে না, আরও সরবরাহ করা দরকার। আজ এখানে দাঁড়িয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলছেন—অ্যাডিকোয়েট সাপ্লাই অফ ওয়াটার হচ্ছে। যা প্রয়োজন হচ্ছে, সেই প্রয়োজন পূরণ করা হচ্ছে। তারপরে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এসে যে তথ্য দিয়ে গেলেন, তাতে বললেন—এখানে ৩৩ লক্ষ লোক রয়েছে। তাদের জন্য প্রচুর জল—পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের তদারকে কলকাতা কর্পোরেশন থেকে কলকাতার জনসাধারণ পরিস্রুত জল পাচ্ছেন।

[4-10—4-20 p.m.]

মিঃ স্পীকার, স্যার, কর্পোরেশনের দায়িত্ব রয়েছে ২৫ গ্যালন মাথাপিছু প্রতিদিন জল-সরবরাহ করবার। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমি একথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, মাননীয় স্বাস্থ্য-মন্ত্রী মহাশয় এবং মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে জলের যে ওয়েস্টেজ হয়, অপচয় হয় পৃথিবীর সকল কর্পোরেশনই ওয়েস্টেজের একটা অ্যালাউয়্যান্স দিয়ে থাকে, আমেরিকা ১৫ থেকে ২৫% আর কলকাতা কর্পোরেশনের ওয়েস্টেজ ন্যূনপক্ষে ১৫%। সুতরাং জল যদি সরবরাহ করতে হয়, মাথাপিছু অন্ততপক্ষে ৩০ থেকে ৩৫ গ্যালন জল যদি সরবরাহ করা যায়, তা হ'লে ব্যবহারের জন্য পাওয়া যেতে পারে ২৫ গ্যালন ব্যবহারের ক্ষেত্রে। এবং আমরা যদি দেখি মাথাপিছু ২৫ থেকে ৩৫ গ্যালন পরিস্রুত জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তখন বলতে পারি যে, অ্যাডিকোয়েট সাপ্লাই হয়েছে। আজ কলকাতায় জনসংখ্যা কত? আপনি বলছেন ৪০ লক্ষ। তার উপর প্রতিদিন কলকাতায় সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ লোক আসেন যাঁরা কলকাতায় সারাদিন ও অনেকটা রাত্রি পর্যন্ত কাটান, সে হিসেব আপনাদের কাছে আছে। সুতরাং এই প্রচণ্ড জনতার চাপে তাদের মাথাপিছু যদি ২৫ থেকে ৩৫ গ্যালন বিশুদ্ধ জল-সরবরাহ করতে হয়, তা হ'লে তার পরিমাণ কত দাঁড়ায় তা কি ব'লে দিতে হবে? কলকাতা কর্পোরেশন বলছে—প্রতিদিন ১৫ কোটি গ্যালন জলের প্রয়োজন। আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী সে বিষয়ে নির্বাক। তিনি বলছেন—৯ কোটি গ্যালন জল, এই যথেষ্ট জল তাঁরা সরবরাহ করছেন—এটা অ্যাডিকোয়েট সাপ্লাই অফ ড্রিংকিং ওয়াটার হচ্ছে।

The Hon'ble Anathbandhu Roy: I mentioned 90 million gallons.

Sj. Sunil Das: Mr. Speaker, Sir, that was exactly the figure which I gave while I moved my resolution. The Hon'ble Minister has not improved upon my figure. That is the whole position.

উনি তারপরে বলেছেন—টিউবওয়েল করা হচ্ছে। টিউবওয়েলের যে হিসেব আমি দিয়েছি তার উপর নতুন ক'রে হিসেব দেন নাই। অথচ আমরা বিরোধী পক্ষ থেকে বলেছি, সোমনাথ বাবু বলেছেন, যতীন বাবু বলেছেন, ধীরেন ধর মহাশয় বলেছেন যে, কর্পোরেশন তিনশ' বস্তীতে তিনশ' টিউবওয়েল বসাবার যে পরিকল্পনা করেছিলেন—৩ ইঞ্চি টিউবওয়েল এবং যে ৩ ইঞ্চি টিউব-ওয়েল—তিনশ' টিউবওয়েলের ভিতর ৫০টি টিউবওয়েলের সাইট ঠিক হয়ে আছে অনেকদিন যাবৎ, তার কি হ'ল? গত এক বছর যাবৎ কর্পোরেশন যায়গা দেখিয়ে রেখেছেন পশ্চিমবঙ্গ-সরকারকে, সেই সম্পর্কে প্রশ্নের জবাব স্বাস্থ্যমন্ত্রী দেন নাই। এমন একটা আত্মসন্তুষ্টির মনোভাব নিয়ে তাঁরা এই সকল সমস্যা মীমাংসা করতে চেয়েছেন যে, তা ভাবলে অবাক হ'তে হয়। আজ এই বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাস করার পক্ষে যেখানে মানুষের সবচেয়ে প্রধানতম প্রয়োজন জল, সেই জল সম্পর্কে এই ধরনের মনোভাবের আমাদের সম্মুখীন হ'তে হবে!

Mr. Speaker: Mr. Das, you must confine yourself to the points raised.

Sj. Sunil Das: I shall try to be within the compass that you are just trying to make out for me. I think I am not digressing from the subject-matter.

Mr. Speaker: I think you are going slightly beyond that. Please confine yourself to the points raised.

Sj. Sunil Das: I am speaking on the quantitative aspect of the water supply.

তারপর বলছেন—

The scheme for sinking big tubewells has been prepared.

সেই স্কীম তো প্রিপেয়ার করা হ'ল। কিন্তু কতদিন ইনকিউবেশন পিরিয়ড যাবে, কবে সিংক করার কাজ শুরু হবে, কবে ইমপ্লিমেন্টেশন করা হবে, তা বলা হ'ল না। সেই সম্পর্কে মন্ত্রিমহাশয় কোন আলোকপাত করলেন না। পলতা-টালা মেন সম্বন্ধে যে প্রশ্নের অবতারণা আমি পূর্বে আমার বক্তৃতায় করেছিলাম, সেই প্রশ্ন সম্পর্কে মন্ত্রিমহাশয় একেবারে নিরুত্তর। ১৯৪৫ সালে কর্পোরেশনের স্পেশ্যাল কমিটির রেকমেন্ডেশন ছিল অবিলম্বে ৫৪ ইঞ্চি স্টীল মেন বসান হউক, তারপর ৪৮ ইঞ্চি কাস্ট আয়রন মেন এবং আর একটা যা ৪২ ইঞ্চি কাস্ট আয়রন মেন রয়েছে, তাদের আশঙ্কাজনক অবস্থা সম্পর্কেও আলোচনা হয়েছে, তা কাজে পরিণত করতে এত দেরি হচ্ছে কেন? বড় ৭২ ইঞ্চি মেন সম্পর্কে ফরেন এক্সচেঞ্জ কমপ্লিকেশন রয়েছে বলা হচ্ছে। কিন্তু সেই সম্পর্কে মন্ত্রিমহাশয় একেবারে নিরুত্তর। আমি আগেই বলেছি যে, গত ছয় বছর যাবৎ একটা গুরুতর সংকটের সম্মুখীন হয়ে কলকাতার জনসাধারণ রয়েছে। যে-কোন মুহূর্তে এই মেন চাপে এবং মেনের যে জীর্ণ অবস্থা হয়েছে, তার ফলে ভেঙ্গে যেতে পারে। সেই মেনকে নতুন ৭২ ইঞ্চি মেন দিয়ে, রিপ্লেস করা একান্ত প্রয়োজন রয়েছে এবং তা ত্বরান্বিত করবার ব্যবস্থা সরকারের দিক থেকে কি হচ্ছে, সে সম্পর্কে কোন কথা বলা মন্ত্রিমহাশয় প্রয়োজন বোধ করলেন না।

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বলেছেন যে, টাকা স্যাংশন হয়েছে, সোয়া দু' কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকার লোন অ্যাডভান্স করবেন বলেছেন, তার ভেতর ৪৫ লক্ষ টাকা স্যাংশন হয়েছে। মিঃ স্পীকার, স্যার, আমার পাশে মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন ধর মহাশয় ব'সে আছেন, তিনি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর, তিনি বলছেন—ঐ ৪৫ লক্ষ টাকার একটি পয়সাও কর্পোরেশনের হাতে পৌঁছায় নি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে টাকা স্যাংশন করা, আর তা পাওয়া, এর মধ্যে একটা ব্যবধান রয়েছে, এবং আমার মনে হয় সেটার দূরত্ব বেড়ে যাচ্ছে। সে সম্পর্কে মন্ত্রিমহাশয় কোন কিছু উল্লেখ করলেন না।

তারপর জলে স্যালিনিটি ও ক্লোরিনেশন সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন। স্যালিনিটি সম্বন্ধে বলছেন—জলের ইনক্রিজ্‌ড আপল্যান্ড ফ্লো বৃদ্ধি করতে হবে। বৃদ্ধি করবার কি উপায় আছে সে সম্পর্কে কোন প্রস্তাব সরকারের মাথায় আছে ব'লে মনে হ'ল না। হয়ত তিনি সংকোচ বোধ করেছেন ফারাক্কা ব্যারেজের কথা বলতে—কি জানি তাঁকে শেষে কেন্দ্রীয় সরকারের ভ্রূকুটির সামনে পড়তে হবে? সেইজন্য সেই আপল্যান্ড ফ্লো সম্পর্কে কি ব্যবস্থা হচ্ছে তা কিছুই বললেন না। শুধু বললেন যে, আপল্যান্ড ফ্লো না বাড়লে জলের স্যালাইনিটি বাড়তেই থাকবে। এই কথা বলে, তিনি আসল ব্যাপার চাপা দিলেন। অর্থাৎ স্যালিনিটি সম্পর্কে প্রতিকারের কোন পথ দেখাবার চেষ্টা করলেন না। হয়ত ও'র সামনে এর প্রতিকারের কোন পথ নেই। তারপর ক্লোরিনেশন সম্পর্কে তিনি বলেছেন—ক্লোরিনেশন করা হচ্ছে। ক্লোরিনেশন সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ-সরকারকে ডাইরেক্টিভ দিতে হয়েছিল কর্পোরেশনকে যে সেকশন ৪৫ অনুযায়ী ১৭ই এপ্রিল তারিখে জোনাল ক্লোরিনেশনেরও ব্যবস্থা করতে।

[4-20—4-30 p.m.]

সেকশন ৪৫ অনুযায়ী ঐ ১৭ই এপ্রিল তারিখে জোনাল ক্লোরিনেশনের ব্যবস্থার জন্য ডাইরেক্টিভ দেওয়া হয়েছিল। ক্লোরিনেশনের ইনস্ট্রুমেন্ট কয়টি আছে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী যদি আমাদের বলতেন তা হ'লে আমরা বুঝতে পারতাম আয়োজনটা কি। প্রয়োজনটা আমরা বুঝি জোনে জোনে, প্রতি বাঁকে বাঁকে ক্লোরিনেশন দরকার। আমার যতদূর সংবাদ একটিমাত্র ক্লোরিনেশনএর যন্ত্র আছে। কাজেই ক্লোরিনেশনের ঢালাও হুকুম হ'ল, ডাইরেক্টিভ পর্যন্ত হ'ল, কিন্তু ক্লোরিনেশনের ব্যবস্থা আছে কিনা সে সম্পর্কে কোন সংবাদ মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাখেন কিনা আমি জানি না। অন্তত রাখলেও তার উপযোগী ব্যবস্থার কোন চেষ্টা সরকারের পক্ষ থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি না, কারণ সেকশন ৪৫ অনুযায়ী তাঁরা তারও ব্যবস্থা করতে পারতেন। তারপর মুখ্যমন্ত্রী ভেঞ্চুরী মিটার সম্বন্ধে বলেছেন শ্রীসোমনাথ লাহিড়ীর বক্তব্যের জবাবে।

আমি জানতে পারলাম যে, একটিমাত্র ভেঞ্চুরী মিটার কার্যকরী আছে। একটিমাত্র ভেঞ্চুরী মিটার কেজো, আর সবই অকেজো। উনি যেভাবে ব'লে গেলেন তাতে মনে হয় যেন মাননীয় সোমনাথ লাহিড়ী মহা অপরাধ ক'রে ফেলেছেন ভেঞ্চুরী মিটার অকেজো কথাটা ব'লে। যেন সবগুলি ভেঞ্চুরী মিটারই কাজ করছে। কিন্তু জানা গেল একটিমাত্র ভেঞ্চুরী মিটার সেখানে কাজ করছে, আর সবই অকেজো। সুতরাং কি পরিমাণ তাদের তৎপরতা রয়েছে বিশুদ্ধ জল-সরবরাহ ব্যাপারে, মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি এ থেকেই বুঝতে পারবেন। তারপর, স্যার, র‍্যাপিড গ্র্যাভিটি ফিল্টারের কথা যা বলা হয়েছে, সংশোধনী প্রস্তাবেও যেসমস্ত ব্যবস্থার কথা বলেছেন মাননীয় সদস্যরা, র‍্যাপিড গ্র্যাভিটি, ফিল্টার, প্রেসার স্টেশন সম্বন্ধে, সে বিষয়েও আমরা কোন সদুত্তর পেলাম না। কর্পোরেশনের প্রস্তাব ছিল যে,

Sixty million gallons per day capacity water purification plant

যদি বসান যায় এবং তার খরচ হ'ল ৭৭ লাখ তা হ'লে আশু জলসরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। এ সম্পর্কে সরকার কি করবেন, কতটা সাহায্য করবেন, কতটা তাঁরা অগ্রসর হবেন তাও আমরা কিছু জানতে পারলাম না। মন্ত্রিমহাশয়ের কাছ থেকে কিছু জবাব পেলাম না। তারপর পাম্পের কথা রয়েছে, ইনটেক স্টেশনএর পাম্প, সে সম্বন্ধেও আমরা কোন কথা মন্ত্রিমহাশয়ের কাছ থেকে জানতে পারলাম না। তা ছাড়া স্টাফ সম্পর্কে কর্পোরেশনে পাইপ লেয়িং ডিপার্টমেন্টের যে স্টাফ—সেই স্টাফএর অভাব রয়েছে। দীর্ঘকাল যাবৎ প্রয়োজনীয় স্টাফ সেখানে নেই। মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশন এই স্টাফ অ্যাপয়েন্ট করছেন না। সেদিক থেকেও কর্পোরেশনের উপর পশ্চিমবঙ্গ-সরকার ঐ ৪৫ ধারা অনুযায়ী ডাইরেক্টিভ দিতে পারতেন যে, এই সমস্ত স্টাফ না হ'লে পরে পাইপ লেয়িংএর কাজ অগ্রসর হচ্ছে না। কারণ আমি জানি গত ১০ই জুন ১৯৫৮ তারিখে ওয়াটার-সাপ্লাই কমিটির যে প্রেসিডেন্ট, তিনি একটি বিবৃতি রেখেছিলেন ঐ কর্পোরেশনের ১২ই জুন স্পেশ্যাল মিটিংএ। ওয়াটার সাপ্লাই কমিটির যে প্রেসিডেন্ট ১২ই জুন তারিখে স্পেশ্যাল মিটিংএ যে বিবৃতি রেখেছিলেন তাতে বলা হচ্ছে—

For want of staff in the construction section of the Water Works Department.

অন্যান্য অসুবিধার কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে এবং যতদূর জানা আছে মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশন থেকে অনেক স্টাফ অ্যাপয়েন্ট করা হয় নি, যথা

Assistant Mechanical Engineer, Assistant Executive Engineers, Assistant Construction Engineer, Assistant Engineer, Pipe-laying Department.

এ সমস্ত প্রায় গত দু বৎসর যাবৎ খালি রয়েছে। আমাদের এখানকার মাননীয় সদস্য বিজয় সিং নাহার মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশনে রয়েছেন। সরকার জানেন যে, মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশনের শৈথিল্যের জন্য স্টাফ অ্যাপয়েন্ট হয় নি, তার দরুন যতটা পুরানো পাইপ বদলে নতুন পাইপ বসাবার যে সুযোগ ছিল সে সুযোগ থেকে কর্পোরেশন বঞ্চিত হচ্ছে। সেই সম্পর্কে সরকারের তৎপরতা দেখছি না। মন্ত্রিমহাশয় কর্পোরেশনের উপর সমস্ত দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। সবচেয়ে বড় কথা হ'ল, মিঃ স্পীকার, স্যার, যে কথা আমি বলেছিলাম ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্টে ডায়ার্কি রয়েছে। ১৯৫১ সালের মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্টে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা রয়েছে যার ফলে মিটিংএ নীতি নির্ধারণ করবে কর্পোরেশন এবং সেই নীতি কার্যে পরিণত করবে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের শিরোমণি হ'ল আমাদের কমিশনার। সেই দ্বৈতশাসনের অবসান ঘটাবার জন্য বলেছিলাম। অ্যাক্টটাকে সংশোধন করবার জন্য বলেছিলাম এবং একথা বলেছিলাম অ্যাডমিনিস্ট্রেশনএর শিরোমণি যে কমিশনার তিনি প্যারালাইজ্‌ড হয়েছেন যার ফলে সমস্ত অ্যাডমিনিস্ট্রেশন প্যারালাইজ্‌ড হয়ে গেছে। সেই সম্পর্কে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয় কিছু বলবার প্রয়োজন বোধ করলেন না। মিঃ স্পীকার, স্যার, আমরা এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা থেকে এটাই বুঝলাম, পশ্চিমবঙ্গ-সরকার কলকাতার মানুষকে পরিশ্রুত জলসরবরাহের দায়িত্ব নিতে অনিচ্ছুক। তাঁরা ভাবছেন, যে পরিমাণ জল আজ সরবরাহ করা হচ্ছে এবং যে ধরনের জলসরবরাহ করা হচ্ছে কলকাতার জনসাধারণ তার বেশি জল পাবার যোগ্যতা রাখেন না। আজকে এই প্রস্তাবের স্বপক্ষে আমি একথা বলছি যে, সরকার যদি তাঁর মনোভাব পরিবর্তন না করেন, তার প্রাথমিক দায়িত্ব পালন না করেন, উপযুক্ত

পরিমাণ পরিশ্রুত জলসরবরাহ না করেন, তা হ'লে তাঁরা চরম দায়িত্বজ্ঞানহীনের পরিচয় দেবেন এবং তার জন্য তাঁদের জবাবদিহি করতে হবে—শুধু কলকাতার ৪০ লক্ষ লোকের কাছে নয়, বাংলাদেশের ৩ কোটি লোকের কাছে।

Mr. Speaker: I did not want to interrupt honourable members in the midst of discussion, but I would request them to take note of rule 42(4) of the West Bengal Legislative Assembly Rules and Regulations which says, "Except with the permission of the Speaker no speech upon any motion shall exceed fifteen minutes in duration". I don't want to pull up honourable members every time but normally they should not infringe this rule.

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: Sir, the Hon'ble Chief Minister has given a description of the present position in comparison with the other States.

Sj. Sunil Das: On a point of order, Sir, is the Hon'ble Minister replying to my reply?

Mr. Speaker: Yes, he has a right of reply.

[4-30—4-40 p.m.]

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: Sir, we have seen really muddy water, unfiltered water that is supplied to every house which is often misused and utilised for purposes other than for drinking purposes. The drinking water may be free from pathogenic organisms but the unfiltered water often may contain the pathogenic organisms. So public agitation regarding this is more important and should be stressed. Personally I have seen also that there is great wastage of water in our household and also it can be seen on the streets that the hydrants are kept open sometimes—improvised contrivances are made by tying to the tap, ensuring free flow of water, so that water runs waste, a great quantity of it and that is why agitation of the public in this direction is also necessary.

I have given the picture of how the water supply has been improved. The Hon'ble Chief Minister also has quoted figures to show that when only about six lakhs of people inhabited Calcutta and there was less question of floating population, the refugees and so on, the amount of water supplied was low but now it has gone up to such a high figure and the water supply has increased correspondingly. I have also narrated how the water supply has been improved to a great extent and so I would not go any further in reply to say that. It is not a fact that Government is not fully alive to this problem. Government is fully alive and with these words, Sir, I oppose this resolution.

Mr. Speaker: I will now put the resolution to vote. Would you like that the amendments be put?

Sj. Sunil Das: Sir, I accept the amendment of Sj. Dhirendra Nath Dhar.

Mr. Speaker: Very well, I will put it to vote.

The motion of Sj. Chitto Basu that

(i) in line 2, after the word "Calcutta", the words "and in rural areas" be inserted;

(ii) in line 3, after the word "quantity", the following be inserted, viz.—"due to abnormal delay in repairing and re-sinking derelict tube-wells and due to the failure of the Government to sink new tube-wells in adequate number in rural areas";

(iii) in line 4, for the words "citizens of Calcutta", the words "people of the entire State" be substituted.

The motion of Sj. Dhirendra Nath Dhar that in lines 5 and 6, for the words "to remedy the same", the following be substituted, viz.,—

"(1) To help the Corporation of Calcutta in procuring important machineries for Rapid Gravity Filter, Pressure Station and Intake Stations of Talla and Palta Water Purification Plant, etc., etc.;

(2) To help to secure the steel plates necessary for the fabrication of the proposed 72" Talla-Palta Main as top priority;

(3) To help the Corporation of Calcutta in securing foreign exchange required for the execution of different projects;

(4) To help the Corporation of Calcutta by lending service of the efficient Engineers, who have knowledge and experience in the line to carry out different projects for augmentation of water-supply;

(5) To take up immediately the proposal of sinking 300 Nos. 3" tube-wells in the bustees including ancillary works, like tank and distribution system;

(6) To expedite sinking of big diameter Fire Fighting tube-wells;

(7) To help the Corporation in securing pipes of different sizes for improving the distribution system of the filtered water of the city which has become very old;

(8) To set up immediatly a Metropolitan Water Board for a perfect arrangement of filtered water-supply to the city Corporation and suburban municipalities;

(9) To set up immediately an Expert Committee to prepare an estimate for laying mains for drawing water from Damodar Valley Corporation through Durgapur Canal to Palta Pumping Station;

(10) To move the Centre seriously for expediting the implementation of the proposed Ganga Barrage Project near Farakka."

was then put and lost.

The motion of Sj. Sunil Das that this Assembly views with deep concern the general deterioration, in Calcutta, in the supply by Government and other agencies of drinking water both in quality and quantity leading to immense inconvenience of the citizens of Calcutta and endangering their health and life and is of opinion that immediate steps should be taken by the Government to remedy the same, was then put and a division taken with the following results—

NOES—113.

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sj. Prafulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Gokul Behari
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Parimal
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand

Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Kolay, Sj. Jagannath
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Nishapati
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pemantle, Sjta. Olive
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra.
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Trivedi, Sj. Goalbadan
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-ul-Huque, Janab Md.

AYES—63.

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Badrudduja, Janab Syed
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Bindabon Behari
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhagat, Sj. Mangru
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Das, Sj. Sisir Kumar
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Preva
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj Ramanuj
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mondal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Roy Choudhury, Sj. Khagendra Kumar
Sen, Sj. Deben
Sen, Sjta. Manikuntala
Sengupta, Sj. Niranjan

The Ayes being 63 and the Noes 113 the motion was lost.

Report of mysterious fever at Darjeeling

Sj. Bankim Mukherji: I am drawing the notice of the Health Minister.

স্যার, আজকে একটা সংবাদ বেরিয়েছে সংবাদপত্রে যে দার্জিলিংএ এমন একটা মিস্টিরিয়াস ফিভার দেখা দিয়েছে যে, তার কারণ কি এবং তার ট্রিটমেন্ট কি হবে বুঝতে পারছেন না। লোকাল মেডিক্যাল অফিসারসদের একটা কনফারেন্স ডাকা হয়েছে যে, এ সম্বন্ধে কি করা যেতে পারে। সেখানে যদি মিস্টিরিয়াস ফিভার হয়েই থাকে তা হ'লে এখনকার ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টএর হেলথ্ ডিপার্টমেন্টএর এ বিষয়ে অবহিত হবার সময় এসেছে।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I will find out.

এখনি আমি ফোন ক'রে জানব।

Non-official resolution

Mr. Speaker: The next resolution relates to the Farakka Barrage. Quite a number of members are responsible for the resolution. Who will move I have not been informed. In order of names, Sj. Satkari Mitra's name comes first.

Sj. Deben Sen: I have given the names. Dr. Suresh Chandra Banerjee will move.

Mr. Speaker: His name is not there. If nobody has any objection, I do not mind if Dr. Banerjee moves.

[4-40—4-50 p.m.]

Dr. Suresh Chandra Banerjee: Sir, I beg to move that this Assembly is of opinion that the Government of West Bengal should approach the Government of India for immediate inclusion of the Farakka Barrage Project in the Plan Schemes and secure a definite pronouncement of that Government in the matter.

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, ফরাক্কা ব্যারেজ পরিকল্পনা সম্বন্ধে জনমত কিছুদিন ধরে বেশ প্রবল হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই পরিকল্পনাটা নতুন নয়। ১৯০৬ সালে এই পরিকল্পনার প্রথম উদ্ভব। সে বৎসরে হুগলি নদীর জলে লবণের ভাগ বেড়ে গিয়ে দশ লক্ষ ভাগে ৪০০ ভাগ হয়ে দাঁড়ায়। এত অধিক লবণ আর কোনদিন হয় নি। যদি খুব বেশি হ'ত তবে ১০ লক্ষ ভাগে ৭০ ভাগ মাত্র হ'ত। ১৯০৬ সালের অবস্থাতে এ বিষয়ে যাঁরা অভিজ্ঞ, তাঁরা খুব শঙ্কিত হয়ে পড়েন। এইভাবে যদি হুগলির জলে লবণের অংশ বেড়ে যায় তা হ'লে কলকাতার বন্দর ও পানীয় জলের কি হবে এ নিয়ে তাঁরা তদন্ত আরম্ভ করেন। এই তদন্তের ফলে তাঁরা ঠিক করেন যে, হুগলি নদীর জলে যদি লবণাংশ কম রাখতে হয় তা হ'লে ফারাক্কার কাছে একটা বাঁধ তৈরি করতে হবে। কিন্তু এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে তখন জনসাধারণ খুব বেশি খোঁজখবর রাখতেন না। আমিও ডাঃ রায়ের কাছ থেকে প্রথম এ সম্বন্ধে খবর পাই এবং সেজন্য আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

চার-পাঁচ বছর আগে আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে ডাঃ রায়ের সংগে দেখা করতে গিয়েছিলাম জানতে সুন্দরবনে যে পুনঃ পুনঃ বন্যা হচ্ছে তা রোধ করবার জন্য তাঁরা কি ব্যবস্থা করছেন। ডাক্তার রায়কে আমরা বলেছিলাম যে, সুন্দরবনের নদীসমূহে যদি ঠিকমত বাঁধ দেওয়া হয় তা হ'লে পুনঃ পুনঃ বন্যার হাত থেকে সুন্দরবনকে রক্ষা করা সম্ভব হবে। কিন্তু ডাঃ রায় আমাদের এই কথা না মেনে বললেন যে, জনমত যাই হোক না কেন বৈজ্ঞানিকরা এ মত মানেন না। তাঁরা বলেন যে, সুন্দরবনের পথে যেসমস্ত নদী সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে, সেসমস্ত নদীর

মুখে ক্রমশঃ বেশি পলি জমে যাচ্ছে। ফলে বর্ষার সময় জল বেশি পরিমাণে সমুদ্রে গিয়ে পড়তে পারে না। তাই পুনঃ পুনঃ বন্যা হয়। এর একমাত্র প্রতিকার উপর থেকে জোরে ভাগীরথীর বুকে জল চালিয়ে দেওয়া। তবেই পলিমাটি ধুয়ে যাবে, নদীর মুখ খুলে যাবে এবং বন্যাও হবে না ; এটা সম্ভব যদি ফরাক্কার কাছে বাঁধ দেওয়া হয়। এর ফলে পদ্মার জল কিছুটা মেঘনায় যাবে, আর কতকটা জমবে বাঁধের উপর। এই জমা জল খাল কেটে ভাগীরথীতে প্রবাহিত করতে হবে। তবে শুধু যে ভাগীরথীর জলপ্রবাহের শক্তি বাড়বে তা নয়, ভাগীরথীর সংগে যেসমস্ত নদীর যোগ আছে, যেমন জলঙ্গী, ইছামতী—সেই সমস্ত নদী দিয়েও সজোরে জলপ্রবাহ বইবে। ফলে, এই সব নদীর বুক থেকে পলিমাটি ধুয়ে যাবে এবং এখনকার মতো আর বন্যা হবার সম্ভাবনা থাকবে না। ডক্তার রায় এর পরে ফরাক্কা বাঁধের কথা প্রকাশ্যেও অনেকবার বলেন। এইভাবে এর পক্ষে জনমত গড়ে ওঠে।

১৯৫৬ সালের প্রবল বন্যার ফলে ফরাক্কা বাঁধ পরিকল্পনা আরও গুরুত্ব লাভ করে। সেই বন্যায় পশ্চিম বাংলার সমস্ত লোক বিস্মিত হয়ে যায়—এত বড় বন্যা কেন হ'ল, এর আগে কোনদিন তো হয় নি। জনগণ ভাবল, এই বন্যা ময়ূরাক্ষী স্কীমের ফলে হয়েছে। এই স্কীমের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন গলদ আছে, কারণ এই বন্যা নদিয়া জেলা, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান ও বীরভূমের কিছু অংশে হয়েছিল। অবশ্য যাঁরা এ সম্বন্ধে কিছু জানেন, যাঁরা বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিজ্ঞ, তাঁরা একথা শুনে হেসেছেন। আমি নিজে ডাঃ জ্ঞান ঘোষের মতো বিজ্ঞানীর কাছে এই কথা ব'লে হাস্যাস্পদ হয়েছি। আমার কথা শুনে তিনি বলেছিলেন, 'আপনার মত লোকও একথা বলেন?' এখন বিশেষজ্ঞদের কথা শুনে আমরা বুঝতে পেরেছি যে, ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার সংগে এই বন্যার কোন সম্পর্ক ছিল না। কিছুদিন ধরে ভাল বারিপাত হয়। সেই জল বিভিন্ন নদীপথে ভাগীরথীতে এসে পড়ে। ভাগীরথীর গর্ভ পলি পড়ে উঁচু হয়ে গেছে। সুতরাং সেই বিপুল জলরাশি ভাগীরথী সমুদ্রের দিকে বয়ে নিয়ে যেতে পারে না। ফলে ভাগরথীর তীর উপছে জল পার্শ্ববর্তী জলাসমূহে গিয়ে পড়ে। ফলে মুর্শিদাবাদের কতক অংশ ভেসে যায়। বীরভূমের কিছু অংশ ভেসে যায়। নদিয়া জেলার অনেক অংশ ভেসে যায়। বর্ধমান জেলার কতক অংশ ভেসে যায়। এই বন্যার ফলেও শিক্ষিত জনসমাজে ফরাক্কা বাঁধের গুরুত্ব বাড়ে।

[4-50—5 p.m.]

আমরা বুঝতে পেরেছি যে, ভাগীরথী ক্রমশঃ শুকিয়ে যাচ্ছে। ভাগীরথীর নিম্নভাগকে বলা হয় হুগলি। হুগলিতে পলি পড়ে পড়ে বড় বড় চর গড়ে উঠছে। এই সব চরের ভেতর দিয়ে বড় বড় জাহাজের আসা খুবই বিপজ্জনক হয়ে উঠছে।

এই খালকাটা হ'লে খিদিরপুর ডক পর্যন্ত সমুদ্রগামী জাহাজ চলাচলের সুবিধা হবে। কিন্তু জাহাজ চলাচলই কলকাতার একমাত্র সমস্যা নয়। কলকাতায় আরও যেসব সমস্যা আছে তাদের মধ্যে পানীয় জলের সমস্যাও বৃহৎ সমস্যা। ডায়মন্ড হারবার থেকে খিদিরপুর ডক পর্যন্ত খালকাটা হ'লে কলকাতায় পানীয় জলের সমস্যা সমাধান হবে না—কলকাতা শহরের জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা হবে না। আমরা জানি যদি আমাদের বেঁচে থাকতে হয়, যদি কলকাতাকে বাঁচিয়ে রাখতে হয় তা হ'লে এই ফরাক্কা ব্যারাজের ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করতে হবে। এই বাঁধ হ'লে পর এখন যেমন গঙ্গার জল পদ্মা দিয়ে চ'লে যায় এবং ভাগীরথী দিয়ে সামান্যই আসে সেই অবস্থা থাকবে না। তখন ফরাক্কাতে জল আটকানো হবে এবং সেই জলকে ভাগীরথী দিয়ে প্রবাহিত করা হবে। এ করা হ'লে শুধু যে ভাগীরথীই পরিষ্কার থাকবে তা নয় ভাগীরথীর সংগে যেসমস্ত নদী সংশ্লিষ্ট তাদেরও উন্নতি হবে। বর্তমানে ২৪-পরগনার অবস্থা শোচনীয়। এ জেলার নদীগুলি প্রায় সবই মজে গিয়েছে। ফরাক্কা বাঁধ হ'লে এসব নদী আবার জলে টলমল করবে। তাতে সারা পশ্চিম বাংলা সমৃদ্ধ হবে। এজন্য এই বাঁধ অবশ্যই করতে হবে। ভারত-সরকার যে-কোন সময়েই হোক এই ব্যাপারে তেমন মনোযোগী হচ্ছেন না। টাকার প্রশ্নও আছে। ৬০ কোটি টাকা এই বাঁধের জন্য খরচ করতে হবে ; ১০০

কোটিও লাগতে পারে। টাকা যাই লাগুক, আমরা জানি আমাদের জীবনমরণ এই বাঁধের ওপর নির্ভর করছে। শুধু কলকাতা নয়, শুধু কলকাতা বন্দর নয়, শুধু কলকাতার জল-সরবরাহের প্রশ্ন নয়, সমগ্র পশ্চিম বাংলার বেঁচে থাকা এই বাঁধ নির্মাণের উপর নির্ভর করছে। এই বাঁধ হ'লে কলকাতা থেকে বারো মাস স্টীমার উত্তরপ্রদেশ পর্যন্ত যেতে পারবে। ফরাক্কা বাঁধ হ'লে উত্তর ও দক্ষিণ বাংলার মধ্যে যাতায়াতেরও সুবিধা হবে। ডায়মন্ডহারবার থেকে খিদিরপুর পর্যন্ত জাহাজগামী খাল কাটা হ'লে গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া বাঁচতে পারে কিন্তু কলকাতা বাঁচতে পারবে না। আজ বাঙ্গালীর সম্মুখে জীবন মরণ সমস্যা। ১০।১৫ বৎসরের মধ্যে যদি এই বাঁধ না করতে পারা যায় তা হ'লে কি অবস্থা হবে তা ভাবতেও ভয়ে শিউরে উঠি। কলকাতা আগে যা ছিল—জলাভূমি, বিল, মশা, ম্যালেরিয়া আবার সেই অবস্থায় ফিরে যাবে। আমাদের সাংঘাতিক অবস্থা হবে। আজ সারা বাংলাকে এক হয়ে দাঁড়াতে হবে। এই প্রস্তাব সকলে মিলে পাশ ক'রে সারা বাংলাকে এক স্বরে বলতে হবে—এই বাঁধ আমরা চাই। আর এই বাঁধ যদি গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া না চায়, তবুও আমাদের সকলে মিলে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে হবে, এ একটা সাধারণ প্রশ্ন নয়। কলকাতা তথা পশ্চিম বাংলার মরণ বাঁচনের সমস্যা। এই নদীকে যদি আমরা ঠিক রাখতে পারি, তা হ'লে কলকাতা পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ শহর হবে। কলকাতার ভৌগোলিক পরিস্থিতি এমন যে, এ ভারতবর্ষের মধ্যে কেন সারা পৃথিবীর মধ্যে একটা শ্রেষ্ঠ নগরী হ'তে পারে। আগে বোম্বে ভারতের শ্রেষ্ঠ নগরী ছিল, আজ স্বাধীনতার পরে কলকাতা ভারতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নগরী। অদূরভবিষ্যতে এ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগরে পরিণত হবে। ইতিপূর্বেই ডালহৌসি স্কোয়ারের কোন কোন অঞ্চলে জমির দাম নিউইয়র্কের জমির দামের মতো হয়েছে। বহু দেশের বহু লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে এ বিষয়ে। একজন আমেরিকানের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। আমায় তিনি বলেছিলেন—কলকাতা বাংলাকে পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশে পরিণত করবে। কলকাতাকে আমরা বাঁচিয়ে রাখবই। বাংলা অতীতে অনেক সংগ্রাম করেছে। আজ আর একটা সংগ্রামের সম্মুখীন বাংলা হয়েছে। এত বড় গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রাম আর কখনও পশ্চিম বাংলার সামনে আসে নি। একথা মনে রেখে বাংলাকে বাঁচাতে হবে, বাঙ্গালীকে বাঁচাতে হবে। এ কথা মনে রেখে আজ সকলে সমস্বরে বলতে হবে—ফরাক্কা বাঁধ আমাদের চাই-ই চাই।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I think at this stage it would be better for me to say a few words with regard to the present position of the Farakka Barrage so far as the Government of West Bengal are concerned. Even before Partition planning of a comprehensive Irrigation and Waterways scheme was approved by the old Government of Bengal and the Government of India. This included preparation of projects for the erection of barrages across the Teesta, Brahmaputra and Ganga. Investigation was first taken up in connection with the Teesta project but this was not pursued. A proposal for a barrage across the Ganga was taken up by the Waterways and Irrigation Department of the Government of West Bengal after Partition and Farakka was *prima facie* considered to be a suitable site for the barrage because its banks are more stable than at any other place in the area. The banks are proverbially uncertain so far as Sakrigali Ghat and Manihari Ghat areas are concerned as to where the trains are to stop and where the steamers have to begin plying. The Government of West Bengal felt that a barrage should be combined with a rail-cum-road bridge. You will recall that before Partition Malda used to be connected through the Lalgola Ghat area with Murshidabad by a direct rail-*cum*-steamer route which was stopped after Partition. Therefore, we felt that in order to make the three parts of Bengal join together more closely the rail-*cum*-road bridge was necessary for the rail as well as for the road which was a national highway and we had to go up to the Government of India for their co-operation and help. The Central Ministry of Works, Mines and Power was requested to direct the Central Water and Power Commission to undertake detailed investigation for the preparation of the Ganga Barrage project.

[5—5-5 p.m.]

On the 4th April, 1948, a special meeting of the Central Board of Transport was held in Delhi, the Central Transport Minister was in the chair, the Central Ministries' representatives were present as well as myself and the Ministers, Works and Buildings, Irrigation and Waterways and Relief and Rehabilitation and Civil Supplies Departments of West Bengal were present. It was decided unanimously that investigations in connection with the Ganga Barrage Project should be carried out by the Irrigation and Waterways Department of the West Bengal Government under the direction and with the assistance of the Central Water, Irrigation and Navigation Commission. Investigations were accordingly undertaken by the Government of West Bengal during 1948-49 on the basis of an estimate which at that time amounted to 12,06,138. We asked the Government of India to bear the entire cost of the investigations as well as of the project itself in view of its being an all India problem and in view of the fact that through this barrage the railway communication which was disrupted by partition would be restored and that the people in the northern parts of Bengal are entitled to claim an easy connection through railway and road with the southern parts of Bengal and this was the only means by which that could be done. Ultimately, after a great deal of discussion it was decided that of the amount necessary for investigation 50 per cent. will be borne by the Government of West Bengal, the Ministry of Transport 15 per cent., Port Commissioners 1.85 lakhs and the Ministry of Irrigation and Power, Government of India, the balance. This estimate of Rs. 12,06,000 gradually went up to Rs. 24,66,500 and we agreed to meet half the cost and we have paid it. At that time the estimate for the whole barrage was 39.67 crores. We sent up our comments on the whole scheme to the Government of India who then appointed a committee to examine the economics as well as the technical details of the scheme. I do not know what has happened to that—I have written to the Government of India several times but I have got no reply. As to whether the Committee has actually sent any recommendations, I have no information. In the meantime, two other bodies—one is the Ganges and the Brahmaputra River Board in which Mr. Ghosh was one of our representatives—investigated the question of having a route between Calcutta and Bihar and U. P.—an all-India passage—and it was suggested that Bhagirathi should be opened up in order to provide a direct communication between Calcutta and the places above. Almost at the same time the Port Commissioners' experts tried to find out how the difficulties of the port could be avoided and they also recommended Farakka Barrage as a solution. The matter was being investigated and up till now the Government of West Bengal has paid for this investigation Rs. 16,73,275, the rest being paid by others. But we have not yet come to the end of it.

Sir, the four or five points in which we are interested, so far as the Farakka Barrage is concerned, are the following. We wanted an improvement in the navigability of the Bhagirathi River so that it will be navigable throughout the whole year for nine-feet draught vessels.

[5-5—5-15 p.m.]

It is well known that the river Ganga for centuries, about 1700A.D., before its diversion into Padma to East Bengal, used to flow at least in its main stream through the Bhagirathi (Hooghly) river. Besides other historical evidences which are well known this is supported by the fact that the widths of the river measured by the distances between the high banks are at places so large that they could have accommodated discharges

at least ten times the present maximum discharge. The Ganga began gradually to recede from Murshidabad border towards the Padma channel with the result that the communication between Ganga and Bhagirathi and Ganga, Jalangi or Mathabhanga became disturbed. The result was that Bhagirathi, Jalangi and Mathabhanga really bearame spill channels with the result that the banks became narrower and the channels became much narrower.

Sir, in the year 1956, after the floods, a committee of experts was appointed known as the West, Central and Southern Bengal Flood Enquiry Committee to investigate into the causes of the floods, to make an overall survey aobut the flood situation and to suggest suitable remedial measures to prevent recurrences of such floods in future. After a detailed investigation into the matter they came to the definite conclusion that the progressive reduction—and this is a very important one—progressive reduction—of the capacity of the Bhagirathi-Hooghly system has to a great extent contributed to the extensive flooding in September, 1956, that caused untold miseries and loss to the people of Bengal. As you know, we had spent about Rs. 9 crores in relief work alone in that year and therefore the Committee among other recommendations made short and long-term suggestions and considered it necessary that the Ganga Barrage should be erected for the purpose of reducing flood havocs considering its potentiality to control the flood of the Bhagirathi-Hooghly system.

The second point that we wanted help for was to decrease the salinity of the Hooghly river near Calcutta and the surrounding industrial areas so that the water-supply in those areas on both the banks of Hooghly would remain sweet. We have recently witnessed the evil results of the salinity of water in another way. The railway engines which used water from the river, the experts told us, got very easily damaged when they used the saline water as a result of which now they have decided to use tubewell water for their engines. Apart from that, industrial concerns also suffer if the salinity is increased. This increased salinity is due to the fact that with the loss or want of upland water coming down the river Hooghly and the flow in of the salt water from below from the sea made it difficult for the water of Hooghly to remain sweet.

The third point was to improve the drainage capacity of the Bhagirathi and Upper Hooghly, as I said, in order to remove the danger of flood.

Fourthly, the experts tell us that the tidal bores in the river Hooghly are increasing in their frequency and intensity—due to the fact that the capacity of the river canal has been reduced and the chance of production of bores is thereby increased; and

Fifthly, improvement of the bars in the river Hooghly. As you know, the Port Commissioners have to spend lakhs of rupees every year in dredging some of the sand bars in order to enable steamers to come up to the dock. The Government of India requested the Federal Republic of Germany to depute an expert and Professor Hansen came over here to examine the problem of Calcutta, Hooghly and the river Bhagirathi. He was here last year from February to May and also from September to October. He visited several places and saw the Bhagirathi, Hooghly and the Port of Calcutta. Meanwhile with the money that was provided by us and the other organisations, the Poona School were examining the whole problem of the Farakka Barrage and so far as we have heard, their report is favourable. So far as Professor Hansen is concerned, we have not got the report here. We only heard—all of us heard—the other day Mr. Patil

said that the Government has accepted Professor Hansen's report, but all that I know is that the Government of India has forwarded to this Government an estimate of Rs. 8,94,924, half of which has to be paid by us, which has been prepared by the Central Water and Power Commission for carrying out further surveys and investigation for two years, that is to say, 1st March 1958 to 1st March 1960, on the lines suggested by Dr. Hansen. Evidently, although he thinks that this proposition is a good one, he is not prepared to give us the final opinion until he has obtained the report regarding Ganga Barrage discharge silt, observation on particular sites, velocity measure of the Hooghly and Calcutta currents, observation in critical bars and crossings, continuance of modern services, and the Government has forwarded to us an estimate of Rs. 4,47,000, half of Rs. 8,94,000, to be required for such investigation.

In the First Five-Year Plan, for the Ganga Barrage Investigation scheme that I mentioned a little while ago, we paid about Rs. 16 lakhs which we included in the First Five-Year Plan. We were not aware that further investigation would be necessary and therefore we did not put in any estimate so far as surveys are concerned in the Second Five-Year Plan. At the meeting of the Planning Commission I raised this issue and the Government of India assured us that this was a matter which the Government of India have got hold of and they will put whatever money was necessary for this particular purpose. Whether they will ask us to contribute a share of it ultimately, I do not know.

[5-15—5-40 p.m.]

We have still to find another Rs. 5 to Rs. 6 lakhs this year for its continuance. It is possible that we will have to ask the Planning Commission to include this in the next year's plan. It will be seen, therefore, that this Government from 1940 onwards have been pressing and putting as much emphasis as possible for the erection of the barrage and for resuscitation of the Bhagirathi. As I said before it is something more than the creation of a new channel for navigation or for having better upland water-supply for the port and for the river itself. The whole district of Murshidabad will, to my mind, benefit greatly if the Bhagirathi channel is available for draining of waters from different rivers which enter Bhagirathi and come down to Hooghly. That will improve the productivity and remove a certain amount of barrenness of some of the areas which will produce better crop results. We are not in a position to say anything more at this stage, because, as I said, I have not got the report of the Expert, except this that we have, and we still persist in insisting upon the Ganga Barrage with rail-*cum*-road on its top which will give us, as I said before, five distinct results: Improvement of the navigability of the Bhagirathi River; decrease in the salinity of the water of river Hooghly; improvement of the carrying capacity of the river Bhagirathi and Upper Hooghly and, thereby, consequent reduction of chances of flood hazards; improvement in the tidal system and consequent reduction in the intensity and frequency of tidal bore and improvements of bars in the lower Hooghly. There are three projects which are to my mind important, the other two being (1) the question of having a ship-building yard at Geonkhali. We are pressing hard. Experts are giving their opinions. Various observations are being made. At the present moment it seems that the tendency is in favour of Cochin rather than Geonkhali, but we are still pressing for it. The other one is what I said the other day in the House namely liquidation of the North Salt lake areas. These three projects directly or indirectly

would benefit this particular town as no other projects would. I hope I have been able to tell the House that there is no dearth of enthusiasm on the part of the West Bengal Government in the matter of inclusion of the Farrakka Barrage Project. As a matter of fact, the present view of the Government of India is that it need not be any scheme of the State. It should be a scheme of the Centre, and secondly that the Government of India will not be able to give a definite pronouncement until they get all the data for which Dr. Hansen and their experts have asked for.

This is the position with regard to the Farakka Barrage. I do not yield to anyone in my anxiety to see this thing done because I think it will not only improve the local area but it will improve the economy of the whole province. But I do not think that so far as the members of our party are concerned, they need take any share or part in this resolution. Those who have moved the resolution can support it. We shall simply keep mum because I have already explained that there is nothing more that we can do at the present moment and I, as a member of the Government, cannot ask the West Bengal Government to be more active in going up to the Central Government in connection with this matter.

[At this stage the House was adjourned for fifteen minutes.]

[*After adjournment.*]

[5-40—5-50 p.m.]

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

স্যার, ফরাক্কা বাঁধের গুরুত্বের কথা দেখছি বাংলাদেশের সব স্তরের লোকই বুঝতে পেরেছে এবং বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ যে এর উপর নির্ভর করছে একথাও বুঝতে আরম্ভ করেছে। কিছুদিন আগে আমাদের এই বিধানসভায় ডাঃ রায় বলেছিলেন, যখন তাঁর কাছে রেলওয়ের কর্তৃপক্ষ এসে অভিযোগ করেছিলেন যে, গঙ্গার লবণাক্ত জলের জন্য ইঞ্জিন চালাতে আমাদের খুব অসুবিধা হচ্ছে তখন এই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে তিনি বলেছিলেন—আমি একথা বিশ্বাস করি না। আজকে দেখি তিনি যে কয়টা কারণের কথা উল্লেখ করলেন তার মধ্যে এটাও একটা কারণ যার জন্য ফরাক্কা বাঁধ হওয়া দরকার।

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসও এ সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন এবং এতদিনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী পাতিল বলেছেন—এই বাঁধ ছাড়া কলকাতাকে বাঁচানো যাবে না। তিনি বলেছেন, সাংবাদিকদের যে সম্মেলন হয় সেই সম্মেলনে—

> "I am convinced more than ever before that the scheme has got to be undertaken immediately and any delay will be as dangerous as tampering with the life of millions of people because supply of drinking water and navigability of the Hooghly are threatened."

ফরাক্কা বাঁধ না হ'লে কলকাতার বন্দরকে বাঁচানো যাবে না। এই বন্দরের উপর কেবলমাত্র বাংলাদেশের নয়, ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলের সমগ্র অর্থনীতি নির্ভর করছে। অতএব শুধু যে বাংলা বা কলকাতার স্বার্থ নয়, সমগ্র পূর্বাঞ্চলের স্বার্থে এই বাঁধের কাজ ত্বরান্বিত হওয়া প্রয়োজন। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে, গত ৪০ বছর ধরে বহু বিশেষজ্ঞ কমিটি পরীক্ষা নিরীক্ষা ক'রে এর বিরুদ্ধে কোন মত দিতে পারেন নি। ১৯৩০ সালে মিঃ উইলকক্স, যাঁকে মেকার অব মডার্ন ইজিপ্ট বলা হয়, গঙ্গার উপরে বাঁধের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন। বিদেশী সরকার ছিল ব'লে তাঁর এই অভিমত তখন গ্রহণ করা হয় নি। কিন্তু ভারত-সরকারের পক্ষ থেকে যে জার্মান এক্সপার্ট, ডাঃ হ্যান্সেনকে আনা হয়েছিল—আমাদের মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী পাতিলের কথা উল্লেখ ক'রে বললেন, আমাদেরও সেই খবর আছে—তাঁর মতে অনতিবিলম্বে এই বাঁধ না হ'লে কলকাতার ধ্বংস অনিবার্য। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী নাকি আশা প্রকাশ করেছেন যে, তাঁর সুপারিশ কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করার পর তাড়াতাড়ি কাজ শুরু হবে।

আমরা আজকে এই প্রস্তাবের মধ্যে দাবি করছি যে, এটা টপমোস্ট প্রায়রিটি দিয়ে সেকেন্ড প্ল্যানের অন্তর্ভুক্ত করা হোক। সেকেন্ড প্ল্যানএর বহু ক্ষেত্রে রদবদল করা হয়েছে। প্রুনিং করা হয়েছে। সুতরাং যেখানে বাংলার জীবনমরণ নির্ভর করছে সেটাকে অগ্রাধিকার দিয়ে সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কেন করা যাবে না সেটা আমরা বুঝতে পারি না। কিন্তু যে থার্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যান ফাইনালাইজ হয়েছে ব'লে আমরা শুনেছি তার মধ্যে ফরাক্কা ব্যারেজ পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি এটাই আমাদের কাছে আশঙ্কার কথা। এখন থার্ড প্ল্যানের পরে যে প্ল্যান হবে সেই প্ল্যানে যদি এটাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় তা হ'লে সেকেন্ড প্ল্যানের চার বছর ও থার্ড প্ল্যানের পাঁচ বছর মিলিয়ে ৯ বছর এবং ফোর্থ প্ল্যান যখন শেষ হবে সেই সময় মিলিয়ে তা হ'লে চোদ্দ বছর আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু ততদিনে বাংলাদেশ মরবে এবং কলকাতা বন্দর ধ্বংস হয়ে যাবে। অবশ্য শ্রী পাতিল সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন যে, ফরাক্কা বাঁধ কার্যে পরিণত করা দ্বিতীয় বা তৃতীয় পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হবার উপর নির্ভর করে না—অর্থাৎ উনি বলেছেন যে, সরকার যত শীঘ্র সম্ভব এর কাজ আরম্ভ করতে চান। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বললেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার ডাঃ হ্যানসেনের রিপোর্ট গ্রহণ করেছেন এবং শ্রী পাতিল বলেছেন যে, সেকেন্ড প্ল্যান বা থার্ড প্ল্যানে অন্তর্ভুক্ত না হ'লেও ফরাক্কা ব্যারেজ কার্যে পরিণত করা যায় তা হ'লে আমি এখানে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি যে, এটা করায় বাধা কোথায়? আইনের তো কোন বাধা নেই। কারণ বার্সিলোনা কনভেনশন যেটা তা থেকে আমরা বেরিয়ে এসেছি। এই বার্সিলোনা কনভেনশন থেকে ভারতবর্ষ বেরিয়ে আসার পরে আমাদের কোন দায়িত্ব বা অন্য কোন অবলিগেশন কিছু নেই। কিন্তু একটা বাধা যেটা সেটা হচ্ছে প্রেমের কাঁটা। পাকিস্তানের সাথে আমাদের যে সম্পর্ক আছে, প্রেম আছে সেই বাধাই দেখছি এখানে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। শ্রী পাতিল নিজেই বলেছেন—

> "Though India had no international obligation to Pakistan in the matter, India had an obligation from humanitarian point of view and that was to see that navigation in Pakistan did not suffer to the slightest extent after the construction of the barrage."

বাধা বা আপত্তি কেন পাকিস্তান থেকে আসছে সেটা আমাদের জানা প্রয়োজন। বাধা পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসতে পারে না, কারণ এতে তাদেরও লাভ আছে। ফরাক্কা ব্যারেজ যদি হয় তা হ'লে গঙ্গা দিয়ে পাকিস্তানের দিকে ২ মিলিয়ন কিউসেকস—প্রতি সেকেন্ড ২০ লক্ষ কিউবিক ফিট জল যাচ্ছে। ফরাক্কা বাঁধে আমরা বলেছিলাম ২০ হাজার কিউসেক জল আমরা পেতে চাই—তাতে পূর্ব পাকিস্তানে বন্যার যে আশঙ্কা আছে সেটা অনেকটা কমবে এবং উদ্বৃত্ত যে জল, যে জলটা বন্যা সৃষ্টি করে সেই জলটা তাদের কাছ থেকে আমরা নেব। আমার যতদূর সংবাদ আছে তাতে জানি যে, নুরুল আমীন সাহেব যখন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন তিনি আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন যে, ফরাক্কা বাঁধ যেন তাড়াতাড়ি তৈরি করা হয়। সেই চিঠি ডাঃ রায়ের কাছে এখনও আছে ব'লে আমার বিশ্বাস, আমি জানি না, তিনি সেটা স্বীকার করবেন কিনা। পশ্চিম পাকিস্তান যদি আপত্তি করে তবে আমি আজ একথা স্মরণ করিয়ে দিতে পারি কি যে, ভাকরা-নাঙ্গল খালের সময় পশ্চিম পাকিস্তান আপত্তি করেছিল কিন্তু তাতে পূর্ব পাঞ্জাবের বাঁচার প্রশ্ন জড়িত ছিল ব'লে অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গতভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের সেই আপত্তি অগ্রাহ্য ক'রে ভাকরা-নাঙ্গল খাল এবং বাঁধ তৈরি করা হয়েছে এবং আমাদের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু নিজে সেই খালের উদ্বোধন করেছিলেন। আসল কথা, সরকার এই সমস্যাকে বাংলার জীবনমরণ সমস্যা ব'লে স্বীকার করেন কিনা সেটা আমরা জানতে চাই, যদি করেন, তবে পাকিস্তান রাগ করল, কি আপত্তি করল সেটা আমাদের ভাবার কোন প্রয়োজন নেই। কারও ছেলে যদি মৃত্যুশয্যায় শায়িত থাকে এবং সেই ভদ্রলোক যদি গভীর রাত্রে ডাক্তার ডাকতে যান তাতে তাঁর প্রতিবেশীর কোন আপত্তি হ'তে পারে একথা মনে করেন না। কারণ, তাঁর মৃত্যুশয্যায় শায়িত পুত্রের [illegible] কথা এটাই তাঁর মনে সব থেকে বড় ক'রে দেখা দেয়, সেজন্য তার যে প্রতিবিধানের কথা সেটা তাঁর কাছে সবথেকে বড় কথা হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই আজ সব থেকে

বড় কথা হচ্ছে, ফরাক্কা বাঁধ যে আমাদের কাছে জীবনমরণ সমস্যার মত দেখা দিয়েছে সেটা আন্তরিকভাবে কেন্দ্রীয় সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ-সরকার গ্রহণ করেছেন কিনা। শেষে আমি একথা বলতে চাই যে, আজ কনস্টিটিউশনাল পথ মারফত যদি আমাদের জীবনমরণ সমস্যার সমাধান না হয় তবে এক্সট্রা কনস্টিটিউশনাল পথে আমাদের যেতে হবে। গান্ধীজীর আদর্শ কংগ্রেসের আদর্শ ব'লে ঘোষণা করা হয়ে থাকে। আমি বলতে চাই যে, মহাত্মাজী নিজেই তো বলেছেন যে, অন্যায়ের সঙ্গে কখনও কোন আপস হ'তে পারে না। আজ আমরা যে ফরাক্কা ব্যারেজের জন্য দাবি করছি তার যদি কোন প্রতিকার কনস্টিটিউশনালি না হয় তবে নন-কো-অপারেশনের যে পথ আমাদের মহাত্মা গান্ধী দেখিয়ে গেছেন--কেন্দ্রীয় সরকারের এই যে অন্যায় অবিচার, তার বিরুদ্ধে আমরা সকলে মিলে, কংগ্রেস দলের বন্ধুদের কাছেও আমি আবেদন জানাব--সেই পথে যেন যাই।

[5-50—6 p.m.]

আজ যদি কেন্দ্রীয় সরকার অনতিবিলম্বে বাংলাদেশের জীবনমরণ সমস্যা এই ফরাক্কা ব্যারেজ তৈরি করতে—যার উপর কলকাতার সমস্যাও নির্ভর করছে—দেরি করেন এবং অতি সত্বর বাংলাদেশের এই দাবি পূরণ না করেন তা হ'লে আমি কংগ্রেসী বন্ধুদের কাছে আবেদন জানাব তাঁরা এই বিধানসভায় অচল অবস্থার সৃষ্টি করুন এবং এর প্রতিবাদে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসাবে একযোগে আসুন আমরা পদত্যাগ করি এবং পদত্যাগ ক'রে বাংলাদেশকে বাঁচাই। আশা করি তাঁরা এই আবেদন মেনে নেবেন। আজ যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আমাদের এই আবেদনে কর্ণপাত না করেন, এতে যদি তাঁদের আন্তরিকতা না থাকে তা হ'লে বাংলাদেশে তীব্র আন্দোলন সৃষ্টি হবে ব্যাপক আন্দোলন বাংলাদেশের মানুষ করবে। সেই আন্দোলন কোন্ পথে যাবে বলতে পারি না। একবার আমার মনে আছে, এই বাংলাদেশে সভেরিন বেঙ্গলের আওয়াজ উঠেছিল, আজ যদি কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাদেশের এই জীবনমরণ সমস্যা সমাধানে দীর্ঘসূত্রতা অবলম্বন করেন, ফারাক্কা ব্যারাজ তৈরি করতে দেরি করেন, তা হ'লে আজ কি আওয়াজ উঠবে সেকথা আমি বলতে পারি না। এই প্রস্তাবের মধ্যে দিয়ে সমস্ত বাংলাদেশের এবং কলকাতার জনসাধারণের দাবি স্পষ্টরূপ পেয়েছে, কারণ বাংলাদেশ এবং কলিকাতা বন্দরের ভবিষ্যৎ আজ এই বাঁধের উপর নির্ভর করছে। তাই এই প্রস্তাবের মাধ্যমে আমরা আবার পশ্চিম বাংলা সরকারের কাছে ডিম্যান্ড করছি যাতে তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ দেন তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই ফারাক্কা ব্যারাজ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য। এতে আইনগত কোন বাধাই নাই। পাকিস্তানের দিক থেকে যদি কোন আপত্তি থাকে—যে কথা শ্রী পাতিল বলেছেন যে, পাকিস্তান কুপিত হবে, তা হ'লেও আমরা যখন বার্সিলোনা কনভেনশন থেকে বেরিয়ে এসেছি তখন আমাদের কোন বাধ্যবাধকতা নাই পাকিস্তানের কাছে। তাই আমাদের আবেদন পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ দিয়ে এই বাঁধ তৈরির ব্যবস্থা করুন। মন্ত্রী-মহাশয় বলেছেন যে, তাঁদের দিক থেকে তাঁরা হাঁ বা না কিছুই বলবেন না। তাই আমরা ধ'রে নিচ্ছি আমাদের এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হবে এবং এটা ধ'রে নিয়েই আমরা আপনাদের অনুরোধ জানাচ্ছি এটা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠান; এবং বাংলাদেশে মানুষের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে আমরা যাঁরা এখানে এসেছি তাঁরা একযোগে এই রায় দিচ্ছি—ফারাক্কা ব্যারাজ তাড়াতাড়ি তৈরি হোক—বাংলাদেশ বাঁচুক, কলকাতা বন্দর বাঁচুক, কলিকাতা শহর বাঁচুক এবং আরও ভালভাবে গড়ে উঠুক। আজকে এখানে আমাদের সর্বসম্মতিক্রমে যে প্রস্তাব গৃহীত হচ্ছে সেই প্রস্তাবের কপি পাঠিয়ে দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে বুঝিয়ে দিন—এই ব'লে এই প্রস্তাব আমি সমর্থন করছি।

Sj. Hemanta Kumar Basu:

মাননীয় স্পীকার মহাশয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় আজ ডাঃ ব্যানার্জির প্রস্তাব উত্থাপনের পরে তিনি এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেন্টের প্রচেষ্টার যে তথ্য ও ইতিহাস দিলেন তাতে ক'রে আমার মনে হয় যে, আমরা যদি সরকারের সেই প্রচেষ্টার পেছনে এই অ্যাসেমব্লির সর্ববাদীসম্মত অভিমত পাঠাতে পারতাম, তা হ'লে নিশ্চয়ই কেন্দ্রীয় সরকারের উপর আরও বেশী প্রভাব আমরা বিস্তার করতে পারতাম। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় যা বললেন যে, তাঁরা এ বিষয়ে 'মাম' থাকবেন। কেন 'মাম' থাকবেন? তার কোন মানে আমরা বুঝতে পারলাম না। পশ্চিমবঙ্গে যে কংগ্রেস

সম্মেলন হয়ে গেল, সেখানে তাঁরা এই প্রস্তাব সমর্থন করেছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের একজন মন্ত্রী তা সমর্থন করেছেন। তখন এই অ্যাসেমব্লিতে যখন সে বিষয়ে প্রস্তাব এল, তখন নিশ্চয়ই সকল পক্ষ মিলে কংগ্রেস এবং বিরোধী পক্ষ মিলে সকলে সর্বসম্মতভাবে সেই প্রস্তাব পাশ করাই সংগত ব'লে আমি মনে করি। কাজেই মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় যে কথা বললেন—তাঁরা 'মাম' থাকবেন, এর কোন যৌক্তিকতা দেখতে পাই না। এর পূর্বে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের ব্যাপারে সেকথা সেন্ট্রাল ট্যাক্সেশনের ব্যাপারে আমরা সকলে একমত হয়ে যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছি এবং সে প্রস্তাব আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। কাজেই সেদিক থেকে আমার মনে হয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এখানে নাই, তাঁকে বিবেচনা করতে বলছি, কংগ্রেস পার্টিকে তা বিবেচনা করতে বলছি। যে প্রস্তাব শ্রদ্ধেয় ডাঃ ব্যানার্জি মহাশয় নিয়ে এসেছেন, সেটা সকলে সর্ববাদিসম্মতভাবে সমর্থন ক'রে এই অ্যাসেমব্লির সকলের মত হিসেবে পাশ করা উচিত। আমরা এ পর্যন্ত যেসমস্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি—পশ্চিম বাংলার উন্নতির জন্য, সেই সমস্ত পরিকল্পনার মধ্যে এই ফরাক্কা বাঁধের পরিকল্পনা যে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বরঞ্চ অন্যান্য যেসমস্ত পরিকল্পনা ছিল সেই সমস্ত পরিকল্পনা কিছু কাটেল ক'রে এই ফরাক্কা বাঁধের পরিকল্পনা তাঁদের গ্রহণ করা উচিত ছিল। এর পেছনে বহুদিনের ইতিহাস রয়েছে যা মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বলেছেন এবং আমাদের বিরোধী পক্ষ থেকেও বলেছেন। আপনারা জানেন আমাদের মাননীয় বন্ধু যতীনবাবু স্যার উইলিয়াম উইলকক্সের নাম করেছেন। স্যার উইলিয়াম উইলকক্স বাংলাদেশের সর্বত্র ঘুরে এবং বাংলার যে অধঃপতনের কারণ, বাংলার ফসলের পরিমাণের কারণ, বাংলার স্বাস্থ্য ও ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধি তার মূল কারণ, তিনি বলেছিলেন এবং তদানীন্তন সরকারের উপর কটাক্ষপাত ক'রে তাঁর রিপোর্ট তিনি দাখিল করেছিলেন। এর পর 'স্টেটসম্যান' কাগজে লেখা হ'ল—স্যার উইলিয়াম উইলকক্স ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতা করেছেন এবং ব্রিটিশ শাসনকে লোক-চক্ষে হীন প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেছেন। অতএব শীঘ্র তাঁকে এখান থেকে বিতাড়িত করা হোক। স্যার উইলিয়াম উইলকক্স প্রথমে যেতে চান নি। কিন্তু শেষে বন্ধুদের পরামর্শে বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষ পরিত্যাগ ক'রে যান। স্যার উইলিয়াম উইলকক্স ১৯২৬ সালে অনুভব করেছিলেন বাংলাদেশের নদীনালা যেভাবে হেজেমজে যাচ্ছে, তাতে বাংলার যেভাবে দুর্গতি বেড়ে চলেছে, বাংলার শিল্প যেভাবে ধ্বংস হচ্ছে, কৃষিজীবী যেভাবে ধ্বংস হচ্ছে, তার মূল কারণ তিনি বলেছিলেন।

[6—6-10 p.m.]

তারপর অনেকদিন ধরে অনেক মনীষী ব্যক্তিও এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। কাজেই এ একটা মস্ত বড় ব্যাপার। কেন কেন্দ্রীয় সরকার সেটাকে প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্থান দিলেন না তা বোঝা মুশকিল। এও শুনেছি, নাকি তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় একে স্থান দেওয়া হবে না। এটা খুব আশ্চর্য ব্যাপার। এর সম্বন্ধে একটা সর্বসাধারণের সন্দেহের উদ্রেক হওয়া অস্বাভাবিক নয়। বাংলাদেশ বিভক্ত হবার পরে—তিন ভাগে বাংলাদেশ বিভক্ত হয়ে যায়—একটা দক্ষিণ বঙ্গ, একটা উত্তরবঙ্গ, তার মধ্যে দিনাজপুর এবং জলপাইগুড়ি একদিকে, অপরদিকে দিনাজপুর এবং মালদহ, অপরদিকে কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি। এই তিনভাগে বাংলাদেশ বিভাগ হবার পর এই তিনটা অংশের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গা যেতে গেলে পয়সাও বেশী খরচ হয়, সময়ও বেশী লাগে। সেইজন্য উত্তরবঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের যোগসূত্র স্থাপনের যে প্রয়োজন, তার চেয়ে বেশী প্রয়োজন হচ্ছে দক্ষিণ বঙ্গের আজ খাল, বিল, নদী, নালাগুলোর জলপ্লাবনে পশ্চিমবঙ্গের ও দক্ষিণবঙ্গের সাধের ফসল যা কৃষকরা উৎপাদন করে সেই [illegible]। ধ্বংস হয়ে যায়। যেহেতু নদীর বেডগুলি উঠে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, গঙ্গার মোহনা ক্রমে ক্রমে দূরে সরে যাওয়ায় মুর্শিদাবাদের ও নদীয়ার অনেকগুলি জলাশয়ের জল বেরুবার কোন স্কীম ছিল না। এই আরাপাঁচ স্কীমে গঙ্গার একটি বেডে জলনিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকায় পাম্পের সাহায্যে জল বের ক'রে দিচ্ছে। এইরকমভাবে অনেক জায়গা রয়েছে যেখানে সামান্য

বন্যা হ'লে ভেসে যায় এবং ফসল নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই সেদিক দিয়ে যেসকল বাঁধের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, তার মধ্যে দেখা যায় আমদের এই ফারাক্কা বাঁধ। ফরাক্কায় একটা বাঁধ হবে এবং সেই বাঁধের উপর একটা মোটরেবল রোড থাকবে এবং রেল লাইনএর রাস্তা হবে।

আসাম, উত্তরবঙ্গ ও জলপাইগুড়ি থেকে প্রতিদিন চা, পাট প্রভৃতি নানা রকম যেসমস্ত মাল যাতায়াত করে, তা প্রায় ২০০ ওয়াগন হবে। এই সমস্ত মাল যেতে এবং আসতে যেমন খরচ সাপেক্ষ, সেইরকম অন্যদিক দিয়েও নানারকম অসুবিধা সৃষ্টি হয়ে থাকে। সিমেন্ট, লোহা, কয়লা প্রভৃতি নানারকম মাল বাইরে থেকে কলকাতায় এসে, কলকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে, উত্তরবঙ্গে এবং আসামে যায়। আবার আসাম ও পূর্ববঙ্গ থেকে চা, পাট ইত্যাদি বস্তু কলকাতায় আসে। এই সমস্ত মাল-যাতায়াতের পথে অনেক অসুবিধা আছে এবং অনেক বেশি ভাড়াও লেগে যায়।

তারপরে এই ব্যাপারে সেন্ট্রাল ট্রান্সপোর্ট বোর্ডের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়, এবং তাঁরা এ বিষয়ে নির্দেশ দেন ও সুপারিশ করেন যে, একটা সেতু ঐ ফরাক্কার কাছে তৈরি করা বিশেষ প্রয়োজন। তারপর ভারতের পরিবহণের যোগাযোগের ব্যাপার নিয়ে একটা সম্মেলন হয়। সেই সম্মেলনেও তাঁরা সেন্ট্রাল ট্রান্সপোর্ট বোর্ডের যে সুপারিশ, তা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু কি কারণে জানি না, বিশ্বেসরা রাউল কমিটির উপর ভার দেওয়া হয় স্থান নির্বাচন করবার জন্য, যেখানে এই ব্যারাজ বা এই বাঁধ তৈরি হবে। কিন্তু বিশ্বেসরা রাউল কমিটি, তাঁরা কি কারণে জানি না, মোকামায় এই সেতু নির্মাণের কথা বললেন। কাজেই এই ব্যাপার নিয়ে বাংলাদেশের উপর যে একটা ভীষণ অবিচার চলছে সে বিষয় কোন সন্দেহ নেই। এই ধরনের অবিচার যে বরাবরই বাংলাদেশের উপর হয়ে থাকে তা আমরা সকলে প্রত্যক্ষ জানি।

ঐখানে ফরাক্কায় যে বাঁধ হবে, সেই বাঁধের পরে আবার জঙ্গীপুরের কাছে একটা ছোট বাঁধ হবে। ঐখানের বাঁধ থেকে খাল নিয়ে এসে জঙ্গীপুরে একটা ছোট বাঁধ হবে, সেখানে সেই বাঁধে জল জমা করা হবে এবং সেখান থেকে জল ছাড়া হবে। এবং যেসমস্ত নদী, নালা, খালগুলি আমাদের পশ্চিমবঙ্গে আছে, যেগুলি আগে গঙ্গায়, ভাগীরথীতে প্রবাহিত হ'ত, ঠিক সেইভাবে জল সেখান থেকে ছাড়া হবে। সেই জলের দুর্বার স্রোতের ও জোয়ারের যে জল আসে, যেহেতু ভাগীরথীর মোহনা বন্ধ আছে, তাতে লবণ নিয়ে আসে। কিন্তু এই জঙ্গীপুর থেকে যে জল ছাড়া হবে, সেই জলের স্রোতে সেই সমস্ত লবণ থাকবে না, মিষ্ট এবং সুস্বাদু জল এই নদী দিয়ে প্রবাহিত হবে। এবং আজকে সুন্দরবনে এত লোনা জল আসে, সেই লোনা জলের জন্য ফসল নষ্ট হয়। কিন্তু এর ব্যবস্থা হ'লে উঁচু স্রোতে মিষ্ট জল আসবে এবং তার ফলে ফসল উৎপাদনের যথেষ্ট সুবিধা হবে।

তারপর সামরিক দিক থেকেও এর গুরুত্ব বেশি রয়েছে। পূর্ব বাংলা পশ্চিম বাংলা থেকে পৃথক হবার পর এই সীমান্ত প্রদেশে সামরিক দায়িত্ব সরকারের বেড়ে গিয়েছে। কাজেই সেই দিক থেকে যদি ফরাক্কা বাঁধ তৈরি হয়, রেলের সেতু তৈরি হয় এবং মোটর যাতায়াতের সুবিধা হয় তা হ'লে সামরিক দিক থেকে যদি সীমান্ত আক্রান্ত হয়, বিশেষ ক'রে আজকে আমরা পাকিস্তানের যে প্রকৃতি বা গতি দেখছি, তাতে ক'রে সীমান্ত রক্ষার পক্ষে এই ফরাক্কা বাঁধ বিশেষ উপকারী হবে।

তারপর কলিকাতা বন্দরের কথা অনেকেই বলেছেন। কলিকাতা বন্দরের যে দুরবস্থা ঘটেছে, কেবল ড্রেজার দিয়ে নদী পরিষ্কার রাখা হচ্ছে, এবং জাহাজ চলাচল করানো হচ্ছে, সেদিক থেকেও এর প্রয়োজন আছে। মাঝে যে পোর্ট স্ট্রাইক হয়ে গেল তার ফলে প্রায় জাহাজ চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কাজেই দিনের পর দিন এই নদী মজে যাচ্ছে এবং জাহাজ চলাচলের অন্তরায় হয়ে পড়ছে। কলিকাতা পশ্চিম বাংলার প্রাণকেন্দ্র এবং ভারতবর্ষের একটা প্রধান শহর শিক্ষা, সংস্কৃতি, ব্যবসা, শিল্প প্রত্যেক দিক থেকে। কাজেই সেদিক থেকে কলিকাতা শহরকে বাঁচাতে না পারলে পশ্চিমবঙ্গ নিশ্চয়ই ধ্বংসের পথে যাবে।

সকল দিক বিবেচনা ক'রে আমি আবার আবেদন করি, আমার কংগ্রেস পক্ষকেও আবেদন করি, মুখ্যমন্ত্রীকেও আবেদন করি যে, আমরা সকলে মিলে ডাক্তার ব্যানার্জির প্রস্তাব, যাতে কোন আপত্তি সরকারের থাকতে পারে না, গৃহীত হয়। এই সর্ববাদীসম্মত প্রস্তাব আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়ে দিই। যদি কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রস্তাব গ্রহণ না করেন

তা হ'লে এই বাস্তব জীবনমরণ সমস্যার কথা আমাদের ভাবতে হবে কি ক'রে কলিকাতা শহরকে বাঁচানো যায়। যদি পশ্চিম বাংলা ধ্বংস হয়ে যায় তা হ'লে নিশ্চয়ই এমন কোন সক্রিয় পন্থা গ্রহণ করবার কথা আমাদের চিন্তা করতে হবে যার দ্বারা এই সমস্যা সমাধান হ'তে পারে। এই ব'লে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[6-10—6-20 p.m.]

Sj. Bankim Mukerjee:

সভামুখ্য মহাশয়, ফরাক্কা ব্যারেজ শুধু আমি মনে করি পশ্চিমবঙ্গের নয়, সমগ্র পূর্ব ভারতের পক্ষে এর চেয়ে প্রয়োজনীয় কোন স্কীম আর হ'তে পারে, তা আমি মনে করি না। এবং এই বিষয়ে বিরুদ্ধ পক্ষ এবং সরকার পক্ষের ভিতর কোন মতপার্থক্য নেই। আমার মনে পড়ে, বোধ হয় ১৯৫২-৫৩ সালে একটা সর্বসম্মত প্রস্তাব এই বিষয়ে গ্রহণ করেছিলেন। তাতে ডাক্তার রায় যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তা থেকে একটুখানি বলছি। তিনি বলেছিলেন যে, পশ্চিমবঙ্গের পক্ষ থেকে যথেষ্ট করা হয়েছে এবং আরও বেশ কিছু করার প্রয়োজন আছে। কিন্তু সেজন্য যে তাকে আরও বেশী তৎপর করা হবে এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নয়। ১৯৫২-৫৩ সালে যখন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা হচ্ছিল সেই সময় এই প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল আবার তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় হয়ত আছে। তার অন্তত প্রাথমিক যেসমস্ত প্রস্তুতি হবে সেখানে উদ্যোক্তাদের মধ্যে আরও বেশী উদ্যোগ হয় এই সময় যদি আবার অ্যাসেমব্লিতে এই রকম একটা সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করি তা হ'লে পর আমি মনে করি খুব সমীচীন হবে। এ বিষয়ে প্রস্তাবের ভিতর গভর্নমেন্টএর প্রতি কোন কটাক্ষ নাই, কোথাও বলা নাই গভর্নমেন্টকে অধিকতর চেষ্টা করতে। বলা হয়েছে অত্যন্ত সহজভাবে যাতে পশ্চিমবঙ্গ-সরকার ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টকে যাতে বলে ফরাক্কা ব্যারাজ নেবার জন্য। আমার মনে হয়, ডাঃ রায় যদি পারেন তা হ'লে দেখবেন যে, তিনি যে প্রচেষ্টা করছেন, অ্যাসেমব্লির এই প্রস্তাবে আরও বেশী তাতে সহায়ক হবে এবং এজন্য আমি মনে করি সরকার এবং বিরোধী পক্ষ সবাই মিলে সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গ্রহণ করা উচিত। এই প্রসঙ্গে আমি একটা কথা ব'লে রাখি। বিরোধী পক্ষের কোন সদস্য এরকম মন্তব্য করেছেন এই সব চাপ সৃষ্টি করার জন্য তাঁদের পদত্যাগ করা উচিত—একদিন সভেরেন বেঙ্গল ছিল আবার সভেরেন বেংগল হবে—একে তো এটা কনস্টিটিউশন বিরোধী কথা, আমি মনে করি বিরোধী পক্ষের যে ফান্ডামেন্টাল বেসিস, পার্টির যে বেসিস আছে তারও বিরোধী। সে হিসাবে এ উক্তি থেকে অন্তত আমাদের পার্টি এবং সহযোগী যে পার্টি সবাইকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিচ্ছি। এ উক্তি আমরা সমর্থন করতে পারি না। আমরা সকলেই ভারতীয় কনস্টিটিউশন সমর্থন করেছি, আমাদের ওথএর ভিতর দিয়েই তাই করেছি, কাজেই এই প্রশ্ন প্রথমত বিধানসভায় আপত্তিকর, হয়ত অবৈধ, সেটা আপনি বিবেচনা করবেন। কাজেই সভরেনেটির কথা তুলে চাপ সৃষ্টি করার যে প্রশ্ন সেসমস্ত উঠে না। প্রশ্ন যেটা উঠে এর প্রয়োজনীয়তা কতখানি বুঝিয়ে সেটা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আর একবার উপস্থাপিত করা আরও জোরের সঙ্গে এবং সে কর্তব্য আমাদের বিধানসভার সদস্যরা পালন করছেন, কেননা আমার সাধারণত একটা কথা মনে হয়েছে, হয়ত আমাদের পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের অ্যাপ্রোচের ভিতর কিছুটা আছে যা ডাঃ রায়ের বিবরণী শুনতে শুনতে খুবই মনে হয়েছে। প্রথম পয়েন্ট দেওয়া আছে উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের সহযোগিতা সেটা হ'ল আমাদের ঘরোয়া ব্যাপার—এ ব্যাপার কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে আসে না। আমরা মনে করি প্ল্যানিং স্কীমের ভেতর বহুবিধ করণীয় সদস্যদের রয়েছে সেটাই আমাদের প্রয়োজনীয় কিন্তু সবচেয়ে গুরুতর ফরাক্কা ব্যারাজ করা যেটা নিয়ে বলেছেন—প্রথম হচ্ছে নেভিগেশন ভাগীরথীর গঙ্গার সঙ্গে সংযোগ থাকা। ৬ ফুট জাহাজ যেতে পারে যাতে, এরকম জল যদি থাকে তা হ'লে পর প্ল্যান স্কীম যা রয়েছে তার কতখানি সহায়তা করা হবে। সর্বভারতের ভিতর গুরুত্বপূর্ণ শিল্পাঞ্চল—সমগ্র বিহার, উত্তরপ্রদেশের আমদানি-রপ্তানি ব্যবসাবাণিজ্যের উন্নতি এই কলকাতা বন্দরের উপর নির্ভর করে, সমস্ত পূর্ব রেলওয়ের সঙ্গে সংযোগ রয়েছে —এটাও গুরুত্বপূর্ণ। প্ল্যানিং কমিশনও অবহিত রয়েছে, তারপর রিভার ট্রান্সপোর্টেশন চালু থাকা সবই এর উপর নির্ভরশীল। যদি ফরাক্কা ব্যারাজ না হয় তবে যে এই বন্দরের গুরুত্ব কমে যাবে তা নয়, হয়ত কয়েক বছর পরে বন্দরের অস্তিত্বই থাকবে না। যে অবস্থার ভিতর

দিয়ে আমরা চলেছি, তাতে সম্প্রতি আমরা দেখছি বাব্‌ঘাট এবং সংলগ্ন স্থানে জাহাজ আসতে পারবে না। সেই জাহাজ আরও দক্ষিণে নিয়ে যাবার কথা হচ্ছে। এই রকমভাবে ভাগীরথী যদি কলিকাতার দক্ষিণদিকে সিল্টেড আপ হ'তে থাকে, তা হ'লে আর কিছুদিন পরে সত্য সত্যই এই বন্দর কাজের অনুপযোগী হয়ে যাবার সম্ভাবনা, এবং একদিন যদি কলিকাতা বন্দর অনুপযোগী হয়ে যায় এবং লবণাক্ততা আরও বেড়ে যায়, তা হ'লে কালে বাংলাদেশের গৌড়ের যে অবস্থা হয়েছিল একদিন এই বিখ্যাত নগরী কলিকাতারও সেই অবস্থা হ'তে পারে। সেই দারুণ অবস্থার উদ্ভব যাতে ক'রে না হয় সেই কথা চিন্তা ক'রে ডাঃ রায় বলেছেন যে, এর ফলে শুধু যে রেলওয়ে ইঞ্জিন নষ্ট হয় তা নয়, সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিতে যেসমস্ত ইঞ্জিন লাগে, তারাও কিছু পরিমাণে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তা হ'লে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় শিল্পপ্রধান অঞ্চল যে কলিকাতা তার সমস্ত ইন্ডাস্ট্রি নষ্ট হয়ে যাবে যদি এইভাবে লবণাক্ত জল থাকে। এই লবণাক্ততা কিরকম বেড়েছে তা এই অঙ্কগুলি থেকেই বোঝা যাবেঃ

১৯৩৬ সালে অপরিশ্রুত জলের প্রতি লক্ষ ভাগে লবণের অংশ ছিল ৪০০ এবং পরিশ্রুত জলে ছিল ১২৫ ;

সেই জায়গায় ১৯৫৩ সালে দেখি যথাক্রমে ১৫৮০ ভাগ ও ৫৮০ ভাগ ;

১৯৫৬ সালে ঐভাবে ১৩০৪ ভাগ ও ৪৫২ ভাগ ; এবং

১৯৫৮ সালে ঐটা হয়েছে ২২৮০ এবং ৬৫২ ভাগ।

এইভাবে যদি লবণাক্ততা বাড়তে থাকে তা হ'লে তার পরিণাম ভয়ঙ্কর। কোন কোন বিশেষজ্ঞ বহুকাল পূর্বেই বলেছিলেন যে, লবণাক্ত জলে যেসমস্ত জীবজন্তু থাকে তা ক্রমে বারাকপুর এবং পলতা—অতদূর পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, হাঙ্গর বা শার্ক এর পূর্বে কলিকাতার উত্তরে বড় দেখতে পাওয়া যেত না ; কিন্তু সম্প্রতি কলিকাতা থেকে বহুদূরে উত্তরে এই হাঙ্গর প্রভৃতি ধরা পড়ছে। অক্টোপাসও পাওয়া গেছে। এই সমস্ত জিনিস থেকেই লবণাক্ততা বোঝা যাচ্ছে। ক্রমেই কলিকাতার দারুণ অসহায় অবস্থা হয়ে পড়ছে এটা অনুভব করা প্রয়োজন। আমার বক্তব্য হচ্ছে যে, হয়ত কোন কারণে সে জিনিস আজকে আমাদের হাতের বাহিরে চলে গেছে। একদিন ভাগীরথীতেই ছিল গঙ্গার প্রধান জলধারা সেদিন ভাগীরথীর প্রধান জলধারার সঙ্গে দামোদর সেদিন কালনা এবং কাটোয়ার মাঝখান বরাবর গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হ'ত। তার ফলে দামোদরের বন্যা, রূপনারায়ণের বন্যা এবং সমস্ত ছোটনাগপুরের ক্যাচমেন্ট এরিয়া—যেখান থেকে কাঁসাই, ময়ূরাক্ষী প্রভৃতি এসেছে, তাও আসলে প্রবাহিত হ'ত গঙ্গায়। এই যে প্রবাহ একমাত্র সুবর্ণরেখা ছাড়া ছোটনাগপুরের সমস্ত জল এই খাত দিয়ে প্রবাহিত হ'ত। তার ফলে ভাগীরথী পরিষ্কার প্রণালী হয়ে থাকত। আজ ভাগীরথী সিল্টেড হওয়ার ফলে সেই সমস্ত জলের প্রবাহ নষ্ট হচ্ছে। তার ফলে একদিকে প্লাবন এবং ঐসব নদী পলি পড়তে পড়তে উঁচু হচ্ছে, যার ফলে প্রতি বৎসর প্লাবন বেড়ে যাচ্ছে এবং নদীগুলির প্রবাহিকা শক্তি কমে যাচ্ছে। এ সমস্ত হয়ত আজকে প্রাকৃতিক কারণে ঘটছে, তাকে উলটে দিতে পারব না, কিন্তু আমরা পড়েছি কোন কোন পুস্তকে যে মোগলদের সময়ে রাজমহলের ওখানে গঙ্গাকে ঠিক রাখার জন্য একটা কপার প্লেট ছিল গঙ্গার এপার থেকে ওপার পর্যন্ত। এটা ঠিক ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত না হ'লেও বহু পুস্তকে উল্লেখ আছে যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির লোকেরা লোভের বশবর্তী হয়ে সেই কপার প্লেট তুলে নিয়ে নেয়। তাতে তারা নিজেরা লাভবান হয়েছে বটে কিন্তু গঙ্গার প্রবাহ নষ্ট হয়েছে। একথা সত্যও হ'তে পারে, মিথ্যাও হ'তে পারে, কিন্তু মোগলযুগ পর্যন্ত যে গঙ্গা প্রবাহ ভাল ছিল তাতে সন্দেহ নেই। ভাগীরথীর সেই ধারা প্রবাহকে এখন আমাদের রাখতে হবে, নইলে আমাদের পশ্চিমবঙ্গবাসীর পক্ষে বেঁচে থাকা অসম্ভব হবে। কিন্তু ইতিমধ্যে ৮।১০ বছরের মধ্যে কি করবার আছে সেইটাই চিন্তা করবার বিষয়। আজ দামোদরের যে পরিকল্পনা রয়েছে তাতে আর বলা চলে না—যে কথা কোন কোন ইঞ্জিনীয়ার বলেছেন যে, দামোদরকে পুরান খাতে নিয়ে যাবার জন্য ১৯৪৩ সালে দামোদরের যখন প্লাবন হয়েছিল সেই সময় দামোদর নিজেই চেষ্টা করে রেল লাইন ধ্বংস ক'রে পুরান খাতে প্রবাহিত হ'তে। তখন বহু কষ্টে আমেরিকান ইঞ্জিনীয়ারেরা সেটা বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন। আজ সে জিনিস সম্ভব নয়। দামোদরের একটা

বড় খাল কেটে যেটা কাঁচরাপাড়ার নিচে নিয়ে যাবার চেষ্টা চলছে—কোন কোন ইঞ্জিনীয়ারের সেই রকম মত। এ বিষয়ে তাঁদের ভিতর মতভেদ আছে। আমরা মনে করি এখনও অন্ততপক্ষে রূপনারায়ণের পলিপড়া যদি ড্রেজিং ক'রে বন্ধ করতে পারি তা হ'লেও অন্তত রূপনারায়ণের মধ্য দিয়ে বর্ষার সময় একটা ভারী জলের স্রোত যদি চলে যায়, তা হ'লে উলুবেড়িয়ার দক্ষিণ থেকে গঙ্গাকে অনেকখানি পরিষ্কার করতে পারি এবং তাতে ক'রে ঐ কলিকাতা বন্দরের আশপাশে যে সিল্টিং হচ্ছে তা খানিকটা বন্ধ হ'তে পারে। পোর্ট কমিশনার সারা বছর ধরে ড্রেজিং করেন, সেকথা ডাঃ রায় বললেন এবং এজন্য তাঁদের বহু টাকা খরচ। পোর্ট কমিশনার-দের জাহাজ চলাচলের জন্য যেটুকুর অত্যন্ত প্রয়োজন সেইটুকু সামান্যমাত্র ড্রেজিং তাঁরা ক'রে থাকেন। কিন্তু কলিকাতার যে গুরুত্ব সেটা যদি কেন্দ্রীয় সরকারকে উপলব্ধি করান যায়, তা হ'লেই এই ড্রেজিংএর পরিমাণ দশ গুণ বাড়ান যায়। আমার মনে হয়, কেন্দ্রীয় সরকার, পশ্চিমবঙ্গ-সরকার, পোর্ট ট্রাস্ট এবং কলিকাতা কর্পোরেশন, ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট এবং হাওড়া ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট—সবাই মিলিতভাবে একটা ফান্ড ক'রে আগামী দশ বৎসর ধ'রে ড্রেজিং ক'রে তার পরিমাণ বাড়ান যায় এবং রূপনারায়ণ ড্রেজিং ক'রে যদি পরিষ্কার হয়, তা হ'লে কিছু পরিমাণে এই কলকাতা বন্দরকে রক্ষা করবার আয়োজন করা যেতে পারে। এ বিষয়ে আমাদের অত্যন্ত অবহিত হওয়া প্রয়োজন। এই জিনিসটা যদি পশ্চিমবঙ্গ-সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সামনে নিয়ে আসেন তা হ'লে আর একটা লাভ আছে। দক্ষিণেতে আর একটা পরিকল্পনার মত—হুগলি নদী যে এ'কে বে'কে চলে গেছে এবং এই চ্যানেল ছোট ছোট করা ও বজবজের দক্ষিণ থেকে ঐ রকম একটা ক্যানাল তৈরি করবার পরিকল্পনা ছিল তাকে স্ট্রেইটেন করতে পারি এবং নদীর আঁকাবাঁকা ভাব কমাতে পারি যাতে ক'রে পরিষ্কারভাবে জলের স্রোত চলে যেতে পারে। সেটা যদি পরিষ্কার থাকে তা হ'লে খানিকটা কলিকাতা বন্দরকে রক্ষা করতে পারা যায় এবং সেই চ্যানেলের মারফত খানিকটা সুইট ওয়াটার আমরা পেতে পারি।

আগামী ৮।১০ বৎসর আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা। সেটাকে আর দেরি না ক'রে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে পরিষ্কার প্রতিশ্রুতি আনা দরকার যে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এটা প্রায়রিটি পাবে। ততদিন পর্যন্ত এই ৮।১০ বৎসর কলিকাতা বন্দরকে রক্ষা করবার জন্য আমাদের সেই আয়োজন করা প্রয়োজন। এই কাজে পশ্চিমবঙ্গ-সরকার অগ্রণী হবেন এবং কেন্দ্রীয় সবকার যথাসাধ্য সাহায্য করবেন এ আশা করি। এই দুটো জিনিস অন্তত কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে উপস্থাপিত করা উচিত। এই কয়টি কথা ব'লে আমি প্রস্তাব সমর্থন করছি।

[6-20—6-30 p.m.]

Sj. Hemanta Kumar Basu:

স্পীকার মহোদয়, একটা কথা আমি বলতে চাই। আমার বন্ধু যতীন চক্রবর্তী মহাশয় যে সভেরেন বেঙ্গলের কথা বলেছেন সেটা আমরা অনুমোদন করি না। কারণ আমরা সব সময় ইউনাইটেড ইন্ডিয়ার পক্ষপাতী।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

Sir, on a point of personal explanation.

এখানে একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিংএর ব্যাপার চলছে। আমি আমার বক্তৃতার প্রথমেই বলেছি যে, ব্যাপক আন্দোলন হবে এবং এই আন্দোলন কি রূপ নেবে তা আমরা বলতে পারি না। কিন্তু এক সময় যে সভেরেন বেঙ্গলএর আওয়াজ উঠেছিল আমরা জানি না সেই সভেরেন বেঙ্গলএর আওয়াজ আবার উঠবে কিনা? দিজ আর ভেরি ওয়ার্ডস আমি বলেছি। আমি সভেরেন বেঙ্গল সাপোর্ট করি কিনা সেকথা আমি বলছি না। কিন্তু এইরকম স্টেপ-মাদারলি বিহেভিয়ার যদি চলতে থাকে এবং এই রকম অ্যাটিচুড যদি কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে নেওয়া হয় তা হ'লে মুভমেন্ট কোনদিকে যাবে সেটা বলা শক্ত। এক্সট্রা কনস্টিটিউশনের কথা আমি ইউজ করেছি এবং সেই এক্সট্রা কনস্টিটিউশনএর জন্য মুভমেন্ট হ'তে পারে। কিন্তু সেটার কি স্টেপ নেবে উই ডু নট নো। অর্থাৎ সেটা ভায়োলেন্ট হ'তে পারে, নন-ভায়োলেন্ট হ'তে পারে। এই কনটেক্সটএ আমি সভেরেন বেঙ্গলএর কথা বলেছি। অবশ্য এটার মানে অনেকে অনেক রকম করতে পারেন।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

আমি আমাদের পার্টির তরফ থেকে যতীনবাবু যে কথা বলেছেন যে, প্রয়োজন হলে সভেরেন বেঙ্গলএর পক্ষে আন্দোলন চালাবেন তার তীব্র প্রতিবাদ করছি। এর চেয়ে মারাত্মক কথা আর কিছু হতে পারে না।

[At this stage there was some hand-clapping from visitor gallaries]

Mr. Speaker: Let it be clearly borne in mind that any clapping by stranger will lead to his expulsion from the House. I cannot imagine any honourable member of this House will indulge in this practice.

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

আমরা স্বাধীন ভারতের মধ্যে থাকতে চাই। তবে গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়ার তরফ থেকে যদি আমাদের উপর কোন জুলুম হয় তা হলে তার বিরুদ্ধে কি ক'রে সংগ্রাম করতে হয় তা আমরা জানি। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যেমন আমরা সংগ্রাম করেছিলাম, প্রয়োজন হ'লে গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধেও তা করতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, আমরা ভারতবাসী, ভারতবর্ষ আমাদের দেশ এবং কোন অবস্থাতেই আমরা এর থেকে ছটকে যাবার কল্পনা করতে পারি না। সুতরাং একথায় আমরা তীব্র প্রতিবাদ করি।

Sj. Bankim Mukerjee:

যতীনবাবু যে পার্সোনাল এক্সপ্লানেশন দিলেন তাতে বোঝা গেল যে, তিনি কর্তৃবাচ্য ব্যবহার করেন নি, ভাববাচ্য ব্যবহার করেছেন। এই বিধানসভার মধ্যে ভাববাচ্য যদি ব্যবহার করা হয় সেটা আপত্তিজনক ব'লে আমি মনে করি। কিন্তু তাঁর পার্সোনাল এক্সপ্লানেশন দেবার পর জিনিসটার কিছুটা মৃদুতা হয়েছে ব'লে আমি মনে করি।

Sj. Phakir Chandra Roy:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, পশ্চিমবঙ্গ-সরকার ফরাক্কা পরিকল্পনার গুরুত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে সচেতন। এ বিষয়ে ডাঃ ব্যানার্জি যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন তাতে এই প্রস্তাব পশ্চিমবঙ্গ-সরকারকে আরও বলবতী করছে ব'লে আমি মনে করি। সুতরাং এ দিক দিয়ে এই প্রস্তাবকে সর্বান্তকরণে সমর্থন করা উচিত ব'লে মনে করি। একটা কথা ব'লে আমি আমার কথা শেষ করব। দুঃখের কথা যে, ভারতে এখনও প্রাদেশিকতা আছে। দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন অ্যাক্ট পাশ হবার পর প্রাদেশিকতার জন্য দামোদর ভ্যালী প্রোজেক্ট বানচাল হবার উপক্রম হয়েছিল। ডাঃ রায়ের চেষ্টাতে এই অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। সেজন্য আমি মনে করি বিধানসভায় এই প্রস্তাব ডাঃ রায়ের হাতে আরও বল যোগাবে এবং এই পরিকল্পনা যাতে তৃতীয় প্ল্যানে উচ্চ স্থান পায় সেদিকে তিনি চেষ্টা করবেন। এই কথা ব'লে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি এবং প্রস্তাবকে সমর্থন করছি।

[6-30—6-43 p.m.]

Sj. Panchanan Bhattacharjee:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি এখানকার বক্তৃতাগুলি মনোযোগ দিয়ে শুনেছি এবং এটা ঠিকই যে, যাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ দল তাঁদের অনেস্টি অব পারপাস সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ নেই এবং আমরা মনে করি, তাঁরা চেয়েছিলেন যে, শ্রীযুত এস কে পাতিল এখানে এসে ঘোষণা ক'রে যাবেন যে, অমুক বছরে ফরাক্কা বাঁধের কাজ শুরু হবে এবং সেই ঘোষণার মূলে তাঁদের দলীয় শক্তিও বৃদ্ধি পাবে দুঃখের বিষয় সেটা হয় নি। কেন যে হয় নি তার কারণ আমার সামনের বন্ধুরা কেউ কেউ জানেন কিনা জানি না, তবে আমার কিছু কিছু জানবার সুযোগ হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, পশ্চিম বাংলা সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রিভার বোর্ড গঠন করবার জন্য আবেদন জানিয়ে ব্যর্থকাম হয়েছেন কিনা যদিও দু' বছর আগে রিভার

বোর্ড সংক্রান্ত আইনটা পাশ হয়েছিল। আমি জানি যে, তাঁরা চেষ্টা ক'রেও ব্যর্থকাম হয়েছেন এবং এই ব্যর্থকাম হওয়ার কারণ বিহার এবং উত্তরপ্রদেশের বাধা প্রদান। বিহার আর উত্তর-প্রদেশের কিছুসংখ্যক [illegible] এবং সেই ধরনের দু'-একজন এক্সপার্ট, তাঁরা মনে করেন যে, সেখানে লার্জ স্কেল টিউবওয়েল অপারেশনে যেভাবে চাষের কাজ হচ্ছে তাতে সাব-সয়েল ওয়াটারের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে দাঁড়াবে যার জন্য সেখানে গঙ্গা থেকে যথেষ্ট খাল কাটা হয়েছে, আরও প্রচুর পরিমাণ খাল কাটা দরকার। সুতরাং বিহার এবং উত্তরপ্রদেশের লোকেরা মনে করেন যে, ফরাক্কা বাঁধ হ'তে দেওয়া চলবে না, ফরাক্কা বাঁধ হ'লে পর বাংলাদেশে জলের তোড়ে অধিকাংশ জল চলে আসবে। বাধা যদি কোথা থেকে এসে থাকে তবে সেই বাধা গোপনে এসেছে বিহার এবং উত্তরপ্রদেশ থেকে। আমরা জানি এখনও পর্যন্ত পাকিস্তান-সরকার কোনরকম প্রতিবাদ জানান নি এবং তাঁদের কনভিন্স করবার মত মালমশলা ভারত-সরকারের কাছে আছে। টাকার অভাবের কথা যেটা ভারত-সরকার বলেন সেটা নিরর্থক, কেননা ১৫০ কোটি টাকা যদি ব্যয় হয় তা হ'লে বাংলাদেশের বহু শিল্পপতি যাঁরা গঙ্গার দু'ধারে শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিকল্পনা করেন তাঁরা সরকারের ঋণপত্র প্রচারিত হ'লে প্রচুর টাকা লগ্নী করবেন। আমি জানি যেভাবে অল ইন্ডিয়া ম্যানুফ্যাকচারার্স অরগানাইজেশন ইস্পাত কেনবার জন্য বেসরকারীভাবে মার্কিন ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনা করছেন ঐভাবে সেখান থেকে ডলার সংগৃহীত হ'তে পারে; তা যদি না হয় জার্মান মার্ক সংগৃহীত হ'তে পারে, তা যদি না হয় সুইস মার্ক সংগৃহীত হ'তে পারে অথবা রাশিয়ান রুবল সংগৃহীত হ'তে পারে। সুতরাং ফরেন কারেন্সীর ডিফিকাল্টি এটা বাজে কথা। বাংলাদেশের মত এই রকম একটা সমৃদ্ধ দেশ, উন্নত দেশ তাকে ধ্বংসের পথ থেকে বাঁচাবার জন্য যদি ডাঃ রায় চেষ্টা করেন তা হ'লে বাইরে থেকে ঋণ অথবা দান অথবা দুই-ই পাওয়া যেতে পারে কিন্তু আসল ব্যাধি ওখানে যার জন্য রিভার বোর্ড হয় নি। রিভার বোর্ড না হওয়ার কারণ এই যে, যদি একটা ঐ ধরনের প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে উঠে এবং তাতে যদি শুধু বিশেষজ্ঞরা স্থান পান তা হ'লে তাঁরা খাঁটি কথা ব'লে দেবেন। তাঁরা বলবেন যে, গঙ্গার দু' ধারে যেসব শাখানদী এবং উপনদী আছে সেগুলিতে বর্ষার সময় প্রচুর জলসমাগম হয় ব'লে উত্তর বিহার এবং উত্তরপ্রদেশে গঙ্গার সমগ্র অঞ্চলে বছরে অনেকখানি সময় বন্যা দেখা দেয় এবং এটা নতুন কথা নয়। তাঁরা আরও বলবেন যে, ফরাক্কা বাঁধ মারফত যদি পশ্চিমবঙ্গে ভাগীরথী নদীতে জলের স্রোত প্রবাহিত করতে হয় তাতে ১২ মাস গঙ্গার জল টেনে আনতে হবে না, বছরের যেটুকুন সময়ে দরকার সেটুকুন সময়ে আনতে হবে এবং তার ফলে পলিমাটি যদি ধুয়ে যায় তা হ'লে বাংলার বিভিন্ন খাল এবং অন্যান্য জলপ্রণালী তার দ্বারা বাহিত হয়ে ভাগীরথী সমৃদ্ধ হবে এবং ভবিষ্যতে হয়ত ফরাক্কা ব্যারেজ শুধু কন্ট্রোলিং এজেন্ট হিসাবে কাজ করবে, ফরাক্কা ব্যারেজের মারফত জল বেশি আসবার দরকার হবে না একথা তাঁরা বলবেন। তাঁরা আরও বলবেন যে, সারা ব্রীজ যখন তৈরি হয়েছিল সেই সময়কার ডাটা এবং তথ্য বিবেচনা ক'রে বলা যায় যে, গঙ্গার জলের পরিমাণ অনেক কমেছে। কিন্তু ঠিক সেই পরিমাণ পদ্মার স্রোত বৃদ্ধি পায় নি—যখন গঙ্গার জলের পরিমাণ বেশি ছিল তখন পদ্মার স্রোতের খরতাও বেশি ছিল। সুতরাং যে যুক্তি উপ-স্থাপিত করা হয়েছে সেই যুক্তিগুলি নিরর্থক। শ্রীযুক্ত পাতিল এসব কথা বলতে পারেন না খোলাখুলিভাবে। তিনি বিহার রাজ্যের লোক নন, তিনি উত্তরপ্রদেশেরও লোক নন। তাঁর সততায় আমাদের বিশ্বাস আছে ব'লেই বলছি, তিনি যদি জোর ক'রে এরকম একটা কাজ করতে যান তা হ'লে তাঁর মন্ত্রী থাকাই কঠিন হবে সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তিনি বোম্বে থেকে এসেছেন। নানা রকম গোলমালের পর তিনি এই বিতর্ক থেকে সরে থাকবার চেষ্টা করছেন। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ জানাচ্ছি তাঁরাও যেন আসামের পথে চলেন। আসামে তৈলশোধনাগার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও কেন্দ্রীয় সরকার এইরকম ভাব দেখিয়েছিলেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেখানে তৈলশোধনাগার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিহারের চাপে সেই পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয় নি—একযোগে আন্দোলন ক'রে তাঁরা তাঁদের দাবী আদায় ক'রে নিয়েছেন। এবং তখন বৈদেশিক মুদ্রার অভাবের কথাও উঠে নি। তাঁরা যখন এই কাজে অগ্রসর হলেন তখন ভারতসরকার সেটা তাঁদের কর্তৃত্বে আনবার জন্য আগ্রহান্বিত হন। এটা কংগ্রেসী সরকারের কোন গঠনমূলক পরিকল্পনা নয়, আগে যে পরিকল্পনা ছিল তাঁরা মাত্র সেই ধরনেরই একটা [illegible] করবার চেষ্টা করছেন। তাই আমি আমাদের সামনের বন্ধুদের

তৈরি হ'তে বলব এজন্য তাঁরা দলনির্বিশেষে একটা গণ-আন্দোলন সৃষ্টি করুন। তাঁরা যদি বিহার এবং উত্তরপ্রদেশের এই বাধার কোন মূল্য দিতে চান তা হ'লে ভাল ক'রে চিন্তা ক'রে দেখুন যে, ফরাক্কা ব্যারেজ হ'লে জলের পরিমাণ কমবে কিনা এবং তদ্দরুণ তাঁদের কৃষি-ব্যবস্থা প্রকৃতই ব্যাহত হবে কিনা, কৃষকদের বিশেষ কোন স্বার্থহানি হবে কিনা। আমাদের ধারণা সরকারী কর্মচারীরা অনেকেই এই ব্যাপার জানেন এবং তাঁরা এ সম্বন্ধে কানাঘুষাও করেন, কিন্তু তাঁরা একথা বলতে পারেন না। সুতরাং আমি বলব, যে প্রস্তাব আমরা গ্রহণ করছি তার তাৎপর্য ভারত-সরকারকে অন্যভাবে ভাল ক'রে বুঝিয়ে বলতে হবে। দুই-দুইটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজ হচ্ছে। আমরা একটু বিশ্লেষণ ক'রে দেখলেই বুঝতে পারব এগুলি ইংরেজ রাজত্বের অবদান—এখন আমাদের শাসকেরা সেগুলি জনসাধারণের উপর চাপিয়ে দিচ্ছেন। এই যে দামোদর পরিকল্পনা এটা সম্পূর্ণভাবে ইংরেজের অবদান। ১৯৪৫-৪৬-৪৭ সালের কাগজপত্র খুললেই দেখতে পাবেন ইংরেজ কি কি পরিকল্পনা করেছিল বেকার সমস্যা সমাধানের উপায় হিসাবে—যাতে বেকার সমস্যা সমাধানের কিছু কাজ হ'তে পারে তার জন্য কি কি শিল্প প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেছিল। যাই হোক, জনসাধারণের তরফ থেকে এই ধরনের গঠনমূলক পরিকল্পনার দাবী দেশে এই নতুন নয়। সমগ্র বাংলাদেশের জনসাধারণ—দার্জিলিং থেকে সুন্দরবনের মানুষ—এক কথায় বাংলাদেশের প্রত্যেক অঞ্চল এই ফরাক্কা ব্যারেজ চাচ্ছে। আমাদের গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীয় সরকার এই একটি পরিকল্পনা গ্রহণ ক'রে দেখিয়ে দিন যে, ডেমোক্রেটিক সেট-আপের মূল্য আছে। আমরা জানি ডাঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জি যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন তা আমাদের সামনের দিকে যাঁরা ব'সে আছেন তাঁরা নির্বিবাদে গ্রহণ করবেন, কিন্তু সেই প্রস্তাব গ্রহণের কোন সার্থকতা থাকবে না যদি আমরা পরবর্তী কার্যকলাপ এক-যোগে না করতে পারি। তাই একটা জাতীয় আন্দোলন আমাদের গড়ে তুলতে হবে। (আমরা তার জন্য প্রয়োজন হ'লে)—শুধুমাত্র বাংলাদেশের সাধারণ মানুষই নয়, বাঙ্গালী হোক, অবাঙ্গালী হোক, শিল্পপতি হোক, শ্রমিক হোক, আজ তারা কেউ চুপ ক'রে থাকতে রাজী নয়। কারণ, এটা জাতির জীবনমরণ সমস্যা।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

স্যার, আমার রাইট অফ রিপ্লাইতে আমি দু-একটা কথা বলব। বেশি কিছু বলবার নেই। কারণ সকলেই আমার প্রস্তাব সমর্থন ক'রে বক্তৃতা দিয়েছেন। কেউ এই প্রস্তাবের বিপক্ষে বলেন নি। আমি মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের বক্তৃতা আগাগোড়া খুব মনোযোগ সহকারে শুনেছি। তিনি যেকথা বলেছেন তা আমি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। খালি তাঁর একটা কথায় আমার আপত্তি আছে। ডাঃ রায় বলেছেন, কংগ্রেস সদস্যরা 'মাম' থাকবেন—কোন মতামত তাঁরা ব্যক্ত করবেন না। এ কথাটা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। ডাঃ রায়ের কাছে বিশেষ অনুরোধ—তিনি একটু ভেবে দেখুন ফরাক্কা ব্যারেজ সারা বাংলার জাতীয় সমস্যা এবং আমাদের উচিত এই অ্যাসেম্বলির কংগ্রেস ও বিরোধী পক্ষের সমস্ত সদস্যরা মিলে এই প্রস্তাব পাশ করা। যদি আজ কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্ট জানতে পারেন এই প্রস্তাবের পক্ষে সকলে ভোট দিয়েছেন, সর্ব-সম্মতিক্রমে সকলের ভোটের সাহায্যে এই প্রস্তাব পাশ হয়েছে, তবে আমার বিশ্বাস কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্ট আর বেশিদিন নিষ্ক্রিয় থাকতে পারবেন না। তাঁরা অদূরভবিষ্যতে এ বিষয়ে সক্রিয় হ'তে বাধ্য হবেন।

কংগ্রেস সদস্যদের কাছে আর একটা নিবেদন—তাঁরা এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেবেন। ভোট দেওয়া সত্ত্বেও যদি কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের কথা না শোনেন, তা হ'লে সারা বাংলা জুড়ে যে একটা প্রবল আলোড়নের সূত্রপাত হবে, কোন সন্দেহ তাতে নেই। কংগ্রেস সদস্যরাও সেই সংগ্রামে যোগ দেবেন এ আশা আমি করি। এ কথা ব'লে আবার সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি আসন গ্রহণ করছি। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি কংগ্রেস সদস্যকে সবিনয়ে অনুরোধ করছি—তাঁরা সকলে মিলে এই প্রস্তাব সমর্থন করুন।

The motion of Dr. Suresh Chandra Banerjee that this Assembly is of opinion that the Government of West Bengal should approach the Government of India for immediate inclusion of the Farakka Barrage Project in the Plan Schemes and secure a definite pronouncement of that Government in the matter, was then put and agreed to.

Adjournment

The House was then adjourned at 6-43 p.m. till 3 p.m. on Monday, the 14th July, 1958, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on **Monday, the** 14th July, 1958, at 3 p.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble SANKARDAS BANERJI) in the Chair, 16 Hon'ble Ministers, 12 Deputy Ministers and 207 Members.

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

[3—3-10 p.m.]

Proposed Farakka Barrage for protection of Calcutta Port and removal of salinity of the water of the Hooghly river

***71B.** (Short Notice.) **Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani:** (a) Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation and Waterways Department be pleased to state if is a fact—

(*i*) that salinity of the Hooghly river has increased and the Calcutta port is getting dry for want of perennial supply from the Ganges at Farakka; and

(*ii*) that the removal of those two evils is one of the many estimated advantages of the proposed Ganga Barrage Project near Farakka?

(b) If the answer to (a) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) what concrete steps, if any, have been taken by the State Government to move the Centre for expediting the implementation of the Project; and

(*ii*) what is the result of the steps so far taken?

The Minister for Irrigation and Waterways (the Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji): (*a*) (*i*) Yes. The salinity of the water increases in the years of drought. It is also a fact that the Calcutta Port requires more upland supply of water in the Hooghly.

(*ii*) Yes.

(*b*) (*i*) The Project is still under investigation.

(*ii*) Does not arise.

Dr. Narayan Chandra Ray: The Calcutta Port requires more upland supply of water in the Hooghly.
সেইজন্যই কি এই প্রজেক্ট ইজ আন্ডার ইনভেস্টিগেশন?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:
ঐ যে উপরে লেখা আছে—
Calcutta Port is getting dry for want of perennial supply from the Ganges at Farakka.

Sj. Hare Krishna Konar:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এমন কোন অভিমত তাঁরা পেয়েছেন কি না যে দামোদর ভ্যালির জল আটকানর ফলে নীচেকার পুলিমাটি আসাতে সমুদ্রের জোয়ার আর বেশিদূর যেতে পারে না ব'লে স্যালিনিটি বাড়িয়ে দিচ্ছে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

না।

Sj. Hare Krishna Konar:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে শ্রীকপিল ভট্টাচার্য্য এরকম কোন অভিমত সরকারের কাছে দিয়েছিলেন কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

না, তিনি এরকম কিছু পাঠান নি।

Sj. Hare Krishna Konar:

নিম্ন দামোদর তদন্ত কমিটি ব'লে যে একটা তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছিল তার বিচার্য বিষয়ের মধ্যে এই বিষয় আন্তর্ভুক্ত ছিল কিনা—বলতে পারবেন কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

তাতে স্যালিনিটির কথা ছিল না, তাতে ছিল—নিম্ন দামোদর অঞ্চলে ডি, ভি, সি-র জন্য কি প্রতিক্রিয়া হবে তার বিচার করার কথা।

Sj. Hare Krishna Konar:

নীচেকার সমুদ্রের বালি জোয়ারে নিয়ে এসে কলিকাতা বন্দর বিপন্ন হতে পারে—যেমন জল লবণাক্ত হচ্ছে এরকম বিষয় ছিল কিনা?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

সেই এনকোয়ারি কমিটি বসিয়েছিলেন ডি, ভি, সি, এবং তাদের রিপোর্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাছে যাবে।

Sj. Hare Krishna Konar:

যেহেতু বাংলা গভর্নমেন্টেরও উহাতে কন্ট্রিবিউশন আছে, সেজন্য সেই রিপোর্টের কপি এ'রা পাবেন না কেন?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

সেটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এক্জামিন করার পর আমরা পাব।

Dr. Narayan Chandra Ray: Since the Farakka Barrage is not materialising in the near future.

এই স্যালিনিটি সম্বন্ধে হোয়াট স্টেপ আর আন্ডার কন্টেম্প্লেশন?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

সেটা কর্পোরেশনের বিবেচ্য।

Dr. Narayan Chandra Ray:

কোয়েশ্চেন হচ্ছে—

salinity of the Hooghly River, not the Calcutta water-supply

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

স্যালিনিটি অফ দি হুগলি রিভার হওয়ার জন্যই ক্যালকাটা ওয়াটার-সাপ্লাইএর জলও ঘোলা হচ্ছে।

Sj. Gopal Basu: The Project is still under investigation.

সেটা ইনভেস্টিগেশন স্টেজেএ, না কনসিডারেশন স্টেজএ?

Mr. Speaker: What is the difference?

Sj. Gopal Basu:

ইনভেস্টিগেশন হল—লোক্যাল ইনভেস্টিগেশন, আর কনসিডারেশন হল ফর ইমপ্লিমেন্টেশন।

Mr. Speaker: No. Consideration may follow after investigation is complete.

Sj Gopal Basu:

এই ইনভেস্টিগেশনের একটা রিপোর্ট গভর্নমেন্টের কাছে পেশ করা হয়েছে?

Mr. Speaker: Nowhere it has been stated that investigation is complete.

Sj. Gopal Basu: The Project is still under investigation.

তাহলে কনসিডারেশন এখনও হয় নি?

Mr. Speaker: Further investigation is going on.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: The Hon'ble Minister has stated salinity of this water has no other importance except to Calcutta water-supply......

Mr. Speaker: Will you kindly look at the heading—for protection of Calcutta Port—that is one aspect, and the second aspect of the matter is the removal of salinity of the water of the Hooghly river. These are two different things.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: In answer to one of the supplementaries the Hon'ble Minister has said there is no other importance. Will the Hon'ble Minister be pleased to state if the salinity of water has any other importance except Calcutta filtered water supply?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji: I say 'there is no other'; you say 'if there is any other'. I say there is no other utility. That question therefore does not arise.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: I take it from the Speaker that there are other important things. What are those?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji: I do not know.

Salinity of filtered water supply of the Calcutta Corporation

***71C.** (Short Notice.) **Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani:** (a) Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state if it is a fact that increased salinity of the water of the river Hooghly has become a serious problem for the Calcutta Corporation with regard to the supply of filtered water in Calcutta?

(b) If the answer to (a) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister pleased to state—

(i) the reasons of this increased salinity;

(ii) whether Government have got any plan to reduce this salinity;

(iii) if so, what is that plan; and

(iv) when that plan is going to be implemented?

The Minister of State for Health (the Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray): (*a*) The salinity of water of the river Hooghly increases during dry months and creates difficulties in the supply of filtered water in Calcutta.

(*b*) (*i*) This is due to less flow of upland water in the river Hooghly.

(*ii*) and (*iii*) The possibility of increasing the upland supply of water in the river Hooghly is under examination but no plan has yet been finalised.

(*iv*) Does not arise.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: In answer to b (ii) and (iii) the Minister has said "The possibility of increasing the upland supply of water in the river Hooghly is under examination". May we know up to what stage it has been examined up till now?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: It has just been answered.

Mr. Speaker: The matter is under investigation and you cannot possibly have the answer 'up to what stage'.

Dr. Narayan Chandra Ray:

আমি জিজ্ঞাসা করি দি প্রজেক্ট ইজ স্টীল আন্ডার কনসিডারেশন—মানে কি?

Mr. Speaker: 'Under consideration' has a technical meaning. 'Under investigation' is quite a different thing.

Dr. Narayan Chandra Ray:

প্রশ্নটা হচ্ছে সলিনিটি অফ দি ওয়াটার রিমুভ করা হুগলির জল থেকে—কলতার জল সরবরাহের প্রশ্ন নয়।

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: This question is under investigation.

[3-10—3-20 p.m.]

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে আমেরিকায় ক্যালিফোর্নিয়াতে স্যালিনিটি রিমুভ করে সী-ওয়াটার ব্যবহার করবার ব্যবস্থা আছে?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: Yes, there are but it is so costly that it cannot be afforded at present.

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

আপনি কি জানেন—এক হাজার গ্যালন স্যালাইন ফ্রি করতে কত কস্ট পড়ে?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: About Rs. 10.

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

এই ধরণের ব্যবস্থা বম্বেতে আছে জানেন?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: Yes, there are several methods—process of separation and distillation.

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

ফরাক্কা ব্যারেজ যদি গৃহীত হয় তাহলে ফরাক্কা ব্যারেজের কাজ শেষ হলে উপর থেকে ৪ হাজার কিউসেক জল হুগলী নদী দিয়ে বইতে অন্ততঃপক্ষে যেখানে ১০ বছর লাগবে সেখানে কোলকাতার ভবিষ্যতকে লক্ষ্য করে, শর্ট-টার্ম কোন এ্যাড-ইন্টারিম এরেঞ্জমেন্টের কথা চিন্তা করেছেন কিনা?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: No, I have not got any other information.

Damages to Kalna Town by erosion of the Bhagirathi river

***72. Sj. Jamadar Majhi:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, গত বন্যার সময়ে ভাগীরথীর বন্যায় কালনা শহরের ব্যবসাপ্রধান একটি এলাকা ভাঙ্গিতে শুরু করিয়াছে;

(খ) সত্য হইলে, ভাগীরথীর বিপজ্জনক ভাঙ্গন হইতে কালনা শহরকে রক্ষার উদ্দেশ্যে সরকার—

(১) কোন তদন্ত করিয়াছেন কিনা, এবং

(২) কোন পরিকল্পনা করিয়াছেন কিনা;

(গ) গত বন্যার ভাঙ্গনে কালনা শহরে যাহাদের ঘরবাড়ি ও বাস্তুভিটা নদীর গর্ভে গিয়াছে, তাহাদের অন্যত্র পুনর্বাসনের জন্য সাহায্য করার কোন পরিকল্পনা সরকার করিয়াছেন কিনা; এবং

(ঘ) করিয়া থাকিলে, সেই পরিকল্পনা কি?

The Minister for Irrigation and Waterways (the Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji):

(ক) এবং (খ) (১) হ্যাঁ।

(খ) (২) সবেমাত্র পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইয়াছে।

(গ) মাত্র দুইটি বসতবাটী নষ্ট হইয়াছিল এবং ছয়টি বাটী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। দুইটি নষ্ট বাটীর একজন স্বত্বাধিকারীকে গৃহনির্মাণের জন্য ৮০ টাকা দান করা হয়। ক্ষতিগ্রস্ত ছয়টি বাটীর অধিকারীগণ কোন সাহায্যের জন্য আবেদন করেন নাই।

(ঘ) এই প্রশ্ন উঠে না।

Sj. Hare Krishna Konar:

কবে নাগাদ পরিকল্পনা প্রস্তুত হয়েছে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

আমি প্রশ্নের জবাব ২৬এ মার্চ ১৯৫৮ তারিখে দিয়েছি। এটা হল ফ্লাড কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্টের। এন্টি-ইরোশনের পরিকল্পনা আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা তৈরি করে স্টেট টেকনিক্যাল কমিটিতে পাঠান। আবার স্টেট টেকনিক্যাল কমিটি সেটা পাশ করলে সেটা স্টেট ফ্লাড কন্ট্রোল বোর্ডের কাছে আসে। ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত একটা স্কীম হয় তো সেটার জন্য সেন্ট্রাল ফ্লাড কন্ট্রোল বোর্ডের কাছে টাকা চাওয়া হয়। আবার যদি একটা স্কীম ১০ লক্ষ টাকার বেশি হয় তাহলে সেন্ট্রাল ফ্লাড কন্ট্রোল বোর্ডের মঞ্জুরীও দিতে হয়। এখন এটা স্টেট টেকনিক্যাল কমিটি থেকে পাশ হয়ে স্টেট ফ্লাড কন্ট্রোল বোর্ডে যাবার কথা আছে।

Sj. Hare Krishna Konar:

এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে তাঁরা কিছু আভাষ দিতে পারেন কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

ব্রিক পিচিং লেবং বিল হতে এস, ডি, ও-র রেসিডেন্স পর্যন্ত ৩,০০০ ফুট। এই ব্রিক পিচিংএর জন্য খরচ হবে ৭·২৭ লক্ষ টাকা।

Sj. Hare Krishna Konar:

এরজন্য সরকার থেকে কোন ইঞ্জিনীয়ার গিয়ে তদন্ত করেছিলেন?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

হ্যাঁ।

Sj. Hare Krishna Konar:

আপনি (গ)তে বলেছেন যে মাত্র দুইটি বসতবাটি নষ্ট হয়েছে এবং ৬টি বাটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে—এই রিপোর্ট যে ভুল তার মধ্যে আমি যাচ্ছি না। আপনি বলছেন যে এরজন্য ৮০ টাকা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এই ৮০ টাকায় যে হতে পারে না সেটা কি আপনি জানেন?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

এই টাকা পুনর্বাসন বিভাগ থেকে দেওয়া হয় তাঁদের জিজ্ঞাসা করুন।

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

আপনি কি জানেন যে ভাগীরথী কালনার একটু আগে একটা বেন্ট গিয়েছে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

হতে পারে।

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

এ ব্যাঁকের দরুণ কালনা শহরে ভাঙ্গন ধরছে সে খবর কি রাখেন?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

খোঁজ করে দেখব।

Erosion of Dhulian Town in Murshidabad district and Basirhat and Taki Towns in 24-Parganas district

***73. Sj. Hemanta Kumar Ghosal:** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation Department be pleased to state if it is a fact—

(*i*) that Dhulian Town in Murshidabad district was totally eroded by the Ganges during the last few years;

(*ii*) that parts of Malda are being rapidly eroded by the same river; and

(*iii*) that Basirshat and Taki Towns of 24-Parganas district are seriously threatened by the river Ichamati?

(*b*) If the answers to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) what are the steps that the Government have taken so far to check the depredations of the abovementioned rivers;

(*ii*) what has been the cost of counter-measures adopted by the Government;

(*iii*) whether the Government have formulated any long-term measures regarding the above;

(*iv*) if so, what are the long-term schemes;

(*v*) total estimated cost of the long-term schemes;

(*vi*) whether any foreign firm has been entrusted with the task of preparing the project reports of these schemes; and

(*vii*) if so, the name of the firm and the amount of remuneration paid to it so far?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji: (*a*) and (*b*) (*i*) and (*ii*) A statement is laid on the Library Table.

(*b*) (*iii*) and (*vi*) No.

(*iv*), (*v*) and (*vii*) Do not arise.

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

(বি)(১) কোয়েশ্চেন—

what are the steps that the Government have taken so far to check the depredations of the abovementioned rivers.

উত্তরে বলেছেন—

A statement is laid on the Library Table.

কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য ৩নং কোয়েশ্চেনে যে বসিরহাট এবং টাকী টাউন ভেংগে গিয়েছিল সেই ভেংগে যাবার পর যে টাকা আপনি মঞ্জুর করেছেন সেই টাকা মঞ্জুর করার পর যা কাজ হয়েছিল তারপরে কি আবার ভাংগন দেখা দিয়েছিল?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

বসিরহাট টাউনে আমরা ৭ লক্ষ ৯০ হাজ'র টাকা খরচ করেছি এবং সেখানে বরাবরই অল্প কিছু কাজ করা হচ্ছে, কিন্তু সেখানে এমন কোন ভাংগন হয় নি। টাকী টাউনে আমরা ৭১ হাজার ৮২৮ টাকা খরচ করেছি, কিন্তু সেখানে আরও কিছু ভাংগন হবার জন্য আরও ১৯ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

আপনি কি জানেন যে ঐ ভাংগন রোধ করবার জন্য যে শালের পিলার দিয়েছিলেন সেই পিলারের ভেতর খোয়া এবং পাথর দিয়ে বন্ধ করার যে প্ল্যান ছিল সেগুলি প্রপারলি একজাকিউটেড হয়েছে কিনা?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

পাথর দেওয়ার কোন কথা ছিল না। গাছপালা দিয়ে বসিয়ে দিলে পলি পড়ে জমাট হবে এই কথা ছিল।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

আপনি বললেন যে বসিরহাটে কোন ভাংগন দেখা দেয় নি।

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

বিশেষ কোন ভাংগন হয় নি, অল্প একটু হয়েছিল।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

বসিরহাট টাউন রিপেয়ার করার চেষ্টা করুন এবং বসিরহাটের অপর পাড়ে সংগ্রামপুরে গ্রাম ভেংগে নদীর মধ্যে আসার কোন সংবাদ পেয়েছেন কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

হোতে পারে, ঠিক জানি না।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

আপনি কি জানেন বসিরহাট টাউন থেকে দুই মাইল পেছনে হরিশপুর গ্রামে রিপেয়ার হবার পরেও ভাংগন দেখা দিয়েছে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

হরিশপুরে বহুদিন থেকে ভাংগন হচ্ছে, রিপেয়ারের সংগে এর কোন সম্পর্ক নেই।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

টাউন হল যে জায়গায় আছে বসিরহাট টাউনে এবং ফেরীঘাট আপনাদের রিপেয়ার ওয়ার্ক হয়ে যাবার পর সেই টাউন হলের পাশ থেকে আবার ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে এ সংবাদ পেয়েছেন কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

সঠিক বলতে পারি না টাউন হলের ঐ জায়গায় কিনা, তবে কিছু ভাঙ্গন হয়েছিল—সেখানে ইট ফেলা হয়েছিল এটা জানি।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

এখানে যে কাজটা হচ্ছে এটা পার্মানেন্টলি চেক হতে পারে কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

এটা একটা টেম্পোরারী মেজার, পার্মানেন্ট মেজার হোলে পর রিভার রিসার্চ ইনস্টিটিউটে মডেল এক্সপেরিমেন্ট করতে হবে, তারজন্য আমরা ব্যবস্থা করছি। সেজন্য প্রায় ১৭ মাইল এলাকা মেপে নিয়ে রিভার রিসার্চ ইনস্টিটিউট, থেকে সেখানে নদী তৈরি করে এক্সপেরিমেন্ট করা হবে। তারজন্য ৪৫,৬৩৩ টাকা স্যাংশন হয়ে গেছে।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

স্টেটমেন্টে যা আছে তাতে এয়ার সার্ভে আছে এবং যে সংবাদটা দিলো, এই দুটো মিলিয়ে —এই সার্ভে এবং এক্সপেরিমেন্ট শেষ হোতে কত সময় লাগতে পারে বলতে পারেন কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

সেটা বলা কঠিন—সার্ভে করে ফ্যাকটস এ্যান্ড ডাটা নিয়ে তারপর মাঠে ঐ নদী তৈরি করে তার ঠিক প্রোটোটাইপ হোল কিনা দেখে তারপর এক্সপেরিমেন্ট করবে। এক্সপেরিমেন্ট করে রেজাল্ট পেলে পর রেজাল্ট-টা জানালে আমরা সেই কাজ করবো।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

আপনি কি জানেন যে আমাদের বাংলাদেশে যে ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে তার ঠিক অপর পাড়ে পাকিস্তান জাস্ট অপোজিট এ—সেটা ভাঙ্গবার ফলে পাকিস্তানের ভেতর আমাদের নদীটা ঢুকছে এবং তার ফলে আমাদের খানিকটা সম্পত্তি পাকিস্তানের মধ্যে ক্রমশঃ ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

নদীর পাড়ে ভাঙ্গাগড়া আছে একবার গড়ছে, একবার ভাঙ্গছে।

[3-20—3-30 p.m.]

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

আমাদের যে সম্পত্তি পাকিস্তানে গিয়ে পড়েছে সেটা পাওয়ার কোন ব্যবস্থা আছে কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

এটা এই সেচ বিভাগের কোন কথা নয়, ভারত সরকারের কথা।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

এই ভাঙ্গনের ফলে এই অঞ্চলের কয়েকটা গ্রামের লোকের যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তারজন্য তাদের নতুন বসতি তৈরি করার কোন পরিকল্পনা আছে কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

রিলিফ ডিপার্টমেন্টে দরখাস্ত করলে তারা সেটা বিবেচনা করবেন।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

এই ভাঙ্গনের ফলে কিছু কিছু টাকা মঞ্জুর করা হচ্ছে টেম্পোরারী মেজার্স হিসাবে এবং শাল কাঠের জঙ্গল তৈরি করে এটা রোধ করার যে চেষ্টা বর্তমানে চলছে তা কতদিন চলবে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

একটু না দিলে আরো ভেঙ্গে চলত।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

টাকি একটা ভাল শহর এবং সুন্দরবন অঞ্চলের গেটওয়েও বলা যেতে পারে—এতে টাকি শহর এন্ডেঞ্জার্ড হচ্ছে এসব বিবেচনা করে এই স্কীম পরিপূর্ণভাবে অপারেটর করতে কতদিন সময় লাগবে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

তাড়াহুড়া করলে হবে না।

Dr. Golam Yazdani:

মালদহ জেলার ঐ রাজ মহলে এই যে ভাঙ্গন হচ্ছে এটা কতদিন হয়েছে এবং কবে আরম্ভ হয়েছে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

সঠিক বলতে পারব না।

Dr. Golam Yazdani:

বাঁশতলা থেকে রহিমপুর পর্যন্ত যে সার্ভে করছেন স্কীম তৈরির জন্য, সেই সার্ভে কবে নাগাদ শেষ হবে বলে মনে করেন?

Mr. Speaker: That has been answered.

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

ওটা জিজ্ঞাসা করুন না; ঐ যে বসিরহাটে তিনি বলেছেন একটা মডেল এক্সপেরিমেন্ট হচ্ছে—

Mr. Speaker: No prompting allowed.

Dr. Golam Yazdani:

এই যে মানিকচক থেকে রোহনপুর পর্যন্ত ভাঙ্গনের জন্য স্কীম তৈরি করার জন্য সার্ভে হচ্ছে সেই সার্ভে কবে নাগাদ শেষ হবে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

ইঞ্জিনিয়ার কতদিন নেবেন শেষ করতে আমি বলতে পারি না।

Sj. Sitaram Gupta:

নদীর ভাঙ্গনের ফলে যেটা পাকিস্তানে চলে গিয়েছে তার মাপজোকের কোন ব্যবস্থা হয়েছে কি?

Mr. Speaker: The question does not arise.

Mohanpur-Dungaghata Khal, Howrah district

***74. Sj. Sasabindu Bera:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation and Waterways Department be pleased to state—

(ক) হাওড়া জেলার শ্যামপুর থানার শশাটি ইউনিয়নের অন্তর্গত মোহনপুর-ডোঙ্গাঘাটা খালটি পুনঃখননের কোন পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করিয়াছেন কিনা; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) ঐ পুনঃখননের জন্য কত টাকা বরাদ্দ হইয়াছে,

(২) ঐ পুনঃখননের কার্য কতদূরে অগ্রসর হইয়াছে, এবং

(৩) কতদিনে ঐ কার্য শেষ করা হইবে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukrarji:

(ক) না। প্রস্তাবটি বর্তমানে তদন্তাধীন আছে।

(খ) প্রশ্ন উঠে না।

Sj. Sasabindu Bera:

প্রস্তাবটা কতদিন যাবত তদন্তাধীন আছে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

১৯এ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৮ তারিখ পর্যন্তও তদন্ত চলছিল।

Sj. Sasabindu Bera:

কতদিনে তদন্তের ফলাফল সরকার জানতে পারবেন?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

ইঞ্জিনীয়ার তদন্ত করে রিপোর্ট দেবেন—আগে থেকে কোন তারিখ ধার্য করে দেওয়া যায় না।

Sj. Sasabindu Bera:

কবে শেষ হবে বলতে পারেন না?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

আমি এটুকু বলতে পারি, ১৯এ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৮ তারিখ পর্যন্ত তদন্তাধীন ছিল।

Proposal for a sluice gate in the Rupnarayan Embankment at Deuli Khal in Howrah district

***75. Sj. Sasabindu Bera:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, হাওড়া জেলার শ্যামপুর থানার কমলপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত দেউলী ও পার্শ্ববর্তী দুইটি মৌজার ধানচাষের জমিতে জল সরবরাহের জন্য প্রায় প্রতি বৎসর দেউলী খালের মুখে রূপনারায়ণ নদের বাঁধটি সেচ বিভাগের অনুমতি লইয়া কাটাইতে হয়; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের ওত্তর হ্যাঁ হয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) ঐ বাঁধ কাটাইবার অনুমতি পাইতে কত টাকা জমা দিতে হয় এবং ঐ টাকা কে জমা দিয়া থাকেন,

(২) ঐ অনুমতি পাইতে দেরী হওয়ায় প্রতি বৎসর যথাসময়ে বাঁধটি কাটান সম্ভব হয় না, ইহা সত্য কিনা,

(৩) ঐ বাঁধটি কাটাইতে ও বাঁধিতে প্রতি বৎসর কত টাকা ব্যয় হয় ও ঐ ব্যয় কে বহন করেন, এবং

(৪) উক্ত খালের মুখে নদীর বাঁধে একটি স্লুইশ গেট নির্মাণের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

(ক) হ্যাঁ।

(খ) (১) একশত টাকা। উক্ত টাকা সাধারণতঃ কমলপুর ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট মহাশয় জমা দিয়া থাকেন।

(২) না।

(৩) যাঁহার নামে টাকা জমা থাকে তিনিই বাঁধ কাটান ও বন্ধ করার ব্যাপারে খরচ করেন। কত খরচ হয় বলা সম্ভব নয়।

(৪) এখন পর্যন্ত কোন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয় নাই।

Sj. Sasabindu Bera:

(খ) প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন ১০০ টাকা—এই ১০০ টাকা কি জন্য জমা নেওয়া হয়?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

তারা কাটার পর যদি না বাঁধে তার জন্যই টাকা জমা নেওয়া হয়।

Sj. Sasabindu Bera:

বর্তমানে মূল্য বৃদ্ধির জন্য ৪০০ টাকা করে দাবী করা হচ্ছে কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

আপনারা যদি বলেন ৪০০ টাকা করে দেব।

Sj. Sasabindu Bera:

এক্ষেত্রে ৪০০ টাকা করে দাবী করা হচ্ছে কিনা?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

১০০ টাকার দাবি ছিল, বেড়েছে কিনা আমি জানি না।

Sj. Sasabindu Bera:

মন্ত্রী মহাশয় স্লুইস গেট নির্মাণের কথা বিবেচনা করবেন কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

অসংখ্য খাল আছে, ক্রশবাঁধ আছে, সবখানেই স্লুইস গেট করার কোন প্রস্তাব নেই।

Inundated condition of certain villages of Amardah Union of Howrah district for want of drainage

***76. Sj. Sasabindu Bera:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation and Waterways Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে—

(১) উপযুক্ত জলনিকাশব্যবস্থার অভাবে হাওড়া জেলার শ্যামপুর থানার আমড়দহ ইউনিয়নের অন্তর্গত আমড়দহ, ঘনশ্যামপুর, রতনপুর, চাথরী, পাইকবাড় ও বসন্তপুর প্রভৃতি মৌজার বিস্তৃত এলাকা বিগত ১৯৫৬ সালের জুন মাস হইতে সারা বৎসর এবং কোন কোন স্থলে ১৯৫৭ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত জলমগ্ন অবস্থায় ছিল, এবং

(২) উক্ত বিস্তৃত এলাকায় ধানচাষ সম্ভব হয় নাই; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) জলমগ্ন এলাকার পরিমাণ কত,

(২) জলমগ্ন ধানচাষের জমির পরিমাণ কত,

(৩) সরকার ঐ এলাকার জলনিকাশব্যবস্থার জন্য কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন কিনা,

(৪) এখনও কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা না হইলে, সত্বর কোন পরিকল্পনা করার কথা সরকার বিবেচনা করেন কিনা, এবং

(৫) বর্তমান বৎসরে চাষ করা সম্ভব হয় নাই এইরূপ জমির পরিমাণ কত এবং তাহার জন্য ফসলের ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক কত?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

(ক) (১) হ্যাঁ।

(২) খানিকটা অংশে ধানচাষ করা হইয়াছিল।

(খ) (১) ১,০০০ একর।

(২) ৭০০ একর।

(৩) না।

(৪) "রূকনপুর, গড়চম্বুক খাল সংস্কার" নামক একটি পরিকল্পনা তৈয়ারী করা হইতেছে।

(৫) বর্তমান বৎসরে বৃষ্টি কম হওয়ায় চাষ হইয়াছে। চাষ করা হয় নাই এইরূপ জমির খবর পাওয়া যায় নাই এবং ফসল-ক্ষতির পরিমাণও জানা যায় নাই।

Sj. Sasabindu Bera:

এটা কি সত্য যে দামোদরের বেড উঁচু হওয়ার জন্য সেই খাল দিয়ে বিস্তীর্ণ এলাকায় জল নিকাশ করা সম্ভব হচ্ছে না?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

পরিকল্পনা তৈরি হচ্ছে, পরিকল্পনা হলে বলতে পারব।

Sj. Sasabindu Bera:

এই জলনিকাশের জন্য স্থানীয় জনসাধারণের তরফ থেকে এই এলাকা রূপনারায়ণের সঙ্গে যুক্ত করবার জন্য খাল সংস্কারের একটা প্রস্তাব সরকারের কাছে উত্থাপন করা হয়েছিল কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

আমি জানি না, যদি হয়ে থাকে তাহলে ইঞ্জিনীয়ার বিবেচনা করবেন।

Sj. Sasabindu Bera:

সেচ মন্ত্রী মহাশয়ের মনে আছে কি আমি স্বয়ং এই প্রস্তাব করেছিলাম তাঁর কাছে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

অনেকেই করে থাকেন এরকম, সব কথা মনে থাকে না।

Report of Flood Enquiry Committee on 1956 Floods

*77. **Sj. Hare Krishna Konar:** (a) Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation Department be pleased to state whether the Enquiry Committee set up by the Government to enquire into the causes of latest floods in the districts of Nadia, Burdwan, Birbhum and Murshidabad has submitted its report to Government?

(b) If the answer to (a) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(i) what are the findings of the Committee;

(ii) whether the report will be placed before the Assembly for discussion;

(iii) amount of money spent by the Government of West Bengal in connection with this enquiry; and

(iv) how much out of the total amount was spent on account of salary, travelling allowance and other emoluments for the Committee members?

Tre Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji: (a) Yes.

(b) (i) A statement is laid on the Table.

(ii) The matter will be decided after the report has been examined by Government. The report will be published soon.

(iii) Rs. 12,071.21 nP.

(iv)—

	Rs.
Salary	8,260
Travelling allowance	1,136
Other emoluments	2,051
Total ...	11,447

Statement referred to in reply to clause (b)(i) of starred question No. 77

Findings of the Flood Enquiry Committee are quoted below—

"There is no doubt that extraordinary floods of September, 1956, were caused by the abnormally heavy rainfall in the plains constituting the lower or uncontrolled catchments of rivers flowing in the eastern, central and southern districts of West Bengal. These rivers were already swollen with their normal flood discharge from the upper catchments including the Bhagirathi which was running high as a result of the Ganga spill. * * * drizzling conditions prior to the period of high intensity of rainfall, i.e., 26th to 28th September, had completely saturated the land which naturally resulted in a very high intensity of run-off. The deteriorating conditions of local drainage generally, and of the Bhagirathi-Hooghly in particular, which is the ultimate outfall channel to the sea, failed to cope with this heavy discharge. All these factors were further accentuated by some of the highest tidal bores on record in the Hooghly which seriously retarded the flow and increased the duration of flood conditions by backing up the flood water. It is very rare in nature, for all such adverse factors combined all at once to cause the type of floods experienced in September,

1956. This is borne out by the fact that although on many occasions in the past heavier rainfall pattern had been experienced in some catchments, floods were not so severe as compared to this one."

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

ষ্টেটমেন্টে লেখা হয়েছে—

The deteriorating conditions of local drainage generally, and of the Bhagirathi-Hooghly in particular, which is the ultimate outfall channel to the sea, failed to cope with this heavy discharge.

লোকাল ড্রেনেজের এই ডেটেরিওরেটিং কন্ডিশনের কারণ কি? ক্যানেলের অসংখ্য ক্রশবাঁধ দিয়ে বর্ষাতি যেখানে জল নামে সেখানে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

তাহলে হাইলি ফ্লাড হত না।

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

বর্তমানে এই জায়গার জল বাধা পাওয়ায় এইরকম হয়েছে কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

আমরা যেখানে ক্যানাল করি সেখানে খালের সংগে ড্রেনেজ সিস্টেমও করা হয়। ইরিগেশন এবং ড্রেনেজ প্যারালাল চলে।

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

বর্তমানে যে বাঁধ আছে তাতে সাফিসিয়েন্ট নাম্বার অফ ড্রেনেজ স্কীম আছে কিনা যাতে বর্ষাতি জল নেমে আসতে পারে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

ডি ভি সি-র ইঞ্জিনিয়ারদের মতে সাফিসিয়েন্ট আছে।

[3-30—3-40 p.m.]

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

বীরভূম মুর্শিদাবাদে বন্যা হওয়ার পেছনে ময়ূরাক্ষীর জল এক সাথে বেশি পরিমাণে ছাড়া এর অন্যতম কারণ কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

না, তা নয়।

Sj. Hare Krishna Konar:

ঐ বন্যা হবার আগে, অব্যবহিত পূর্বে, ম্যাসাঞ্জোর বাঁধের জল কতটা ছিল—বলতে পারবেন?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

সাধারণ হাইয়েস্ট ওয়াটার লেভেল থেকে ৫ ফুট নিচে ছিল।

Sj. Hare Krishna Konar:

সেটা ঐ প্রবল বর্ষা শুরু হবার কয়দিন আগে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

যে বর্ষায় বন্যা হলো, তার আগে পর্যন্ত ঐ ছিল।

Mr. Speaker: Mr. Konar, I think the questions are being unnecessarily put. Already the Hon'ble Minister has stated in addition to the answer that the report will be published soon. After you read the report, you can certainly put questions. Without reading the report, you are assuming things which may or may not be correct.

Sj. Hare Krishna Konar:

তখন কতকগুলো খবরের কাগজে যা বেরিয়েছিল, সেটা ক্ল্যারিফাই করে নিতে চাই তা সত্য কিনা?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

মিঃ স্পীকার, স্যার, গতবারে বাংলায় যে স্টেটমেন্ট অন ফ্লাড দিয়েছিলাম তাতে আমি কোটেশন তুলে দিয়েছিলাম—

Mayurakshi or D. V. C. not at all responsible for the flood.

এবং তার সমস্ত কোটেশন তুলে দিয়েছি।

Sj. Hare Krishna Konar:

আমার প্রশ্ন হলো—ওখানে অনবরত বৃষ্টি হবার পরে ম্যাসেঞ্জোর ব্যারেজের গেটগুলি একসঙ্গে কতগুলি খোলা হয়েছিল?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

নোটিস দিলে বলতে পারবো।

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

বর্ধমানে ডি ভি সি-র কোন কোন খাল সম্পূর্ণ কাটা না হওয়া সত্বেও এবং মাঝে মাঝে ফাঁক থাকা সত্ত্বেও জল ছাড়া হয়েছিল ও তার ফলে বন্যা হয়েছিল কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

না, তা হয় নাই।

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

২৬এ সেপ্টেম্বর ওখানে বিভিন্ন বাঁধের উপর জলের চাপ হ্রাস করবার, দুর্গাপুর ব্যারেজের উপর চাপ হ্রাস করবার জন্য মাঝে মাঝে খাল কাটা আছে জানা সত্বেও এবং জল বেরিয়ে যাওয়ার অসুবিধা আছে তা জানা সত্ত্বেও খাল দিয়ে জল ছাড়া হয়েছিল এবং তার জন্যই বন্যা হয়েছিল কিনা?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

ব্যারেজের উপর জলের চাপ হ্রাস করবার জন্য বা ক্যানালে জল ছাড়বার জন্য বন্যা হয় নাই।

Re-excavation of Bager Khal in Bijpur police-station

***78. Sj. Niranjan Sengupta:** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation and Waterways Department be pleased to state whether the Government is aware that Bager Khal within Bijpur police-station of 24-Parganas district needs immediate excavation to drain off waste water and rain water from Kanchrapara Municipal area and villages nearest to the Municipal area?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state what action, if any, is proposed to be taken by the Government with regard to that?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji: (*a*) Yes.

(*b*) A scheme for re-excavation of the Bager Khal within police-station Bijpur, district 24-Parganas, has been prepared. The Kanchrapara Municipality and the Eastern Railway will be benefited by the scheme. Necessary steps are being taken to ascertain the financial liability of the parties involved in the scheme.

Sj. Niranjan Sengupta:

এই যে উত্তর (বি)তে বলা হয়েছে নেসেসারী স্টেপস আর বিইং টেকেন, ঐ নেসেসারী স্টেপ-গুলি কি কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

আগে এস্টিমেট তৈরি হচ্ছে—রেলওয়ে লায়বিলিটি কতখানি নেবে, মিউনিসিপ্যালিটি লায়বিলিটি কতখানি নেবে, কে কতখানি বেনিফিটেড হবে—তা দেখে করা হচ্ছে। রেলওয়ে, মিউনিসিপ্যালিটি, ইরিগেশন এবং এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট মিলে ৩১এ মে ১৯৫৬ তারিখে প্রিলিমিনারি মিটিং করেছে। আবার ফার্দার ইনভেস্টিগেশন করে আবার বসে নিজেদের মধ্যে লায়বিলিটিস ভাগ করে নেবেন।

Sj. Niranjan Sengupta:

এটা হতে কতদিন লাগবে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

ইনভেস্টিগেশন করে দেখা গেছে, রিভিশনাল সেটেলমেন্ট হয়েছে তাতে রিপোর্ট ইতর বিশেষ হয়ে গেছে। এই নতুন সেটেলমেন্ট রেকর্ড অনুসারে এস্টিমেট তৈরি হবে। কাজেই একটু সময় লাগবে।

Sj. Niranjan Sengupta:

আপনি কি জানেন বর্ষাকালে ওখানে নোংরা জল জমে লোকের অসুবিধা হয়?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

হ্যাঁ, হ্যাঁ।

Sj. Niranjan Sengupta:

তার প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

সেই প্রতিকারের ব্যবস্থা এত তাড়তাড়ি হতে পারে না।

Mahisrekha-Guzarpore Khal under Amta Drainage Project

***79. Sj. Abani Kumar Basu:** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation and Waterways Department be pleased to state whether any scheme for re-excavation of the Mahisrekha-Guzarpore Khal under the Amta Drainage Project was prepared for execution under the Second Five-Year Plan?

(*b*) If the answer to (a) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) whether the said scheme has been sanctioned; and

(*ii*) when the same is going to be executed?

(*c*) If the answer to (*a*) be in the negative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) why the said scheme has been left out; and

(*ii*) what alternative arrangement for drainage of water of the vast water-logged area on both sides of the said Mahisrekha-Guzarpore Khal has up till now been made by our State Government or is going to be made in the near future?

The Honble Ajoy Kumar Mukharji: (*a*) No.

(*b*) Does not arise.

(c) A separate scheme for improving the drainage condition of the Mahisrekha-Guzarpore Khal, which now drains into the Damodar, is under investigation.

Sj. Shyama Prasanna Bhattacharjee:

এই মহিষরেখা-গুজারপুর খাল কি একটা আলাদা স্কীম?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

হ্যাঁ।

Sj. Shyama Prasanna Bhattacharjee:

এই মহিষরেখা-গুজারপুর, খাল এত দিন তো সেপারেট ধরা ছিল না, সেচের সুবিধার জন্য কি আলাদা স্কীম করা হয়েছে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

হ্যাঁ, নিকাশের সুবিধার জন্য।

Sj. Shyama Prasanna Bhattacharjee:

তার কিছু ডেস্‌ক্রিপশন দিতে পারেন?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

আমরা বেসিনের যে এলাকায় জলনিকাশ করা হচ্ছে, কমেণ্ড এরিয়া যেটা তার সঙ্গে যোগ হবে বনস্পতির, এই দুটো ড্রেনেজ এরিয়া থেকে এই খালটা সংস্কার করে বনস্পতির খাল কেটে ক্যানাল কেটে—নেভিগেশন খাল দিয়ে জল পাস করান হবে।

Sj. Shyama Prasanna Bhattacharjee:

ঐ স্কীম তৈরি করবার কাজ কি চলছে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

হ্যাঁ, ইনভেস্টিগেশন চলছে ঐ স্কীমের।

Sj. Gobinda Charan Maji:

বনস্পতি কোন্‌ স্কীমের মধ্যে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

এটা ঐ মহিষরেখা-গুজারপুর খাল স্কীমের মধ্যে আসবে।

Amount of lands acquired for canals under Mayurakshi Pro

***80. Dr. Radhanath Chattoraj:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation Department be pleased to state—

(ক) ময়ূরাক্ষী জলাধার পরিকল্পনার অন্তর্গত সেচের খাল খনন করিতে নর্থ এবং সাউথ ব্যাঙ্কে যথাক্রমে কত জমি সরকার আজ পর্যন্ত দখল (একোয়ার) করিয়াছেন;

(খ) সমস্ত দখলীকৃত জমির (একোয়ার্ড ল্যান্ড) মূল্য সংশ্লিষ্ট জমির মালিককে পরিশোধ করা হইয়াছে কি; এবং

(গ) সমগ্র জমির মূল্য পরিশোধ করা না হইলে, যথাক্রমে নর্থ এবং সাউথ ব্যাঙ্কের মোট কত পরিমাণ জমির মূল্য পরিশোধ করা হইয়াছে এবং কত জমির মূল্য পরিশোধ করিতে বাকী আছে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

(ক)—

		একর।
নর্থ ব্যাঙ্কে	...	৬,৭০৭·৭৯
সাউথ ব্যাঙ্কে	...	৬,৮৬২·১৯
মোট	...	১৩,৫৬৯·৯৮

(খ) না।

(গ) নর্থ ব্যাঙ্কে ৬,৫৬২ একর এবং সাউথ ব্যাঙ্কে ৬,৬৮৩ একর জমির মূল্য সংশ্লিষ্ট জমির মালিককে পরিশোধ করা হইয়াছে। নর্থ ব্যাঙ্কে ১৭৫·৭৯ একর এবং সাউথ ব্যাঙ্কে ১৭৯·১৯ একর জমির মূল্য পরিশোধ করিতে এখনও বাকী আছে।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

নর্থ ব্যাঙ্কে যে পরিমাণ জমি দখল করা হয়েছে এবং সাউথ ব্যাঙ্কে যে পরিমাণ জমি দখল করা হয়েছে, তার মধ্যে থেকে সরকার কোন জমি ছেড়ে দিয়েছেন কিনা?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

নোটিস দিলে বলতে পারবো।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

যেসমস্ত লোকের জমি দখল করা হয় এবং পরে যে ক্ষেত্রে সরকার জমি ছেড়ে দেন, সেই জমির যে সকল পুরান মালিক, তাদের যে জমি পাবার সম্বন্ধে সরকার কোন প্রেফারেন্স দেন কিনা?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

এই ছেড়ে দেওয়া কথার একটা মানে আছে। আমরা যখন জমি একুইজিশনের নোটিস দিই, তখন যদি এই একুইজিশনের টাকা পেমেন্ট করবার আগে কেউ দরখাস্ত করে জমি ছেড়ে দেবার জন্য, তাহলে সেই জমি তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু জমি একবার এ্যাকোয়ার করে নিলে পর, সেটা গভর্নমেন্টের প্রপার্টি হয়ে যায়, এবং তখন সেটা গভর্নমেন্ট কাকে দেবেন বা না দেবেন, সেটা গভর্নমেন্টের ইচ্ছা।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

যে লোকের জমি সরকার এ্যাকোয়ার করেছেন, সেই জমি যখন সরকার বন্দোবস্ত দেন, তখন সেই জমির পুরান মালিককে কোন প্রেফারেন্স দেওয়া হয় কিনা?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

না, হাইয়েস্ট বিডারকে দেওয়া হয়।

Sj Gopal Basu:

যাদের জমির দাম দেওয়া বাকি আছে, তাদের সেই দাম কবে দেওয়া হবে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

কবে দেওয়া শেষ হবে, সে কথা বলতে পারি না। ক্লেইমেন্ট নিয়ে কতকগুলি গোলমালের ব্যাপার আছে। যেগুলি ডিসপিউটেড কেস, সেই কয়েকটা বাকি আছে।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

এমন বহু জমি পড়ে আছে যেগুলি সরকারের কাজে লাগছে না, এবং সেগুলি কোন লোককেও ব্যবহার করতে দেওয়া হচ্ছে না। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি অবগত আছেন?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

আমার জানা নেই।

Irrigation and drainage schemes in West Dinajpur district

***81. Sj. Basanta Lal Chatterjee:** Will the Hon'ble Minister in charg of the Irrigation Department be pleased to state—

(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে, পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বন্যাঞ্চলে প্রয়োজনীয় সে ব্যবস্থার অভাবে চাষীরা যথাসময়ে ফসল করিতে পারে না;

(খ) অবগত থাকিলে, সরকার ঐ অঞ্চলে কোন সেচ-পরিকল্পনা করিয়াছেন কি;

(গ) এই পরিকল্পনার কাজ কখন শুরু হইবে এবং তাহা কতদিনে সম্পন্ন হইবে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

(ক) এবং (খ) হ্যাঁ।

(গ) (১) গংগারামপুর থানার অন্তর্গত ইন্দ্রনারায়ণপুরে গয়ালঘাড়িতে স্লুইশসহ একটি রেগুলেটর ও (২) রায়গঞ্জ থানার শীতলা বিল ড্রেনেজ খালে একটি রেগুলেটর-এর কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে। এই কাজদুইটি ১৯৫৮ সালের মার্চ মাসের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা।

Sj. Basanta Lal Chatterjee:

প্রশ্নোত্তরে যে কয়টি স্কীম নেওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন, এ ছাড়া আর কোন প্ল্যা সরকারের আছে কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

হ্যাঁ। রাজনগর-হাসুয়ার বিল ড্রেনেজ, ইটাহার থানায়, ৩ লক্ষ ২০ হাজার ১০০ টাকা এস্টিমেটের একটা স্কীম নেওয়া হয়েছে, এটা ১৯৫৯-৬০-৬১ এই তিন বছর ধরে রেগুলেটর ড্রেনেজ চ্যানেল, পুলিস-স্টেশন বালুরঘাটে, ৪৭ হাজার ৯১২ টাকার একটা স্কীম তৈরি হয়েছে তা ছাড়া রেগুলেটরের কাজ আরম্ভ হয়েছে বাসুয়ার বিল, পুলিস-স্টেশন কুমারগঞ্জে, ৩(লক্ষ ১২ হাজার টাকার, এবং আর একটা ফ্লাড কন্ট্রোলের জন্য ১৯৬০-৬১ সালের স্কী পুলিস-স্টেশন বায়নায়, ১ লক্ষ ১৯ হাজার ৭৯০ টাকার হয়েছে, this is almost completed. Ten more schemes are under investigation.

Sj. Basanta Lal Chatterjee:

ইটাহার থানায় একটা স্লুইস গেট হবার কথা ছিল, সেটা কি হল?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

নোটিস চাই।

UNSTARRED QUESTIONS

(answers to which were laid on the table)

Resuscitation of the river Kuye

19. Dr. Radhanath Chattoraj: Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, বীরভূম, বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ জেলার সংযোগস্থলে কুয়ে নদীর মোহনা মজিয়া গিয়াছে;

(খ) গত ১৯৫৫ সালে সরকার উক্ত মোহনার সংস্কারকার্য আরম্ভ করিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছেন;

(গ) করিয়া থাকিলে, উক্ত সংস্কারকার্য বন্ধ করার কারণ কি;

(ঘ) পুনরায় সংস্কারকার্য আরম্ভ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি;

(ঙ) থাকিলে, তাহার কার্য কখন শুরু হইবে;

(চ) উক্ত অঞ্চলের অনাবাদী জমিসমূহের বকেয়া খাজনা সরকার মকুব করার কথা বিবেচনা করেন কি;

(ছ) অনাবাদী অঞ্চলকে আবাদযোগ্য করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা; এবং

(জ) থাকিলে, তাহা কখন কার্যকরী করা হইবে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

(ক) হ্যাঁ।

(খ) না। ১৯৫৫ সালে কুয়ে নদীর যে অংশের পঙ্কোদ্ধার করার কথা ছিল, তাহা করা হইয়াছে।

(গ) হইতে (ঙ) এবং (জ) প্রশ্ন উঠে না।

(চ) উক্ত জমিসমূহের বকেয়া খাজনা মকুব করার প্রশ্ন প্রতিটি ক্ষেত্রে বিলি-বন্দোবস্তের শর্তাদির উপর নির্ভর করে। ক্ষেত্রবিশেষে মকুব করার প্রশ্ন বিবেচনা করা হয়।

(ছ) না।

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

Cobblers of Malda district

***82. Sj. Monoranjan Misra:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Cottage and Small-Scale Industries Department be pleased to state—

(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে, মালদহ জেলায় "মুচি" সম্প্রদায় জুতা বিক্রয়ের বাজারের অভাবে বেকার হইয়া পড়িয়াছে এবং দুরবস্থায় পড়িয়াছে; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) তাহাদের বেকারত্ব হইতে রক্ষা করিবার জন্য কোন পরিকল্পনা সরকার করিয়াছেন কিনা, এবং

(২) করিয়া থাকিলে তাহাদের উৎপন্ন সামগ্রীর বিক্রয়ের কিরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন?

Sj. Chittaranjan Roy (on behalf of the Minister for Cottage and Small-Scale Industries the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:)

(ক) হ্যাঁ।

(খ) (১) এই-সকল কুটীরশিল্পীগণের বেকারত্ব দূর করিবার জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কতকগুলি [illegible] উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। মালদহের মুচিদের অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৫৩-৫৪ সালে সাদিপুর কব্লার্স কো-অপারেটিভ্ সোসাইটি ও বাবলা কব্লার্স কো-অপারেটিভ্ সোসাইটির [illegible] ২,০০০ টাকা এককালীন দান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মালদহে কয়েকটি প্রদর্শনের দলও পাঠানোর ব্যবস্থা হইয়াছে।

(২) বিক্রয়ের সুযোগ দান করিবার জন্য সম্প্রতি মালদহ শহরে একটি সরকারী বিক্রয়কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।

[3-40—3-50 p.m.]

Dr. Narayan Chandra Ray:

মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি—১৯৫৩-৫৪ সালে দুটি কো-অপারেটিভকে দু হাজার করে টাকা দেওয়া হয়েছে, তারপরে আর কেন দেওয়া হয় নাই?

Sj. Chittaranjan Roy:

তারপর আর কোন এপ্লিকেশন পাওয়া যায় নাই।

Dr. Narayan Chandra Ray:

যেখানে কো-অপারেটিভগুলি রয়েছে সেখানে কি কি ধরণের কাজ চলছে এবং সরকার থেকে আর কি সাহায্য করা হচ্ছে ঐ টাকা দেওয়া ছাড়া?

Sj. Chittaranjan Roy:

দুই নম্বর উত্তরে বলা হয়েছে তাদের মাল বিক্রয়ের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে, সম্প্রতি নতুন স্কীম হচ্ছে তাতে আবার এনকোয়ারি হলে পর ব্যবস্থা আরো করা হবে। তারপর ট্রেইনিং কাম্প খোলা হচ্ছে, তাতে শিক্ষার্থীদের শেখানো হবে, আরো অনেক কিছু করা হবে।

Dr. Narayan Chandra Ray:

তাদের কি কেবল টাকাই গ্র্যান্ট দিচ্ছেন, না যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল এবং মেসিনারীও দিচ্ছেন?

Sj. Chittaranjan Roy:

কাঁচা মাল ত দেওয়া হচ্ছেই, তা ছাড়া যারা ট্রেনিং নিচ্ছে তাদের স্টাইপেন্ড দেওয়া হয়, যারা ট্রেইন্ড একমাত্র তাদেরই মেসিনারী দেওয়ার ব্যবস্থা হতে পারে, আর তাদের যেসব প্রডাকশন অর্থাৎ যা তারা উৎপাদন করবে তার জন্য গভর্নমেন্ট থেকে যে সেলস এমপরিয়াম করা হয়েছে সেখান থেকে তাদের তৈরি জিনিস বিক্রয় করার ব্যবস্থা হবে, তার ফলে তাদের জিনিস বিক্রয়ের জন্য আর ভাবতে হবে না।

Sj. Gopal Basu:

মন্ত্রী মহাশয় (খ)(১)এর উত্তরে বলেছেন—কতকগুলি কুটীর শিল্পের উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে তার মধ্যে কবলার্সদের জন্য একটা করা হয়েছে—আর কি কি করা হয়েছে?

Sj. Chittaranjan Roy:

সবগুলি পরিকল্পনার কথা, নোটিস না দিলে বলতে পারব না।

Sj. Gopal Basu:

এটা তো প্রশ্নের উত্তরেই রয়েছে যে কতকগুলি কুটীরশিল্পের উন্নয়ন পরিকল্পনা করা হয়েছে—আমি কি জানতে পারি ঐ কুটীরশিল্প কি ধরনের?

Sj. Chittaranjan Roy:

যেমন শিংএর জিনিস শাঁখের জিনিস তৈরি করা, তারপর ট্রেনিং ক্যাম্প, প্রডাকশন সেন্টার থেকে কুটীরশিল্পের তৈরি মাল সেলের ব্যবস্থা ইত্যাদি অনেক লিস্ট আছে।

Brass and bell-metal industry

*83. **Sj. Shyamapada Bhattacharjee:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Cottage and Small-Scale Industries Department be pleased to State—

(*a*) whether Government are aware of the fact that bell-metal ware industry of Khagra, Murshidabad, is suffering for want of a cheap supply of raw materials; and

(*b*) if so, whether Government are considering any steps to be taken for supply of raw materials and improvement of the industry?

Sj. Chittaranjan Roy (on behalf of the Minister for Cottage and Small-Scale Industries the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy): (*a*) Yes.

(*b*) A scheme for procurement of raw materials for supply to cottage industries is being implemented under the Second Five-Year Plan. The problem of procurement of raw materials for brass and bell-metal industry will also be tackled thereunder.

Sj. Shyamapada Bhattacharjee:

যে স্কীমের কথা র-ম্যাটিরিয়াল সম্বন্ধে উত্তরে বলেছেন সে স্কীমটা কি?

Sj. Chittaranjan Roy:

স্কীমটা হচ্ছে নানা রকম আর্টিজ্যানস কো-অপারেটিভ করে তারা যেসমস্ত জিনিসপত্র তৈরি করবে গভর্নমেন্ট কর্তৃক তাদের আবশ্যকীয় র-মেটিরিয়ালস সাপ্লাই করবার ব্যবস্থা হচ্ছে। এবং এতদিন ধরে যে রীতি চলে আসছে, গ্রামের কারিগররা তাদের তৈরি জিনিস ইচ্ছামত নিজেরা বিক্রী করতে পারে না সেইজন্য কমদামে অনেক সময় বিক্রয় করতে হয়, নতুন স্কীমে তাদের তৈরি জিনিস যাতে ঠিক দামে তৈরি হবার সঙ্গে সঙ্গে বিক্রয় হয় তার ব্যবস্থা করা হয়েছে কো-অপারেটিভের মাধ্যমে।

Sj. Shyamapada Bhattacharjee:

কো-অপারেটিভ সোসাইটি ছাড়া যারা নিজেরা নিজেরাই তৈরি করে তাদের কি কিছু সাহায্য করা হবে না?

Sj. Chittaranjan Roy:

তারা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আর্টিজিয়ানস লোন চাইতে পারে, ইন্ডাস্ট্রিজ লোনও নিতে পারে।

Sj. Shyamapada Bhattacharjee:

মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন না যে ইম্প্রুভমেন্ট ইন ব্রাস এ্যান্ড বেল-মেটাল শিল্প সম্পূর্ণরূপে ইম্প্রুভমেন্ট অফ সাপ্লাই অফ র-মেটারিয়ালের উপর নির্ভর করে।

Sj. Chittaranjan Roy:

এটা আমাদের জানা আছে এবং তদনুরূপে ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে। তবে ইম্প্রুভমেন্ট স্কীমের বিস্তৃত বিবরণ চাইলে নোটিস দিতে হবে।

Sj. Shyamapada Bhattacharjee:

ঐ কি বাসন তৈরি করা ছাড়া ঐ শিল্পের উন্নতির জন্য ব্রাস এবং বেল-মেটাল দিয়ে আর নতুন কিছু তৈরি করার কিছু পরিকল্পনা আছে কি? আর তৈরি হলে বিক্রয় হবে কি?

Sj. Chittaranjan Roy:

কেউ যদি কোন স্যাম্পল-গ্রাফিক নতুন জিনিস তৈরি করে দিতে পারে তাদের সে জিনিস বিক্রয় করার জন্য সুব্যবস্থা অর্থাৎ যাতে সহজে বিক্রয় হতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

Dr. Narayan Chandra Ray:

কাঁচামাল যোগান সম্বন্ধে যা বলেছেন তা কি শুধু বেল-মেটাল ইন্ডাস্ট্রির ই[illegible] জন্যই, না ব্রাস এ্যান্ড কপার দ্বারা তৈরি আর্টিকলসের জন্যও।

Sj. Chittaranjan Roy:

স্কীমে অনেক কিছুই ধরা হয়েছে—না দেখে সমুদায় স্কীম সম্বন্ধে বলা চলে না।

Dr. Narayan Chandra Ray:

আপনি উত্তরে যে বলেছেন সেটা কি প্রকিউরমেন্ট অফ র-মেটিরিয়াল ইন এ্যাবস্ট্রাক্ট যার জন্য ধরে নেওয়া চলে

brass and copper articles will also be tackled.

Sj. Chittaranjan Roy:

ওগুলিতে আছে তা ছাড়া আরো অনেক কিছু—কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ এই স্কীমের অন্তর্ভুক্ত আছে, যেমন হ্যান্ডলুম ম্যাট ইত্যাদিও এতে ইনক্লুডেড।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

র-মেটারিয়ালস যথেষ্ট পরিমাণে সাপ্লাই করলেই কি ব্রাস ও বেল-মেটাল শিল্পের উন্নতি হবে?

Sj. Chittaranjan Roy:

না, শুধু র-মেটারিয়াল সরবরাহের দ্বারাই ব্রাস শিল্পের ও বেল-মেটাল শিল্পের উন্নতি হবে না—যতক্ষণ পর্যন্ত না ভাল মার্কেটিং ও চাহিদা অনুসারে জিনিস তৈরি হবে ততক্ষণ তাদের প্রবলেম সলভ সম্পূর্ণভাবে হতে পারবে না।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

এ কথা কি ঠিক যে এলুমিনিয়াম প্রডাক্টস বাজারে বেশি চলছে বলে বেল-মেটালের প্রডাক্টসের চাহিদা কমে গিয়েছে।

Sj. Chittaranjan Roy:

এ খানিকটা সত্য হতে পারে। কিন্তু এইজন্য কতখানি চাহিদা যে বাজারে বেল-মেটাল প্রডাক্টসের কমেছে তা সঠিক বলা যায় না। এটা জানতে গেলে সময় লাগবে, সুতরাং নোটিস চাই।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে আমি জিজ্ঞাসা করছি—বেল-মেটাল ইন্ডাস্ট্রির চাহিদা কমেছে কিনা? এবং কি কারণে কমেছে?

Sj. Chittaranjan Roy:

হ্যাঁ, কমেছে এবং কমেছে এই কারণেও যে আগে পাকিস্তানে এক্সপোর্ট হতো এখন সেখানে আর ও জিনিসের এক্সপোর্ট নাই। দ্বিতীয়তঃ এলুমিনিয়মে তৈরি জিনিস সস্তা বলেও হয়ত কিছু চাহিদা কমেছে।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

গভর্নমেন্টের কি কোন নির্দিষ্ট নীতি আছে যাতে করে বেল-মেটালের জিনিস পুনরায় বেশি করে প্রস্তুত হতে পারে এবং এর চাহিদা বাড়তে পারে?

Sj. Chittaranjan Roy:

গভর্নমেন্টের সেলস এমপরিয়াম করা হয়েছে, সেখানে প্রত্যেকেই কিনতে এবং বিক্রয় করতে পারে। কিন্তু বেল-মেটাল প্রডাক্ট সম্বন্ধে মুশকিল এই আর্টিসিয়ানসরা যেসব দুই সের আড়াই সের ওজনের থালা তৈরি করে সেগুলি বিক্রয় করবার কোন উপায় নাই। যাতে আর্টিসিয়ানসরা হালকা জিনিস করে যা নাকি সহজে বিক্রয় হতে পারে—তার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

পশ্চিমবঙ্গ সরকারে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে কতখানি বেল-মেটাল ব্যবহৃত হয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি?

Sj. Chittaranjan Roy:

নোটিস চাই।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি আমাদের দয়া করে জানাবেন—যাতে বেল-মেটালের প্রডাকশন বাড়ে তার জন্য সরকারের সকল বিভাগেই যেখানে যেখানে বেল-মেটালে কাজ চলে সেখানে বেল-মেটালই কিনবে?

Sj. Chittaranjan Roy:

একথা আমার পক্ষে এখনি বলাতে ডিফিকাল্টি আছে। তা ছাড়া এটা ঠিকভাবে ধরতে গেলে একটা প্রশ্ন নয়, বরং রিকুয়েস্ট ফর একশন। আর এখানে কি বুঝতে হবে—বেল-মেটাল ব্যবহৃত হবে এক্সসেপ্ট এল্যুমিনিয়াম? না কি সব কিছুরই পরিবর্তে।

Dr. Narayan Chandra Ray:

সরকার যে নিউ পলিসি নিয়েছেন সেটা কতদিনে কার্যকরী হবে?

Sj. Chittaranjan Roy:

সরকার যে নতুন পলিসি নিয়েছেন যতশীঘ্র সম্ভব কার্যকরী করা হবে।

Dr. Narayan Chandra Ray:

সেই নিউ পলিসির মূল কথাটা কি?

Sj. Chittaranjan Roy:

মূল কথা হচ্ছে—যারা জিনিসপত্র তৈরি করে তারা যাতে কাচামাল ঠিক সময়ে পায় তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে, আর একদিকে তাদের তৈরি মাল যা আগে সুবিধামত মার্কেটে বিক্রয় করতে পারত না, জমে উঠত, এবং সস্তাদরে পাইকারদের কাছে বিক্রয় করতে বাধ্য হত, এখন যেমন যেমন তৈরি হবে তেমন তেমন বিক্রয় কেন্দ্রে এসে আর্টিসিয়ানসরা দাম পেয়ে যাবে। শিল্প যারা তৈরি করে সোসাইটি তাদের র-মেটেরিয়ালস দেবে, আর যেখানে আমাদের ডিজাইন বা ডাইরেকশন অনুসারে তৈরি করবে তা কিনে নিয়ে আমরা মজুরী দেব। এই কাচামাল সরবরাহ করা আর তৈরি মাল বিক্রয় করা সোসাইটি দুটো কো-অর্ডিনেট করে এই কাজ করছে।

[3-50—4 p.m.]

Sj. Narayan Chobey:

কটা কটেজ ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে এই নীতি নিয়েছেন?

Sj. Chittaranjan Roy:

এখন কিছু ঠিক হয় নি, কারণ কে বিক্রি করবার ভার নেবে, কি ডিজাইন হবে, এইসমস্ত লিস্ট করতে হচ্ছে।

Sj. Narayan Chobey:

এখন কোন জায়গায় কি প্রয়োগ করা হয় নি?

Sj. Chittaranjan Roy:

না।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

আপনি যেগুলি বললেন এগুলি কি মূল কথা?

Sj. Chittaranjan Roy:

কোনটা মূল, আর কোনটা নয় বলা মুশকিল।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

আপনি যেখানে বলেছেন যে পূর্ববঙ্গে বেল-মেটাল বা পেতল-কাঁসা জিনিসের রপ্তানি কমে যাবার জন্য এই শিল্পের দুর্গতি হচ্ছে—সেখানে আমার প্রশ্ন যে এই বেল-মেটাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রডাক্টস পূর্ববঙ্গে এক্সপোর্ট করার ব্যাপারে শুল্কের দিক দিয়ে কিছু সুবিধা করবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভারত গভর্নমেন্টের কাছে কোন অনুরোধ করেছেন কিনা?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আমি কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছিলাম, কিন্তু তাঁরা কিছুই করতে পারেন নি। কিন্তু আমরা আবার চেষ্টা করে দেখছি।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

গত পাঁচ বছরের হিসাব করলে কি দেখা যায় বেল-মেটাল প্রোডাকসনের বিক্রী পশ্চিম বাংলায় কমছে, না বাড়ছে?

Sj. Chittaranjan Roy:

আমার কাছে য়্যাকচুয়াল স্ট্যাটিসটিকস নেই তবে মনে হচ্ছে যে কমছে।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

যদি কমে থাকে তাহলে তাকে বন্ধ করবার কোন পথ কি গভর্নমেণ্ট অবলম্বন করেছেন?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: It may not be possible to revive the use of bell-metal for the purpose of cooking, etc., but it may be possible to use it for the purpose of making various types of fancy goods. We are trying to get designs for that purpose.

Sj. Satindra Nath Basu:

মন্ত্রী মহাশয় বললেন যে এইসব কটেজ ইন্ডাস্ট্রিকে লোন দেওয়া হয়—ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এ্যাপ্লাই করলে লোন পাওয়ার ব্যবস্থা আছে। মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট কত টাকা পর্যন্ত লোন দিতে পারেন?

Sj. Chittaranjan Roy:

এটা ক্রেডিট ডিপার্টমেন্টের কাছে জিজ্ঞাসা করবেন সেই বিভাগ বলতে পারবেন কি ফর্মএ কত টাকা দেওয়া হয়।

Amalgamation of Vagrancy Directorate with the Social Welfare Directorate

*84. **Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Home Department be pleased to state—

(*a*) the department of the State Government which is in charge of Vagrancy Directorate;

(*b*) if it is a fact that three years back Government announced their intention to incorporate this Directorate with Social Welfare Directorate;

(c) if so, whether the incorporation has been made up till now; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Chief Minister and Minister for Home (the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy): (a) Food, Relief and Supplies (Relief) Department.

(b) No.

(c) and (d) Do not arise.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: Was there any proposal of that nature?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Yes, in July, 1955, Government decided upon a proposal for the establishment of a Department of Social Welfare and constitution of a Social Welfare Board, which will have all the different correctional institutions including vagrancy under it and we have several schools and homes under the control of this department. In September 1957 a notification was issued for regulating and management of correctional and reformatory institutions for the care, custody and training of juvenile and adolescent offenders, vagrants, orphans and children in need of care and protection, women in moral danger and destitutes. This Department was brought into existence in September 1957, but the Vagrancy Department up till now is still under the same old Department because we are now having buildings and arrangements where we could take the vagrants as soon as possible. We are starting a reception centre and a court for female vagrants at Lillooah. Building is going on. We want to put in in Uttarpara a hospital for non-leper vagrants. We have had about 100 beds in Bankura for the leper vagrants. We are reserving 200 beds in the mental hospital to be established by the Department of Health in Murshidabad for mentally afflicted vagrants now in various vagrant homes.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: Have all these things been done by the Food Department?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: No. At the present moment there are different departments dealing with different types of people—destitutes, orphans, vagrants and those who have been convicted in the children's courts and so on. In future the care of all these various departments will be under one Department, viz., Social Welfare Department but that has not yet begun functioning except in one small respect, viz., the women. We have begun constructing a reception centre and a court for female vagrants at Lillooah. This property was given to us as a gift by a friend. The property is worth about Rs. 4 lakhs and we are spending some more money. There would be three departments under it; one would be a reception centre for vagrants; next there will be a court where the female vagrants will be tried; and then we have got two more places for the vagrants—one in Uttarpara for non-leper vagrants and one in Bankura for the leper vagrants and also for the mentally afflicted in Berhampore.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay: What is the consideration for placing the Vagrancy Department under the Department of Food, Relief and Supplies?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: It is a matter of history. Because it was intended for relief of certain classes of people.

Expenditure on Oath-taking by Ministers and Deputy Ministers at Darjeeling

*95. **Sj. Ganesh Ghosh:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Home Department be pleased to state—

(*a*) whether Government have incurred any expenditure in connection with the Oath-taking ceremony of the Ministers at Darjeeling after constitution of the present Assembly; and

(*b*) if so, what is the amount involved for payment of travelling allowances to—

(*i*) Ministers, and

(*ii*) other officers of Government?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: (*a*) Yes.

(*b*) (*i*) A statement is laid on the Library Table.

(*ii*) Nil.

[Sj. Ganesh Ghosh rose].

Mr. Speaker: Mr. Ghosh, the question time is over. Supplementary questions are held over.

[4—4-10 p.m.]

Laying of Annual Report of the Damodar Valley Corporation and Audit Report for the year 1956-57.

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji: Sir, I beg to lay before the Assembly the Annual Report of the Damodar Valley Corporation and Audit Report for the year 1956-57.

GOVERNMENT BILL

The Bengal Development (Amendment) Bill, 1958

Sj. Mihirlal Chatterjee:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, সেচমন্ত্রী ১৯৩৫ সালের বেংগল ডেভেলপমেন্ট এ্যাক্ট সংশোধন করবার জন্য মাত্র একটি ক্লজ বিশিষ্ট একটা বিল পেশ করেছেন। বিলের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে, এই বিলের ক্লজ একটি এবং বিষয়বস্তুও অতি সামান্য। কিন্তু আমরা মনে করি তিনি যে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন সেই প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এবং শুধু গুরুত্বপূর্ণ নয়, এটা অত্যন্ত মারাত্মক। তিনি এমন কর আদায়ের অধিকার সরকারের হাতে তুলে দিতে চান, এই বিলের মারফত, যে কর আদায়ের কোন পরিকল্পনাই বা উদ্দেশ্যই ১৯৩৫ সালের বেংগল ডেভেলপমেন্ট এ্যাক্টে আদপেই ছিল না। যে অধিকার তিনি সরকারকে তুলে দিতে চান এই অধিকারের বলে সেচের ব্যাপারে ডেভেলপমেন্ট এরিয়ার যেসমস্ত লোক সেচের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে সেই সমস্ত লোকের কাছ থেকে ট্যাক্স আদায়ের অভিনব ব্যবস্থা করতে তিনি প্রস্তুত হচ্ছেন। ১৯৩৫ সালের এ্যাক্টের মধ্যে সরকারকে যে অধিকার দেওয়া হয়েছে ডেভেলপমেন্ট এরিয়াতে ইম্প্রুভমেন্ট লেভী ও সেচের ট্যাক্স আদায় করবার জন্য সেই অধিকার নানাবিধ বিধিনিষেধের দ্বারা সীমাবদ্ধ। যে বিধিব্যবস্থা ১৯৩৫ সালের এ্যাক্টের মধ্যে আমরা দেখতে পাই সেই সমস্ত বিধির ব্যবস্থাগুলি প্রতিপালন করতে অক্ষম হওয়ার দরুণ আজ সরকার এই হাউসে এমন একটা বিল উত্থাপন করেছেন যার ফলে সরকার সেই সমস্ত বিধি ও নিয়ম পণ্ড ও লঙ্ঘন করতে পারবেন এবং যেমন ইচ্ছা তাঁর ধার্য করতে পারবেন। আমি এই বিলের

সম্পূর্ণ বিরোধী এবং আশা করি আমাদের এই হাউসের কোন মেম্বারই এই জিনিস চান না। ১৯৩৫ সালের এ্যাক্টে আমরা দেখতে পাই যেসমস্ত এলেকা ডেভেলপমেন্ট এলেকা বলে নটিফাইড হয়েছে সেই সমস্ত এলেকায় সেচের জন্য ট্যাক্স আদায় করতে হলে কতগুলি বিধিবদ্ধ নিয়ম আছে। এই নিয়মগুলি কি? প্রথম হচ্ছে, সেখানে কি পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হয়েছে, কি পরিমাণ অতিরিক্ত ফসল হয়েছে সেটা এস্টিমেট করতে হবে। সেকশন ৮তে এটা সুস্পষ্ট-ভাবে লেখা আছে। সেকশন ৮তে বলা হচ্ছে অতিরিক্ত যে ফসল উৎপন্ন হবে সেটা নির্ধারিত করবার জন্য এস্টিমেট অফিসার নিযুক্ত হবেন। এই এস্টিমেট অফিসার যা ইচ্ছা তাই করবেন না, নিজের খুশিমত বলে দেবেন যে, এত অতিরিক্ত ফসল উৎপন্ন হয়েছে এরকম বলার অধিকার তাঁর নাই। তাঁর অধিকারও সীমিত। সেকশন ৮তে বলা হচ্ছে—

> From time to time the officer appointed by the State Government shall, in accordance with the rules made under this Act, and after hearing any objections.

অর্থাৎ এস্টিমেট অফিসার যিনি এপয়েন্টেড হবেন তিনি এস্টিমেট করবার আগে সমস্ত অবজেকশন শুনবেন। এস্টিমেট অফিসার অবজেকশন শুনবার পর সরকারকে জানাবেন এই এলেকায় এই ডেভেলপমেন্ট এরিয়াতে এই পরিমাণ অতিরিক্ত ফসল উৎপন্ন হয়েছে একরপ্রতি। এস্টিমেট অফিসার এই কথা বলার পর আমরা দেখতে পাই সেকশন ৯তে লেখা আছে যে, রেভিনিউ বোর্ড এস্টিমেট অফিসারের এস্টিমেট পাবলিস করবেন এবং সংগে সংগে জানাবেন কত দিনের মধ্যে আপত্তি জানাতে হবে। সেকশন ৮(২)তে যে ব্যবস্থা আছে তাতে আমরা দেখতে পাই রেভেনিউ বোর্ড এই এস্টিমেট পাবলিস করার সংগে সংগে জানিয়ে দেবেন কত দিনের মধ্যে আপত্তি দিতে হবে। এই আপত্তির শুনানির পর রেভেনিউ বোর্ড যে ট্যাক্সের হার ধার্য করে দেবেন সেটাই সরকারের কাছে ফাইনাল হবে। সেজন্য কি পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হয়েছে সেটা যাচাই করবার জন্য জনসাধারণ অবজেকশন করতে পারে এবং রেভেনিউ বোর্ডের কাছে তাঁদের এস্টিমেট জানালে, বোর্ড আপত্তির শুনানির জন্য লোককে সুযোগ দিবেন এবং তারপর কি পরিমাণ অতিরিক্ত ফসল উৎপন্ন হয়েছে রেভেনিউ বোর্ড থেকে সেটা ঘোষণা করা হবে। রেভেনিউ বোর্ডের সেটা পাবলিশ করার পর গভর্নমেন্টের কাছে বিচারের জন্য আসবে এবং গভর্নমেন্ট তখন অতিরিক্ত ফসল কি পরিমাণ উৎপন্ন হয়েছে সেটা সিদ্ধান্ত করবেন। ফসলের গড়মূল্য সরকার নির্ধারণ করবেন। একর প্রতি কত ট্যাক্স ধার্য করা হবে সে সম্বন্ধে গভর্নমেন্ট আপত্তি শুনবেন। এই আপত্তি শোনার পর কি রেটে ট্যাক্সেশন হবে সেই প্রশ্ন আসে। কাজেই কত রেট ট্যাক্স আদায় করা হবে সেই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবার আগে, যারা সেচের সুযোগ পায় তাদের কাছ থেকে আপত্তি শোনবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। ট্যাক্স ধার্য করতে হলে আপত্তি শোনবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। ট্যাক্স ধার্য করতে হলে আপত্তি জানানোর একটা অধিকার মানুষের থাকে। তারপর সরকার থেকে একরপ্রতি কত ট্যাক্স ধার্য করা হবে সে কথা ঘোষণা করার পরেও কলেক্টরের কাছে আপত্তি চলতে পারে, কমিশনারের কাছে আপত্তি চলতে পারে। রেভেনিউ বোর্ডের কাছেও চলতে পারে। ১৯৩৫ সালের এ্যাক্টে ডেভেলপমেন্ট এ্যাক্টে আমরা দেখতে পাই কোন জায়গায় এমন ব্যবস্থা সরকারের হাতে দেওয়া হয় নি যে, কি পরিমাণ অতিরিক্ত ফসল উৎপন্ন হয়েছে সরকার সেটা নির্ধারণ করবেন না, তার মূল্য স্থির করবেন না, আপত্তি জানানোর কোন ব্যবস্থা সরকার করবেন না এবং সরকার যে ট্যাক্স ধার্য করবেন একরপ্রতি তাতে আপত্তি জানাবার জন্য জনসাধারণকে কোন সুযোগ দেওয়া হবে না।

[4-10—4-20 p.m.]

বেঙ্গল ডেভেলপমেন্ট এ্যাক্টের মধ্যে যে সংশোধন প্রচেষ্টা মন্ত্রী মহাশয় করছেন তা এই আইনের মূল উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বিরোধী। এইভাবে ট্যাক্স আদায় ডেভেলপমেন্ট এ্যাক্টের উদ্দেশ্য নয়। বেঙ্গল ডেভেলপমেন্ট এ্যাক্টে দামোদর এলাকার জন্য প্রযোজ্য নয়, কিংবা কেবলমাত্র ময়ূরাক্ষী এলাকার জন্যও প্রযোজ্য নয়। এই ডেভেলপমেন্ট এ্যাক্ট প্রযোজ্য সারা বাংলাদেশের জন্য। যদি কোন ডেভেলপমেন্টের কাজ কোথাও করা হয় তাহলে এই আইনের বলে সরকার সেই এলেকা নটিফাই করে ঘোষণা করতে পারবেন সেই এলাকা থেকে নিজেদের খুশীমত রেটে

ট্যাক্স আদায় করতে পারবেন। অবশ্য কতকগুলি কন্ডিশনের মধ্যে দিয়ে। ডেভেলপমেন্ট আইনের এই ভয়াবহ সংশোধন কেবলমাত্র ময়ূরাক্ষীর এলাকায় মাথা ব্যথার কারণ নয়, এ আইন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই গুরুত্বপূর্ণ আইনটি বাংলাদেশের সকল জায়গায় প্রযোজ্য। ময়ূরাক্ষী, ডি, ভি, সি, পরিকল্পনার কাজ শেষ হয়ে যাবার পর বাংলাদেশে যদি আর কোন উন্নয়নমূলক কাজ না হতো, তাহলে হয়ত সকলের খুব বেশি মাথা ব্যথা হতো না। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় সেচ পরিকল্পনার দাবি আছে। সেচের জন্য গভর্নমেন্ট ইম্প্রুভমেন্ট লেভী বসাবার ব্যবস্থা করতে পারবেন। সেই ট্যাক্স আদায়ের জন্য যে পদ্ধতি বা আইন করা হয়েছে, সরকার আজ তা উল্লংঘন করে, পুরাতন ব্যবস্থাটি পঙ্গু করে দিতে চান। যেভাবে যে পদ্ধতিতে ইম্প্রুভমেন্ট লেভী ধার্য করার কথা, সেইসব আইন বাইপাস করতে চাইছেন। আমরা সরকারকে সেই অধিকার দেব না, দিতে পারি না। বর্তমানে প্রচলিত আইনে যে অধিকার দেওয়া আছে, বিভিন্ন স্টেজে সেচের সুবিধা ভোগকারীরা নিজেদের আপত্তি, দাবীদাওয়া ও নিজেদের বক্তব্য পেশ করার যে অধিকার পেয়ে আসছেন, সেই সকল অধিকার মাননীয় মন্ত্রী অজয়বাবু সামান্য একটা ছোট্ট বিলে নিয়ে এসে সম্পূর্ণ হরণ করতে চান। কল্যাণরাষ্ট্রের নামাবলী গায়ে দিয়ে সাধারণ লোকের এই রকম একটা অধিকার যা ১৯৩৫তে ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্টে দেওয়া আছে, তা তিনি হরণ করতে চাইলেই বা আমরা তা দেব কেন? এটা কেবল বিরোধীপক্ষের প্রশ্ন নয়, এখানে সরকার ও বিরোধী বলে কোন কথা নাই আলাদা করে। সরকারকে এমন কোন অধিকার যা ১৯৩৫তে এ্যাক্টে নাই—দেবার আগে আমরা ৫০ বার বিবেচনা করে দেখবো কেন আমরা সে অধিকার তাকে ছেড়ে দেব।

আমি দেখতে পাই স্টেটমেন্ট অফ অবজেকটস এ্যান্ড রিজন্সের মধ্যে লেখা আছে যে, এই আইন ২৫ বছর আগেকার আইন, যা এই ২৫ বছর যাবত এখানে কার্যকরী হয়ে আসছে, মন্ত্রী মহাশয় স্টেটমেন্টের মধ্যে লিখেছেন, সরকার নিযুক্ত কর্মচারীরা এস্টিমেট তৈরি করে উঠতে পারছে না, সেই জন্য ট্যাক্স আদায় হচ্ছে না। সরকার প্রকাশ্যভাবে একথা বলছেন না যে ট্যাক্স আদায় হচ্ছে না। তাঁরা ঘুরিয়ে বলছেন—যারা সেচের সুবিধা পাচ্ছে, তাদের ট্যাক্স জমে যাচ্ছে চাষীরা দেনাদার হয়ে পড়ছে। সাধারণ লোক দেনাদার হয়ে পড়ছে বলে, সহানুভূতি দেখাবার জন্য, এই সরকার দুঃখিত হয়ে এই বিল নিয়ে এসেছেন—অবজেকটস এ্যান্ড রিজন্সের মধ্যে এই কথা বলেছেন। আমার বক্তব্য হচ্ছে, ১৯৩৫ সালের যে বেঙ্গল ডেভেলপমেন্ট আইন, তা আজ ২৫ বছর চলার পরে সরকার এমন মেশিনারী ইভলভ করতে পারলেন না যে মেশিনারী ঠিক কাজ করতে পারে, হিসাব রাখতে পারে, কি পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হয়েছে। কি পরিমাণ ডেভেলপমেন্ট হয়েছে তা ঠিক করে দেবেন। ২৫ বছরে যদি সরকার তাদের অক্ষমতা দূর করতে না পেরে থাকেন, তাদের সেই অক্ষমতা ঢাকবার জন্য সাধারণ লোকের অধিকার আজ হরণ করতে চান, তা আমরা সরকারকে হরণ করতে দেব না।

[At this stage the member reached his time limit.]

Sir, may I have a few more minutes?

Mr. Speaker: You have already taken 15 minutes and there are innumberable speakers.

Sj. Mihirlal Chatterjee: Sir, I can tell you that this is a very important Bill. Government wants some power which is not contemplated in this Act. Government wants to ride rough shod over this.

Mr. Speaker: How many minutes do you want?

Sj. Mihirlal Chatterjee: Just when you are pleased to stop me, I will stop.

Mr. Speaker: How many minutes do you want?

Sj. Mihirlal Chatterjee: Sir, please give me ten minutes' time.

Mr. Speaker: I am allowing you to speak as a last speaker. But I hope the honourable members will not ask me for more than fifteen minutes' time.

Sj. Mihirlal Chatterjee:

মিঃ স্পীকার স্যার, এই এ্যাক্টের ক্লজ নম্বর টেনকে সংশোধন করবার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়বাবু একটা ছোট্ট বিল এনেছেন। ১০ নম্বর ক্লজে কতকগুলি জিনিস স্পষ্ট করে বলে দেওয়া আছে, যেমন দেখুন সাব-সেকশন (১) এক্সপ্ল্যানেশনে স্পষ্ট ভাষায় লেখা আছে—

In this sub-section the expression "estimated increase in outturn" means the average increase in the outturn of agricultural produce as estimated under section 8.

কাজেই এই ক্লজ (১০) ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন ক্লজ (৮)। তারপর আবার ক্লজ (১০)এ এই কথা বলেছেন—

From time to time an officer appointed by the State Government shall, in accordance with rules made under this Act, and after hearing any objections—

কাজেই অবজেকশনের যে অধিকার, সেই অধিকার তিনি হরণ করতে চান। মানুষকে তাদের আপত্তি জানাবার অধিকার দিতে চান না। সরকার এমন অধিকার নিতে চান যে কেবল সরকার তাঁর ইচ্ছামত যে কোন ট্যাক্স বসিয়ে দেবেন লোকের উপর এবং সেই ট্যাক্স লোকে বহণ করতে বাধ্য হবে এবং তা আদায় করবার ব্যবস্থা হবে। সেকশন ১০, সাব-সেকশন (৩)তে লেখা আছে—

For the purposes of sub-section (1) the net increase in the profits and the net value of the estimated increase in outturn shall be estimated in accordance with rules made under this Act, on the price or prices fixed under section 9.

অর্থাৎ সেকশন ৯তে আছে অতিরিক্ত উৎপন্ন ফসলের দাম কি হারে ধার্য করা হবে। সেই ধার্য করার বিধান সেকশন ৯তে বলে দেওয়া হয়েছে। তারপর কি রেটে ট্যাক্স ধার্য হবে তা পরে আসছে। নম্বর ৮ এবং নম্বর ১০ ধারা সরকার উল্লংঘন করতে চান। এড হক বেসিসে সরকার ১০ টাকা পর্যন্ত ট্যাক্স আদায় করতে অধিকার চাইছেন। আমি জানতাম মাননীয় জগন্নাথ কোলে মহাশয় খুব শান্ত ও ভাল বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি। আমি তাঁর সংশোধন প্রস্তাবে অত্যন্ত অবাক হয়ে গিয়েছি। মন্ত্রী মহাশয়ের উপর তিনি আর এক কাটি বাড়া। তিনি যে এমেন্ডমেন্টের নোটিস দিয়েছেন, সেই নোটিসে আমরা দেখছি সরকার যেখানে ১০ টাকা পর্যন্ত ট্যাক্স ধার্য করতে চান সেখানে জগন্নাথ কোলে মহাশয় ঐ ১০ টাকার কথা উড়িয়ে দিতে চাচ্ছেন। সরকার যেমন ইচ্ছা ১০ টাকা, ১২ টাকা পর্যন্ত ট্যাক্স ধার্য করতে পারবেন, এবং আমরা সেই অধিকার এই হাউস থেকে দেবো, এটা হতে পারে না। এ কথা কল্পনাও করতে পারি না। আমি বিশেষ করে কংগ্রেস পক্ষের বন্ধুদের এই কথা জানাতে চাই, এই অধিকার দেওয়ার জন্য তাঁরা নিজেরা একটু ভেবে চিন্তে দেখুন। একটু বিচার, বিবেচনা করে ভোট দেবেন। এই মত প্রকাশের অধিকার তাঁরা যেন অপব্যবহার না করেন। সরকার যদি একটা এস্টিমেট করবার জন্য, যে কি পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হয়েছে, মেশিনারী সেট আপ করতে না পারেন, ফসলের দাম কি হারে নির্ধারিত হবে, তা যদি ঠিক করতে না পারেন, তাহলে সরকার কেবল এক তরফা ভোটের জোরে কখনই এমন আইন যেন না করেন যে, আমরা যেমন ইচ্ছা ট্যাক্স ধার্য করে দেবো, আর চাষীরা সেই হারে ট্যাক্স দেবে। সেই অধিকার কি সরকারকে দেওয়া যেতে পারে? সরকার জোড়া বলদেব ছাপ নিয়ে, নির্বাচনী যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন। তাই বলে সরকারী শকটে কেবলমাত্র জোড়া বলদ লাগিয়ে দিয়ে, সরকার যেমন ইচ্ছে চালাবেন, সেটা কখনও হতে দেওয়া উচিত নয়। কেন আমরা সেই অধিকার দেবো? সরকার যদি বলতে পারত হ্যাঁ, আমাদের কোন এস্টিমেট তৈরি হয় নি, দু বছরের মধ্যে, এই এস্টিমেট তৈরি করবার জন্য একটা মেশিনারী সেট আপ করবো, তাহলে বুঝতে পারতাম। কিন্তু দেখছি তাঁরা খালি অধিকার চান আবহমানকালের জন্য। বিলের মধ্যে ক্ষুদ্রাকারে একটা এমেন্ডমেন্ট নিয়ে এসে, একটা নতুন সাব-সেকশন তিনি যোগ করতে চান।

[4-20—4-30.]

এবং তার ফলে সরকার এই অধিকার চান যে এস্টিমেট তৈরি হোক বা না হোক, অতিরিক্ত কি পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হয়েছে তা ধার্য হোক বা না হোক আমাদের অধিকার দাও যেমন ইচ্ছা ট্যাক্স বসাবো। সরকারের কতকগুলি অধিকার সীমাবদ্ধ। সেকশন ৮তে অতিরিক্ত কি পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হয়েছে এই জিনিস প্রতি দুবছর অন্তর নির্ধারণ করতে হবে। দশ বছরে অতিরিক্ত ফসল কতখানি উৎপন্ন হয়েছে তার হিসাব জমিয়ে রাখা চলে না—দু বছর অন্তর হিসাব করতে হবে, আবার যে অতিরিক্ত ফসল উৎপন্ন হয়েছে তার গড় দাম কি তা সেকশন ৯ অনুযায়ী বলে দিতে হবে—পাঁচ বছরের গড় দাম তাঁরা একসঙ্গে বলবেন তা কখনই চলে না। আমাদের মাননীয় অজয়বাবু বলেছেন আমাকে অধিকার দাও অনির্দিষ্ট কালের জন্য। এস্টিমেট হোক বা না হোক তাতে কিছু আসে যায় না ইনক্রিজড ইল্ড পার একর কি হল না হল তার কোন প্রয়োজন নাই, ইনক্রিজড ফসলের কি গড় দাম তা আমরা জানাবো না, তোমরা আমাকে খোলা অধিকার দাও যেমন ইচ্ছা আমি ট্যাক্স ধার্য করবো। এই অধিকার কখনো লেজিসলেচার দিতে পারে? না, কোন লেজিসলেচার কখনও কি দিয়েছে? তাই কংগ্রেস পক্ষের লোকই হোক আর অকংগ্রেসীই হোক আমি সকলের কাছে একথা রাখতে চাই এই প্রস্তাবিত অধিকারের যোগ্য এই সরকার নয়। কারণ এই সরকার ২৫ বৎসর পূর্বে দেওয়া অধিকার ব্যবহার করবার মত মেশিনারী সেট আপ করতে আজও পারে নি। আজ সেই সরকার সীমাহীন অধিকার চাইছে। এক বছরের জন্য হলে হয়ত আমি বিশেষ কিছু বলতাম না—এই সরকার অধিকার চাইছে অনির্দিষ্ট কালের জন্য সেই অধিকার আমরা কখনো দিতে পারি না। সরকার কি বলছেন? বলছেন ট্যাক্স আমাদের দাও, সেই ট্যাক্স যদি অতিরিক্ত হয় তাহলে পরের বছর এডজাস্ট করা হবে। সেই যে কথায় বলে দুর্গা বলে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলে পড়, আপীলে দেখা যাবে। আমি আশা করি যে কংগ্রেস পক্ষের লোকও সরকারের এ কথা মানতে কোনমতেই রাজী হবেন না। ট্যাক্স এডজাস্টমেন্টের প্রশ্ন বিলে আছে। যদি না হয়? মনে করুন আমার জমি ইরিগেশন জল পাবার পরে সেই জমিতে ইচ্ছামত সরকার ট্যাক্স ধার্য করে দিলেন এস্টিমেট না করে, সামনের বছর যদি জমি বিক্রী করে দিই? এই বছর যে ট্যাক্স অতিরিক্ত আদায় হয়ে গেল সেটা রিফান্ড কি করে হবে? এস্টিমেট তৈরির মেসিনারী একটা আর ট্যাক্স আদায় করার মেশিনারী আর একটা। সরকারের বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন বিভাগ আছে, এজেন্সী আছে এডজাস্ট কখনও সহজে হতে পারে না। এই আইনের মধ্যে কোথাও কোন রিফান্ডের ব্যবস্থা নাই। বিনা হিসাবে, কেবলমাত্র আন্দাজে জমিতে অতিরিক্ত ফসল হওয়ার জন্য ইম্প্রুভমেন্ট লেভী সরকার আদায় করবেন—পরের বছর যদি জমি বিক্রী হয়ে যায় এবং অতিরিক্ত জলকর যদি জমা দেওয়া থাকে, সেই টাকা ফেরত পাওয়ার কোন ব্যবস্থা বিলের মধ্যে নাই। সরকার কি দেউলে হয়ে গেছে? সরকার লোকের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে চায় কোন হিসাব না দিয়ে। কোন ওজর-আপত্তি শুনব না আমাদের টাকার দরকার মেশিনারী সেট করতে পারব না মানুষের উপর তবুও ট্যাক্স ধার্য করবো কারণ টাকার দরকার। আমি এই হাউসের প্রত্যেক মেম্বারের কাছে বলি যে এই ডেভেলপমন্ট এ্যাক্টটা ভালভাবে বিবেচনা করুন, নিজেরা পড়ুন, নিজেরা বিবেচনা করুন—আমার মনে হয় যিনি এই এ্যাক্ট পড়বেন এই এ্যাক্টএ যে বিধি আছে সেটা যদি ভালভাবে আলোচনা করে দেখেন তিনি নিশ্চয়ই এর প্রতিবাদ করবেন। আমিও এই বিলের প্রতিবাদ করছি।

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, the subject has been very elaborately discussed by my friend Mr. Chatterjee. However, I shall deal only with those points which have not been discussed. This is realisation of a tax before the actual assessment. This principle should be condemned because we are to be taxed according to our means, but what has been done by this Act? An Act was passed in 1935 with the definite object for the development of the land of imposing levy in respect of increased profit resulting therefrom and to provide for the principles of improvement. In this Act there was a deliberate provision for assessment which entailed some amount of delay. That is necessary and that is inherent in the body of the Act

because in this country as soon as crops are grown and just before that there is some provision under the Bengal Tenancy Act, Section 39, for publication of the amount of produce and the price thereof. So by the end of each year the Government Department should be in a position to come to a finding as to what was the actual production and what was the price thereof. Sir, there is an admission in the Statement of Objects and Reasons that there have been some laches or some delay in the Department of the Hon'ble Minister himself for which his officers are responsible. They have not kept pace with the passing of the time and assessment has not been made. He has not said how many cases are pending and how many have been disposed of; nor has he given any idea as to the year up to which assessment has been completed or the year when it will be completed. All these are kept vague, but there is that admission in the Statement of Objects and Reasons that his Department has not been able to make assessment at the proper time; therefore, he wishes to have an *ad hoc* levy on the poor cultivators. Sir, there are provisions for such *ad hoc* levy in case of big assessees under the Income-tax Act and, Sir, you know what difficulty they have to realise the money if it is found at the end of the final assessment that money is to be refunded to them; they are put to great trouble in getting the money; but they are big people. Here innumerable people are concerned; almost all the house-holders will be coming under the Act. If some amount is to be refunded to them, they have to run from one office to another, they have to spend money, and waste their energy and time to get refund of the same. Sir, this principle is against the spirit of the Act. Though the Act was passed in 1935, and thereafter the Muslim League Ministry was in office for so many years; and thereafter more than ten years have passed; no other Government ever felt it necessary to take recourse to such abnormal procedure but this Government have taken recourse to it. Hon'ble Minister says that if money is realised in time there is mitigation of rural indebtedness; if Government wait till the final assessment—if they wait for several years—in the meantime debts of the villagers will be mounting. I would say that Government and the Department of the Hon'ble Minister are responsible for the accumulation of their debts, but Government can realise their dues extending over several years—there is no limitation for the realisation of the dues of the State. If the Government are guilty the final assessment at a time several years later than the time when it actually should have been made, they should give to these people time to pay up their dues over several years. It is a premium and the people should not be made to pay a premium for Government's fault.

[4-30—4-40 p.m.]

I have some amendments, Sir, and I have tried to check the provisions of this Bill by making this Bill subject to the provisions of section 6 and I see that in the amendment to be moved by the Chief Whip he has accepted my amendment in toto. But he has introduced another poison in the body of the Act. The Hon'ble Minister was within certain amount because he proposed ten rupees but the Chief Whip has tried to delete that amount and the effect of deleting this would be that the amount may be more than ten rupees or may be less than ten rupees. We have got several other amendments to this Bill but the Government are trying to keep everybody in dark as to their real desire. If this Bill, Sir, is passed by this House, the Government Department or the officers will be so strong that they would be at liberty to realise any amount at any time at the sweet will of the Department or at the behest of the Minister or of any other authority. So I would say, in accepting the arguments put forward by my friend

Sj. Mihirlal Chatterjee, that we should not or any member of this House should not empower the Government with such arbitrary powers so as to apply those powers not only against us but also against the users and against any person in the locality where there would be an improvement and in the name of improvement before the actual benefits of the improvement are determined, they would be liable to imaginary taxes and inhuman taxes.

With these words, Sir, I oppose this Bill.

Mr. Speaker: Mr. Mihirlal Chatterjee, did you care to read subsection (6) of section 10? You said Government is trying to acquire power of an unlimited character. That was the drift of your speech, if I have been able to gather it, and you further suggested that in matters of taxation there should be a limit—members of the public should know what the limit of high water rate of taxation should be. But you might have omitted to read sub-section (6) of section 10. Kindly read that. I welcome your criticisms but after hearing from you that Government was trying to get too much power, I asked Mr. Mukherjea and he points out to me this section which shows that such unlimited power is not sought. Kindly consider it.

Sj. Hare Krishna Konar:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়! এই ছোট্ট সংশোধনী বিলটা প্রায় ছোট্ট বাচ্চা কেউটে সাপের মত মারাত্মক। আমি মনে করি এটা শুধু কৃষকদের স্বার্থ বিরোধী নয়। এটা শুধু জনসাধারণের বিরুদ্ধে যাবে না। যে খাদ্যসংকটে বাংলাদেশ আজ হাবুডুবু খাচ্ছে, এই বিল যদি আইনে পরিণত হয়, তাহলে বাংলাদেশের সেই খাদ্য সংকটকে আরও বহুদূর বাড়িয়ে তুলবে। খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত করবে। মাননীয় স্পীকার মহাশয়! আমার কথাটা প্রমাণ করবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিযুক্ত কমিটি ফুডগ্রেন্স এনকোয়ারি কমিটির কথা বলব। তাদের রিপোর্ট থেকে দেখাব যে এইভাবে অতিরিক্ত ট্যাক্স ধার্য করার অর্থ হল খাদ্য উৎপাদনকে কমিয়ে দেওয়া। বাংলা সরকার সেই চেষ্টা করতে চাইছেন, এই আইনের মারফত। ১৯৩৫ সালের উন্নয়ন আইনের কথা অনেক মাননীয় সদস্য বলে গেছেন। যে যে বছর বৃষ্টি কম হয় সেই সেই বছর কৃষক সেচের জল চায়, অন্য বছর এ প্রয়োজন আর থাকে না। তাই যখন ইংরাজ গভর্নমেন্টের আমলে অত্যন্ত বেশি ট্যাক্স ধার্য করার প্রশ্ন ওঠে যখন বর্ধমানের কৃষকেরা সেই ট্যাক্স মেনে নিতে পারে নি, তখন বাংলাদেশের আইন সভা থেকে ১৯৩৫ সালের বাধ্যতামূলক ডেভেলপমেন্ট এ্যাক্ট পাশ করা হয়েছিল—যখন মাননীয় বিজয়প্রসাদ সিংহরায়, নাজিমুদ্দিন প্রভৃতি সচিব ছিলেন।

[4-40—4-50 p.m.]

এই আইনের বলে বর্ধমানের কৃষকদের উপর ট্যাক্স ধার্য করা হয়েছিল। কিন্তু সেই ফসলের কত উন্নতি হল তা দেখে তার অর্ধেক পর্যন্ত করা যেতে পারত। আর এখন বাংলা সরকার বলছেন যে তাঁরা ক্রপ-কাটিং না দেখে উৎপাদন না দেখে খুশীমত ১০—১৫ টাকা ট্যাক্স ধার্য করবেন। কেউ কেউ হয়ত মনে করবেন যে বোধ হয় ক্রপ-কাটিং ডিপার্টমেন্টের কর্মচারীরা ক্রপ-কাটিং করতে পারছেন না, তাই এই ব্যবস্থা। একথা সম্পূর্ণ ভুল। আমি জোর গলায় বলতে পারি যে পশ্চিম বাংলা সরকার ময়ূরাক্ষী ক্যানেল এলাকায় যদি ক্রপ-কাটিং করেন তাহলে কিছুই দেখাতে পারবেন না যে সত্যিকারের উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে। আমি যতদূর জানি তাতে দুই-এক বছর কিছু কিছু ক্রপ-কাটিং ময়ূরাক্ষী এলাকায় করা হয়েছিল, কিন্তু তা থেকে উৎপাদন বৃদ্ধি দেখান যায় নি। এটা দেখান যায় নি বলেই আজকে তাঁরা বলছেন যে খুশিমত ট্যাক্স ধার্য করবেন। এ বিলের মধ্যে সরকারের যে মনোভাব ফুটে উঠেছে তা অত্যন্ত মারাত্মক। আমাদের মন্ত্রী মহাশয়রা অনেক সময় ভারতের অতীত ঐতিহ্যের কথা বলেন। কিন্তু আমি বলব যে এই বিল ভারতের ঐতিহ্য বিরোধী। তাঁরা যে পশ্চিমী গণতন্ত্রের কথায় পঞ্চমুখ হন এই ব্যবস্থা তাঁদেরও প্রচলিত নীতি বিরোধী। এমন কি দিল্লী গভর্নমেন্টের ফুডগ্রেন্স এনকোয়ারি কমিটির সুপারিশেরও বিরোধী। আজ থেকে ১০০ বছর আগে কার্লমার্ক্স একথা বলেছিলেন যে,

ভারতবর্ষ, চীন এবং অন্যান্য প্রাচ্যদেশগুলিতে রাষ্ট্রের কাজ ছিল আভ্যন্তরীণ লুণ্ঠন, বহির্লুণ্ঠন এবং পাবলিক ওয়ার্কস অর্থাৎ জনহিতকর কাজ। এই সমস্ত পাবলিক ওয়ার্কসের গুরুত্ব খুব বেশি ছিল এবং এ করার উপর রাজস্ব টিকে থাকত। এই সমস্ত পাবলিক ওয়ার্কসের জন্য কোনদিন প্রাচ্যের কোন দেশ ট্যাক্স করা হত না। তারপর কার্ল মার্ক্স বলেছেন যে, ইংরাজ প্রথম দুটো কাজ গ্রহণ করেছেন এবং তৃতীয়টা অর্থাৎ পাবলিক ওয়ার্কস বর্জন করেছেন। ইংরাজ গভর্নমেন্ট ২০০ বছর ধরে আমাদের দেশের পাবলিক ওয়ার্কস নষ্ট করেছে। কিন্তু যখন অবস্থার চাপে কিছু কিছু সেচ ইত্যাদি করতে বাধ্য হল তখন সোজাসুজি বেনিয়া ব্যবসাদারী চালে তা করতে লাগল। অর্থাৎ যেমন করে চাল আটক রেখে মুনাফা করা হয় তেমনি জলের ব্যবস্থা হল মুনাফার জন্য। কংগ্রেসী মন্ত্রীদের এইরকম ব্যবস্থা করতে লজ্জা পাওয়া উচিত। সেজন্যই আমি বলব যে নীতির দিক দিয়ে আজ ট্যাক্স ধার্য করা উচিত নয়। কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের কৃষ্ণাপ্পা কমিটির রিপোর্টে তাঁরা বলেছেন যে চীন ভারতের চেয়ে অনেক বেশি সেচ ব্যবস্থা করেছে, কিন্তু সেখানে পৃথকভাবে কোন ক্যানেল কর দিতে হয় না। সেখানে সমস্ত বাজেটের মধ্যে গভর্নমেন্টের মোট যা আয় তার মাত্র শতকরা ১০ ভাগ কৃষকের কাছ থেকে আসে একটিমাত্র ট্যাক্স মারফত। জাপানেও কেন সেচ কর দিতে হয় না। এমন কি আমেরিকার মতন জায়গাতেও সেচ কর দিতে হয় না। রাশিয়ায় যান সেখানে দেখবেন যে সেচ কর দিতে হয় না। সেজন্য বলছি যে এটা ইতিহাস বিরোধী এবং গণতান্ত্রিক নীতিরও বিরোধী। পাবলিক ওয়ার্কসের রাস্তা করেছেন বলে সেখানে পৃথক ট্যাক্স ধার্য করা যায় নি। সেচ ব্যবস্থাকেও পাবলিক ওয়ার্কস বলে গণ্য করা উচিত। আমি এখানে ফুডগ্রেন্স ইনকোয়ারি কমিটির কয়েকটা কথা মাননীয় সদস্যদের কাছে উল্লেখ করতে চাই। বারে বারে বলা হয় যে খাল কাটতে অনেক খরচ হচ্ছে, খরচ তুলতে হবে। এই কমিটি বলছেন—

> "Irrigation works have become much more expensive largely because they are often no longer of the diversionary type but of the multi-purpose storage basin type and have been constructed during periods of high prices. The application of the "cost" principle, therefore, leads to much higher water rates being charged for the new projects."

তার আগে বলেছেন যে কেন তারা জল ব্যবহার করছে না—

> "The most important factor that determines that level of the use of irrigation water is the water rate charged."

এই বলে বলছেন, সেজন্য অন্য প্রিন্সিপল করা উচিত, কস্ট প্রিন্সিপল করা উচিত নয়, তারপর বলছেন

> "By this principle a certain proportion of the net benefits accruing to the cultivator as a result of irrigation is charged as water rate, the proportion being fixed after taking into account the needs of economy and flexibility in operation, and of optimum utilization of water".

এগুলি পড়ে সেইমত ব্যবস্থা করা উচিত। শুধু তাই নয়, তাঁরা বলেছেন যে আমাদের এখানে ক্যানেলের জলে বিশেষ কাজ হয় না, যা পটেনসিয়েলিটি অর্থাৎ সম্ভাবনা রয়েছে তা কাজে লাগানো হচ্ছে না উচ্চ ট্যাক্স বলে। এরা কি প্রস্তাব করেছেন? ফুডগ্রেন্স এনকোয়ারি কমিটি গভর্নমেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত কমিটি, তাঁরা বলেছেন প্রথম কয়েক বছর কোন ইরিগেশন ট্যাক্স অর্থাৎ সেচ কর করা উচিত নয় এবং করলেও তা কনসেসানাল রেটে অর্থাৎ সুবিধাজনক হারে করা উচিত। তারা লিখেছেন, উই আর অফ দি ওপিনিয়ন—সেটা কমিটির রিপোর্টে কোন পৃথক মত নেই, সকলে একমত হয়ে রিপোর্ট দিয়েছেন—

> "We are of the opinion that in areas where full use of irrigation facilities needs to be encouraged, cultivators should be supplied irrigation water at concessional rates during the first few years."

আগে বলেছেন প্রথমে ফ্রি অর্থাৎ বিনামূল্যে দেওয়া উচিত, তারপরে বলছেন প্রথম কয়েক বছর কনসেসানাল রেটে দেওয়া উচিত, অথচ আজকে আমাদের সরকার ১০ টাকা, সাড়ে বার টাকা, পনের টাকা ট্যাক্স ধার্য করার জন্য বিল নিয়ে আসছেন। এরপরে অজয়বাবু যে আইনটা নিয়ে আসছেন—

West Bengal irrigation-imposition of water-rate for Damodar Valley Corporation Bill.

সেটা দেখলে বুঝতে পারা যাবে যে কেন জগন্নাথবাবুর নাম করে 'নট এক্সিডিং রুপিস টেন' অর্থাৎ অনধিক দশ টাকা শর্তটিও তুলে দেওয়া হচ্ছে। পরবর্তী বিলে আছে যে একরে সাড়ে বার টাকা ধানের জন্য, আর রবিশস্যের জন্য পনের টাকা ট্যাক্স ধার্য করা হবে। অথচ ফুডগ্রেনস এনকোয়ারি কমিটি বলেছেন যে খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে গেলে ট্যাক্স কমাতে হবে, ফ্রি অর্থাৎ বিনামূল্যে দিতে হবে, কনসেসানাল রেটে ট্যাক্স ধার্য করতে হবে। ময়ূরাক্ষী সম্বন্ধে আর একটা কথা বলতে চাই, এটা বিশেষ করে ময়ূরাক্ষী এলাকায় খাটবে। প্রফুল্ল সেন মহাশয় বারেবারে বলেন যে ওখানে নাকি বিঘায় ১৮ মণ ধান হয়েছে। ২০ মণ ধান হয় এমন জমিও বাংলাদেশে আছে, তবে তার পরিমাণ ১ পার্সেন্টও নয়, ;০০১ পার্সেন্ট হোতে পারে। উনি হয়ত এমনি একটা জমি দেখে তাই নিয়ে বলছেন। এখানে কি বলছেন শুনুন—১০৮ পাতা ফুডগ্রেনস এনকোয়ারি কমিটির রিপোর্টে—

"For example, unless double cropping is introduced there is little prospect of additional production from the Mayurakshi project and the irrigation system of the D.V.C. in West Bengal. Such changes can be brought about only if sufficient inducement by way of concession or exemption from water charges for the second crop is given to the cultivators during the first few years."

এঁরা বলছেন কমপ্লিট একজেম্পসন, আর বাংলা গভর্নমেন্ট রবিশস্যের জন্য বীরভূমে সাড়ে বার টাকা নোটিফিকেশন করেছেন এবং নতুন যে ডি ভি সি আইন আনছেন তাতে ১৫ টাকা রবিশস্যের জন্য বলেছেন এবং বীরভূমে যে নোটিস দেওয়া হয়েছিল তাতে বলা হয়েছিল ১৫ টাকা হওয়া উচিত, দয়া করে কনসেসানাল রেটে সাড়ে বার টাকা করা হবে—অথচ এনকোয়ারী কমিটি বলেছেন একজেম্পসন দেওয়া উচিত। শুধু তাই নয়, আজ যদি কেউ বলেন ময়ূরাক্ষীতে উৎপাদন বেড়েছে, ফার্টিলিটি বেড়েছে, তাহলে তা ভুল। আমি আগেও বলেছিলাম যে ক্যানেল জলে এমন কিছু থাকে না যাতে আপনা হতে উৎপাদন বাড়বে। ক্যানেল যেখানে কাটা হল, সেই মুখে দুই চার মাইল পর্যন্ত পলিজল পেতে পারে, তারপরে পলিজল থাকে না মাটি ধোওয়া জল, তাতে ফার্টিলিটি বাড়ে না বরং বৃষ্টির জলে কিছু বাড়তে পারে, কিন্তু ক্যানেল জলে বাড়ে না। বিশেষ করে ময়ূরাক্ষীতে এনকোয়ারি কমিটি বলছেন:

"While in many areas fertility of the soil is satisfactory and what is lacking is irrigation, there are other areas where the newly irrigated lands do not possess adequate fertility. In these areas for example the command area of the Mayurakshi project the benefit from water-supply is dependent upon greater use of fertilisers and manures."

প্রথমে তারা বলেছেন ময়ূরাক্ষী এলাকায় ডাবল ক্রপিং না হলে 'লিটল প্রসপেক্ট'—বিশেষ ফল হতেই পারে না। পরে তারা বলছেন গ্রেটার ইউজ অফ ফার্টিলাইজারস না হলে কোন উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। এই রিপোর্ট দিয়েছেন সরকারেরই নিযুক্ত কমিটি। এই অবস্থায় বাংলা সরকার যখন বলছেন সাত লাখ টন খাদ্য উৎপাদন কম হয়েছে তখন আমি বলছি, সমস্ত প্রচেষ্টা নিয়োজিত হওয়া উচিত কেমন করে খাদ্য উৎপাদন বাড়ান যাবে। আজকে খাদ্য উৎপাদন বাড়ান যায় চাষীর ঘাড়ে আরও বেশি বোঝা চাপিয়ে নয়, তাকে উৎসাহ দিয়ে, জল যাতে তারা পায় যাতে বেশি সার ব্যবহার করে তার ব্যবস্থা করে এবং সেই ব্যবহার করতে সাহায্য করে, অথচ সার সরকার কমিয়ে দিয়েছেন এবারে। তারপর ক্যানেলের জলের উপর সরকার খুশীমত ট্যাক্স

চাপাবেন—যেখানে সরকারের নিযুক্ত কমিটি বলছে, উৎপাদন বাড়ে নি, উৎপাদন বাড়ানোর লিটল প্রসপেক্ট আছে। তারপর ক্রপ-কাটিংএর রেজাল্ট ভাল নয় বলে তার রিপোর্ট চেপে রেখে দিয়েছেন। এই রিপোর্ট নিতে ১ বছরের বেশি সময় লাগে না। এই ক্রপ-কাটিং করবার সময় গোপনে না করে সকলের সামনে তাতে অপজিশনের লোককে ডেকে, কংগ্রেসের লোককে ডেকে, কোন্ কোন্ প্লটে আপনারা ক্রপ-কাটিং করবেন তা সকলকে জানিয়ে আজকে দেখান তো কেমন করে প্রডাকশন বেড়েছে? আমি বলতে চাই যে তাঁ আপনারা দেখাতে পারবেন না, দেখাবার ক্ষমতা নাই। সেইজন্য আজকে বলছেন যে রিপোর্ট নিতে দেরী হবে ইত্যাদি ইত্যাদি বলে খেয়ালমত ট্যাক্স ধার্য করছেন।

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, বিনামূল্যে জল সম্বন্ধে আমি অতীত ইতিহাস আজ তুলব না, আমরা জানি এই সরকারের আমলে তা অচল, তা তারা করবেন না। যারজন্য আমরা বলেছিলাম......

Mr. Speaker: Mr. Konar, I see the force of your point. What is your concrete suggestion?

Sj. Hare Krishna Konar:

আমার বক্তব্য হচ্ছে নীতি হিসাবে কত হওয়া উচিত, না হওয়া উচিত ওসব বাদ দিয়েও বিশেষ করে বর্তমান ফুড-ক্রাইসিস বিবেচনা করে ফুড-ক্রাইসিস এনকোয়ারি কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী এখন ক্যানাল ট্যাক্স ধার্য করা উচিত নয়, ময়ূরাক্ষী বা ডি ভি সি এলাকায়, দুই এক বছর অন্ততঃ থাক, এবং তারপরে কনসেসন রেট দেওয়া হউক। বেশি ট্যাক্স ধার্য করাটা বাংলার খাদ্য উৎপাদন সর্বনাশ করে দেবে। কৃষকের উপর বোঝা চাপবে সে পারবে না, এই সব প্রশ্ন আছে। কিন্তু তার চেয়েও আমি বলছি, আজকে মোর কনসিডারেশন হওয়া উচিত, যে বাংলা দেশ খাদ্য সংকট হতে বাঁচবে কি কোরে, তার খাদ্য উৎপাদন হবে কি কোরে?

Mr. Speaker: The present Act as it stands today—does it not give you any relief?

Sj. Hare Krishna Konar:

ও যুক্তিতে আমি বলছি না। অনেকে বলেছেন যে বর্তমান এ্যাক্টটা ভাল, কিন্তু তার এ্যামেন্ডমেন্টটা খারাপ হচ্ছে। কিন্তু আমি জানি ১৯৩৫ সালে নাজিমুদ্দিন—বিজয় সিংহ মহাশয় যখন এই আইনটা নিয়ে এসেছিলেন, তখনও বিরোধীপক্ষ এই আইনের প্রতিবাদ করেছিলেন। আমি তখন জানি বর্ধমানের কৃষকরা ঐ আইনের প্রতিবাদ করেছিল এবং গ্রামে গ্রামে আওয়াজ উঠেছিল 'ডেভেলপমেন্ট আইন বাতিল হউক।' আমি জানি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাঃ মেঘনাথ সাহা পর্যন্ত ঐ আইনের এবং ক্যানাল ট্যাক্সের বিরোধীতা করেছিলেন। অতএব এটা নয় যে ঐ আইনকে তারা ভাল বলেছিলেন। কারণ তখন গণতান্ত্রিক জনমত বিরোধীতা করেছিলেন, তখনও কৃষকেরা বিরোধীতা করেছিলেন, আজও তারা বিরোধীতা করছেন। আমি তাই বলি নি যে এটা ভাল, শুধু সংশোধনী খারাপ। আমি বলছি যে ওতে যেটুকুও আছে যে ক্রপ-কাটিং না করে আপনি ট্যাক্স করতে পারবেন না—যেটুকু প্রটেকশন আছে, সেই প্রটেকশনটাও সরকার এখন উড়িয়ে দিতে চাচ্ছেন এবং সাড়ে বার, পনের, কুড়ি, টাকা ট্যাক্স ধার্য করতে যাচ্ছেন। যেটাতে কৃষক মারা পড়বে, বাংলাদেশের খাদ্য উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এবং বাংলাতে দুর্ভিক্ষ স্থায়ী হবে। আমি তাই বলব প্রফুল্লবাবু এবং অজয়বাবু উভয়ে মিলে বাংলাদেশকে শ্মশানে এবং কবরে পরিণত করতে যাচ্ছেন—এই আইন হচ্ছে, তার একটা প্রমাণ।

[4-50—5-20 p.m.]

Sj. Phakir Chandra Ray:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, দামোদর ক্যানেল নির্মাণের পর সেই এলাকায় কিভাবে কর নির্ধারণ হবে সেটা ঠিক করার জন্য বেঙ্গল ডেভেলপমেন্ট এ্যাক্ট পাস হয়। যে ফসল হল সেই ফসলের একটা অংশে কতখানি উন্নতি হল, সেই উন্নয়নের অর্থাৎ যে নীট আয় হবে সেই আয়ের অর্ধেক

করস্বরূপ নেওয়া হবে এটা ঠিক হল। ক্যানাল হওয়ার পর জল নেওয়ার জন্য উন্নয়নের শতকরা ৫০ ভাগ কর দিতে হবে এই ভয়ে দামোদর ক্যানেল অঞ্চলের চাষীরা সেচ বিভাগের সঙ্গে কোন রকম বন্দোবস্ত করতে স্বীকৃত হয় নি। প্রথমে শর্ট-টার্ম লিজে সাড়ে চার টাকা করে নেওয়া হল—তারপর তাঁরা দেখালেন তাঁরা সত্যিকার উপকার পেয়েছেন। তখন ফসলের দাম কম থাকায় এবং কর হ্রাসের জন্য আন্দোলন হওয়ায় সেটা সাড়ে তিন টাকা করে নেওয়া হল। কিন্তু তাঁরা দেখলেন সাড়ে তিন টাকাও বেশি হচ্ছে তখন বর্ধমানের বড় চাষীরা তৎকালীন কমিশনারের কাছে রিপ্রেজেন্টেশন দেন এবং তার ফলে আড়াই টাকা কর ধার্য হয়। তারপর যখন আবার আড়াই থেকে সাড়ে পাঁচ টাকা করা হয় তখন তার বিরুদ্ধে দামোদর অঞ্চলের চাষীরা আন্দোলন করেন এবং অধিকাংশ কৃষক সমিতি সেই আন্দোলনে নেতৃত্ব করেন। তখন একটা কমিটি নিযুক্ত হয় এবং ডাঃ ঘোষ সেই কমিটির সভাপতি ছিলেন। এই কমিটির সুপারিশ অনুসারে এই সাড়ে পাঁচ টাকা ক্যানাল কর পরিত্যক্ত হয়েছে এটা ঠিক। শেষ পর্যন্ত সরকারের সঙ্গে আপোষ হয়। কিন্তু তারপরে আবার চেষ্টা হয় এই ক্যানেল কর বাড়াবার জন্য। কিন্তু ক্যানেল অঞ্চলের চাষীদের বাধাদানের ফলে এই বৃদ্ধির চেষ্টা সফল হয় নি। কংগ্রেসের হাতে শাসনক্ষমতা আসার পর যখন শ্রীভূপতি মজুমদার দায়িত্ব নিলেন তখন তিনিও চেষ্টা করেছিলেন এই কর বৃদ্ধির জন্য। তখন চাষীদের কয়েকজন প্রতিনিধি তাঁর সঙ্গে দেখা করার পর সাড়ে সাত টাকা যেখানে কর ধার্যের কথা ছিল সেই প্রস্তাব প্রত্যাহৃত হয়। আবার এখন দেখা যাচ্ছে যে কর বাড়াবার কথা উঠছে। বেঙ্গল ডেভেলপমেন্ট এ্যাক্টে দুটো কথা আছে। সরকারের পক্ষ থেকে চাষীদের উপকার করা হচ্ছে এবং এই উপকার করার জন্য চাষীদের কাছ থেকে তার মূল্য নেওয়া হচ্ছে। কথা ছিল ১৫ই জুন থেকে ৩০এ জুন এর মধ্যে জল দেওয়া হবে, তারপর ঠিক হয়েছিল ১লা জুলাই, কিন্তু এবার দেখুন এখন জুলাই মাসের অধিক হয়ে গেল ক্যানেল এলেকার চাষীরা জল পাচ্ছে না। আমার মনে হয় এই ব্যাপারটা সম্পূর্ণ মিসম্যানেজমেন্টের জনাই এরকম হচ্ছে। তারপর স্লুইস গেট ইত্যাদি তৈরি হচ্ছে। সমস্ত কিছুই হচ্ছে প্রায়ই একথা বলা হয়। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। আমি শ্রদ্ধেয় অজয়বাবুকে অনুরোধ করব তিনি একবার ক্যানাল এলেকা পরিদর্শন করে আসুন। যেটা বেঙ্গল ডেভেলপমেন্ট আইনের প্রধান কথা—সরকার চাষীর উপকার করবেন একটা বিশেষ নির্দিষ্ট দিনে তাঁরা জল দেবেন। বর্তমান কন্ট্রাক্টে সরকার ফেল করছেন। সরকারের নৈতিক দায়িত্ব থাকবে কর নেওয়া, কর বৃদ্ধি করা। কিন্তু জোর করে নিলে টিকবে না।

If we invite uprising, I must say.

এই বিলে বলা হলো ১০ টাকা, আর চীফ হুইপ বললেন ১৫ টাকা নেওয়া হবে। আবার আর একটা বিল অজয়বাবু আনছেন, তাতে বলা হচ্ছে ১২ টাকা, দেখা যাচ্ছে ১২ টাকাই করা হবে। ক্রপ-কাটিং ইত্যাদি কথা বাদ দিয়ে দেওয়া হোক বলেছেন। ধান কাটার কথা উঠবে। তারা বলবেন ধানের দর আছে চাষীর কোন অসুবিধা হবে না। ঠিকই। আপনারা সময়মত জল ভালভাবে দেন, যখন জলের দরকার হয়, তারা সদ্ব্যবহার করতে পারবেন। ধানের দর বেঁধে দিন চাষীরা নিশ্চয়ই কর দেবেন। অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দরও বেঁধে দেন, তাহলে কর বাড়ানো জাস্টিফাইড হয়, বর্ধিত হারে কর দিতে চাষীরও কোন আপত্তি থাকতে পারে না। দারাহারি কাপড় তেল ইত্যাদির দরও বেঁধে দিন এই ধানের দর বাঁধার সাথে সাথে। তখন সে বৃদ্ধি জাস্টিফাইড হবে, কর বাড়াবেন, চাষী অসম্মত হবে না।

আপনারা সময়মত জল দেবেন না, জল দিতে পারেন না। যথেচ্ছাচার থাকবে, এসেসমেন্ট লিস্ট সময়মত তৈরি হবে না। ৩০এ জানুয়ারির মধ্যে এসেসমেন্ট লিস্ট তৈরি হবার কথা। একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দিতে পারলে রিবেট পায়। মার্চ মাস চলে গেল চাষী কিছুই পেল না। আপনারা জলের সুব্যবস্থা করুন। ধানের দর বেঁধে দিন, এবং অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যেমন সরিষার তেল, সার, খইল, কাপড় প্রভৃতির দরও এই সঙ্গে বেঁধে দিন। তারপর আপনারা যদি সত্যিকার মনে করেন জলকর বাড়ান প্রয়োজন এবং সে বৃদ্ধি যদি জাস্টিফাইড হয়,

তাহলে দামোদর, ইডেন, ময়ূরাক্ষী, বক্রেশ্বর, এই চারটার সরকারের বিবেচনামত ট্যাক্স ধার্য করা চলবে। কিন্তু আরগুলোর। পয়সা খরচ করার অথবা ট্যাক্স করার অধিকার নাই লেজিসলেচারে না এসে। এই চারটি ছাড়া অন্য কোনখানে আমার এমেন্ডমেন্ট এপ্লিকেবল হবে না—এই হল প্রথম কথা।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই চারটির তিনটি হচ্ছে পুরানো। সেখানে ৮ ধারা ও ৯ ধারায় যেভাবে ক্রপ-কাটিং করে ফাইনাল রেট ফিক্স করতে হয় সেইসব হয়ে গিয়েছে অনেক দিন, এই ফাইনাল ফিক্সড্ রেট আদায় হচ্ছে সেগুলি থেকে। তাহলে শুধু থাকল ময়ূরাক্ষী ফাইনালি ফিক্সেশন হয় নি বলে। ফাইনালি ট্যাক্স ফিক্স করতে কত সময় লাগে তারজন্য এ্যাক্টে রুলস দেখুন। কয়েক বৎসর পরপর ক্রপ-কাটিং থেকে তার এভারেজ এক্সট্রা ইল্ড পার একার কি তা দেখতে হবে, তারপর সেই ইল্ডের কি দাম হয় তার এভারেজ নিতে হবে এবং এভাবে যে এক্সট্রা ইনকাম তার—

Not 50 per cent. can be taxed under section 10, first proviso.

সেটা করতে হলে সেকশন ৬তে লেজিসলেচারে আনতে হবে কেবল ঐ চারটি কেসে আসবার দরকার নাই। তিনটি হয়ে গেছে শুধু বাকি আয়ে ময়ূরাক্ষী। বছর বছর ক্রপ-কাটিংএর রেকর্ড রাখা হচ্ছে। মাঝে হেভী ফ্লাড হয়ে গেছে সুতরাং এ্যাবনরমাল বলে তার উপর এভারেজ নেওয়া ঠিক নয়। আর একটা বছরের নিতে হবে। আশা করি পরের বছর ফাইনালাইজ করতে যাবে। কিন্তু এই এ্যাক্টে সমস্ত ট্যাক্সেশনের নীতির আমরা কিছু করছি না, নতুন ট্যাক্স ধার্য করবো তাও কিছু নয়।

subject to all other sections of this Act including section 6, section 8, section 9.

আমার এই এমেন্ডমেন্টটা। চীফ হুইপের এই নতুন এমেন্ডমেন্ট এবং সাব-সেকশন সিক্স অফ সেকশন টেন এ দুটোর অনেক তফাত। সাব-সেকশন সিক্স অফ সেকশন টেন বলছে –

> "in case of any land the amount of improvement levy realised for any year (a) in respect of Mayurakshi Reservoir Project including the Bakreswar Canal shall not exceed Rs. 10 per acre, in respect of Damodar Canal, Eden Canal, shall not exceed Rs. 5-8 per acre, provided that in case of any land which was irrigated from the Eden Canal in any year during the 10 years prior to 1955, such amount shall not exceed Rs. 3-8 per acre."

মূলতঃ অরিজিন্যাল যা আছে ময়ূরাক্ষীর বেলায় ইনক্লুডিং বক্রেশ্বর ১০ টাকার বেশি নয়, ইডেনের বেলায় সাড়ে পাঁচ টাকা এবং পুরাণো ইডেনে সাড়ে তিন টাকা—এই জিনিস থাকতেই হবে। আর একটা কথা আমি এখানে বলতে চাই যে পাওয়ার যদি দেওয়া হয়, এটা পাশ যদি হয়, আমরা ময়ূরাক্ষীতে ১০ টাকা করতে পারবো। কিন্তু আমাদের গভর্নমেন্টের ডিক্লারেশন আছে তাতে ১৯৫৪ সালে সাড়ে ছয় টাকার বেশি হবে না, পরের বছর সাত টাকা বার আনার বেশি, তার পরের বছর ৯ টাকার বেশি হবে না। এটা তো মানতে হবে।

Sj. Bankim Mukherjee:

তাতে অসুবিধা নাই—

which is less than Rs. 10.

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

আমরা ১৯৫৪-৫৫ সালে ৭ টাকা করতে পারবো না, কিন্তু এই এ্যাক্টে সাড়ে নয় টাকা দশ টাকা করতে পারবো। বর্তমান অবস্থায় আমরা কিছুই করতে পারি না। কিন্তু এই এ্যামেন্ডমেন্টে আমরা ১৯৫৫-৫৬ সালে সাত টাকা বার আনা, তার পরের বছর ৯ টাকা, তার পরের বছর ১৯৫৭-৫৮তে ১০ টাকা করতে পারবো এই মর্মে একটা পাওয়ার চাইছি। গভর্নমেন্টের একটা সোলেম ডিক্লারেশন আছে সেটা তো রেসপেক্ট করতে হবে, সুতরাং এখানে আতঙ্কিত হবার কোন কারণ নাই।

Mr. Speaker: This much, Mr. Mukharji, is clear from your statement. This proposed amendment has no application for any canal other than Maurrakshi. Let that be first clear.

Sj. Bankim Mukherjee:

আমার একটা প্রশ্ন হচ্ছে, ৪ বছর ত হয়েছে ক্রপ-কাটিং, তারপর এটাও দেখছি হয়ে আসছে ; কাজেই বিলটা এক বছরের জন্য স্থগিত রাখুন।

[5-30—5-40 p.m.]

Mr. Speaker: I have nothing to say about your concrete suggestions, but I think it is now clear to the members of the House that it is not an open amendment intended to apply to all canals; it is nothing of the kind. It is directed and intended to be made applicable towards one canal and one canal alone, that is, the Mayurakshi Canal, and nothing else.

Sj. Bankim Mukherji: That is understood.

Mr. Speaker: No, you have not heard the speeches.

Sj. Mihirlal Chatterjee:

ময়ূরাক্ষী অঞ্চলের ট্যাক্স কি ১০ টাকার বেশি কোন সময়েই হবে না ?

Mr. Speaker:

আমি ত বললাম ফর দি টাইম বিং আছে এ্যামেন্ডমেন্ট।

Sj. Mihirlal Chatterjee: Pending something for the time being, that is to say, five years. That is the limit of the Act.

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

মেইন এ্যাক্টএর সাব-সেকশন (৬)(এ)তে বরাবর বেঁধে দিয়েছে, ১০ টাকার বেশি কোনদিন হবে না অ নলেস দি লেজিসলেচার স্যাংশনস যদি বৃদ্ধি করতে হয়,

We must come to the legislature and amend this sub-section (6) of section 10 to increase it over Rs. 10.

Mr. Speaker: If you look at this Act you will mislead yourselves because this slip is missing from most of the books—West Bengal Act XXIV of 1954. In the book which is in the Library this little amendment is not there. It is not anybody's fault; it is not up to date. Honourable members will kindly bear in mind hereafter that this is not an open assessment for all canals. It is to be confined to Mayurakshi alone for certain peculiar reasons associated with that canal and nothing else.

Now Shri Tarapada Dey will speak. Mr. Dey, I will also request you to please bear this in mind. We have lost much of our time.

Sj. Tarapada Dey:

মিস্টার স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই বিল এনে এড হক ট্যাক্সের পাওয়ার নিতে চেষ্টা করছেন। উনি সে সম্বন্ধে যে যুক্তি দিয়েছেন, তাতে প্রায় তিন বৎসরের দরকার, সেদিক দিয়ে কোন কিছু না করে, সত্যিকারের কি আয় হচ্ছে, আর আয় হবে কিনা সেসব হিসাব-নিকাশ কোন কিছু না করে, এবং সে সম্বন্ধে কোন কথা না বলে এই ধরণের এড হক ট্যাক্স বসানোর আমরা আপত্তি করি। দু বছরের মধ্যেও তারা সত্যিকারের কোন হিসেব করতে পারেন নি, এজন্য যদি কাউকে দায়ী হতে হয়, তবে তাঁদের যে আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থাই দায়ী, এই কথাটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় মনে রাখবেন। ব্লক ডেভেলপমেন্টের জন্য মাননীয় সেচমন্ত্রী মহাশয়কে বলছি—তাদের যে স্টিল ফ্রেম চলে আসছে সেই স্টিল ফ্রেম না বদলানো পর্যন্ত

আমাদের কোন সুরাহা হতে পারে না। যে আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে তাঁরা চলেছেন সেটা পরিবর্ত্তন করুন। তা না হলে কাজ তাড়াতাড়ি হবে না। যেভাবে কাজ করা উচিত সেইভাবে কাজ না করে তিনি এই যে এড হক ট্যাক্সের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছেন সেই জন্য আমরা এর বিরোধীতা না করে পারি না।

দ্বিতীয় কথা আপনাদের মূল আইনে গ্রস ইনকামের উপর ট্যাক্স বসানোর ক্ষমতা আছে। তা সত্ত্বেও আপনারা আবার এই বিল নিয়ে এসেছেন। আজ আমরা দেখছি কি? এই বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের যাতে কল্যাণ হয় সেইসব ব্যবস্থা কার্যকরী করার দিকে চেষ্টা করার জন্য তাঁরা সময় পান না। কিন্তু তাদের উপর ট্যাক্সের বোঝা চাপানোর বেলায় তাঁদের অবসরের অভাব ঘটে না। মূল আইনে—

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

মূল আইনের ত এমেন্ডমেন্ট করছি না—সেটা এখন আমাদের সামনে নাই। এটা একটা এডইন্টারিম কর ধার্যের ব্যাপার মাত্র—দোজ সেকশনস আর নট বিফোর আস।

Sj. Tarapada Dey:

আমি তাই বলছি মূল আইনে যে গ্রস ইনকামের উপর—

Mr. Speaker:

আমি বার বার আপনাদের বলছি স্কোপ অফ এমেন্ডিং বিলটার প্রতি লক্ষ্য করুন। যে সম্বন্ধে আইন করা হচ্ছে সেটার উপর যে যা খুশী বলুন। মূল আইনটা এখানে আলোচনার বিষয় নয়।

Confine yourself to the amendment. The scope of it is ad hoc tax.

Sj. Tarapada Dey:

আমি বলছি—১০ টাকা যে এড হক ট্যাক্স করছেন, ময়ূরাক্ষীর ব্যাপারে—

Mr. Speaker:

এড হক কথাটা আপনি ঠিকমত ব্যবহার করছেন না।

Sj. Tarapada Dey:

আপ টু রুপিস টেন করতে পারেন। সেদিক দিয়েই বলছি। এই দুঃসময় যখন তাদের ট্যাক্স ছেড়ে দেওয়া উচিত, তা না করে সে জায়গায় ১০ টাকা করে ট্যাক্স ধরার ব্যবস্থা করছেন।

Mr. Speaker:

আপনি কি বলছেন বুঝতে পারছি নে। আপনাদের সংশোধন করতে গেলেই বলবেন স্পীকার ইন্টারাপ্ট করছেন, বাধা দিচ্ছেন। কিন্তু—

If you kindly read the last three lines of the amendment suggested you will find this: "and any amount paid at such rate or rates shall be subsequently adjusted against the amount payable at the rate or rates declared under the first paragraph".

পড়ে দেখুন—

It is an on-account payment.

Sj. Tarapada Dey:

আমি এটা বিবেচনা করেই বলছি—ভবিষ্যতে যদি দেখা যায় ধরা বেশি হয়েছে তখন ফেরত দেবেন?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

তা ট্যাক্স থেকে বাদ যাবে, এডজাস্টেড হবে।

Sj. Tarapada Dey:

যাদের ট্যাক্স দেবারই ক্ষমতা নাই তাদের উপর আরো বেশি ট্যাক্স ধরছেন। আমি মনে করি এইভাবে ট্যাক্স ধরার ব্যবস্থাটা গুরুতর আপত্তিজনক। ডেভেলাপমেন্টের নামে লোকের গ্রস ইনকামের উপর ট্যাক্স ধরার যে নীতি তার আমরা বিরোধীতা করি। আমরা বলি নেট ইনকাম যেটা তার উপরে ছাড়া অন্য কোনরূপে ট্যাক্স ধরবার কোন ক্ষমতা সরকারের হাতে দেওয়া যায় না—

[5-40—5-50 p.m.]

নেট ইনকাম যাদের বেশি তাদের উপর করতে পারেন। আপনারা প্রোগ্রেসিভ ইনকাম-ট্যাক্স করতে পারেন। আপনাদের প্রপার ডিস্ট্রিবিউশন অব ওয়েল্‌থের ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু এসব না করে আপনারা শুধু সমাজতন্ত্রের বড় বড় কথা বলবেন, আর এই ধরণের ট্যাক্স এনে গরীব কৃষকদের সর্বনাশের ব্যবস্থা করবেন। সেজন্য আমি এই এড হক ট্যাক্স তোলবার ব্যবস্থার তীব্র বিরোধীতা করছি।

Sj. Panchugopal Bhaduri:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি সেচমন্ত্রী মহাশয়কে নতুন করে, পরিস্কার করে বক্তব্য পেশ করতে বলেছেন, কিন্তু তারপরে বিলের চরিত্র কিছুমাত্র বদলেছে বলে মনে হচ্ছে না। ১৯৩৫ সালে দেশবাসী বা জনগণের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য যে আমলাতান্ত্রিক আইন হয়েছিল তার একটা প্রগ্রেসিভ এমেন্ডমেন্ট হবে এটাই দেশের লোক আশা করে। কিন্তু আমাদের সামনে যে বিল এসেছে সেটা একটা প্রতিক্রিয়াশীল সংশোধনী মাত্র। আমাদের দেশেতে কিভাবে ট্যাক্স ধার্য হওয়া উচিত তার উপর একটা এনকোয়ারি কমিশন হয়েছিল। ১৯৫৩-৫৪ সালে এই কমিশন অনুসন্ধান করেন যে এ বিষয়ে কি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। ট্যাক্সেবল ক্যাপাসিটি, লিমিটস অব ট্যাক্সেশন সম্পর্কে তাঁদের রিপোর্টের চাপ্টার ৭তে ১৩ থেকে ২০ প্যারার মধ্যে তাঁদের বক্তব্য তাঁরা লিপিবদ্ধ করেছেন। সেখানে দেখবেন যে ট্যাক্সেবল ক্যাপাসিটি আজ যেভাবে এড হক কল্পনা এসেছে সে ক্ষেত্রে তাঁরা বলছেন যে ট্যাক্সেবল ক্যাপাসিটি কি আছে সেটা দেখে ট্যাক্স ধার্য করা উচিত। এখানে ঠিক হচ্ছে যে পরে এডজাস্টেড হবে। কিন্তু কার ট্যাক্স কিভাবে এডজাস্টেড হবে? তারা আজ এডভান্স কোথা থেকে দেবে? কৃষকের কি রিজার্ভ ক্যাপাসিটি আছে যে সে আগে থাকতে দিতে পারে? একজন কোটি কোটি টাকার মিল মালিক সে আগে থাকতে ইনকাম-ট্যাক্স দিতে পারে, কিন্তু একজন চাষীর সে রিজার্ভ নেই। তাকে যদি এইভাবে ট্যাক্স দিতে হয় তাহলে সে সার কিনতে পারবে না, চাষ দিতে পারবে না। কাজেই যেখানে ট্যাক্সেবল ক্যাপাসিটির মধ্যে লিমিটের কথা বলা হচ্ছে সেখানে এমন কোন ট্যাক্স বসান যায় না যাতে প্রডাকটিভ এফোর্টের এফিসিয়েন্সি সাফার করে। এখানে আপনাদের এড হক ট্যাক্সে প্রোডাকটিভ ক্যাপাসিটি এবং এফিসিয়েন্সী দুইই ক্ষতিগ্রস্ত হোতে বাধ্য এবং সেদিক থেকে এটাকে বিবেচনা করা উচিত—যদিও একই জায়গা থেকে বলা হয়েছে যে ট্যাক্সেবল ক্যাপাসিটি ইকনমিক কন্সিডারেশনের উপর হওয়া উচিত। সব থেকে তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে যে ট্যাক্সেবল ক্যাপাসিটি, তার সঙ্গে সঙ্গে এডমিনিস্ট্রেটিভ কোন কিছু প্রয়োজন থাকলে তা হিসাব করতে হবে কিন্তু এডমিনিস্ট্রেটিভ প্রয়োজন এরকম হোতে পারে না—সমস্ত লোকদের অকর্মণ্য নিস্কর্মা বলে গণ্য করে প্রতিদিন তাদের এড়িয়ে গিয়ে শুধুমাত্র এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ প্রয়োজনের খাতিরে আপনি নীতি বিগর্হিত কাজ করলেন, ট্যাক্সেবল ক্যাপাসিটি না থাকা সত্ত্বেও অতিরিক্ত ট্যাক্স ধার্য করে বসলেন তারপরে মৃত, অর্ধভুক্ত কৃষক জমিতে চাষ দিতে পারলো না, সেই কৃষককে আপনি ক্ষতিপূরণ দেবেন? মিঃ স্পীকার, স্যার, এই সঙ্গে আর একটা কথা আমি আপনার কাছে পেশ করতে চাই—সেটা শ্রীহরেকৃষ্ণ কোনার ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছেন—সেটা হচ্ছে, যদিও বারবার একথা উঠে এবং আপনি আমাদের হুঁসিয়ার করে দেন যে এসব কথা যেন আমরা বলি যা এর স্কোপের বাইরে না যায়, কিন্তু এমেন্ডমেন্টের মধ্যে নতুন স্কোপ সৃষ্টি হচ্ছে যে এমেন্ড-মেন্টের দ্বারা কৃষক, কৃষি, খাদ্য এই সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এখানে স্পষ্ট করে বলা দরকার যে কৃষকের দাবী, কৃষির দাবী, দেশবাসীর খাদ্যের দাবী তা মেটানোর জন্য যদি ট্যাক্সেশন করা

হয় তাহলে তাতে সমস্ত দেশবাসীর অংশ গ্রহণ করার প্রয়োজন আছে, কর্তব্য আছে। কিন্তু দেশবাসীর ভেতর কোন অংশের উপর সম্পূর্ণভাবে বা বেশির ভাগ সেটা চাপিয়ে দিলে যাঁ'তা পীড়াদায়ক হয় তাহলে সেটা কৃষিকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে, সেটা খাদ্যসমস্যা সমাধানে সাহায্য করবেনা। কাজেই খাদ্যোৎপাদনের দিক থেকে, কৃষির উৎপাদনের প্রাচুর্যের দিক থেকে, যা'ি এটা হয় তাহলে আমি একথা বলতে বাধ্য যে মাননীয় সেচমন্ত্রীকে আবার ভাল করে ছোট কমিটির রিপোর্ট পড়ে দেখতে হবে এবং তাঁর যে মনোবৃত্তি এই এমেন্ডমেন্টের ভেতর দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে সেই মনোবৃত্তি তাঁকে পরিবর্তন করতে হবে, কারণ সেচ বিভাগ দেশের খাদ্য উৎপাদন বাড়াবার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, কিন্তু সেই সেচ বিভাগের মধ্যে এই জিনিস থাকলে তার মারফত আমাদের দেশের খাদ্য সমস্যার সমাধান হবে না এবং সঙ্কট আরো তীব্র আকারে দেখা দেবে। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি এবং এই বিলকে অপোজ করছি।

Mr. Speaker: The next speaker is Sj. Bankim Mukherjee; he is not in the House. With my permission he has gone out. With the leave of the House, I will wait for him for 2/3 minutes.

[At this stage the Hon'ble Mr. Spaker waited for 2/3 minutes for Sj. Bankim Mukherjee.]

[5-50—6 p.m.]

Mr. Speaker: I am afraid it will not be possible to wait any further for Mr. Mukherjee. So I request the Hon'ble Minister to reply.

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

ময়ূরাক্ষীর কয়েক বছর আদায়টা হচ্ছে না, তারই ব্যবস্থা করবার জন্য এই আইনটা সংশোধন করা হয়েছে। এর মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন যেমন দাশরথিবাবু, ফকিরবাবু—এ'রা বললেন যে দামোদর ক্যানেলে দুই টাকা নয় আনা কর ধার্য্য হয়েছিল, সে কথা আর উঠছে না, কেন না এটা তো দামোদর ক্যানেলের ব্যাপার নয়—এটা ময়ূরাক্ষী ক্যানেলের ব্যাপার। সুতরাং এখানে দামোদর ক্যানেলের কথা আসে না। তবু যদি টেনে আনেন তো বলতে পারি দুই টাকা নয় আনা হয়েছিল, দুই টাকা নয় আনা হবে এই মীমাংসা হয় নি, মীমাংসা হয়েছিল ১ মণ ধান, আর এক মণ খড়। আজকে এক মণ ধানের আর এক মণ খড়ের দাম ময়ূরাক্ষী এলাকায় কত তা আমাদের মিহিরবাবু বলে দিতে পারবেন—তাহলে বোধহয় ১০ টাকার কম হবে না। তারপরে ফসল বাড়ুক বা না বাড়ুক এ আমরা ট্যাক্স আদায় করব—এ কথা চিত্তবাবু বলে গেলেন—সে কথা কোথাও নেই, কেননা ফসল বাড়লে তবে ট্যাক্স হবে এটা সেকশন ৮, সেকশন ৯তে ব্যবস্থা আছে। সেইসব সেকশন আমরা এমেন্ড করছি না। রামানুজবাবু বলেছেন বছরে কোন সময়ে আমরা কর আদায় করব। সে কথা আমার এটায় আসে না। কারণ সাধারণ নিয়মে যে সময় কর আদায় করা হয় এও তেমনি সময়ে হবে। সাধারণতঃ ফসল কাটার পর কর আদায় হয়। রাধানাথবাবু বলেছেন যে ইংরাজ আমলে এর চেয়ে ভাল ছিল, আরও এখন খারাপ করে দিলেন এবং এতে হিসেব নিকেশের বালাই নাই—আমি তাঁকে জানাচ্ছি হিসেব নিকেশের সব বালাই আছে, সেইসব কোরে ফাইন্যাল ফিক্সেশন হবে। আর একজনকে বলেছেন যে জল দেবে না দেবে, শুধু ট্যাক্স আদায় করছি—তাঁকে আমি বলতে পারি জল যেখানে দেওয়া হবে না সেখানে ট্যাক্স আদায়ের কোন ব্যবস্থা নাই। সেখানে এড হক কেন মূল ট্যাক্স আদায় করবার কোন ব্যবস্থাও নেই। মিহিরবাবু যা বলেছিলেন তার সব জবাব দিয়ে দিয়েছি। তাঁর বোধহয় আর কোন প্রশ্ন নেই কেবল এক জায়গায় বলেছেন যে কেন এস্টিমেট তৈরি হয় না। তিনি বোধহয় জানেন যে এ্যাক্টে এবং রুলসে ব্যবস্থা আছে যে চার-পাঁচ বছর ক্রপ-কাটিং না নিলে এস্টিমেট তৈরি হতে পারে না। আর একটা কথা তিনি বলেছেন যে অনির্দিষ্ট কালের জন্য হয়ত এই ট্যাক্স চালিয়ে যাব—তিনি যদি আইনটা দেখেন তাহলে দেখবেন যে পাঁচ বছরের বেশি ট্যাক্স করবার অধিকার নাই। রিফান্ডের কথা বলেছেন। রিফান্ডের কোন কথা নেই। পরে এডজাস্ট করা হবে। বসন্তবাবু জানতে চেয়েছেন যে কবে আমাদের এসেসমেন্টটা ফাইনাল হবে? আমরা আশা করছি এই বছরেই ফাইনাল হয়ে যাবে, তাহলেও ফাইনাল হবার পর চীফ এস্টিমেটিং অফিসার রেটগুলি ডিক্লেয়ার

The motion of Sj. Bankim Mukherji that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 1st October, 1958, was then put and lost.

The motion of Sj. Tarapada Dey that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion theron by the 15th of June, 1959, was then put and a division taken with the following result:—

NOES—114.

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Gokul Behari
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Tudu, Sjta. Tusar
Zia-ul-Huque, Janab Md.

AYES—59.

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Badrudduja, Janab Syed
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bera, Sj. Sasabindu
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhagat, Sj. Mangru
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra

Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Konar, Sj. Hare Krishna
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Majl, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mondal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Satkari
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Naskar, Sj. Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Sen, Sj. Deben
Sengupta, Sj. Niranjan

The Ayes being 59 and the Noes 114 the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji that the Bengal Development (Amendment) Bill, 1958, be taken into consideration, was then put and agreed to.

Clause 1

The question that clause 1 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 2

Sj. Jagannath Kolay: Sir, I beg to move that in clause 2:—

(i) after the words "the State Government may", the words "subject to the provisions of sub-section (6)", be inserted.

(ii) the words "not exceeding rupees ten per acre per annum" be omitted

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji: I accept the amendment.

[6—6-10 p.m.]

Sj. Bankim Mukherji: On a point of order, Sir. Before you accept the amendment

আমার পয়েন্ট অব অর্ডার হচ্ছে--এই যে স্টেটমেন্ট অব অবজেকক্টস এ্যান্ড রিজনসে বলা হচ্ছে যে যেহেতু গভর্নমেন্টের এখনো পর্যন্ত মেসিনারী নাই এই সমস্ত জিনিস কালেক্ট করে নেবার জন্য, সেইহেতু তারা একটা মোটামুটি ১০ টাকা স্থির করছেন। যতদিন ডাটা প্রভৃতি থেকে মোট ট্যাক্স ধার্য করতে না পারেন, ততদিন পর্যন্ত এই এড হক ট্যাক্স রেট ধার্য করছেন। কিন্তু যেহেতু কোলে মহাশয়ের এমেন্ডমেন্ট নিয়ে নেওয়া হবে, তার মধ্যে যেটুকু সেকশন ৬এর মধ্যে আলাদা আছে, যে সময়ের মধ্যে ডিলিট করবার কথা আছে সেটা যদি উল্লেখ নাও রাখেন, তা না থাকলে পরেও বলতে পারে, সেটা দিলে পরে ওটা ক্লিয়ার হয়ে যায়। ১০ টাকা দেবার জন্য দাঁড়িয়েছে কি—

"provided further that pending the declaration of any rate or rates under the first paragraph, the State Government may, by notification, declare such rate or rates as it deems suitable and thereupon improvement levy shall be paid.

অর্থাৎ রুপিজ ১০ উঠে গেল। তার মানে হচ্ছে, গভর্নমেন্ট তাহলে পরে—
may by notification declare such rate or rates
সে আগেও ছিল গভর্নমেন্ট বাই নটিফিকেশন......

অর্থাৎ সেখানে ডিফিকাল্টি ছিল যে গভর্নমেন্টকে রেট অর রেটস ডিক্লেয়ার করতে হতো। তার আগে কতকগুলি কাজ করতে হবে—ডাটা প্রভৃতি কালেক্ট করে নিয়ে করতে হবে। আর এখন বলছেন গভর্নমেন্ট সেগুলি না করে রেট অর রেটস ঠিক করবেন এবং সেটা বছরে বছরে ঠিক করবেন। তাদের এই ক্ষমতা রইল যখন, তখন, এই এমেন্ডমেন্টের পারপাস কি? তার পারপাস হচ্ছে তাঁরা যেহেতু বছরে বছরে রেট ঠিক করতে পারছেন না, তাই এই এড হক রেট ঠিক করছেন। এতে পরিষ্কার গভর্নমেন্ট তাঁর অক্ষমতা স্বীকার করছেন। প্রতি বছর তাদের ন্যায্য রেট ঠিক করবার ক্ষমতা নাই—এই অজুহাতে তারা ১০ টাকা ফিক্সড রেট করছেন। সেই দশ টাকা ফিক্সড রেট ঠিক করলেও গভর্নমেন্ট বছরে বছরে ন্যায্য রেট ঠিক করতে পারবেন। এই এমেন্ডিং বিলের যে পারপাস, তা মিঃ কোলে তাঁর এমেন্ডমেন্ট দ্বারা সেই পারপাস নালিফাই করেছেন, এই এমেন্ডিং বিলের পারপোসটা নালিফায়েড হয়ে যাচ্ছে মিঃ কোলের এমেন্ডমেন্টএর দ্বারা।

Mr. Speaker: There are other amendments which can be moved.

Sj. Mihirlal Chatterji: Sir, I beg to move that in clause 2, lines 3 and 4, the words "and shall be deemed always to have been inserted" be omitted.

Sir, I also beg to move that in clause 2, in the proposed proviso, line 1, after the words "further that" the words, "where there is no dispute about supply of water," be inserted.

Sir, I also beg to move that in clause 2, in the proposed proviso, line 3, after the word "Government" the words "after consulting the elected members of the Legislature representing such notified area" be inserted.

Sir, I also beg to move that in clause 2, in the proposed proviso, line 3, after the word "declare" the words "for the year" be inserted.

আমি আমার এমেন্ডমেন্ট প্রসঙ্গে এই কথা বলতে চাই, যে সরকার চেষ্টা করছেন এই আইনটাকে রেট্রস্পেক্টিভ এফেক্ট দেবার জন্য। অর্থাৎ সরকার এ পর্যন্ত ট্যাক্স ধার্য করতে পারেন নি। ট্যাক্স ধার্য করবার মত যেসমস্ত পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে, সেই সমস্ত পদ্ধতি তাঁরা অবলম্বন করেন নি। কি পরিমাণ ইনক্রিজড ইল্ড হল, তা ধার্য করেন নি। কি পরিমাণ ইনক্রিজড ইল্ড হলে, ট্যাক্স ধার্য করবেন, তা তাঁরা জানালেন না এবং রেট কি হবে, তাও সরকার জানালেন না। সুতরাং এতসব না জানানর পরে, হঠাৎ যদি এই সংশোধন সরকার নিয়ে আসেন, যে সরকারের ইচ্ছামত যা খুশী ট্যাক্স ধার্য করে দিতে পারবেন, তাহলে আমাদের সেখানে নিশ্চয়ই বিরোধিতা আছে। নীতির দিক দিয়ে আমি সম্পূর্ণ এর বিরোধী। যদি কেবলমাত্র ভবিষ্যতের জন্য সরকার ক্ষমতা চাইতেন, তাহলে হয়ত সমর্থন করা যেতে পারত। কিন্তু আমার মনে হয় এটা ভবিষ্যতের জন্য নয়। অতীতে এ পর্যন্ত যে জায়গায় জল দেওয়া হয়েছে, তার উপর এই ট্যাক্স ধার্য করবার ব্যবস্থা হচ্ছে। কিন্তু সেই জলে কি পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হল, তা নির্ণিত হয় নি, সেই ফসলের কি মূল্য তা নির্ণিত হল না, সেই উৎপন্ন ফসলের উপর কি হারে ট্যাক্স ধার্য করা উচিত তা নির্ণিত হল না। কাজেই রেট্রস্পেক্টিভ এফেক্ট দেওয়ার ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ বিরোধী। আমার ধারণা মূল আইনে কোন জায়গায় কন্টেম্প্লেশন ছিল না যে সরকার যেমন ইচ্ছা ট্যাক্স ধার্য করে দেবেন এবং সেই ট্যাক্স ধার্য করবার জন্য রেট্রস্পেক্টিভ এফেক্ট দেবেন। আজকে ১৯৫৮ সালে জুলাই মাসে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় রেট্রস্পেক্টিভ এফেক্ট দেবার জন্য একটা এমেন্ডমেন্ট নিয়ে এসেছেন। আমি এই রেট্রস্পেক্টিভ এফেক্ট দেওয়ার সম্পূর্ণ বিরোধী। সরকারী কাজের গাফিলতির জন্য যে বিভিন্ন পদ্ধতি কার্যকরী হয় নি সে কথা মন্ত্রী মহাশয় বলেন নি। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন সরকারের দিক দিয়ে কোন গাফিলতি হয় নি। তাহলে ময়ূরাক্ষীর ট্যাক্স ধার্য করবার জন্য ক্যানাল এলাকায়, ডেভেলপমেন্ট এরিয়া বলে যেসমস্ত

স্থান নোটিফাই হয়েছে সেখানে গত ৯ বছরে কি ধরনের উন্নতি হয়েছে তা তিনি জানাতে পারতেন। ১৯৫৪-৫৫ সালে সরকার কি পরিমাণ জল দিয়েছেন এবং তাতে কি পরিমাণ ইল্ড হয়েছে তা সরকার অফিসিয়ালি বা নন-অফিসিয়ালি কোন দিন আমাদের জানান নি। তারপর ১৯৫৫-৫৬ সালে যে জল দিয়েছিলেন, তাতে ঐ এরিয়াতে কি পরিমাণ ইনক্রিজড ইল্ড পার একার হয়েছে তাও জানাতে পারলেন না। তারপর ১৯৫৬-৫৭ সালে যে জল দিয়েছেন, তাতেই বা কি পরিমাণ ইনক্রিজড ইল্ড হয়েছে তাও তাঁরা জানাতে পারেন নি।

[6-10—6-20 p.m.]

১৯৫৬-৫৭ সালে যে জল দিয়েছেন তাতে কি পরিমাণ ফসল হল তা আমাদের জানা নাই। ১৯৫৭-৫৮ সালে যে জল দিয়েছেন তারজন্য কি ডেভেলপমেন্ট হল সেটাও সরকার জানতে পারলেন না। বর্তমানে ময়ূরাক্ষীর নোটিফাইড এরিয়াতে ময়ূরাক্ষী জলে বছর বছর কি পরিমাণ উৎপাদন হয়েছে সেটা সরকার জানাতে পারেন না কেন? কি ইনক্রিজড ইল্ড হয়েছে তাও জানতে পারেন না। সরকারের কাজের যে গাফিলতী হয়েছে, সরকারী কাজে যদি কোন অযোগ্যতা থাকে, তার জন্য পেনালাইজ করা হবে মানুষকে এই ধরনের আইনের দ্বারা? এমেন্ডমেন্ট মন্ত্রী মহাশয় যা নিয়ে এসেছেন, কেন এনেছেন আমি বুঝি না। আমার মনে হয় এই যে এমেন্ডমেন্ট মন্ত্রী মহাশয় নিয়ে এসেছেন সেটাকে যদি ভবিষ্যতের জন্য বলতেন তাহলে কংগ্রেস পক্ষের সমর্থন করার পেছনে যুক্তি খুঁজে পেতাম। কিন্তু ভবিষ্যত তো দূরের কথা—৩-৪-৫ বছর আগে যে জল দেওয়া হয়েছে—সরকার সেই জলের ট্যাক্স এতদিন পর আদায় করতে চান কোন তথ্যাদি সরবরাহ না করে। হঠাৎ মন্ত্রী মহাশয় আইন নিয়ে এসে বলছেন, ৪-৫ বছর আগে যে জল দিয়েছেন তাতে কি ইনক্রিজড ইল্ড হল তার কোন ডাটা কোন কিছু হিসাব নিকাশ সংগ্রহ করতে এতদিনেও পারেন নি। অথচ হাউসের সামনে নিয়ে এলেন এই দাবী যে, দশ টাকা রেটে আমরা ট্যাক্স ধার্য করবো। এই হাউস সম্মতি দেবে রেট্রস্পেকটিভ এফেক্টে ট্যাক্স ধার্য করার, এটা কখনো হতে দিতে পারি না।

Mr. Speaker: It seems the liability is a growing liability. The liability to pay the water rate is there—it is not retrospective from that point of view. Ordinarily what do we mean by retrospective statute? We make a statute today and we say that this statute will apply retrospectively, i.e., not only from the day on which it is passed but from the past. But here the liability to pay the water rate is there. Therefore, it is not a question of retrospective effect.

Sj. Mihirlal Chatterjee:

স্যার, এই যে এড হক ট্যাক্স মন্ত্রী মহাশয় ধার্য করতে চান এটাকে রেট্রস্পেক্টিভ দেবার আমি বিরোধী। এটা, স্যার, রেট্রস্পেক্টিভ নিশ্চয়ই হবে, কারণ গেল বছর যে জল দেওয়া হয়েছে তার জন্যও তো দিতে হবে ট্যাক্স।

Mr. Speaker: No sooner you take the water, you incur the liability to pay the water-rate.

Sj. Mihirlal Chatterjee:

লায়েবিলিটি বছর বছর বেড়ে যাচ্ছে। ইনকাম-ট্যাক্সের যে এ্যাসেসমেন্ট হয়—আগেকার বছরে যা দেওয়া হয়েছে সেই বেসিসে এবং দেট ইজ সাবজেক্ট টু এডজাস্টমেন্ট। কিন্তু এই ক্ষেত্রে, ময়ূরাক্ষীর ক্ষেত্রে কোন সময় এখন পর্যন্ত কোন ট্যাক্স ধার্য করা হয় নি, সরকার কোন বেসিসে ক্যালকুলেশন ধার্য করতে পারেননি, ইল্ড পার একার কত সরকার ঠিক করতে পারলেন না, কি করে ক্যালকুলেশন হবে?

Mr. Speaker: But it has been made clear that the tax will have to be paid.

Sj. Mihirlal Chatterjee:

স্যার, পিপল ট্যাক্স দেবে না একথা তো বলে নি? আমার প্রশ্ন হচ্ছে, ১৯৫৮ সালের জুলাই মাসে যে এড হক ট্যাক্স ধার্য করে নিচ্ছেন সে অধিকার সরকারকে দেওয়ায় আমি বিরোধিতা করছি, দেওয়া যেতে পারে না।

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

এই পয়েন্ট ক্লিয়ার হওয়া দরকার। গভর্নমেন্ট যে রকম ডিক্লেয়ার করেছেন তাতে ১৯৫৬-৫৭ সালে একটা রেট ডিক্লেয়ার করেছেন, আবার ১৯৫৭-৫৮ সালে আর একটা অর্থাৎ সাড়ে ছয় টাকা, সাত টাকা, ৯ টাকা এইরকমভাবে এই আইন পাশ হলে পুরান একটা লায়েবিলিটি ১০ টাকা হতে পারবে।

Mr. Speaker: As far as I have understood, it would be an average.

Sj. Mihirlal Chatterjee: There is no question of average. Different rates may be fixed for different classes of lands in the same village.

[6-20—6-30 p.m.]

Sj. Hare Krishna Konar:

আমার সংশোধনটা পড়ছি:—

I beg to move that in clause 2, in the proposed proviso, line 5, for the word "ten" the words "five and annas eight" be substituted.

আমার বক্তব্য হ'ল—যে কথা আগে বলেছি যে, নীতিগতভাবে আমি এই আইনের বিরোধী। অনেক সদস্য বলেছেন কোন সংকট নাই। তাই এ'রা খুশীমত যা হয় চাপিয়ে দেবেন—এটা অন্যায় বিশেষ কোরে যখন এই বছর ফুড ক্রাইসিস চলছে। আমি জগন্নাথ কোলে মহাশয়ের এমেন্ডমেন্টের বিরোধী। যদিই বা কিছু ট্যাক্স করেন তা হলে তার আপার লিমিট থাকা দরকার। ১৯৫৪ সালে যে এমেন্ডমেন্ট করা হয়েছে তাতে আছে যে ক্রপ যা বাড়বে তার ৫০ পারসেন্ট পর্যন্ত হতে পারে, এবং সেটা কোন অবস্থায়ই ১০ টাকা এক্সিড করবে না। কিন্তু যেহেতু এটা এড ইন্টারিম বা অস্থায়িভাবে করা হচ্ছে তাই সেটা আরো কমই রাখা উচিত। গত ২৩ বছর ধরে দামোদর অঞ্চলে যে কর চলছে তার বেশি কেন হবে? দামোদরে ক্যানাল কর নিয়ে আন্দোলন চলেছিল, মাননীয় মিঃ সত্তার এ সম্বন্ধে জানেন এবং যে ট্যাক্স প্রথমে বাড়ে পরে সেটা কমে যায়। পরে আবার বাড়ে।

যে কারণেই হউক আজকে ধানের দর কিছু থাকায় কৃষকেরা আপত্তি করে না, তারা সাড়ে পাঁচ টাকা মেনে নিয়েছে। ময়ূরাক্ষীতে এড হক কর ধার্যের সময় যে ট্যাক্স প্রচলিত হয়ে রয়েছে একটা ভিন্ন এলাকায়, তার বিরুদ্ধে যাওয়া ও বেশি করা কোন মতে উচিত নয়। তাই দামোদর অঞ্চলে যেটা আছে সাড়ে পাঁচ টাকা, যদিও মনে করি তার চেয়েও কম হওয়া উচিত, তবু আমি সেইটার জনাই সংশোধন প্রস্তাব দিয়েছি। আমি অনুরোধ করব এটা গ্রহণ করে নিন। সঙ্গে সঙ্গে মাননীয় স্পীকার মহাশয়ের মারফত বিশেষ কোরে বীরভূমের কংগ্রেস এম এল এ সদস্যদের কাছে অনুরোধ করব যে তাঁরা যেন মনে রাখেন যে অজয়বাবু তমলুক থেকেই দাঁড়াবেন; কিন্তু ময়ূরাক্ষীর ট্যাক্সের ফল ভোগ করতে হবে আপনাদের। আমি বলব আপনারা অন্ততঃ আগামী এক মাসের মধ্যে পাবলিক মিটিং ডাকুন, এবং সেখানে গিয়ে জনগণকে বলুন যে তাদেরই ভালর জন্য এত বেশি ট্যাক্স করেছি এবং এটা করব। সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখবেন গত নির্বাচনে কি হয়েছে। গত ১০ বছর—১৫ বছর ক্যানাল নিয়ে কি আন্দোলনই না বর্ধমান অঞ্চলে হয়েছে। সেটা মনে রাখবেন এবং এই আইনের পক্ষে ভোট দেবার সময় সেই কথা বিবেচনা করবেন।

Sj. Chitto Basu: Sir, I beg to move that in clause 2, in the proposed proviso, line 3, after the word "notification" the words "after proper hearing of the objections filed within specified period" be inserted.

Sir, I also beg to move that in clause 2, in the proposed proviso, line 5, for the word "ten" the word "six" be substituted.

মিঃ স্পীকার, স্যার, বেশি বলবার প্রয়োজন নেই। কারণ ফার্স্ট রিডিংএ আমি এর উপর যথেষ্ট বক্তব্য রেখেছি। তবে আজকে আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে এবং হাউসের কাছে বলা দরকার যে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন আমরা গ্রহণ করতে চলেছি, যে সংশোধন গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে মনে হয় যে সমগ্র কৃষক সম্প্রদায়ের উপর বড় রকম আক্রমণ উদ্যত হয়ে আসছে। মূল আইনে ছিল যখন এস্টিমেট করা হবে সেখানে ৮(১) ধারা অনুসারে তারা আপত্তি দাখিল করতে পারত। তারজন্য প্রেসক্রাইবড ফরমও ছিল, তার মধ্য দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের ভিতর সেই অঞ্চলের মানুষেরা আপত্তি দাখিল করতে পারত। মূল আইনে এই ধারাও দেখি যে রেভিনিউ বোর্ডের সামনে যখন হাজির হন তখনও আপত্তি দাখিল করতে পারত। তখন তাঁরা সেই আপত্তি বিবেচনা কোরে চূড়ান্তভাবে সেখানে কর ধার্য করতে পারেন। কিন্তু বুঝতে পারি না যে মূল আইনের এই ধারায় যে স্পিরিট আছে তার আপত্তি দাখিল করতে দেবার, শোনবার এবং বিবেচনা করবার জন্য কেন রাখা হবে না। কাজেই আমি আমার সংশোধনের মধ্য দিয়ে সেটা এই সংশোধনের মধ্য দিয়ে সেই কথাই বলেছি যে এই ধরনের এড হক বা ইন্টারিম রেট যদি নির্ধারিত হয় তার আগে অন্ততঃপক্ষে সেখানকার কৃষকদের এই এড হক বা ইন্টারিম রেট যে কি তা বুঝতে দেবেন, এবং সেই রেট তাদের দেবার যোগ্যতা বা ক্ষমতা আছে কিনা। সেইভাবে এড হক বা এড-ইন্টারিম সম্বন্ধে মতামত দেবার সুযোগ কৃষকদের দেওয়া উচিত। তা না হ'লে সমগ্র আইনের যে স্পিরিট, সমগ্র আইনে যে সুযোগ কোরে দেওয়া হয়েছে তা হরণ করা হয়েছে ব'লে মনে করবে। কাজেই আপনারা বিবেচনা করতে পারেন, মূল আইনের সামগ্রিক স্পিরিটকে ধ্বংস কোরে দিয়ে আর একটা সংশোধন আসতে পারে কিনা যে সংশোধন সামগ্রিকভাবে মূল পদ্ধতির কথা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষভাবে বিরোধী।

আমার ২০ নম্বরে রেট কমিয়ে ৬ টাকার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ যেখানে ১০ টাকা সেখানে আমি বলছি নট এক্সিড রুপিজ ৬। আমি মনে করি উৎপাদন বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে কৃষকদের ইন্সেন্টিভ দেবার জন্য, খাদ্য সমস্যার সমাধানে তাদের ইন্সেন্টিভ দেবার জন্য এড হক ইন্টারিম রেট কমাবার কথা নিশ্চয় মন্ত্রী মহাশয় চিন্তা করবেন। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

মিহিরবাবু রেট্রস্পেকটিভ এফেক্ট দেওয়া উচিত নয় বলেছেন, আমার এমেন্ডমেন্টে এড-ইন্টারিমটা রেট্রস্পেকটিভ এফেক্ট দিতে চাচ্ছি। উনি যদি এড ইন্টারিম রেট্রস্পেকটিভ দিতে না চান তাহলে আসল যে ট্যাক্স সেটার রেট্রস্পেক্টিভ বন্ধ করতে পারবেন না। আমার এই সংশোধনটার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে একসঙ্গে জমে যাতে না যায়। এক বছরের ট্যাক্স করার জন্য এমেন্ডমেন্ট করার প্রয়োজন ছিল না, কাজেই মিহিরবাবুর সংশোধন আমি গ্রহণ করতে পারি না। হরেকৃষ্ণবাবু সাড়ে পাঁচ টাকার কথা বলেছেন। কিন্তু সাড়ে পাঁচ টাকা যদি ইন্টারিম রেট হয় তাহলেও বছর বছর কিছু কিছু বাকি থাকবে এবং এক সঙ্গে অনেক টাকা জমে যাবে। আমি এখানে একটু আগে বলেছি যে আমরা এক বছরে সাড়ে ছয় টাকা, আর এক বছরে পৌনে আট টাকা, অন্য বছর ৯ টাকা এবং এক বছরে ১০ টাকার বেশি নেব না আইনে যদিও আমাদের বেশি টাকা ধার্য করবার ক্ষমতা থাকে। এই প্রতিশ্রুতি গভর্নমেন্ট দিয়েছেন। অতএব তাঁর যুক্তি খাটে না বলে মনে হয়। তারপর, দামোদরের সঙ্গে তুলনা দেখিয়ে বলছেন যে সেখানে যা চলেছে সেটাই নাকি এখানে ধরে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তিনি একটু দূরে গিয়ে ময়ূরাক্ষী যদি দেখতেন তাহলে দেখতেন যে সেখানে ১০ টাকা চলছে। ময়ূরাক্ষীতে আমাদের ইরিগেশান এ্যাক্ট অনুসারেই ১০ টাকাই চলছে। সুনীলবাবু, বসন্ত পান্ডা মহাশয়, মিহিরবাবু ইত্যাদি আর কেউ ১৪, ১৫নং মুভ করেন নি।

Sj. Bankim Mukherjee:

সাড়ে পাঁচ টাকা নয়, সাড়ে ছয় টাকা নয়, ১০ টাকাও নয়, তাহলে রইল কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

ঐ যে সাব-সেকশন (৬) অব সেকশন ১০তে আছে ১০ টাকা পর্যন্ত হতে পারে, ১০ টাকার বেশি আমরা করব না।

Mr. Speaker: You will find in the original Act there is a definite clause—it shall not exceed Rs. 10. Therefore, you can be assured of that assurance which is mentioned in the record that in any event it is not going to exceed Rs. 10.

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

আমি একটা ক্লারিফিকেশন চাচ্ছি, সেটা হচ্ছে যেটা নট এক্সিডং রুপিজ ১০ আছে, ধরুন ১০ টাকা ফিক্স করলেন, আইনতঃ তিন-চার বছরের জন্য আপনি তা আদায় করতে পারেন।

Mr. Speaker:

সেকশন ৮তে এভারেজ আছে, সেকশন ৮টা দেখুন—রিড সেকশন ৮।

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

আমার কথা হচ্ছে, বিভিন্ন যে রেট আছে সেই রেট ও'রা আদায় করেন সাড়ে ছয় টাকা, সাত টাকা বার আনা, নয় টাকা এবং দশ টাকা। কিন্তু মন্ত্রী মহাশয়ের এই হাউসে প্রতিশ্রুতি একটা জিনিস, আর আইন একটা জিনিস। এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে, আইনের যে ল্যাংগোয়েজ তাতে এম্‌পাওয়ার করা হচ্ছে। আইনের ল্যাংগোয়েজে এম্‌পাওয়ার করা হচ্ছে যে ১০ টাকার বেশি হবে না। ধরুন ১০ টাকা যদি এনাউন্স করেন, তাহলে সেটা ফিক্স করলেন এড্‌-ইন্টারিম ব্যবস্থা অনুযায়ী রেট্রস্পেকটিভভাবে যে লায়েবিলিটি হবে, সেই লায়েবিলিটি এ্যাট দি সেম টাইম কি রেটে হবে—এ্যাট হোয়াট রেট? সে রেট ফিক্স করবেন, এ্যাট দ্যাট রেট আদায় করবেন। এখানে ওয়ার্ড অব অনার দিচ্ছেন সাড়ে ছয় টাকা, সাত টাকা বার আনা ইত্যাদি।

Mr. Speaker: Mr. Chowdhury, there is no fixation of anything. It is some sort of interim arrangement subject to adjustment. The realisation in no event is to exceed Rs. 10.

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে এর পরে যে রিয়ালাইজ করবেন, আগের যা এ্যানাউন্সড রেট ছিল—সাড়ে ছয় টাকা রেট সেটা সাড়ে ছয় টাকা নেবেন, যেটা সাত টাকা বার আনা রেট সেটা সাত টাকা বার আনা নেবেন, নয় টাকা, সেটা নয় টাকা নেবেন ইত্যাদি; এগুলি হচ্ছে প্রতিশ্রুতি কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যে এটা 'ল' হয়ে গেলে তারপরে কি করে এগুলি ইম্পিমেন্ট করবেন?

Mr. Speaker:

'ল'-এ দশ টাকা এক্সীড করবে না।

I am now putting the amendment of Mr. Jagannath Koley to vote.

Sj. Hare Krishna Konar:

আমি স্যার, একটা পয়েন্ট অব অর্ডার তুলছি। যে এমেন্ডমেন্টটা মিনিস্টার এক্সসেপ্ট করেছেন সেটা আপনি প্রথমে তুলছেন। আমার কথা হচ্ছে যে সেটার উপর আগে ভোট হোতে পারে না। জগন্নাথবাবুর এমেন্ডমেন্টটা যদি এক্সসেপটেড হয় তাহলে আমাদের এ্যামেন্ডমেন্টগুলি আর আসতে পারে না।

Mr. Speaker: Let me tell you, Mr. Konar, that is not the rule. The Speaker may put any amendment to vote but since you want your amendment to be placed before the House first I am doing it. Do not think there is anything in your point of order: there is nothing.

I am putting to vote all the amendments.

The motion of Sj. Mihirlal Chatterjee that in clause 2, in the proposed proviso, line 3, after the word "Government" the words "after consulting the elected members of the Legislature representing such notified area" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Chitto Basu that in clause 2, in the proposed proviso, line 3, after the word "notification" the words "after proper hearing of the objections filed within specified period" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Mihirlal Chatterjee that in clause 2, in the proposed proviso, line 3, after the word "declare" the words "for the year" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Chitto Basu that in clause 2, in the proposed proviso, line 5, for the word "ten" the word "six" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Hare Krishna Konar that in clause 2, in the proposed proviso, line 5, for the word "ten" the words "five and annas eight" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Mihirlal Chatterji that in clause 2, lines 3 and 4, the words "and shall be deemed always to have been inserted" be omitted, was then put and a division taken with the following result:—

NOES—107.

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Bouri, Sj. Nepal
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Gokul Behari
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Diggpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi

Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Doloi, Sj. Harendra Nath
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Shikari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Zia-ul-Huque, Janab Md.

AYES—56.

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Badrudduja, Janab Syed
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bera, Sj. Sasabindu
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chatteraj, Sj. Radhanath
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Preva
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Konar, Sj. Hare Krishna
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumder, Dr. Jnanendra Nath
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Satkari
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Naskar, Sj. Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Ray, Dr. Narayan Chandra

Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. J[illegible]
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Rabindra Nath
Sen, Sj. Deben
Sengupta, Sj. Niranjan

The Ayes being 56 and the Noes 105 the motion was lost.

The motion of Sj. Jagannath Kolay that in clause 2:—

(i) after the words "the State Government may", the words "subject to the provisions of sub-section (6)", be inserted;

(ii) the words "not exceeding rupees ten per acre per annum" be omitted,

was then put and agreed to.

The question that clause 2, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Preamble

The question that the Preamble do stand part of the Bill was then put and agreed to.

[6-40—6-50 p.m.]

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji: Sir, I beg to move that the Bengal Development (Amendment) Bill, 1958, as settled in the Assembly, be passed.

Sj. Mihirlal Chatterjee:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই বিলের সেকেন্ড রিডিংএ আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী মহাশয়কে কয়েকটা কথা জানাতে চাই। এই বিল যেভাবে গৃহীত হতে চলেছে তাতে একথা বলা অযৌক্তিক হবে না যে, চাষীদের প্রতি অবিচার হওয়ার সম্পূর্ণ আশংকা রয়ে গেল। ১৯৫৪ সাল থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত ময়ূরাক্ষী ক্যানাল এরিয়ার কত জায়গায় জল পৌঁছায় নি তার ঠিক ঠিকানা নেই। আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় জানি এমন বহু জায়গা আছে যে জায়গার লোক ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টকে জানিয়েছে যে, যদিও আমাদের অমুক অমুক জমি ডেভেলপমেন্ট এলাকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাহলেও এই সমস্ত জমিতে আমরা জল পাই না। আমরা আইন পাস করে দিচ্ছি ডেভেলপমেন্ট এলাকার যেকোন জমিতে সরকার ১০ টাকা পর্যন্ত ট্যাক্স ধার্য করতে পারেন, কিন্তু ডেভেলপমেন্ট এলেকায় এমন বহু জায়গা আছে, এমন বহু গ্রাম আছে যেসমস্ত জায়গায় সরকার জল দিতে পারেন নি। এটা সরকার অনেক জায়গায় স্বীকার করেন, অনেক জায়গায় অস্বীকার করেন। কাজেই কি পরিমাণ ফসল উৎপাদন হল সেটা নির্ধারিত করা হল না অথচ ১০ টাকা পর্যন্ত কর ধার্য করে দেওয়া হল এটা কোন মতেই নীতিসঙ্গত হতে পারে না। তাই আগে অনুসন্ধান করা উচিত কোন কোন এলেকায় ডেভেলপমেন্ট এলেকার অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও জল পায় নি। আমি জানি অনেক এলেকার লোক মন্ত্রী মহাশয়কে জানিয়েছে যে, যে পরিমাণ জল পাওয়া প্রয়োজন তারা সেই পরিমাণ জল পায় নি। এমন হয়েছে যে সেচবিভাগ একবার হয়ত জল দিতে পেরেছেন, দ্বিতীয়বার পারেন নি। আবার এমনও দেখা গিয়েছে আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসেও অনেক জায়গার লোক জল পায় নি। তাই আমি মন্ত্রী মহাশয়কে বলব যে, এই কর আদায় করাই যদি সরকারী নীতি হয় তাহলেও যথেষ্ট অনুসন্ধান না করে, কোন গ্রাম জল পেল কি না পেল সেই সমস্ত বিষয় ভাল করে অনুসন্ধান না করে, ভালকরে সার্ভে না করে এই কর ধার্য করা ঠিক হবে না। আইনসভা থেকে অধিকার পেয়েছি সুতরাং আমার জ্ঞানবুদ্ধিমত এই আইন ব্যবহার করব একথা বলা হয়তো ঠিক, কিন্তু আমি

[6-50—7 p.m.]

Sj. Bankim Mukherji:

মাননীয় সভাপতি মহাশয়, এই নতুন আইনটা পেশ করে আমার মনে হয় যে গভর্নমেন্ট তাঁদের নিজের বিভাগের অলসতা ও অকর্মণ্যতাকে আরও একটু পুষ্ট করলেন। অর্থাৎ যে কথা মিহিরলাল চ্যাটার্জি মহাশয় বললেন আর এক বছর, দেড় বছর পরে, তাঁদের এস্টিমেট করা ঠিক হয়ে যেত এবং তারপর ট্যাক্স ধার্য করলে পর কোন কিছু অসুবিধা হত না। কিন্তু আজকে এই বিল পাস করবার পর আর তাঁদের কোন তাগিদ থাকবে না এস্টিমেট করবার। কেন না, এড হক ১০ টাকা করবার দিকে তাঁরা আইন পাস করে নিলেন। ডেভেলপমেন্ট এ্যাক্টের ১০ ধারা অনুযায়ী তাঁদের যে কর্তব্যগুলি ছিল—যে সত্যি সত্যি কি উন্নতি হয়েছে বা না হয়েছে, তা দেখে এস্টিমেট করা, কিন্তু এখন আর তার দিকে তাঁদের কোন তাগিদ থাকবে না। অর্থাৎ এ পর্যন্ত যে জিনিসগুলি ডেভেলপমেন্ট এ্যাক্টে ছিল, সেগুলি না করলে পর, তাঁরা কোন ট্যাক্স ধার্য করতে পারছিলেন না, এখন আর তার প্রয়োজন রহিল না। এ পর্যন্ত যে লেথার্জী, অলসতার ভিতর বিষয়টা এগিয়েছে, এর পর বিভাগের আরও অলসতা এবং অকর্মণ্যতাকে সুযোগ দেবে। এই একটা দিক আমরা দেখতে পাচ্ছি, বিলটা পাশ করবার ফলে দাঁড়াবে।

তারপর দ্বিতীয় জিনিস মাননীয় সেচমন্ত্রী মহাশয় যখন থেকে এখানে এসেছেন, আমরা দেখছি, তাঁর এই ১০ টাকা নেবার প্রতি একটা যেন মোহ আছে, যেমন করে হোক একর প্রতি ১০ টাকা লাগাতেই হবে ; এবং লাগিয়ে ছিলেন ময়ূরাক্ষীর উপর। তখন সেটা ছিল, লোকের ফ্রি, ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, এই কর আদায় হবে। কিন্তু যখন সেটা কার্যকরী হল না, তখন তাঁরা কাঁদতে আরম্ভ করলেন এই বলে যে, বিরোধী পক্ষের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কৃষকরা জল নিচ্ছেন না, এবং এতে ময়ূরাক্ষীর বড় ক্ষতি হচ্ছে। তাঁরা যা মনে করেন, কৃষকরা তা মনে করে না। তারা দেখছে যে ১০ টাকা দিয়ে জল নেওয়া তাদের পক্ষে লাভজনক নয়।

তারপর তারা আর একটা নতুন আইন করে ১০ টাকা ধার্য করলেন এবং তাতে বলা হল—তুমি জল নাও বা না নাও, যেখান দিয়ে ক্যানাল গিয়েছে, সেখান থেকে ১০ টাকা করে জল কর আদায় করা হবে। এর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড রকম বিক্ষোভ ও আন্দোলন হয়েছে এবং এখনও চলছে। স্পীকার মহাশয়, আপনি জানেন যে শীতকালে ময়ূরাক্ষী থেকে জল নিতে হলে, সাড়ে বার টাকা করে একটা লিজ করা হয়। যারা রবিশস্যের জন্য জল নিতে চান ময়ূরাক্ষী থেকে তাদের সাড়ে বার টাকা করে ট্যাক্স দিতে হয় এবং ইরিগেশন এ্যাক্ট অনুসারে ১০ টাকা একর প্রতি তাও নেওয়া হয়। যেখানে ইরিগেশন এ্যাক্ট প্রযোজ্য হয় না, সেখানে আদায় করতে পারছেন না। অতএব এই ডেভেলপমেন্ট এ্যাক্টকে সংশোধন করে তাঁরা এই ১০ টাকা আদায় করতে পারবেন। এটা নিয়ে সেচমন্ত্রী মহাশয় কতকগুলি ফ্যালাসি ধরে নিয়েছেন যে ক্যানালের জলের দ্বারা জমির ফলন বাড়ছে। কিন্তু এটা ধরে নেওয়ার জন্য একটা এ প্রায়ওরি ট্রুথ আসে, ক্যানেলের জলের দ্বারা কতটা উপকৃত হয়, যে বছর বৃষ্টির জল নেই, সে বছর এর এস্যুরেন্স কোথায়? যে বৎসর জল হয় না, সে বৎসর এই ক্যানালএর জলের দ্বারা উপকার হওয়া সম্ভব। কিন্তু সাধারণতঃ তা হয় না। দেখা যায় যে সময় বৃষ্টি হয় না, সেই সময় ক্যানাল থেকে জল দিতে পারেন না।

আমি একটা টেলিগ্রাম পাই বর্ধমান সদর সাবডিভিসন থেকে, তাতে সেখানকার কৃষকরা বলছেন এখানে জলের খুব অভাব, বৃষ্টি হয় নি এবং ক্যানাল ওয়াটার সাপ্লাই করতে পারছেন না। ফলে সমস্ত সিডলিং নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এটা একটা গুরুতর অভিযোগ এই বিভাগের পক্ষে। অর্থাৎ বর্ষা যখন থাকে তখনই কেবল ক্যানালে পর্যাপ্ত পরিমাণ জল থাকে, তাহলে এই ক্যানালের জলে কোন উপকার নেই। কিন্তু যখন জল হয় না, অনাবৃষ্টির সময় যদি ক্যানাল থেকে জল সরবরাহ করবার ব্যবস্থা করতে পারেন, তাহলে কৃষকরা সেই জল সানন্দে টাকা দিয়ে নেবে। কিন্তু কৃষকদের অভিজ্ঞতা হচ্ছে অনাবৃষ্টির সময় ক্যানাল থেকে জল তারা পান না। মিহিরবাবু এইমাত্র বললেন যে আশ্বিন-কার্ত্তিক, মাসে, বৃষ্টি না হলে পর, যখন ধান প্রায় ধরেছে, সেই সময় জল পেলে, হয়ত ফলন ভাল হয়। এই সময় জলের দরকার হয়, কিন্তু সেই সময় জল পাওয়া

যায় না। আর শীতকালে রবিশস্যের জন্য জল নিতে গেলে পর তার জন্য আলাদা ট্যাক্স দিতে হয়। এই যে ব্যবস্থা এই ব্যবস্থাগুলির জন্য এক মন্ত্রী আর এক মন্ত্রীর বিরুদ্ধে চলেছেন—ডাঃ আমেদের বিরোধিতা করছেন মিঃ মুখার্জি—এই হচ্ছে আমার ধারণা। একদিকে গভর্নমেন্টের প্রয়োজন কৃষকদের একটু উৎসাহিত করা যাতে করে কৃষির ফলন বেশি হয়—এক বিভাগের মন্ত্রী সেই চেষ্টা করছেন কিন্তু আর এক বিভাগের মন্ত্রী সেচমন্ত্রী মহাশয় এমনভাবে চালাচ্ছেন যাতে করে কৃষকরা এ থেকে কোন উৎসাহই পায় না। একমাত্র লাভ হচ্ছে গভর্নমেন্টের ক্ষতি হোক আর যাই হোক, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয়ের দপ্তরের এই দপ্তর ফেঁপে উঠছে। অর্থাৎ রিলিফ ছাড়া কোন বছর আমরা চলতে পারছি না। এই জিনিস হচ্ছে। গভর্নমেন্টের এই যে নীতি মাত্র কয়েক হাজার কিংবা লাখ কয়েক টাকা কৃষকদের কাছ থেকে নেন তার ফলে ৪ গুণ ৫ গুণ টাকা সারা বাংলাদেশে ব্যয় করেন রিলিফে। যদি ইরিগেশন ট্যাক্স না দিতে হয় বা অল্প পরিমাণে নিই তাতে যখন কৃষকরা উৎসাহিত হয়ে ফলন বেশি ফলায় এবং দেশের সর্বাঙ্গীন আর্থিক উন্নতি যদি হয় তাহলে পর ওয়েস্ট বেঙ্গলের অত্যন্ত উপকার হয়। সেদিক থেকে মন্ত্রীমণ্ডলী বা ক্যাবিনেট কোন চিন্তাও কেন করেন না? আশ্চর্য বোধ হয় আমার যে ইরিগেশনের উপর ট্যাক্স! কেন্দ্র থেকে, প্ল্যানিং কমিশন এবং বহু জায়গা থেকে এই মন্তব্য হয়েছে যে কৃষকদের উৎসাহিত করার জন্য ক্যানাল ট্যাক্স সামান্য রকম করা উচিত যার ফলে কৃষির উৎপাদন বাড়ে। আমার মনে হয়, এদের চৈতন্য সেদিন হবে যেদিন কেন্দ্রীয় সরকার থেকে, প্ল্যানিং কমিশন থেকে হুইপিং আসবে। এবং সেটা বেশিদিন দূরে নয়, আজকে ভারতবর্ষের শোচনীয় অবস্থা দিনের পর দিন বেড়েই যাবে যদি না আমরা ভারতবর্ষে শস্যের উৎপাদন দেড়গুণ বাড়াতে না পারি, এখনি তো সোয়াগুণ বাড়ান সম্ভব এটাই হল ফুড কমিটির মন্তব্য। যদি না করতে পারি ভারতের দুরবস্থা বেড়েই চলবে। এখন আজকে দুটো জায়গা থেকে চাবুক আসবে। আমার মনে হয় সম্প্রতি যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক হয়েছে তার মধ্যেও সেই চাবুকের ইঙ্গিত রয়েছে—একটা হচ্ছে ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সে বিষয়ে সমগ্রদেশে এখন পর্যন্ত প্ল্যানিং কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী কার্য হয় নি। দ্বিতীয়তঃ এগ্রিকালচারাল ও ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের মধ্যে, এই দুই বিভাগের ভিতর তীব্র বিক্ষোভ আনা অবশ্যম্ভাবী। কেননা এরই উপর ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গীন আর্থিক উন্নতি নির্ভর করছে। সেজন্য আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি যে ১০ টাকার প্রতি এদের এত মমতা কেন? যখন এই ডেভেলপমেন্ট এ্যাক্টের আর্টিকেল ১০, সেকশন ৬তে বলা হচ্ছে এখানে কয়টি এক্সিসিডিং দামোদর, ইডেন, বক্রেশ্বর ক্যানাল সেখানে ধার্য করেছিলেন—এর চেয়ে যেন বেশি না হয়। অর্থাৎ সেই সমস্ত কিছু চিন্তা করে সাড়ে পাঁচ, সাড়ে চার গুণ এই এই সমস্ত জিনিসগুলি ধার্য করা হয়েছিল তখন ময়ূরাক্ষীর জন্ম হয় নি তাহলে পর ময়ূরাক্ষীর জনাও এই সেকশনে কিছু একটা ধার্য করা থাকত। যেহেতু ময়ূরাক্ষী জন্মায় নি এ্যাক্ট অনুসারে যা করা উচিত করতে পাচ্ছেন না তাহলে পর কি অজুহাতে শ্রীহরেকৃষ্ণ কোনারের এমেন্ডমেন্ট অগ্রাহ্য করলেন আমি বুঝতে পারি না। ঐটার উপর ভিত্তি করে করা উচিত ছিল এই সেকশন মেক্সিমাম করা উচিত ছিল সেটাই তিনি বলেছিলেন মেক্সিমাম যেটা পুরানো এ্যাক্টে সেই কেন গ্রহণ করলেন না এড-ইন্টারিম হিসাবে? তাই আমি বলেছি যে মন্ত্রী মহাশয়ের ১০ টাকার প্রতি একটা মোহ আছে যার জন্য তিনি সেটা যেন তেন প্রকারেন চালাবার চেষ্টা করছেন এবং এখানে যে একটা ফেলাসি—তারা ধরেই নিয়েছেন যে ক্যানালের জল দ্বারা তারা উপকৃত হচ্ছে। উপকৃত হতে পারে যদি দু-তিনটি ক্রপ হয়, যদি সে সময় জলের বেশি প্রয়োজনীয়তা সেই সময় জল পাওয়া যায়। তা হয় না। রবিশস্যের জন্য জল চাইতে গেলে অন্য দাম দিতে হয়, তাহলে কোথায় উপকারটা হল? উপকার হলে পরে ১০ টাকা হবে কখন?

[7—7-10 p.m.]

না ৫০ পার্সেন্ট অর্থাৎ কুড়ি টাকা যদি লাভ হয়ে থাকে মেক্সিমাম ১০ টাকা। ২০ টাকা লাভ হওয়া মানে কি? ৬ মণ ধান যা এখন হয় তার বাজারে বর্তমান দাম ৪৮ টাকা যদি হয়, কৃষককে ২৫-৩০ টাকা খরচ করতে হয় লেবার ইত্যাদিতে তার নিজের লেবার বাদ দিয়েও, যদি উদ্বৃত্ত থাকে তাহলে তার লাভ হয়েছে ধরতে হবে। তখন যদি অন্তত ৪০ টাকার মতন তার ধান বেশি হয়েছে দেখা যায় অর্থাৎ বিঘা করা দুই মণ ধান যদি পর পর পাঁচ বছর ধরে দেখা যায় এভাবেজে

ক্যানাল হবার ফলে হয়েছে, তবে গিয়ে মৌজিমাম ১০ টাকা ধরা যেতে পারে।' কিন্তু কেউ তা প্রমাণ করতে পারবেন না। যদি বিভাগীয় বিচার করেন আলাদা। কিন্তু আমার মনে হয় কোর্টে যদি যেতে হয় এবং যদি সাক্ষীসাবুদ নেওয়া হয় তাহলে ও'র বিভাগ কাপড়চোপড়ে হয়ে যাবেন। অবশ্য কোর্টে ওরা যাবেন না, কোর্টে যাবার ব্যবস্থা হয় নাই তাতে লেজেগোবরে হয়ে আছেন। অর্থাৎ বিভাগীয় বিচার দ্বারাই শেষ করবেন। কারণ এই ব্যাপার তাঁরা কিছুতেই সেখানে প্রমাণ করতে পারবেন না। কারণ আমরা বলেছিলাম কন্ট্রোল তুলে দিয়ে লেভির সৃষ্টি করতে। এবং সেই লেভি সৃষ্টি করবার পর যা দেখলাম—গভর্নমেন্টের বিভিন্ন বিভাগের যা রিটার্ন সৃষ্টি করবার যে ধরণ তা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছি, যে ধান জন্মে নি সেই ধান জন্মেছে, বলে লেভি করার জন্য ধরা হয়ে গেছে। অনেক জায়গায় অর্ধেক ধান হয়েছে বলেছে—লেভি করতে হবে, সেইজন্য অনেক জায়গায় বাজার থেকে ধান কিনে দিতে হয়েছে। ফলে যারা নেহাৎ নিরীহ তাদের আমরা বলতে বাধ্য হয়েছি—তোমরা অন্যায় লেভির বিরুদ্ধে লড়াই কর।

আজকে সেচমন্ত্রী মহাশয়কে বলছি আজকে বাংলাদেশ এমন নয় যে এই এসেম্বিলিতে বসে এসেম্বলির প্রত্যেক কথা অগ্রাহ্য করে চলে যাবেন। তিনি যদি ভেবে থাকেন ১০ টাকা করে তার উপর ধরবেন, যার উপর সারা বাংলাদেশ নির্ভর করছে, যাকে রক্ষা করবার জন্য তাঁর বিভাগের আরও অনেকটা এগিয়ে যেতে হবে, শুধু তাই নয় যেখানে যে খরচ তাঁরা করেন তার গোড়াতে এই কৃষকই যেখানে রয়েছে সেখানে সেই কৃষকের কাছ থেকে যদি এইভাবে আদায় করতে থাকেন ডেভেলপমেন্টের নামে তাহলে কিসের ডেভেলপমেন্ট, কিসের কল্যাণরাষ্ট্র? স্টেট গভর্নমেন্ট হেল্পের আজ তার জন্যই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। আজ সেই ডেভেলপমেন্টেরই প্রয়োজন যাতে শস্য উৎপাদন হয় তাতে শুধু কৃষকেরই নয় সমস্ত ভারতবর্ষের লাভ—যদি তেমনি করে কৃষককে উৎসাহিত করতে পারেন। সেদিকে তাঁদের দৃষ্টি নাই সে দিকটা তাঁরা ভাবেন না, কোন কিছু চিন্তা করেন না। হয়ত ক্যাবিনেট থেকে একটা এস্টিমেট পাশ হল, তার জন্য আমাদের আরও টাকা চাই, সমস্ত কাজ রেখে চেষ্টা কর যেমন করে হোক অর্থের যোগাড় করতে হবে—তাই সেচমন্ত্রী যোগাড় করছেন কিছু অর্থ। কিন্তু সেচমন্ত্রীকে স্মরণ রাখতে বলি তাঁর বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্বেষ জাগছে। বাংলাদেশের কৃষক মাথা নত করে তাঁর এই দান মেনে নেবে না। ঐ দামোদরের সংগ্রাম যখন শুরু করেছিলাম আমরা, তখনকার যে শক্ত গভর্নমেন্ট তাকেও বাধ্য হতে হয়েছিল নামতে। সে দিক থেকে বলতে পারি এবারকার লড়াই তীব্রতর বিক্ষোভের সঙ্গে চলবে। তাঁরা যদি কোন প্রকারে আমাদের একটা কথাও শুনতে রাজী না হন, তাহলে বাংলাদেশের কৃষক এই জিনিসের বিরুদ্ধে তাদের সমগ্র শক্তি নিয়ে সংগ্রাম করবে।

স্পীকার মহাশয়, আপনাকে বলে রাখছি—আমাদের বিরোধিতার জন্য উনি যে বলেছেন সমগ্র বাংলাদেশের উপর ট্যাক্স বসাবার চেষ্টার দিকে সক্ষ্ম বুদ্ধি কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলী এগিয়ে যান, যাঁরা আজ এস্টিমেট করতে পারছেন না তাই তাঁরা এড হক করে নিচ্ছেন, যেদিন তাঁদের শক্তি হবে এস্টিমেটে পেঁছিবার তখন এটা উড়িয়ে দেবেন, তাই গদগদ ভাষায় উনি বললেন—এর পরে আমরা নিয়ে আসছি সামগ্রিক বিল, কিন্তু সে সামগ্রিক যা আসবে সে কৃষক কল্যাণের জন্য নয়, নিয়ে আসবেন অকল্যাণের জন্য যেখানে সেকশন ১০, সাব-সেকশন ৬এ আছে সাড়ে চার টাকার বেশি দামোদর ক্যানালে পাবেন না, সেটা আপনাদের কণ্টকের মতন বিঁধবে, ঐ জায়গায় যেমন কণ্টকের মতন বিঁধছে ময়ুরাক্ষীতেও সেই চেতনা আপনাদের দিনরাত্রি ধরে সারা অন্তর জুড়ে রয়েছে। কেমন করে বাংলাদেশের শস্য বাড়বে কেমন করে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষকের অবস্থার তথা বাংলাদেশের জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে সেদিকে দৃষ্টি নাই, কেবল কেমন করে ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের ভিতর দিয়ে আপনাদের কফারে টাকা বেশি আসবে সেই চিন্তা, তারই জন্য এই সক্ষ্ম এমেন্ডমেন্ট। ময়ুরাক্ষীতে যেখানে ১০ টাকা এখনো সেখানে এতটা এরিয়া হচ্ছে না, এটা সফল হবার পর সমগ্র বাংলায় দশ টাকা ধরবেন এই হল মন্ত্রী মহাশয়ের ধারণা যা নাকি গদগদ ভাষা দিয়ে তিনি বলেছেন শীঘ্রই আমি নিয়ে আসছি এমেন্ডমেন্ট। আমরা সাগ্রহে অপেক্ষা করছি—সেই এমেন্ডমেন্টে উনি বাংলাদেশের কংগ্রেসের মৃত্যুবাণ নিয়ে আসবেন এইটে আমার শেষ কথা জেনে রাখবেন।

[The Hon'ble AJOY KUMAR MUKHARJI :

তবে ত ভালই হবে আপনারা এখানে এসে বসতে পারবেন। (হাস্য)

Sj. Nishapati Majhi:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা নীরব দর্শকের মতই ছিলাম। রাজ্য সরকার যে বিলটা এনেছেন আমরা ভাল বলেই তাকে সমর্থন করি।

[A VOICE FROM THE OPPOSITION BENCHES :

(এটা কি মন্ত্রীর জবাব?)

কোনার মহাশয়, যে কথা বলেছেন, বীরভূমের এম, এল, এ, নীরব থাকছেন কেন? আর একটা কথা বঙ্কিমবাবু তুলেছেন যে, সেখানে মান নিয়ন্ত্রণ কিছু হয় নাই যারজন্য আজ এই বিলটা আসতে পারে। তৃতীয় পর্যায় আলোচনার সময় মিহিরবাবু, বঙ্কিমবাবুও কোনার মহাশয় যেসব আলোচনা করেছেন এবং যেসব কথা তুলেছেন, সেসব সত্য সত্যই চিন্তামূলক।

একটা কথা স্পীকার মহাশয়, আমি বিনীতভাবে নিবেদন করছি এই বিলটা আলোচনা করছি কোন দিক দিয়ে? আমাদের বীরভূমে ১৬ কোটি টাকা রাজ্য সরকার ব্যয় করেছেন, আরও কোটি কোটি টাকা ব্যয় করতে হবে। কোনার মহাশয় যে কথা বলেছেন এক পয়সাও ট্যাক্স যদি আদায় না হয় আর ব্যয়ের দিক দিয়ে যদি বাড়তেই থাকে জনসাধারণের কাছ থেকে যদি আর কিছু নেওয়া না হয় তাহলে আরও যেসব পরিকল্পনার ভিত্তি করে বাঁকুড়া প্রভৃতি যেসব জেলা আছে সেসব জায়গার ডেভেলপমেন্ট ব্যবস্থা কি করে করা যাবে? শ্রীযুক্ত মিহিরলাল চাটার্জি মহাশয়ের যে কথার উল্লেখ করা উচিত ছিল তা যে উল্লেখ করলেন না এটা বাস্তবিক বেদনাদায়ক। আজকে রাজ্য সরকার কতখানি উন্নয়ন করেছেন সে সম্বন্ধে যাঁরা সমালোচনা করলেন তাদের উল্লেখ করা উচিত ছিল। তবে আমি এইটুকু শ্রদ্ধাসহকারে বঙ্কিমবাবুকে জানাচ্ছি যে, তিনি খুব জোরালো ভাষায় বলেছেন চার লক্ষ একর যেখানে জমি সেচের এলেকা সেখানে ১০ টাকা করে কর ধার্য করা হচ্ছে কেন

[7-10—7-20 p.m.]

আমাদের মিহিরবাবু সেখানে এডভাইজরী বোর্ডে আছেন। আমরা সকলে মিলে দ্বারে দ্বারে গিয়ে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে গিয়ে তারপর একটা প্রকাশ্য স্থানে বসে আলোচনা করেছি যে এই বিলটার কি-রূপ হোতে পারে, কিভাবে এটা আসতে পারে এবং কিভাবে আমরা এটাকে কার্যকরী করতে পারব, আমাদের ১৬ কোটি টাকা সুদ আছে, ১৬ কোটি টাকা আসল আছে, এবং সেই অনুপাতে আজকে চার লক্ষ একর জমিতে আমরা ১০ টাকা কর চাচ্ছি—এর মধ্যে রক্ষণাবেক্ষণ আছে। এটা আমাদের একটা জাতীয় সম্পত্তি, এটাকে আমাদের আরও বড় করে, সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে সেকথা ও'রা কেউ বলেন নি। এদিকে ঘোড়া, ওদিকে ঘোড়া কোনার মহাশয় মাঝখান থেকে তাদের চাবুক মারার চেষ্টা করছেন—সেটা খুব ভাল নয়। ওখানকার যাঁরা এম, এল, এ, আছেন তারা সবাই জানেন যে ময়ূরাক্ষী পত্রিকায় মিহিরবাবু ভাঁওতা দিয়ে কতকগুলি অশিক্ষিত লোকের মাঝে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারেন, রাজনৈতিক দাবী চালাতে পারেন কিন্তু বীরভূমের জনগণ জানে যে আজ চার লক্ষ একর জমিতে ফসল ফলছে যা কোনদিন তাদের কল্পনায়ও ছিল না। আজ ক্যানেল এলাকায় লোকদের যদি দেখেন তাহলে দেখবেন যে তারা সাদা ধবধবে পোষাক পরছে।

[কমিউনিস্ট বেঞ্চ হইতে তুমুল হট্টগোল]

তাদের রুচি বদলে গেছে, তাদের জমিতে ফসল বাড়তি হয়েছে এবং তাদের মাঝে রাজনৈতিক চেতনা এসেছে। কাজেই সেখানে অবৈজ্ঞানিক কথা নিয়ে উত্তেজনা সৃষ্টি করে কোন রাজনৈতিক দল যদি রাজনৈতিক দাবা খেলতে চান তাহলে আমি বলবো সেখানে তাঁরা তা পারবেন না। আজকে যেমন তাদের ক্ষেতের ফসল বাড়ছে, তেমনি তাদের রাজনৈতিক জ্ঞান, মনের প্রসার, বিদ্যাবুদ্ধি সবকিছুই বাড়ছে। এটাকে সামনে রেখে আজকে আমাদের উন্নতির পথে অগ্রসর হোতে হবে। আজকে অজয়বাবু যে বিল এনেছেন তার পটভূমিকায় তিনি বলেছেন যে এত কোটি টাকা আমরা খরচ করেছি, তার এত সুদ লাগবে, তার আসল টাকা দিতে হবে, তাকে

রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে এবং আরও কোটি কোটি টাকা খরচ করে দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করতে হবে। সেদিক থেকে আমাদের বিরোধী দলের বন্ধুরা একেবারে কিছু উচ্চবাচ্য করেন নি বলে আমি এই সভায় অত্যন্ত তীব্রভাবে তাদের বিশেষ করে কোনার মহাশয়কে জানাচ্ছি আপনার মাধ্যমে যে তাঁরা অন্যায় এবং অসত্য কথা বলেছেন। আমি আজকে বলবো যে বীরভূমের লোকেরা খোলা মনে এই বিলকে সমর্থন করবে ও তারা নিজেদের দেনা মিটিয়ে দিতে চাইবে, তারা আরও অধিক জল নেবার জন্য দাবি করবে। তবে সেখানে যে জমি আছে কোন কোন জায়গায় তা উঁচু, কোন জায়গায় জল নালা কেটে বের করে নিয়ে যেতে হবে। এরকম ক্ষেত্রে আমরা যদি এক কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ঢালতে পারি তাহলে আরও দুই লক্ষ একর জমিতে আমরা সেচের ব্যবস্থা করতে পারবো। সমস্ত রাজ্যে এই উন্নয়ন বিল এনে তাঁরা পাশ করিয়ে নিয়েছেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে দেখিয়েছেন যে আমরা দেশের একটা উন্নতি করেছি। সানন্দে তাঁরা সেই বিল পাশ করিয়ে নিয়েছেন কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য হচ্ছে যে যখনই ময়ূরাক্ষীর কথা উঠেছে তখনই মিহিরবাবু সেই ময়ূরাক্ষী পত্রিকায় তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন—সর্বনাশ, তোমাদের সর্বনাশ নিকট হয়ে আসছে। আমাদের দুঃখের কথা বঙ্কিমবাবু, ডেপুটি লীডার, বললেন যে বিলের মধ্যে একটা এ্যাটম বোম রয়ে গেছে, কিন্তু তা নয়। কারণ এই বিলের দ্বারা মানুষের মনকে, শক্তিকে, যাতে সে উৎপাদন কার্যে নিযুক্ত করতে পারে সেদিকে নিয়ে যাচ্ছি। এ ছাড়া যেসমস্ত অবৈজ্ঞানিক কথাবার্তা বলে মানুষের মন বিষাক্ত করে তুলছেন তা থেকে মুক্ত করতে চাচ্ছি। আমি মনে করি বীরভূমের শক্তিশালী লোকেরা এই বিলকে সমর্থন করবেন এবং নিজেদের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য সর্বপ্রকার যত্নবান হবেন। অতএব শ্রদ্ধেয় কোনার মহাশয় যেসব কথা বলেছেন আমি আবার তার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমরা বীরভূমের এম, এল, এরা এই বিলকে সর্বান্তকরণে সমর্থন জানাচ্ছি এর প্রতিটা ক্ষেত্র বীরভূমকে আদর্শ করে তুলে বিরোধী পক্ষের সম্মানকে হীন করব। বঙ্কিমবাবুকে জানাচ্ছি যে তাগদ আমাদের আছে এবং বিপুল জনগণের সমর্থনও আছে। এই কথা বলে আমি পুনরায় এই বিলের সমর্থন জানাচ্ছি।

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

স্পীকার মহাশয়, মিহিরবাবু বলেছেন যে যেখানে জল পেঁছায় নি সেখানেও ট্যাক্স ধার্য করা হবে। কিন্তু আইনের মধ্যে আছে যে যেখানে জল পেঁছায় নি সেখানে জল কর মাপ করা হবে। অতএব তাঁর যুক্তি টেকে না। তা ছাড়া ধার্য করার পরও আপত্তি করার একটা স্টেজ আছে। তারপর ফ্ল্যাট রেটের কথা বলেছেন। ফ্ল্যাট রেট হবে কি বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন রেট হবে সেটা আমরা ক্রপ-কাটিংএর পর যখন ফাইন্যাল ডেট ফিক্স করব তখন সেটা ঠিক করব। আমাদের বঙ্কিমবাবু ভাষার ছটা দিয়ে লম্বা লম্বা বক্তৃতা করে গেলেন এবং বললেন যে যে বছর বৃষ্টি হয় না সে বছরই ক্যানেলের জলে কিছু উপকার হয়। তাঁর বোধ হয় জানা নেই যে, আমাদের যেসব জায়গা বাধ্যতামূলক নয় বা সেখানে ইরিগেশান এ্যাক্ট আছে সেখানে লোকে ইচ্ছা করলে জল নিতে পারে নাও নিতে পারে সেখানের কৃষকরা ভবিষ্যতে পাঁচ বছরের জন্য লং-টার্ম লীজ করে নিচ্ছে। ক্যানেলের জলের মর্ম চাষী বোঝে, কিন্তু বঙ্কিমবাবু গড়ের মাঠে চাষ করেন তিনি হয়ত বোঝেন না। ময়ূরাক্ষী থেকে আমরা কতটা জল দিতে পারব সেটা সীমাবদ্ধ আছে কিন্তু আমরা যে রেটে এলাকা বাড়িয়ে যাচ্ছি দেশের লোক তার চার গুণ রেটে এলাকা বাড়াবার জন্য টাকা দিচ্ছে। এ বছর আমাদের কাছে যে দাবি এসেছিল তাতে আমরা যদি আরও এক লক্ষ একরে জল দিতে পারতাম তাহলে লোকে ১০ টাকা রেট দিয়ে তাই নিত। বঙ্কিমবাবু দলবল নিয়ে ভীমের মতন তর্জন গর্জন করে সেখানে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে যতই আগুন জ্বালান না কেন সেখানকার চাষীরা আমাদের ক্যানেলের জল দিয়ে সেই আগুন নিবিয়ে দেবে।

The motion of the Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji that the Bengal Development (Amendment) Bill, 1958, as settled in the Assembly, be passed, was then put and agreed to.

Adjournment

The House was then adjourned at 7-20 p.m. till 3 p.m. on Tuesday, the 15th July, 1958, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Tuesday, the 15th July, 1958, at 3 p.m.

Present:

Mr. Speaker (the Hon'ble SANKARDAS BANERJI) in the Chair, 14 Hon'ble Ministers, 10 Deputy Ministers and 204 Members.

STARRED QUESTIONS
(to which oral answers were given)

[3—3-10 p.m.]

Complaint of corruption against the Sub-Registrar, Garbeta

***71A.** (SHORT NOTICE.) **Sj. Saroj Roy:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Law Department be pleased to state—

(ক) মেদিনীপুর জেলার গড়বেতার সাব-রেজিস্ট্রারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ সহ কোন দরখাস্ত ও গড়বেতা বার এসোসিয়েশনের ঐ সম্পর্কে কোন প্রস্তাবের কপি কি সরকার পাইয়াছেন ; এবং

(খ) পাইয়া থাকলে, সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন?

The Minister for Law (the Hon'ble Iswar Das Jalan):

(ক) হ্যাঁ।

(খ) অভিযোগের যথাবিধি অনুসন্ধান করা হইতেছে।

Sj. Saroj Roy:

অনুসন্ধানের ফলাফল কি পেয়েছেন?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

এখনও পাই নি।

Sj. Saroj Roy:

কার দ্বারা অনুসন্ধান করা চলছে?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

ডিপার্টমেন্টাল অফিসার এবং এ্যান্টিকরাপ্‌সন ডিপার্টমেন্টের অফিসার করছেন।

Sj. Saroj Roy:

কতদিনে পূর্বে অনুসন্ধানের কাজ সুরু হয়েছে?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

এখনো আমরা রিপোর্ট পাই নি।

Sj. Saroj Roy:

আমার স্যাপ্লিমেন্টারী কোয়েশ্চেনটা হল, কতদিন আগে এই অনুসন্ধানের কাজ সুরু করেছেন?

Kangsabati Project

*84A. (SHORT NOTICE.) **Sj. Sudhir Kumar Pandey:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation Department be pleased to state—

(*a*) what was the estimated total expenditure of Kangsabati Project;

(*b*) whether the total estimated expenditure was included in the Second Five-Year Plan;

(*c*) if not, what was the amount included in the Second Five-Year Plan under this head;

(*d*) what is the total estimated area which this scheme will irrigate;

(*e*) the names of benefited districts;

(*f*) if it is a fact that this scheme has been excluded from the Second Five-Year Plan by the Planning Commission;

(*g*) if so, what are the reasons;

(*h*) what steps the Government have taken to see that this scheme is taken in hand immediately;

(*i*) if any representation has since been made by the State Government to the Central Government; and

(*j*) whether the West Bengal Government have any proposal to proceed with the scheme even in the absence of any help from the Centre?

The Minister for Irrigation and Waterways (the Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji): (*a*) Rs. 25,25,89,724.

(*b*) (*f*) and (*j*) No.

(*c*) Rs. 475.00 lakhs after 5 per cent. cut.

(*d*) 800,000 acres for Kharif and 120,000 acres for Rabi crops.

(*e*) Bankura, Midnapore and Hooghly districts.

(*g*) Does not arise.

(*h*) The scheme has already been taken up but progress of work has been slowed down, as the Planning Commission have not yet accorded formal approval to the Project.

(*i*) Yes. The Planning Commission have been and are being moved for approval of the Project. The Ministry of Irrigation and Power have also been moved for financial assistance for the scheme.

Sj. Somnath Lahiri:

আপনি বলেছেন এক্সক্লুডেড হয় নি সেকেন্ড প্ল্যান থেকে, তা হলে কি আপনি বলতে পারেন ইনক্লুডেড হয়েছে সেকেন্ড প্ল্যানে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

এখনও এক্সক্লুডেডও হয় নি ইনক্লুডেডও হয় নি।

Sj. Somnath Lahiri:

তাহলে কি ধরে নিতে পারি ইনক্লুডেড হয়েছে?

Mr. Speaker: It does not necessarily follow. If it has been excluded the question of making further appeal to the Planning Commission for approval would not have arisen.

Sj. Saroj Roy:

ইতিমধ্যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে কোন টাকা দিচ্ছে না বলেই এই প্রোজেক্টের কাজ হবে না এই সন্দেহ প্রকাশ করে বিভিন্ন পত্রিকায় যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে সে সম্পর্কে মন্ত্রী মহাশয়ের কি বলবার আছে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

এই সংবাদ বেরিয়ে থাকলে সেটা সত্য নয়। এটা বিবেচনাধীন আছে সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানের জন্য।

Sj. Saroj Roy:

এই প্ল্যানের জন্য কত টাকা খরচ হয়েছে আপনাদের?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

১৯৫৬-৫৭ সালে ৫২ লক্ষ ১২ হাজার, ১৯৫৭-৫৮ সালে ৭৫ লক্ষ টাকা, ১৯৫৮-৫৯ সালের বাজেট এখন চলছে। তবে মোট ১ কোটি ৬২ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা।

Sj. Somnath Lahiri:

যতটা খরচ হয়েছে প্রধানতঃ কি কারণে হয়েছে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

এগুলির জন্য খরচ হয়েছে—যেমন স্টাফ কোয়ার্টার্স,
workshop, service road, electric light, excavation of canals, barrage of Silabati and dam on Kangsabati, barrage of Silabati.
এর জন্য ১ কোটি খরচ হয়েছে

Sj. Somnath Lahiri:

আপনাদের বেশির ভাগ খরচই তো দেখছি স্টাফ কোয়ার্টার্স—যে প্ল্যান আন্ডার কন্সিডারেশনে আছে সেই প্ল্যানিং-এর স্টাফ কোয়ার্টার্স ইত্যাদির জন্যই ১ কোটি টাকা খরচ হয়ে গেল?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

স্টাফ কোয়ার্টার্স না হলে কোন কাজই আরম্ভ হতে পারে না।

Sj. Somnath Lahiri:

কাজ কি আরম্ভ হল? আপনি তো বলছেন যে কন্সিডারেশন-এ আছে।

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

তিনটা কাজ সুরু হয়েছে।

Sj. Somnath Lahiri:

তিনটা কাজে কত টাকা খরচ হয়েছে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

নোটিস চাই।

Sj. Saroj Roy:

স্যার, এটা কন্সিডারেশন-এ আছে এ কথা যদি ঠিক হয় তাহলে মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি —কত বছর লাগবে এই প্ল্যান কমপ্লিট করতে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

আট বৎসর লাগবার কথা আছে।

Sj. Saroj Roy:

কয়েকদিন আগে প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী মহাশয় বলেছিলেন, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের বিভিন্ন অঞ্চল সম্পর্কে যে ওখানে ইরিগেশন ওয়ার্ক হচ্ছে না এবং কংশাবতী প্রোজেক্ট-এর কাজ শীঘ্রই হবে। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে, কংশাবতীর কাজে যদি ৮ বৎসর লাগে গড়বেতা, শালবনি, মেদিনীপুরের এই রকম ৭টা থানার ইতিমধ্যে ছোট ছোট প্রোজেক্ট-এর কাজ করা হচ্ছে কি না?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

সার্কুলার দেওয়া হয়েছে করবার জন্য, আর সেটা টেস্ট রিলিফ-এর মারফতে হতে পারে, ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট-এর মারফতেও হতে পারে।

[3-10—3-20 p.m.]

Sj. Saroj Roy:

এগ্রিকালচারাল ও টেস্ট রিলিফের কাজের জন্য ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে কোন প্রোজেক্ট করা হয়েছে কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

ছোট ছোট ইরিগেশন-এর প্রোজেক্ট-এর নাম এই দ্বিতীয় ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানে নাই।

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

যে তিনটা কাজ আরম্ভ হয়েছে সেগুলি এই প্ল্যানের অন্তর্গত কি না?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

হ্যাঁ.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

এই যে বলেছেন প্ল্যান আন্ডার কন্সিডারেশন, স্যাংশন হয় নাই, তাহলে আগে কি করে এই তিনটা কাজ আরম্ভ হয়ে গেল?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

প্ল্যানটা ইন এ্যান্টিসিপেশন আরম্ভ করেছি। প্ল্যান যে স্যাংশন হবে না এটা আমরা মনে করি না।

Sj. Deben Sen:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি—সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যান-এ এখনো যদি গৃহীত না হয়ে থাকে তাহলে এটা থার্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যান-এর মধ্যে ইনক্লুডেড হবার সম্ভাবনা আছে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

খুবই আছে।

Sj. Ganesh Ghosh:

এই যে জবাব দিয়েছেন—

The Planning Commission have been and are being moved for approval of the Project. In case this approval and financial assistance do not come তাহলেও কি ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট তাদের প্রজেক্ট চালিয়ে যাবেন?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

তার জবাব তো দিয়েছি—কংসাবতী—'না'।

Mr. Speaker: This is a hypothetical question. In anticipation of approval this work has been taken up. The Government feels that the negotiation will end successfully. Therefore what will happen if the negotiation fails is purely hypothetical.

Sj. Ganesh Ghosh: No, Mr. Speaker, you will understand that more than Rs. 1 crore 65 lakhs have been spent. In case the approval does not come, naturally it is for the West Bengal Government to find out the money and continue it.

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji: We do not think the approval will not come.

Sj. Deben Sen:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি—সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যান-এর সমস্ত টাকা কি ইয়ার-মার্ক'ট করে দেওয়া হয় নাই এক একটি স্কীমে, না, কোন টাকা ফাল্‌তু রয়েছে পরে গৃহীত হবে বলে?

Mr. Speaker: That question does not arise.

Sj. Deben Sen: The question arises, Sir, out of the reply given.

Mr. Speaker: I do not agree. The Government thinks that that eventuality will not happen.

Sj. Deben Sen: All the money for the Second Five-Year Plan has been earmarked for specific schemes.

Mr. Speaker: No, Government does not agree with that statement of yours.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: It is just possible that we may transfer from one fund to the participation of another fund in accordance with priority. We have started the plan; we are going to finish the plan.

Mr. Speaker: Let it be made quite clear before I disallow it. The Government has spent x amount, call it 1 crore or $1\frac{1}{2}$ crores, does not matter. Government feels that as a matter of routine this will be accepted. If not, you have heard the Chief Minister just now, some amount will be diverted from one scheme to the other.

[Sj. Sunil Das: rose]

Mr. Speaker: Large number of supplementaries have been asked. You can put your supplementary but I think it very nearly has come to exhaustion.

Sj. Sunil Das:

আমার সাপ্লিমেন্টারী হলো—এই যে ফর্মাল এ্যাপ্রুভাল এখনো পাওয়া যায় নি—, তা হলে কি ধরনের আশ্বাসের ভিত্তিতে কাজ সুরু করা হয়েছে?

Mr. Speaker: In anticipation that has been said.

Sj. Sunil Das:

এ্যান্টিসিপেশন-এর কোন ভিত্তি ছিল কি?

Mr. Speaker: I will disallow the question.

Sj. Bhupal Chandra [illegible]:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে বলেন—ওখানে স্টাফ কোয়ার্টার্স ইত্যাদি তৈরী করবার জন্য একটা এ্যামাউন্ট খরচ করা হয়েছে। এই যে এ্যামাউন্ট খরচ করা হয়েছে—এই সম্পর্কে সংবাদ পত্রে একটা খবর দেখেছিলাম যে, ঐ সমস্ত স্টাফ কোয়ার্টার্স ঝড়ে পড়ে গিয়ে বহু লোক মারা গিয়েছে।

Mr. Speaker: Question disallowed.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

হ্যাঁ, ট্রেন ফেয়ার ইজ ইনক্লুডেড।

Sj. Somnath Lahiri:

এই ওথ্-টেকিং সেরিমনীতে মিনিস্টাররা যখন গেছলেন তখন তাদের সঙ্গে কি কোন অফিসার যান নি?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

না,

The officers that were there were either local officers or officers who went there for the Cabinet meeting, not for the swearing-in ceremony.

Darjeeling Enquiry Committee

***86. Sj. Bhadra Bahadur Hamal:** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Home Department be pleased to state whether the Enquiry Committee set up by the Government of West Bengal to investigate into the conditions and demands of the people in the hill areas of Darjeeling has submitted its report to Government?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) who were the members of the said Committee;

(*ii*) what are the recommendations of the Committee;

(*iii*) what action, if any, has been taken by Government to implement these recommendations; and

(*iv*) the reasons as to why the report of the Committee has not been made known to the public?

The Chief Minister and Minister for Home (the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy): (*a*) Yes.

(*b*) (*i*) The names of the members of the Committee are—

Shri Kalipada Mookerjee, *Chairman*.

Shri Atulya Ghosh.

Shri T. Manean.

Shri R. K. Sharma.

Shri L. R. Josse.

Shri R. S. Prasad.

Dr. (Mrs.) Maitreyee Bose.

Shri D. S. Gahatraj.

Shri G. Mahbert (since deceased).

Shri T. Wangdi.

Shri N. B. Gurung.

Shri R. N. Sikder.

Shri S. K. Rai.

(*ii*), (*iii*) and (*iv*) The Committee's report is under Government's consideration. As such the question of the implementation of its recommendations or the question of its publication does not arise at this stage.

[3-20—3-30 p.m.]

Sj. Bhadra Bahadur Hamal:

क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलायेंगे कि उस इन्क्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की थी ?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

' किसको सबमिट की थी ?

Sj. Bhadra Bahadur Hamal:

गवर्नमेन्ट को।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I have not got the report here. I understand, it was sometime in March.

Dr. Ranendra Nath Sen:

এই এন্‌কোয়ারী কমিটি কবে হয়েছিল?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: 1955.

Sj. Bhadra Bahadur Hamal:

उस इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट जो under consideration है, वह सरकार के विचाराधीन कब तक रहेगी ?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: The Cabinet has discussed this particular matter and sent it on to the different departments to find out to what extent they will be able to implement the recommendations of the committee.

Sj. Bhadra Bahadur Hamal:

इसमें हम देखते है कि श्री जार्ज महबर्ट को मरे हुए बहुत दिन हो गये, फिर भी उनके बदले में कोई मेम्बर लेने की बात नहीं चल रही है। वे तो अब मरे हुए आदमी हैं। कोई और मेम्बर को ले रहे है क्या ?

Mr. Speaker: You are asking something about Mr. George Mahbert, since deceased?

Sj. Bhadra Bahadur Hamal:

उनके बदले में कोई और मेम्बर को रख रहे है क्या ?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Nobody has been appointed.

Sj. Bhadra Bahadur Hamal:

क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलायेंगे कि उस कमेटी के अन्दर क्या किसी कांग्रेस पार्टी के मेम्बर को रखने जा रहे हैं ?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: What is the harm? We appoint a Committee. We can appoint anybody we like.

Sj. Ganesh Ghosh: Why no persons from other parties have been appointed?

Mr. Speaker: The answer is they can appoint people of their own choice.

Sj. Bhadra Bahadur Hamal:

क्या उस इन्क्वायरी कमेटी को कांग्रेस कमेटी बनाने जा रहे हैं ?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I understand two of the members—Mr. R. K. Sharma and Mr. L. R. Josse are not members of the Congress.

Sj. Bhadra Bahadur Hamal:

क्या यह बात सत्य नहीं है कि उस इन्क्वायरी कमेटी में एक भी अपोजिशन पार्टी का आदमी नहीं है ?

Mr. Speaker: The Hon'ble Minister has already mentioned the names of two members who are not members of the Congress.

Dr. Kanailal Bhattacharya: But they are not members of the Opposition too.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

কি ভিত্তিতে কমিটির সভ্য করা হয়েছিল?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Those who could help in the investigation into the conditions and demands of the people in the hill areas.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

শ্রীঅতুল্য ঘোষ মহাশয়কে কি ভিত্তিতে নেওয়া হয়েছিল?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: He is a member of Parliament and he knows the conditions in the hill areas.

Dr. Ranendra Nath Sen:

পার্লামেন্টের তো আরও মেম্বার ছিলেন, যাঁরা ঐ দার্জিলিঙ ডিস্ট্রিক্টে বা ঐ রকম এলাকার এম পি বা এম এল এ ছিলেন—তাঁদের নেওয়া হল না কেন?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: In this matter I don't see why should honourable members bring in the question of the Opposition or Forward Bloc or the P.S.P.—one member from the Forward Bloc, etc. The idea was to investigate into the conditions and demands of the people in the hill areas. I understand there have been six meetings of the Committee starting from November 1955 to August 1957—meetings were held in Darjeeling, Kurseong, Kalimpong and Calcutta.

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

এই জেলার জন্য এ কমিটি করা হয় কমিটি রিপোর্ট সাবমিট করার আগে পর্যন্ত ঐ জেলার আগে যাঁরা এম পি ও এম এল এ ছিলেন গভর্নমেন্ট তাঁদের কমিটিতে নিযুক্ত না করলেও তাঁদের মতামত জানবার চেষ্টা করেছিলেন কি?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I cannot give you any more answer.

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

আমার প্রশ্ন [illegible] এই কমিটি কিভাবে কাজ করেছেন। তাঁরা দার্জিলিঙ জেলার পাহাড় অঞ্চলের [illegible] জানবার জন্য কিভাবে কাজ করেছেন? যাঁরা সদস্য ছিলেন তাঁরা কি বাহিরের অন্য কোন বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের প্রতিনিধির সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন কি না? তখন [illegible] বলেছিলেন যে, কমিটি রিপোর্ট দিলে তা বলা যাবে। এখন কমিটি রিপোর্ট দিয়েছেন, এজই প্রশ্নের জবাব দিতে বাধা কি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

দার্জিলিঙ এন্‌কোয়ারী কমিটি রাজনৈতিক যত প্রতিষ্ঠান আছে তাঁদের আহ্বান করেছিলেন এবং অন্যান্য সমাজ-কল্যাণমূলক কাজে যাঁরা ব্রতী—যেমন গুর্খা লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি প্রভৃতি —তাঁরা বিবৃতি বা স্মারকলিপি দিয়েছিলেন এবং একাধিকবার তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা হয়েছিল। তা ছাড়া দার্জিলিঙ, কার্সিয়াং-এর অনেকে সেখানে উপস্থিত ছিলেন, এবং সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। তাঁরাও তাঁদের মতামত স্মারকলিপি মারফৎ উপস্থাপিত করেছিলেন।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

ঐ জেলার তখন যাঁরা এম পি ছিলেন তাঁদের কি মতামত চাওয়া হয়েছিল?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

যাঁরা দার্জিলিঙ জেলার, আমরা সংবাদপত্রে ঘোষণা করেছিলাম তাঁদের বিবৃতি দিতে।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

সংবাদপত্রের ঘোষণা, রেডিও ব্রডকাস্টিং-এর ঘোষণা আমার প্রশ্ন নয়। আমার প্রশ্ন, দার্জিলিঙ জেলার যাঁরা এম পি এবং প্রতিনিধি তাঁদের প্রত্যেককে মতামত দেওয়ার জন্য আহ্বান করা হয়েছিল কি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

তাঁদের আহ্বান করা হয়েছিল ইন্ডিভিজুয়ালী ডেকে।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: No, not individually.

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

এই কমিটির কাছে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের বা অন্যান্য সংগঠনের প্রতিনিধিরা যা কিছু বক্তব্য পেশ করেছেন তার একটা সংক্ষিপ্ত সার দেওয়া সম্ভব কি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

কমিটির যে রিপোর্ট আছে তার মধ্যেই সমস্ত স্মারকলিপি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

এটা কি সিক্রেট রিপোর্ট?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

গভর্নমেন্ট যতক্ষণ পর্যন্ত স্থির সিদ্ধান্তে না আসছেন ততক্ষণ সিক্রেট থাকবে।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

কমিটির সুপারিশ কি, সেগুলো আইন সভায় জানাতে আপত্তি কি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

গভর্নমেন্ট স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হলে যে কোন্ কোন বিষয়ে রিকমেন্ডেশনগুলি কার্যকরী করবেন, তার পরে এটা জানানর সম্বন্ধে বিবেচনা করব।

[3-30—3-40 p.m.]

Dr. Ranendra Nath Sen:

গভর্নমেন্ট একটা রিপোর্ট পেলে সেটা পাবলিকেশনে দেন, কিম্বা কোন বিশেষ কারণে কোন রিপোর্ট কন্‌ফিডেন্সিয়াল হিসাবে রাখেন, কিন্তু এখানে এটাকে কন্‌ফিডেন্সিয়াল হিসাবে রাখার কারণ কি?

Mr. Speaker:

আমি বলেছি সেটা বলছি—

A Report has come—some sort of a report, whatever it is—made by these gentlemen who are there in the committee. That report is under consideration. As far as I have been able to gather from what has been stated by Mr. Mookherjee and the Hon'ble Chief Minister, this report and acceptance of it is a matter under consideration. Nothing has been said that it is not going to be published. Therefore any assumption that it is going to be held back from the House is an assumption not warranted by facts at the moment.

Sj. Stayendra Narayan Mazurdar:

না, তা তো নয়।

Mr. Speaker: On the other hand, what I have been able to gather from Mr. Mookherjee is that each and every memorial filed by each and every political group or persons interested in the welfare of the hill people has been attached to the report. Therefore copies of all the documents will be there with the report when it is available.

Sj. Stayendra Narayan Mazurdar:

আমার এজামশন ছিল যে ও'রা জবাব দিতে গিয়ে বললেন যে

as such the question of the implementation of its recommendations or the question of its publication does not arise at this stage

এখন গভর্নমেন্টের বিবেচনাধীন যখন আছে—তখন সেটা লেজিসলেচারএ দিতে বাধা আছে কিনা?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Until the Government has given consideration to all the points raised by the Committee, which they are now doing, no question arises at this stage about the publication or no publication.

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

উনি কি জানেন যে, এস আর সি-এর রিপোর্ট গভর্নমেন্টের বিবেচনাধীন থাকা সত্ত্বেও পার্লামেন্টে প্রত্যেক সভ্যদের সেটা সরবরাহ করা হয়েছিল, যদিও সেটা সিক্রেট রাখতে হবে বলা হয়েছিল?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আমরা এখানে আটপৌরে কাজ করি, বড়লোকেরা কি করে সেটাতে আমাদের কাজ নেই।

Dr. Ranendra Nath Sen:

যে কমিশনের রিপোর্ট ও'রা এখনও গ্রহণ করেন নি—ইট ইজ আন্ডার কন্সিডারেশন—অথচ সেটা মেম্বার্স অফ দি লেজিসলেচারকে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু দার্জিলিঙ এনকোয়ারী কমিটির রিপোর্ট আন্ডার কন্সিডারেশন থাকা অবস্থাতেও কেন সার্কুলেট করা হবে না?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আমি এখন দেব না।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

তাঁরা বলছেন যে এই রিপোর্ট বিবেচনা করার পর পাবলিশ করা হবে, সেই রিপোর্টটা কতদিন ধরে বিবেচনা করা হবে?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

বলতে পারি না।

Sj. Ajit Kumar Ganguli:

জর্জ মেবার্ট কতদিন হ'ল মারা গেছেন?

Mr. Speaker: That was about a year. I am not going to allow useless questions. When Mr. Mahbert was born, when he died—these are absolutely irrelevant questions. I disallow that.

Sj. Ajit Kumar Ganguli: Why the vacancy has not been filled yet?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: We did not think it necessary.

Sj. Deo Prakash Rai: Was it a report or recommendation that the Government received from the Enquiry Committee?

Mr. Speaker: Report containing recommendations.

Sj. Deo Prakash Rai: What were the reasons for appointing a committee for Darjeeling district only?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, numerous reports were sent not only from Darjeeling but the hill areas of Darjeeling indicating that their condition should be investigated and therefore we thought of appointing an enquiry committee to investigate into the conditions of the hill areas and the demands of the local people. There are, for instance, the question of land tenure system, the land reforms—all these questions—which vary from place to place. Darjeeling hill areas have got separate problems.

Sj. Deo Prakash Rai: Do the Government contemplate to appoint similar committees for other districts?

Mr. Speaker: That question does not arise.

Sj. Deo Prakash Rai: Which are the departments that are studying the report of the Committee?

Mr. Speaker: Government is doing it. The Government means all relevant departments.

Recognition of Bengali as the official language of the State

***87. Sj. Somnath Lahiri:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Home Department be pleased to state—

(ক) সংবিধানের ৩৪৫ ধারায় রাজ্য-সরকারকে যে অধিকার দেওয়া হইয়াছে তদনুযায়ী বাংলা ভাষাকে এই রাজ্যের সরকারী ভাষা হিসাবে গ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করিয়াছেন কি; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর নেতিবাচক হয়, তাহা হইলে মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহ-পূর্বক বলিবেন কি যে, এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিবার কারণ কি?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

(ক) বিষয়টি বর্তমানে সরকারের বিবেচনাধীন।

(খ) প্রশ্ন উঠে না।

Sj. Somnath Lahiri:

আমার প্রশ্ন ছিল, এই রাজ্যে সরকারী ভাষা হিসাবে বাংলাকে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত সরকার নিয়েছেন কি না এবং যদি এই প্রশ্নের উত্তর নেতিবাচক হয়, অর্থাৎ যদি সিদ্ধান্ত না নিয়ে থাকেন তাহলে কারণটা কি তার জবাবে দিয়েছেন, বিষয়টা বর্তমানে সরকারের বিবেচনাধীন আছে, সেই কারণে প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু সরকারের বিবেচনাধীন থাকার মানে হচ্ছে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নি। সুতরাং সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নি কেন সে প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন কি?

Mr. Speaker: It has not been rejected. The Government is considering the advisability of adopting the language.

Sj. Somnath Lahiri: Why a decision has not yet been taken?

Mr. Speaker:

সেটা ত এখনও রিজেকটেড হয় নি।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, members will recall that there was a language resolution which was sponsored by us after the Government had agreed to the fundamentals of the resolution. Section 345 says: the Legislature of a State may by law adopt any one or more of the languages in use in the State or Hindi as the language or languages to be used for all or any of the official purposes of that State.

এর মধ্যে প্রশ্ন হচ্ছে যে, আমরা এই লেজিসলেচার থেকে এ বিষয়ে কোন আইন করতে পারি কি না। আপনারা জানেন যে, ল্যাংগুয়েজের বিষয়ে যে তর্ক হচ্ছে সে সম্বন্ধে একটা কমিটি হয়েছে, পার্লামেন্টে কমিটি এখন বসছে। তাঁরা এখনও কোন সিদ্ধান্তে আসেন নি। যতক্ষণ না তাঁরা একটা সিদ্ধান্তে আসবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কোন আইন করাটা সমীচীন বলে মনে হয় না। কাজে কাজেই আমরা কোন স্টেপ নিই নি।

[3-40—3-50 p.m.]

Sj. Somnath Lahiri:

মন্ত্রী মহাশয়ের জানা আছে কি যে সংবিধানের ২১০ ধারা অনুসারে নির্ধারিত করা আছে ১৯৫০ সাল থেকে ১৫ বৎসরের মধ্যে বাংলাকে রাজ্যের সরকারী ভাষা হিসাবে গ্রহণ না করলে এই সময়ের মধ্যে হিন্দী রাজ্যভাষা হয়ে যাবে?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আমার মনে হয় এটা এখন বিবেচনাধীন আছে।

Business in the Legislature of a State shall be transacted in the official language provided the Speaker may permit any member who cannot adequately express himself in any of the languages aforesaid to address the House in his mother-tongue.

Sj. Somnath Lahiri:

এটা জানেন কি যে স্টেট লেংগুয়েজ যদি ডিক্লেয়ার না করা হয় তাহলে হিন্দি উইল বিকাম দি রাজ্যভাষা।

Sj. Somnath Lahiri:

এখন মাত্র ৭ বৎসর সময় আছে, ৮ বৎসর চলে গিয়েছে—তাই আমার জিজ্ঞাস্য হচ্ছে, বাংলাকে এই রাজ্যের সরকারী ভাষা করবার জন্য কি কি কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আমাদের যা বলবার লেজিসলেচার-এর রিজলিউশন মারফৎ আমরা বলেছি—আমরা এখন অপেক্ষা করছি দেখা যাক সেন্ট্রাল কমিটি কি করে।

[3-50—4 p.m.]

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

বিধান সভায় সর্বসম্মতিক্রমে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে যে ১৯৬০ সালের মধ্যে বাংলা ভাষা আমাদের রাজ্যের ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হবে—এই মর্মে এখানেতে আইন তৈরি ক হোক। সেই সম্পর্কে নিশ্চয়ই সরকারের বাধ্যবাধকতা আছে—যে প্রস্তাব আমরা এখানে গ্রহ করি।

Mr. Speaker: The resolution does not impose a directive on the Govern ment, but you may say you are expressing your opinion.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

তাহলে বিধান সভায় সর্বসম্মতিক্রমে কোন প্রস্তাব গ্রহণ করলেও সরকারের কোন দায়ি থাকে না!

Mr. Speaker: I cannot answer that question.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

সেটা আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে শুনতে চাচ্ছি, আমি বলছি আমার প্রশ্ন হচ্ছে—খ সরল বাংলায় ওটা উনি বুঝতে পারছেন—, আমাদের বিধান সভায় সর্বসম্মতিক্রমে একটা প্রস্তা গৃহীত হলে তার কোন বাধ্যবাধকতা কি সরকারের নেই? মুখ্যমন্ত্রী তাঁর উত্তরে বলছেন 'না

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

যত রিজলিউশন এখানে পাস হয় তা হচ্ছে—

Resolutions are generally worded thus: this Assembly recommends to th Government. Now, Government has seen the recommendation of th Assembly and we are considering this matter.

Sj. Somnath Lahiri:

আমি বলছি কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে আপনারা সে প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন।

Mr. Speaker: The whole House unanimously passed that resolution.

Sj. Somnath Lahiri:

প্রশ্ন হচ্ছে, তা যদি এর থাকেন, তাহলে সেই প্রস্তাবকে কার্যকরী করার কোন পরিকল্পন সরকারের আছে কি?

Mr. Speaker:

উনি তো বললেন আমাদের কোন পরিকল্পনা নাই।

He has already said rightly or wrongly that they will wait till Delhi come to a conclusion.

Removal of statues of foreign nationals

***88. Sj. Ganesh Ghosh:** Will the Hon'ble Minister in charge of th Home Department be pleased to state—

(a) whether Government have adopted any programme to remove th statues of foreign nationals from the Calcutta Maidan; and

(b) if so, when this programme is going to be implemented?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: (a) Government have taken u the matter of finding alternative sites where the statues from the Calcutt Maidan would be removed.

(b) The removal of statues to some selected sites has already begun.

Sj. Ganesh Ghosh:

আমার প্রশ্ন হল, এই প্রশ্ন পাবার পর কয়টা স্টেচু রিমুভড হয়েছে? প্রশ্ন হচ্ছে এই প্রশ্নের জবাব লেখার পর কয়টা স্টেচু রিমুভড হয়েছে?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: By this time we have removed four statues and we are thinking of taking them over to the Victoria Memorial Garden, but the trustees of the Victoria Memorial have not yet finally decided on this matter. They have taken two statues but they have not taken the other two yet.

Dr. Ranendra Nath Sen: Statues should be removed.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

সেগুলো কি গঙ্গার জলে ফেলে দেবো?

We are removing them from the Calcutta Maidan—they may go to other places like the Fort or the Victoria Memorial.

Dr. Ranendra Nath Sen:

এই স্ট্যাচুগুলো রিমুভড করার পর তাদের কি রিইনস্টলড হবে, না গুদাম ঘরে থাকবে?

Mr. Speaker: If you had asked "Will you remove them and, if so, what will you do with them", that would have covered the whole thing.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: The statue of Sir Andrew Fraser has already been removed from the maidan area and reinstalled in the Victoria Memorial Garden which is not under the State Government but under the Government of India. Steps are being taken to remove other statues in the maidan area to the Victoria Memorial Garden. The statue of Sir James Outram which was at the junction of the Chowringhee and Park Street has been removed from that place and kept temporarily in the Fort.

I may tell my friends here that three or four years ago we appointed a Committee to consider this question of which the President was late Sir Jadu Nath Sarker; there were four or five important members—I forget their names now. Opinion was varied. Sir Jadu Nath as a historian was of opinion that we should not remove it because a particular statue is that of a foreign national because it may have very great historical importance. That was his firm conviction; he had given a long note on that subject. Even so we thought that we might take steps slowly to accommodate them outside the Maidan. The difficulty was to get a place to take them to. There are only two places; one is the Victoria Memorial Garden and the other is inside the Fort. We have taken some of the items from the Government House to the Fort—not statues but other relics of the British period. We are thinking of taking some more if we could. I remember Sir Jadu Nath said that statues of persons like Lord William Bentinck and Lord Ripon, although they are statutes of foreign nationals, should not be removed because they were very important links with the past. But we have to take some steps. In this matter we cannot act independently of the Government of India although it is controlled by the Commissioner of Police as an agent of the Government of India. We have got to take the sanction and direction of the Government of India.

Mr. Speaker: Dr. Roy, were not the British Museum people asked?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: We asked the British Museum, and we asked the British people. We got replies. We have not made it final yet. We have got to go through the Government of India, External Affairs Department and so on.

Sj. Ganesh Ghosh:

ডাঃ রায় এখনই বললেন একটু আগে যে ময়দানটা কেন্দ্রীয় সরকারের সেটা বুঝলাম কিন্তু এই এসেম্বলি হাউসএর ভিতর যে দুটো ময়দান আছে সেটা স্পীকারএর আওতায় পড়ে, না ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের?

Mr. Speaker: It does not strictly arise because this House is no part of the Maidan.

Dr. Ranendra Nath Sen:

রিমুভ করে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে রিইনস্টল করার মতলব কি? সেখানে কি এগুলো উল্টে রাখা হয়েছে?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

মাথা নিচু করে পা উঁচু করে বলতে আমরা এখনও শিখিনি।

Mr. Speaker: The question time is over.

GOVERNMENT BILL.

[4—4-10 p.m.]

The Sagore Dutt Hospital Bill, 1958

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: Sir, I beg to introduce the Sagore Dutt Hospital Bill, 1958.

[Secretary then read the title of the Bill]

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: Sir, I beg to move that the Sagore Dutt Hospital Bill, 1958, be taken into consideration.

Sir, the objects and reasons of this Bill have already been stated in the Bill itself. Regarding this Hospital, I may say that late Sagore Dutt by his will dated the 24th June, 1886, created a trust under which a portion of the estate hereafter referred to as the residuary estate was to be applied for the establishment and maintenance in his large garden at Kamarhati in the district of 24-Parganas of a charitable dispensary and hospital for the relief and treatment of the poor and indigent people of the surrounding districts or neighbourhood. He further directed in his will that if the income from his residuary estate proved surplus to the requirements of the hospital and the dispensary, such surplus might be appropriated towards the establishment and maintenance on his land at Kamarhati of a free school. It was also laid down in the will that the establishment and maintenance of the school should always be subordinate to the establishment and maintenance of the dispensary and hospital which should also be the main object of the trust and if the income of the trust becomes insufficient at any time, the school might be closed down. Late Sagore Dutt appointed the Administrator General as Executor and Trustee of the Will. Thus came into being the Sagore Dutt Hospital with attached dispensary. This hospital at one time had as many as 120 beds. At first there was surplus income from the trust to run a school and so a school was established on the 1st of September, 1906, in terms of the will. Both the school and the hospital are situated in the same land at Kamarhati. The hospital is situated on 82.06 bighas of land and the school on 17.2 bighas. The assets of the trust other than those the income of which is appropriated for maintenance of the school consist of a number of houses, securities and debentures, money in cash, etc. The land and buildings

of the hospital proper are roughly valued at rupees ten lakhs. The value of the other investments in securities, debentures and other properties is estimated at about rupees 23 lakhs which fetch an annual income of about Rs. 88,000 only.

Now, this annual income is hardly sufficient to maintain the original bed strength of 120 of this hospital and to meet other essential expenditure of capital nature for the purpose of efficient management of the hospital. As a result the hospital authorities have been compelled to reduce the bed strength to 28 as at present. The Barrackpore subdivision is an over-crowded industrial area and so there is also pressing need for expansion of hospital facilities both for the general public as well as industrial workers as required under the Employees' State Insurance Act, 1948. The Sagore Dutt Hospital premises cover about 82.05 bighas of land, as already stated, and has therefore sufficient scope for improvement and expansion to serve the growing needs of the subdivision, but the hospital administration lacks the funds essential for taking up any scheme for improvement and expansion. It was therefore felt that the Sagore Dutt Hospital could be expanded and improved upon only if the State came to the aid. But there are legal difficulties in this regard and Government are advised that the best course would be to take it over by legislation. Government have accordingly decided to take over the institution by legislation. Government feel that the school should maintain its existence soon after the hospital comes under State control, and although there is no direct reference to the school in the Bill, as any such reference would have been out of place, provision has been made indirectly in this regard.

At first 150 beds are proposed to be provided and of these, 50 beds would be kept reserved for industrial workers insured under the State Insurance Act, 1948. Taking into consideration the existing buildings available which will either require certain modifications and alterations, the capital expenditure on the provision of 150 beds of the Sagore Dutt Hospital is roughly estimated at Rs. 6 lakhs on the basis of Rs. 4,000 per bed on account of equipment and essential requirements, etc. to buildings. Besides meeting this capital expenditure Government will have to incur a recurring expenditure of Rs. 3 lakhs per annum at the rate of Rs. 2,000 per bed per year. While the hospital building including furniture, stores, etc., will be taken over by Government for running the same as a State Hospital, the Securities, Debentures, Funds and other properties of the Trust will continue to be held and administered by the Administrator General, West Bengal, as at present. Only the income from such Securities, Debentures, etc. as is normally spent for the hospital will however be credited to Government and this income is likely to be about Rs. 88 thousand per annum, as previously stated. The idea is that the balance of the income from the Trust property will still be available for the maintenance of the school which has been in existence over many years.

From the date of taking over of the hospital by the Government, the existing employees of the institution will be treated as Government servants and therefore the terms and conditions of service will be determined by Government having due regard to those obtaining prior to the taking over.

[4-10—4-20 p.m.]

Dr. Narayan Chandra Ray:

মাননীয় সভাপতি মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমাদের চিকিৎসা-মন্ত্রীর সামনে আমার বক্তব্য রাখবার আগে আমি বলছি যে এই বিলটা আমরা সমর্থন করি। বাংলাদেশে যে স্বাস্থ্যনীতি

আমরা কল্পনা করি এটা অল্প একটা পদক্ষেপ। এইভাবে হাসপাতালগুলো সরকারী কন্ট্রোলে একটা কেন্দ্রীয় সংগঠনে আনার প্রয়োজন আছে, নইলে ভবিষ্যতে স্বাস্থ্যনীতি গড়ে তোলা যাবে না। কিন্তু এই সম্পর্কে আপনার সামনে কয়েকটা প্রশ্ন আমি রাখব। আমরা আর জি কর বিলের সময় যে সমালোচনা রেখেছিলাম সে সমালোচনা এখানে ঠিক প্রযোজ্য হবে না। সাগর দত্ত বিলে যেটুকুন আপনি পড়লেন তার পরে আমি পড়ে দিচ্ছি যে ঐ সম্পত্তির আয় থেকে হাসপাতাল চলবে এবং উদ্বৃত্ত যেটুকু থাকবে তা থেকে স্কুল চলবে। অর্থাৎ সেখানে লেখা আছে

> "endowment, establishment and maintenance of such school shall be subordinate always to the said dispensary and hospital which shall always be and remain the main object of the Trust. If for any cause whatsoever the income of the said institution, the said Trust fund is insufficient for the maintenance of the school consistent with the requirement of the said dispensary and hospital, the said school shall be closed and the whole of such income shall be devoted to the dispensary and the hospital"

তার মানে এই শর্ত ছিল যে আগে হাসপাতাল, এর যদি প্রয়োজন হয় তাহলে স্কুল বন্ধ করে দিতে হবে। স্কুল বন্ধ হয়ে যাক এটা আমার প্রশ্ন নয়। কিন্তু আর জি কর-এ যেমন এনকোয়ারী কমিটি হয়েছিল সেই রকম আলোচনা করতে এখানে প্রস্তুত আছেন কি না সেটা জানতে চাই? আপনি অনেক কথা, সম্পত্তির কথা, ১৫ লক্ষ টাকার ডিবেঞ্চার, সিকিউরিটী, ১½ লক্ষ টাকা মর্টগেজ বণ্ড ইত্যাদি পড়লেন, কিন্তু বাড়ীগুলোর দাম তার চেয়ে কি বেশি হবে না? ল্যাণ্ডেড প্রপার্টী প্রায় ৩।৪ লক্ষ টাকার।

Mr. Speaker: I think it is a misprint. I will tell you the reason what made me think so. When Mr. Ganesh Ghosh came to me at about 2-30 and mentioned that it was one crore and something I said it was absurd and it could not be so. I immediately rang up the Administrator-General and he said "nothing of the kind; it is one lakh and odd".

Dr. Narayan Chandra Ray: I stand corrected. It is Rs. 1,15,090. Have you ever seen such thing in a business deal?

Mr. Speaker: It is 1 lakh, 15 thousand.

Dr. Narayan Chandra Ray: Then again Rs. 31 thousand.

১ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা। কিন্তু এই টাকার মধ্যে এমন কিছু আছে যাতে ১২০ বেড থেকে কমতে কমতে ২৮টা বেডে নেমেছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, স্কুল বন্ধ হয়ে যাক এটা আমরা চাই না। কিন্তু এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর-জেনারেলের সামনে উইলের যে সর্ত ছিল তাতে হসপিটাল উইল নট উইদার এবং তা রক্ষার জন্য স্কুল বন্ধ হয়ে যাবে। এখানে আমার প্রশ্ন হচ্ছে, সম্পত্তি এর আগে ম্যানেজ করতেন এ্যাডমিনিস্ট্রেটর-জেনারেল

It was managed by the Administrator General according to the terms of the will

আর জি করের সময় আমি আমার বক্তব্যের মধ্যখানে অনেক কথা তুলেছিলাম। এই এ্যাডমিনিস্ট্রেটর-জেনারেলের হাতা ইজ নট সো ক্লিন অর ক্লিয়ার। তা নিয়ে এখানে প্রশ্ন থাকছে—আপনি জানেন ঐ ইন্সটিটিউশনের আরো কতকগুলি ইনকাম ছিল, ডোনেশন ছিল। ধরুন কতকগুলি জুট মিলের ডোনেশন ছিল—কামারহাটি জুট মিল ৯ শো টাকা করে দিত, আগরপাড়া জুট মিল ১২ শো টাকা করে দিত, মোহিনী মিল ৫ শো টাকা, বেঙ্গল কেমিক্যাল ২ শো টাকা, বঙ্গোদয় কটন মিল ৫০১ টাকা, রেড ক্রশ ১ শো টাকা—এই রকম বিভিন্ন জায়গা থেকে ডোনেশন ছিল। বর্তমানে এই ডোনেশনগুলি কন্ট্রিবিউট হবে কি না এবং ঐ বিভিন্ন ধরনের আয় ছিল, সেগুলি এর মধ্যে যোগ হবে কি না? ডোনেশন এবং যে টুকরা টুকরা ইনকাম ছিল সেগুলি কি হবে সেটা জানতে চাচ্ছি। আমার বক্তব্য

পড়লেন তা ছাড়াও আমি দেখাচ্ছি যে টেস্টেটর সাগর দত্ত মহাশয়ও বলেছেন এই স্কুলটা সম্বন্ধে যে,

> "It is my desire that the Executor and Trustee of this my will shall seek the aid and co-operation of the Collector and Magistrate of the district and the Director of Public Instruction of Bengal and act in concert with them and all things relating to endowment, establishment and maintenance of such schools shall be subordinate."

অর্থাৎ স্কুলকে আমাদের রাজ্যসরকারের সাহাষ্য দিতে কোন অসুবিধা ছিল না। যদিও এই বিলে হাসপাতালে সাহাষ্য দেবার কোন কথা নাই। এবং সেই দিক থেকে রাজ্যসরকারের অসুবিধা ছিল। কিন্তু স্কুলের বেলায় তো কোন অসুবিধা ছিল না। কাজেই হাসপাতালকে এই রকম ৮।১০ বছর ধরে এত দুরবস্থায় এনে ফেলবার কোন কারণ ছিল না।

এখনও আমি এই কথা বলব, যেভাবে এই বিলটা ড্রাফটেড হয়েছে তাহা খুব সন্তোষ-জনক নয়। তবে এর জন্য কাজের যে ক্ষতি হবে এটাও আমরা চাই না। বাস্তবিকই এই হাসপাতালটা বন্ধ হওয়াতে জনগণের দুর্ভোগ অতিরিক্ত পরিমাণে বেড়েছে। তাই জন্য আমি স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয়কে বিশেষ করে অনুরোধ করব যে যত শীঘ্র সম্ভব, এই এ্যাপয়েন্টেড ডে যা আছে তা আবার লালসুতার ঠেলাতে কতদিন লাগবে জানি না,—যত শীঘ্র সম্ভব ঐ নির্দিষ্ট দিন ঠিক করে যেসব ওয়ার্ডগুলিতে সব ঠিক আছে সেগুলিকে খুলে দেওয়া হউক। বিশেষ করে কলেরা ওয়ার্ড এবং প্রসূতি ওয়ার্ড ও অন্যান্য ওয়ার্ডগুলি তাড়াতাড়ি খুলে দেওয়া হউক।

এই যে সম্পত্তি সেটা পুরো হ'ল হাসপাতালের সম্পত্তি, স্কুলের সম্পত্তি মোটেই নয়। কাজেই যেভাবে ভাগ করা হয়েছে সেটা আমাদের মনঃপুত নয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে এই স্কুলটা চালানর জন্যও টাকার দরকার সেটা কোথা থেকে আসবে। আমি একথা বলি যে এই স্কুল এটার জন্য যে টাকাটা ও'রা সেট এ্যাপার্ট করে রাখছেন, সেই টাকাটা যদি হাসপাতাল এ্যাকাউন্টে দেওয়া হয় তাহলে গভর্নমেন্টের শিক্ষাখাত থেকে সেই টাকাটা আবার দেওয়া যেতে পারে, কেবল বাজেট এ্যাডজাস্টমেন্টের ব্যাপার। তাতে একটা অসুবিধা হবে যে এই যে স্কুলের জন্য যে টাকা রাখা হচ্ছে সেই টাকাটা হয়ে থাকবে একটা নির্দিষ্ট টাকা। যেটা বাড়বে না। কিন্তু আমাদের এই দৈনন্দিন দ্রব্যমূল্য যে রকম বেড়ে যাচ্ছে, কস্ট অব লিভিং যে রকম বেড়ে যাচ্ছে, আমার তো মনে হয় আর কিছুদিন পরে স্কুলের অত্যন্ত বিপদ হবে, কেন না এতদিন হাসপাতালের টাকা এক সঙ্গে খরচ করা হচ্ছিল এক সঙ্গে ফান্ড ছিল বলে—এখন হাসপাতালের টাকা বের করে নেওয়া হচ্ছে, আর স্কুলের টাকা ফিক্সড করা হচ্ছে। কাজেই দুই বছর কি এক বছর পরে স্কুলের এই রকম বিপদ আসবে। সেই হিসেবে আমাদের ইচ্ছা ছিল স্কুলটাও গভর্নমেন্ট নিয়ে নিতে পারতেন—কোন অসুবিধা ছিল না। কেন না স্কুল বন্ধ মানে কি—স্কুলের টাকা যেটা হাসপাতালকে দেওয়া হচ্ছে সেটা যদি শিক্ষা খাত থেকে আসে তাহলে পরে আর কোন অসুবিধা নেই। স্কুলও বন্ধ হয় না। কিন্তু হাসপাতালের সম্পত্তি এই রকমভাবে বের করে নেওয়া—এটা আমার মনে হয় হাসপাতালের দিক থেকে এবং টেস্টেটর-এর ইচ্ছার দিক থেকে ঠিক হবে না। কাজেই একথা আমাদের বলবার উদ্দেশ্য এই যে এটা স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয় যেন গঠনমূলকভাবে নেন, এবং এই টেস্টেটরের ইচ্ছাকে সম্মান দেবার ইচ্ছা যদি তাঁদের থাকে তাও আস্তে আস্তে দিতে পারা যায়। কিন্তু আমাদের প্রধান এবং প্রথম বক্তব্য এবং যেটা টেস্টেটরেরও ইচ্ছা সেটা হচ্ছে হাসপাতালটাকে ভালভাবে চালু করা। আজকে এম্পায়ার্ড স্টেট [illegible] জন্য এটা প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু ওখানে যে শুধু স্থানীয় জনসংখ্যা বেড়েছে তা নয় রিফিউজী সেখানে অনেক এসেছে, এবং এটাকে একটা রিফিউজী এলাকা বললে ভুল বলা হয় না। কলিকাতায় গত কলেরা এপিডেমিক-এর সময় যা দেখেছি এবং যাহা এখানে স্টেটমেন্ট অব অবজেক্ট এ্যান্ড রিজনে বলা আছে যে, কলকাতার হাসপাতালের চাপ কিছু কমে ঐ হাসপাতালটা খুললে। আমি বলি, সেটা তো পরের কথা, এখনও অনেক রুগী আমি দেখেছি যে কলকাতায় আসতে আসতেই মারা যায়। ওর আশেপাশের রুগীদের যদি ওখানে চিকিৎসা করা হ'ত তাহলে হয় তো সে বেঁচে উঠত—কিন্তু কলকাতা আসবার

সুযোগও হ'ল না বা আসবার পথেই সে মারা গেল। আবার ওখানকার মিউনিসিপ্যালিটির ড্রেন ওয়েল ডেভেলপ নয় বা সকলের এ্যাম্‌বুলেন্স কারও নাই। এবং কারের আবার একটা চার্জ দিতে হয়—কাজেই এইসব কারণে ওখানকার হাসপাতালের কলেরা ওয়ার্ডটা বিশেষ করে আমি স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয়কে আবার অনুরোধ করব যাতে তাড়াতাড়ি খোলা যায় তার যেন ব্যবস্থা করেন। তার পর হাসপাতালের এক্সপান্সান, সম্প্রসারণের কথা যা বলেছেন তার যথেষ্ট সুযোগ আছে, বিরাট সম্পত্তি, ১০০ বিঘার সম্পত্তি, ঐ স্কুলকে আলাদা করে দিয়ে ১৭ বিঘা দেখিয়েছেন—আর ৮২ বিঘা দেখিয়েছেন হাসপাতালের কিন্তু টেস্টেটর বলে গেছেন সম্পূর্ণ সম্প্রত্তিটি হাসপাতালের। যাই হোক আমাদের সরকার হাসপাতালটা নিয়ে নিচ্ছেন, এবং স্টেট হসপিটাল হচ্ছে কিন্তু স্কুলটা এ্যাডমিনিস্ট্রেটরের হাতেই রয়ে গেল।

Mr. Speaker: By which clause of this Bill has the school been separated? Mr. Mitra, if you read the preamble you will see that Government are concerned with the hospital alone.

[4-30—4-40 p.m.]

Sj. Satkari Mitra: ...

আমি বলছি, টেস্টেটরদের সরকার ইচ্ছাটা তো মানবেন? তিনি এই সাথে স্কুলটা কেন নিচ্ছেন না? আমি বলছি, টেস্টেটরের ইচ্ছা অনুযায়ী স্কুলও গভর্নমেন্ট নিতে পারেন—তাতে কাহারও আপত্তি নাই। স্কুলের একটা বিপদ আসছে অতি শীঘ্রই। কেন না তার আয়ের টাকা ফিক্সড হয়ে যাচ্ছে আরও দরকার হলে টাকা কোথা পাবে?

Mr. Speaker: It is an aided school?

Sj. Satkari Mitra: It is not.

Mr. Speaker:

আপনি এখানে যদি দেখেন—

It will be given aid in case there is a deficit. Under the School Code today, Government, on application, meets the entire deficiency. You don't need to legislate on the point. Supposing a good school is run and there is deficiency at the end of the year. If you are running the school according to the School Code, Government is bound to pay the entire deficiency and that to provide for the establishment of a hospital together with a dispensary.

Sj. Satkari Mitra:

আমি বলছি যে স্কুলটা গভর্নমেন্ট নিয়ে নিলে কোন অসুবিধা হত না।

Mr. Speaker:

আমি আপনাদের একটা কথা বলি—

We are having a very very long sitting. The scope of the Bill is very limited. If you have any suggestion.

এক কথা উনি একবার বলছেন, আপনি আর একবার বলছেন। এই যে ট্রাস্ট প্রপার্টি রয়েছে, এ্যাডমিনিস্ট্রেটর জেনারেলের অধীনে সেটা কত আমি জানি না। কিন্তু পয়েন্ট অফ ল'টা বুঝিয়ে দিচ্ছি—

it is a corporate whole under the Administrator-General. Supposing the fund is 16 years' debentures, roughly 4 per cent.—about 64 thousand which is quite insufficient for a hospital. Government is going to run it. I entirely agree with you that it should never be closed. No provision need be made for it, the law is there.

Sj. Satkari Mitra:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এখন আমার বক্তব্য হচ্ছে—আমি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে এটা আশ্বাস পেতে চাই যে, এই হাসপাতাল সম্বন্ধে যা আইন করছেন, এই আইনানুযায়ী অথবা যেভাবেই হোক অন্ততঃ এটা তাঁদের নর্ম্যাল কন্ডিশনে ফিরিয়ে আনতে কতদিন সময় লাগবে এবং কত শীঘ্র কাজ আরম্ভ করতে পারবেন? এ সম্বন্ধে তাঁর কাছ থেকে শুনতে পেলে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হব।

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই বিলটা গত ফেব্রুয়ারি মার্চ সেসনে প্রোগ্রামে এসেছিল। সেই সময় আমি একটু অনুসন্ধান করি এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করি—বিলটা করে আসবে? তিনি বললেন—এবার আর আসছে না, আইন ঘটিত কিছু কিছু জটিলতা আছে। আমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে—এই আমি ফার্স্ট রিডিংএর সময় যে প্রশ্নগুলি করছি, তা যেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী তাঁর ফার্স্ট রিডিংএর জবাবে দেন।

তিনি ফেব্রুয়ারী মার্চ মাসের সেসনে বলেছিলেন আইন ঘটিত জটিলতা থাকায় সে সময় আনছেন না। আমার প্রশ্নে হচ্ছে—সেই জটিলতা কি ছিল? তার কি নিরসন করা হয়েছে? তা যেন তিনি জানিয়ে দেন। সেখানে আমার মনে হয়—সে জটিলতা আছে। আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হসপিটাল বিলটা যখন আপার হাউসে এগিয়েছিল, তখন একটা পয়েন্ট অব অর্ডার উঠেছিল; সে সময় দেখি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় খুব বিচলিত হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন—ল ডিপার্টমেন্ট বিলটা করেছে—সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বিল করেছে, আমি তার কি করবো। আমরা জানি এইসব বিল কোর্টে গেলে কি হয়। সুপ্রীম কোর্টে জার্নালিস্টস ওয়েজেস বিলটা গিয়ে কি অবস্থা হয়েছে। তাঁরা কি মনে করেন যে ল ডিপার্ট-মেন্ট থেকে বেরুলেই বিল সব ক্লিয়ার হয়ে গেল? তা হয় না। তা ছাড়াও ভয়ের কারণ আছে।

তা ছাড়া কতকগুলি কথা আছে। যে কথাগুলি শুনলাম যে তিনি একটা 'উইল' করে গেছলেন, তাতে রয়েছে একটা ট্রাস্ট করে গেছলেন এবং এ্যাডমিনিস্ট্রেটর-জেনারেল-এর হাতে সম্পত্তি দিয়ে গেছলেন—তাতে বলেছিলেন যে সাগর দত্ত হাসপাতাল হবে এবং হাসপাতাল হয়ে উদ্বৃত্ত যদি থাকে তাহলে স্কুল হবে। আজকে যখন সাগর দত্ত হাসপাতাল নিয়ে নেওয়া হল তখন, স্যার, আমি অন্য কোন সমালোচনা করছি না; আমি জিজ্ঞাসা করছি—এই যে স্কুলের এক্জিস্টেন্স,

practically within the body or within the womb of the hospital.

কি আইনের বলে স্কুলকে আলাদা করে হাসপাতালকে নিয়ে যাচ্ছেন। হাসপাতালের উদ্বৃত্ত অর্থ চলে আসবার কথা এই স্কুলে। এই উদ্বৃত্ত অর্থ যদি না আসে তাহলে স্কুলের কি হবে? এই হচ্ছে প্রথম ব্যাপার।

আর একটা কথা শুনলাম যে, ট্রাস্টি থাকবে, এ্যাডমিনিস্ট্রেটর-জেনারেল থাকবে কিন্তু আর জি করের বেলায় সেখানেও হাসপাতাল নেওয়া হল এবং সেটা মাত্র দশ বৎসরের জন্য কিন্তু সেই ট্রাস্টি কোথায় গেল? সমস্ত প্রপার্টিজ গভর্নমেন্টের হাতে এসে গেল। তাহলে এটা কি হল আমি তো বুঝতে পাচ্ছি না। সমস্ত সম্পত্তি সিকিউরিটিস চলে গেল গভর্নমেন্টের হাতে, সমস্ত প্রপার্টিজ ন্যাশনালাইজেশন করে নিলেন পারমানেন্টলি, তার কিন্তু এ্যাডমিনিস-ট্রেটর-জেনারেল রয়ে গেল, এটা কি ব্যাপার আমি তো বুঝে উঠতে পাচ্ছি না। একটার বেলায় —আর জি করের বেলায়—টেম্পোরারী ট্রান্সফার হল, তার ট্রাস্টি শেষ হয়ে গেল কিন্তু এখানে ট্রাস্টিও রইল, গভর্নমেন্টের হাতেও এসে গেল, এটা আইনে আপনাদের কি পদ্ধতি বুঝতে পাচ্ছি না। তাহলে মানে কি এ দাঁড়ায় যে ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে আইনের যে জটিলতা ছিল সেটা ঘুড়ির প্যাঁচের মত আরও বেড়েছে? এটা আমি বুঝে উঠতে পাচ্ছি না।

তৃতীয়, এম্প্লয়িজদের সম্বন্ধে। আর জি করের বেলায়ও আমরা এ জিনিস আলোচনা করেছি। এখন এ জিনিসটা পরিষ্কার বুঝতে হবে। এখন তো তারা গভর্নমেন্ট সার্ভেন্ট

হবে। আপনার অবগতির জন্য বলছি, স্যার, একজন এম্প্লয়ি দেড় বছর কি দু' বছর আগে সেখানে এ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়েছে, তিনি ৫৫ বছরে রিটায়ার করবেন, আর পূর্বেকার যারা এত কাল কাজ করে আসছে তাদের চাকরির এজ টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন সেসব কিছু নাই। তাহলে তারা কি পেন্সন পাবে, গ্র্যাচুইটী পাবে, প্রভিডেন্ট ফান্ড পাবে, না কি রিটায়ার করেও থাকতে পারবে? এটা আমি পরিষ্কারভাবে মন্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে জানতে চাই। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এগুলি অত্যন্ত জরুরী প্রশ্ন। আমার কথা হচ্ছে, পূর্বেকার যে সমস্ত এম্প্লয়িজ তাদের মধ্যে সকলেরই কি গভর্নমেন্ট সার্ভিস হয়ে যাবে, গেলে পর ৫৫ বছর এজ লিমিট হয়ে গেলে কি তাদের বিদায় করা হবে—এই হচ্ছে আমার প্রথম প্রশ্ন। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে তাদের পেন্সন-এর ব্যবস্থা হবে কি না এবং তারা যে অল্প মাইনের কাজ করে এসেছে তার জন্য এজ লিমিট যদি এই হয় যে ৫৫ বছরে রিটায়ার করতে হবে তাহলে ভবিষ্যতে তাদের জন্য কোন প্রভিসন-এর ব্যবস্থা হবে কি না। আর জি কর বিলের আলোচনার সময় আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় কখনো অর্থমন্ত্রী, কখনো মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আলাদা আলাদাভাবে আবার কখনো একসঙ্গে কথা বলেছিলেন। সেখানে তিনি বলেছিলেন যে দশ বছরের জন্য আর জি কর নেওয়া হয়েছে কিন্তু স্টাফ অ্যান্ড এম্প্লয়িজদের ব্যাপারে তারা গভর্নমেন্ট সার্ভেন্ট হবে এবং তাদের সার্ভিসের

terms and conditions will not be less advantageous than they were enjoying before—

মাননীয় দেবেন সেন তখন জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তারা গভর্নমেন্ট সার্ভেন্টদের মত চাকরিতে সমস্ত সুখ সুবিধা পাবে কি না। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় তখন উত্তেজিত হয়ে বলেছিলেন যে, আপনি কি বলতে চান আমরা তাদের পেন্সন দেব? তাহলে, স্যার, এদের কি হবে? গভর্নমেন্ট সার্ভিস হবে, ৫৫ বছরে রিটায়ারমেন্ট হবে কি না, তাদের টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন কি হবে, ভবিষ্যৎ কি, কোন কথা নাই, তাদের ফুল পেন্সন দিয়ে রিটায়ার করা হবে কি না এ-সমস্ত কিছু নাই—এ জিনিসগুলি কিছুই নাই। তারপর আইনঘটিত ব্যাপার যেটা, সাগর দত্ত হাসপাতাল নিয়ে নিলেন কিন্তু এ্যাডমিনিস্ট্রেটর-জেনারেল বজায় রইল, ট্রাস্টি বজায় রইল, অথচ আর জি করের বেলায় উল্টো—এটা কি করে সম্ভব?

[4-40—4-50 p.m.]

ইংরেজ আমলেও স্কুল ছিল, কমিটি ছিল,—মোটামুটি হয়ত রয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর এ্যাডমিনিস্ট্রেটর-জেনারেলের হাতে সাগর দত্ত এন্ডাউমেন্ট এল তখন থেকে আজ পর্যন্ত স্কুল কমিটি বলে কোন বস্তু নাই। কিন্তু তিনি যে সই করেন তাতে লেখেন হেড মাস্টার এবং সেক্রেটারী অফ দি কমিটি, কিন্তু সেই কমিটি আজ পর্যন্ত মিট করে নি। যেমন 'চিরকুমার সভার' শুধু প্রেসিডেন্ট আছেন, মেম্বার নাই, তেমনি সাগর দত্ত স্কুলের কমিটি—তার সেক্রেটারী আছেন কিন্তু কমিটি নাই। সুতরাং এ্যাডমিনিস্ট্রেশন চলে কি করে জানি না। এ্যাডমিনিস্ট্রেটর-জেনারেল যিনি বসে আছেন—ইজ হি এ্যাডমিনিস্টারিং অর ম্যাল-এ্যাডমিনিস্টারিং জানি না। তিনি কি এ্যাডমিনিস্ট্রেশন দেখছেন অর ম্যাল-এ্যাডমিনিস্ট্রেশন দেখছেন বুঝতে পারি নে। স্কুল চলছে তার কমিটি নেই—সে যেন জগন্নাথের রথ—চলে—চলছে। সাগর দত্ত তাঁর মৃত্যুর আগে যে 'উইল' করে গেছেন, যা তাতে বলে গেছেন—তাঁর সে কথার প্রতি রেস্পেক্ট দেখানো উচিত বলেই আমি মনে করি। তাঁর 'উইল'এ তিনি বলেছেন, তাঁর বিল্ডিং সমেত সমস্ত সম্পত্তি দ্বারা হাসপাতাল চলবে, হাসপাতাল চলাবার পর উদ্বৃত্ত অর্থ বা সম্পত্তি যদি কিছু থাকে তা স্কুলে যাবে। আমি জানতে চাই—আইনের কোন অধিকার বলে—, আমি স্কুলের বিরুদ্ধে কিছু বলছি নে, কিন্তু আইনে কি বলে না 'উইল'এর বিরুদ্ধভাবে এটা করা হচ্ছে? স্কুল যে জমিতে দাঁড়িয়ে আছে সে জমি স্কুলের জমি নয়, সে জমি হাসপাতালের। স্কুল বিল্ডিং যেটা সেটা হয়ে গেছিল হাসপাতালের তা কি করে কোপ মেয়ে এইভাবে স্লাইস বার করে নেওয়া হল! আর হাসপাতালটা স্টেটের হাতে চলে গেল, ট্রাস্ট, ট্রাস্টি বজায় রইল অথচ দেখছি—হাসপাতালে সম্পত্তি চলে গেল, সিকিউরিটি চলে গেল গভর্নমেন্টের হাতে, তবু গভর্নমেন্ট হাসপাতাল সেটা হল না! সাগর দত্ত হাসপাতালকে স্থায়ীভাবে বড় করে করবার জন্য তার যে জায়গা আছে তাতে খুব ভাল হাসপাতাল হতে পারে

—তা আমরা জানি। আমার তাই প্রশ্ন হচ্ছে—ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে আইনের যে সমস্যা, যে জটিলতা ছিল সে জটিলতা সে সমস্যার সমাধান হয়েছে—কি হয় নাই? তাই মন্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে জানতে চাই—ফেব্রুয়ারির মাসে কি সমস্যা ছিল—এবং কি সমাধানই বা তার তিনি করেছেন? সাগর দত্তের 'উইল'এর মধ্যে যা আছে তার বিরোধী কাজ তিনি করছেন কি না? সাগর দত্ত ট্রাস্টের যে টাকা আছে তা উদ্বৃত্ত নাই বলে ১২০ বেডের জায়গায় ২৮ বেড-এ মাত্র এসে দাঁড়িয়েছে। উদ্বৃত্ত অর্থ থাকলে স্কুলে ব্যয় করা চলবে এই তাঁর ইচ্ছা ছিল—যেখানে হাসপাতালের ব্যয় নির্বাহ করে আর টাকা উদ্বৃত্ত থাকে না, তবু কি করে স্কুল বজায় রইল! এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের ভারপ্রাপ্ত যিনি তিনি বলেছেন, সেন্টারের যা পলিসি তারা তাই ক্যারি আউট করছেন—এই হচ্ছে আমাদের এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট। সাগর দত্তর টাকা স্কুলের জন্য যে নয় অথবা স্কুলের জন্য তার উত্তর দেবার সেখানে কেউ নেই। কেন হাসপাতালের জমিতে—সাগর দত্তের 'উইল' অনুযায়ী যে জমি হাসপাতালেরই—সে জমিতে স্কুল—

Mr. Speaker: You are the third member who has spoken on this.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay: This has not been emphasised by any member.

সেটা আপনি ক্লারিফাই করে দিন।

Mr. Speaker: Originating summons ought to be the answer.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

ঐ ল'টা আপনি একবার দেখুন। আপনি ইচ্ছা করলে পারেন হাইকোর্টে একটা দরখাস্ত করে দিন। আপনি পারবেন হাইকোর্টে বিনা ফিতে করতে।

Mr. Speaker:

গভর্নমেন্টের ক্ষমতা নাই।

If there is a will which brings into being a fund and if there are doubts as to the application of the fund, if there are doubts as to the meaning thereof, nobody can decide this except the High Court of Judicature in Bengal.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

আমিও তাই বলছি—আপনি, স্যার, যা বলছেন—এ বিলটা আইনসম্মত হয়েছে কি না সে সম্বন্ধে দ্বিধা আছে। সেই জন্যই জিজ্ঞাসা করেছি—ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে যে সমস্যা ছিল সে-সমস্যার সমাধান হয়েছে কি না, ভাল হাসপাতাল করতে গিয়ে যদি 'উইল'এর বিরুদ্ধে যেতে হয় তাহলে সেটার ফল কি দাঁড়াবে?

Mr. Speaker:

গভর্নমেন্টের বিল দেওয়ার ফলে আইন তৈরী হবে না। ল' যেটা তার প্রপার এ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে কি না সে সম্বন্ধে ডাউট অর ডিস্‌পিউটস যদি থাকে তাহলে
the only thing is to get the answer from the High Court.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

তারা যা বলেন তাতে হাইকোর্টকে চ্যালেঞ্জ করেন।

Mr. Speaker:

আপনার কথা শুনে মনে হল আর জি করের সঙ্গে ডিফারেন্স সেটা প্রাইভেট আর এ্যাডমিনিস্ট্রেটর-জেনারেল।

It is quite clear—you know Mr. Chatterjee and I know it myself that hospital is the primary thing and school is secondary. Government did not start the school. The Administrator-General who was then functioning in the year 1912 started the school.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

আমি আর একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছি আর জি কর সম্বন্ধে, সেটা ছিল প্রাইভেট ট্রাস্টীশিপ-এর হাতে। বাট ইট ইজ আন্ডার দি অফিসিয়াল ট্রাস্টীশিপ—

Mr. Speaker: If your reading of the Bill is correct the entire amount should be applied for the purpose of the hospital. The Administrator-General is the custodian of the fund. Government has no power to take it away from him.

আপনার কথা শুনে মনে হয় আর জি করের সঙ্গে ডিফারেন্স হল সেটা প্রাইভেট ট্রাস্ট—

Administrator-General is the creature of the State. There is an Act called Administrator-General's Act.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

আর জি কর বিল-এ বলা হয়েছে যে, কনস্টিটিউশনের আর্টিকল ৩১(১)(বি) অনুসারে সেটা নেওয়া হচ্ছে। তাহলে আমি জানতে চাই—সাগর দত্ত হাসপাতাল যে নেওয়া হচ্ছে সেটা কনস্টিটিউশনের কোন্ বিধান অনুসারে?

Mr. Speaker:

গভর্নমেন্ট তার প্রপার্টি নিলেন না, নিলেন ম্যানেজমেন্ট। ম্যানেজমেন্ট ইজ নট এক্সপ্রোপ্রিয়েশন অব প্রপার্টি, সুতরাং কম্পেনসেসনএর কোন কথা ওঠে না।

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

কিন্তু ও'রা যা করছেন পার্মানেন্টলি নিচ্ছেন, আর্টিকল ৩১(১)(বি)তে নিচ্ছেন না—পার্মানেন্টলি নিচ্ছেন, তারা গভর্নমেন্ট সার্ভেন্ট হয়ে যাচ্ছে। কাজেই এটা টেম্পোরারী নিচ্ছেন। এই যে ম্যানেজমেন্ট করা হচ্ছে কনস্টিটিউশনের কোন্ আর্টিকল অনুযায়ী এটা হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে এই কথা বলি?

Dr. Golam Yazdani:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি সাগর দত্ত হাসপাতাল সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলব। ১৯০৪ থেকে আজ পর্যন্ত এখানকার এক্সপেন্ডিচারের হিসাবটা দেব। সাগর দত্ত হাসপাতালের বেডের সংখ্যা যা ছিল তা স্বাধীনতার পর থেকে ক্রমে ক্রমে কমেই আসছে। এর উইলের মধ্যে আছে যে যেকোন সময়ে যদি হাসপাতালের কাজের ক্ষতি হয় তাহলে তৎক্ষণাৎ স্কুল বন্ধ করা হবে। ১৯৪৮ সাল থেকে কেন বেডের সংখ্যা কমে যাচ্ছে সেদিকে এ্যাডমিনিস্ট্রেটর-জেনারেল, ডিরেক্টর অব হেলথ সার্ভিসেস এবং সিভিল সার্জেনের নজর দেওয়া উচিত ছিল। সেখানে যে এনুয়াল রিপোর্ট তৈরি হয় তার কপি ডাইরেক্টর অব হেলথ সার্ভিসেস এবং সিভিল সার্জনের কাছে যায়; তা থেকেই তাঁদের দেখে ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। এ ছাড়া সিভিল সার্জন, ২৪-পরগনা, প্রত্যেক মাসে যখন হসপিট্যাল ভিজিট করেন তখন সরকারের নজরে তাঁর এটা আনা উচিত ছিল। আমাদের কথা হল, সাগর দত্ত মহাশয় উইল করে যাঁদের হাতে এই প্রতিষ্ঠানের ভার দিয়ে গিয়েছিলেন তাঁরা যখন থেকে জানতে পারলেন যে এর অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে তখনই কেন কোন ব্যবস্থা তাঁরা অবলম্বন করেন নি? আর একটা কথা, তাঁর উইলের মধ্যে লেখা ছিল যে ২৪-পরগনার সিভিল সার্জেন বছরে ১,২০০ টাকা করে পাবেন, অথচ আমরা জানি যে তাঁকে মাসিক ২০০ টাকা করে দেওয়া হত, এবং গত দু-এক বছর থেকে ১০০ টাকা করে মাসিক দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ উইলের মধ্যে যে কথাগুলো লেখা আছে সেই অনুযায়ী কাজ হচ্ছে না। এখানে বেডের সংখ্যা যেমন কমে আসছে তেমনি হসপিট্যালের অন্যান্য ওয়ার্ড—সেপ্টিক ওয়ার্ড, আই ওয়ার্ড—সমস্ত আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে গেছে। অথচ সেখানে রিপেয়ারের বাবদ দেখছি যে মোটা টাকা খরচ করা হচ্ছে। সেখানকার সেপ্টিক ওয়ার্ড, আই ওয়ার্ড-এর দালানগুলো সব ভেঙ্গে পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু রিপেয়ারের জন্য প্রত্যেক বছর ২-২½ হাজার করে টাকা চার্জ হচ্ছে। এই প্রতিষ্ঠানের যে বিল্ডিং ভেঙ্গে যাচ্ছে সেদিকে তাঁরা কোন নজরই দেন নি। হাসপাতালে রুগীদের যেভাবে সেবা করা উচিত

ছিল বা হসপিটাল যেভাবে পরিচালনা করা উচিত ছিল সেদিকে ঐ তিন জন একেবারে কোন দৃষ্টিই দেন নি। অতএব এইসব দিক দিয়ে আমরা এ্যাডমিনিস্ট্রেটর-জেনারেল, ডাইরেক্টর অব হেলথ সার্ভিসেস এবং সিভিল সার্জেনের অবহেলাই বরাবর দেখেছি।

Mr. Speaker: Administrator-General is the legal owner of the entire thing.
আমি যদি হাসপাতাল করি তাহলে ডাইরেক্টর অব হেলথ সার্ভিসেসকে ঢুকতে দেব না।
It is a matter of grace. It is a matter of arrangement.
আমি যদি না দিই?
is there any obligation?

Dr. Golam Yazdani:
আমি বলছি বহুদিন আগেই গভর্নমেন্টের এদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত ছিল।

Mr. Speaker: I know of more than one private hospital in Calcutta. Government have nothing to do with them. Government cannot send their Director of Public Health there.

Dr. Golam Yazdani:
এখানে এ্যাডমিনিস্ট্রেটর-জেনারেল ঠিকভাবে কাজ করেছেন কি না সেটাও দেখা উচিত ছিল।

Mr. Speaker:
সেই এ্যাডমিনিস্ট্রেটর-জেনারেল চলে গেছেন--
why bring in the Administrator-General?

Dr. Golam Yazdani:
কোন একটা পার্টিকুলার লোকের কথা আমি বলছি না।

Mr. Speaker: If the previous incumbent mismanaged it that mismanagement cannot be attributed to the present Administrator-General.

Dr. Golam Yazdani:
আমার কথা হচ্ছে যে সরকার যখন এটাকে নিয়ে নিচ্ছেন তখন সেখানকার যেসমস্ত ওয়ার্কার আছেন তাদের মাইনে গভর্নমেন্টের যেরকম স্কেলের আছে সেই রকম হওয়া উচিত. আর সেখানে যেসমস্ত ওয়ার্কার কাজ করেন তাঁদের রিটায়ারমেন্ট বয়স গভর্নমেন্টের চাকরিয়াদের মত হওয়া উচিত। আর একটা জিনিস আমি বলতে চাই যে, এম্প্লয়ীজ স্টেট ইনস্যুরেন্সএর জন্য ওখানে জায়গা দেওয়ার কথা সরকার চিন্তা করছেন। আমার কথা হচ্ছে যে এম্প্লয়ীজ স্টেট ইনস্যুরেন্সএর সমস্যা কোলকাতায়ও অত্যন্ত বেশী এবং আমার মনে হয় যে গভর্নমেন্টের এম্প্লয়ীজ স্টেট ইনস্যুরেন্সের জন্য আলাদা করে একটা হাসপাতাল করা উচিত যাতে করে সাগর দত্ত হসপিট্যালের অনেকগুলি বেড এই এম্প্লয়ীজ স্টেট ইনস্যুরেন্সএর জন্য রিজার্ভ করা না হয় এদিকে গভর্নমেন্টের লক্ষ্য দেওয়া উচিত। যিনি এই উইল করেছিলেন তিনি কামারহাটির চারিদিকের লোকের সুবিধার জন্যই এই হাসপাতাল করেছিলেন। কাজেই এম্প্লয়ীজ স্টেট ইনস্যুরেন্সের জন্য এতে যদি বেশী করে বেড রিজার্ভ করে রাখা হয় তাহলে জনসাধারণ এই হাসপাতালের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। সুতরাং এটা গভর্নমেন্টের অবহিত হওয়া প্রয়োজন। আর একটা কথা না বলে পারছি না। স্কুলটা সম্বন্ধে—সেটা এ্যাডমিনিস্ট্রেটর-জেনারেলের হাতে থেকে গেলেও সেটা যেন ভাল মত পরিচালিত হয় সেদিকে গভর্নমেন্টের নজর দেওয়া উচিত। সেখানে ম্যানেজিং কমিটি আছে তার মিটিং হয় না—সেদিকেও সরকারের একটু দেখা উচিত। ছাত্রদের অভিভাবকদেরকে নিয়ে স্কুলের মিটিং নিয়মিতভাবে সেখানে হয় না। সুতরাং স্কুলের আজ দুর্দশা। এই অব্যবস্থা দূর করা দরকার।

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: Mr. Speaker, Sir, may I draw your attention to the fact that the Hon'ble Minister is looking very alarmingly worried and so I would like to take his worry off by saying that I offer my wholehearted welcome and support to this Bill. There is only one small

flaw—may I say, a little fly in the tea cup. Dr. Yazdani has drawn attention to the fact that the inclusion of the Employees' State Insurance Scheme beds with the general beds may lead to complications in future. I hope the Hon'ble Minister will look to that. With these words, I wholeheartedly welcome and support the Bill.

[5—5-10 p.m.]

Sj. Pabitra Mohan Roy:

মিঃ স্পীকার, স্যার, এই সাগর দত্ত হসাপাতাল বিলের সম্পর্কে মূল বক্তব্য প্রায় সবই ডাঃ গনি কভার করেছেন। আমি দু'-একটা কথা বলব। স্টেটমেন্ট অব অবজেক্ট অ্যান্ড রিজন্সএ মন্ত্রী মহাশয় যা বলেছেন তাতে আমি বলতে চাই, ব্যারাকপুর সাবডিভিসন থেকে আর জি কর হাসপাতালে আসতে গেলে খুব অসুবিধা হয়। সেদিক থেকে সাগর দত্ত হাসপাতালের ইম্প্রুভমেন্ট হলে আমাদের ব্যারাকপুর সার্বডিভিসনের খুব সুবিধা হবে। এমপ্লয়িজ স্টেট ইনস্যুরেন্স স্কীমএর কয়েকটা বেড নেওয়ার যে কথা তিনি বলেছেন সে সম্পর্কে আমি মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই—এমপ্লয়িজ স্টেট ইনস্যুরেন্স স্কীমএ যথেষ্ট পয়সা রয়েছে, যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে এবং এটাকে একটা পুরো হাসপাতাল করবার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে আপনাদের বলা হয়েছে। অন্য যে কোন হাসপাতালের মত মাত্র কয়েকটা বেড করেই যদি আপনারা ক্ষান্ত থাকেন তাহলে সাধারণ লোকের যে অসুবিধা, সেটা থেকেই যাবে। এবং এই স্কীমে এমপ্লয়িজ স্টেট ইনস্যুরেন্স অন্তর্গত ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার্সদের যে সুবিধা পাওয়ার দরকার সেই সুবিধা তারা এখানে পাবে না। আজকে আপনারা এটা এই স্কীমে নেওয়া ঠিক করেছেন বা করেন তাতে আমাদের কিছু আপত্তি নাই। কিন্তু এটাকে একটা পুরো হাসপাতালে পরিণত করার জন্যই আমরা মন্ত্রী মহাশয়কে বলব। তারপর আর একটা পয়েন্ট হচ্ছে এই যে এমপ্লয়িজদের সম্পর্কে বলা হয়েছে,

terms and conditions of their service shall be such as may be determined by the State Government having regard to the terms and conditions of their service as in force before the appointed day.

আমি এ সম্পর্কে মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে এই অনুরোধ রাখব যে তাদের টার্মস অ্যান্ড কন্ডিসনসগুলো আপনারাই ঠিক করে দেবেন—তারা সরকারের অর্থাৎ গভর্নমেন্টের এমপ্লয়িজ হয়ে যাওয়ার সুবিধা অসুবিধা দুটো দিকই আছে। তখন তাদের ৫৫ ইয়ারস এজ-এ রিটায়ার করতে হবে। তাই অন্যান্য যেসব সুযোগ সুবিধা পেতে পারে সেইগুলি যদি ঠিক করে দেন তাহলে ভাল হয়। ডিপার্টমেন্টের হাতে ডাইরেক্টর অব হেলথ সার্ভিসেসএর হাতে ছেড়ে না দিলেই ভাল হয়। এই দুটো কথা বলেই এই যে সাগর দত্ত হাসপাতাল বিল এখানে উপস্থাপিত করেছেন তার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Dr. Jnanendra Nath Majumdar: Mr. Speaker, Sir, speaking on the Bill wanting to bring the Sagore Dutt Hospital into the realm of Government activities, one is reminded of the hallowed name of Sagore Dutt and his trust and charities. The discussions that we are having here, the way we are speaking about it, one thinks—at least to me a *physician*, it seems—that the hallowed memory of Sagore Dutt must be waking up in the Ganges of Nimtola Ghat. The mal-administration of the Administrator-General is not the question on which I would like to speak, but what I would like to speak is that this is one of the correct steps taken by the Government, and let us hope that the administration will not be a mal-administration. Through you I want to remind the Minister that the whole of industrial belt starting from Calcutta to Kanchrapara has no real amenities of medical help either in a specialised manner or in the matter of radiology or general medicine, and this may be the starting point of one of the glorious deeds that we envisage in this industrial belt of a series of hospitals where industrial workers, the ordinary common men and even those employees under State Insurance Scheme may have benefit.

I have nothing to say regarding the controversy that has been raging here. Only one thing I would like to have cleared by the Minister is that it reminds me of a Bengali adage—and I hope the Minister will make it clear that this is not so—and that adage is

"রাজার নন্দিনী প্যারী যা করে তাই শোভা পায়"।

Just a few days before we were told that the R. G. Kar Medical College could not have been completely nationalised because it was taken under section 31A and the President's permission was necessary. Here also the same thing is being done. The management is being taken over and under what clause can it be taken I do not understand. Conceivably it could be taken under the amended section 31(2A), but in that case also the appropriation of the property goes to the Government, though the actual fact of the management being there, no compensation is necessary so far as I have understood the statute. I would like this to be cleared up, because by this so-called taking up of the management I do not know whether we should carry out nationalisation or not. For this move some disturbance may come from certain quarters having vested interest, if I am allowed to say so, and people having such vested interest will create a disturbance by, as you, Mr. Speaker, have said, just instituting a query in the High Court and we are afraid that a good move taken by the Government may not fructify, as I was telling the other day there are good moves taken by the Government but the whole system is such that these moves do not generally fructify for the benefit of the people. That is why I request the Minister to clear up this point so that we on this side may know that this move will really take shape and will not fail to fructify.

With these words I thank you for permitting me to speak on this thing.

[5-10—5-20 p.m.]

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: Sir, my friend Dr. A. A. Md. Obaidul Ghani has mentioned that I have been passing my time with a troubled mind and looking very worried. That is not a fact. I am one of the persons who would welcome this Bill as anybody in West Bengal would like it because a day will come when we will have in very near future a full-fledged hospital with all modern equipment, facilities and experts and other adjuncts for the running of the hospital in an efficient way.

Our friend Shri Satkari Mitra has requested and has suggested also that it should be taken up as early as possible. Of course the object of bringing this Bill shows that the Government is eager with a real intention to have a full-fledged hospital with all its glory and with all the traditions which it had in the past.

My friend Dr. Hiren Chatterji has raised an issue and he has stressed with all command he could have on his tongue the intricacies of law. Now a doctor raises the issue of law and it is very clear that he wanted to put me in a paradoxical position for being a doctor to answer. But this is a Bill which I have brought and so necessarily I have had to go through all the details of that law and it appears to be simple. Law after all is common sense though systematised. It has been said in the Statement of Objects and Reasons of this Bill that the hospital was gradually deteriorating for want of fund and Government wanted to help the institution with grants but the Administrator General according to the existing conditions was not in a position to accept any grant. That was one of the main difficulties and this Bill which is before us has been brought with the concurrence, sanction and in consultation with the Administrator

General. As our Hon'ble Speaker has mentioned, the whole property was with the Administrator General and he is also the Trustee. So with his consent a portion of the land including the premises and also the furniture and other belongings of that hospital that have to be vested in Government will be transferred to Government but the rest of the properties namely funds, securities, debentures etc. all these will be administered by the Administrator General of West Bengal and so the Bill has been drafted accordingly.

Regarding the question of subsidies to the School, of course the original will was that the Hospital should be maintained first and if there was any surplus that would go to maintain the school. The school was established by the Administrator General fifty years ago and he was responsible for the administration of the Trust also. Government do not want to disturb the arrangement made by the Administrator General long ago although legally the school can be closed down. So it is proposed that the school should be left as it is with the provision which is already there. Now, if we analyse the position of this school we find that the school was running at a deficit and it dwindled and it was almost reduced to a skeleton but only when the grant from the Board of Secondary Education was given it could maintain its existence.

[5-20—5-40 p.m.]

And there is a grant from the Board of Secondary Education of Rs. 14,000 along with the income of Rs. 11,000 which I have just now mentioned. The annual expenditure now of the school with this grant is Rs. 25,000.

There is another question that the hospital will get Rs. 88,000 and the Government has to spend the running expenditure of Rs. 3 lakhs. The initial capital expenditure would be about Rs. 6 lakhs that is on the basis of Rs. 4,000 per bed on account of equipment and essential repairs, etc. of the building, and Rs. 2,000 per bed recurring. As I mentioned in my speech before out of Rs. 3 lakhs there will be Rs. 1 lakh coming from the Employees State Insurance. That means altogether there are 150 beds—50 beds will be reserved for the Insurance employees of the Corporation and the income will be Rs. 1 lakh.

Regarding beds of the hospital I have already mentioned that the Barrackpore Subdivision is thickly populated, over-populated and it may be mentioned that there are several factors which have contributed to this over-population. Moreover, as some of the honourable members have said, there are industrial belts which have developed on either side of the Ganges, it is in a central position and it is quite proper and just to allocate a particular number of beds for the insurance people. Sir, as I said, this hospital which has been the primary need is just going to be raised to a higher standard by running on modern lines, and it is the duty of everybody just to see that the Bill is passed.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay: On a point of information, Sir. Under which Article of the Constitution this institution is being taken over?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: The honourable member has got the answer from the Hon'ble Speaker before.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay: I want to know under which Article of the Constitution you are taking it over.

পুরের মতন শ্রমিক প্রধান অঞ্চলে হাসপাতালের অত্যন্ত প্রয়োজন রয়েছে। অবশ্য এ সম্বন্ধে হেলথ ডাইরেক্টর যে চিন্তা করছেন না তা নয়, কিন্তু একটা কথা আমি তাঁদের চিন্তা করতে বলছি। ব্যারাকপুরের উত্তরাঞ্চলে যেখানে জগদ্দল, হাজিনগর, গৌরীপুরের মতন বিভিন্ন অঞ্চলে ৩।৪ লক্ষ লোক বাস করে এবং বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম যে ভাটপাড়া মিউনিসিপ্যালিটি অবস্থিত এই সমস্ত জায়গায় একটিও হাসপাতাল নেই। সুতরাং অতি সত্বর যাতে হাসপাতাল হয় সেদিকে তাঁরা যেন নজর দেন। এই হাসপাতালে ই এস আই-এর এবং সাধারণ রুগীদের ব্যবস্থা না হয় থাকবে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা আমি বলতে চাই। ব্যারাকপুরের উত্তরাঞ্চলে রুগীদের হয় কোলকাতা না হয় গঙ্গা পার হয়ে চুঁচুড়ায় ইমামবাড়া হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয় এবং এর ফলে হয়ত অনেকে রাস্তায় মারা যায়। সেজন্য তাঁরা এই যে পদসেবা আরম্ভ করেছেন এটাকে আমি সমর্থন করব এবং সঙ্গে সঙ্গে এই কথাও বলব যে অবিলম্বে ভাটপাড়ায় যেন একটা হাসপাতাল তৈরি করা হয়। এই কথা বলে আমি শেষ করছি।

The motion of the Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy that the Sagore Dutt Hospital Bill, 1958, as settled in the Assembly, be passed, was then put and agreed to.

The West Bengal Taxes on Entry of Goods in Local Areas (Amendment) Bill, 1958

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I beg to introduce the West Bengal Taxes on Entry of Goods in Local Areas (Amendment) Bill, 1958.

[Secretary then read the title of the Bill]

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I beg to move that the West Bengal Taxes on Entry of Goods in Local Areas (Amendment) Bill, 1958, be taken into consideration.

Sir, this is a small Bill. You will recall that we passed in 1955 the West Bengal Taxes on Fntry of Goods in Local Areas Act. Under section 4 read with the schedule appended to that Act, a tax at the rate of one anna per pound avoirdupois is levied on tea. For purposes of taxation under the aforesaid Act tea includes tea-waste. It was represented to us, however, that the tea-waste is used largely for the manufacture of caffeine. It has been the principle of this Government that whenever we use a particular substance as a raw material to manufacture some other goods, we should not levy a tax on that raw material. Tea-waste is used as a raw material for the manufacture of caffeine. The tax on tea-waste increases the cost of caffeine manufactured by the Calcutta caffeine industry. Caffeine manufacturers in Calcutta have represented to the Government that the levy of the entry tax has placed them in a disadvantageous position and in competition with imported caffeine.

[5-50—6 p.m.]

The object of this Bill is to give relief to the local caffeine manufacturers by allowing a refund of the tax paid on the tea waste consumed by them. I want to make it clear that the taxes on Entry of Goods in Local Areas Act provide for payment of taxation on tea. There is a provision for refunding of the tax paid upon tea waste consumed by them.

Sir, with these words, I commend my motion for the acceptance of the House.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay: Sir, on a point of information.

The first thing is about tea waste. Is there any arrangement to ascertain whether it is tea or tea waste because we have got some misapprehension that in the name of tea-waste, tea may be passed on. That is one point. Secondly, about the dealers and manufactureres. Is there any arrangement to have these dealers registered and manufacturers registered? Otherwise, anybody can say "I am a manufacturer" and in the name of tea-waste, tea may be smuggled and may pass into others hands. Therefore, I want to know whether there is any security measures to ascertain tea-waste and whether there is any arrangement for registration of dealers and manufacturers.

Sj. Pabitra Mohan Roy:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়,

the West Bengal taxes on entry of Goods in Local Areas Act, 1955 amendment

এটার উপর এ্যামেন্ডমেণ্ট মন্ত্রী মহাশয় এনেছেন। তার সীডিউলে যে ট্যাক্সেবল গুডস আছে তাতে দেখাচ্ছে

tea, that is to say leaves, leaf buds and also tea dust and tea waste

এখানে শুধু টি ওয়েস্টের উপর তিনি এনেছেন এবং ক্যাফিন ম্যানুফাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি, যাঁরা এর কনজিউমার্স তাদের সুবিধার জন্য এক আনী করে অর্থাৎ ৫ টাকা পার মান্ড এটা হয়ে যাবে। আমি মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে এটা রাখছি যে শুধু ক্যালকাটা ক্যাফিন ম্যানুফাকচারিংএর জন্য এটা না করে অন্য দিকে চিন্তা করে এই ট্যাক্স যদি সবাইয়ের উপর বাদ দেয়া সম্ভব হয় তাহলে তাই করুন, কারণ আমার পয়েন্ট হচ্ছে যে টি ওয়েস্ট এটা একটা রিফিউজ। প্র্যাকটিক্যালী এই যে ওয়েস্ট এই ওয়েস্টকে যদি আমরা ফরেন এক্সচেঞ্জ পয়েন্ট থেকে দেখি তাহলে দেখবো যে আজ সিলোন এবং পাকিস্তানে যা চা হয় সেগুলি ফরেন মার্কেটে কমপিট করতে পারে না, আমাদের ইন্ডিয়ান মার্কেটও এই ট্যাক্সটার জন্য। এখন মেন এক্সপোর্টের জায়গা আমাদের রয়েছে জাপান অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, এসব দেশে এক্সপোর্ট করার কিছু কিছু চান্স রয়েছে। আজকে যদি আমরা টি ওয়েস্ট-এ এই এক আনা পার পাউন্ড উঠিয়ে দিই তাহলে ফরেনে অন্যান্য দেশের সঙ্গে কমপিট করতে হয়ত একটু সুবিধা হোতে পারে। ক্যাফিন বাইরে তৈরি হয়, তার জন্য ইন্ডিয়ান টি ওয়েস্ট অন্য কোনভাবে আমরা দেশে ইউটিলাইজ করতে পারছি না। এখন সেন্ট্রাল গভর্নমেণ্ট সেই সেস দিচ্ছেন, কিছু কিছু লোক ছাড়া অন্য কেউ আর এই বিজনেস করতে পারে না। কাজেই সেন্ট্রাল গভর্নমেণ্ট লাইসেন্স দেয়। এখানে কন্ট্রোল রয়েছে। অন্যান্য পয়েন্টএর মধ্যে এই পয়েন্টটাই আমি চীফ মিনিস্টারের কাছে রাখছি যে, যেটা ওয়েস্ট বলে বাগানেই নষ্ট হয়ে যাবে সেটা যদি আমরা ছেড়ে দিই, ডিউটি থেকে ফ্রি করি তাহলে এতেও আমাদের ফরেন এক্সচেঞ্জ আসতে পারে।

Sj. Sunil Das:

মিঃ স্পীকার, স্যার, এখানে আমার মূল বক্তব্য হল যাতে ট্যাক্স ইভেসুন না হয়—ক্যাফিন ম্যানুফ্যাকচারের অজুহাতে যাতে ইভেসন না হয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি আরো একটা কথা বলতে চাই যে, এই বিলে যারা ক্যালকাটা ক্যাফিন ম্যানুফ্যাকচারার্স তাদের এক আনা পাউন্ডে ট্যাক্স ধরা কিভাবে রেহাই দেওয়া হবে সেটাই লক্ষ্য রাখা হয়েছে। ট্যাক্স তো তাদের রিফান্ড করা হবে—এখন আমরা যদি ট্যাক্স রিফান্ড করতে চাই, তেমনভাবে না নিয়ে, নেবার পূর্বেই এক্‌জেম্‌প্ট করতে পারি কি না—সেই ব্যবস্থা করতে পারি কি না সেদিকেই আমি মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, কারণ সেক্ষেত্রে ট্যাক্সের যে দুটো নীতি সেই দুটো নীতি আমরা মানতে পারব। অর্থাৎ যাতে এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কন্ভিনিয়েন্সও হয় এবং এদিকেও ট্যাক্সেশনও কম হয়। কারণ একবার জমা দিতে হবে আরেক বার ফেরৎ নিতে হবে, এতে নানারকম একাউন্টেন্সীর ব্যাপার এসে যায় যার জন্য অফিস, কেরানী ইত্যাদি রাখা দরকার। যদি ট্যাক্স নাই নিই তাহলে এই প্রশ্ন এ্যারাইজ করে না, এই প্রশ্নই থাকে না—এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কস্টও কিছু থাকে না। এখন কথা হতে পারে কিভাবে এক্‌জেম্‌প্ট করা যাবে। সেন্ট্রাল

এক্সাইজ এ্যাক্ট, ১৯৪৪, সেক্সন ৬-এ যে প্রভিসন রয়েছে সেই সেকসন ৬ অনুসারে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট লাইসেন্স ইস্যু করেন, যারা টি ওয়েস্ট থেকে ক্যাফিন ম্যানুফ্যাকচার করেন তাদের জন্য। এখন যদি এখানে ব্যবস্থা করা হয় যে যারা সেন্ট্রাল ট্যাক্সেস অনুযায়ী লাইসেন্স প্রাপ্ত তাদের এই ট্যাক্স আদায় করা হবে না তাহলে ইভেসনএর রাস্তা বন্ধ হতে পারে, ভেক্সেসনও বন্ধ হতে পারে এবং এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কস্ট কম হবে এটা ঠিক। এই দেওয়া আর নেওয়া এই দাকর ব্যবস্থা থেকে তারা সেক্ষেত্রে রেহাই পেলে এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কস্ট অনেক কম হতে পারে। এদিকে আমি মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এটা চিন্তা করে তাঁরা এই বিলটা এডিফাই করতে পারেন কি না। মিঃ স্পীকার, স্যার, এসম্পর্কে আমি উল্লেখ করতে চাই যে, আমার একটা এ্যামেন্ডমেন্ট ছিল, কিন্তু ২০৭(১) ধারা অনুযায়ী সেটা আউট অব অর্ডার হয়েছে বলে আমি জানতে পেরেছি—সেজন্য আমার এ্যামেন্ডমেন্টটা মুভ করা যাবে না ল্যাংগুয়েজের ডিফেক্ট থাকার দরুণ। এখানে আমার আরেকটা কথা হল এই যে, যেসমস্ত টি ওয়েস্ট থেকে ক্যাফিন এক্সট্রাক্ট করা হয় তাতে ২ টু ০·৫ পারসেন্ট ক্যাফিন পাওয়া যায় এবং একটু সাবধান হলেই ৪০ প্যাউন্ড টি ওয়েস্ট থেকে প্রায় ১ পাউন্ড ক্যাফিন পাওয়া যায় এবং হাই পারসেন্টেজ সম্পন্ন টি ওয়েস্টগুলি যদি পৃথক করা যায় এবং শুধু যদি এক্সক্লুসিভলি ক্যাফিন ম্যানুফ্যাকচারের জন্য সেই টি ওয়েস্ট ব্যবহার করা যায় তাহলে আমরা কমার্সিয়ালি কম্পিট করতে পারব বিদেশী ক্যাফিনের সঙ্গে—এদিকেও সরকারের দৃষ্টি থাকা দরকার। মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনি হয়তো বলতে পারেন যে, এই ব্যাপারের সঙ্গে এই বিলের কোন সংযোগ নাই, কিন্তু ক্যাফিন ম্যানুফ্যাকচারের প্রশ্নই এই বিলের সঙ্গে জড়িত। সেজন্য রেসিডুয়াল টি এবং টি ওয়েস্ট ক্যাটেগরাইজ করা হোক, পৃথক করা হোক, যাতে করে টি ওয়েস্ট ক্যাফিন ম্যানুফ্যাকচারের কাজ ছাড়া অন্য কাজে ব্যবহৃত না হয় সেদিকেও দৃষ্টি দেওয়া দরকার। তাহলে আমরা বিদেশেও কম্পিট করতে পারব। ক্রুড ক্যাফিন আমরা বিদেশে পাঠিয়ে দিই পিউরিফাই করবার জন্য। এদিকে দৃষ্টি দিলে আমরা কমার্সিয়ালি কম্পিট করতে পারব এবং ক্যাফিনের এক্সপোর্টারও হতে পারব।

[6—6-10 p.m.]

Sj. Somnath Lahiri:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, বর্তমানে ক্যাফিন ম্যানুফ্যাকচার করার জন্য লাইসেন্স করার দিকে একটা হিড়িক পড়ে গিয়েছে—বিশেষ করে বড় বড় চা-কর মালিকদের মধ্যে স্বনামে এবং বেনামে ক্যাফিন ম্যানুফ্যাকচার করার প্রচন্ড আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। এই আগ্রহের পিছনে একটা কারণ বাজারে শোনা যায়—আমাদের দেশে তো ক্যাফিনের ডিম্যান্ড খুব বেশি নয়—কথাটা মন্ত্রী মহাশয় মনে রাখলে ভাল হয়—আসল মতলব, ক্যাফিনের নাম করে তাঁরা রেসিডুয়াল টি ওয়েস্টে খরচ দেখান এবং ভালো চা'র সঙ্গে মিশিয়ে লাভ করেন। এভাবে এ্যাডালটারেশনের পারপাসে ব্যবহার করে এবং ক্যাফিন ম্যানুফ্যাকচারের একটা অংক তৈরি করে খরচের হিসাব দেখান। এই পদ্ধতি বাজারে খুব প্রচলিত এবং এও আপনি খোঁজ করলে দেখতে পাবেন যে, যদি কেউ লাইসেন্স ছেড়ে দেবার কথা বলে তাহলে এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত তার দাম দিতে প্রস্তুত এমন টি প্ল্যান্টার বাজারে আছে। এখন কথা হচ্ছে, এভাবে যদি আমরা রেসিডুয়াল টি, ওয়েস্ট টি-কে ডিউটি থেকে মুক্ত করে দিয়ে দিই তাহলে তাদের লাভের উপায়ই বাড়িয়ে দেওয়া হবে। তাই এই যে রেসিডুয়াল টি, ওয়েস্ট টি ভেজাল হিসাবে ব্যবহার করা হয় লাভের দিক থেকে এই অবস্থার কোন প্রটেক্শনের ব্যবস্থা হতে পারে কি না সেটা যেন মন্ত্রী মহাশয় বিবেচনা করেন।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I have heard the speeches made. The first question raised is that it may be that a man may put in a claim for exemption for tea-waste. Sir, the language runs thus: "The prescribed authority shall, in the prescribed manner, refund to a dealer applying in this behalf any amount of tax or penalty paid in respect of the entry of any tea-waste, if it is proved to the satisfaction of the prescribed authority in the prescribed manner that the tea-waste has been used in manufacturing caffeine by the dealer, etc." Sir, two things are

there. First of all, he must prove to the satisfaction of the authority according to the manner prescribed that the tea-waste has been used in manufacturing caffeine by the dealer or by any other person who is a manufacturer of caffeine and to whom the dealer has sold the tea-waste. Then only he will get a refund. Sir, ordinarily it is estimated that roughly one lakh pounds of tea-waste come in every year. Some of them come along with other quantities of tea, some of them are mixed up, and so on. Mr. Das suggested in his amendment which is out of order: why not exempt the caffeine dealer who has got the licence from the Government of India under the Central Excise Act from payment of tax? The point is that the basis of tax on entry of goods in local areas is the man who imports tea into Calcutta. A caffeine dealer is not necessarily a tea dealer. All that we are doing here is that if the tea-dealer sells any tea-waste to any caffeine-manufacturer or prepares caffeine himself, then he gets an exemption provided he can show that he has used so much of tea-waste for the purpose of manufacturing caffeine. We will have to get proper investigation made so that people may not escape and get exemption to which they are not really entitled. So, I hope the House will accept my motion.

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that the West Bengal Taxes on Entry of Goods in Local Areas (Amendment) Bill, 1958, be taken into consideration, was then put and agreed to.

Clause 1

The question that clause 1 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clauses 2 and 3

Mr. Speaker: I think the amendments are not pressed.

The question that clauses 2 and 3 do stand part of the Bill were then put and agreed to.

Preamble

The question that the preamble do stand part of the Bill was then put and agreed to.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I beg to move that the West Bengal Taxes on Entry of Goods in Local Areas (Amendment) Bill, 1958, as settled in the Assembly, be passed.

The motion was then put and agreed to.

The West Bengal Agricultural Lands and Fisheries (Acquisition and Resettlement) Bill, 1958.

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Sir, I beg to introduce the West Bengal Agricultural Lands and Fisheries (Acquisition and Resettlement) Bill, 1958.

[Secretary then read the title of the Bill]

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Sir, I beg to move that the West Bengal Agricultural Lands and Fisheries (Acquisition and Resettlement) Bill, 1958, be taken into consideration.

Sir, the House will remember that when the Estates Acquisition Act was passed about three years back, a section provided that tank fisheries can be retained by their owners. There the tank fisheries were defined in the

ordinary sense of the term, but it has been found in practice that taking advantage of that section, certain people and I must confess, unscrupulous people have retained very large areas, particularly in the Sunderbans, which are not really tank fisheries in any proper sense of the term. They are really created by inducting saline or sea water from the rivers and inundating paddy fields. These things have been going on for years and years now. Some time back, I circulated to the members a small pamphlet giving some details of such inundated fisheries—fisheries which are artificially created, fisheries which have destroyed good paddy lands and brought untold suffering to the poor peasantry, fisheries which have been forcibly created by evicting poor tenants, mostly in the Sunderban areas.

[6-10—6-20 p.m.]

Sir, on page 3 of that pamphlet details have been given as to how these fisheries are created. You will find from that pamphlet that fisheries are created in the marshy areas; fisheries are created partly in marshy areas and partly in agricultural lands inundated since; fisheries are created partly in non-agricultural lands and partly in agricultural lands subsequently inundated due to breaches in the embankment; fisheries are created exclusively in agricultural lands subsequently inundated due to breaches in embankments; fisheries are created exclusively in non-agricultural lands subsequently inundated due to breaches in embankments; fisheries are created by constructing embankments in the low-lying areas accreted from the rivers. On page 4 of the pamphlet a very interesting statistical table has been given. It gives you the date of the creation of those fisheries. In 1915 only one fishery existed in the whole of the Sunderbans; in 1949 ten new fisheries were created; and in 1951 fourteen fisheries were created with the result that at present we have in the Sunderbans alone 92 fisheries. I am talking of the Sunderbans area because this evil is predominant there though to my knowledge there are one or two other districts where there are instance of such artificial firsheries. We have, therefore, not confined this Bill merely to the Sunderbans area; we are seeking power to remove this evil wherever it may exist in the whole of West Bengal. That is the object of this Bill. It has been laid down in this Bill that where land is affected it has been defined as "land" and it has not been defined as "fisheries" because there is difficulty of defining it as "fishery"—in the Settlement records in some cases fisheries have been recorded as such and in many cases they have not been recorded as such—the man continues to hold the land and it has been described as "raiyati land". The Bill provides that "Whenever it appears to the State Government that the cultivation or production of agricultural lands in any area is affected or is likely to be affected injuriously by the establishment or existence of any fishery in such area or by extension of such fishery by the inclusions of adjoining lands therein or in any other manner, the State Government may, by notification in the Official Gazette, declare its intention to acquire such fishery and all lands within the area and the Collector shall cause public notice of the substance of such notification to be given at convenient places in the notified area in such manner as may be prescribed".

Then the procedure for the taking over has been laid down. After the procedure is gone through, it has been provided that these fisheries or lands will then vest in the State free from all encumbrances.

Provision for compensation will be found in clause 7 of the Bill. I need not go into the details of the compensation but the honourable members will find that compensation is on a very low scale.

Then in clauses 11 and 12 arrangements have been made for the disposal of the fisheries and the lands after acquisition. I shall refer to these sections in greater details when we take up the Bill clause by clause.

I may say that the object of the Government is to save agricultural land from such inundation and to save the poorer peasantry from the terrible oppresion they have to undergo as a result of deliberate inundation of the areas and deliberate extension of the fisheries by breaking the embankments.

Dr. Suresh Chandra Banerjee: Sir, I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 30th September, 1958.

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই বিলের বিরুদ্ধে আমার বলবার কিছু নাই। একথা অতি সত্য যে বহু কৃষিজমিতে জল ঢুকিয়ে, বাঁধ দিয়ে মৎস্যের ভেড়ীতে পরিণত করা হয়েছে। এটা আগেও করা হচ্ছিল, এখনও করা হচ্ছে। ফলে বহু কৃষি জমি নষ্ট হয়েছে এবং শস্য উৎপাদনেরও হানি হয়েছে। সুতরাং এই বিলের বিরুদ্ধে আমার বলবার কিছু নেই। কিন্তু একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা আমার আছে। সেই কথাই আমি মন্ত্রী মহোদয়কে এবং বিশেষ করে ডাঃ রায়কে শোনাতে চাই। তিনি জানেন যে ১৯৫৫ সালে দমদমের নিকটবর্তী বাগজলায় প্রায় ৭ হাজার একর পতিত জমি একোয়ার করা হয়েছিল; গভর্নমেন্টই একোয়ার করেছিলেন ১৯৫৫ সালে। সেই পতিত জমি জলে ভরা ছিল, জঙ্গলে ভরা ছিল, তবে মাঝে মাঝে মৎস্য ভেড়ী তাতে ছিল। এই অবস্থায় গভর্নমেন্ট নোটিস দেন সেই জমি একোয়ার করবার জন্য। এই একোয়ার করার নোটিসটা 'কলিকাতা গেজেট' ১৯৫৫ সালের ১৯এ মার্চ যেভাবে প্রকাশিত হয়েছিল সেইভাবেই বলতে চাই। আজ হল ১৫ই মার্চ ১৯৫৮।

> "Whereas it appears to the Governor that land is likely to be needed for a public purpose, namely, for the settlement of immigrants who have migrated into the State of West Bengal on account of circumstances beyond their control, it is hereby notified that for the above purpose a piece of land comprising of cadestral survey which is 6,673 acres is likely to be required by Government, etc."

শুধু নোটিস দিলেন না, ডেফিনিট পারপাস স্পেসিফাই করে দিলেন যে, ফর সেটেল্‌মেন্ট অব ইস্ট বেঙ্গল রিফিউজিস এইভাবে ৬,৬৭৩·৩৫ একর জমি একোয়ার করেন। একোয়ার করেই শেষ করেন নি। বাংলার বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ক্যাম্প থেকে প্রায় ২,৪০০ উদ্বাস্তু সেখানে নিয়ে আসেন। নিয়ে এসে তাদের ১১টা ক্যাম্পে ভাগ ক'রে সেই জমির ধারে কাছে বসিয়ে দেন। শুধু তাই নয়; এই সব উদ্বাস্তুদের এই যে ১১টা ক্যাম্পে বসান হয়েছিল; তাদেরই সাহায্যে সেই পতিত জমির সংস্কার করা হয়। কিভাবে সংস্কার করা হয়? একটা সুন্দর খাল কাটান হয়। সেটা মন্ত্রী মহাশয় দেখেছেন, আমিও দেখেছি। সেই খালের সাহায্যে ঐ পতিত জলাজমির সব জল সরিয়ে দেওয়া হয়। ফলে যা এক সময় জঙ্গলাকীর্ণ ছিল সেই ৭ হাজার একর জমি সুন্দর কৃষিভূমিতে পরিণত হয়। সেই খালের পাশ দিয়ে রাস্তাও তৈরি হয়। তার উদ্দেশ্য ছিল এই ২,৪০০ উদ্বাস্তুর প্রত্যেককে ৬ বিঘা চাষের জমি এবং আধ বিঘা বসতবাটী দেওয়া হবে অর্থাৎ ৭০০ উদ্বাস্তু পরিবার ৭০০ প্লট দখল করবে। তারপরে কিন্তু গভর্নমেন্ট আর কিছুই করলেন না। সেই পতিত জমি সেইভাবেই পড়ে রয়েছে। মন্ত্রী মহোদয় সেটা দেখেছেন কি না জানি না। সেই যে কৃষিযোগ্য সুন্দর জমি করা হ'ল—যেখানে হাজার হাজার মণ ধান এবং পাট হতে পারত সেখানে কিছুই হচ্ছে না। সুতরাং গভর্নমেন্টের বর্তমানে যে কি উদ্দেশ্য তা বোঝা কঠিন। স্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে গভর্নমেন্ট কাজে নেমেছিলেন। সেই যে নোটিস দিলেন পাবলিক পারপাস বোলে যেখানে উদ্দেশ্য ছিল পুনর্বাসন সেখানে জমি হাতে নিয়েও আর কিছুই করলেন না। সুতরাং যদিও নীতির দিক থেকে এই বিলের বিরুদ্ধে আমার বলবার কিছু নাই, কিন্তু গভর্নমেন্টের অতীত কার্য দেখে একটু ভাবনার উদয় হয় যে গভর্নমেন্ট জমি নেবেন কৃষকের হাত থেকে, বা বহু কৃষকের জমি যাবে, কিন্তু গভর্নমেন্ট নিয়ে হয়ত কিছু করবেন না। আমার এই তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে

এবং আমার আগে অন্য বহু লোকেরও আছে। হয়ত ডাঃ রায় জানো, হয়ত বিমলবাবুও জানেন; তাহলেও আমি বলছি যে অন্যায় করা হয়েছে—এই ২,৪০০ উদ্বাস্তুর প্রতি—এই বিলের মাধ্যমে সেই অন্যায়ের প্রতীকার করবেন। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[6-20—6-30 p.m.]

Dr. Kanailal Bhattacharya: I am not moving my circulation motion.

Mr. Speaker: Then I am taking it that you are talking on consideration motion.

Dr. Kanailal Bhattacharya:

স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে বিল এনেছেন সেই বিলের উদ্দেশ্য আমরা সমর্থন করি। কারণ, প্রায় ৪ বছর আগে যখন এস্টেট একুইজিশন বিল আমাদের সামনে আসে এবং সেই বিলের আওতা থেকে ফিশারীকে বাদ দেওয়া হয়, তখন অপোজিশনের তরফ থেকে বিশেষ আপত্তি জানান হয়েছিল। আমরা তদানীন্তন ল্যান্ড রেভিনিউ মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ জানিয়েছিলাম এবং অনেকবার এই কথা বলেছিলাম যে এই ফিসারীকেও ইনক্লুড করা হউক। তার কারণ হচ্ছে বিশেষত সুন্দরবন অঞ্চলে যেখানে আর্টিফিসিয়াল ফিশারী ক্রিয়েট করা হয়, লো ল্যান্ডগুলো ইনান্ডেট ক'রে দেওয়া হয় রিভারাইন স্যালাইন ওয়াটার দিয়ে, সেটাকে যদি চেক করতে হয় তাহলে সেটাকে চেক করতে গেলে ঐ ফিশারী ইনক্লুড করা দরকার। কিন্তু তখন আমাদের সে কথায় মন্ত্রী মহাশয় কর্ণপাত করেন নি। আজকে সরকারের পক্ষ থেকে এই বিলটা এসেছে দেখে আমরা মনে করি যে বিরোধী পক্ষ যে কথা বলেছিলেন, সরকারকে যেভাবে সতর্ক ক'রে দিয়েছিলেন, সরকার সেকথা তখন না শুনলেও আজকে এস্টেট একুইজিশন এ্যাক্ট যখন কার্যে পরিণত করা হচ্ছে তখন দেখা গেল যে, যেসমস্ত নীচু জমি—যেখানে আর্টিফিশিয়াল ফিশারী করা হচ্ছে, এবং ক'রে জমিগুলো যে নষ্ট করা হচ্ছে, তা নয়, ল্যান্ডের যে সিলিং আছে সেই সিলিংএর চেয়ে বেশি ল্যান্ড আজ জোতদাররা রেখে দিতে পারছে। এই বিলের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে সেই ল্যান্ডগুলো রিক্লেম করা। আমি মনে করি শুধু রিক্লেম করা নয়, সুন্দরবন অঞ্চলে এই ধরনের ল্যান্ডগুলো ইনান্ডেট ক'রে আজকে বড় বড় জোতদারেরা বা ফিশারী-ওনাররা যাতে ৭৫ বিঘার বেশি জমি কেড়ে নিতে না পারে—আইনের ফাঁক দেখিয়ে তার জন্য সরকার তখন আমাদের কথা না শুনলেও আজকে প্রকৃতপক্ষে অনুভব করতে পারছেন, বিশেষত যেভাবে আমাদের মন্ত্রী মহাশয় বললেন আনটোল্ড মিজারিজ হচ্ছে এটা যে তাঁর চোখে পড়েছে এ জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

এই বিলের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে এর মধ্যে যেসমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি আছে সে সম্বন্ধে যখন এ্যামেন্ডমেন্ট আসবে তখন আমি সেসব বলব। কিন্তু একটা জিনিস আমরা দেখছি যে এখানে যে হারে কম্পেন্সেসন দেওয়া হচ্ছে সেটা আমরা সমর্থন করতে পারি না। যারা জাতীয় সম্পদ নষ্ট করছে সরকারের চোখে ধুলো দিচ্ছে এবং যাদের মন্ত্রী মহাশয় আনস্ক্রুপুলাস পারসন্স বলেছেন তাদের এই হারে কম্পেন্সেসন দেওয়া উচিত নয়। আমরা কম্পেন্সেসন দেওয়ার ঘোরতর বিরোধী, কিন্তু যেহেতু সংবিধানে আছে যে কম্পেন্সেসন দিতে হবে সেহেতু যাদের কম আছে তাদেরই খালি দেওয়া হোক। যাদের জমির পরিমাণ বেশি তাদের হয়ত কিছুটা নমিন্যাল কম্পেন্সেসন দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এই হারে কমপেন্সেসন দেবার প্রয়োজন আছে ব'লে আমি মনে করি না। আমার তৃতীয় বক্তব্য হচ্ছে সেটেল্‌মেন্ট সম্পর্কে। সরকার এই বিলের মধ্যে যে ধারা প্রবর্তিত করেছেন তাতে জমিগুলির কম্পেন্সেসন দিয়ে নিলে সেখান থেকে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা হতে পারে। জমিগুলি চাষের উপযোগী করলেন কিন্তু করার পর যেভাবে বলছেন যে যেসমস্ত চাষী আগে চাষ করত তাদের যে হারে কম্পেন্সেসন দেওয়া হচ্ছে সেই হারে যদি সরকারকে তারা দেয় তাহলে তাদের প্রথমে সে জমি দেওয়া হবে। কিন্তু আমি মনে করি এটা অত্যন্ত অবাস্তব। প্রথমে জমির ওনার যারা ছিল তারা বড় বড় লোক তারা যে টাকা সরকারের কাছ থেকে পেল তা পাবার পর হয়ত তারা সেই টাকা দিয়ে জমিগুলি নিয়ে নিতে পারে, কিন্তু চাষী তার অভাবের জন্য সে তা নিতে পারবে না। এই ভাবেই আমরা

দেখছি যে চাষীর হাতে গিয়ে জমি পড়বে না এবং এ দ্বারা সরকার যে উদ্দেশ্যে জমি নেওয়ার ব্যবস্থা করছেন সে উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। কাজেই আমার মনে হয় যে সরকার যদি জমিগুলো নিয়ে গরীব চাষীদের মধ্যে ফ্রি ডিষ্ট্রিবিউশন করেন এবং যেটা না কি ল্যান্ড রিফর্ম এ্যাক্টে আছে তাহলে এই বিলের উদ্দেশ্য সাধিত হবে। আমি বিলের উদ্দেশ্য সমর্থন করছি বটে, কিন্তু বিল যেভাবে রচিত হয়েছে তাতে উদ্দেশ্য সাধিত হবে না ব'লে মনে করি। সেজন্য আশাকরি এই বিলের উদ্দেশ্য যাতে সাধিত হয় সেইভাবে মন্ত্রী মহাশয় বিলটা আনবেন এবং যদি সিলেক্ট কমিটিতে পাঠান তাহলে আরও ভাল হয়। আমাদের তাড়াতাড়ি করলে ভুল ত্রুটি থেকে যাবে যেমন ল্যান্ড রিফর্ম এ্যাক্টে হয়েছে। এটা যদিও সিলেক্ট কমিটির মধ্য দিয়ে এসেছে তবুও সিলেক্ট কমিটি থেকে আসার পরও বর্গাদারদের জন্য যে চ্যাপ্টারটা এক্সক্লুকিউটেড হচ্ছে সেটাতে অসুবিধা হচ্ছে। সেজন্য মন্ত্রী মহাশয়কে বলব যে তাড়াহুড়া করে বিল পাশ না করে এটাকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠান।

[6-30—6-40 p.m.]

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকে যে বিলটা এখানে এসেছে—বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখেছি এই ধরনের ফিশারীগুলি আমাদের খাদ্য ফসল উৎপাদনে ক্ষতি করেছে। কাজেই খাদ্য শস্য উৎপাদনের দিক থেকে এসমস্ত ফিসারীগুলি রিমুভ করে সেইসব জমি হাসিল করার দিকে সবচেয়ে বেশি নজর দেওয়া উচিত ছিল—একথা আমরা বার বার এই আইনসভায় বলেছি, কিন্তু আমাদের সেকথার উপর খুব বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ বিঘা চাষের জমিগুলিকে জোর করে ফিশারী করে রাখা হয়েছিল, সেই সমস্ত জমিতে যেসব কৃষক পরিবার থাকতো তাদের সেখান থেকে উচ্ছেদ করে ভিখারীতে পরিণত করা হয়েছে। বাংলাদেশে আজকে প্রতি বছর খাদ্যে ঘাটতি হচ্ছে এবং দুর্ভিক্ষ দেখা দিচ্ছে—তার হাত থেকে আমাদের দেশকে রক্ষা করা যেতে পারতো। কাজেই আমি বলব যে, এই দুর্ভিক্ষের জন্য তাঁরাই দায়ী। বাংলাদেশের কৃষক বারবার এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। এই সমস্ত ফিশারী পেলে সেখানে ফসলের উৎপাদন বাড়ানো যেতে পারতো এবং তাদের পুনর্বসতি হোতে পারত—তারা আবার সেখানে বসতে পারতো, একথা আমরা বলেছি কিন্তু আমরা দেখেছি সরকার এতদিন কায়েমী স্বার্থবাদীদের রক্ষা করবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন, কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য কোন ব্যবস্থাই তাঁরা করেন নি সরকারের এই দৃষ্টিভঙ্গী আজ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। আমাদের বক্তব্য বলা সত্ত্বেও যত্নসহকারে এই অবস্থাটাকে এড়িয়ে যাবার বারবার চেষ্টা হয়েছে। বাংলাদেশে আইনসভার ভেতরে এবং বাইরে এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। কিন্তু সেই সমস্ত প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে আজ বাংলাদেশকে দুর্ভিক্ষের পর্যায়ে টেনে আনা হয়েছে। আমি বলব যে সেই প্রতিবাদকে অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা আজকের দিনে আর সরকারের নেই। কাজেই আজকে বিমলবাবু যে বিল এনেছেন সেই বিলকে সমর্থন করতে গিয়ে আমি বলব যে, বাস্তব অবস্থাটা যদি আমাদের চোখের সামনে না থাকে তাহলে আমরা এর প্রতিকার করে আমাদের দেশের এবং জাতীয় স্বার্থ পূর্ণরূপে রক্ষা করতে পারব না। সেজন্য তার পেছনের অবস্থাটাকে আমাদের ভাল করে জানা দরকার। আমরা এটা জানি, বিমলবাবু বলেছেন যে, বিশেষ করে সুন্দরবন অঞ্চলে এর ব্যাপক প্রসার হয়েছে এবং সবচেয়ে বেশী যদি কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে বাংলাদেশের মধ্যে তাহলে সুন্দরবনই হয়েছে—কারণ সুন্দরবনে এর ব্যাপকতা দেখা দিয়েছে এবং বাংলাদেশের অন্যান্য অংশে এই বিষ ছড়িয়েছে।

স্পীকার মহাশয়, সাধারণভাবে আমরা জানি সুন্দরবনে খাদ্য ফসল উৎপন্ন করার জন্য যে বাঁধবন্দী চুক্তি হয়েছিল এবং যাদের হাতে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছিল তাতে বলা হয়েছিল বাঁধবন্দী রাখতে হবে যাতে নোনাজল প্রবেশ না করে বিভিন্ন [illegible] এবং জোতদারদের সঙ্গে এই চুক্তিনামা হয়েছিল। আরো সর্ত ছিল যে প্রথম ৫ বছরে ½ জমিতে চাষ আবাদ করতে হবে। আমরা দেখছি এটা কার্যকরী করা হয় নি এবং সেই লিজও বাতিল হয়ে গিয়েছে। ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে নতুন লিজ দেওয়া হল—তাতে ওয়েস্ট ল্যান্ডও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এটা ৯৯ বৎসরের লিজ ছিল। এই চুক্তি নামায় ছিল প্রথমে ½ অংশ ১০ বৎসরে, ½ অংশ ২০

বৎসরে এবং ½ অংশ জমি ৩০ বৎসরের মধ্যে সমস্ত পতিত জমি চাষের যোগ্য করতে হবে। কিন্তু পরে দেখা গেল সেই চুক্তি পালন করা হল না এবং পালন না হওয়ার ফলে দেখা গেল যে, ৭০ জন লাটদারের লিজ দ্বিতীয় দফায় বাতিল হয়ে গেল। তারপর নতুন করে আবার ৯০ জনকে লিজ দেওয়া হল। বিংশ শতাব্দীর পঞ্চমদশকে সমস্ত লাটদারের লিজের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেল এবং হিসাব করে দেখা গেল যে, ৫০ ভাগেরও বেশি জমি বেশি লাভের আশায় মেছো ভেড়ীতে পরিণত হয়ে গিয়েছে। বড় বড় লাটদার এবং মালিক এইভাবে চুক্তি-নামা বারে বারে লঙ্ঘন করে জমি ব্যবহার করেছেন। এভাবে ২৪-পরগনার বসিরহাট, আলিপুর, সন্দেশখালি, ক্যানিং, কাকদ্বীপ এই সমস্ত এলেকার বিস্তীর্ণ জমিতে খাদ্য ফসলের চাষ করার পরিবর্তে—প্রতি বৎসরই নোনাজলে ডুবিয়ে রাখা হয় অধিক লাভের আশায়। এই হচ্ছে সাধারণভাবে সুন্দরবন ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের অবস্থা। এটা আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে। সরকারী বিবৃতিতে আমরা দেখছি যে, প্রায় ৭॥ লক্ষ একর ধানীজমি নোনাজলে ডুবিয়ে রাখা হয় মেছোভেরী করার জন্য—এগুলিতে চাষ হয় না। এগুলি সব ভাল জমি—প্রতি বৎসর কমপক্ষে ১৮ লক্ষ মণ ধান উৎপন্ন হতে পারে। আজকে আমাদের দেশে অনেকেই দেশের অগ্রগতির কথা বলছেন এবং এই অবস্থার প্রতি অনেকেরই নজর পড়েছে; কিন্তু কায়েমী স্বার্থবাদীদের বাধার দরুণ আমাদের সরকার এই কার্যে আশানুরূপ দৃষ্টি দিচ্ছেন না। ৭॥ লক্ষ একর ধানী জমিতে মেছোভেরী করে রাখা হয়েছে, অথচ আমাদের দেশে খাদ্যাভাব এত তীব্র যে দুর্ভিক্ষ আছে বললেই চলে। আমি এখানে একটা উদাহরণ দেব—তার থেকে অবস্থার গুরুত্ব বোঝা যাবে। মন্ত্রী মহাশয় যদি অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে বিশেষ বিশেষ পদ্ধতি গ্রহণ করেন যাতে এই বিলটা কার্যকরী রূপ নিতে পারে তাহলে আমার মনে হয় ভাল হবে। হাড়োয়া থানায় ১৬টি নং মৌজার মধ্যে, সেখানে জনসংখ্যা হচ্ছে ১ লক্ষ ২ হাজার ৫৬৫ এবং তার আয়তন ১১ হাজার ৬৬৩ বর্গমাইল এবং এইরকম অন্যান্য ১০টি মৌজা যা নাকি সুন্দরবনের অন্তর্ভুক্ত, সেখানে প্রায় ২৫ হাজার বিঘা ধানীজমি মেছোভেরীর কবলে পড়ে আছে। অথচ আজকে আমাদের সামনে বারবার দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া দেখা দিচ্ছে। এর মধ্যে আবার রিফিউজি প্রশ্নও এসেছে। এইদিকে যদিও অনেক আগেই দৃষ্টি দেওয়া উচিত ছিল তবু এই বিল আনার জন্য মন্ত্রী মহাশয়কে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু আরেকটা কথাও এখানে ভাবতে হবে। এইসব মেছোভেরীর জন্য আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, দেখুন কি অবস্থা, একটা থানাতেই প্রায় ৩৫টি গ্রামের কৃষককে উচ্ছেদ করা হয়েছে। কৃষকদের জমি থেকে নানাভাবে তো উচ্ছেদ করা হচ্ছেই, তার উপর যেসব জমি তাদের নামে রেকর্ড করা ছিল সেইসব জমি থেকে কায়েমী স্বার্থবাদী টাকার কুমীররা নানারকম কৌশল ব্যবহার করে সেইসব কৃষকদের নাম রেকর্ড থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছে। তাই এখানে আমার একটা কথা হচ্ছে, সত্যিকার যেসব কৃষক যারা এভাবে উচ্ছেদ হয়েছে তারা তাদের জমি ফিরে পাবে কি না তাতে আমাদের প্রচুর সন্দেহ রয়েছে বর্তমানে এই বিল রচিত হয়েছে তা দেখে—এবং বিলটা যেভাবে রচিত হয়েছে তাতে এটা তাদের পক্ষে যাবে কি না এই বিলের ধারাগুলি দেখে সে বিষয়ে আমাদের মনে প্রচুর সন্দেহ রয়েছে।

[6-40—6-50 p.m.]

দ্বিতীয় হচ্ছে এইভাবে আমরা দেখছি, শুধু একটা থানায় নয়, বহু থানায়, সন্দেশখালি, ভুষখালি ইত্যাদি থানা যা বিমলবাবু দেখে এসেছেন। আমার যতদূর রিপোর্ট, এই সমস্ত রিপোর্ট মিলিয়ে আজ যে কম্পেন্সেশনের প্রশ্ন উঠছে, এই বিলের মধ্যে, আমি জানি, আমার যে সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতা আছে তাতে দেখেছি যে বহু মানুষ আছেন যাঁরা ফিশারীর উপর তাঁদের মূল ব্যবসায় চালান, যাঁদের সঙ্গে জীবনে কোনদিন জমির সঙ্গে সম্বন্ধ ছিল না, তাঁরা লক্ষ লক্ষ টাকা এই ফিশারী থেকে রোজগার করছেন এবং আলাদা করে পাল্টা রোজগার করবার ব্যবস্থা করেছেন অন্যান্য জায়গায়। তার ফলে লক্ষ লক্ষ কৃষক সেখান থেকে চলে গেছে, খাদ্য শস্যের ঘাটতি এবং দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছে শুধু নয়, সেই জমি থেকে কৃষকদের তাঁরা ভিটাচ্যুত করে দিয়েছেন, যারা আজকে রাস্তায় রাস্তায় কলকাতার আশেপাশে ভিক্ষা-পাত্র হাতে নিয়ে ঘুরছে। সন্ধান নিলে জানতে পারবেন সে সব লোকের একদিন ঐ জমি ছিল তারা তার মালিক ছিল। এটা আমাদের ধরণার মধ্যে আসে না। যারা লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফা

করলো, যে টাকা ইনভেস্ট করেছিল, তার চেয়ে বহু গুণ টাকা লাভ করেছে, তাঁদের কম্পেন্সেসন দেবার প্রশ্ন কি করে এই বিলেতে আসে—তা আমার বুদ্ধির মধ্যে ঢোকে না, আমার বুদ্ধির অগম্য। আমি সেইজন্য এই ব্যাপারটা বিশেষভাবে বিবেচনা করবার জন্য আবেদন করবো।

জমিগুলি সাধারণতঃ নানা রকমের। আমরা দেখছি, বিল আনার পর এই ধরনের ব্যবস্থা হবে, ফিশারীর মালিক যারা, তাঁদের সংগঠন আছে, তাঁরা আগেই জানবার চেষ্টা করেছেন কম্পেন্সেসন পাবার যে ধারার এখানে ব্যবস্থা করেছেন, তাতে যে ফিশারীর একটি মালিক ছিল, তার মালিকানা দশ বিশ ভাগে ভাগ করবার ব্যবস্থা করেছেন। সেদিকে আপনাদের নজর রাখতে হবে।

প্রথম দেখতে হবে রেকর্ডের প্রশ্ন কি। যারা প্রথমে ঐ জমির কৃষক ছিল, তাদের আসলে ঐ জমিতে রেকর্ড আছে কি না। অর্থাৎ প্রথম যে রেকর্ড ছিল, সেই রেকর্ডের সংগে সন্ধান নিয়ে আসল মালিককে খুঁজে বের করবার প্রচেষ্টা করবেন তা নইলে এই বিলের উদ্দেশ্য সফল হবে না।

তারপর আমি যেটা মনে করি আর এক সম্প্রদায় যাঁরা মাছের চাষ করেন, তাঁরা একচেটিয়া ফিশারীর মাঝামাঝি একটা অংশে, তাঁরা সাধারণত ব্যবসা করেন।

তারপর হচ্ছে জমির সংগে যাঁদের সম্বন্ধ আছে এই রকম ধরনের কিছু লোকও ওর মধ্যে আছে—যাদের সংখ্যা নগন্য নয়। কাজেই বিচার যখন করতে হবে, তখন আমরা দেখবো কৃষকের সর্বনাশ করে, জাতির স্বার্থকে বিপন্ন করে শুধু নিজেদের মুনাফার চিন্তা করে কোটি কোটি টাকা মুনাফা করে যাঁরা পাল্টা বাঁচবার ব্যবস্থা করেছেন, তাঁদের সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী কি হবে, তা ঠিক করতে হবে। যাঁরা ছোট ছোট ব্যবসাদার তাঁদের সম্বন্ধে আমাদের আর এক দৃষ্টিভঙ্গী রাখতে হবে।

তৃতীয়, জমির সংগে যাদের সম্বন্ধ আছে তাদের সংখ্যা নির্ধারণ করে, তাদের জন্যও আর একটা দৃষ্টিভঙ্গী রাখতে হবে। তা যদি না রাখা হয়, তাহলে বিলের মধ্যে যে কৃষকের প্রশ্ন আছে, তার সমাধান হবে না, যে মধ্যবিত্তের প্রশ্ন আছে, তারও সমাধান হবে না। আসল শত্রু যারা, তাদের বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার, তা করতে পারবো না। যে কম্পেন্সেসনের ধারা এর মধ্যে রাখা হয়েছে, তাতে যথেষ্ট সন্দেহ হয়। আমি এইটুকু বলতে চাই, এই ফিশারীর ব্যাপারটা এই হিসেবে নেবার প্রয়োজন আছে।

[6-50—6-55 p.m.]

প্রকৃতপক্ষে আজ এই অবস্থা রয়ে গিয়েছে। যে সমস্ত ফিশারী এ ধরনের হয়ে আছে আমরা জানি অনেক আন্দোলনের পর এই ফিশারীগুলিকে সীমাবদ্ধ করে আনবার প্রচেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু জমি রেকর্ড করার সময় কিছু কিছু চাষেরও পত্তন হয়েছে, সেই জমি কৃষক-দের নামে রেকর্ড করা বর্তমান যন্ত্রে সম্ভব হয় নি। এগুলিকে বার করে যাতে কৃষকদের হাতে জমি যায় তার প্রকৃত ব্যবস্থা করতে হবে, কেমন করে পেতে পারে এবং কতটা পেতে পারে তার একটা দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে এবং তা যদি হয় তাহলে একটা ধাপ এগুতে পারেন বলে আমি মনে করি।

দ্বিতীয়তঃ কম্পেন্সেসনের যে প্রশ্ন উঠেছে যে কৃষকদের কাছ থেকে বন্দোবস্ত দিয়ে টাকা নিয়ে কমপেন্সেসন দেওয়ার, আমি যতটা জানি, পড়েছি, আমার যে ধারণা, আমার মনে হয় প্রথমতঃ যাদের জমি দিতে চাচ্ছেন যারা জমি থেকে উৎখাত হয়েছে, মনে রাখবেন তারা নিঃসম্বল হয়েছে, তাদের জমি গেছে, বাড়ী গেছে, তারা গ্রাম থেকে উচ্ছেদ হয়ে গেছে এবং পথে পথে ঘুরেছে এবং তাদের ভিক্ষার পাত্র ছাড়া আর কিছু নাই। কাজেই যাদের জমি ছিল তাদের যদি ফিরিয়ে দিতে হয়, ফিরিয়ে দেবার যে দৃষ্টিভঙ্গী আপনাদের মধ্যে রয়েছে সে দৃষ্টিভঙ্গী যদি বাস্তবে রূপ দিতে হয় তাহলে যত কম অর্থের বিনিময়ে সম্ভব, খাজনা যত কম হয় সে ব্যবস্থায় তাদের জমি ফিরিয়ে দিতে হবে। তা যদি না হয় এই বিলের মধ্য

দিয়ে তাদের সেজমি দিবার সুযোগ সুবিধা থাকলেও সে জায়গায় কৃষকরা এই সুযোগ সুবিধা পাবে না—এটা অন্তত আমার সীমাবদ্ধ ধারণা। তাতে যতখানি দেখছি এদিকটায় প্রতি দৃষ্টি রাখা দরকার।

আমি সর্বশেষে একথাই বলতে চাই যে বহুবার এরকম ধরনের প্রচেষ্টা সরকারের তরফ থেকে হয়েছে এই ফিশারী উঠিয়ে দেওয়া সম্পর্কে কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে ফিশারী যা হবে এর পেছনে যে নগদ টাকা এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি আছে সেই বিরাট প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি জোটবন্দী হয়ে কোথায় পৌঁছেছে জানি না—বিমলবাবুর আশেপাশে বাঁয়ে ও ডানে পড়বে কি না জানি না—তবে তাও আমার কিছু কিছু সন্ধান আছে—কাজেই সেদিক থেকে এই জিনিসগুলি সর্বতোভাবে বানচাল করে দেবার জন্য প্রচেষ্টা হবে আপনি যে জায়গায় যেতে চাচ্ছেন। সেজন্য আমার বক্তব্য যে আইন পাশ করছেন সেই আইন যাতে সত্বর কার্যকরী হয় সেই কার্যকরী রূপ যদি নেওয়াতে পারেন তাহলে এই বিলের কিছুটা উদ্দেশ্য সফল হবে। কিন্তু কার্যকরী করতে যত বিলম্ব হবে ততই বিল খাতা কলমে থাকবে। কার্যকরী রূপ নেওয়াতে পারবেন না, এটাই হচ্ছে আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা। কারণ অর্থ আছে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি আছে এবং সরকারী যন্ত্রকে কিনে নিতে পারে এই রকম মেছোভেড়ীর মালিকদের শক্তি রয়েছে কাজেই সেদিকে দৃষ্টি রেখে সংগে সংগে বিলকে কার্যকরী করে কৃষকদের মধ্যে যাতে উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করার ব্যবস্থা করা যায় সেদিকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাই আশা করি যে এ্যামেন্ডমেন্টগুলি আছে এগুলি ভাল করে বিমলবাবুকে দেখতে হবে এবং এতে যাতে কোন গোঁড়ামি না থাকে, বিরোধী পক্ষের এ্যামেন্ডমেন্ট বলে ওটা বিবেচনা করা হবে না এরকম আমি বার বার দেখেছি—সেই রকম কোন দৃষ্টিভঙ্গী না নিয়ে, সবদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে সাধারণ মানুষের যাতে সুবিধা হয় সেই ব্যবস্থা করতে হবে। এবং সেইভাবে বিল গ্রহণ করে, বিলটাকে উন্নত করার চেষ্টা করবেন, তা যদি না হয় যে পাপচক্র তার পিছনে পিছনে ঘুরছে সেই চক্রকে ভেদ করার ক্ষমতা তার নাই। সেদিক থেকে আমার মনে হয় বাংলাদেশের কৃষকদের আন্দোলন বিশেষ করে সুন্দরবনে তাদের যে জমি পাবার সংগ্রাম কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে সেই সংগ্রামের প্রথম জয়লাভ হচ্ছে এই বিল, ভবিষ্যতে যখন এটা কার্যকরী রূপ নেবে—তখনই তার বিচার হবে।

Mr. Speaker: The House stands adjourned till 3 P. M. tomorrow.

Adjournment

The House was then adjourned at 6-55 p. m. till 3 p. m. on **Wednesday,** the 16th July, 1958, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Wednesday, the 16th July, 1958, at 3 p.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble SANKARDAS BANERJI) in the Chair, 16 Hon'ble Ministers, 12 Deputy Ministers and 208 Members.

[3—3-10 p.m.]

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

Brick Board

***89. Sj. Benoy Krishna Chowdhury:** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Development Department be pleased to state if it is a fact that a Brick Board to look after the manufacture of bricks at Durgapur has been constituted by the Government?

(b) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) who are the members of this Board;

(*ii*) how many bricks have been manufactured up till now at Durgapur;

(*iii*) the cost per thousand bricks manufactured at Durgapur;

(*iv*) cost per thousand bricks manufactured by private manufacturers in other areas of West Bengal;

(*v*) selling price per thousand bricks manufactured by Government at Durgapur;

(*vi*) total amount of money spent by Government up to date for manufacturing bricks;

(*vii*) whether any loss has been incurred by Government; and

(*viii*) if so, what is the amount?

The Minister of State for Development (the Hon'ble Tarun Kanti Ghosh): (*a*) Yes.

(*b*) (*i*) The following are members of the Board:

(1) Shri H. Banerjee, I.C.S.—*Chairman*.

(2) Shri S. N. Chakraborty, Administrator, Rural Reconstruction: and

(3) Shri S. Bandopadhyaya, Chief Engineer, Construction Board—*Members*.

(4) Shri S. K. Kanjilal, Chief Engineer, Durgapur Project—*Member-Secretary*.

(*ii*) About 270 lakhs of bricks up to 31st May, 1958.

(*iii*) Rs. 38.50 per 1,000 of bricks at kiln site.

(*iv*) Not known.

(*v*) First class bricks—Rs. 45 per thousand.

Second class bricks—Rs. 43 per thousand.

Picked Jhama—Rs. 43 per thousand.

First class brickbats and Jhama bats—Rs. 38 per 100 c.ft.

(vi) Rs. 13,00,000 up to 31st May, 1958.

(vii) No.

(viii) Does not arise.

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

এর আগে একটা রিপোর্ট কি ক্যাবিনেটে দেওয়া হয়েছিল যে ৩ কোটি 'ব্রিক' তৈরি হয়েছে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

না, না; ঐ ২ কোটিরও কিছু কম; যেটা কারেক্ট ক'রে বললাম সেইটাই ঠিক।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

দুর্গাপুরে যে ইট তৈরি হয় তা কি ডাইরেক্টলি ব্রিক বোর্ডের তত্ত্বাবধানে হয়, না কনট্রাক্টরের অধীনে হয়?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

না, ডাইরেক্টলি আমাদেরই, অন্য কারও অধীনে নয়।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি, এই 'ব্রিক' তৈরির কাজে কি রকমের কত লোক নিযুক্ত হয়?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

টোটাল নাম্বার অব এমপ্লয়িজ হচ্ছে ৮৪৯, তার মধ্যে বাঙালী ৮২৩, আর নন-বেঙ্গলী ২৬। এই ৮৪৯এর মধ্যে এন ভি এফ ৭১০, আর নন-এন ভি এফ ১৩৯।

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

এই যে বলেছেন (আই ভি)তে 'নট নোন'—এটা ঐ ৩৮॥ টাকার চেয়ে কম কি না জানেন?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

ম্যানুফ্যাকচারারদের কস্ট ভ্যারি করে—এক এক ম্যানুফ্যাকচারার এক এক রকম দরে কাজ করায়। কাজেই আমাদের পক্ষে তা বলা সম্ভব নয়।

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

গভর্নমেন্টের যে কস্ট লাগে তার চেয়ে অনেক কমে—৩০।৩২ টাকায় সেটা করা যায়: সেটা ভ্যারি করলেও কস্টটা ৩০।৩২ টাকার মধ্যে হয় কি না?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

সেটা আমাদের জানা নাই।

Sj. Ganesh Ghosh:

বেঙ্গলি এমপ্লয়িজদের মধ্যে মোর দ্যান ৭০০ যে ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার ফোর্সকে যে এমপ্লয় করা হয়, তাদের জন্য বাজেটে আলাদা প্রভিসন করা হয়েছে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

সেখানে যাঁরা কাজ করে তারাও বাঙালীর ছেলে—এই এন ভি এফ-এর; দে অলসো লার্ন দিস।

Sj. Ganesh Ghosh:

যেসব বাঙালী আনএমপ্লয়েড রয়েছে তাদের এমপ্লয় না ক'রে ভলান্টিয়ারদের এমপ্লয় করা হয় কেন?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

আমরা মেদিনীপুর তাদের নিয়ে আরম্ভ করেছি; গ্রাজুয়ালি এরা চলে গেলে when we get more men, we shall take more.

Sj. Ganesh Ghosh:

কত লোককে বাহিরে থেকে নেওয়া হয়েছে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

আপাততঃ ফিগারটা বললাম। এ সময় কাজ বন্ধ আছে। আবার শীতকালে যখন ব্রিক'এর কাজ হবে তখন কাজের জন্য লোক নেওয়া হবে।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

এই সব কর্মীরা কি পিস সিসটেমে কাজ করে, না অন্যভাবে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

হ্যাঁ, পিস সিসটেমে,—১৷৷৹ টাকা থেকে ২ টাকা— according to the member of bricks they can mould or things like that.

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

এই ব্রিক'এর পরিকল্পনা যখন নেওয়া হয়েছিল তখন বলা হয়েছিল আনএডুকেটেড লোকদের কাজ দেওয়ার জন্য; এখন তা হচ্ছে না কেন?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

তার প্রধান কারণ হল যে আমরা মনে করি নি যে তারা এত কাজ করতে পারবে। আমরা যখন দেখছি বাঙালী ব্রিক' তৈরি এবং কনস্ট্রাকশন করতে পারবে তখন কস্টিংও কম হবে।

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

আমার প্রশ্ন হল, ৮৪৯ জনের মধ্যে ৭১০ জন ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার ফোর্সের লোক নেওয়া হল কেন?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

ট্রেনড্ লোক কাজ স্টার্ট করবার সময় দরকার; আর তারাই হাতের কাছে ছিল—বাহিরে থেকে লোক নেওয়ার জন্য আল্টিমেটলি চেষ্টা করব, যাতে তাদের নিয়েই করতে পারি।

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

দুর্গাপুরে আসবার আগে এই ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার ফোর্সের লোকেরা কি করত? তারা কি ট্রেনড্ ছিল?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

তারা ট্রেনড্ লোক; তারা ট্রেনিং পেয়েছে।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

আপনারা বলেন লোকসান হয় নি; তাহলে লাভ হয়েছে; কত লাভ হয়েছে তা জানতে পেরেছেন?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

এতে লেখা আছে ৩৮৷৷৹ টাকা খরচ হচ্ছে, আর বিক্রী হচ্ছে ৪৫ টাকায়, ৪০ টাকায়—অতএব দেখা যাচ্ছে লাভ হয়েছিল।

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

আপনি জানেন কি যে যে জায়গায় ব্রিক ফিল্ড করা হয়েছে, সেখানে ভাল মাটি না থাকার দরুণ লরি ক'রে দূর থেকে আনতে হয়?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

ঠিক জানি না।

Sj. Dasarathi Tah:

ট্রান্সপোর্ট ইত্যাদির খরচ বাদ দিয়ে নেট লাভ কি হয়?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

নেট লাভ আজ পর্যন্ত কি হয়েছে তার হিসাব পাওয়া যায় নি; তার কারণ ৩৮·৫ ... কস্ট পড়ছে। আমাদের যে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার হয়েছে তাতে প্রোপর্শানেটলি কত ইট তৈরি হয়েছে সেগুলো নিয়েছি। এক হাজার করতে ৩৮·৫০ টাকা খরচ হচ্ছে, আর বিক্রি করছি ৪৩-৪৫ টাকায়। অতএব লাভ থাকেই।

Sj. Sunil Das:

আপনি বলেছেন ৩৮·৫০ টাকা হচ্ছে এ্যাট সাইট কস্ট, আর বিক্রি করছেন ৪৫ টাকায়; ৪২ টাকাতেও বিক্রি করতে পারেন, ৪৬ টাকাতেও করতে পারেন—৪৫ টাকা কেন হ'ল? কি ভিত্তিতে ৪৫ টাকা হল?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

ভিত্তি বলতে পারব না

It is a fact that we are selling first class bricks at Rs. 45 per thousand.

কি ইকনমিক বেশিসে এটা করেছিলেন আই ক্যান নট গিভ দি অ্যান্সার যাস্ট নাউ।

Sj. Saroj Roy:

এই যে সব বিক্রি করেছেন—কত টাকায় বিক্রি করেছেন সে সম্পর্কে জবাব চাইছি। তার কারণ, বাজারে যেটা ফার্স্ট ক্লাশ চিম্‌নী তা ৩৫ টাকা, সেকেন্ড ক্লাশ ৩২ টাকা দর। তাহলে এই যে ৪৫ টাকা ও ৪৩ টাকা দর দিচ্ছেন এ কিভাবে তাঁরা ইট তৈরি করে বিক্রি করছেন?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

২ কোটি ৭০ লক্ষ 'ব্রিক' তৈরি করেছেন, এবং সেটা বিক্রি হয়েছে। আর কিছু বলতে গেলে আই ওয়ান্ট নোটিস।

[3-10—3-20 p.m.]

Sj. Saroj Roy:

আপনার কাছে কি এই রকম খবর আছে যে সেখানে যে পরিমাণ ইট তৈরি হয়েছে এবং যে দর ঠিক করেছেন সেটা কি রেগুলার ওয়েতে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

হ্যাঁ, বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। তার কারণ এই ইটগুলো মেনলি আমাদের দুর্গাপুরের কাজেই লাগছে।

Sj. Sunil Das:

আমার প্রশ্ন হল, সবটাই কি গভর্নমেন্ট কিনছেন, না বাইরের লোকও কিনছেন?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

বাহিরের লোকও কিনছে, গভর্নমেন্টও কিনছে। দুর্গাপুর এরিয়ার কাছে বলে আমরাও কিনছি।

Sj. Hemanta Kumar Basu:

মন্ত্রী মহাশয় বললেন যে হাজারে ১৷৷০, ২ টাকা করে উপায় করে, তাহলে এক একজন দৈনিক কত ইট তৈরি করে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

আমি বলেছি যে ১॥০ থেকে ২ টাকা পর্য্যন্ত উপায় করে according to their output—minimum output and maximum output, I do not know.

Sj. Hemanta Kumar Basu:

কত আউটপুটে তৈরি করলে তারা ঐভাবে উপায় করতে পারে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: I do not know that. তারা ঐ উপায় করে এটাই জানি।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

১৯৫৮ মার্চ পর্য্যন্ত নীট লাভ কত হয়েছে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: I want notice.

Danish cutters and Japanese trawlers in this State

90. Sj. Somnath Lahiri: Will the Hon'ble Minister in charge of the Development Department be pleased to state—

(*a*) how many Danish cutters and Japanese trawlers have been bought by Government for fishing;

(*b*) expenditure for buying each of these cutters and trawlers;

(*c*) whether previous tenders were invited before purchasing them;

(*d*) how were the staff selected for running them;

(*e*) total number of foreign personnel engaged for these trawlers;

(*f*) monthly salaries, allowances and other expenditure for the foreign personnel;

(*g*) what are the total number of and total monthly expenses for the Indian personnel of these cutters and trawlers;

(*h*) total expenditure on sea fishing with Danish cutters and Japanese trawlers in 1956-57,

(*i*) what were the depreciation charges for these cutters and trawlers for 1956-57; and

(*j*) quantity of catch and sale proceeds of the catch by these cutters and trawlers in 1956-57?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: (*a*) Two Danish cutters were purchased by this State. Three Japanese Bull trawlers were not purchased by this State but allotted to this State under the T.C.M. Aid programme.

(*b*) Kalyani I—£21,831.35 sterling.

Kalyani II—£21,314.01 sterling.

(*c*) No.

(*d*) Skippers and Engineer-Mates were appointed on the recommendations of Public Service Commission. Persons for other posts are selected by Selection Committees set up for the purpose.

(*e*) Thirty-six.

(*f*) The existing Danish Skipper is drawing Rs. 2,333.33 as monthly salary and daily allowance of Rs. 5 per diem.

(*g*) For sixty-six personnel Rs. 13,083 per month (average).

(*h*) Rs. 7,29,000.

(*i*) Rs. 2,02,000.

(*j*) Total catch 12,358 maunds and total sale proceeds Rs. 1,56,447.

Sj. Somnath Lahiri:

আমার ("এফ") প্রশ্নে ছিল
monthly salaries, allowances and other expenditure for the foreign personnel মানে সমস্ত। আপনি উত্তরে শুধু একজন স্কীপারের মাইনা কত সেটা দিয়েছেন। এর কারণটা বলবেন কি?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

তার কারণ হচ্ছে এ্যাট প্রেজেন্ট দেয়ার ইজ ওনলি ওয়ান স্কীপার।

Sj. Somnath Lahiri:

আমার কোয়েশ্চেনটা ১৯৫৭-৫৮ সালে, গত বছর বাজেট সেসনের সময় দিয়েছি। আপনি এর বেলায় প্রেজেন্টটা দিলেন, অন্য বেলায় পাস্টটা দিলেন—তার কারণ কি?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

ফরেনার্স ১২ জন করে ৩টা জাপানী ট্রলারে ৩৬ জন ছিল। দে অল লেফ্‌ট এখন যেটা রয়েছে সেটাই দিয়েছি।

Sj. Somnath Lahiri:

আমার প্রশ্ন ছিল (ই)তে টোটাল নাম্বার অব ফরেন পারসোনাল এনগেজড্‌ জবাবে দিয়েছেন ৩৬।

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

আপনার প্রশ্ন ছিল
total number of foreign personnel engaged for those trawlers.
আমি সেটার জবাব দিয়েছি।

Sj. Somnath Lahiri:

আমার প্রশ্ন ছিল ফরেন পার্সোনেল কত এনগেজড ছিল ১৯৫৭-৫৮ সালে, আপনি জবাব দিয়েছেন ৩৬ জন। তারপরের কোয়েশ্চেনে জিজ্ঞাসা করেছি সেই সমস্ত পার্সোনেলদের জন্য খরচ কত হয়, সেখানে ৩৬ জনের খরচ না দিয়ে একজনের খরচটা কেন দিলেন?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: Because they have all left now.

Sj. Somnath Lahiri:

তাদের খরচটা দেন নি কেন?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

বর্তমানে একজনই আছেন।

Sj. Somnath Lahiri:

কত জন এমপ্লয়েড ছিল সেটা খালি বলেছেন। এক বছর আগে তো নোটিস দেয়া হয়েছিল, ইনকমপ্লীট জবাব দিয়েছেন কেন?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: Today what you have said,
তাদের খরচ কত। এখন যিনি আছেন তাঁরটাই দিয়েছি।

Sj. Somnath Lahiri: Monthly salary for them you have not stated for the years.

Mr. Speaker: Just a minute Mr. Lahiri.

[At this stage Mr. Speaker asked the Secretary the date of the question]

Mr. Speaker: Mr. Lahiri, you put the question on the 10th June, 1957 and so you could not ask for 1957-58 expenditure. 10th June, 1957 was the date of the question. It related to a back period. Therefore it is inaccurate to say that you wanted to know how much was the expenditure till the 31st of March, 1958. I am just pointing it out to you.

Sj. Somnath Lahiri:

তা যদি বলে থাকি তাহলে ভুল হয়েছে। আপনি কোয়েশ্চেনটা দেখলে দেখবেন সেসব ব্যাপারেই লেখা আছে—
total expenditure on sea fishing in 1956-57, what were the depreciation charges for 1956-57......

Mr. Speaker: Therefore I take it that these questions of yours (e) and (f) relate to 1956-57.

Sj. Somnath Lahiri: Yes, Sir.

Mr. Speaker: Now, Mr. Ghosh, the question intended to be asked was for a period beginning from the 1st of April, 1956, ending with the 31st March, 1957. If you are in a position to answer, please do so or take some time and answer it.

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: Out of the total expenditure of Rs. 7,29,000 under (h), Rs. 1,26,000 was for the foreign staff.

Sj. Somnath Lahiri:

এই যে ড্যানিস্ কাটার দুটো কেনা হয়েছিল সেগুলি কি নূতন কেনা হয়েছিল?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

হ্যাঁ।

Sj. Somnath Lahiri:

যদি নূতন কেনা হয়ে থাকে তাহলে তার জন্য টেন্ডার কল করা হয়নি কেন?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: The then Agriculture Secretary, Mr. S. K. Dey, went to Europe and purchased it.
সেখানে গিয়ে নিজে দেখে-শুনে কিনে এনেছিলেন। এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট থেকে কেনা হয়েছিল।

Sj. Somnath Lahiri:

এই রকম একটা ট্রানজাক্শনে যেখানে
total sum involved nearly 3 lakhs of rupees.
সেখানে সাধারণ দস্তুর কি এই নয় যে টেন্ডার কল করা হবে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: I cannot say any further about this matter.

আমি এটুকু বলতে পারি যে মিঃ এস কে দে নিজে সেখানে গিয়েছিলেন, গিয়ে সেখান থেকে কিনে এনেছিলেন।

[3-20—3-30 p.m.]

Sj. Somnath Lahiri:

১৯৫৬-৫৭এ এই যে ডিপ্রিসিয়েশন চার্জ এটা কি শুধু ডেনিস কাটার দুটোর জন্যই হয়েছে, না কাটার অ্যান্ড ট্রলার মিলিয়ে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

সব মিলিয়ে।

Sj. Somnath Lahiri:

টোটাল কত পারসেন্ট ডিপ্রেসিয়েশন ধরা হয়েছে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

সেটা বলতে পারি না।

Sj. Somnath Lahiri:

কাটার এবং ট্রলারের এবং ডিপ্রেসিয়েশন চার্জ আলাদাভাবে দেখাতে পারেন কি না?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: No, I cannot.

Sj. Somnath Lahiri:

২টা কাটারের দাম ৩ লক্ষ টাকা, ৩টা ট্রলারের দাম ৫ লক্ষ টাকা—মোট ৮ লক্ষ টাকা। যদি এক বছরে ২ লক্ষ টাকা ডিপ্রেসিয়েশন চার্জ হয় তাহলে সেটা কি অস্বাভাবিক নয়—কত টাকা পকেটিফাই হয়েছে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

কি বলব বলুন?

Mr. Speaker: Who calculated depreciation figures?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: Our technical experts.

Mr. Speaker: He must have given you some figures to show that.

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: The question was what were the depreciation charges for these cutters and trawlers and the answer is Rs. 2,02,000. Now he wants to know what is the percentage. It is not with me.

Sj. Somnath Lahiri:

কাটার এবং ট্রলারে কত পারসেন্ট ডিপ্রেসিয়েশন হয়েছে সেটাও আপনি বলতে পারেন না—এর মধ্যে পকেটিফিকেশনের ব্যাপার আছে কি?

Mr. Speaker: That is a matter of accounting. Caustic remarks are wholly unnecessary.

Sj. Somnath Lahiri:

এই কাটারগুলি ১৯৫৭ সালে প্রায় ১ বছর লেড আপ হয়েছিল এ সংবাদ জানেন কি?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

আমি জানি না।

তবে আমি এটুকু বলতে পারি ৫টার মধ্যে ৫টাই সব সময় চলে না—৪টা চলে, ১টা সারানোর জন্য ডকে থাকে।

Sj. Somnath Lahiri:

মাসের মধ্যে কয়দিন ট্রলার এবং কাটারগুলি ফিশিং অপারেশনে যায়?

Mr. Speaker: Question disallowed.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

মিঃ ভ্যাসোনা বলে যে ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন তার মাইনে কত ছিল?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

আমি বলতে পারি না।

Sj. Somnath Lahiri:

আমার প্রশ্নটা ডিস্‌এলাউ করলেন কেন?

Mr. Speaker: I keep within my rights to decide.

Sj. Somnath Lahiri:

আমি তো কোন অবান্তর প্রশ্ন করি নি.........

Mr. Speaker: I apply my best intentions on the subject and try to be as helpful as I can.

Sj. Somnath Lahiri:

মন্ত্রী মহাশয়ের জবাব থেকে দেখা যাচ্ছে লাভ হয় না, লোকসানই হয়। মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে কোচিন এবং বোম্বে স্টেটে আমাদের চেয়ে অনেক পরে ডিপ-সী ফিশিং স্টার্টেড হয়েছে কিন্তু এখনি সেখানে প্রফিটেবল হয়েছে?

Mr. Speaker: I do not allow this question.

Sj. Somnath Lahiri:

এই যে মাছ ধরা হয় এই মাছ কিভাবে এবং কার কাছে বিক্রি করা হয়?

Mr. Speaker: It is a specific question. This does not arise.

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

এই বিদেশী কর্মচারী কতদিন রাখা দরকার হবে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

সেই তো, একজন মাত্র আছেন।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

এই ডেনিস স্কীপারের কাজ কি ভারতবাসীরা করতে পারে না?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

বলেছি তো এখন একজনই আছে। আমরা চেষ্টা করছি। এখানে কোন লোক পাওয়া যায় নি।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

পাওয়ার জন্য কি চেষ্টা করা হয়েছে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

...খাস্ত আহ্বান করা হয়েছে।

Sj. Jatindra Chandra Chakravarty:

...ছ জন ইন্ডিয়ান পার্সোনেলের জন্য এ্যাভারেজে পার মান্থ ১৩ হাজার টাকা, আর ১ জন ...স্কীপারের জন্য ২ হাজার ৩৩ টাকা—এই ডিস্ক্রিপেন্সি কেন?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

...াক পাওয়া যায় না বলেই।

Sj. Somnath Lahiri:

টি সি এম এইড প্রোগ্রামে এগুলি পাওয়া গিয়েছে—এর সংগে কোন কন্ডিশন এটাচ্ড আছে কি?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

টি সি এম প্রোগ্রামে কোন কন্ডিশন এটাচ্ড থাকে না—নো স্ট্রিংস আর এটাচ্ড।

Sj. Saroj Roy:

...ত টাকা খরচ করে কত টাকার মাছ এ পর্যন্ত ধরা হয়েছে? এই ডিপ-সী ফিশিংএর ...রে আপনাদের ভিতর কোন লাভালাভির প্রশ্ন আছে কি না, তা না হলে এটা কন্টিনিউ ...েন কেন?

Mr. Speaker: The first part allowed, last part I do not allow.

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: We learn by experience.

Sj. Saroj Roy:

...ংলাদেশের সাধারণ মানুষের টাকা খরচ করে এই এক্সপিরিয়েন্স জোগাড় করার অধিকার কে ...আপনাদের দিয়েছে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

...আমরা বিশ্বাস করি এর থেকে ভবিষ্যতে আমাদের লাভ হবে।

Sj. Bankim Mukherji:

কি অবস্থায় থেকে বিশ্বাস করেন ভবিষ্যতে লাভ হবে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

...আপাতত লোকসানের কারণ হচ্ছে ৫টা ট্রলারের আসতে ১০।১২ দিন লাগে এবং তার ...ফলে রেগুলার সাপ্লাই না থাকার ফলে মার্কেটে রেগুলার ডিমান্ড হচ্ছে না। এখন আমরা ...চেষ্টা করছি জেটিতে কোল্ড স্টোরেজ করবার—এবং এটা করতে পারলে কলকাতা সহরে ...রেগুলার ডিমান্ড হবে, আমরাও সাপ্লাইয়ের ব্যাপারে সেল্ফ-স্যাফিসেন্ট হতে পারব।

[3-30—3-40 p.m.]

Dr. Jnanendra Nath Majumdar:

এই যে হিসেবে একটা কথা আছে—১১ টাকা করে মণ মাছ বিক্রি হচ্ছে, এটা কি বাজার দর?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

না, তা আমি মনে করি না।

Dr. Jnanendra Nath Majumdar:

তাহলে কেন ঐ দরে বিক্রি হচ্ছে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

যাতে আর ভবিষ্যতে ঐ রকম না হয়, তার জন্য বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। আমরা বিভিন্ন জায়গায় রিটেল দোকান করে বিক্রি করতে চেষ্টা করছি। ১৯৫৮এর ফিগার যখন বেরুবে, তখন যে আমরা ইম্প্রুভমেন্ট করবো এ ব্যাপারে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

গভীর জলের মাছ যা ধরা পড়ছে তার যে পড়তা পড়ে, তার চেয়ে কম দামে বিক্রি হয় কি না?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

হ্যাঁ।

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

ইটের বেলায় লাভ হ'ল, আর মাছের বেলায় লোকসান হচ্ছে কেন?

Mr. Speaker: Question disallowed.

Sj. Ganesh Ghosh:

ক্যাচ বাড়াবার কোন ব্যবস্থা বা রিসার্চের কোন ব্যবস্থা হচ্ছে কি?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

ক্যাচ বাড়াতে গেলে আমাদের জাহাজগুলিকে বেশী সময় সেখানে রাখতে হয়।

Mr. Speaker: I do not think you need repeat the same answer over again.

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: I have nothing more to add.

Sj. Bankim Mukherji:

যদি কাকদ্বীপে জেটী করা হয় ও অন্যান্য যেসব পরিকল্পনা আছে তা যদি সব হয় ও রেগুলার মাছ আসে, তাহলে কি হিসেব করে বলতে পারেন ঐ ৫টি ট্রলারের ক্যাচ্‌মেন্ট করবার ক্যাপাসিটি কি এবং ভাল দর যদি পাওয়া যায়, তাহলে যে খরচ হচ্ছে, তার থেকে বেশি আয় হবে?

Mr. Speaker: Question disallowed.

Sj. Ajit Kumar Ganguli:

এই যে মাছ বিক্রি হয়েছিল তার জন্য কি টেন্ডার কল করা হয়েছিল?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

প্রত্যেক বারই টেন্ডার কল করা হয়ে থাকে।

Sj. Ajit Kumar Ganguli:

তার কোটেশন কি?

Mr. Speaker:

তার কোটেশন নাই।

Sj. Bankim Mukherji:

দুটি উত্তর থেকে আমার কোয়েশ্চেন আসছে, একটা হচ্ছে, টু লার্ন বাই এক্সপিরিয়েন্স, সেটা কি লার্ন হাউ টু লুজ? তা নিশ্চয়ই নয়। বর্তমানে লার্ন হাউ টু মেক প্রফিট। দ্বিতীয়ত একথা বলেছেন এই এই পরিকল্পনা আছে যাতে ভবিষ্যতে লাভ হবে; সেখানে প্রশ্ন হচ্ছে, এইসব হচ্ছে লার্ন বাই এক্সপিরিয়েন্স, এটা সহজ এ্যাকাউন্ট; যে টাকা খরচ হচ্ছে ডিপার্টমেন্টের তার যে ক্যাচমেন্ট ক্যাপাসিটি ট্রলারের, আমি জানি তাতে ঠিক দর পেলেও এই খরচ কভার করে না—তা জানেন?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: I have nothing more to add.

Sj. Subodh Banerjee:
এ কথা কি সত্য যে ট্রলারগুলি যখন ট্রীপে যায় মাছ ধরবার জন্য, তার যেতে যেটা খরচ হয়, সেটা মাছ যতই ধরুক—তার চেয়ে অনেক বেশি পড়ে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: I do not think so, Sir.

Sj. Subodh Banerjee: Is it a fact.
আমাদের ডিপ-সী ফিশিংএর জন্য আনা ট্রলার উড়িষ্যার কোস্টে আটক পড়ে গিয়েছিল?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:
হ্যাঁ, একটা ট্রলার আটকে পড়েছিল।

Sj. Subodh Banerjee: Is it a fact.
যেখানে ডিপ-সী বা গভীর সমুদ্রে না গেলে মাছ পাওয়া যায় না, সেখানে এই জাহাজগুলি কোস্টাল-এরিয়ায় মাছ ধরে কি না?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: No.

Sj. Bankim Mukherji:
এই ট্রলার ডিপ-সী থেকে মাছ ধরে আনে কি না?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:
নিশ্চয়ই।

Supply of electricity to Calcutta Electric Supply Corporation and West Bengal State Electricity Board by D.V.C.

***91. Sj. Dasarathi Tah:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Development Department be pleased to state—

(ক) ডি ভি সি-উৎপাদিত বিদ্যুৎশক্তি কলিকাতার কতদিন হইতে দেওয়া হইয়াছে;

(খ) উহা ইউনিট প্রতি কত রেটে দেওয়া হইতেছে;

(গ) ইহার পূর্বে কলিকাতায় ইউনিট প্রতি কত রেটে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করা হইতেছিল: এবং

(ঘ) ডি ভি সি বিদ্যুৎশক্তি বর্ধমান, মেমারী, গুসকরা, শক্তিগড় প্রভৃতি স্থানে ইউনিট প্রতি কত রেটে দেওয়া হইতেছে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:
(ক) ২২শে এপ্রিল, ১৯৫৭ হইতে।

(খ) প্রতি মাসে ডি ভি সি কত কিলোওয়াট ও কত ইউনিট কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনকে বিক্রয় করে তাহার উপর প্রতি ইউনিট কত রেটে দেওয়া হইতেছে নির্ভর করে। গড়ে প্রতি ইউনিটের দাম ০·৪৫৯ আনা পড়ে।

(গ) ডি ভি সি বিদ্যুৎশক্তি পাইবার পূর্বে কলিকাতায় যে রেট ছিল এখনও তাহাই আছে। রেটগুলি নিম্নে দেওয়া গেল:

(১) আলো, পাখা ও ৪ কিলোওয়াট কম শক্তি বিশিষ্ট লিফ্‌ট ও পাম্প মোটর—২·৭ আনা নীট প্রতি ইউনিট।

(২) কুকার, হিটার, রিফ্রিজারেটর ইত্যাদি—১ আনা নীট প্রতি ইউনিট।

(৩) ৪ কিলোওয়াট অথবা বেশি শক্তি বিশিষ্ট মোটর, লিফ্‌ট ও পাম্প মোটর—১.৭৫ আনা প্রতি ইউনিট।

(৪) যে-সমস্ত শিল্পে উচ্চচাপে শক্তি সরবরাহ করা হয়—০.৮৫ হইতে ০.২২১ আনা ব্যবহার অনুপাতে (তদুপরি কয়লার সারচার্জ ০.৩ আনা দিতে হয়)।

(ঘ) বর্ধমান ইত্যাদি অঞ্চলের জন্য ডি ভি সি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডকে বর্তমানে বিদ্যুৎ বিক্রয় করে। বোর্ড গড়ে প্রতি ইউনিট ০.৮৫৯ আনায় ক্রয় করে।

Sj. Dasarathi Tah:

এই যে বর্ধমান ইত্যাদি অঞ্চলের জন্য স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডকে যে রেটে ঐ বিদ্যুৎ বিক্রয় করা হয়, তাহলে বর্ধমান অঞ্চলে মেমারী, গুসকরা, শক্তিগড় প্রভৃতি স্থানে সেই ইউনিট সাড়ে পাঁচ আনা করে দাম করবার কারণ কি?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

আমাদের ওভারঅল চার্জ নিয়ে ঐটা দাঁড়ায়।

Dr. Ranendra Nath Sen:

ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনকে কম পয়সায় যে ইউনিট প্রতি দেওয়া হচ্ছে, তা সত্ত্বেও ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন ইউনিটের দাম কমান নি, এটা মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

এটা তো প্রশ্নোত্তরে লেখাই রয়েছে।

Dr. Ranendra Nath Sen:

এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনকে দাম কমানর জন্য কিছু বলেছেন?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

না।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহ করে বলবেন কি, এই যে ডি ভি সি উৎপাদিত বিদ্যুৎশক্তি ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনকে ০.৪৫৯ আনা এবং স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডকে ০.৮৫৯ আনা দামে দেওয়া হচ্ছে, এই ভ্যারিয়েশন রাখবার কারণ কি?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

আপনি প্রশ্নের উত্তরটা একটু পড়ে দেখুন। যারা বেশি ইউনিট নিচ্ছে, সেখানে দাম ন্যাচুরেলি কম হবে।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এমাউন্ট কলকাতাতে সাপ্লাই করা হয়, তার চেয়ে কম এ্যামাউন্ট স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডকে সাপ্লাই করা হয়, তার জন্যই রেট-এ এত ভ্যারিয়েশন? আমার মনে হয় তা নয়।

Mr. Speaker: Had I been you, I would have put the question: "Will the Hon'ble Minister be pleased to state what is the total quantity of electrical energy which is supplied to the Calcutta Electric Supply Corporation and what is the quantity which is supplied to the State Electricity Board?" That would have cleared up the position.

Dr. Kanailal [illegible]jee: Yes, I wanted to know that.

Sj. Dasarathi Tah:

কলকাতার ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনকে ডি ভি সি থেকে পাওয়ার সাপ্লাই করবার জন্য যে লাইন নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সেটা কি বর্ধমানের উপর দিয়ে গিয়েছে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: Please give me notice and I will give the reply.

Sj. Dasarathi Tah:

বর্ধমান অঞ্চলে মেমারী, গুসকরা, শক্তিগড় প্রভৃতি এই সমস্ত স্থানের উপর দিয়ে এই লাইন নিয়ে আসা হয়েছে কি না?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: Please give me notice and I will enquire and give the reply. There is an Electricity Board which deals with this subject.

কোথা দিয়ে লাইন এসেছে বা না এসেছে তা আমি এখন বলতে পারব না। এসব ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের ব্যাপার। নোটিস দিলে আমি জেনে বলব।

[3-40—3-50 p.m.]

Sj. Dasarathi Tah:

যে স্থলে ডি ভি সির বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় সেখান থেকে বর্ধমানের দূরত্বের চেয়ে কলিকাতার দূরত্ব বেশি কি না?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

নিশ্চয়ই।

Sj. Dasarathi Tah:

তা যদি হয় মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহ করে জানাবেন কি, বর্ধমান পার হয়ে এসে কলিকাতায় ১০ পয়সা করে দেওয়া হয়, আর বর্ধমানে ৫½ আনা কেন?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

কলিকাতার দাম নির্ভর করে ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের উপর, আর বর্ধমানে ৫½ আনা সেটা ওভারঅল চার্জের উপর ধরা হয়।

Sj. Dasarathi Tah:

মন্ত্রী মহাশয় এই কথা মনে করেন কি, উন্নয়নের জন্য পল্লী অঞ্চলে অধিক সংখ্যক বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য সরকার যদি দাম কমিয়ে দেন তাহলে বিদ্যুৎ বেশি পরিমাণে বিক্রয় হতে পারে এবং সরকারেরও লাভ হবে।

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

ইন্ডাস্ট্রীর জন্য বা শিল্পের জন্য দাম কমই আছে।

Dr. Ranendra Nath Sen:

(ঘ) প্রশ্নের যে উত্তর দিয়েছেন তাতে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে, কলিকাতায় এখনও ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন তাদের রেট কমায় নি, এই সম্বন্ধে গভর্নমেন্ট তাদের কিছু বলেছেন কি?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

না।

Dr. [illegible] Bhattacharya:

তবে এটা কি বিলাতী কোম্পানীর মুনাফা বাড়াবার জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:
না।

Sj. Somnath Lahiri:
কিসের জন্য তবে করা হয়েছে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: You can come to your own conclusion.

Dr. Jnanendra Nath Majumdar:
ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনকে কত দিনের কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয়েছে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: I want notice.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:
আমার সাপ্লিমেন্টারী কোয়েশ্চেন হচ্ছে, এই দামের হার নির্ধারণ করতে ম্যাথেমেটিক্যাল ফরমূলা কি,
the rate varies inversely as the square root of the distance between the power station and Burdwan.

Mr. Speaker: That question does not arise.

Sj. Gopal Basu:
তিনি বলেছেন যে ওভারঅল চার্জের জন্য বর্ধমান ইত্যাদি জায়গায় দাম বেশি। আমার জিজ্ঞাস্য হচ্ছে, একথা কি সত্য যে এর কারণ হচ্ছে এখানে ইন্টারমিডিয়ারীজ বা প্রাইভেট কোম্পানী বেশি আছে বলে রেট বেশি?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:
তার জন্য নয়, ওভারঅল চার্জ বেশি পড়ে বলে।

Jaldhaka Hydroelectric Project

***82. Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Development Department be pleased to state—

(*a*) how far progress has been made up to now in the work of Jaldhaka Hydroelectric Project;

(*b*) whether the construction work so far executed up till now has been done by the department concerned or by the help of contractors; and

(*c*) the total amount of expenditure incurred up till now?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: (*a*) The progress so far made is as follows:

(*i*) office building, staff quarters, stores, garages, magazine, work-sheds, small water-supply system, inspection bungalows have been completed;

(*ii*) small diesel generating sets have been installed;

(*iii*) transport vehicles, rock drills for road construction and Diamond Core drilling equipments for geological investigations have been purchased; and

(*iv*) roadways from medicine plantation at Gairibas to work site at Jhalung have been completed and construction of the road to Paren is in progress.

(*b*) The construction, so far completed, has been done departmentally with local labourers.

(*c*) Total expenditure incurred up to October, 1957, is Rs. 10.8 lakhs.

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

এই কাজের পরিকল্পনা কখন শুরু হয়েছে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

এই পরিকল্পনা আরম্ভ হয়েছে সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানের পর থেকে।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

কাজ কবে থেকে সুরু হয়েছে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানের পর থেকে।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

পরিকল্পনা শেষ হবে কবে তার কোন এস্টিমেট আছে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

না, পরিকল্পনা শেষ হওয়ার সম্বন্ধে কিছু নাই তবে ১ কোটি ১৪ লক্ষ টাকার পরিকল্পনা। এর জন্য বাইরে থেকে যে জিনিসগুলি কেনার প্রয়োজন তার উপর নির্ভর করছে। ৩।৪ বছরের মধ্যে যদি কিনতে পারি তাহলে ঐ সময়ে পরিকল্পনা শেষ হয়ে যাবে। জিনিসগুলি কিনতে যদি দেরি হয় তাহলে দেরি হবে—ফরেন এক্সচেঞ্জের ব্যাপার রয়েছে।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

কাজের বিভিন্ন ফেজ সম্বন্ধে কোন ক্যালকুলেশন করা হয়েছে কি যে কোন্ সময়ে শেষ হবে কত সময় লাগবে ইত্যাদি?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

না, সেরকম কিছু নাই।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

মূল দুটো যে কাজ ড্যাম তৈরির কাজ সেটা কবে সুরু হবে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

ড্যামের ব্যাপারে হচ্ছে—

The area where the dam will be erected is in Bhutan. I know our Government is negotiating with the Bhutan Government through the External Affairs Ministry, New Delhi.

অতএব তাদের সঙ্গে কথা না বলে বলতে পারি না।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

তাহলে কি ধরে নেবো যে ভুটান গভর্নমেন্টের সঙ্গে নিগোসিয়েশন শেষ হবার আগেই কাজ সুরু হয়েছে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

হ্যাঁ, কাজ সুরু হয়েছে। আমরা ধরে নিয়েছি এটা হবে।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

তাহলে ভুটান সীমান্ত পর্যন্ত যে রাস্তা তৈরির কাজ সেটা কতদূর এগিয়েছে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

টোটাল যে কাজ এটা বলতে পারি না।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

নিজে সেখানে যান নি কখনো?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

না।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

কাজেই প্রশ্ন করার অসুবিধা হচ্ছে, ভুটান পর্যন্ত যে রাস্তা দরকার সেটা সম্বন্ধে বলতে পারেন না।

Mr. Speaker: Mr. Mazumdar, kindly concentrate on the question. যেটা না এ্যারাইজ করে সেটা বলবেন না।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

বিদেশ থেকে যে জিনিসগুলির দরকার সেগুলি আনার কি ব্যবস্থা হয়েছে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

এই জিনিসগুলির ব্যাপারে ফরেন এক্সচেঞ্জের ব্যাপার আছে, সেটা নিয়ে গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়ার সঙ্গে নিগোসিয়েট করছি। সেটা পেলে আশা করি আনতে পারবো এবং ৩।৪ বছরে কাজ শেষ করতে পারবো।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

কতদিনের ভিতরে হবে সে সম্বন্ধে পরিষ্কার কি ফাইনালাইজ হয়ে গিয়েছে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

ডিটেইলস বলতে পারি না।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

তাহলে কি অনুমানের উপর ভিত্তি করে বলছেন?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

না, অনুমানের ভিত্তিতে নয়, আজ না হয় দুদিন পরে তো হবেই। ইট উইল বি ডান।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

যেটুকু কাজ হয়েছে সেই কাজগুলি করার ব্যাপারে কোন অভিযোগ পেয়েছেন কি না?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

আমার সেরকম কোন কিছু জানা নাই।

Sj. Sunil Das:

এই যে (বি) প্রশ্নের জবাবে বলেছেন—

the construction, so far completed, has been done departmentally with local labourers.

এই লোক্যাল লেবারার্স ১৯৫৭ সালে প্রতি মাসে গড়ে কতজন তার হিসাব কি আছে আপনার কাছে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

না।

Sj. Sunil Das:

এটা কি আপনি খবর রাখেন, যে পরিমাণ আসলে লোক খাটে তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণ দেখান হয় খাতায়?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

না।

Sj. Sunil Das:

এই যে ওয়ার্ক চার্জ—যে ডিপার্টমেন্ট থেকে কাজ হচ্ছে তার চার্জে কে আছে জানেন কি?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

আমাদের এখানে লোক্যাল ইঞ্জিনীয়ার চার্জে আছেন।

Sj. Sunil Das:

এটুকু জানেন কি, যেসব সিমেন্ট দেওয়া হয় সেই সিমেন্টগুলি স্মাগল্ড হয়ে বাইরে চলে যায়?

Mr. Speaker: This question does not arise.

Sj. Sunil Das:

এই সিমেন্টের সঙ্গে কি রু মাইকা ব্যবহার করা হয়?

Mr. Speaker: This question does not arise.

Sj. Sunil Das:

এটা কি জানেন, সেখানে যে এক্সপ্লোসন দেওয়া হচ্ছে রকে সেটা এর কাজে ব্যবহার না করে ফিশারীর জলে এক্সপ্লোসন করা হয়?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

না, জানি না।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

এই যে রাস্তার কথা বল্লেন গোরী থেকে ঝালন পর্যন্ত তৈরি করা হয়েছে সেই রাস্তায় ল্যান্ড-স্লাইড হচ্ছে কি না তার কোন খবর রাখেন কি?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

না, খবর নাই।

Sj. Satindra Nath Basu:

আমি জানতে চাচ্ছি—

whether the Jaldhaka Hydroelectric Scheme will be extended to West Dinajpur.

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

এখন বলা যায় না।

Setting up of District Development Councils

*93. **Sj. Niranjan Sengupta:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Development Department be pleased to state—

(a) whether District Development Councils have been set up in all the districts of West Bengal;

(b) if not, names of the districts where Development Councils have not yet been set up;

(c) how these Councils have been constituted;

(d) who are entitled to be members;

(e) what are the functions of these Councils;

(f) whether these Councils are advisory bodies or they have got any executive function; and

(g) amount of money sanctioned for local development works during 1956-57 and the amount actually spent?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: (a) Yes.

(b) Does not arise.

(c), (d) and (e) Statements "A" and "B" are laid on the Table.

(f) Advisory bodies.

(g) Rs. 34.35 lakhs allocated by Government of India and Rs. 26.10 lakhs spent.

Statement "A" referred to in reply to clauses (c) and (d) of starred question No. 93

The District Development Councils have been constituted as follows:

CHAIRMAN:

(1) District Officer.

MEMBERS:

(2) Chairman, District Board.

(3) Chairmen of Municipalities in the district.

(4) Superintendent of Police of the district.

(5) President, District School Board.

(6) One representative of Union Boards including Panchayat Unions from each thana to be nominated by the District Officer.

(7) M.L.A.s, M.L.C.s and M.P.s of the district.

(8) Five members to be nominated by Government from amongst reputed Social Welfare Service organisations, renowned educationists, medical men, leading agriculturists and representatives of multipurpose co-operatives within the district.

(9) All district heads of departments concerned with development schemes.

(10) Subdivisional Officers.

(11) District Development Officer.

Statement "B" referred to in reply to clause (e) of starred question No. 93

The functions of the Councils are—

(i) to present a comprehensive picture of the district plan by splitting up the collection of schemes in the State Plan showing how much of each scheme is to be executed in or for purposes of benefiting the district. In putting together these separate pieces of the pattern of the State Plan into the District Pattern, it will be open to the Council to suggest readjustments, modifications, extensions, or improvements where necessary;

(ii) to mobilise public support in favour of the plan through a spread of the understanding of the schemes and projects included in the plan and furtherance of their execution;

(iii) to review the progress in the execution of schemes under the district plan;

(iv) to suggest, formulate and forward to Government all new proposals concerning development within the district; and

(v) any other function or functions as may be entrusted to it from time to time by Government.

[3-50—4 p.m.]

Sj. Niranjan Sengupta:

আপনার স্টেটমেন্ট 'এ'তে যে রয়েছে—

Five members to be nominated from amongst reputed Social Welfare Service organisation etc.,

সেই রেপুটেড সোস্যাল সার্ভিস অর্গানাইজেশনের বাইরে থেকে কি আর কোন স্তরের লোক নেওয়া হয় কি না?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

সে কথা তো লেখাই রয়েছে—

renowned educationist leading medical men etc.

Sj. Niranjan Sengupta:

আমার আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে—রেপুটেড সোস্যাল ওয়েলফেয়ার সার্ভিস অর্গানাইজেশন বলতে আপনারা কাদের ধরেন?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, প্রভৃতি।

Sj. Niranjan Sengupta:

রিনাউন্ড এডুকেশনিস্ট এবং রিনাউন্ড মেডিক্যাল মেন আপনারা কাদের মনে করেন? দৃষ্টান্ত দ্বারা বলবেন কি?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

যারা প্রকৃতই রিনাউন্ড এডুকেশনিস্টস এবং যারা প্রকৃতই রিনাউন্ড মেডিক্যাল মেন তাঁদের আমরা বুঝে থাকি, এ বিষয়ে........

Mr. Speaker: I will not allow names to be dragged in.

Sj. Niranjan Sengupta:

লিডিং এণ্ড কালচারিস্ট আপনারা কাদের মনে করেন?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

যাঁরা এগ্রিকালচারের কাজ করেন।

Sj. Niranjan Sengupta:

তার কি কোন ডেফিনিশন নেই?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

যাঁরা ভাল চাষের কাজ করেন, অর্থাৎ জমি যারা ভাল করে চাষবাস করেন এবং ভাল ফসল উৎপাদন করেন তাদেরই মনে করি।

Sj. Niranjan Sengupta:

ডি ডি সি মিটিং কাদের দ্বারা পরিচালিত হয়?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

যাঁরা এ বিষয়ে ইন্টারেস্ট নিয়ে কাজ করেন এবং তাদের দ্বারা হু ক্যান সেট এ্যান আইডিয়েল।

Sj. Niranjan Sengupta:

এই সব ডিস্ট্রিক্ট ডেভেলপ্‌মেন্ট কাউন্সিল মিটিংগুলির আলোচ্য বিষয়বস্তু কি থাকে জানাবেন কি?

Mr. Speaker: I do not think that arises—no question regarding procedure.

Sj. Gopal Basu:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, ডেভেলপ্‌মেন্ট কাউন্সিলে মেম্বার হিসেবে মিটিংএ এম এল এ, এম এল সি-দের কোন ফাংশন আছে কি না? এবং তাঁদের সকলকে মিটিংএর বিষয় জানানো হয় কি না?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

নিশ্চয়ই জানানো হয়।

Sj. Gopal Basu:

আপনি কি জানেন যে ২৪-পরগনা জেলায় আমরা যারা আছি তাদের জানানো হয় নাই?

Mr. Speaker: That does not arise. He says information ought to be given. If for some reason it has not been given, can't be helped.

আপনাকে জানানো হয়েছে কি না সেটা can not be a question. It is the duty of those who are in charge to acquaint every member of the functions he is expected to perform. If there has been an omission, it is a sad and a bad omission. That cannot be the subject matter of a question.

Sj. Gopal Basu:

আপনি জানেন কি, ডিস্ট্রিক্ট ডেভেলপ্‌মেন্ট কাউন্সিলের ফাংশন বলে যা দিয়েছেন তা কার্যকরী একটুও হয় না?

Mr. Speaker: Mr. Ghosh, do you know what they are expected to do they do not do?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: No.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

মন্ত্রী মহাশয় নন-অফিসিয়াল অরগানিজেশনের নাম করতে গিয়ে রামকৃষ্ণ মিশন ও ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের নাম করেছেন, গৌড়ীয় মঠ ও তার মধ্যে ইনক্লুডেড আছে কি?

Mr. Speaker: That question does not arise.

Sj. Somnath Lahiri:

কলকাতা সহর এই ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল থেকে বাদ গিয়েছে কেন?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

কলকাতা ডিস্ট্রিক্ট নয় বলে।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি, ডিস্ট্রিক্ট ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল আর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট এই দুটো অর্গানিজেশনের মধ্যে পার্থক্য কি এবং লাইন অব এক্‌শন কি?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট যেটা সেটায় হচ্ছে ব্লক এ্যাডভাইসরী কমিটি সুধু থানা নিয়ে, আর ডিস্ট্রিক্ট ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলে সমস্ত ডিস্ট্রিক্ট নিয়ে কার্য পরিচালনা করা হয়।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

যাঁরা কাজ করেন ডিস্ট্রিক্ট ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলে তারা তো থানায়, থানায় ঘুরেই কাজ করেন লাইন অব এ্যাক্‌শনও উভয়ের থিওরেটিক্যাল, তাহলে তফাৎটা কোথায়?

Mr. Speaker: I do not understand the question. They function in the area where they are expected to function.

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

এই যে ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের কার্যক্রম ঠিক হয় তা থানার ভিতর গিয়ে তো ঠিক হয়? আর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট বা যেটা ন্যাশনাল এক্সটেন্সন তার কার্যক্রমও থানাতেই হয়, একই ধরনের কাজ, কাজেই আমি জানতে চাই ডিফারেন্সটা তাদের মধ্যে কোথায়?
I know. I go to the meetings. I know they do the same kind of work What will be the meaning of keeping these two different organisations, I do not understand.

Mr. Speaker: Dr. Banerjee, unfortunately your question is most unhappily framed. You should have asked him first, does he know if there is a difference: if he does, then the other question arises.

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্টের কাজ থানাওয়ারী হয় কি না?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

হ্যাঁ।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

তাহলে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন ডি ডি সি ও সি ডি পি এই দুই অর্গানিজেশনের কাজ অনুরূপ এবং একই জায়গায় অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে তাদের মধ্যে ডিফারেন্স কোথায়?

Mr. Speaker: Question disallowed.

Sj. Chitto Basu:

প্রশ্নের (ক্ষ)এর উত্তরে মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন—
Rs. 34.35 lakhs allocated by Government of India.
তার সব টাকা কেন খরচ হয় নাই বলবেন কি?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

যে এজেন্সীকে যা করতে দেওয়া হয়েছিল তারা সেসব কাজ সম্পূর্ণ করে উঠতে পারে নি ৩১এ মার্চের মধ্যে, তাই খরচ হয় নি।

Mr. Speaker: There is one minute left and after that I won't allow any more questions.

Sj. Niranjan Sengupta:

স্যার, আমাদের আরো অনেক সাপ্লিমেন্টারী এর উপর রয়েছে।

Mr. Speaker: It has been exhaustively questioned and I do not think reasonably other questions follow.

Sj. Hare Krishna Konar:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করছি—এটা কি সত্য যে বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলকে স্কীম অনুযায়ী হঠাৎ শেষ মুহূর্তে টাকার জন্য বিল দিতে বলা হয়, বিল দেওয়া না হলে সে টাকা কি ল্যাপ্স হয়ে যাবে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: No.

Mr. Speaker: Question time over.

Sj. Niranjan Sengupta:

স্যার আরও অনেক জিজ্ঞাসার বিষয় আছে, এটা হেল্ড ওভার থাক।

Sj. Hare Krishna Konar:

হ্যাঁ, স্যার, এটা হেল্ড ওভারই রাখুন।

Mr. Speaker:

আমি আগে দেখব কতগুলি সাপ্লিমেন্টারী হয়েছে,
I shall finally decide tomorrow whether I am going to allow further supplementaries, I will look into it and decide.

[4—4-10 p.m.]

LANDING OF AMERICAN MARINES IN LEBANON

Sj. Bankim Mukherji: Mr. Speaker, Sir, I want to draw you attention to a grave situation arising out of landing of American Marines in Lebanon. I know, Sir, that it is not within the competence of this House to discuss the situation, but, through you, I would request the West Bengal Government to impress upon the Union Government to lodge a strong protest with the Government of U.S.A. Sir, it has been reported that our Prime Minister, Pandit Nehru, yesterday in a meeting helplessly said that the Western Governments do not listen to our advice. He has said that Arab nationalism is insurgent and the Western Government do not understand it and they do not listen to our advice. Even then I would request the Government of West Bengal through you, Sir, to impress upon the Union Government that it has become necessary for us to lodge a strong protest with the U.S.A. Government.

Fixation of time for non official business

Sj. Bankim Mukherji: Another point is this: I have written to you about some non-official business and I have got a letter from Dr. Roy. He has informed me that only two Friday's he is willing to concede. We naturally get two non-official days. So there has not been any concession made for debate on Second Five-Year Plan or any such thing. For Second Five-Year Plan he has allotted two hours. That is not sufficient. I think two days would have been necessary. At least one full day would be required to discuss the Second Five-Year Plan. We will require some more days for completing our non-official business. There are so many Resolutions which would not be discussed unless we get more time. Sir, the rules provide that every Friday should be considered as a non-official day.......................

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: No; that is not the rule.

Sj. Bankim Mukherji: ...unless the Speaker gives precedence to official business. Now, Sir, you have been kind enough to repeatedly assure us that you will find time at the end of the Session to compensate for all these days which are being taken over for official business. It has been our practice too that during the Budget Session two non-official days are taken for discussion of the Budget and those days are compensated by giving some days later. There was a holiday on one Friday and the Chief Whip of Government assured us that that Friday would also be compensated some time later. In this way I have calculated that we can reasonably demand three extra non-official days from the Government. And the Leader of the House had promised us at least two days for discussing the Second Five-Year Plan and water scarcity. So altogether we are entitled to get five days more. Even if the session has to continue a few days longer you will see, Sir, that the rights of the non-official members are not curtailed. I hope, Sir, you will look into this affair and fix more time for non-official business.

West Bengal Wakf Act

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: Sir, just one minute before you start today's business. I want a piece of information with your permission from the Hon'ble Chief Minister. During the last winter session I submitted a Bill for amending the West Bengal Wakf Act and I withdrew it on an assurance that he was going to bring a comprehensive Bill. May I know what has happened to it?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: It is being drafted by my Law Department.

POINT OF INFORMATION

Sj. Jagannath Majumder: ...

আজকে আমি একটা চাঞ্চল্যকর সংবাদ কৃষ্ণনগর থেকে যা পেয়েছি তাতে জানতে পেরেছি যে, সেখানে অপরিশ্রুত ও অপরিষ্কার জল মিউনিসিপ্যালিটি থেকে সরবরাহ করার জন্য সেখানে টাইফয়েড রোগের প্রাদুর্ভাব হয়েছে এবং ঘরে ঘরে রোগ ছড়িয়ে পড়ছে। সুতরাং এসম্বন্ধে স্বাস্থ্য মন্ত্রী মহাশয় এবং স্বায়ত্তশাসনমন্ত্রী মহাশয় যদি একটা স্টেটমেন্ট দেন তাহলে ভাল হয়; এ নিয়ে বহু আবেদন নিবেদন করা হয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা হচ্ছে না। কিন্তু এর ফলে কৃষ্ণনগর সহরবাসী অত্যন্ত দুর্ভোগ ভোগ করছে। এ সম্বন্ধে কি স্টেপ নেওয়া হয়েছে, আশা করব সেটা আমাদের ও'রা জানাবেন।

Mr. Speaker:

কবে থেকে?

Sj. Jagannath Majumder:

বহুদিন থেকে এটা হচ্ছে। আজকে দেখতে পাচ্ছি যে, কৃষ্ণনগর শহরে ঘরে ঘরে টাইফয়েড ছড়িয়ে পড়েছে।

Sj. Bankim Mukherji:

স্যার, আমাদের ক্যালকাটা কর্পোরেশনের এ্যাডমিনিস্ট্রেটরের চাকরী যাচ্ছে তাঁকে ওখানে পাঠিয়ে দিলেই ভাল হয়।

GOVERNMENT BILL

The West Bengal Agricultural Lands and Fisheries (Acquisition and Resettlement) Bill, 1958.

Mr. Speaker: Now, we proceed with the consideration of the West Bengal Agricultural Lands and Fisheries (Acquisition and Resettlement) Bill which was being discussed yesterday.

Sj Haran Chandra Mondal:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমাদের সামনে যে বিল আনা হয়েছে নীতিগতভাবে এই বিলের উদ্দেশ্যটায় আমি সমর্থন জানাচ্ছি কিন্তু এর মধ্যে যেসকল গুরুতর ত্রুটীবিচ্যুতি আছে তার যাতে সংশোধন হয় সেজন্য আমি বলবো জনসাধারণের মত সংগ্রহার্থে এটা প্রচার করা হোক। ফিশারীর দ্বারা চাষের জমি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কি না সেটা কৃষকদের অভিযোগের ভিত্তিতে স্থির করা প্রয়োজন। সরকারের উপর যে দায়িত্ব আছে ফিশারীর দ্বারা চাষের জমির ক্ষতি হয় কি না তা দেখার—সে সম্বন্ধে যদি স্থানীয় জনসাধারণের বা ফিশারীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যেসমস্ত চাষী আছে তাদের কাছ থেকে জানা যায় তাহলে আমার মনে হয় খবরটা ঠিকঠিকভাবে জানতে পারা যায়। আর যদি এটা সম্পূর্ণরূপে সরকারী কর্তৃপক্ষের হাতে ন্যস্ত করা হয় তাহলে অবস্থাটা এই দাঁড়াবে যে তাঁরা ঠিক ঠিকভাবে রিপোর্ট সরকারের কাছ পর্যন্ত পোঁছে দেবেন না, যার ফলে সরকার সমস্ত জিনিসটা ভালভাবে জানতে পারবেন না। সেজন্য সেখানকার স্থানীয় জনসাধারণ এবং কৃষকদের কাছ থেকে এ জিনিস ভালভাবে জানা দরকার। তারপর ফিশারী দখলের বিরুদ্ধে আপত্তির শুনানী ফিশারীর সংলগ্ন স্থানে করতে হবে এবং জনসাধারণকে এই শুনানীতে সাক্ষ্য দেবার সুবিধা দিতে হবে। ফিশারী উচ্ছেদ করার সময় ফিশারীর যাঁরা মালিক তাঁরা যাতে ঠিক ঠিকভাবে জানতে পারেন তার ব্যবস্থা করতে হবে এবং তাঁরা যেন ক্ষতিপূরণের জন্য কোন আপত্তি না করতে পারেন তারও ব্যবস্থা করতে হবে। এর মধ্যে অনেক গরীব এবং মধ্যবিত্ত ফিশারীর মালিক আছেন, তাঁরা যাতে ঠিকভাবে এই জিনিসটা জানতে পারেন তার ব্যবস্থা করতে হবে। গরীব কৃষক এবং মধ্যবিত্তদের ক্ষতিপূরণ দেয়ার যৌক্তিকতা স্বীকার করি।

[4-10—4-20 p.m.]

আমি ধনীদের ক্ষতিপূরণ দেবার বিরোধিতা করি। ৩ হাজার টাকা পর্যন্ত বৎসরে নিট আয় বা তদূর্ধ কিছু যাদের আয় তাদের ক্ষতিপূরণ দেয়া যেতে পারে। এই ক্ষতিপূরণ যাতে মালিকেরা ঠিকভাবে পেতে পারে তার জন্য গেজেটে পাবলিশ করা দরকার। আমার আরেকটা বক্তব্য হচ্ছে ধনী মালিকদের যাতে আইনের কোন বাধা না হতে পারে তার জন্য ১ টাকা ক্ষতি-পূরণ দেওয়া হোক। তারপর, জমি স্থানীয় চাষীদের মধ্যে বিলি করতে হবে। এই জমি যখন বিলি হবে বা তা সরকার থেকে প্রচার করা হবে তার পূর্বে গেজেটএ পাবলিশ হবে এবং পাবলিশড্ হবার পর সেই জমির বিবরণ প্রকাশ করতে হবে। পূর্বে যাঁরা মালিক ছিলেন তাদের নাম যদি জানা থাকে তাহলে রেজিস্টার্ড লেটার দিয়ে জানাতে হবে। সেলামির টাকা তাদের কাছ থেকে এক্সপেন্ডিচার হিসাবে নিতে হবে। এই বিলের নীতি যা তাতে আমাদের কোন বিরোধিতা নাই। এই বিলের যে ত্রুটি ছিল সেগুলি উল্লেখ করেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। এই ত্রুটিগুলি যাতে সংশোধিত হয় সেদিকে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

Sj. Renupada Halder:

মিঃ স্পীকার মহাশয়, এই বিল আনয়নের দ্বারা যেসব চাষীরা দীর্ঘদিন ধরে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল তাদের কিছুটা উপকার হবে বলে আমি মনে করি। যেসব জমিতে নোনাজল ঢুকিয়ে ভর্তি করে রাখা হয়েছিল সেইসব জমি আজ যদি এই আইনের বলে নেওয়া হয় তাহলে সেগুলি চাষীদের মধ্যে বিলি করা যেতে পারে—ভূমিহীন চাষীদের দেওয়া যেতে পারে। আরেকটা কথা হচ্ছে, যেসমস্ত জমি বেনামী করে রাখা হয়েছে সেগুলি যাতে গ্রহণ করা যেতে পারে তার জন্য এই আইনে ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার। তারপর আরেকটা কথা হচ্ছে এই যে, মেছোভেড়ীর মালিকের জমি থেকে আশেপাশের জমিতে নোনাজল প্রক্ষেপ করে চাষ-আবাদ নষ্ট করে দেয়। তখন জমি ছেড়ে দিয়ে চলে আসতে হয়—এই সমস্ত জমির মালিকেরা যাতে জমি পেতে পারে তারও ব্যবস্থা করা দরকার। তারপর যেসব জমির মালিকের নাম কাগজ পত্রে নাই তাদের সম্পর্কে জনসাধারণের কাছ থেকে সাক্ষী প্রমাণ নিয়ে ব্যবস্থা করা দরকার। কম্পেন্সেশন দেওয়া সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে, যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে প্রচুর জমির চাষ-আবাদ নষ্ট করেছে, পাশের জমিতে নোনাজল ঢুকিয়ে দিয়ে ভাসিয়ে দিয়েছে তাদের ক্ষতিপূরণ দেবার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। তারপর যেসব জমি নিয়ে নেওয়ার কথা হচ্ছে, অর্থাৎ এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড এইভাবে নষ্ট হয়েছে তার এরিয়া ঠিক করার জন্য একটা এনকোয়ারী দরকার। এই বিলের মধ্যে যেসব আশ্বাস দেওয়া হয়েছে সেগুলি ঠিকভাবে কার্যকরী হলে খানিকটা ভাল হবে। তাই এই বিলের প্রতিবাদ না করে যাতে এটা সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করার ব্যবস্থা করা হয় তার জন্য আমি মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[At this stage Mr. Speaker called out the names of Sj. Khagendra Kumar Roy Choudhury and Sj. Panchanan Bhattacharjee but the members were not present in the House]

Mr. Speaker: Once I call out the names of members and there is no response, I will take it for granted that the speeches have been delivered.

Sj. Gangadhar Naskar:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই বিলের মধ্যে যেসব ত্রুটি আছে সেই সব ত্রুটির কথাই আমি দু'-একটা বলব। হেমন্ত ঘোষাল মহাশয় সুন্দরবন সম্পর্কে যেকথা বলেছেন সেই কথাই আমি আবার বলব, সুন্দরবনে ১৯ লক্ষ বিঘা জমি জলে ডুবে আছে। সোনারপুর, টালিগঞ্জ, ভাঙ্গর এইসব জায়গার প্রায় ৫০।৬০ হাজার বিঘা জমিতে ৭।৮টি পরিবার ফিসারী করে রেখেছে। একদিন এইসব জমি স্থানীয় কৃষকদের ছিল—এই জমিগুলি জমিদাররা টাকার জোরে দখল করে সেখান থেকে কৃষকদের উচ্ছেদ করে দিয়েছেন।

[4-20—4-30 p.m.]

কিন্তু যখন পেয়ালী বিদ্যাধরী বহমান ছিল, তখন রাতারাতি পেয়ালী বিদ্যাধরী নদী কেটে দিয়ে এই ৮ হাজার বিঘা জমি জলমগ্ন করে দেওয়ার ফলে সেখানে শত শত কৃষকের এই জমি, এই ঘরবাড়ি সমস্ত ধ্বংস হয়ে যায়, গরু-বাছুর ভেড়া-ছাগল সমস্ত নষ্ট হয়ে যায়। সেই সময় থেকে তারা অন্যত্র চলে যায়। আর সেই ৮ হাজার বিঘা জমি, যেখানে আজ পর্যন্ত প্রায় একশো পরিবার সেই আবাদে বসবাস করছে তারা সকলেই আদিবাসী। তাদের ঘরবাড়ি আছে। তারা ঠিকা হারে জমি চাষ করে। কিন্তু দেখা যায় এই যে নিউ সেটেলমেন্ট হলো, তাদের ঘরবাড়ি সেখানে থাকা সত্ত্বেও এই সেটেলমেন্টে এই ঘরবাড়ি পর্যন্ত রেকর্ড হয় নাই। আর ৮ হাজার বিঘা জমির মালিক ছিল ঐ স্থানীয় আদিবাসী চাষী ও স্থানীয় কৃষক, তারা এই ৮ হাজার বিঘা জমি চাষবাস করতো।

Mr. Speaker: Mr. Naskar, are you making any personal allegation against any one?

Sj. Gangadhar Naskar:

না, আমি সাধারণভাবে বলছি।

Mr. Speaker: You know my practice. You will not kindly mention any name. Criticise the Bill if you can but do not attack people who are not present in the House.

Sj. Gangadhar Naskar:

সেক্ষেত্রে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যেখানে বলেছেন কম্‌পেন্সেসন দেওয়ার কথা, সেখানে আমি আপত্তি করছি যে যারা কৃষককে জমি থেকে উচ্ছেদ করলো, তাদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করলো, যারা সেই কৃষকের উপর থেকে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা মুনাফা লুটেছে, তাদের আবার কমপেন্সেশন দেওয়ার প্রশ্ন উঠতেই পারে না। এবং এই ৫০।৬০ হাজার বিঘা জমি আজ ৮টি পরিবারে ভোগ দখল করে আসছে, যেখানে হাজার হাজার কৃষক সেই জমির মালিক ছিল।

আর একটা জায়গায় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন এই বিলে যে বিনা পয়সায় বিনা সেলামীতে তা দেওয়া হবে না, সেখানে বক্তব্য হচ্ছে—সেই সব জমির ফিশারী উচ্ছেদ করে যে সমস্ত জমি পাওয়া যাবে, সেইসব জমি বিনা পয়সায়, বিনা সেলামীতে স্থানীয় গরীব ভাগচাষী, ক্ষেত-মজুরদের মধ্যে বিলি বন্দোবস্ত করা উচিত।

তারপরেতে সেইসব জমি এই ফিশারী উচ্ছেদের পরে যা উচিত হবে, সেই সব জমিতে পূর্বে যেসমস্ত চাষী ছিল, যারা পূর্বে চাষবাস করতো, সেইসব চাষীদের দলিলপত্র সার্চ করে, সব দেখেশুনে সেইসব চাষীদের সেই জমি দেওয়া উচিত। তা যদি না দেওয়া হয়, তাহলে যেসব চাষী জমিহারা হয়ে, বাড়ীহারা হয়ে পথে পথে ভিখারীর মত ঘুরে বেড়িয়েছে, তাহলে তাদের কোন স্বার্থ পূর্ণ হবে না।

এই বিলের মধ্যে আর একটা জিনিস আছে, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যেখানে বলেছেন যে, যে চাষী শেষ চাষ করেছে, ফিশারী উঠবার পরে যদি দেখা যায়, তাহলে সেই চাষীকে জমি দেওয়া হবে। জমিদাররা ইতিমধ্যে সুরু করে দিয়েছে দলিলপত্র ঠিক করতে, শেষ চাষী স্থির করবার জন্য। স্থানীয় জমিদাররা আমাদের লেসর, যারা এই সমস্ত জমি নিয়ে ফিশারী করতো, তাদের ভেড়ী মজুর কবুলতি দেওয়ার ব্যবস্থা করছেন। এই ভেড়ী মজুর কবুলতির মানে হচ্ছে, তাকে বলতে হবে এই ভেড়ী হচ্ছে আমার, আমি এর মেরামতী কাজ করি, মাছ যা কিছু এখানে আছে তা আমার, আমি এই ফিশারী করছি, আর সে আমার মায়েন্দার হিসেবে কাজ করছে। সেখানে ভেড়ী মজুর কবুলতি দিতে তারা সুরু করেছেন। বরাবর যারা ফিশারী করতো, মধ্যবিত্ত যারা ফিশারী করতো, তাদের ভেড়ী মজুর কবুলতি দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। সেইজন্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এটা বিশেষভাবে তদন্ত করা দরকার। যারা মধ্যবিত্ত শ্রেণী ভেড়ী করে আসছে, যাদের ভেড়ী মজুর কবুলতি দেওয়া হচ্ছে, এসব বিচার করে যাতে তারা কমপেন্সেশন পায়, তার জন্য অনুরোধ করছি।

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: I could not understand the point. Is the honourable member suggesting that they should be restored to the *bheries*?

Sj. Gangadhar Naskar:

কারণ এই যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী যারা জমিদারদের কাছে থেকে জমি লিজ নিয়ে ভেড়ী করেছে, সেই সমস্ত গরীব মধ্যবিত্তদের ফাঁকি দেবার জন্য ভেড়ী মজুর কবুলতি করে দেওয়া হচ্ছে। এইভাবে সমস্ত মুনাফাটা জমিদার লুঠবার জন্য এই ভেড়ী মজুর কবুলতি দেওয়া আরম্ভ করেছেন। সেইজন্য এই বিলের মধ্যে ভেড়ীমজুর কবুলতি যাতে বাতিল হয়ে যায়, এবং যারা প্রকৃত গরীব মধ্যবিত্ত শ্রেণী, যারা ভেড়ী করেছে, তাদের যাতে কম্পেন্সেশন দেওয়া যায়, তার ব্যবস্থা করুন। এবং জমিদার, মালিক যারা, তাদের কম্পেন্সেশন দেওয়ার ব্যবস্থা কোন মতেই এই বিলের মধ্যে রাখা উচিত নয়। এই সমস্ত জমি [illegible] এই সমস্ত জমি হচ্ছে কৃষকদের। তাদের ঘরবাড়ী ধ্বংস করে, ভেঙ্গেচুরে দিয়ে এ'রা কোটি কোটি টাকা মুনাফা করছেন। তাদের কম্পেন্সেশন না দিয়ে, যারা প্রকৃত চাষী গরীব মধ্যবিত্ত শ্রেণী তাদের কম্পেন্সেশন দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করা হোক। এই কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Sj. Sudhir Chandra Ray Choudhuri:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমার একটা প্রশ্ন আছে এই বিল সম্বন্ধে। সেটা হচ্ছে সরকার এই বিলটা কেন আনলেন? এস্টেটস এ্যাকুইজিশন এ্যাক্টে আমাদের সরকারের তো ফিশারী একোয়ার করবার যথেষ্ট ক্ষমতা রয়েছে। ফিশারী এ্যাকোয়ার করবেন না বলে কি, এই বিল আনা হয়েছে? পূর্বে আমরা মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি, যে প্রথমত ফিশারী নেওয়া হচ্ছে না, তাদের পেটোয়া লোকের সুবিধার জন্য। এমন কি যেখানে যেখানে লিজ দেওয়া ছিল সরকারের এবং যখন সেই লিজের সত্ব সরকারে বর্তেছে, সরকার সেখানে তার অধিকার সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নন। সেই সমস্ত লিজের সত্ত্ব নিজেরা নিচ্ছেন না। আমি দেখেছি সরকার চিঠি দিলেন লেসিকে যে তোমরা লেসরকে ভাড়া দিও না, সরকারকে ভাড়া দেবে। তারপরে আর কোন ব্যবস্থা হল না। তারা কোথায় টাকা দেবে? সরকারকে দেবে, কিম্বা পুরান জমিদারকে দেবে ঠিক করবার জন্য বহু লোক ইন্টারপ্লিডার স্যুট করেছে। এই অবস্থায়, যেখানে সরকারের আগে আর একটা ক্ষমতা ছিল, ফিশারী এ্যাকোয়ার করে, যা চাষের উপযুক্ত জমি আছে, তাকে চাষে লাগাতে পারতেন এবং যেটা ফিশারী, সেটা ফিশারীই থাকত। সেই রাস্তায় না গিয়ে, এই বিলটা আনায়, সরকারের অন্য দুরভিসন্ধি আছে বলে আমি মনে করি। কি তাঁদের মনের কথা আছে, যদি দয়া করে বলেন তাহলে খুসী হব।

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

কালকে বলেছি।

Sj. Sudhir Chandra Ray Choudhuri:

কাল আমি ছিলাম না। আজকে আর একবার দয়া করে সেই দুরভিসন্ধির কথা বললে ভাল হয়। কারণ পূর্বে আপনারা ইচ্ছা করলেই ফিশারী এ্যাকোয়ার করতে পারতেন। কিন্তু তা না করে, সেই জমি না নিয়ে লেসরের ইন্টারেস্ট না নিয়ে, যা ইচ্ছে ব্যবস্থা করে রেখেছেন। এ সম্বন্ধে আপনার বলবার কিছু নেই। আমার ভেতরের গলদ জানা আছে এবং ইন্টার-প্লিডার স্যুট করবার জন্য আমি বহু লেসারকে বলেছি। কাকে তারা ভাড়া দেবে? গভর্নমেন্টকে দেবে, কি জমিদারকে দেবে তা তারা জানে না। তারজন্য লেসিকে আমি এ্যাডভাইস করেছি মেমোরেন্ডাম দেবার জন্য।

এই সমস্ত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আজ আবার এই ধরনের একটা নূতন আইন আনবার সরকারের যে কি অভিপ্রায়, সেটা আমি বুঝতে পারছি না। আপনি যদি সেটা একবার বলে থাকেন, তাহলে দয়া করে আর একবার বলবেন।

[4-30—4-40 p.m.]

Sj. Khagendra Kumar Roy Choudhury:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই বিল উত্থাপিত করার জন্য অনেক পক্ষ থেকেই সমালোচনা করা হয়েছে। আমি আমার কয়েকটা বক্তব্য বলতে চাই। আশা করি আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় শুনবেন। প্রথম হচ্ছে ফোর্সিবল অকুপেশনের কথা। ভেড়ী উচ্ছেদ করে যে সমস্ত জমি উঠছে সেই জমি কাকে দেওয়া হবে সে সম্বন্ধে ক্লজ ১১তে বলা আছে এবং তাতে তিনি কতকগুলি বক্তব্য বলেছেন। আমার বক্তব্য হচ্ছে, সত্যিকার সেই সমস্ত জমির মালিক আগে যারা ছিল অর্থাৎ জোর করে চাষের জমি ডুবিয়ে দিয়ে ভেড়ী করা হয়েছিল সেখানে সেই সমস্ত জমি চাষীকেই দেওয়া হবে এবং সেখানে যারা আছে তাদেরই প্রায়ওরিটি দেওয়া হবে। এবং যাদের আজকে কম্পেন্সেশন দেওয়া হবে সেই কম্পেন্সেশনের অধিকাংশই তাদের দেবার বন্দোবস্ত করতে হবে, কেন না জোর করে তাদের জমি ডুবিয়ে রাখা হয়েছিল। অনেক জায়গায় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্ত্বেও কিছু করা হয় নি। আমি উদাহরণ দিচ্ছি, ১৯৫৪ সালে সোনারপুর থানার খেরাদা ইউনিয়নে সেখানে ৩ হাজার বিঘা জমিতে ধান বোনা হয়, সেই জমিতে কর্পোরেশনের ময়লা জল তুলে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। এই নিয়ে দুইবার এনকোয়ারী করা হয়। একবার যখন এনকোয়ারী করা হয় সেই এনকোয়ারীর সময় সেই রোয়া ধান তুলে আমরা দেখিয়েছিলাম, অবশ্য কিছু জমি উদ্ধার হয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছু করা হয় নি। সেই

জমি কাকে দেওয়া হবে এবং কিভাবে দেওয়া হবে সে প্রশ্ন আছে। সেইজন্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে বিশেষ করে নজর দিতে বলছি। এই জমির মালিক আগে যারা ছিল এই বিলে তাদের শর্ত যা করা হচ্ছে সেটা তাদের উপর আরোপ করলে তাদের প্রতি অবিচার করা হবে। ২ নং হচ্ছে ফোর্সিবল অকুপেশন কি রকম হবে। আমাদের কন্‌স্টিটিউয়েন্সিতে এই ব্যাপারে অনেক ঘটনা দেখেছি যা অনেকেই বিশ্বাস করবেন না কিভাবে সাধারণ চাষীর উপর অত্যাচার করা হয়। যখন কোন চাষীর পুকুরের সঙ্গে ভেড়ীর জল একসঙ্গে ভেসে যেয়ে এক হয়ে যায় তখন অনেক জায়গায় ভেড়ীর মালিক পুকুরের মালিককে বলে যে ভেড়ীর মাছ জলে ভেসে তোমার পুকুরে এসেছে অতএব সেই মাছ তুলবার সময় তার অর্ধেক মাছ আমাকে দিতে হবে। সাধারণত এই কথা অবাস্তব বলে মনে হয় কিন্তু এই ঘটনা ঘটছে। তারপর হচ্ছে কম্পেন্সেশনের প্রশ্ন। একথা অনেকেই বলেছেন, যাদের জমি আপনারা এ্যাকোয়ার করে দেবেন তাদের আবার নূতন করে কম্পেন্সেশন দেবার প্রশ্ন আসে না। তৃতীয়ত হচ্ছে এই যে জমি যাদের দেওয়া হবে তাতে আছে, এখানে সেলামী বা যাই বলেন, সেই সত্ত্ব পেতে এখানে টাকা দিতে হবে। এই টাকা কোনক্রমেই আপনার কম্পেন্সেশন যা দেওয়া হচ্ছে তার বেশি হবে না। হয় কম্পেন্সেশনের সমান হবে, না হয় তার কাছাকাছি হতে পারে। কারণ জিনিসটা দাঁড়াচ্ছে এই যে পরিমাণ টাকা দিতে হবে তা দিয়ে সাধারণ চাষী কোন দিনই সরকারের কাছ থেকে জমি নিতে পারবে না। ঘুরেফিরে এই জিনিসই হবে যে, যাদের উচ্ছেদের জন্য এই বিল আনছেন তারাই আবার ঘুরে-ফিরে সরকারের কাছ থেকে বন্দোবস্ত নেবেন এই কথা মাননীয় বক্তারা নানাভাবে বলেছেন। এখানে কথা হল যারা মনোপলি বন্দোবস্ত করে রেখেছিল তাদের কিছুই হল না। আর একটা জিনিস এখানে রাখা উচিত ছিল, সেটা হচ্ছে অনেক জায়গায় উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের কথা উঠেছে। সরকারের কাছে অনেক সুফারিশ এসেছে। সত্যই পুনর্বাসন কিছু কিছু সম্ভব। যেখানে চাষের জমি ভেড়ী করে রাখা হয়েছে সেই জমির কিছু উদ্বাস্তুদের দিতে পারেন কিন্তু এখানে তা করতে পারেন নি। তারপর কম্পেন্সেশনের কথা। কাল এবং আজকে কম্পেন্সেশন দেওয়া হবে সেটা এরই মধ্যে দেখছি ফাঁকি দেবার বন্দোবস্ত শুরু হয়ে গিয়েছে। দেখুন এর মধ্যে ফাঁকি দেবার বন্দোবস্ত রয়ে গিয়েছে যেটা গঙ্গাধর নস্কর মহাশয় বলেছিলেন। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় প্রশ্ন করেছিলেন আমি বুঝতে পারি নি। এর মধ্যে খবর আছে আমার থানায় অনেক জায়গায় আছে যারা ভেড়ীর মালিকের কাছ থেকে বন্দোবস্ত নিয়ে ভেড়ী করেছে—এক বছরের দু'বছরের বন্দোবস্ত নেওয়া আছে। এই বিল অনুযায়ী আজকে সেই সমস্ত সরকার যদি দখল করে নেন তাহলে তাদের কম্পেন্সেশন দিতে হয়। ৪।৫টি গ্রামে তারা এরকমভাবে লেখাপড়া করে নিয়েছে যে আমরা কর্মচারী—এভাবে আজকে লেখাপড়া চলছে। এ বিল অনুযায়ী, তারা যদি বন্দোবস্ত না নিয়ে থাকে তাহলে খেসারৎ পাবার উপায় থাকে না। এই ফাঁক বন্দোবস্তে রয়ে গেছে। আমি নাম করে বলতে পারি, আমার নামও মনে আসছে কিন্তু যেহেতু স্পীকার মহাশয় নাম করতে বারণ করেছেন সুতরাং আমি নাম করব না। তাই আমি শুধু সমালোচনার জন্যই বলছি এই সমস্ত নজর রাখবার জন্য একটা বোর্ড করতে হবে। ঘরোয়া লোক রেখে কারবার করলে চলবে না। বাইরের লোক যারা আস্থাভাজন তাদের দ্বারা একাজ সম্পন্ন করতে হবে। এটা সকলে জানে যে, সরকারের যে কাজ হয় তাতে সময় লাগে—১২ মাসে তাদের বছর নয়—সুতরাং তাতে নানা করাপসানও হয়। তা যদি দূর করতে হয় তবে একটা বোর্ড করতে হবে এবং এই বোর্ড সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা গঠিত হলে হবে না, সত্যিকারের যদি বিলকে কার্যকরী করতে হয় খেসারতের যে বিধান সেটা যদি ভালভাবে রাখতে হয়—কার জমি, কোন কৃষকের ছিল, কিভাবে জবর দখল হয়েছে, এই সমস্ত জিনিস ভাল করে অনুসন্ধান করে বিধান করতে হবে। আমাদের সরকারের যে ব্যবস্থা বর্তমানে যে শাসনযন্ত্র তা দ্বারা এটা কার্যকরী করা যাবে না। সুতরাং একটা বোর্ড গঠন করা হোক এবং এই বিলকে ইম্প্রুভ করুন—এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Sj. Ajit Kumar Ganguli:

স্পীকার মহোদয়, এই যে বিল এলো কি তার ফল—মন্ত্রী মহাশয় সে সম্বন্ধে কিছু বলেছেন কিন্তু একটা কথা স্বীকৃতির অভাব আছে সেটা হচ্ছে [illegible] দুর্বলতা, কিভাবে কৃষিজীবী, মৎস্যজীবীদের জলা জায়গা শোষকরা জবরদখল করে নিয়েছে সেটা কিছু

বলেছেন কিন্তু বিলের যে দূর্বলতা সেটা তাঁর বক্তৃতায় হয় নি—অন্যান্য বক্তারা সেটা বলেছেন। এখন এই বিল ওপেন করবার সময় মন্ত্রী মহাশয় ন্যায্যভাবেই কৃষকদের কথা বলেছেন কিন্তু আমি বিমলবাবুকে স্মরণ করিয়ে দিই যে, যখন কথা হয়, তখন মৎস্যজীবীদের কথাও তিনি বলেছিলেন যে, ট্যাঙ্ক ফিশারীর নাম দিয়ে যেসব লোক বহু জলা জায়গা, এই ফাঁকি দিয়ে ভোগ করছে, সেবিষয়ে তিনি বিবেচনা করছেন, আনস্ক্রুপুলাস লোকেরা সেকাজ করছে। সেজন্য মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করবো যে, মৎস্যজীবীদের দিকে বিশেষ নজর দিন। ডাঙ্গায় যেমন চাষ করে কৃষক, তেমনি জলে চাষ করে মৎস্যজীবী। স্পীকার মহাশয়ও জানেন নদীয়ায় এমন বহু মৎস্যজীবী আছে তারা জলা জায়গার অভাবে কিভাবে আছে তাদের দিকেও নজর দিতে হবে। জমি যখন বিলি করবেন তখন তাদের তিনি যাতে ফাস্ট প্রেফারেন্স দেন সেদিকে যেন নজর রাখেন। এবং এই যে এ্যামেন্ডমেন্ট আছে সেদিকে নজর রাখতে বলি কিন্তু এই বিল করার সংগে যে দুর্বলতা রয়ে গেছে সেকথা স্মরণ করে দিচ্ছি। ল্যান্ড রিফর্ম এ্যাক্টএ যে দুর্বলতা ছিল—সেখানে দেখবেন যে নোটিফিকেশনের নামে ফাঁকি দিয়ে যে সুযোগ পাওয়া যায়—এখানেও সেই নোটিফিকেশনের গ্যাড়াকল আছে।

[4-40—4-50 p.m.]

যখন চারা সৃষ্টি হয় তখন নোটিফিকেশনের নামে দীর্ঘকাল বিলম্ব করে চলা হয়, সেইজন্য জগন্নাথবাবু যে এ্যামেন্ডমেন্ট এনেছেন ইমিডিয়েট ইফেক্ট দিতে হবে সেটার দিকে নজর দেওয়া দরকার। তৃতীয়তঃ বিলে আছে স্বাভাবিকভাবে বা কৃত্রিমভাবে জল ঢোকান সম্বন্ধে ভালই করেছেন। কিন্তু একটা কথার উল্লেখ করেন নি। যারা জুলুম করে জল ঢুকিয়েছে—যেখানে পুলিস নিয়ে গুণ্ডা আমদানী করে জল ঢোকানো হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে কিছু স্পষ্টতঃ বলা হয় নাই, বলা হয় নাই এই জন্য যদি 'আর্টিফিসিয়াল' কথাটা উল্লেখ থাকে নির্দিষ্টভাবে তাহলে বিনামূল্যে জমির কথা ওঠে না, তাহলে কম্পেন্সেসন দিতে হয়। কিন্তু যদি কথাটা না থাকে তাহলে খেসারৎ দেবার সময় যখন আসবে তখন এই প্রশ্ন উঠবে। তা না উঠে পারে না। খেসারৎ কিভাবে হবে সে সম্বন্ধে অনেকেই বলেছেন। কিন্তু আমি বলি খেসারতের দাবী তাঁরা যে ওঠান সংগে সংগে কথা উঠছে যে ল্যান্ড রিফর্ম এ্যাক্টে আছে গরীব কৃষকদের বিনামূল্যে জমি দিতে হবে। যে জমি উচ্ছেদ হয়ে যারা চলে যাচ্ছে, তাদের মেছো-ভেড়ী উঠে গিয়ে তারা আবার জমির মালিক হবে না বলে বিনা খেসারতে বিনামূল্যে জমির কথা বসানো হয় নাই, সেই জন্য সেদিক দিয়ে এই বিলের ধারাগুলির দিকে নজর রাখবার জন্য বিমলবাবুকে অনুরোধ করছি। খেসারতের কথা যে বলা হচ্ছে যদি একই লোক জমির মালিক হন এবং ঘটনাচক্রে মেছোভেড়ী করে থাকেন একবার জমির জন্য পাবেন তারপরে আবার ফিশারীর জন্য পাবেন এবং যে যা আয় করত তার দু'-তিন গুণ করে দেওয়া হবে। আমরা বলি মধ্যবিত্ত অর্থাৎ মাঝারি ঘরের লোক থাকতে পারে ঢের, সেই জন্য প্রথম হাজারে দু' হাজারে তার পরে দ্বিতীয় তৃতীয় হাজারে এত করে—এইভাবে ধরলে কি ক্ষতি হত? ঐ নীতি ঠিক হয় নাই, গলদ রয়ে গেছে, ঐ অংশ ধোঁয়াটে রয়ে গেছে, যারা সুবিধা ভোগ করে আসছে আজো তাদের সুবিধার রাস্তা বিলের মধ্য দিয়ে রাখা প্রয়োজন। বিমলবাবুকে আমি বলব, তিনি যেভাবে সাহসের সংগে এগিয়ে এসেছেন, সেই রকম সাহসের সংগে যারা জমি লুটে নিয়েছে আনস্ক্রুপুলাসলি এবং ফোর্সিবলি তাদের প্রতি মমতা দেখাবার কোন প্রয়োজন নাই।

সংগে সংগে আর একটা কথা—স্পীকার মহাশয়ের মাধ্যমে বিমলবাবুকে বলতে চাই সেটা হচ্ছে—ল্যান্ড রিফর্ম এ্যাক্টে সিলিংএর কথা বলা হয়েছে। এখানে যখন বলছেন বহু জমির মালিক ভেড়ী করে রেখেছেন যেখানে, নিশ্চয়ই সিলিংএর প্রশ্ন সেখানে রাখা দরকার। নৈলে যে উদ্দেশ্যে বিল সম্বন্ধে বলেছেন—জমি বিলি করবার কথা বলেছেন সেখানে সিলিংএর কথা উঠবে। কাজেই সিলিংএর আমরা যে এ্যামেন্ডমেন্ট দিয়েছি সেটা ঠিকই হয়েছে, যারা ভোগ করবে, তা ছাড়া বাস্তুহারা অনেক রয়েছে। কো-অপারেটিভ যদি করেন, কাদের নিয়ে কো-অপারেটিভ হবে সেটাও বিবেচনা করবেন।

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: It is not Land Reforms Act; it is Estates Acquisition Act.

Sj. Ajit Kumar Ganguli:

আমি সিলিং প্রভিসান সম্বন্ধে বলছি। প্রশ্ন এই—তার পরে দেবেন কি দেবেন না। কেন সিলিংএর কথা বলছি, গরীব কৃষক বাস্তুহারা কৃষক অনেকে যারা রয়েছে তাদের যাতে সুযোগ সৃষ্টি হয় জমি পাবার সেই জন্য আমি এ কথা বলছি—

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: If it be a co-operative farm.

Sj. Ajit Kumar Ganguli:

সেদিক দিয়ে বিবেচনা করে আমি আমার সংশোধনী প্রস্তাব এনেছি; এই বিলের যা মূল লক্ষ্য সেটা দেখতে গিয়ে—মৎস্যজীবী যারা জলে চাষ করে, তাদের সেইসব জলা জায়গা, যে সমস্ত বাওর বিল, নদীর সোতা প্রভৃতি আছে, যেগুলিতে আজ পর্যন্ত তাদের অধিকাংশ রয়েছে, সেগুলিকে ট্যাঙ্ক ফিশারীর দোহাই দিয়ে যেন লোপাট করা না হয় সেদিকটায় লক্ষ্য রাখতে বলছি। আর বাস্তুহারা—

[4-50—5-20 p.m.]

Mr. Speaker: There is nothing in the Bill which says

বাস্তুহারাদের দিতে পারবে না

It is a general Bill for the acquisition of fisheries. The House stands adjourned till 5-20 p.m. I am giving long recess because I want to consider the Bill. There are certain points in it which ought to be considered but which have not been considered by any honourable member.

[At this stage the House was adjourned till 5 20 p.m.]

[*After adjournment.*]

[5-20—5-30 p.m.]

Sj. Chitto Basu:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমাদের এই হাউসের সামনে মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী মহাশয় যে বিল উত্থাপন করেছেন তা আমরা অবিমিশ্র অভিনন্দন জানাতে পাচ্ছি না। কারণ এই বিলের উদ্দেশ্যকে কার্যকরী করতে গেলে এর ভেতরে যে বিধান থাকা উচিত ছিল সে বিধানগুলি এতে নেই। শুধু তাই নয় যেসমস্ত অতি মুনাফালোভীরা এক কথায় বলতে গেলে চাষী, কৃষক সম্প্রদায়ের স্বার্থ পদদলিত যারা করে, দেশের খাদ্য উৎপাদনের স্বার্থকে লংঘন যারা করে তাদের প্রতি এই সরকার একটা অস্বাভাবিক ভীতিপ্রদর্শন করছেন। মিঃ স্পীকার, স্যার, এই হাউসের সামনে 'নোট অন ফিশারীজ' বলে যে পুস্তিকা বিতরণ করা হয়েছিল সেটা বিশ্লেষণ করে দেখতে পাচ্ছি যে বিগত সেনসাস-এর পরে বা ১৯৫৩ সালের জমিদারী দখল আইনের এই হাউসে উপস্থাপিত হবে জেনে অনেক মেছোভেড়ী তৈরি হয়েছে। এইসব করবার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল কি করে এই আইনের আওতা থেকে রেহাই পাওয়া যায়। আমাদের কাছে যে নোট অন ফিশারীজ দেওয়া হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৫৪ সালে মাত্র একটা এবং ১৯৫৩ সালে বোধহয় ৪টা অর্থাৎ সামান্য ৩।৪টা ফিশারীর কথা এই রেকর্ড বইতে নোটেতে উল্লেখ আছে। কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় জানা আছে যে আরও অধিক সংখ্যক ফিশারী এই জমিদারী দখল আইনের আওতা থেকে জমিকে রক্ষা করবার জন্য তৈরি হয়েছে। এই বাস্তব পরিস্থিতি লক্ষ্য করে আইনের সংগে যখন খাপ খাওয়াতে চেষ্টা করি তখন দেখি হোয়েরেভার ইট এ্যাপিয়ার্স বলে যে বিল আনা হচ্ছে সেখানে ফাঁক সৃষ্টি করা হচ্ছে। কারণ আমার মনে হয় যে যদি স্টেট গভর্নমেন্ট এই কথা মনে করেন যে, সেখানকার ফিশারী ল্যান্ড বা যে ফিশারী তৈরী হয়েছে তার এক্সিস্টেন্সে বা এস্টাব্লিশমেন্টে চাষীর জমির ক্ষতি করে না তাহলে কিছু করবার উপায় নেই। অর্থাৎ স্টেট গভর্নমেন্টের কাছে যদি এ্যাপিয়ার না হয়, তাঁরা যদি কনসিডার না হন তাহলে ফিশারী দখল করবার অধিকার

এই আইনের মারফত সরকারের হাতে থাকবে না। কাজেই একথা বোঝার দরকার আছে যে, প্রয়োগকর্তা হিসাবে স্টেটকে অনেক টালবাহনার মধ্যে পড়তে হবে এবং বাস্তব তথ্য না থাকায় অনেক ফিশারী এর আওতা থেকে রেহাই পাবে। কিছুকাল পূর্বে বিখ্যাত ইঞ্জিনীয়ার কে বি রায় বলেছিলেন যে বহু জমি জলবদ্ধ অবস্থায় পড়ে আছে। আমরা এখানেও দেখতে পাচ্ছি এবং এখানেও উল্লিখিত আছে যে, ৮ হাজার একরের মতন এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড ফিসারীতে রূপান্তরিত হয়েছে। তাহলে আপনি দেখুন যে ৮½ হাজার একরের মত চাষযোগ্য জমি ফিশারীতে রূপান্তরিত করা হয়েছে এবং এর মধ্য দিয়ে একর প্রতি যদি ২০ মণ ধানের উৎপাদন ধরি তাহলে প্রায় ২ লক্ষ মণ ধানের উৎপাদনকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হচ্ছে। অথচ এর ফলে আমাদের পশ্চিমবাংলায় খাদ্য উৎপাদন হ্রাস হয়ে, বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানী করতে হয় বলে কোটি কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রারও হ্রাস হচ্ছে। এইভাবে ৮½ হাজার একর চাষযোগ্য জমিকে মেছোঘেরীতে পরিণত করা হোল, এই রকম করে একটা জাতীয় সম্পদকে নষ্ট করা হয়েছে। মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি একথা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে যারা এই জাতীয় স্বার্থবিরোধী কাজ করেছে, যারা আমাদের দেশে খাদ্যোৎপাদন হ্রাস করেছে, যারা আমাদের দেশে বৈদেশিক মুদ্রার সদ্ব্যবহার করতে কোন সাহায্য করে নি, বরং আমাদের সামনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে, আজ তাদেরই অনেক পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দেবার ব্যবস্থা সরকার করেছেন। মিঃ স্পীকার, স্যার, ১৯৫৩ সালে স্টেটস একুইজিশন এ্যাক্টের আওতায় যদি এগুলিকে দখল করা হোত তাহলে গত বছরে যে বিপুল পরিমাণে মুনাফা তারা করেছে তা তারা করতে পারত না। আমরা জানি যে এক একর জমিতে ধানের চাষ করলে যে পরিমাণ লাভ হয় তার ৩ গুণ ৪ গুণের মত লাভ হয় ফিশারীতে সেটা রূপান্তরিত করলে পর। কাজেই মিঃ স্পীকার, স্যার, যদি এটা স্টেটস এ্যাকুইজিশন এ্যাক্টের আওতায় আসতো তাহলে গত ৫ বছর ধরে এই মুনাফা করবার সুযোগ তাদের হোত না। এইভাবে কৃত্রিম উপায়ে মেছোঘেরী তৈরি করে তারা অতিরিক্ত মুনাফা লুঠ করেছে এবং দেশের যথেষ্ট ক্ষতি করেছে। আজ আমাদের দেশের ক্ষতি করার জন্যই বোধহয় তাদের পুরস্কৃত করা হচ্ছে, তাদের আরো ক্ষতিপূরণ দেবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি বলবো যে এই ফিশারী দখল করার মধ্য দিয়ে ৩টা শ্রেণী ইনভলভ্ড হচ্ছে, অর্থাৎ বড় বড় যারা জোতদার যারা বেশি জমির মালিক ছিলেন তাদের অধস্তন যারা রায়ত এবং বিভিন্ন অধস্তন অধিকারসূত্রে যারা চাষাবাদ করতো এবং মৎস্যজীবী সম্প্রদায়। এই বিলের বিধানে ক্ষতিপূরণের প্রশ্নটা এইভাবে না রেখে যদি এইভাবে রাখা হয় যে, প্রকৃত চাষী যারা সেই জমি মেছোঘেরীতে রূপান্তরিত হওয়ার আগে নিজে হাতে চাষ করেছে সেটা তাদের বন্দোবস্ত দেওয়া হবে, তাদের সেই জমিতে চাষ করবার সুযোগ দেওয়া হবে তাহলে পরে অধস্তন রায়ৎ এবং অন্যান্য স্বত্বসম্পন্ন রায়ৎ হাসিমুখে তাদের জায়গা পুনরায় ফিরে পাবে পুনরায় ফসল বাড়াবার স্বপ্নে তারা উজ্জীবিত হয়ে উঠবে, এবং তার দ্বারা তারা সন্তুষ্ট হবে বলে আমার মনে হয়। যাদের ক্ষতিপূরণ দেবার কথা হচ্ছে তাদের ক্ষতিপূরণ না দিয়ে তাদের চাষের জমির উন্নতি করার জন্য ভাল সার সরবরাহ করা এবং অন্য ধরনের চাষ করবার সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল। আমরা দেখতে পাচ্ছি যারা বেশি বেশি জমির মালিক ৬০।৭০।১০০।১৩০ বিঘা জমির মালিক তাদের বিরাট পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে। আমি একথা বলব নীতিগতভাবে নৈতিক দিক থেকে তাদের ক্ষতিপূরণ দেবার কোন যৌক্তিকতা নেই। তবে যদি রাজস্বমন্ত্রী মহাশয় একথা মনে করেন যে কারো ঐটাই একমাত্র বিবর ছিল যার উপর নির্ভর করে তার পারিবারিক জীবন চলতো, সংসার খরচ নির্বাহ হোত তাহলে তাদের রোজগারের জন্য, তাদের পুনর্বসতির জন্য সাহায্য করা যেতে পারে।

[5-30—5-40 p.m.]

তিনি দেশের ক্ষতি করেছেন, জনসাধারণের ক্ষতি করেছেন, তার ক্ষতি আমরা কিছুই করি নি। তাদের ক্ষতিপূরণ দেবার প্রশ্নই উঠতে পারে না। মিঃ স্পীকার, স্যার, আরেকটা দিকে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—এই যে মেছোভেড়ী উদ্ধার করে দখল করা হবে তা উদ্ধার করার পর এসব জমি কিভাবে বিতরণ করা হবে? আমি বুঝতে পারি না আমাদের এই হাউসে যে ল্যান্ড রিফর্মস এ্যাক্ট, ১৯৫৫, পাশ হয়েছিল তার মধ্যে জমি বিতরণের যে পদ্ধতি ও নীতি

অন্যভাবে নতুন নিয়ম করে জমি বিতরণ করা হবে, প্রকৃত প্রস্তাবে জমি বিতরণ করা হবে কি না তাতেই গভীর সন্দেহ রয়েছে। আপনি দেখতে পাবেন ৭ নং ধারায় বলা হয়েছে—

compensation payable for it shall be set off against the consideration.

অর্থাৎ যে কোন বড় বড় জোতদার যার না কি মেছোভেড়ী রয়েছে তাকে মাছের তেলে মাছ ভাজবার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। কম্পেন্সেশনের টাকা ক্যাশ না নিয়ে কন্সিডারেশন মনিতে সেই জমি পুনরায় দখল করতে পারে। ১১ নং ধারায় বলা হয়েছে—

that such consideration shall not exceed the compensation payable for such land under section 7.

এবং কোনক্ষেত্রেই এই কম্পেন্সেশন মানি কন্সিডারেশন মানি থেকে অধিক হতে পারে না। এভাবে মাছের তেলে মাছ ভাজবার প্রক্রিয়া আপনারা করে দিলেন। মেছোভেড়ী করে জমিতে জল প্রবেশ করিয়ে দিয়ে হাজার হাজার কৃষক পরিবারকে সুন্দরবন থেকে উচ্ছেদ করে দেওয়া হয়েছে। অনুসন্ধান করলে দেখা যায় হাজার হাজার আদিবাসী ল্যান্ডলেস লেবার যারা অল্প কয়েক বছর আগেও সুন্দরবনে জমি চাষ করত তারা চাষচ্যুত হয়েছে এবং তাদের জমি মেছোভেড়ীতে পরিণত করা হয়েছে। এই রকম হাজার হাজার আদিবাসী পরিবার আছে তাদের কোন রেকর্ড নাই, দলিলপত্র নাই, যারা একদিন জঙ্গল পরিষ্কার করে, প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে, বাঘের ও সাপের কামড় খেয়ে চাষ-আবাদের জন্য এই সুন্দরবন উদ্ধার করেছিল। আপনাদের এই আইনের দ্বারা তাদের কোন উপকার হবে না। কাজেই, মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি যে কথা আগেই বলেছি সেই কথা পুনর্বার বলছি যে, রাজস্বমন্ত্রীর এই বিলের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করতে হলে এই বিলের দুর্বলতা ও ত্রুটি ও গলদ দূর করতে হবে। জমিদারদের সম্পর্কে যে একটা অস্বাভাবিক মমত্ববোধের রজ্জুবন্ধন রয়েছে সেটা ছিন্ন করতে হবে। তা না করতে পারলে এই বিলের প্রকৃত উদ্দেশ্য কার্যকরী করতে পারা যাবে না। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Sj. Basanta Kumar Panda: Mr. Speaker, Sir, on principle I do not dispute the contents of this Bill because I think that this Bill, though belated, is a necessary bit of legislation. But I would say that this Bill need not have been brought because, as Mr. Roy Choudhury has just now said, by making suitable amendment of the West Bengal Estates Acquisition Act of 1953, all the provisions of this Bill could have been avoided. Sir, I would say that that Act was passed on the 14th February, 1953, and that Act gave an incentive to big landholders to convert their lands into fisheries. Sir, in the Statement of Objects and Reasons of this Bill, it has been stated that large areas of land which were erstwhile being cultivated as agricultural land have been converted into fisheries. But I would ask what was the incentive for converting agricultural lands into fisheries? The incentive was that they desired to keep as much land as possible within their own clutches and the Estates Acquisition Act contains a provision which encouraged them to keep such lands within their own clutches. If we look to section 6(1)(e) of the West Bengal Estates Acquisition Act, we find that there is a provision for keeping fisheries in the hands of fishery-owners. So, under the garb of tank fisheries, we find that the intermediaries have retained large areas of lands and fisheries in their own hands. 'Tank fishery' has been defined in that Act in this way. 'Tank fishery' means a reservoir or place for the storage of water, whether formed naturally or by excavation or by construction of embankments, which is being used for pisciculture or for fishing, together with the subsoil and the banks of such reservoir or place, except such portion of the banks as are included in a homestead or in a garden or orchard and includes any right of pisciculture or fishing in such reservoir or place. So, in the name of tank fisheries, vast tracts of land extending over several hundred bighas have been retained. Now, in the present Bill, 'fishery' has been defined in this way. 'Fishery' means any land whereon water is confined naturally or artificially whether periodically or throughout the year for

pisciculture. So, these two definitions are practically the same. So, the holders of tank fisheries under the Act of 1953 and the owners of fisheries under the present Bill will be people of the same nature, but the difference is this that some were owners of such property before the passing of that Act and others will be owners of such property after the passing of that Act. So, there has been differentiation between the same class of persons owning different properties.

Now, as to acquisition, I would say that if you had deleted sub-section 6(1) from the Estates Acquisition Act, then all other provisions of that Act would have been attracted and acquisition would have been much easier. I would say that there is provision in the Estates Acquisition Act of 1953 for setting up a machinery for making enquiry and giving such compensation. There are also scales of compensation given there.

[5-40—5-50 p.m.]

So a complete scheme of acquisition has been made with regard to property—agricultural land and some other property. Now you are going to acquire similar property which has been embodied in this Act and in this Bill you have set up a mode of compensation, a mode of acquisition and separate personnel for performing the same functions. This is overlapping in respect of the same work and it means unnecessary expenditure. From this Act I would point out certain provisions which would show that similar provisions will be found in the Estates Acquisition Act. They should not have been repeated here. There are definitions of "agricultural land" in the Bill as well as in the Estates Acquisition Act. Here the "agricultural land" is defined thus, " 'agricultural land' means land ordinarily used for the purpose of agriculture or horticulture, and includes such land notwithstanding that it may be lying fallow for the time being". In section 2(b) of the Estates Acquisition Act you will find the same definition. There is also the definition of "Collector" in the same Act. Clause 3 of the present Bill and section 3 of the Estates Acquisition Act are the same. In both the Bill and the Act—in both these cases—you will find the same provision—"The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other law or in any contract express or implied or in any instrument and notwithstanding any usage or custom to the contrary". Similar provisions in this Bill and the Act will give rise to complications in future. In this Act there is provision for delegated legislation. If you look at the compensation section, section 7, you see there is a principle given and this, I think, is to some extent antagonistic to the provisions of Article 31(2) of the Constitution. Article 31(2) says that whenever you proceed to acquire a property you must in the same Act lay down a principle and the manner in which compensation is to be given. "No property shall be compulsorily acquired or requisitioned save for a public purpose and save by authority of a law which provides for compensation for the property so acquired or requisitioned and either fixes the amount of compensation or specifies the principles on which and the manner in which the compensation is to be determined and given; and no such law shall be called into question in any court on the ground that the compensation is inadequate." I do not say anything about the adequacy or inadequacy of the compensation, but I would say that it is unlike section 16 of the Estates Acquisition Act where there is a complete scheme for finding out the gross value of the property—certain outgoings are deducted—and then the net value of the property is found out. If you look at clause 7(2) of the Bill you find "Compensation payable under sub-section (1) shall be determined by the Collector according to the principles"—I don't know why the word "principle" has been used; it ought to have been "rate". Then there is the scale of compensation which is to be paid. Then in the Explanation it is said, "Net average annual income of a fishery or land

shall be calculated on the basis of one-third of the average value of the produce of the fishery or land during a period of five years immediately preceding the date of acquisition of the fishery or land". Sir, I do not know whether this fixation of one-third to be the income of the owner is arbitrary or based on certain considerations and certain calculations. In certain recent cases I have found that when a thing is to be taken on the side of the Government and the money is to be given to the owner, the compensation becomes less. But the thing is vice versa when other considerations weigh because in the Agricultural Income Tax Act the manner of calculating the income is one-third of the gross produce. In the Land Reforms Act where there is a contract between the owner and the bargadar there is a division on the basis of half and-half. When there is no such contract the owner will be getting 40 per cent and the bargadar will be getting 60 per cent. But here I see arbitrary fixation of one-third of the income of the owner has been made. What is the basis of the calculation by which Government has come to this rule of thumb, that is, arbitrary fixation of one-third of income of the property?

Then, I see, sir, that the average annual income of a fishery or land shall be calculated on the basis of one-third of the average value of the produce of the fishery or land during a period of five years. Now, this is somewhat inconsistent with the provisions of the Estates Acquisition Act. In the Estates Acquisition Act, when a landed property is being acquired—if you look to rule 50 of that Act—it has been provided that seven times the annual average is to be calculated; but here only five times. I do not know why five times is given Is it an idea of the Government that since 1953 five years have passed up to now and therefore they are taking into consideration the income which has been derived from these lands by the owners during the last five years? I would say, sir, if you take only the consideration of the last five years, you will be at a loss because when a fishery is newly converted, taking into account the provisions of the Estates Acquisition Act, at that stage the income from the fishery will be less but with the passing of time the fishery gives something. Now, I am not pleading on behalf of big intermediaries who have converted their lands into fisheries but I am pleading for such persons who are either middle-class persons or who are poor, who do not usually convert their lands into fisheries but under pressure of circumstances or under the pressure of adjoining intermediaries they succumb to their pressure and they have to give up a part of their own lands to convert into a fishery. Therefore, I would say, sir, that this is an arbitrary rule.

Then there is a provision in this Act for resettlement of land. Why is this resettlement and if there is resettlement, why the Act is silent as to the principle on which resettlement is to be made? Certain honourable members who spoke before me have pleaded for giving these lands to the adjoining owners or to some other persons who are poor men or some have pleaded on behalf of refugees. But if you look to the provisions of section 49 of the Land Reforms Act, you will find there a very good principle for redistribution of such lands. Section 49 runs to this effect: "Subject to the provisions of this Act, resettlement of lands which are at the disposal of the State Government shall be made on such terms and conditions and in such manner as may be prescribed, with persons who are residents of the locality where the land is situated and who intend to bring land under personal cultivation and who own no land or less than two acres of land." These are the persons who have been found to be worthy persons for getting these lands when resettlement will begin But in this Act Government is quite silent as to the redistribution. In clause 12 of the Bill there is this provision: "The State Government may deal with the fishery and any land remaining after resettlement referred to in section 11 in such manner as it may think fit."

[5-50—6 p.m.]

It is a very vague provision—whatever the Government thinks fit with regard to the resumed or reclaimed fishery. The Government must be explicit on this point. Therefore, sir, I would say when you have a mind and you have a desire to make a resettlement, make this land resettled on the principle of section 49 of the Land Reforms Act.

Then in section 11 there is a scheme for resettlement of this land. In the matter of resettlement of these lands you have provided that such consideration shall not exceed the compensation. The compensation is the money which is payable by the Government to the owner or the erstwhile owner and the consideration is the money which shall be payable by the new settler or the new lessee or, if the land is resettled with the previous owner, then by him. Here you see, sir, in the proviso it is stated that preference will be given at the time of resettlement to the person who was in cultivation or occupation of the land. There may be some big landholders who might be cultivating these lands either with bargadars or with the hired persons or in any other contract system. Therefore, according to the provisions of this Act there was no khas possession of this land. Now, I would say if this preferential treatment is given to him or this right of pre-emption is there in the matter of resettlement, then the same person who converted these agricultural lands into fishery and who was guilty of that misconduct according to this Act, will be entitled to certain premium because the Government will reclaim it, Government will improve it at Government cost and thereafter when it will be again fit for agricultural purposes it will be given to the same person at a rate which is less than the compensation. Therefore he will be gaining something and if this principle is to be kept, then there is every chance that the men who are rich neighbours or who were the owners of these fisheries just before the acquisition will be getting their lands because their poor neighbours and the agriculturists or the small landholders who were the adjoining people are not in a position to give higher compensation for these lands but the other persons are. Therefore, if this is given on auction, then the previous owner or the big money-lenders or intermediaries will again get a chance of grabbing this land. So I would have welcomed this Bill if either the bargadars or the small land-owners were given the preferential chance of getting these lands on paying compensation, and in this Bill for these persons there ought to have been provision for giving consideration on certain annual instalments. There is no provision in this Bill and in the rule-making power and under the restrictions also which appear in several sections of this Bill I do not see any such provision. Therefore, I would say this Bill, though belated, though the principle is welcomed, the provisions will betray the principle for which this Act is being enacted. So, if the Bill is recast and if our amendments are accepted, then I would say, sir, that this Bill may to some extent be improved, but again I would say, unless the amendments are accepted the Act will not be able to deliver the promised result. Therefore I would request the Hon'ble Minister for the acceptance of our amendments and subject to acceptance of our amendments we give a qualified support to this Bill.

Sj. Saroj Roy:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই বিলটা সম্পর্কে গুটিকয়েক প্রশ্ন তুলে ধরছি, মন্ত্রী মহাশয় পরে যখন জবাব দেবেন তিনি যেন এবিষয়ে কিছু বলেন।

এই যে ফিশারীগুলো যেগুলো চাষের জমি নিয়ে করা হয়েছে সেগুলো যে এক সময়ের ব্যাপার তা নয়। আমাদের যতটুকু এর ইতিহাস জানা আছে তাতে ৭০ বছরের ফিশারী আছে, আবার এমন বহু জমি আছে যা জোর করে জলে ডুবিয়ে ফিশারী করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ

একদিকে যেমন ৭০ বছরের আগেকার আছে আবার ৩।৪।৫ বছর আগেকার ফিশারীও আছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে ফিশারীগুলি নেওয়া সম্পর্কে—যেগুলি জলে ডুবিয়ে করা হয়েছে সেগুলি কোন একটা সময় ধরে নেওয়া হচ্ছে কি না।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হল যেকথা এখানে অনেকেই বলে গিয়েছেন—এইগুলির বণ্টন সম্পর্কে। যেমন ল্যান্ড রিফম এ্যাক্টে যে সমস্ত বণ্টন করা হবে সেরকম প্রশ্ন এখানে নাই। আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে আমরা যেসমস্ত ইতিহাস পাই তাতে দেখি যে বড় বড় জমিদার নানা জায়গায় নোনা জল ঢুকিয়ে সাধারণ গরীব চাষীদের জমি এভাবে ফিশারীতে পরিণত করে নিয়েছে, সেই সমস্ত এ্যাকোয়ার করে সেই অঞ্চলে যে সমস্ত গরীব চাষী বাস করে যাদের জমি জোর করে নেওয়া হয়েছে তাদের খোঁজ খবর করে তাদের মাঝে পুনর্বণ্টন হবে কি না।

তৃতীয় কথা কম্পেন্সেশনের কথা। এ বিষয়ে তারা স্টেটস এ্যাকুইজিশন এ্যাক্টে যে দৃষ্টি-কোণ দিয়েছেন এইখানে তার কিছুটা পরিবর্তন হওয়া দরকার। এই যে মেছোভেড়ীর ইতিহাস তা এমন নয় যে জমিদার চাষীর কাছ থেকে জমি কিনে নিয়ে ফিরে বন্দোবস্ত নিয়ে যে জমি মেছোভেড়ীতে পরিণত করেছে বরং সেই জমিদাররা গরীব চাষীর জমি হয়ত রাতা-রাতি নদীর বাঁধ কেটে দিয়ে কিংবা জোর করে জলে ডুবিয়ে দিয়ে সেই সমস্ত গরীব চাষীকে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করে এই সমস্ত মেছোভেড়ী করেছিলেন। কাজেই তাদের যদি কম্পেন্সেশন দেওয়ার কথা উঠে তাহলে একটি মাত্র কথাই মনে পড়ে। সেটা হল ডাকাত ডাকাতি করার পর যদি মাল ধরা পড়ে তাহলে সেই মাল ফেরত পাওয়া যায়। এখন যেহেতু সেই ডাকাত বহু চেষ্টা করে পরিশ্রম করে ডাকাতি করেছে সেই হেতু তাকে কিছু কম্পেন্সেশন দেওয়া হোক—এরকমই জিনিস এখানে হচ্ছে। সেজন্য মন্ত্রী মহাশয়কে বলছি স্টেট এ্যাকুই-জিশন এ্যাক্টটাকে যে দৃষ্টিকোণ থেকে কম্পেন্সেশনের প্রশ্ন দেখেছিলেন এখানে তা হওয়া উচিত নয়। আমি যা বল্লাম আশাকরি মন্ত্রী মহাশয় তা চিন্তা করে জবাবে আমাদের কিছু বলবেন।

[6—6-10 p.m.]

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, কাল থেকে আজ অবধি বিরোধীপক্ষের মাননীয় সদস্যেরা এই বিলে যে সমস্ত আলোচনা করেছেন তা যথাসম্ভব গভীর মনোযোগ সহকারে শুনেছি। আমি প্রথমেই এই কথা অনুভব করেছি যে কমিউনিস্ট সদস্য যাঁরা তাদের কথার মধ্যে একটা ধারা আছে, কিন্তু সোস্যালিস্ট পার্টির সদস্য তিনজন—মাননীয় ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র রায়চৌধুরী, এবং শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার পান্ডা—এই তিনজনের কথার মধ্যে কোন যোগসূত্র খুঁজে পেলাম না। কারণ, সুরেশবাবু বলতে গিয়ে রিফিউজী সেটেলমেন্টের কথাই বলেছেন। এখানে রিফিউজী সেটেলমেন্টের কোন প্রশ্ন নাই। কোন সেটেলমেন্ট কিভাবে হবে তার যথেষ্ট ইঙ্গিত বিলের মধ্যে দেওয়া আছে, এবং তা বলা হয়েছে। যারা সেখানে পূর্বে চাষ করত খুঁজে খুঁজে তাদের বার করে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করা হবে। কাজেই এই প্রসঙ্গে ফিশারীর মধ্যে রিফিউজী যে কি করে ঢুকল তা ঠিক বুঝতে পারি না। তারপরে বসন্ত পান্ডা মহাশয় কি বলেছেন, তার এস্টেট এ্যাকুইজিশনের সঙ্গে মিল নাই। মিল নাই বলেই আলাদা বিল করা হয়েছে। এতে গরমিলের কি ব্যাপার আছে? আর গরমিলের ভিতর মিল খুঁজতে গেলে আরও গরমিল হয়ে যাবে। সুতরাং সেই মিলের সন্ধান না করাই ভাল। সদস্য সুধীর রায়চৌধুরী মহাশয় বড় আইনজ্ঞ। শুনেছি কোর্টে ঢুকতে ঢুকতে ব্রিফ পড়ে তৈরি হন, সেই ধরনের একজন বক্তা তিনি এর মধ্যে একটা গভীর দুরভিসন্ধি আছে সন্দেহ করেছেন। আমি স্বীকার করছি যে সরকারের একটা গভীর দুরভিসন্ধি আছে। সে দুরভিসন্ধি হচ্ছে যে এস্টেট এ্যাকুইজেশন এ্যাক্টকে এ্যামেন্ড কোরে যদি এই জিনিস ঢোকান যেত তাহলে অনেক উকীল মোক্তার তা বানচাল করে দিতেন এবং তাদের কিছু পয়সা হ'ত। সেইটা বন্ধ করবার দুরভিসন্ধি সরকারের আছে এবং এই দুরভিসন্ধির কথা আমি স্বীকার করছি। যতদিন উকীল মোক্তার, ল' আছে ততদিন এই রকম হবে আমি জানি। আমি একটা কথা বলছি। যাঁরা বলেছেন যে এস্টেট এ্যাকুইজিশন এ্যাক্টের এ্যামেন্ডমেন্টে আছে, তাঁরা

এস্টেট এ্যাকুইজিশন এ্যাক্টের এ্যামেন্ডমেন্ট ভাল করে পড়েন নি, বা ভুলে গেছেন। এস্টেট এ্যাকুইজিশন এ্যাক্টে ব্যবস্থা আছে যে যেসব 'রায়ত' ডাইরেক্টলি আন্ডার দি গভর্নমেন্ট তাদের স্টেটাস হচ্ছে অকোপ্যান্সী রায়তের। অকোপ্যান্সী রায়তের মানে হচ্ছে তারা স্বচ্ছন্দে লীজ দিতে পারে এবং সেটা লীজ দিলেও রেজিস্ট্রী হয় না। অতএব স্টেটাস দেবার জন্য, রায়তদের সিকিউরিটি অব টেনিওর দেবার জন্য বহুধার বলেছেন। সেই সিকিউরিটির বলে যদি কোন লীজ দেয়, লীজ দেওয়ার ফলে লীজ হোল্ডারেরা জোর করে ফিশারী চালিয়ে যেতে পারে, তাহলে সেটা কি করে এস্টেট এ্যাকুইজিশন এ্যাক্টের সংশোধনের আওতায় আসবে তা বুঝতে পারি না। সেইজন্য এই আইন নূতন করে আনতে হয়েছে।

আমি সংক্ষেপে সোশ্যালিস্ট পার্টির আলোচনার উত্তর দিলাম। তা ছাড়া বাকী যেসব আলোচনা হয়েছে তার মধ্যে তিনটা কথা হচ্ছে। একটা হচ্ছে কম্পেন্সেশন কেন দেওয়া হবে। আমি বলতে চাই, এস্টেট এ্যাকুইজিশনে কম্পেন্সেশন দেবার ব্যবস্থা আছে। এ ব্যবস্থা তার চেয়ে ঢের ঢের কড়া। কারণ, সেকশন (৭)এ যে সামান্য ক্ল্যারিফিকেশন আছে, আলোচনার ক্ষেত্রে তা এনেছি। সেকশন (৭)এতে বলা আছে একথা যে, মোট নেট ইনকাম কি? কি ফিশারী, আর কি জমিদারী—যাতে চাষ হয়, তার যে 'গ্রস' উৎপাদন তার ⅓ 'নেট ইনকাম' ধরা হচ্ছে—ফর দি পারপাস অব ক্যালকুলেশন—তাতে যে জমিতে চাষ হয়, সেখানে ⅓ এর ১০ গুণ দেওয়া হবে, অর্থাৎ জমির ক্ষেত্রে মোট গ্রস ইনকাম ৩ গুণ, অর্থাৎ ৩·৩ এর বেশি দেওয়া হবে না, সেখানে এস্টেট এ্যাকুইজিশনে ২০ গুণ পর্যন্ত দেওয়ার কথা আছে। যেখানে ম্যাক্সিমাম ২০ গুণ দেওয়ার কথা আছে সেখানে ৩·৩ গুণ দেওয়ার কথা আছে। ফিশারীর বেলায় গ্রস ইনকামের এক গুণ দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ যত 'গ্রস ইনকাম' এক বছরের যা 'গ্রস ইনকাম' তাই দেওয়া হচ্ছে। তার মানে ⅓ ক্যালকুলেশন করে তার তিন গুণ ধরা হয়, এ বছরের যা গ্রস ইনকাম তার চেয়ে বেশি নয়। আপনারা জানেন এস্টেট এ্যাকুইজিশনে খুব বৃহত্তর ইনকামের ২ গুণ পারচেজ দেওয়া আছে। তা থেকে এটা তারও অনেক বেশি কড়া। সুতরাং এক্ষেত্রে যারা অত্যাচার করেছে, যারা জোর করে মেছোঘেরী করেছে, তাদের কম্পেন্সেশন যাতে বেশি না দেওয়া যায়, তার দিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে এই 'কম্পেন্সেশন ক্লজ' করা হয়েছে। আমার মনে হয় এর চেয়ে কড়া কম্পেন্সেশন ক্লজ বাংলাদেশে অন্য যে সমস্ত আইন চালু আছে তার কোনটিতেও নাই।

আর একটা কথা হয়েছে—কাকে সেটেল করা হবে? সে বিষয়ে ১১ এবং ১২ নং ধারাটা ভাল করে দেখুন। তার মধ্যে নির্দিষ্ট বিধি স্পষ্ট লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যারা চাষ করত, তাদের খুঁজে খুঁজে নিয়ে আনতে হবে। মাননীয় সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এ্যামেন্ডমেন্ট দিয়েছেন যদি খুঁজে না পাওয়া যায় তাহলে কি হবে? খুঁজে না পাওয়ার ক্ষেত্র অনেক জায়গায় হবে। সুতরাং সে জায়গায় আমি ঘোষণা করেছি যে আমরা সেই এ্যামেন্ডমেন্টটা গ্রহণ করব। খুঁজে না পেলে সে আলাদা কথা, কিন্তু আমাদের খুঁজে বার করবার চেষ্টা করতে হবে। পুরান সেটেলমেন্ট রেকর্ড দেখতে হবে। যারা চাষ করত, এবং যারা জোর করে সেখান থেকে স্থানচ্যুত হয়েছে, তাদের পুনরায় বসিয়ে তাদের সেখানে উন্নতির চেষ্টা করতে হবে। সেটা এই বিলে পরিষ্কার আছে, এবং সেটা ১১ নং ধারা থেকে বুঝতে পারবেন।

তৃতীয়তঃ, আর একটা কথা হয়েছে—দেওয়ার সময় কার কাছ থেকে কন্সিডারেশন কতখানি নেওয়া হবে। এটায় অত্যন্ত ভুল ধারণা জন্মেছে মাননীয় বিরোধীপক্ষীয় সদস্যদের—যে আমরা যে কম্পেন্সেশন দেব সেইটাই বুঝি আমরা তাদের কাছ থেকে আদায় করে নেব। সে কথা মোটেই ১১ নং ধারায় নাই। সেখানে একমাত্র কথা যে কন্সিডিরেশন যা আদায় করা হবে, তা কোনক্রমেই কম্পেন্সেশনের বেশি হবে না। তার মানে সেটা কম্পেন্সেশনের সমান হবে এমন কোন বিধি নিষেধ আরোপ করা হয় নি। কন্সিডিরেশন যে মোটে শূন্য হতে পারে না, এমন কোন কথা লেখা নাই। কাজেই সেক্ষেত্রে সমান ধরা হবে বা বেশি টাকা দিয়ে চাষী বন্দোবস্ত নেবে, তাদের কাছ থেকে, জোর করে আদায় করে এনে পে করা হবে এমন কোন ইঙ্গিত নাই। এ বিষয়ে সদস্যদের ভুল ধারণা অপনোদন করতে চাই।

সুন্দরবনের অনেক কথা হয়েছে। অনেক বড় বড় লোকও আছেন—আমি নাম করতে চাই না। এমন অনেক জোতদার আছেন যাঁরা নন-এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড বোলে রিটেন করছেন—ছোট ভেড়ীদারের চেয়েও অনেক বেশি। কাজেই সেগুলি সব শূন্য হয়ে যাবে—একথা মনে রাখতে হবে। সে ক্ষেত্রে বিশ্বাস করতে হবে, এবং বিশ্বাসভাজন লোক দিলে তাঁরা ঠিকমত সেগুলি করবেন। আইন যা করি, তাতে কিছুই হবে না। ভাল আইন যতই করুন তাতে কিছুই হবে না। আপনাদের ধারণা ছিল যে কম্পেন্সেশনের টাকা তাদের কাছ থেকে আদায় করা হবে। আমি একথা জানিয়ে দিতে চাই যে ১১ নং ধারা পড়লে বুঝতে পারবেন যে সেকথা মোটেই ঠিক নয়। সুতরাং এ বিষয়ে চিন্তার কোন কারণ নাই।

আর কোন বিষয়ে বিশেষ বলতে চাই না। যখন ক্লজগুলি আসবে তখন ক্লজ বাই ক্লজ আলোচনার সুযোগ পাব। তখন সেই সব কথার আলোচনা করব। সুতরাং এ বিষয়ে আর অন্য বেশি কোন কথা নাই।

Mr. Speaker:..The only snag in the Bill, to my mind, is that once you acquire a property, what is going to be its rate of rent?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: For the rate of rent, you must depend upon the Government. It may be free of rent also, if necessary. If it is a co-operative, the rate of rent would be fixed according to the ability of the particular co-operative to pay. Therefore, we must keep it flexible. There may be co-operative farms and there may be co-operative fisheries. We may try all these things. It is not my practice to spin out all these schemes before they are actually finalised Therefore, I have not given the House any idea about these things. My ultimate idea is that if we are to improve the lot of the Sunderban people, there should not only be co-operative fisheries but there should be a co-operative cold storage at Matla and a chain of such cold storages in the interior for the benefit of fishermen. But, as I told the House, it is not my object - it has never been my practice to spin out theories and hold out hopes unless we are absolutely sure that we are going to finalise those schemes and give them effect.

Sj. Basanta Kumar Panda: As to the rate of rent, I may say that these lands were agricultural lands and there was a rate of rent for those lands. Now, if we consult the record-of-rights of these agricultural lands, we may get the necessary information. In this Bill also that principle can be adopted.

Mr. Speaker: These things can be discussed when the different clauses are taken up.

[6-10—6-20 p.m.]

The motion of the Hon'ble Bimal Chandra Sinha that the West Bengal Agricultural Lands and Fisheries (Acquisition and Resettlement) Bill, 1958, be taken into consideration, was then put and agreed to.

Clause 1

Sj. Jagannath Kolay: Sir, I beg to move that in sub-clause *(3)* of clause 1, for the words "on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint" the words "at once" be substituted.

The motion was then put and agreed to.

Mr. Speaker: Mr. Ghosal, you had an amendment; you wanted to substitute the word "immediately", but Mr. Kolay has substituted the words "at once". It carries the same meaning.

Sj. Hemanta Kumar Ghosal: I do not press my amendment.

The question that clause 1, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 2

Sj. Sunil Das: I move that for clause 2(1) the following be substituted, namely:—

> "(1) 'Collector' means the Collector of a district or any other officer appointed by the State Government to discharge any of the functions of the Collector under this Act."

Mr. Speaker: The definition of "Collector" in the Bill is much wider; it includes any officer.

Sj. Sunil Das: I have taken it from the Estates Acquisition Act. The wording may be changed.

I also move that in clause 2(2), line 1, after the word "any" the word "agricultural" be inserted.

I move that in clause 2(2), line 2, for the words "or artificially" the words "or by excavation or by construction of embankments or by other artificial means" be substituted.

I move that in clause 2(4), line 2, for the word "issued" the words "duly published" be substituted.

আমার মেজর কিছু এ্যামেন্ডমেন্ট ক্লজ ২তে নেই। এ্যামেন্ডমেন্ট নং ১২তে ফিশারী বলতে এনি ল্যান্ড বলা হচ্ছে কিন্তু এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড সম্পর্কে এটা এপ্লিকেবল। সেজন্য আমি এটাকে কোয়ালিফাই করছি এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড বলে। এ্যামেন্ডমেন্ট নং ১৫টাকে আরও এক্সপ্লিসিট করছি 'আর্টিফিসিয়াল' বলতে কি কি বোঝায়। তারপর এ্যামেন্ডমেন্ট নং ২২ 'ইস্যুড'-এর জায়গায় 'ডিউলি পাবলিস্ড' হলে আরও এক্সপ্লিসিট হয়। এ্যামেন্ডমেন্ট নং ২৫ এ 'ল'এর জায়গায় 'এ্যাক্ট' করলে বোধহয় ল্যাংগুয়েজের দিক থেকে ভাল হবে।

Sj. Subodh Banerjee: Sir, I beg to move that in clause 2(1), line 1, after the word "Collector" the words "means the Collector of a district and" be inserted.

Sir, I also beg to move that in clause 2(2), line 1, after the word "land" the words "recorded as such or not" be inserted.

Sir, I also beg to move that in clause 2(2), in line 3, at the end, the words "or for fishing" be inserted.

মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনি সুনীলবাবুকে জবাব দিতে গিয়ে বলেছেন যে, বর্তমানে কলেক্টরের যে ডেফিনিসান আছে সেটা অনেক ওয়াইডার। কিন্তু এটা আরও পরিস্কার বলা যেতে পারে—

Collector means the Collector of a district and includes.

কেন একথা বলা দরকার সেটা বোঝা দরকার। আমার এ্যামেন্ডমেন্ট যেটা তাতে আমি বলেছি—

Collector means the Collector of a district and includes.

এই গভর্নমেন্টের বিলে যে ডেফিনিসান আছে আমি রেখেছি। এমনও প্রশ্ন হচ্ছে যে এই 'ইনক্লুড দি কলেক্টর অব এ ডিস্ট্রিক্ট' কথাটার অর্থ কি সেটা বোঝা দরকার।

Mr. Speaker:

এখন কি ডেপ্‌টী কমিশনার থাকে? অল বেঙ্গল এ্যাক্ট অনুযায়ী কালেক্টর নাও থাকতে পারেন। সেজন্য আমি বলেছি যে,

Collector includes any officer not below the rank.

আমার মনে হয় এটা ভাল হয়, তারপর আপনারা এগুলো বুঝে দেখুন।

Sj. Subodh Banerjee:

আমি কিছু বাদ দিচ্ছি না, এখানে সবই আছে। আমি শুধু যোগ করছি—

Collector means the Collector of district and includes any officer not below the rank of Subdivisional Magistrate appointed by the State Government to carry out all or any of the functions of a Collector under this Act.

এই বিলে দি কলেক্টর অব এ ডিস্ট্রিক্ট একথা বলছি। সংজ্ঞা যদি পরিষ্কার হয় তাহলে আলাদা কথা। আমি একটা দরখাস্ত করবো, কার কাছে করবো? টু দি কালেক্টর, কোন ডিস্ট্রিক্টএর কলেক্টর? আমি ২৪-পরগনার লোক, আমি একটা দরখাস্ত করবো, টু দি কালেক্টর দরখাস্ত করতে হবে। কোন ডিস্ট্রিক্টের কলেক্টর? ইট ইনক্লুডস এনি সাবডিভিসন এজন্য বলছি অব এ ডিস্ট্রিক্ট। তখন আমার ডিস্ট্রিক্টের কথা আসবে এজন্য এই জিনিসটা দিয়েছি। মোর ওভার এই সংজ্ঞা এস্টেটস এ্যাকুইজিশন এ্যাক্ট এবং অন্যান্য ল্যান্ড এ্যাকুইজিশন এ্যাক্ট প্রভৃতি সব জায়গায় আছে—মিনস দি কলেক্টর অব এ ডিস্ট্রিক্ট, সেই ফর্ম-এ আমি রেখেছি। আমি মনে করি এটা গ্রহণ করা উচিত।

আমার দ্বিতীয় নম্বর সংশোধনী প্রস্তাব হচ্ছে ফিশারী, রেকর্ডেড এ্যাজ সাচ অর নট। একথা বলার অর্থ এই যে সুন্দরবনে বহু চাষের জমি ফিশারী হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে কিন্তু সম্প্রতি যে রেকর্ড অব রাইটস তৈরি হয়ে গেল তাতে তারা ফিশারী হিসেবে ইনক্লুডেড হয় নি। তবে একথা ঠিক যে এই বিলে ফিশারীর যা সংজ্ঞা আছে তাতে রেকডেড হোক আর নাই হোক দ্যাট বিকামস এ ফিশারী। সেদিক থেকে চিন্তা করে দেখা দরকার যে এটা গ্রহণ করা দরকার হবে কি না।

তৃতীয় নম্বর হচ্ছে ফিসিকালচার অব ফিসিং—

fishery means any land where water is confined naturally or artificially whether periodically or throughout the years for pisciculture.

পিসিকালচার হোলে ফিশারী হবে যদি ফিসিং হয়। সব জায়গায় পিসিকালচার হয় না, মাছের চাষ হয় না। সুন্দরবনে একটা খাল আছে মনে করুন, সেখানে ষাঁড়াষাঁড়ি বানের পর খালের মুখ খুলে গিয়ে এত বড় বড় পার্শে মাছ ঢুকে গেল- এগুলি মাছের পোনা নয়। মাছের পোনা হোলে ষাঁড়াষাঁড়ি বানের জল তুলে দিলাম, মুখ বন্ধ করে দিলাম এগুলি মাছ হয়ে গেল। তারপর সেগুলি ধরে বিক্রী করে দিলাম—দিস মে বি পিসিকালচার—মাছ তৈরি করছি কিন্তু তৈরি মাছ যদি খালের মধ্যে ঢোকে এবং সেগুলি যদি ধরা হয় তাহলে কি হবে? ঐ রকম ষাঁড়াষাঁড়ি বানের সময় এত বড় বড় পার্সে মাছ উঠলো, সেগুলির মুখ বন্ধ করে দিলাম ফিশারী হয়ে গেল। শুধু যদি পিসিকালচার বলেন তাহলে এটা হয় না। এজন্য একথাটার দরকার আছে। এস্টেটস এ্যাকুইজিশন এ্যাক্টে পিসিকালচার এবং ফিসিং এই পার্পাসে দেয়া হয়েছিল। আমার মনে হয় এটা গ্রহণ করা দরকার, তা না হলে বেশ কিছু নদীর ধারে বিল জাতীয় ফিশারীগুলি বাদ পড়বে। এটা কন্সিডার করে দেখবার জন্য মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করছি।

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that in clause 2(1), line 2, for the words "Subdivisional Magistrate" the words "Magistrate of the First Class" be substituted.

Sir, I also beg to move that in clause 2(3), line 1, after the words "ordinarily used" the words "or has been used" be inserted.

Sir, in clause 2(1) the officer mentioned is Subdivisional Magistrate. You know, the officers just above the Subdivisional Magistrate who are available in the districts for these purposes are the Collector, District Magistrate, Additional District Magistrate and S.D.O.

[6-20—6-30 p.m.]

But you know Sir, the District Collectors and the Subdivisional Magistrates are often busy with other preoccupations—they have to do many functions. Therefore, Sir, I have tried to introduce, instead of the words "Subdivisional Magistrate", the words "Magistrate of the First Class". If it is accepted, in one Subdivision instead of one Subdivisional Magistrate you will be getting three or four officers for this purpose. The Subdivisional Magistrates are invariably magistrates of the First Class and in addition to Subdivisional Magistrates there are two or three other magistrates in each Subdivision who are Magistrates of the First Class. Therefore, the number of officers will be many. This is a new work and many officers will be necessary and if you restrict in each district the function of this Act only to two or three persons named in the Act, that is the District Magistrate, the Additional District Magistrate and the Subdivisional Officer, who have got little time to do this work, then work will be kept pending for several months or years. Therefore, my amendment has been to increase the number of officers who are equally competent to dispose of the matters.

Then, Sir, I have another amendment in the definition of agricultural land. Originally the definition was—"Agricultural land" means "land ordinarily used for the purpose of agriculture". Here I wish to insert after the words "ordinarily used" the words "or has been used" because this Act has got some amount of retrospective operation. Any Act, if something is not stated either in the preamble or in the Section, will be prospective. In the Statement of Objects and Reasons it is stated that some lands have been and are being converted. So just before passing of this Act some lands have already been converted into fisheries and some are being attempted to be converted. Now, if this definition is kept it only means land ordinarily used today, on the date of passing of the Act. Therefore, in order to make the sense clear and to make this Act applicable to those lands which have in the past been converted into fisheries, I have suggested "ordinarily used or has been used"—has been used just before the passing of this Act, in order to attract those lands under the provisions and purview of this Act. This is a beneficial amendment I have proposed and I hope Government will accept it.

Sj. Khagendra Kumar Roy Choudhury: Sir, I beg to move that in clause 2(2), line 2, after the words "or artificially", the words "with or without force" be inserted.

ফিসারীর ডেফিনেশন আছে—

fishery means "any land whereon water is confined naturally or artificially" ...with or without force.

Sj. Provash Chandra Roy: Sir, I beg to more that in clause 2(2), line 3, after the words "for pisciculture" the words "and includes salt lake" be inserted.

আমি সাব-ক্লজ (২)এর শেষে এই কথাটা যোগ করতে চাচ্ছি তার কারণ হচ্ছে, কলকাতার পার্শ্ববর্ত্তী এলেকায় যে বিরাট সল্ট লেক রয়েছে, টালিগঞ্জ কর্পোরেশনের মধ্যে যেটা রয়েছে, সোনারপুরে, ভাঙ্গড়ের থানার মধ্যে যেগুলি রয়েছে এগুলি এই ডেফিনিশনের মধ্যে সাধারণভাবে

অন্তর্ভুক্ত করা রয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও একথাটা পরিষ্কারভাবে এ্যাড করে দিতে চাই। মন্ত্রী মহাশয় যদি এটা পরিষ্কার করে দেন সল্ট লেক এরিয়া ধরা হচ্ছে কি না তাহলে আমার বলবার কিছু নাই।

Mr. Speaker: You will kindly see that the Act applies to the whole of West Bengal.

Sj. Provash Chandra Roy:

হ্যাঁ, আমি সেটাই ক্যাটেগরিকেলী জানতে চাচ্ছি সল্ট লেক এলেকা ধরা হচ্ছে কি না।

Mr. Speaker: Salt lake is definitely within West Bengal. Does Mr. Sinha need tell that?

Dr. Kanailal Bhattacharya: Sir, I beg to move that in clause 2(1), lines 1 to 4, for the words beginning with "any officer" and ending with "this Act", the words "Additional Collector" be substituted.

Sir, I also beg to move that in clause 2(3), line 4, for the words "time being", the words "a long time" be substituted.

আমার সংশোধনটা খুব ছোট। যেখানে তিনি বলছেন 'এনি অফিসার' সেখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, এই অফিসারের র‍্যাংক এডিশনাল কলেক্টর পর্যন্ত করা উচিত, কারণ যে কাজ নির্দেশিত করা হয়েছে এই বিলের ভিতর দিয়ে তাতে একজন রেস্পন্সিবল অফিসারের হাতে দেওয়া উচিত, এবং এটা মেনলি ২৪-পরগনা জেলারই হবে, এবং আমি যতদূর জানি এখানে ৫ জন এ্যাডিশনাল কলেক্টর আছেন এঁদের কারুর উপর এই দায়িত্ব অর্পণ করতে পারেন। তাই আমার বক্তব্য হচ্ছে কোন অফিসার না করে, সাবডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট না করে, অন্তত এ্যাডিশনাল কলেক্টরের র‍্যাংকের অফিসার নিয়োগ করা হয় তাহলে কাজের এক্জিকিউসন্ ভাল হবে।

Mr. Speaker: You are really saying something directly opposed to what Mr. Panda was contending. He said they are all extremely overworked men and the scope of the officers should be widened. You say it should be restricted.

Sj. Bankim Mukherjee:

সভামুখ্য মহাশয়, এই এমেন্ডমেন্টের উদ্দেশ্যটা সাফিসিয়েন্টলি এক্সপ্রেসড হয় না যদি না বলা হয় বাই ফোর্সিবল ইনানডেশন অফ কাল্টিভেবল ল্যান্ড।

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Sir, I think all the amendments are unnecessary except perhaps amendment No. 19 of Mr Subodh Banerjee. As you yourself were pleased to observe, the Collector includes all officers and that definition is broad enough. I think it would be wrong to restrict the scope of that definition and it is not necessary to accept Mr. Subodh Banerjee's amendment No. 9 because what he wants to say is more than covered by the definition that has been proposed in the Bill.

Now, Sir, Mr. Basanta Panda's amendment simply falls through because he made a confusion between the Magistrate and the Collector and the Magistrates of the first class powers are not doing at present under the scheme of separation of judiciary from the executive, any executive work and they are entirely reserved for judicial work. Therefore it is not possible to take them away from judicial work and mix up executive and judicial work once more.

[6-30—6-40 p.m.]

Mr. Speaker: I am putting all the amendments except No. 19 to vote.

The motion of Sj. Sunil Das that for clause 2(1) the following be substituted, namely:—

"(1) 'Collector' means the Collector of a district or any other officer appointed by the State Government to discharge any of the functions of the Collector under this Act."

was then put and lost.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that in clause 2(1), line 1, after the word "Collector" the words "means the Collector of a district and" be inserted, was then put and lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that in clause 2(1), lines 1 to 4, for the words beginning with "any officer" and ending with "this Act", the words "Additional Collector" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 2(1), line 2, for the words "Subdivisional Magistrate" the words "Magistrate of the First Class" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Sunil Das that in clause 2(2), line 1, after the word "any" the word "agricultural" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that in clause 2(2), line 1, after the word "land" the words "recorded as such or not" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Sunil Das that in clause 2(2), line 2, for the words "or artificially" the words "or by excavation or by construction of embankments or by other artificial means" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj Khagendra Kumar Roy Choudhury that in clause 2(2), line 2, after the words "or artificially" the words "with or without force" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Provash Chandra Roy that in clause 2(2), line 3, after the words "for pisciculture" the words "and includes salt lake" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 2(3), line 1, after the words "ordinarily used" the words "or has been used" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Sunil Das that in clause 2(4), line 2, for the word "issued" the words "duly published" be substituted, was then put and lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that in clause 2(3), line 4, for the words "time being", the words "a long time" be substituted, was then put and lost.

Mr. Speaker: I am now putting Amendment No. 19 to vote which has been accepted.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that in clause 2(2), in line 3, at the end, the words "or for fishing" be inserted, was then put and agreed to.

The question that clause 2, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 3

The question that clause 3 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

New clause 3A

Sj. Khagendra Kumar Roy Choudhury: Sir, I beg to move that after clause 3 the following be inserted, namely:—

"3A. (1) The State Government shall constitute a Board consisting of nine members for administration of this Act.

(2) Five of these members shall be elected by the Assembly members from amongst its members to be elected on the basis of proportional representations.

(3) Three of these members shall be elected by the Council members to be elected from amongst its members on the basis of proportional representations.

(4) One member to be nominated by the Government.

(5) The Board shall elect its Chairman.".

The motion was then put and lost.

Sj. Gangadhar Naskar: Sir, I beg to move that after clause 3, the following new clause be inserted, namely:—

"3A. No transfer of any fishery and agricultural land after the 31st day of March, 1957, shall be considered as valid for the purpose of this Act.".

১৯৫৭ সালের ৩১এ মার্চের পরে এগ্রিকালচারেবল ল্যান্ড এবং ফিসারী হস্তান্তর করা চলবে না - এই হচ্ছে আমার সংশোধনী।

The motion of Sj. Gangadhar Naskar that after clause 3, the following new clause be inserted, namely:—

"3A. No transfer of any fishery and agricultural land after the 31st day of March, 1957 shall be considered as valid for the purpose of this Act.".

was then put and lost.

Clause 4

Sj. Pramatha Nath Dhibar: Sir, I beg to move that for clause 4, the following be substituted, namely:—

"4. The State Government may by notification in the Official Gazette, declare that all watery lands and fisheries situated in any district within the State shall vest in the State free from all incumbrances.".

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that in clause 4, line 3, after the words "area is" the words "or has been" be inserted.

Dr. Kanailal Bhattacharya: Sir, I beg to move that in clause 4, line 6, after the word "therein" the words "or by inundating the agricultural land with estuarine water for establishment of fisheries" be inserted.

Dr. Kanailal Bhattacharjee:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমার এই সংশোধনী প্রস্তাবের দ্বারা চার নম্বর ক্লজটাকে আর একটু এক্সপ্লিসিট করবার জন্য বলেছি। যে উদ্দেশ্য নিয়ে মন্ত্রী মহাশয় এই বিলটি এনেছেন, আমার মনে হয় এই সংশোধনীটি গ্রহণ করলে সেটা আরও এক্সপ্লিসিট করা হবে।

আমার বক্তব্য হচ্ছে যে এগ্রিকালচার ল্যান্ডকে, নোনাজল ঢুকিয়ে যেসমস্ত জায়গায় ফিশারী করা হচ্ছে, সেই সমস্ত এগ্রিকালচার ল্যান্ড অথবা ফিশারীগুলিকে সরকার গ্রহণ করবেন। এর মানেটা আর একটু পরিষ্কার করে দেবার জন্যই আমার এই এ্যামেন্ডমেন্ট দেওয়া হয়েছে।

Mr. Speaker: I think the expression 'or in any other manner' covers everything.

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Yes. Moreover, if you want to insert a restrictive clause, I do not think it will be helpful.

[Sj. Subodh Banerjee rose to speak]

Mr. Speaker: Your amendment is out of order. It is vague. What is the meaning of the words "public representation"?

Sj. Subodh Banerjee:

সেটা আমি আপনাকে দেখিয়ে দেব।

এটা আউট অব অর্ডার হলেও, এর উপর আমি বলবো।

Mr. Speaker:

ঐটা আউট অব অর্ডার হল, ওটার উপর বলবেন না। আপনি এমনি বলুন।

Sj. Subodh Banerjee:

আমার প্রথম কথা হচ্ছে—এই বিলের চার নম্বর ক্লজে দেখছি যদি কোন ফিশারী হয় এবং তার চতুস্পার্শ্বস্থ চাষের জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে সেই জমি গভর্নমেন্ট অধিকার করবার জন্য ডিক্লিয়ার করলেও করতে পারেন। সেইজন্য 'মে ডিক্লিয়ার ইজ ইনটেন্সন' এখানে গভর্নমেন্টের উপর অত্যন্ত বেশি ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে। আমি মনে করি এটা বললেই ঠিক হবে। এটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট যদি নিজে মনে করেন যে কোন ফিশারীর দ্বারা পাশের জমি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তাহলে মে ডিক্লিয়ার...... কিন্তু এ ছাড়াও যদি বিভিন্ন জায়গা থেকে পাবলিক রিপ্রেজেন্টেশন আসে, যে রিপ্রেজেন্টেশনে সরকারকে দেখান হচ্ছে বা বলা হচ্ছে যে এই এই জমিগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তাহলে সেখানে গভর্নমেন্ট 'মে ডিক্লেয়ার' নয়, 'স্যাল ডিক্লেয়ার', এই ডিফারেন্স থাকবে। এই দুটা ডিফারেন্স বোঝা দরকার—

To declare the intention to acquire is not to acquire.

কোন কিছু এ্যাকোয়ার করার ইচ্ছা যদি প্রকাশ করা হয়, তাহলেই তা এ্যাকোয়ার করা হয় না। এই ডিফারেন্স রেখে আমি বলছি, যেসমস্ত জায়গা থেকে জনসাধারণ দাবী করবে, যে কোন একটা ফিশারীর অস্তিত্বের জন্য সেখানকার আশেপাশের জমি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, সেই জায়গায়, সরকার সেই রকম জমিগুলি গ্রহণ করবার জন্য নোটিফিকেশন দেবেন, আর যে জায়গায় এই রকম কোন রিপ্রেজেন্টেশন হবে না, সেখানে সরকার 'সু মটো' সরকার ডিক্রেরেশন দিলেও দিতে পারেন, না দিলেও পারেন।

এই রকম একটা প্রভিশন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউট এ্যাক্টেও আছে। কোন ক্ষেত্রে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউট হলে ট্রাইবুনালে দিতে পারবে? যেখানে গভর্নমেন্ট স্যাটিসফাইড সেখানে মে রেফার কেসেস টু দি ট্রাইবুন্যাল। সেখানে 'মে' হয়, আর যেখানে মেজরিটি পার্টি এগ্রি করেছে সেখানে 'স্যাল' হয়, স্যাল রেফার সাচ কেসেস টু দি ট্রাইবুন্যাল। এই দুটা আছে। সেই জন্য আমি বলছি যেখানে 'সু মটো' হয়, সেখানে 'মে' হবে, আর যেখানে পাবলিক রিপ্রেজেন্টেশন হয়, সেখানে 'স্যাল' হবে।

Sj. Gobinda Charan Maji: Sir, I beg to move that in clause 4, line 6, after the word "or" the words "by making obstructions in the paddy field occupied by tenants other than the owner of the fishery" be inserted.

[6-40—6-50 p.m.]

স্পীকার মহাশয়, আমি এখানে এই ক্লজ ৪, লাইন ৬তে এই কথা বলতে চাই কারণ এখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে যদিও এই বিল সুন্দরবনের মেছোভেড়ীর প্রতি লক্ষ্য রেখে তৈরি করা হয়েছে তা সত্ত্বেও সমগ্র পশ্চিমবাংলায় এই বিল প্রয়োগ করবার অধিকার আছে। এখানে কয়েকটি জায়গায় বিশেষ করে জানি হাওড়া জেলার বাদা অঞ্চলে আছে তাতে আমরা দেখেছি এক প্রজা অপর প্রজার ধানী জমির উপর মাছ করবার জন্য সরকারের কাছ থেকে স্বত্ত্ব নিয়েছেন ফ্লোটিং ফিশিং রাইট স্পেসিফিক্যালী দেওয়া হয়েছে। এটা যদি থাকে তবে আমরা দেখেছি যে, যে জমিতে যখন ধান পাকে তখন যারা মাছ ধরতে যায় তারা সেই পাকা ধান নষ্ট করে নানা রকম গোলমাল সৃষ্টি করে, যার ফলে বহু ফৌজদারী কেস হয়েছে দেখা যায়। এবং তাদের রাইট আছে বলে প্রকৃত প্রস্তাবে চাষী অনেকসময় মামলায় হেরে যায়। এই জন্য এই কথা এখানে বলেছি।

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: I oppose all the amendments.

The motion of Sj. Pramatha Nath Dhibar that for clause 4, the following be substituted, namely:—

> "4. The State Government may by notification in the Official Gazette, declare that all watery lands and fisheries situated in any district within the State shall vest in the State free from all incumbrances."

was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 4, line 3, after the words "area is" the words "or has been" be inserted, was then put and lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that in clause 4, line 6, after the word "therein" the words "or by inundating the agricultural land with estuarine water for establishment of fisheries" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Gobinda Charan Maji that in clause 4, line 6, after the word "or" the words "by making obstructions in the paddy field occupied by tenants other than the owner of the fishery" be inserted, was then put and lost.

The question that clause 4 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 5

Mr. Speaker: Mr. Maji, amendment No. 39 is out of order.

Sj. Gobinda Charan Maji: But I want to speak something.

কথা হচ্ছে আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি এস্টেটস এ্যাকুইজিশন ডিপার্টমেন্ট থেকে বহু খাল বিল বিলি করা হয়। এই খাল বিল বিলি করার দরুণ চাষের কাজ করার অসুবিধা হয়। এই উদ্দেশ্যে এই বিল তৈরি হচ্ছে যাতে প্রধানত চাষ ভালভাবে হতে পারে। যে সময় চাষীর জল দরকার সেই সময় দেখা যায় যে তারা হয়ত বাধ দিয়ে জল আটকে দেয়। গ্রীষ্মকালে এই খালের মালিক নোনাজল ঢুকিয়ে দিয়ে ধান নষ্ট করছে। তাছাড়া ধান কাটার সময় বহু জমি

ভেড়ী করে দেওয়া হয়। এই অবস্থায় মাছ ধরার জন্য তারা জল আটকায়। তাই এস্টেটস এ্যাকুইজিশন ডিপার্টমেন্ট থেকে খাল বিল বিলি করে চাষের ক্ষতি করছেন, এটা করা উচিত নয়।

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that in clause 5(2), line 3, for the word "necessary" the word "fit" be substituted.

This is a technical amendment. I say that the Collector shall, after giving them opportunity of being heard and making such inquiry, if any, as he thinks fit, submit to the State Government a report etc. Here there is no question of necessity but as he thinks fit. This word has been used in many other similar Acts. "As the Collector thinks fit" according to his own conscience or according to his judgment.

Sj. Pramatha Nath Dhibar: I move that in clause 5(2), lines 3 to 5, for the words beginning with "submit to the" and ending with "held by him" the words "take charge of watery lands and fisheries which vest in the State under section 4" be substituted.

স্যার, আমি এখানে বলতে চাচ্ছি কলেক্টর এনকোয়ারী করবে, তখন ফিশারী গভর্নমেণ্টের কাছে আসবে এত লিংগার না করে, কলেক্টরকে চার্জ নেবার জন্য বলছি।

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: I oppose all the amendments.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 5(2), line 3, for the word "necessary" the word "fit" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Pramatha Nath Dhibar that in clause 5(2), lines 3 to 5, for the words beginning with "submit to the" and ending with "held by him" the words "take charge of watery lands and fisheries which vest in the State under section 4" be substituted, was then put and lost.

The question that clause 5 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 6

Sj. Pramatha Nath Dhibar: Sir, I beg to move that clause 6(1) be omitted.

আমার এই এ্যামেন্ডমেন্ট এইজন্য আনা দরকার হয়েছে যে ৬(১) দরকার হয় না।

Sj. Subodh Banerjee: Sir, I beg to move that in clause 6(1), line 5, after the words "affected injuriously by the" the words "establishment or" be inserted.

Sir, I also beg to move that in clause 6(2), line 1, the words "the beginning of" be omitted.

Sir, I also beg to move that in clause 6(2), line 3, the word "Government" be omitted.

Sir, I also beg to move that after clause 6(3), the following be inserted, namely:—

"(3a) If any person contravenes any order made under this Act he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which may extend to two thousand rupees or with both."

Sir, I also beg to move that in clause 6(4), at the end, the words "in such fishery and lands" be added.

স্যার, এই রুজে আমার মনে হয় 'এস্টাব্লিশমেন্ট অর' এই কথা দ্'টি ইনএডভার্টেন্টলি বাদ পড়ে গেছে—এ দ্'টি আশাকরি মন্ত্রী মহাশয় গ্রহণ করে নেবেন।

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

এডভার্টেন্টলি এ্যাক্‌সেপ্ট করে নিচ্ছি।

Sj. Subodh Banerjee:

আমি আগেই বলেছি একটা জিনিস বিবেচনা করা উচিত, যেটা মন্ত্রী মহাশয়কে অন্‌রোধ করব। কলেক্টর রিপোর্ট দেবেন, রিকমেন্ডেশন করবেন, তারপর স্টেট গভর্নমেন্ট যদি বিচার বিবেচনা করে স্যাটিসফাইড হন যে ফিশারী এ্যাকোয়ার করা দরকার তাহলে স্টেট গভর্নমেন্ট মে এ্যাকোয়ার—কলেক্টর বিচার করে রিপোর্ট দিলেন, রিকমেন্ড করবেন, গভর্নমেন্ট স্যাটিসফাইড হলে তাহলে সেই জায়গায় 'মে' কি হওয়া উচিত মিঃ স্পীকার, স্যার? 'মে' মানে 'মাস্ট' নয়। বিমলবাব্‌ ভাল লোক কি মন্দ লোক সেকথা নয়, তিনি তো আর চিরকাল মন্ত্রী থাকবেন না। আমার যে খবর এই বিলকে বাধা দেবার জন্য মন্ত্রীমণ্ডলীর ভিতরও এমন অনেকে আছেন যারা চেয়েছিলেন ফিশারী বিল যেন না আসে। এখন মনে কর্‌ন যে মন্ত্রী এই ফিশারী বিলের বির্‌দ্ধে তিনি পরে এসে রাজস্বমন্ত্রী হিসাবে বসলেন। এখন তিনি রিপোর্ট পেলেন যে এই ফিশারী গ্রহণ করা উচিত এখন তিনি সেটা নিতে পারেন কিন্তু নাও নিতে পারেন। আমি মনে করি না এতখানি পাওয়ার মিনিস্টারকে দেওয়া উচিত, তিনি যদি রিফিউজ করেন তো ক্যাবিনেটেরও কিছ্‌ বলার নাই। তারপর সেই ফিশারী কবে গ্রহণ করতে পারেন, রিপোর্ট পেলেন, স্যাটিসফাইড হলেন—গ্রহণ করে নেবেন, এ্যাকোয়ার করে নেবেন, দ্'মাস চার মাস সাত মাস কিংবা ৫।৭ বছরও হতে পারে। তাহলে বলে দিন যে রিপোর্ট পাবার পর ৬ মাস বিচার বিবেচনার পক্ষে যথেষ্ট—সে রকম একটা সময় দিন—সেজনাই আমার এই ৫১ নং সংশোধনী প্রস্তাব। 'স্টেট গভর্নমেন্ট মে' এটা বদলে আগে যে কথাগ্‌লি আছে State Government shall acquire such lands and fisheries.

করে দিন এবং সেই সময়ও বেঁধে দিন—

within three months after the receipt of the report of the Collector.

স্‌তরাং এটা না হলে ফাঁক থেকে গেল এবং আইনের কার্যকারিতা কমে যাবে—সময় একটা বেঁধে দেওয়া উচিত। তা ছাড়া এটা মনে রাখবেন তিনি আজ মন্ত্রী আছেন কাল হয়ত সিদ্ধার্থবাব্‌র মত রাগ করে বেরিয়ে যেতে পারেন—এমনও হতে পারে—তখন কি হবে? কাজেই এরকম ভেগ্‌নেস থাকা উচিত নয় বলে মনে করি।

[6-50—6-58 p.m.]

৩ নং হচ্ছে, মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনি আইনজ্ঞ, আপনি আইনের কথা জানেন। আমি লইয়ার নই লেজিসলেটর হতে পারি, ৬ নং ধারার (২) উপধারায় আছে—

on and from the beginning of the day on which the order is so published.

কোন আইনে নাই এই 'বিগিনিং অব দি ডে' কথাটা রিডিউসড এ্যাট এ্যাকর্ডিং ট্‌ ইংলিস প্রথা রাত্রি ১২টার পর। ডে আরম্ভ হচ্ছে। স্‌তরাং

the word is redundant in my opinion.

৪ নং সংশোধনী প্রস্তাব হচ্ছে 'গভর্নমেন্ট' কথাটা তুলে নিতে হবে।

land shall vest absolutely in the State Government.

কিন্তু জমি গভর্নমেন্টে ভেস্ট করে না ভেস্ট করে স্টেটে, কখনো কোন এ্যাক্টে এরকম থাকতে পারে না যে কোন কিছ্‌ গভর্নমেন্টে ভেস্ট করবে। ভেস্টস ইন দি স্টেট আজ এক গভর্নমেন্ট আছে কাল আর এক গভর্নমেন্ট আসতে পারে, যখন এক গভর্নমেন্টের পতন হবার পর আর এক গভর্নমেন্ট হয় তখন সে একই গভর্নমেন্ট নয়। স্‌তরাং ভেস্টস ইন দি গভর্নমেন্ট নয়, ভেস্টস ইন দি স্টেট, কারণ গভর্নমেন্ট পারপেচুয়াল নয়, পারপেচুয়াল হচ্ছে স্টেট হ্‌ইচ রিমেন।

এখন ৫৬ নং সংশোধনী প্রস্তাব দেখুন। আপনি জানেন, স্পীকার মহাশয়, প্রত্যেক আইনেরই একটা পেন্যাল মেজার থাকে যদি কেউ পালন না করে তার শাস্তি কি হবে। সেই জন্য আমি এখানে একটা পেন্যালটি ক্লজ রাখতে বলছি। যে সমস্ত ফিশারীর মালিক অর্ডার ভায়োলেট করবে তাদের দু' হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা আর ৬ মাস জেলে থাকা উচিত। আমি সুন্দরবনের অনেক ফিশারীর মালিকদের জানি তাদের ফাঁসী দেওয়া উচিত। সুতরাং একটা পেন্যাল ক্লজ থাকা দরকার সেইজন্য এই ৫৬ নং সংশোধনী প্রস্তাবটা এনেছি যে কোন মালিক যদি ভায়োলেট করে অর্ডার তাহলে তার ৬ মাস জেল ও ২ হাজার টাকা ফাইন হবে। এটা থাকা দরকার। আমার শেষ এ্যামেন্ডমেন্ট এই যে ইন্টারেস্টেড একটা কথা আছে। এটা একটা—

verbal amendment interested in what? interested in fisheries and lands.

Sj. Hemanta Kumar Ghosal: Sir, I beg to move that in clause 6(4), line 4, after the word "places" the words "and by beat of drums" be inserted.

আমার বক্তব্য হচ্ছে, এই আইনটা পাস হয়ে যাবার পর কি অবস্থা হচ্ছে, সেইটে বিবেচনা করতে হবে। গ্রাম সম্বন্ধে আমাদের যা অভিজ্ঞতা তাতে দেখেছি সরকারের অনেক কিছু ঘোষণার কথাই গ্রামের মানুষ জানতে পারে না। ল্যান্ড রেকর্ডএর সময় দেখেছি যে প্রথায় জানালে গ্রামের লোক জানতে পারে সেই রীতিতে না জানানোর ফলে গ্রামের মানুষ জানতে পারে নি। সেইজন্য আমি বলছি—বাই বিট অব ড্রাম জানানো হোক। আমার এই ছোট্ট এ্যামেন্ডমেন্টটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করি এবং আশাকরি এটা মন্ত্রী মহাশয় গ্রহণ করবেন।

Sj. Basanta Kumar Panda: I have got only one amendment No. 55, which I move, namely, that in clause 6(2), line 8, for the words "as may be specified in the order" the words "not earlier than thirty days from the date of service of such order" be substituted.

This amendment says about taking possession of the property by the Collector. Section 6(2) is to this effect that persons in possession of such fishery and lands requiring them to deliver possession thereof to him by such date as may be specified by the order. So each Collector is free to fix a date or to fix a time, but I would say there should be some uniformity with regard to these provisions. Therefore the owner of this land who has some moveable or other properties on this land shall be given some time to remove those things and if the Collector acts freely he can immediately take possession of the property. Therefore I have proposed that at least 30 days' time should be given to him by a notice before taking possession. You have introduced a similar provision of taking possession in the Estates Acquisition Act. There before taking possession of the property, the Collector gives 60 days' notice, but here instead of 60 days' notice I have proposed that at least 30 days' time should be given to the owner of the property so that he can remove any of his belongings from that property.

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Sir, I have great pleasure in accepting amendment No. 56 moved by Shri Subodh Banerjee. Then, Sir, I am accepting No. 47 moved by Shri Subodh Banerjee where he says that the words "establishment or" be added, and thirdly, he has also moved amendment No. 54 in which he says instead of "State Government" it should be "State". Although even in the Constitution it is stated that things can vest in the State Government, still I will accept the amendment moved by Shri Subodh Banerjee. Besides these, I oppose all the other amendments.

No. 55 I oppose for the simple reason that it is not necessary to lay down how a notice will be served in the Act. That can be done by the rules. About 51 I would like to say that I oppose this amendment and I can tell this House that the information which Shri Subodh Banerjee had about Cabinet dissension on the topic is entirely baseless. Amendment No. 55 is really against the amendment of Subodh Basu. He wants to hurry up the process and Mr. Panda wants to delay it. I think the best course is to oppose both.

Mr. Speaker: I am putting all the amendments to vote.

The motion of Sj. Pramatha Nath Dhibar that clause 6(1) be omitted, was then put and lost.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that in clause 6(2), line 1, the words "the beginning of" be omitted, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 6(2), line 8, for the words "as may be specified in the order" the words "not earlier than thirty days from the date of service of such order" be substituted, was then put and lost.

The Motion of Sj. Hemanta Kumar Ghosal that in clause 6(4), line 4, after the word "places" the words "and by beat of drums" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that in clause 6(4), at the end, the words "in such fishery and lands" be added, was then put and lost.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that in clause 6(1), line 5, after the words "affected injuriously by the" the words "establishment or" be inserted, was then put and agreed to.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that in clause 6(2), line 3, the word "Government" be omitted, was then put and agreed to.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that after clause 6(3), the following be inserted, namely—

"(3a) If any person contravenes any order made under this Act he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which may extend to two thousand rupees or with both.",

was then put and agreed to.

The question that clause 6, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Mr. Speaker: The House stands adjourned till 3 p.m. tomorrow.

Adjournment

The House was accordingly adjourned at 6-58 p.m. till 3 p.m on Thursday, the 17th July, 1958, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Assemly House, Calcutta, on Thursday, the 17th July 1958, at 3 p.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble Sankardas Banerji) in the Chair, 16 Ministers, 12 Deputy Ministers and 208 Members.

Manner of putting supplementary questions

Mr. Speaker: Before the questions are taken up I wish to draw the attention of the honourable members as to the manner in which we are proceeding during question hours which, to my mind, is a very wrong procedure altogether. Yesterday I stopped with Starred Question No. 93. For the last few days I had deliberately not been interfering but I think it important and necessary for me to stop the members. with reference to Starred Question 93, I Lind altogether 22 Supplementaries have been asked and Mr. Niranjan Sen Gupta is responsible for 9. I do not think that is the object of allowing supplementary questions. No progress has been made and later on complaint is made in the House that very few questions are answered. I will remember that and I will request the honourable members not to put too many supplementaries. Only the essential ones will be allowed. The rest I will disallow.

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

House-building scheme in flood-stricken areas

***94. Dr. Radhanath Chattoraj:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Development Department be pleased to state—

(*a*) whether there is a rural house-building scheme in operation in the flood-stricken areas;

(*b*) if so, the areas where this scheme is working and the progress of work in each area;

(*c*) whether it is a fact that the work is being hampered for want of materials and equipments;

(*d*) the amount sanctioned in the Budget of the current year for this scheme and the actual expenditure so far (October, 1957); and

(*e*) the amount sanctioned for house-building loans and the amount actually advanced as loan so far (October, 1957)?

The Minister of State for Development (the Hon'ble Tarun Kanti Ghosh): (*a*) Yes.

(*b*) (*i*) In the flood-affected areas of Burdwan, Birbhum, Howrah, Hooghly, Nadia, Murshidabad and 24-Parganas districts.

(ii) Name of district.			No. of participants
Burdwan	...	...	4,311
Birbhum	...	...	1,112
Howrah	...	..	917
Hooghly	...	...	3,399
Nadia	...	...	6,594
Murshidabad	...	...	1,756
24-Parganas	...	...	274

(c) No.

(d)(i) Rs. 1.19 crores.

(ii) Rs. 6,26,720.

(e) (i) Rs. 28,54,540.

(ii) Rs. 12,03,680.

Instead of number of participants I would like to give you the number of houses completed and the number of houses under construction as shown below:—

(ii) Name of district.			No. of houses completed.	No. of houses under construction.
Burdwan	..	..	5,035	679
Birbhum	..	..	853	317
Hooghly	..	..	1,598	1,531
Howrah	..	..	393	383
Nadia	..	..	3,521	1,199
Murshidabad	..	..	839	216
24-Parganas	..	..	135	14
	Total	..	12,374	4,339 up to date.

Kindly read also (d)(ii) as shown below:—

(d)(ii) Rs. 28,13,000 up to the end of March, 1958.

Sj. Radhanath Chattoraj:

বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চল পুনর্গঠন না হওয়া পর্যন্ত গৃহনির্মাণ পরিকল্পনা চালু থাকবে কিনা?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: Yes.

Sj. Hare Krishna Konar:

গত বন্যার পরে এই স্কীম নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সেই বন্যায় কত গৃহ বিধ্বস্ত হয়েছিল বলতে পারেন কি?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: I do not think that the question arises out of this, but I would tell you that the figure was about Rs. 2 lakhs.

Sj. Hare Krishna Konar:

এই স্কীমে মোট কত বাড়ি তৈরি হয়েছে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

১২ হাজার ৩৪৭টা কমপ্লিট হয়েছে এবং ৪ হাজার ৩৩৯টা আণ্ডার কনস্ট্রাকশন।

Sj. Hare Krishna Konar:

মন্ত্রিমহাশয় কি বলবেন যে, বাকি যে গৃহ বিধ্বস্ত হয়েছিল সেগুলোর ভাগ্য কি?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

তারা রিলিফ ডিপার্টমেন্ট থেকে অনেক গ্রান্ট পেয়েছে এবং কেউ কেউ আবার লোন নিয়েছে।

Sj. Hare Krishna Konar:

কত লোককে লোন দেওয়া হয়েছে, দয়া ক'রে বলবেন কি?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: I want Notice.

Sj. Hare Krishna Konar:

কত লোককে হাউস-বিল্ডিং লোন দেওয়া হয়েছে দয়া ক'রে বলবেন কি?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: I want Notice.

Sj. Hare Krishna Konar:

এখানে ডি (১)এর উত্তরে ফিগার আছে যে, ১ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল ং এই বৎসরের ৩১এ মার্চ পর্যন্ত মাত্র ২৮ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা খরচ করা হয়েছে, কিন্তু ই বাকিটা খরচ করতে পারেন নি কেন?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

এটা খরচ করতে পারে নি কারণ 'বিল্ড ইওর ওন হাউস' স্কীম লোকের ইনিসিয়েটিভএর উপর নির্ভর করছে। এ বছরের বাজেটে ২৬ লক্ষ টাকার প্রভিশন করা হয়েছে এবং আশা করছি যে, এই ২৬-এর জায়গায় ৫৬ লাখ করতে পারব।

Sj. Hare Krishna Konar:

গত বছর ১ কোটি ১৯ লক্ষ টাকার মধ্যে মাত্র ২৮ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে, কিন্তু এবার বাকিটা বরাদ্দ না ক'রে মাত্র ২৬ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দ করেছেন তাতে আপনারা যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন তাকে কি কার্যকরী করা যাবে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

নিশ্চয় করা যাবে। কারণ যখন প্রথম এই পরিকল্পনা করা হয়েছিল তখন অনেক লোক রিলিফ ডিপার্টমেন্ট থেকে গ্রান্ট নিয়েছিল এবং সেই গ্রান্ট নিয়ে ৭০।১০০।৫০ টাকা দিয়ে তারা বাড়ি সারিয়ে নিয়েছে। অতএব দে ডু নট কাম আন্ডার দিস এবং সেই হিসাবেই আমরা ২৬ লক্ষ টাকা রেখেছি তবে আশা করছি যে, ৫৬ লক্ষ টাকা করতে পারব। আমাদের রুরাল রিকনস্ট্রাকশনএর যিনি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর তাঁর এ বছর যে প্ল্যান রয়েছে তাতে তিনি ৫৬ লক্ষ টাকা করতে পারেন প্রোভাইডেড উই গেট দি ফান্ড।

Sj. Hare Krishna Konar:

এটা কি সত্য যে, অনেক জায়গায় সময়মত পরবর্তী সাহায্য না দেবার জন্য অনেক বাড়ি অর্ধেক তৈরি হয়ে পড়ে আছে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

কি সাহায্যের কথা বলছেন বুঝতে পারলাম না।

Sj. Hare Krishna Konar:

ধরুন ইট তৈরি করার পর ঘর তৈরি করা হয়, তারপরে জানালা দরজার প্রয়োজন হয়—এই রকম প[illegible]ন সাহায্যগুলি সময়মত না দেওয়ার ফলে অনেক জায়গায় মাসের পর মাস ইট তৈরি হয়ে হয়ত পড়ে আছে, না হয় বাড়ি খানিকটা তৈরি হয়ে পড়ে আছে, এটা কি সত্য?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

এই রকম কিছু কিছু নিশ্চয়ই হয়েছে, তার কারণ বহু জায়গায় মাল রয়েছে।

Sj. Hare Krishna Konar:

কালনার পাশে যেখানে আদর্শ গ্রাম তৈরি করা হচ্ছিল সেখানে তদানীন্তন মাননীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারী গিয়েছিলেন—সেখানে কনস্ট্রাকশন দেড় বছর আগে শুরু হয়েছে, কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ হ'তে এখনও অনেক বাকি আছে, মন্ত্রিমহাশয় এটা জানেন কি?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

না, এ সম্বন্ধে ডিটেল্ড খবর আমি জানি না।

Sj. Hare Krishna Konar:

মন্ত্রিমহাশয় জানেন কি, আগে স্থানীয় এস ডি ও এই সব বিভাগের দায়িত্বে থাকতেন, কিন্তু পরে অন্য একজন স্পেশাল অফিসার নিযুক্ত করার জন্য পরিচালনা ব্যবস্থায় যথেষ্ট ত্রুটি আছে এবং কোন কো-অর্ডিনেশন থাকছে না।

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: Sir, does it come under this question?

Mr. Speaker: No, it does not.

Sj. Hare Krishna Konar:

আমি, স্যার, বলতে চাচ্ছি এজন্য টাকা খরচ হচ্ছে না। কালনায় আগে যিনি এস ডি ও ছিলেন তিনি খরচ করতে পারতেন কিন্তু একজন নতুন লোক গিয়ে গোলমাল হওয়ার জন্য এইসব হচ্ছে।

Mr. Speaker: You start your question.

'আমি জানি'—তা হ'লে তো হয়েই গেল।

[3-10—3-20 p.m.]

Sj. Hare Krishna Konar:

এই যে হাউস-বিল্ডিং লোনএর সাহায্যের পরিকল্পনা এটা মফঃস্বলে কোন্ অফিসারের মারফত করা হয়?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

বি ডি ও-র মারফত।

Sj. Hare Krishna Konar:

মহকুমায় কোন্ অফিসার পরিচালনা করেন?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: Circle officer.

Sj. Hare Krishna Konar:

এ'রা কখন কোথায় দেবেন সেটা কি ক'রে জানা যাবে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: If you ask me detailed questions I cannot answer off hand.

Sj. Hare Krishna Konar:

এটা জানেন কি যে, আগে যে মেথডে যে মেসিনারী মারফত হাউস-বিল্ডিং লোনের ব্যবস্থা করা হচ্ছিল পরবর্তীকালে সেই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ মেসিনারী পরিবর্তন করায় ফলে অনেক গোলমাল হচ্ছে এবং টাকা খরচ হ'তেও অসুবিধা হচ্ছে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: I can only speak about the position after it has come to my Department.

Sj. Jagannath Mazumder:

নদীয়া জেলায় পার্টিসিপেন্টস ৬,৫১৪ জন কত অ্যাপ্লিক্যান্ট ছিল বলতে পারেন?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

না, এখন বলতে পারি না।

Mr. Speaker: Mr. Majumdar, unless you put your question specifically he cannot answer.

Sj. Jagannath Mazumder:

যে সংখ্যক লোক বিল্ড ইউর ওন হাউস স্কীমে ইনক্লুডেড হয়েছে তারা লোন বা সাহায্য পেয়েছে কি?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: That is it.

Dr. Brindabon Behari Bose:

মন্ত্রিমহাশয় কি বলবেন, হাওড়া জেলায় কোন্ কোন্ থানায় এইরূপ কনস্ট্রাকশন করা হয়েছে?

Mr. Speaker: That question does not arise.

Sj. Radhanath Chattoraj:

বিধ্বস্ত জায়গায় এখন পর্যন্ত যাদের দেওয়া হয় নি তাদের গৃহঋণ দেওয়া হবে কি?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

সেটা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করবেন।

Revision of schemes included in the Second Five-Year Plan for West Bengal

***95. Sj. Ganesh Ghosh:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Development Department be pleased to state—

(*a*) whether any of the Second Five-Year Plan targets are to be revised in West Bengal;

(*b*) if so, which targets are to be so revised and the amount of money involved in each revision; and

(*c*) whether any representation has been made by the West Bengal Government to the Centre against any such reduction of Plan targets in West Bengal?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: (*a*) No.

(*b*) and (*c*) Do not arise.

Sj. Ganesh Ghosh:

এটা নিশ্চয়ই জানেন সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যান প্ল্যানিং কমিশন যথেষ্ট রিভিশন করেছেন—বিভিন্ন ক্ষেত্রে টাকা কমানো হয়েছে—সোস্যাল সার্ভিসেস স্কীমে ১৪ পারসেন্ট, হাউসিং স্কীমেও কমানো হয়েছে—সুতরাং ওয়েস্ট বেঙ্গলের বেলায় আগের মতই আছে, এটা কেমন ক'রে বলা যেতে পারে একটু বুঝিয়ে দেবেন?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া কি কমিয়েছে না কমিয়েছে তা আমরা দেখব না যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা স্পেসিফিক্যালি আমাদের বলছেন তোমাদের বরাদ্দ কমাও—তাঁরা এখনও আমাদের কমাতে বলেন নি।

Sj. Ganesh Ghosh:

যে টাকা সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানে পশ্চিম বাঙলার পাওয়ার কথা সেই টাকা সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যান পিরিয়ডে পাওয়া যাবে তার কোন অ্যাসিওরেন্স আছে কি?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

কি অ্যাসিওরেন্স?

Sj. Ganesh Ghosh:

বাঙলাদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল মিটিংএ গিয়েছিলেন, তিনি কি সেখানে এই অ্যাসিওরেন্স পেয়েছেন ব'লে রিইটারেট করেছেন?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: I do not know.

Mr. Speaker: I do not follow.

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

তিনি জানতে চেয়েছেন দিল্লীতে মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিম বাঙলার বরাদ্দ সম্পর্কে কোন অ্যাসিওরেন্স পেয়েছেন কিনা?

Mr. Speaker: That does not arise.

Sj. Ganesh Ghosh:

পশ্চিম বাঙলায় সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যান সম্পর্কিত সমস্ত প্ল্যান অ্যাপ্রুভড হচ্ছে না, ডিসঅ্যাপ্রুভড হচ্ছে, এটা কি পশ্চিম বাঙলা সরকার অফিসিয়ালি জানেন?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

না।

Sj. Ganesh Ghosh:

সল্ট লেক রিক্লামেশনের ব্যাপারটার কি হ'ল?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: That was not in the Second Five-Year Plan.

এটা তো দ্বিতীয় পরিকল্পনায় নাই—ডিটেলস পড়লেই দেখতে পাবেন।

Sj. Ganesh Ghosh:

হাউস-বিল্ডিং সম্পর্কে প্রথমে ছিল ১৪ হাজার টেনমেন্ট তৈরি হবে সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানএর মধ্যে, কয়েকদিন আগে সরকারী মুখপাত্র ঘোষণা করেন যে, ১০ হাজার করা হবে, ১৪ হাজার নয়—সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানএর রিভাইজড এডিশনএ এটা কত?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: You better ask the Housing Minister for that.

Mr. Speaker: Mr. Ganesh Ghosh, you are straying from the point. The answer given by the Hon'ble Minister was that everything is inconclusive so far. Once you accept the position as inconclusive, a conclusive answer cannot be given. It is plain logic.

Sj. Ganesh Ghosh:

আমি জানতে চাচ্ছিলাম—

Mr. Speaker: The Hon'ble Minister said so far as the revision of the Second Plan is concerned, we have no conclusive knowledge as to the extent of the revision. How can he answer your hypothetical questions?

Sj. Ganesh Ghosh:

সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানের যখন রিভিশন হচ্ছে—এটা আজকে যাঁরা খবর রাখেন, তাঁরা জানেন এই অবস্থায় কি পশ্চিম বাংলা সরকার বলতে পারেন না কি কি রিভাইজড করা হচ্ছে? আপনি আমার প্রশ্ন ডিসঅ্যালাউ করতে পারেন—

Mr. Speaker: You have not followed what I said. I am not the person who is answering the question. He says, so far as the West Bengal Government is concerned, we have no definite knowledge as to the extent of the revision that is likely to take place. Your questions are based more or less on revision.

Sj. Ganesh Ghosh: Exactly.

Mr. Speaker: He says 'I don't know'.

Dr. Narayan Chandra Ray: Sir, please read the question and the answer.

Mr. Speaker: Dr. Ray, thirty years I have earned my bread and butter by putting these questions and answers.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানএর যে রিভিসন হচ্ছে সেটা ইনকনক্লুসিভ তিনি বলছেন—এখানে আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এই যে সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানএর প্রুনিং এবং রিভিসন হচ্ছে অন অল-ইন্ডিয়া বেসিস এবং আমরা জানি থার্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানএর ড্রাফ্ট তৈরি হচ্ছে। এমতাবস্থায় তাই

overall prunning of the Second Five-Year Plan on all-India basis

তার এফেক্ট কি গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলএর সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যান টার্গেটএর উপর পড়ে না?

Mr. Speaker: Now, I am not inclined to listen to speech even from the Treasury Bench. Mr. Ghosh, if you have a straight answer, give it.

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

আজ পর্যন্ত গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া থেকে আমাদের কিছু বলা হয় নি, সুতরাং আমাদের স্ট্যান্ড আগের মতই আছে।

Sj. Jagannath Mazumder:

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বলবেন কি, যে প্ল্যান এখনও রিভাইজ করা হয় নাই, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্ল্যান প্যাটার্নএর শতকরা ২৫ ভাগ যেটা পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের দেওয়ার কথা, সেই পুরোপুরি শতকরা ২৫ ভাগ টাকা দেওয়ার ক্ষমতা কি পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের আছে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

প্রথম হচ্ছে, ২৫ ভাগ টাকা দেওয়ার কথা নাই। ১৫৭ কোটি টাকার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ-সরকারকে যে ৬৮ কোটি টাকা দিতে হবে, সেই ৬৮ কোটি টাকা দেবার ক্ষমতা পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের আছে।

Total allotment for Second Five-Year Plan for West Bengal

***96. Sj. Sudhir Chandra Bhandari:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Development Department be pleased to state—

(ক) সমস্ত পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জন্য সরকার কত টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন ; এবং

(খ) ঐ মঞ্জুরীকৃত টাকার মধ্যে কত টাকা সরকারী পরিকল্পনার জন্য ও কত টাকা বে-সরকারী পরিকল্পনার জন্য মঞ্জুর হইয়াছে?

The Minister of State for Development (the Hon'ble Tarun Kanti Ghosh):

(ক) বিহার হইতে স্থানান্তরিত অঞ্চল সমেত সমস্ত পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জন্য বরাদ্দ মোট ১৫৭·৬৭ কোটি টাকা।

(খ) ঐ টাকা পুরাপুরি সরকারী পরিকল্পনার জন্যই বরাদ্দকৃত আছে। উহার মধ্যে বে-সরকারী খাতে কোন বরাদ্দ নাই।

Electrification of villages in police-stations of Hirapur and Kulti

***97. Janab Taher Hossain:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Development Department be pleased to state—

(*a*) whether Government have any scheme for electrification of the villages in police-stations of Hirapur and Kulti in the district of Burdwan; and

(*b*) if it is a fact that quite a large number of people, both businessmen and general public, of those two police-stations, have applied for electric connections?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: (*a*) No.

(*b*) A few petitions were received from the residents of these areas and were replied to.

[3-20—3-30 p.m.]

Sj. Hare Krishna Konar:

ওখানে ইলেকট্রিফিকেশনের জন্য কত লোক দরখাস্ত করেছিল?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: A few petitions were received from the residents of those areas and were replied to.

Sj. Hare Krishna Konar:

এ সম্বন্ধে যে কনক্রিট প্রশ্ন রয়েছে—

whether it is a fact that a large number of people applied for electric connections

এই 'ফিউ' বলতে কত বোঝাচ্ছে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: I do not know.

Sj. Hare Krishna Konar:

এখানে গ্রামে গ্রামে ইলেকট্রিসিটি বাড়াবার পরিকল্পনা সরকারের আছে ব'লে ঘোষণা করা হয়। যেখানে কনজেস্টেড এরিয়া সেখানে এটা মঞ্জুর করা হয় নাই কেন?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: The State Electricity Board are a statutory body and they decide where they would have the electricity. So if you want to ask any further questions you better ask them. As far as we have come to know from them they are not going to put the electricity at Hirapur and Kulti this year........

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

এই যে ইলেকট্রিসিটি মঞ্জুর করা হবে কি না হবে, এটা কোন নীতিতে বোর্ড ঠিক করে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: It is their discretion. The Board decides but it is a statutory body.

UNSTARRED QUESTIONS

(answers to which were laid on the table)

Improvement of weaver community in Malda district

21. Sj. Monoranjan Misra: Will the Hon'ble Minister in charge of the Cottage and Small-Scale Industries Department be pleased to state—

(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে, মালদহ জেলায় তাঁতী বা মোমীন সম্প্রদায় অর্থাভাবে তাঁতের কার্য সুচারুভাবে চালাইতে পারিতেছেন না; এবং

(খ) অবগত থাকিলে, ঐ সম্প্রদায়ের শিল্পকে রক্ষা করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

The Chief Minister and Minister for Cottage and Small-Scale Industries (the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy):

সূতি বস্ত্রোৎপাদনের পরিমাণ অথবা উৎকর্ষের দিক হইতে এই জেলা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নহে। অন্যান্য জেলার ন্যায় এই জেলার তাঁতীদিগকেও বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে সরকারী তহবিল হইতে বিবিধ সাহায্য দান করা হইতেছে।

Mr. Speaker: Unstarred question No. 20 is expected to be answered by the Chief Minister and I have been requested by him to hold it over. It will come up tomorrow.

Dr. Golam Yazdani:

মালদহ জেলায় টোট্যাল মেম্বার অফ উইভার্স কত?

Sj. Chittaranjan Roy:

নোটিস চাই।

Dr. Golam Yazdani:

এর মধ্যে কত তাঁতী ঐ শিল্পের উপর নির্ভর করে?

Sj. Chittaranjan Roy:

নোটিস চাই।

Dr. Golam Yazdani:

সেখানে বছরে তাঁতবস্ত্র কতটা উৎপন্ন হয়?

Sj. Chittaranjan Roy:

তা জানা নাই, নোটিস চাই।

Dr. Golam Yazdani:

এই যে বলেছেন, এই জেলার তাঁতীদিগকে বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে সরকারী তহবিল হইতে বিবিধ সাহায্য দান করা হইতেছে, আমি জিজ্ঞাসা করি, এই বিভিন্ন পরিকল্পনা কি কি তা জানতে পারি?

Sj. Chittaranjan Roy:

তাঁতশিল্পের উন্নতির জন্য ১৯৫৬-৫৭ সালে মূলধন বাবত ঋণ দেওয়া হয়েছে ৬৮ হাজার ৫০০ টাকা। শেয়ারের জন্য ঋণ দেওয়া হয়েছে ২ হাজার ২৪৫ টাকা। তাঁত সরঞ্জামের জন্য গ্র্যান্ট দেওয়া হয়েছে ২৩ হাজার ৩৫০ টাকা। তা ছাড়া ১৯৫৬-৫৭ সালে ৪টা বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছিল, ও নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান খোলা হয়েছিল। সমবায় সমিতি থেকে যেসমস্ত কাপড় বিক্রয় হয়েছে তার রিবেট দেওয়া হয়েছে।

Reconstitution of West Bengal Handloom Board and State Khadi and Village Industries Board

22. **Sj. Monoranjan Hazra:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Cottage and Small-Scale Industries Department be pleased to state—

(*a*) whether the Government has recently reconstituted the West Bengal Handloom Weaving Board and the State Khadi and Village Industries Board;

(*b*) if so, who are the members of each Board; and

(*c*) the principle and basis of selecting the personnel of each Board?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: (*a*) Yes.

(*b*) Statements "A" and "B" are laid on the Library Table.

(*c*)(*i*) Representatives of Industrial Unions and M.L.A.s of districts, where there is concentration of handlooms, have been selected to serve on the reconstituted West Bengal Handloom Board. This is in keeping with the emphasis laid on the development of handloom industry through the Industrial Co-operatives.

(*ii*) The personnel of the State Khadi and Village Industries Board have been selected on the principle of having representatives of the various kinds of village industries to serve on the reconstituted Board, instead of limiting the same to one group only.

Sj. Monoranjan Hazra:

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় লাইব্রেরি টেবিলএ যেটা রেখেছেন, তার থেকে দেখা গেল যে, স্টেট-মেন্ট (এ)এর উত্তরে আছে—আপনার হ্যান্ডলুম উইভিং বোর্ড যেটা আছে, তার ১৪ নম্বর থেকে ২৫ নম্বর পর্যন্ত, মোট ১২ জন এম এল এ ঐ বোর্ডের মধ্যে আছেন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এর মধ্যে কি একজনও বিরোধী পক্ষের এম এল এ-কে নেওয়া যেতে পারত না?

Sj. Chittaranjan Roy:

যাদের সুটেব্‌ল মনে করা হয়েছে, তাদের নেওয়া হয়েছে।

Sj. Monoranjan Hazra:

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় সি(২)এর উত্তরে বলেছেন ইনস্টেড অফ লিমিটিং দি সেম টু ওয়ান গ্রুপ অনলি', আবার পরের প্রশ্নে বলছেন গ্রুপ হিসাবে নেওয়া হয় নি, ভেরিয়াস কাইন্ডস অফ ভিলেজ ইন্ডাস্ট্রিজতে যাদের অভিজ্ঞতা আছে, তাদের নেওয়া হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করছি এই যে ১২ জন এম এল এ-কে নেওয়া হয়েছে, তাদের কি কি অভিজ্ঞতা আছে?

Sj. Chittaranjan Roy:

একটা হচ্ছে ভিলেজ ইন্ডাস্ট্রিজ বোর্ড, আর একটা হচ্ছে-হ্যান্ডলুম উইভিং বোর্ড। এই ১২ জন সদস্যকে হ্যান্ডলুম উইভিং বোর্ডএ রেফার না ক'রে ভিলেজ ইন্ডাস্ট্রিজ বোর্ডএ রেফার করেছেন, এই নীতিটা বোধ হয় ভুল করেছেন। এটা উইভিং বোর্ডে খাটে না।

Sj. Monoranjan Hazra:

সেই নীতিটা কি এর বেলায় প্রযোজ্য নয়?

Sj. Chittaranjan Roy:

এই ভিলেজ ইন্ডাস্ট্রি বোর্ড এটা স্ট্যাটুটরি বোর্ড নয়। এটা স্টেটের অ্যাডভাইসরি বোর্ডে আছে। এটাকে স্ট্যাটুটরি বোর্ড করবার জন্য একটা বিল আনা হয়েছে। স্টেট খাদি অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ কমিশনার যে প্রিন্সিপল ফলো করে, এই উইভিং বোর্ডকেও সেই প্রিন্সিপল ফলো ক'রে করা হয়েছে। এই উইভিং বোর্ডএর শাখা স্ক্যাটার্ড থ্রুআউট দি স্টেট। তাঁরা যাদের অ্যাডভাইস করেছেন এবং সুটেবল ব'লে মনে করেছেন, তাঁদের এখানে নেওয়া হয়েছে।

Sj. Monoranjan Hazra:

আপনি সুটেবল বলতে কি মীন করছেন?

Sj. Chittaranjan Roy:

সুটেবলএর অনেক মানে হয়। সুটেবল বলব যাদের বিশেষ যোগ্যতা আছে, যাদের জ্ঞান আছে, সকল বিষয় তারাই সুটেবল ভিলেজার্স। এই সুটেবলএর কোন ডেফিনিশন দেওয়া যায় না।

Sj. Monoranjan Hazra:

মিঃ স্পীকার, স্যার, মন্ত্রিমহাশয় বিশেষজ্ঞদের কথা বলেছেন। আমি ১৩ নম্বর প্রশ্নের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সেখানে আছে—

Sj. Shyamapada Banerjee, member, All-India Handloom Board and Secretary, Hooghly Co-operative Industrial Union.

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি অবগত আছেন, এবারে বাজেট সেসনের সময় শ্যামাপদ ব্যানার্জি সম্বন্ধে মাননীয় সদস্য বিজয়বাবু অভিযোগ করেছিলেন?

Mr. Speaker: Question disallowed.

[3-30—3-40 p.m.]

Sj. Monoranjan Hazra:

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় পরিষ্কার ক'রে বলবেন যে, এই শ্যামাদাস ব্যানার্জি হুগলি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কো-অপারেটিভ সম্বন্ধে কোন অভিযোগ করেছিল কি?

Mr. Speaker: Question disallowed.

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বলবেন কি, কি কারণে এই স্টেট খাদি অ্যান্ড ভিলেজ ইন্ডাস্ট্রিজ বোর্ডকে রিকনস্ট্রাক্ট করার দরকার হ'ল?

Sj. Chittaranjan Roy:

এখানে একটা অ্যাডভাইসরি বোর্ড ছিল, এই বিল আসার পর এটা স্ট্যাটুটরি বোর্ড হচ্ছে।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

আপনি বলেছেন বোর্ড যেটা ছিল সেটা রিকনস্টিটিউট করেছেন, পুনর্গঠন করেছেন। কি কারণ ঘটেছিল যার জন্য এটাকে পুনর্গঠন করা হ'ল?

Sj. Chittaranjan Roy:

এই বোর্ড প্রয়োজন মনে করেছিল ব'লেই এই বোর্ডকে রিকনস্টিটিউটেড করা হয়েছে।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

কি প্রয়োজন সেটা জানতে চাই?

Sj. Chittaranjan Roy:

এই অ্যাডভাইসরি বোর্ডএর অ্যাডভাইসএ তারা প্রয়োজন মনে করেছিল।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

আপনি এই যে, নতুন বোর্ডের মেম্বারএর কথা বলেছেন, শুধু ভিলেজ ইন্ডাস্ট্রিজএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এমন সব লোককে এই বোর্ডের মেম্বার করা হয়েছে, না বাইরের লোকও আছে?

Sj. Chittaranjan Roy:

সবাই এই ভিলেজ ইন্ডাস্ট্রিজএর সঙ্গে সংযুক্ত, তবে বাইরের লোক আছে কিনা বলতে পারি না।

Mr. Speaker: Dr. Banerjee, you are fishing for an answer.

Sj. Monoranjan Hazra:

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় (সি)(১)তে বলেছেন যেখানে কনসেনট্রেশন অফ হ্যান্ডলুমস আছে সেখানকার এম এল এ-রা আছে। মন্ত্রিমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করছি—যেখান থেকে মাননীয় সদস্য প্রভাকর পালকে নেওয়া হয়েছে সেখানে কয়খানা তাঁত আছে?

Sj. Chittaranjan Roy:

হুগলি বাংলাদেশের মধ্যে তাঁতশিল্পে বিখ্যাত আজ থেকে নয়, ১০০ বৎসর পূর্ব থেকে।

Sj. Monoranjan Hazra:

সে কথা নয়। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, সিঙ্গুর এরিয়াতে কোন তাঁত নেই। যে এরিয়ার এম এল এ-দের তাঁত সম্বন্ধে জানা আছে তাদের নেন, তা হ'লে আমার বলবার কিছু নেই যেমন ধীরেন মুখার্জিকে নিতে পারতেন কিন্তু এমন একজনকে নিয়েছেন যেখানে একখানাও তাঁত নেই। এখানে আমার প্রশ্ন—কনসেনট্রেশন অফ হ্যান্ডলুমস যেখানে আছে সেই বেসিস কি সব জায়গায় প্রয়োগ করা হয়?

Sj. Chittaranjan Roy:

অনেক জায়গায় তাঁত নাও থাকতে পারে, তবে সমস্ত জেলার সংবাদ যাঁরা রাখেন তাঁদেরই বিবেচনা করা হবে।

Sj. Monoranjan Hazra:

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বলেছেন যে, ১২ জন এম এল এ-কে নেওয়া হয়েছে। এই ১২ জনের প্রত্যেকের এলাকাতেই কি কনসেনট্রেশন অফ হ্যান্ডলুমস আছে?

Sj. Chittaranjan Roy:

সেই জেলায় আছে। ডিস্ট্রিক্ট হিসাবে ধ'রে নিতে হবে।

Sj. Monoranjan Hazra:

মন্ত্রিমহাশয় বলবেন কি, একথা কি সত্য যে, এই বোর্ডে কংগ্রেস এম এল এ ছাড়া নেওয়া হবে না?

Sj. Chittaranjan Roy:

কংগ্রেস এম এল এ ব'লে কোন কথা নেই।

Water-supply in Patelnagar township

23. **Sj. Mihirlal Chatterjee:** Will the Hon'ble Minist charge of the Development Department be pleased to state—

(*a*) what amount has so far been spent for providing tap-water in the township named Patelnagar in Birbhum district;

(*b*) whether any water is being supplied nowadays; and

(*c*) what is the total water rate so far collected?

The Minister of State for Development (the Hon'ble Tarun Kanti Ghosh): (*a*) Rs. 3,18,666.57 nP. up to 31st October, 1957.

(*b*) Yes.

(*c*) No water rate has been collected so far.

Sj. Mihirlal Chatterjee:

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় (সি)এর জবাবে বললেন, 'নো ওয়াটার রেট হ্যাজ বিন কালেক্টেড সো ফার'—এই ওয়াটার রেট অ্যাসেসমেন্ট হয়েছে কি?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

ওয়াটার রেট অ্যাসেসমেন্ট হয় নি। এখানে যে বাড়ি আছে তাতে হিসাবে সাড়ে চার টাকা মাসে পড়ে, সেজন্য ওয়াটার রেট অ্যাসেসমেন্ট করা হয় নি।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

এই যে ৩ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা খরচ হয়েছে এতে ওয়াটার রেট ধরা হয় নি কেন?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

তাদের দেওয়ার ক্ষমতা নাই, হিসাব ক'রে দেখেছি, অনেক বেশি পড়ে যাবে—তাই ওয়াটার রেট করি নি।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

কতগুলি বাড়ি আছে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

টোটাল বাড়ি ১৩৭টি।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

এই বাড়িগুলি কি সরকারী বাড়ি?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

১৩০টি দখল করা হয়েছে—৭টি ছাড়া সেগুলি বেসরকারী।

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

এ বাড়িগুলিতে কি সরকারী কর্মচারী বসবাস করে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে ৩৫টি বাড়ি নিয়েছে, তবে সবগুলিতে বসবাস আরম্ভ করে নি এখনও।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

যেসব সরকারী কর্মচারী মাইনে পান সেইসব বাড়ি দখল ক'রে আছেন তাঁদের ইলেকট্রিসিটি চার্জ দিতে হয়, তা হ'লে ওয়াটার চার্জ করেন নি কেন?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

ওয়াটার রেট হ'লে অনেক বেশি হবে, স্প্রেড ওভার হ'লে তখন করা সম্ভব হবে।

Mr. Speaker: They are tempting people to the locality.

Sj. Mihirlal Chatterjee:

এই টাউনসিপে মাত্র ১০৭টি বাড়ি আছে, বাড়ির সংখ্যা কি বাড়াবেন?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

যখন লোকের ডিম্যান্ড হবে তখন বাড়ান হবে।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

তা হ'লে যতদিন বাড়ি হবে না ততদিন ওয়াটার রেট হবে না?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

আপাততঃ নিই না। উই মে রিভাইজ দি পলিসি আফটার সামটাইম।

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

Number of co-operative agricultural farms in Birbhum district

*98. **Sj. Amarendra Nath Sarkar:** Will the Hon'ble Minister in char of the Co-operation Department be pleased to state—

(a) whether any co-operative agricultural farm is in operation in t district of Birbhum;

(b) if so, the number of such farms; and

(c) if not, what steps, if any, have been taken by the Government develop co-operative agricultural farming in the said district?

The Deputy Minister for Co-operation (Sj. Chittaranjan Roy): (a) Y

(b) Six.

(c) Does ot arise.

Sj. Amarendra Nath Sarkar:

ছটি কো-অপারেটিভএর কথা বলেছেন—তার নাম কি?

Sj. Chittaranjan Roy:

(১) রামকৃষ্ণ সমবায় সমিতি, থানা মহম্মদবাজার, (২) টাকীপুর বরঘোটা কৃষি সমি থানা রাজনগর, (৩) কালাহাপুর কৃষি সমবায় সমিতি, থানা মুরারয়, (৪) বিরাম মি সমবায় কৃষি সমিতি, থানা লাভপুর, (৫) লাভপুর কো-অপারেটিভ ফার্মিং সোসাইটি, থ লাভপুর, (৬) হেতমপুর সমবায় কৃষি সমিতি, থানা দুবরাজপুর।

Sj. Amarendra Nath Sarkar:

হেতমপুরে যে কো-অপারেটিভ করেছেন তার মালিক কি সেখানকার রাজা এবং বি বন্দীর মালিক সেখানকার বিখ্যাত জমিদার?

Sj. Chittaranjan Roy:

বিলবন্দীর মালিক ২১ জন মেম্বার, নাম জানতে হ'লে নোটিস চাই।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

এই যে ছটি সমবায় সমিতি—এরা কত একর জমি চাষ করে?

Sj. Chittaranjan Roy:

সেটা বলতে পারি হয়ত। রামকৃষ্ণ সমবায় সমিতি ১৭ একর জমি নিয়ে কাজ আরম্ভ করে। (২) টাকীপুরে বড়ছোটা কৃষি সমবায় সমিতি ১৮৩ বিঘা জমি নিয়ে কাজ আরম্ভ করার স্কীম নিয়েছিলেন। (৩) হেতমপুরে ২৫ একর নিয়ে আরম্ভ করেছেন। আর বাকি ৩টিতে ডেফিনাইট কত এরিয়া নিয়ে ওয়ার্ক অ্যারেঞ্জমেন্ট হয়েছিল সেটা এখন বলতে পারছি না।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

জানতে পারি কি সরকার সমবায় সমিতিগুলিকে কত টাকা অর্থসাহায্য কিংবা ঋণদান করেছেন?

Sj. Chittaranjan Roy:

রামকৃষ্ণ সমবায় সমিতিকে গভর্নমেণ্ট থেকে কন্ট্রিবিউশন করা হয়েছিল গ্র্যাণ্ট-ইন-এইড ১৯৫৩-৫৪ সালে ৩,৫০০ টাকা এবং সাবসিডি দেওয়া হয়েছিল ১২৫ টাকা আর টাকীপুরে সাবসিডি ১৯৫৬-৫৭ সালে দেওয়া হয়েছিল ১২৫ টাকা আর লাভপুরে, হেতমপুরে এবং অন্য কটিতে আপ-টু-ডেট কত দেওয়া হয়েছে সে সম্বন্ধে জানতে হ'লে আবার কোয়েশ্চেন করুন।

Sj. Monoranjan Hazra:

হেতমপুরে এই যে ২৫ একর জমি—তাতে রাজার কত জমি আছে?

Sj. Chittaranjan Roy:

এই সোসাইটিতে ইন্ডিভিজুয়াল মেম্বারএর কার কত জমি আছে তা জানাতে হ'লে নোটিস চাই।

Scheme for encouraging fishculture in the State

*99. **Sj. Ananga Mohan Das:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Fisheries Department be pleased to State—

(ক) এই বৎসর জনসাধারণকে মৎস্যচাষে উৎসাহী করিবার জন্য সরকার কোন পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন কি;

(খ) করিয়া থাকিলে, তাহা সংক্ষেপে কি;

(গ) জনসাধারণের যে-সকল অসংস্কৃত পুষ্করিণী রহিয়াছে, তাহাতে মৎস্যচাষ লাগাইবার জন্য আগামী ১৯৫৮ সালে সরকার কোন পরিকল্পনা করিয়াছেন কি;

(ঘ) মৎস্যডিম বা ছোট পোনা রক্ষার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি; এবং থাকিলে, তাহা কি;

(ঙ) মেদিনীপুর জেলার ময়না থানাতে বহু ছোট ছোট পুষ্করিণী অসংস্কৃত অবস্থায় আছে কিনা; এবং

(চ) থাকিলে, তাহাতে মৎস্যচাষ করাইবার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা?

Sj. Nishapati Majhi on behalf of the Minister for Forests and Fisheries (the Hon'ble Hem Chandra Naskar):

(ক) হ্যাঁ।

(খ) লাইব্রেরী টেবিলে একটি বিবরণী রাখা হইল।

(ঘ) লাইব্রেরী টেবিলে স্থাপিত বিবরণীর (ঘ)-এ ইহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়াও সরকার বহরমপুরে, মালদহ এবং কালিম্পং-এ তিনটি ধানি পোনা সংরক্ষণ কেন্দ্রে স্থাপন করিয়া বিভিন্ন অবস্থায় পোনার মৃত্যুহার সম্পর্কে কয়েক বৎসর যাবৎ গবেষণা করিতেছেন। এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চালান দেওয়ার সময় যাহাতে পোনার মৃত্যুহার কম হয়, সে-সম্পর্কেও গবেষণা চালান হইতেছে।

(ঙ) ও (চ) হ্যাঁ, যদি পুকুর মৎস্যচাষের উপযুক্ত হয় এবং মালিকগণ লাইব্রেরী টেবিলে স্থাপিত বিবরণীর (ক) ও (খ)-এ বর্ণিত পরিকল্পনা অনুযায়ী যথানির্দিষ্ট জামিনাদি দিয়া মৎস্যচাষ করিবার জন্য ঋণ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক থাকেন।

Sale of forests in East Midnapore Forest Division

***108. Sj. Saroj Roy:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Forests Department be pleased to state—

(ক) মেদিনীপুর জেলার ইস্ট মেদিনীপুর ডিভিসন-এ গত ১১-১১-১৯৫৭ তারিখ হইতে যে-সমস্ত শাল-জঙ্গল নিলামে বিক্রয় করা হইয়াছে, সেই-সমস্ত বিভিন্ন জঙ্গলের মধ্যে ১০ বৎসরের নিম্ন বয়সের, এমন-কি, ৪ বৎসর, ৫ বৎসরের জঙ্গলও বিক্রয় করা হইয়াছে কিনা ;

(খ) প্রাইভেট ফরেস্টস এ্যাক্ট অনুযায়ী ১০ বৎসরের নিম্ন বয়সের শাল-জঙ্গল কাটা বন্ধ করবার কোন ব্যবস্থা সরকারের আছে কিনা; এবং

(গ) আইনগতভাবে প্রাইভেট ফরেস্টস এ্যাক্ট-এর কোন পরিবর্তন না করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডাইরেক্টরেট অফ ফরেস্টস হইতে ১০ বৎসরের নিম্ন বয়সের কোন জঙ্গল নিলাম করার জন্য ইস্ট মেদিনীপুর ডিভিসনকে কোন নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে কিনা ?

Sj. Smarajit Bandyopadhyay on behalf of the Minister for Forests and Fisheries (the Hon'ble Hem Chandra Naskar):

(ক) কোন কোন জঙ্গলে ১০ বৎসরের নিম্ন বয়সের গাছও কিছু কিছু ছিল।

(খ) হ্যাঁ, বে-সরকারী বনের জন্য ঐরূপ ব্যবস্থা ছিল।

(গ) প্রাইভেট ফরেস্টস এ্যাক্ট সরকারী জঙ্গলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। সেই কারণে এই ক্ষেত্রে ঐ এ্যাক্ট-এর পরিবর্তনের প্রশ্ন উঠে না। এই বিক্রয়ে পশ্চিমবঙ্গ দক্ষিণাঞ্চলের বনপাল ও পশ্চিমবঙ্গের মহাবনপালের সম্মতি ছিল।

[3-40—3-50 p.m.]

Sj. Saroj Roy:

প্রাইভেট ফরেস্ট আক্ট অনুযায়ী যে ব্যবস্থা ছিল বলা হয়েছে, এটা কি এই কারণে ছিল না যে, ১০ বৎসরের কম বয়সের শালগাছ কাটলে বনের গ্রোথ কমে যাবে, জঙ্গলের ক্ষতি হবে ঐ জনাই কি ঐ ফরেস্ট আইনটা ছিল না ?

Sj. Smarajit Bandyopadhyay:

না, গভর্নমেন্টের হাতে প্রাইভেট ফরেস্ট আসবার পর কাঠ অত্যধিক আক্রা হচ্ছে, সেইজন্য ফেলিং টাইটেলের কোন বদল না ক'রে কোন কোন ইউনিটএ আডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজমেন্টের কর্তৃত্বাধীনে কিছু কিছু গাছ কাটার অনুমতি দেওয়া হয়েছে—কাঠের অত্যধিক চাহিদা মিটাবার পারপাসেই অর্ডিনারি পন্থায় করা হয়েছে।

Sj. Saroj Roy:

আমার সাপ্লিমেন্টারী কোয়েশ্চেনটা পরিষ্কার ছিল যে, ১৯৪৮এ প্রাইভেট ফরেস্ট অ্যাক্টের যে অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছে তাতে আছে ১০ বৎসরের কম বয়সের শালগাছ কাটলে জঙ্গলের ক্ষতি হয়, সে বিষয় আপনি কি জানেন?

Sj. Smarajit Bandyopadhyay:

গভর্নমেন্টের অধীনে আসবার পর প্রাইভেট ফরেস্ট অ্যাক্ট অ্যাপ্লাই করে না।

Sj. Saroj Roy:

আপনি যে জবাব দিয়েছেন তাতে কোন কোন জঙ্গলে দশ বৎসরের নিম্নবয়সের গাছও ছিল—আমার প্রশ্ন হচ্ছে, যেসমস্ত জঙ্গল দশ বৎসরের কম বয়সের গাছে পূর্ণ—সেসব জঙ্গল অ্যাজ এ হোল কাটা হয়েছে কিনা?

Sj. Smarajit Bandyopadhyay:

না।

Sj. Saroj Roy:

আমার যে সংবাদ, তাতে জেনেছি যে, লালগড় ইউনিটের গ্রুপ নং এল জি ১৯—এল জি ২২ সমগ্র জঙ্গল কেটে দেওয়া হয়েছে।

Sj. Smarajit Bandyopadhyay:

আপনি যা বলছেন তা আমার জানা নাই।

Sj. Saroj Roy:

আপনি জবাবে বলেছেন যে, সমগ্র জঙ্গল কেটে দেওয়া হয় নাই—এই যে তথ্য আপনি বলেছেন—এ সম্বন্ধে আরও আপনি খোঁজ নেবেন কি?

Sj. Smarajit Bandyopadhyay:

হ্যাঁ, নেব।

Sj. Saroj Roy:

আপনি কি জানেন, ১০ বৎসরের জঙ্গলেও ৩।৪ বৎসরের গাছ কাটলে জঙ্গলের ক্ষতি হয়? সেইজন্য দশ বৎসরের জঙ্গল পায় না ব'লে ব্যবসায়ীরা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টকে বাধ্য করেছে ৩।৪ বৎসরের জঙ্গল কাটার হুকুম দিতে?

Sj. Smarajit Bandyopadhyay:

আমি জানি না।

Sj. Saroj Roy:

মন্ত্রিমহাশয় কি জানাবেন—দশ বৎসরের কম যেসব জঙ্গল আছে সেসব জঙ্গল প্রতি বৎসর কাটলে জঙ্গলের ক্ষতি হয় কিনা?

Sj. Smarajit Bandyopadhyay:

আমি তো বলেইছি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পারপাসএ করা যা হয়েছে তাতে কিছু কিছু ক্ষতি হয়েছে বটে, কিন্তু ভবিষ্যতে আর হবে না।

Sj. Saroj Roy:

মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পারপাসটা কি ছিল?

Sj. Smarajit Bandyopadhyay:

মাননীয় সদস্য মহাশয়ের হয়ত মনে আছে, ফরেস্টএর বাজেটে তিনি কাট মোশনও দিয়েছিলেন, প্রাইভেট ফরেস্ট আমাদের হাতে আসার ফলে আমাদের ফরেস্ট বিভাগের জঙ্গলগুলিকে রিঅ্যারেঞ্জ করতে হয়েছে—কতকগুলি ইউনিটএর এক একটা বিভাগ করা হয়েছে, তার ফলে কিছু ছোট ছোট গাছ কাটতে হয়েছে বটে, কিন্তু আমাদের নিয়ন্ত্রণের কাজ হয়ে গেছে, আর কাটা হবে না।

Sj. Saroj Roy:

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পারপাসএর কথা বলেছেন, কোন কোন অঞ্চলে লালগড় রেঞ্জের কুবা নং জি,টি, ১৬—৩১ জি,টি-র বহু জঙ্গল যে একসঙ্গে কেটে দেওয়া হয়েছে, সেটা কোন্ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পারপাসএ?

Sj. Smarajit Bandyopadhyay:

সে হয়েছে নতুন বন সৃষ্টি করবার জন্য।

Sj. Saroj Roy:

যেখানে যেখানে শাল জঙ্গল কাটা হয়েছে সেখানে কি নতুন বন সৃষ্টি করা হয়েছে?

Sj. Smarajit Bandyopadhyay:

যেখানে যেখানেই কাটা হয়েছে সেখানে সেখানেই নতুন করা হচ্ছে।

Sj. Pramatha Nath Dhibar:

বাংলাদেশে কতগুলি জঙ্গল আছে এবং জঙ্গলে কতগুলি গাছ আছে এবং জঙ্গলে কত গাছ আছে আপনার কি তা জানা আছে? (হাস্য)

[No reply.]

Afforestation of cultivable lands

***101. Sj. Turku Hansda:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Forests Department be pleased to state—

(*a*) if it is a fact that a substantial portion of cultivable land (which used to be cultivated in the past regularly) has been afforested by the Forests Department recently;

(*b*) if so, what is the reason for such action being taken;

(*c*) whether Government are aware that such afforestation has deprived many cultivators of their occupation; and

(*d*) whether Government consider the desirability of stopping such action?

The Minister for Forests and Fisheries (the Hon'ble Hem Chandra Naskar): (*a*) No.

(*b*) to (*d*) Do not arise.

Loans to fishermen for purchase of equipments

***102. Sj. Chitto Basu:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Fisheries Department be pleased to state—

(ক) পশ্চিমবঙ্গের মৎস্যজীবীদের নৌকা, জাল ইত্যাদি ক্রয় করিবার জন্য সরকারের পক্ষ হইতে কি ঋণ প্রদান করা হয়;

(খ) যে মৎস্যজীবীর নিজস্ব কোন জমি নাই, তাহাকে কি ঐ ঋণ মঞ্জুর করা হয়; এবং

(খ) ঋণ মঞ্জুর কি কি শর্তে করা হইয়া থাকে ;

(ঘ) ইহা কি সত্য যে, উদ্বাস্তু মৎস্যজীবিগণের সরকারী সাহায্যে নির্মিত গৃহ ও ক্রীত জমির দলিলাদি প্রদর্শন করিলে এইরূপ ঋণ মঞ্জুর করা হয় না?

The Hon'ble Hem Chandra Naskar:

(ক) সরকারের মধ্যমেয়াদী ঋণদান পরিকল্পনায় দরিদ্র মৎস্যজীবীদিগকে নৌকা, জাল, ইত্যাদি ক্রয় করিবার জন্য শর্তাধীনে ঋণ মঞ্জুর করা হয়।

(খ) শর্তের বিবরণী এতৎসহ উপস্থাপিত করা হইল।

(গ) চাষের জমি না থাকিলেও কতকগুলি শর্তাধীনে এই ঋণ দেওয়া হয়।

(ঘ) ঋণ মঞ্জুর করার ব্যাপারে উদ্বাস্তু মৎস্যজীবী এবং যাঁহারা উদ্বাস্তু নহেন, এরূপ মৎস্যজীবীদের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় না। তবে বন্ধকী সম্পত্তির (মর্টগেজ প্রপার্টিজ) উপর কোন ঋণ মঞ্জুর করা হয় না।

Statement referred to in reply to clause (খ) of starred question No. 102

Loans to fishermen for the purchase of the equipments for augmenting fish supply are sanctioned on fulfilment of the following terms and conditions:

(*a*) Loanees should execute an agreement in the form prescribed by Government.

(*b*) The loanees should hypothecate to Government the boats and nets which are prepared or purchased with the loans and the same would remain as Government properties until the loans are paid—the loanees functioning as users only.

(*c*) The loan is realisable in instalments within a period of five years with $6\frac{1}{4}$ per cent. interest.

(*d*) On regular payment of instalments the loanees are entitled to subsidy at the rate of 25 per cent. on the cost of boats and $33\frac{1}{3}$ per cent. on the cost of nets.

Sj. Chitto Basu:

মন্ত্রিমহাশয় (গ) প্রশ্নের জবাবে বলেছেন যে, কতকগুলি শর্তাধীনে এই ঋণ দেওয়া হয়—"শর্তাধীনে" যে উল্লেখ করেছেন সে শর্তগুলি কি?

Sj. Nishapati Majhi:

যে শর্ত এখানে ছাপানো উত্তরের মধ্যে দেওয়া আছে।

Sj. Chitto Basu:

আপনি বলেছেন (গ) প্রশ্নের উত্তরে যে, চাষের জমি না থাকিলেও কতকগুলি শর্তাধীনে এই ঋণ দেওয়া হয়—ঐ শর্তগুলি কি?

Sj. Nishapati Majhi:

সে শর্ত—চাষের জমি না থাকলেও যদি মাছ চাষ করে, তা হ'লে মৎস্যজীবী বলিয়া নৌকা, জাল খরিদ বাবত ঋণ পায়।

Sj. Chitto Basu:

একথা কি আপনি জানেন যে, ২৪-পরগনা জেলায় এই ধরনের মৎস্যজীবী ১৯৫৭ সালে দরখাস্ত করেছিলেন তাঁরা ঋণ পান নি এই কারণে যে, তাঁদের চাষের জমি নেই।

Sj. Nishapati Majhi:

আমি জানি না।

Sj. Chitto Basu:

আপনি কি জানেন যে, অধঃস্তন কর্মচারীরা বিশেষ ক'রে ফিসারির উপরে তাদের যে চাষের জমিও আছে এই মর্মে রেজিস্টার্ড ডীড চায়?

Sj. Nishapati Majhi:

আপনিই তো আমার চেয়ে ভাল জানেন।

Mr. Speaker:

আপনি প্রশ্নটা আবার ভাল ক'রে প্লেস ক'রে জবাব ক্লেম করতে পারেন।

Sj. Chitto Basu:

আমি জিজ্ঞাসা করছি—যাদের চাষের জমি নেই এই ধরনের মৎস্যজীবীদের সাহায্য দেওয়া হবে কিনা?

Sj. Nishapati Majhi:

দেওয়া হচ্ছে।

Sj. Chitto Basu:

একথা কি সত্য যে, অধস্তন কর্মচারীরা তাদের চাষের জমি আছে, এই ধরনের ডীড মৎস্যজীবীদের কাছে চায়?

Sj. Nishapati Majhi:

আমি জানি না।

[3-50—4 p.m.]

Sj. Chitto Basu:

জাল, নৌকা ইত্যাদি যে টাকায় তৈরি করবে, সেগুলো কি হাইপাথিটিকেট করতে হবে?

Sj. Nishapati Majhi:

এই হচ্ছে নিয়ম।

Sj. Chitto Basu:

লোনের টাকা পেতে গেলে মৎস্যজীবীদের চাষের জমি আছে ইত্যাদি সব দলিলপত্র কি দেখাতে হবে?

Mr. Speaker: Has he got to keep immovable property as security for the loan?

Sj. Nishapati Majhi:

Sj. Chitto Basu:

যেসমস্ত উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে আছেন তাঁদের মর্টগেজ করা ছাড়া অন্য কোন সম্পত্তি নেই, সুতরাং এই রকম ধরনের উদ্বাস্তুদের সাহায্য করবার কি ব্যবস্থা আছে?

Sj. Nishapati Majhi:

মাননীয় সদস্য নিশ্চয় জানেন যে, কো-অপারেটিভের মেম্বার ক'রে এই সমস্ত অসহায়দের সাহায্য করার ব্যবস্থা হচ্ছে।

Sj. Haridas Roy:

দুঃস্থ মৎস্যজীবীদের জাল, নৌকা, বাবত এককালীন কোন সাহায্য দেওয়া হয় কিনা?

Sj. Nishapati Majhi:

জাল ও নৌকা বাবত শতকরা ৭৫ টাকা খরচ করলে আমরা ২৫ টাকা সাহায্য দিতাম। কিন্তু এই সাহায্য ৯৬ হাজার মৎস্যজীবীদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয় নি ব'লে পরিকল্পনায় নিম্নরূপে সংশোধিত করা হয়েছে। ১০০ টাকা নৌকা বাবত দাদন দিয়া ৭৫ টাকা আদায় বৎসরে নেবার ব্যবস্থা আছে। আবার ১০০ টাকা সূতা বা জাল বাবত দাদন দিয়া ৬৭ টাকা আদায় করা হয় ৫ বৎসরের মেয়াদে। এজন্য এ বছর ৬৯ হাজার টাকা মৎস্যজীবীদের দেবার ব্যবস্থা আছে।

Sj. Jagannath Mazumder:

যেসমস্ত মৎস্যজীবী ঋণ মঞ্জুরির সমস্ত শর্ত পূরণ করতে পারেন তাঁদের সকলেই কি ঋণ পান?

Sj. Nishapati Majhi:

আমি ঠিক বলতে পারি না।

Sj. Jagannath Mazumder:

এইরকম কতজন অ্যাপ্লিকান্ট শর্ত পূরণ ক'রে ঋণ পায় নি?

Sj. Nishapati Majhi:

নোটিস চাই।

Sj. Chitto Basu:

ঋণ আদায় করার জন্য কি সার্টিফিকেট জারি হয়?

Sj. Nishapati Majhi:

আপনি বোধ হয় জানেন যে, ২৬ লক্ষ টাকার মধ্যে মাত্র ২১ লক্ষ টাকা আদায় হয়েছে।

Sj. Satindra Nath Basu:

এই লোন স্যাংশনিং অথরিটি কে—ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, না ডিস্ট্রিক্ট ফিসারী অফিসার?

Sj. Nishapati Majhi: District Fishery Officer.

Rates of wages to villagers engaged by Forests Department

*103. **Sj. Rama Shankar Prasad and Sj. Bhadra Bahadur Hamal:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Forests Department be pleased to state—

(*a*) what is the daily rate of payment to forest villagers who are engaged by the Forests Department for various types of work;

(*b*) what other amenities, if any, are provided to them;

(*c*) whether they are required to take any patta to collect firewood, grass, bamboos, etc., from the forest; and

(*d*) if so, what is the rate charged for granting the patta?

The Hon'ble Hem Chandra Naskar: (*a*) Rs. 1.50 to Rs. 2.00 per day.

(*b*) The undermentioned amenities are provided to them, free of cost:

(*i*) Land of 1½ acres in the hills and 2½ acres in plains for homesteads and cultivation.

(*ii*) Dwelling house with water-supply arrangement.

(*iii*) Supply of fuel, poles, bamboos, creepers, edible roots and fruits.

(*iv*) Timber and other materials for their agricultural implements.

(*v*) Grazing of cattle owned by them in reserved forests.

(*vi*) Medical aid.

(*vii*) Primary education for their children.

(*c*) No.

(*d*) Does not arise.

Sj. Rama Shankar Prasad:

এখানে উত্তর দেওয়া হয়েছে দেড় টাকা থেকে দু' টাকা মজুরি দেওয়া হয়, কিন্তু আমি জানি যে, দেড় টাকা থেকে দু' টাকার কম মজুরি দেওয়া হয়—এটা কি সত্য?

Mr. Speaker:

আপনি জানেন তো কোয়েশ্চেন করছেন কেন?

Sj. Rama Shankar Prasad:

मंत्री महोदय ने जो प्रतिदिन की मजदूरी १ रुपया ८ आना से लेकर २रु० तक बतलाया है उससे भी कम दिया जाता है। क्या यह बात सत्य है?

Sj. Smarajit Bandyopadhyay:

मेहरबानी करके बंगला में प्रश्न कीजिए।

Sj. Rama Shankar Prasad:

আপনি বলেছেন উত্তরে দেড় একর জমি হিসে দেওয়া হয় এবং প্লেনে আড়াই একর জমি দেওয়া হয়—এই তফাতটা কেন বলবেন কি?

Sj. Smarajit Bandyopadhyay:

যেখানে যেরকম জমি পাওয়া যায় সেই অনুযায়ী দেওয়া হয়।

Sj. Rama Shankar Prasad:

এটা সম্বন্ধে একটু কন্সিডার করতে পারেন নি?

Mr. Speaker: A hypothetical question cannot be answered.

Sj. Deo Prakash Rai: Is it a fact that Forest villagers were provided with 3 acres of land for their homestead and cultivation—has that been decided by the Government?

Sj. Smarajit Bandyopadhyay:

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

এরা যে কাজ করে, এদের কাজের কোন ঘন্টা নির্দিষ্ট আছে কি?

Sj. Smarajit Bandyopadhyay:

সেটা আমার ঠিক জানা নেই।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

এদের মিনিমাম ওয়েজ এবং মিনিমাম কাজ—এরকম কিছু ঠিক করা আছে কি?

Sj. Smarajit Bandyopadhyay:

মিনিমাম ওয়েজ আছে, মেয়েদের কম দেওয়া হয়, ১·২৫ নয়া পয়সা ক'রে।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

আমার প্রশ্ন হ'ল যে. কি পরিমাণ কাজের জন্য কি পরিমাণ ওয়েজ দেওয়া হয়, সেটা বলবেন কি?

Sj. Siharajit Bandyopadhyay: I want notice.

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

এদের যদি বেশি সময় কাজ করতে হয় বা রাত্রে কাজ করতে হয় কিম্বা কোন বিপজ্জনক জায়গায় কাজ করতে হয় তা হ'লে তার জন্য এদের কিছু অতিরিক্ত দেবার ব্যবস্থা আছে কি?

Mr. Speaker: Question time over. Further questions will be answered tomorrow.

[4—4-10 p.m.]

Border-District activities of Pakistan.

Sj. Pramatha Ranjan Thakur:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি একটা বিষয়ে গভর্নমেন্টএর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। কয়েকদিন আগে মিডল ইস্টের অবস্থা থেকে একটা ওয়ার্লড ওয়ার হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে নদীয়া জেলায় পাকিস্তান যেভাবে পরিখা কাটছে তাতে বর্ডারে যাঁরা বাস করে তাদের মনে নিরাপত্তাবোধের অভাব দেখা দিয়েছে।

Mr. Speaker: Bankim Babu started the hare yesterday. You want the hare to run a little further, but I will not allow the hare to run an inch further.

GOVERNMENT BILL

The West Bengal Agricultural Lands and Fisheries (Acquisition and Resettlement) Bill, 1958.

Clause 7

Sj. Subodh Banerjee: Sir, I beg to move that in clause 7(1), line 3, the words "to every person interested" be omitted.

Sir, I also beg to move that in clause 7, sub-clause (1) proviso:—

(i) in line 2 after the word "compensation" the words "if any" be inserted; and

(ii) in line 3 after the words "for it" the words "to such person" be inserted.

আমার প্রথম বক্তব্য হচ্ছে, ৭ নম্বর ধারার ১ নম্বর উপধারায় 'টু এভরি পার্সন ইন্টারেস্টেড' এই কথাটি আমি বাদ দিতে চেয়েছি। তার কারণ, আমার মনে হয় যে, ৭ নম্বর ধারায় দুই নম্বর উপধারায় কোন্ নীতিতে খেসারত দেওয়া হবে তা বলা হয়েছে। এবং ৭ নম্বর ধারার ১ নম্বর উপধারায় বলা হচ্ছে টু এভরি পার্সন দেওয়া হবে। সেই জায়গায় আমার ভয় হয় যে, এই হিসেবে খেসারত প্রত্যেককে দিতে হবে কিনা? আমি মনে করি খেসারতের যে তালিকা দেওয়া হয়েছে

that should be the total amount of compensation which may be apportioned among different claimants.

এটাই হওয়া উচিত এবং তা যদি হ'তে হয় তা হ'লে টু এভরি পার্সন এই কথাটা বললে সেটা ঠিক হয় না বরং উল্টোটা বোঝায় যে, প্রত্যেকেই যাদের এতে ইন্টারেস্ট আছে তাদের প্রত্যেকেই ঐ টোটাল অ্যামাউন্ট অফ কম্পেনসেশন দিতে হয়। এইজন্য আমি টু এভরি পার্সন এটা তুলে দিতে চাইছি। তা ছাড়া স্যার, আপনি জানেন ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন অ্যাক্ট, ১৯৪৮এ টু এভরি পার্সন কথাটা নেই। সেখানেও আছে, ঠিক এইভাবে

there shall be paid a compensation.

এই ল্যাংগুয়েজটা আছে।

There shall be paid to every person a compensation—

এই টু এভরি পার্সন কথাটা নেই। সেইজন্য টু এভরি পার্সন কথাটা তুলে দিতে চাইছি।

তারপরে দ্বিতীয় নম্বর সংশোধনী প্রস্তাব প্রোভাইসোতে রয়েছে। সেখানে বলছে কি? যদি কোন জমি পরে রিসেটল করা হয়—

Mr. Speaker: Mr. Banerjee, clause 7 runs thus: "Whenever any fishery and lands are acquired under section 6 there shall be paid in the manner prescribed to every person interested, compensation, the amount of which shall be determined by the Collector, etc." You are suggesting deletion of the words "to every person interested". I am asking you: otherwise who can ask for compensation?

Sj. Subodh Banerjee:

এটাই বলছিলাম। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কম্পেনসেশন কাকে দেবেন। এ বিষয়ে মন্ত্রি-মহাশয়ের বক্তব্যটা হচ্ছে—কনস্টিটিউশনেও বলছে, আর্টিকেল ৩১ বলছে, কোন সম্পত্তি গ্রহণ করা যাবে না কম্পেনসেশন না দিয়ে। এখন এখানে যদি টু এভরি পার্সন না দেওয়া হয় তা হ'লে কোর্টে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন যে, কম্পেনসেশনটা দেওয়া হবে কাকে? এবং সেটা বিচারের ভার কালেক্টরের উপর দেওয়া হবে, না গভর্নমেন্টএর উপর দেওয়া হবে? এইজন্যেই টু এভরি পার্সন কথাটা ও'রা দিয়েছেন। আমার বক্তব্য হচ্ছে টু এভরি পার্সন বললে এটা কি দাঁড়ায়, এটা বিবেচনা ক'রে দেখুন, কারণ ইউ আর অ্যান এমিনেন্ট ল-ইয়ার টু এভরি পার্সন কথাটা যদি আমি ইউজ করি, তা হ'লে প্রত্যেককেই কি এই টোট্যাল অ্যামাউন্ট অফ কম্পেনসেশন দিতে হবে? যদি না দিতে হয় তা হ'লে দ্যাট ইজ ওয়েল অ্যান্ড তা হ'লে থাকুক আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু যদি দিতে হয় তা হ'লে দোজ ওয়ার্ডস সুড বি ডিলিটেড।

আর আমার দ্বিতীয় নম্বর সংশোধনী প্রস্তাবে বলা হচ্ছে—প্রোভাইসোতে বলা আছে, কোন জমি যদি পরে রিসেটল করা হয়, উইথ দি প্রিভিয়াস কাল্টিভেটর তা হ'লে সেখানে কন্সিডারেশন মনি আদায় করা হবে এবং এই কন্সিডারেশন মনিটা অ্যাডজাস্টেড হবে কম্পেন-সেশনএর সঙ্গে। এই কথা বলা হচ্ছে প্রোভাইসোতে। এখন, স্যার, আপনি জানেন—

re-settlement of the land in all cases may not be with the previous cultivator.

তা যদি না হয় তা হ'লে সমস্ত চাষী কম্পেনসেশন পাবে না এবং কম্পেনসেশন যদি না পায় তা হ'লে তার সঙ্গে অ্যাডজাস্টমেন্টএর কোন প্রশ্ন ওঠে না। সেইজন্য ওখানে একটু ফল্টি ল্যাংগুয়েজ আছে ব'লে আমার সংশোধনী প্রস্তাবটা হচ্ছে—

in clause 7, sub-clause (1) proviso—

(i) in line 2 after the word "compensation" the words "if any" be inserted; and

(ii) in line 3 after the words "for it" the words "to such person" be inserted.'

এর অর্থ হচ্ছে, যারা কম্পেনসেশন পাবে, তাদের যদি কন্সিডারেশন মনি কিছু থাকে তা হ'লে অ্যাডজাস্টেড হয়ে যাবে, কিন্তু যারা কম্পেনসেশন পাবে না তাদের সঙ্গে কন্সিডারেশন মনি অ্যাডজাস্টএর কোন প্রশ্ন থাকে না। সেইজন্য ল্যাংগুয়েজটা একটু ডিফেক্টিভ আছে ব'লে আমি এই সংশোধনী প্রস্তাবটা দিয়েছি।

Sj. Phakir Chandra Roy: Sir, I beg to move that in clause 7(2)(a)(i), line 1, after the word "rupees" the words "or less" be inserted.

I also beg to move that in clause 7(2)(a)(ii), line 1, after the word "rupees" the words "or less" be inserted.

I also beg to move that in clause 7(2)(a)(iii), line 1, after the word "rupees" the words "or less" be inserted.

I further beg to move that in clause 7(2)(b)(i), line 1, after the word "rupees" the words "or less" be inserted.

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, কম্পেন্সেশনের যে কথাটা বলা হয়েছে, তাতে আমি ৫০০ টাকার -অর্থাৎ নট লেস দেন এই কথাটা ইনসার্ট করতে চাই।

Sj. Gangadhar Naskar: Sir, I beg to move that for clause 7(2)(a)(iii) the following be substituted, namely:—

"(iii) for the next five hundred rupees of the net average annual income—three times such income;"

Sj. Gangadhar Naskar:

এখানে আমার একটা কথা বলার আছে, যেখানে ১,০০০ টাকার উপর সেখানে ৪ গুণ করার কথা আছে, আমি সেক্ষেত্রে বলতে চাই ৩ গুণ দেওয়া হোক।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal: Sir, I beg to move that for clause 7(2)(b) the following be substituted, namely:—

"(b) for a fishery—

(i) for the first one thousand rupees of the net average annual income—four times such income;

(ii) for the next one thousand rupees of the net average annual income—three times such income;

(iii) for the next one thousand rupees of the net average annual income—two times such income;

(iv) for the balance of the net average annual income—one time such income."

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমার প্রথম বক্তব্য হচ্ছে, ফিসারি যাদের মনোপলি আছে তা ছাড়াও কিছু মিডলমেন এবং কিছু কৃষক এর সংগে জড়িত আছে। সেজন্য আমার কথা হচ্ছে, অ্যাকচুয়ালি যাদের মনোপলি এবং যারা ইচ্ছা ক'রে উচ্ছেদ করেছে এবং এভাবে প্রোডাকশন হ্যাম্পার্ড হয়েছে—এসব দিকে গার্ড করবার জন্য আমি মিডলম্যান, পেজান্ট্রি ও কৃষক এইসমস্ত দিকেই এই অ্যামেন্ডমেন্ট দিয়েছি এবং আমি মনে করি এই অ্যামেন্ডমেন্ট সম্বন্ধে বিবেচনা করা হবে। যদিও জগন্নাথবাবু একটা অ্যামেন্ডমেন্ট দিয়েছেন তা হ'লেও আশা করি আমারটাও বিবেচনা করা হবে।

[4-10—4-20 p.m.]

Sj. Jagannath Koley: Sir, I beg to move that the existing *Explanation* to clause 7 the following *Explanation* be substituted, namely:—

"*Explanation*.—Net average annual income shall mean:—

(a) in the case of agricultural land, one-third of the average value of the produce derived or derivable from such land during a period of five years immediately preceding the date of vesting;

(b) in the case of other land, the average income, less two per cent. of such income, derived or derivable therefrom during a period of five years immediately preceding the date of vesting; and

(c) in the case of a fishery, one-third of the average income from the fishery during a period of five years immediately preceding the date of vesting."

Sj. Provash Chandra Roy: I move that the following proviso be added to clause 7(2)(b), namely:—

> "Provided that compensation shall be Re. 1 if after enquiry it is established that the fishery was either acquired or the land was converted into fishery by forcible occupation."

Sj. Provash Chandra Roy:

স্যার, আমি একটা সর্ট নোটিস অ্যামেন্ডমেন্ট দিয়েছি। সেই অ্যামেন্ডমেন্টএ আমি বলতে চেয়েছি, যেসমস্ত চাষীর ধানী জমি জোর ক'রে নোনা জলে ডুবিয়ে দিয়ে ফিসারি করা হয়েছে সেক্ষেত্রে যারা এই রকম ফোরসিবল পজেসন নিয়ে জোর ক'রে অন্যের জমি ফিসারিতে পরিণত করেছে, তাদের ক্ষতিপূরণ দেয়ার আমরা চিরদিন বিরোধী। কিন্তু যেহেতু সংবিধানে আছে ক্ষতিপূরণ ছাড়া কার কোন সম্পত্তি নেওয়া যাবে না, এই বাধা রয়ে গিয়েছে। সেইজন্য নীতির দিক থেকে এদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিরোধী হ'লেও কেবলমাত্র আইনকে বাঁচাবার জন্য এক টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে চেয়েছি। এই কারণে, আমরা জানি বিশেষ ক'রে সুন্দরবনে আজ যারা ফিসারির মালিক তাদের বেশির ভাগ হচ্ছে গরিব চাষীর রায়ত টেন্যান্ট—আন্ডার-রায়ত—তাদের জমিকে রাতারাতি নদীর ভেড়ী কেটে দিয়ে নোনা জলে ডুবিয়ে দিয়ে এই মেছো-ভেড়ী করেছে।

Mr. Speaker: You have used the word "acquired" and acquisition may be legal or illegal. Please look at the language.

Sj. Provash Chandra Roy:

এই অ্যাকো'য়ার কথাটা থাকলে ক্ষতি কি?

তারপর আছে—

Or the land was converted into fishery by forcible occupation:—

এই পোরসনটা ঠিক আছে। আমার এটা হলে সম্ভব নিতে পারেন।

Mr. Speaker: We cannot accept the portion that is not all right.

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Sir, I have very little to say in reply. I said at the outset that I am going to accept amendment No. 65A moved by Sj. Subodh Banerjee as also the amendment moved by Sj. Jagannath Koley just now.

Sir, I may explain that so far as the other amendments are concerned, it is not necessary for me to accept them.

Mr. Subodh Banerjee's apprehension regarding 'any other person' which he expressed in amendment No. 61 has been explained by me and you, Sir, in your kindness have remarked that the question of apportionment is no doubt there. Therefore I do not accept it.

About compensation, it has been made amply clear that these rates—ten times, eight times, four times and two times—are applicable only when the land is agricultural land. Now, I realise that honourable members want not to pay heavily those men who have converted these lands formerly. But here 'agricultural lands' mean that these lands are still being used for agricultural purposes. Supposing a land has been turned into a fishery. Such people will surely come under other sections or rather sub-sections dealing with compensation for fisheries. Therefore, they would not be getting these rates. And, as the honourable members will find in the booklet, there are smaller raiyats and under-raiyats and honourable friends opposite know that their lands are taken at a rent of 10 rupees or 15 rupees per acre and so these people should get these rates, viz., 10 times, 8 times, 4 times or 2 times. Sir, I think it is necessary to maintain these rates so far as agricultural lands are concerned. Therefore, Sir, I oppose all the other amendments except those that I have accepted.

Mr. Speaker: I am putting all the amendments to vote except amendment No. 65A of Mr. Subodh Banerjee and that of Mr. Koley, which have been accepted by the Hon'ble Minister.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that in clause 7(1), line 3, the words "to every person" be omitted, was then put and lost.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that in clause 7, sub-clause (1) proviso:—

(i) in line 2, after the word "compensation" the words "if any" be inserted; and

(ii) in line 3 after the words "for it" the words "to such person" be inserted,

was then put and agreed to.

The motion of Sj. Phakir Chandra Roy that in clause 7(2)(a)(i), line 1, after the word "rupees" the words "or less" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Phakir Chandra Roy that in clause 7(2)(a)(ii), line 1, after the word "rupees" the words "or less" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Gangadhar Naskar that for clause 7(2)(a)(iii) the following be substituted, namely:—

"(iii) for the next five hundred rupees of the net average annual income—three times such income;

was then put and lost.

The motion of Sj. Phakir Chandra Roy that in clause 7(2)(a)(iii), line 1, after the word "rupees" the words "or less" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Hemanta Kumar Ghosal that for clause 7(2)(b) the following be substituted, namely:—

"(b) for a fishery—

(i) for the first one thousand rupees of the net average annual income ...	four times such income;
(ii) for the next one thousand rupees of the net average annual income ...	three times such income;
(iii) for the next one thousand rupees of the net average annual income ..	two times such income;
(iv) for the balance of the net average annual income	one time such income."

was then put and lost.

The motion of Sj. Phakir Chandra Roy that in clause 7(2)(b)(i), line 1, after the word "rupees" the words "or less" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Provash Chandra Roy that the following proviso be added to clause 7(2)(b), namely:—

"Provided that compensation shall be Re. 1 if after enquiry it is established that the fishery was either acquired or the land was converted into fishery by forcible occupation".

was then put and lost.

The motion of Sj. Jagannath Koley that for the existing *Explanation* to clause 7 the following *Explanation* be substituted, namely:—

"*Explanation.*—Net average annual income shall mean:—

(a) in the case of agricultural land, one-third of the average value of the produce derived or derivable from such land during a period of five years immediately preceding the date of vesting;

(b) in the case of other land, the average income, less two per cent. of such income, derived or derivable therefrom during a period of five years immediately preceding the date of vesting; and

(c) in the case of a fishery, one-third of the average income from the fishery during a period of five years immediately preceding the date of vesting."

was then put and agreed to.

The question that clause 7, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 8

The question that clause 8 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 9

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that in clause 9, line 3, after the words "notify the award" the words "to such persons" be inserted.

Sir, in this amendment I have sought to clear up the point as to whom the notification is to be given and therefore I have wanted to add the words "to such persons" after the word "award" in the third line of the clause which runs thus: "After determination and apportionment of compensation for any fishery or land acquired under this Act, the Collector shall make an award and notify the award in such manner as may be prescribed". There is a rule for prescription but if the Act is to be made more specific, it is better, I think, to add the words "to such persons" after the word "award" so that the affected persons or interested persons will have a chance of getting the notice.

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Sir, I think the words "to such persons" are quite redundant and therefore I oppose the amendment.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 9, line 3, after the words "notify the award" the words "to such persons" be inserted, was then put and lost.

The question that clause 9 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 10

[4-20—4-30 p.m.]

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that clause 10(2) be omitted.

I also move that for clause 10(2) the following be substituted, namely:—

"(2) The Commissioner of Division may revise any order of the Collector of the district and the Board of Revenue may revise any order of the Commissioner of the Division made under sub-section (1) if applications to that effect are made within thirty days of the date of such order."

Sir, by this appellate jurisdiction only one appellate court has been envisaged by section 10. There is no other appellate court and after that the order will be made final and no appeal shall lie against the order passed by the Collector of the district or the Commissioner of the Division.

Sir, it is a very important matter and the question of compensation, question of title and apportionment are involved there. So you may give one appellate jurisdiction to the court, but there should be revisional jurisdiction by the highest revenue authority.

Mr. Speaker: You mean the Member of the Board of Revenue?

Sj. Basanta Kumar Panda: Yes, Sir. One revisional court I wish to introduce, not more. The appellate court is there; only one revisional court there should be at least for the purpose of revenue principles.

Sj. Gobinda Charan Majhi: Sir, I beg to move that in clause 10(2), line 1, the word "No" be omitted.

Sir, I also beg to move that in clause 10(2), line 3, after the word "Division" the words "to the District Judge of the area concerned" be inserted.

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: I have got a simple reply to the argument. I thought that the fishery owners are rich people and therefore there was a talk of reducing their compensation. If they are rich people they can find funds and go to the High Court under 226, and as I have no intention of delaying the decision so far as our administrative machinery is concerned, I think it is not necessary to provide one appeal and then the second appeal to the Commissioner and then the third appeal to the Board of Revenue and then to open the whole door of High Court under 226, etc. The elaborate machinery is not necessary. Therefore, I do not think any purpose would be served by accepting this amendment.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that clause 10(2) be omitted was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that for clause 10(2) the following be substituted, namely:—

"(2) The Commissioner of Division may revise any order of the Collector of the district and the Board of Revenue may revise any order of the Commissioner of the Division made under sub-section (1) if applications to that effect are made within thirty days of the date of such order."

was then put and lost.

The motion of Sj. Gobinda Charan Majhi that in clause 10(2), line 1, the word "No" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Gobinda Charan Majhi that in clause 10(2), line 3, after the word "Division" the words "to the District Judge of the area concerned" be inserted, was then put and lost.

The question that clause 10 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 11

Sj. Pramatha Nath Dhibar: Sir, I beg to move that in clause 11, line 5, after the word "lands" the words "to the landless and fisheries to the fishermen" be inserted.

Sir, I also beg to move that in clause 11, lines 3 and 4, the words "affected or likely to be affected by the fishery and" be omitted.

Sir, I also beg to move that in the proviso to clause 11, line 1, after the word "land" the words "or fishery" be inserted.

Sir, I also beg to move that in the proviso to clause 11, line 4, after the word "land" the words "or Fishery" be inserted.

Sir, I also beg to move that in clause 11, line 3, after the word "lands" the words "or fisheries" be inserted.

এই কথা ইনসার্ট করবার জন্য মন্ত্রিমহাশয়কে অনুরোধ করছি এই কারণে যে, রিক্লামেশন করার পর যে জমি পাওয়া যাবে সেটা সেখানকার স্থানীয় ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিলি করার পর যেসমস্ত খাল, নালা থাকবে সেগুলি সেখানকার মৎস্যজীবীদের মধ্যে বিলি করবার জন্য আমি মন্ত্রিমহাশয়কে অনুরোধ করছি।

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I have got several amendments. First of all, I am moving item No. 90, that in clause 11, lines 7 and 8, for the words and figure "so, however, that such consideration shall not exceed the compensation payable for such land under section 7" the words "taking into consideration the value of similar lands in the village where such land is situated" be substituted.

Now, for the last two sentences I am asking for taking into consideration the value of the locality because the valuation can be made by the Revenue Officer. Even if there is no competition for the taking of the land because under the Land Reforms Act they are going to value the annual produce of any land, they will have readymade data. Therefore, they will not be put to any difficulty to come to actual valuation by so many figures.

Then, in 95 I move that in the proviso to clause 11, line 3, after the words "cultivated it" the words "as a bargadar" be inserted.

Here a distinction is being found because in the previous clauses 6 and 7 Government is acquiring, then Government invests money and energy for the purpose of resettling and for bringing these fisheries to cultivation again. When these lands are brought for cultivation at the cost of the State this question of resettlement comes in. If there was an owner who was the owner of a vast tract of land and he converted this land into fishery, there was no bargadar or anybody under him, then he is the person who becomes the man who last cultivated it. For him there should not be any soft corner, but there should be some consideration for the bargadar who was cultivating it. Therefore, here if this is introduced, that is, "Provided that any such land as was previously cultivated and is fit for cultivation shall be resettled with the person who last cultivated it as a bargadar"......

Mr. Speaker: Supposing he did not cultivate it as a bargadar, what will happen? If your suggestion is accepted it must be the bargadar and nobody else.

Sj. Basanta Kumar Panda: If the land was not under cultivation by a bargadar it was under the cultivation of the owner himself. The first clause ought to be changed in order to bring it in line with the second clause of this section.

Mr. Speaker: If you say it should only be resettled with a bargadar, then nobody else could be resettled.

Sj. Basanta Kumar Panda: There should be a bargadar previously with regard to this land but what I wish to say is this: if the owner was in khas cultivation of this land, then by this State acquisition he gets his land improved at the cost of the State. Then it is provided in the previous clause that the consideration shall not exceed compensation. Therefore, he will be getting more money from the State and thereafter by paying a lesser amount of money he will be getting back his own land.

Then my next amendment is No. 103. I move that in the proviso to clause 11, lines 4 to 6, the words beginning with "on the terms" and ending with "last cultivated it" be omitted.

This is only a consequential amendment. If the earlier portion is accepted then the latter portion is not necessary "on the terms and conditions on which the same was previously held by the person who last cultivated it".

Then I move No. 104—that the following further proviso be added to clause 11, namely:—

> "Provided further that if more than one person desire to take settlement of such land, the Collector may settle it with such person as may offer the highest bid in a public auction."

[4-30—4-40 p.m.]

Sj. Chitta Basu: Sir, I beg to move that in clause 11, lines 5 to 8, for the words beginning with "on payment" and ending with "section 7" the words "in accordance with the principles laid down in section 49 of the West Bengal Land Reforms Act, 1955" be substituted.

Sir, I also beg to move that in the proviso to clause 11, for the word 'person" wherever it occurs the word "tiller" be substituted.

আমি এই সংশোধনীর মধ্য দিয়ে এই বিলে ফিসারি উদ্ধার পাবার পরে উদ্ধারপ্রাপ্ত জমি কিভাবে বিতরণ হবে সে সম্বন্ধে বলেছি—এতে সে সম্বন্ধে যে নীতির নির্দেশ আছে তার পরিবর্তন হওয়া দরকার ব'লে আমি মনে করি। মিঃ স্পীকার, স্যার, আমাদের আইনসভা ১৯৫৫ সালে যে ল্যান্ড রিফর্ম অ্যাক্ট পাশ করেন, সে আইনে সরকার ভূমি কিভাবে বিতরণ করবেন এবং কিভাবে তা নিতে হবে সে সম্বন্ধে কোন নিয়ম নির্দেশ করেন নাই। সেটা কেন এখানে বিবেচনা করা হবে না এবং যে আইন আমরা আগে পাশ করেছি সেটা মাত্র পাশ ক'রে তুলে রাখার জিনিস নয়, সেটা প্রয়োগ করবার জিনিস। ল্যান্ড রিফর্ম অ্যাক্টের ৪৯ ধারায় যা পরিষ্কার লেখা আছে সেটা আর পড়ার দরকার নাই। মাননীয় সুবোধবাবু এই ক্লজ এই-ভাবে না নেন—একথা উল্লেখ করেছেন, যে পক্ষের সদস্যই হোন বিরোধী বা সরকারপক্ষের সকলেই একথা স্বীকার করেন যে, ভূমিহীন কৃষকদের জমি দিতে হবে। ল্যান্ড ফর দি টিলার এটা যখন আমরা এবং ও পক্ষের সভ্যরাও স্বীকার করেন তখন কেন এই আইনের ভিতর দিয়ে সেই প্রিন্সিপলটাকে স্বীকৃতি দেন না, এই হচ্ছে আমার ৪৭ সংশোধনীর বক্তব্য।

আমার ৯২নং সংশোধনী যেটা, সেটাও এর সঙ্গে সম্পর্কিত। যেখানে বলা হয়েছে, উদ্ধার-প্রাপ্ত জমি যে-কোন পার্সনকে দেওয়া হবে—আমি বলছি, যে-কোন পার্সনএর জায়গায় টিলার—

Mr. Speaker: You must use the legal language for the purpose of law.

Sj. Chitto Basu:

টিলার মানে যারা নিজ হাতে চাষ করে।

Mr. Speaker:

টিলারএর এ মানে কোথায় আছে? যে নিজে হাতে চাষ করবে? আমি ডিক্সনারি দেখছি।

Sj. Chitto Basu:

কাল্টিভেট করতে হ'লে বর্গাদার দিয়ে চাষ করাতে পারে, মজুর রেখে তাকে দিয়ে করাতে পারে বা নিজের হাতে করতে পারে। এখানে হোয়াট আই মিন ইজ দিস: যে নিজের হাতে চাষ করবে তাকেই জমি দিতে হবে।

Mr. Speaker:

নিজের হাতে করবে, না লোক লাগিয়ে করবে?

Sj. Chitto Basu:

নিজের হাতে করবে। স্যার, মাই পয়েন্ট হচ্ছে, যে নিজের হাতে চাষ করবে সে যদি ভূমিহীন কৃষক হয় তবে তাকেই দিতে হবে।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal: Sir, I beg to move that in the proviso to clause 11, line 3, after the words "who last" the word "actually" be inserted.

স্যার, আমার একটা অ্যামেন্ডমেন্ট আছে। আমি বলছি, যে জায়গায় জমি পাওয়া যাবে সে জায়গা হচ্ছে সুন্দরবন অঞ্চল এবং সেই অঞ্চল হচ্ছে—ভাগচাষীর প্রধান অঞ্চল। সেইসব জমি থেকে যাদের ওঠানো হয়েছিল তারা কারা? যারা ঐ জমি চাষ করত। যে জায়গা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠেছে এবং যাদের জমি থেকে সরানো হয়েছে এবং যাদের জমি দিতে হবে তাদের সম্বন্ধেই আমি বলছি। অ্যাকচুয়ালি যারা চাষ করেছে লাস্ট এই কথা আমি বলতে চাই খালি লাস্ট থাকলে হবে না, তার আগে অ্যাকচুয়ালি কথাটা বসালে তবে প্রকৃত লোকের পক্ষে পাওয়া সম্ভব হবে।

Sj. Gangadhar Naskar: Sir, I beg to move that in clause 11, lines 7 to 8, for the words beginning with "on payment of such" and ending with "under section 7" the words "free of charge and rent for such land shall be fixed according to the West Bengal Land Reforms Act, 1955" be substituted.

যে জমি উদ্ধার করা হবে—সে জমি বিনা পয়সায় কৃষকদের দিতে হবে এবং ১৯৫৫ সালের ল্যান্ড রিফর্ম আইন অনুসারে যে খাজনা ধার্য আছে সেই অনুপাতেই খাজনা ধার্য করতে হবে।

Mr. Speaker: I was looking into Stroud's Legal Dictionary to find out the legal meaning of 'tillage'. It says 'Tillage' and 'Agricultural' land are synonymous. To constitute a conversion of land into tillage, there must be a breaking of the soil for agricultural purposes; a garden and orchard, for the purposes of Tithes, have always been considered different from agricultural land, for agricultural tithes are great tithes and so on. These are all English words. So, to try to drag in meanings which are not legal is very dangerous.

Dr. Suresh Chandra Banerjee: Sir, I beg to move that in the proviso to clause 11, line 4, after the words "of the land" the words "with such person or persons as have helped in its development, or, if such person is not available" be inserted.

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমার একটা অ্যামেন্ডমেন্ট আছে। এর আগে আমি যে বক্তৃতা দিয়েছি সেই বক্তৃতাকে ভিত্তি ক'রেই আমার এই অ্যামেন্ডমেন্ট দিয়েছি। তাতে বলেছি—জমি অ্যাকোয়ার করার পর দোজ হু কাল্টিভেটেড ইট তারা যদি নিতে রাজী না হয় তবেই যাকে ইচ্ছা তাকে দেবেন। কিন্তু আপনারা জানেন, এমন অবস্থা হ'তে পারে এবং হয়েছে যারা কাল্টিভেশন করেছিল তাদের আপনারা ছাড়িয়ে দিয়েছেন এবং যাদের আপনারা নিয়েছেন তাদের সেটেলমেন্ট দিয়েছেন যে-কোন কারণেই হোক। যারা ঐ জমির পূর্ব কাল্টিভেটর ছিল তাদের দিলেন না, বাইরে থেকে লোক এনে তাদের দিলেন। এই রকম হ'তে পারে এ জন্যই আমি এই অ্যামেন্ডমেন্ট দিচ্ছি—যাতে নাকি যারা কাল্টিভেট করেছিল তারাই পায়।

[4-40—4-50 p.m.]

সেখানে আপনারা বলেছিলেন যে, কাল্টিভেটরদের দেব, আইন অনুসারে গেজেটে ডিক্লেয়ার করা হ'ল যে, তোমাদের দেব। তারা আসার পর তাদের সাহায্য দিয়ে জমি ডেভেলপ করলেন, খাল কাটালেন, ওয়েস্ট ল্যান্ডকে কাল্টিভেবল ল্যান্ডে পরিণত করলেন, রাস্তা হ'ল এবং তারপর বললেন যে, এই ৭৫০ ফিট তোমরা যাও দখল করগে। সুতরাং ইউ ওয়েন্ট সো ফার, ডোন্ট ফরগেট ইট। গভর্নমেন্ট একথা স্বীকার করেছিলেন যে, জোর ক'রে আমরা কোন ক্যাম্প রিফিউজিকে বাহিরে পাঠাব না, কিন্তু আমরা কি দেখলাম.........

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: How does the refugee problem come here?

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

এখন রিফিউজিদের এই সমস্ত প্রবলেম অ্যারাইজ করছে। আপনারা বাগজলায় কাল্টিভেবল ওয়েস্ট ল্যান্ডকে ঠিক করলেন কিন্তু তা কার্যে পরিণত করতে পারলেন না—ডিউ টু দি উইক-নেস অফ দি গভর্নমেন্ট। সেজন্য পরে এই ডিফিকাল্টি আবার দেখা দেবে। সুতরাং আইন যখন করছেন, অতীতের অভিজ্ঞতা যখন আছে তখন যা প্র্যাকটিক্যাল তাই করুন। তা না ক'রে ওয়ার্ড দিয়ে কতকগুলি লোককে এনে, জমি অ্যাকোয়ার ক'রে তাদের দিয়ে ডেভেলপ করিয়ে নিয়ে শেষে কিছুই করলেন না—ক্যান দেয়ার বি এ গ্রেটার একজাম্পল অফ ইনজাস্টিস? সেজন্য আমি সেই জিনিসটা মনে রেখেই এই অ্যামেন্ডমেন্টটা দিয়েছি যাতে ভবিষ্যতে এই প্রবলেম অ্যারাইজ না করে। সুতরাং মন্ত্রিমহাশয়কে বলব যে, তিনি যদি আমার অ্যামেন্ড-মেন্ট গ্রহণ করেন তা হ'লে প্রবলেম সল্ভড্ হয়ে যাবে।

Sj. Provash Chandra Roy: Sir, I beg to move that in the proviso to clause 11, line 4, for the words "with any other person" the words "with local landless labourer" be substituted.

মাননীয় সভাপাল মহাশয়, ক্লজ ইলেভেন প্রোভাইসোতে বলা হচ্ছে যে, সর্বশেষ যে চাষ করছেন তাঁরা একটা নির্দিষ্ট সেলামী দিলে পরে শেষ চাষী সে জমি পাবে। কিন্তু যদি সে নির্দিষ্ট হারে সেই সেলামী না দিতে পারেন তা হ'লে সে আর জমি পাবে না। এ ক্ষেত্রে সরকার বলছেন যে, তা হ'লে সে জমি সরকার যে-কোন লোককে বন্দোবস্ত দিতে পারবেন। (দি অনারেবল বিমলচন্দ্র সিংহঃ কোথায়?) ক্লজ ইলেভেনএ যেখানে বলছেন উইথ এনি আদার পার্সন সেক্ষেত্রে সরকার বলছেন যে, যদি শেষ চাষী সে নির্দিষ্ট হারে সেলামী না দিতে পারে তা হ'লে সে জমি সে পাবে না এবং সে জমি সরকার অন্য যে-কোন লোককে দিতে পারবেন। আমি অ্যামেন্ডমেন্ট দিয়েছি এইজন্য যে, এই অ্যামেন্ডমেন্ট যদি না দেওয়া হয়, এটা ঐভাবে যদি থাকে, তা হ'লে পরে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে, চাষীরা ঐ ধরনের সেলামী দিতে পারবেন না এবং তার ফলে সেই চাষী জমি পাবেন না। যারা অকৃষক বা সেই এলাকার লোক নয়, তারা উচ্চমূল্য দিয়ে বা উচ্চ সেলামী দিয়ে সেই জমি পেয়ে যাবেন। প্রকৃত চাষী যাতে সেই জমি পায় সেজন্য আমি বলছি যে, সর্বশেষ চাষী যদি তা না দিতে পারে তা হ'লে সেক্ষেত্রে অন্য কাউকে না দিয়ে স্থানীয় এলাকায় অন্য যে-কোন চাষী যার জমি নেই তাকে সেটা দিতে হবে।

Mr. Speaker:

তা হ'লে তো কম্পিটিশন লেগে যাবে।

Sj. Provash Chandra Roy:

তা হবে না, স্যার। যদি অকৃষকদের কাছে না গিয়ে যদি তাদের হাতে যায় তা হ'লে ভাল হবে। আশা করি, মন্ত্রিমহাশয় আমার এই অ্যামেন্ডমেন্টটা গ্রহণ করবেন এবং চাষী যাতে প্রকৃত জমি পায় তার জন্য ব্যবস্থা করবেন।

Sj. Subodh Banerjee: Sir, I beg to move that in the proviso to clause 11, line 4, after the words "re-settlement of the land" the words "or cannot be traced" be inserted.

স্পীকার মহাশয়, ১১ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে, ফিসারি এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জায়গাগুলি গ্রহণ করার পর সরকার সেগুলি চাষের উপযুক্ত করবেন এবং চাষের উপযুক্ত করার পর সেগুলি রিসেটল করবেন এবং প্রেফারেন্স দেখা হবে তাঁদের যাঁরা সেই জমি আগে চাষ করেছেন। যদি সেরকম চাষী যিনি আগে চাষ করেছেন তিনি নিতে অস্বীকার করেন তা হ'লে অন্যের সঙ্গে সেই জমি বিলি বন্দোবস্ত করা হবে। কতকগুলি ঘটনা আমার জানা আছে যে ঘটনাগুলি আমি মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে বলতে চাই। যদি জানা থাকে, তবে তাদের জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে, এই জমি তাঁরা নেবেন কিনা। তিনি যদি রাজী হন তা হ'লে অন্য জায়গায় রিসেটল করতে পারেন কিন্তু এমন বহু জায়গা আছে যে জায়গায় চাষীর কোন ট্রেস নেই। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি, ক্যানিং থানার বাসন্তী ইউনিয়নের সেলফেরী গ্রামে ৩৭ ঘর চাষী ছিলেন, মেছোঘেরীর মালিক জল তুলে দিয়ে সেই ৩৭ ঘর চাষীকে বাস্তুচ্যুত ক'রে ছেড়ে দিয়েছেন। গত ৩ বছর ধ'রে আমাদের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁদের কোন ট্রেস পাওয়া যায় নি। এরকম যে জমি, এগুলি কাকে দেবেন—আপনাদের কাছে রেখে দেবেন কি? সেক্ষেত্রে অন্যের সঙ্গে রিসেটল করার ব্যবস্থা এই আইনে থাকা দরকার। তাই আমার বক্তব্য, যদি নিতে অনিচ্ছুক থাকেন এরকম নয়, নেবার মত যদি কাউকে ট্রেস না করতে পারা যায়, তা হ'লে যিনি প্রিভিয়াসলি কাল্টিভেট করেছেন সেই রকম জমি অন্যের সঙ্গে রিসেটল করার ব্যবস্থা থাকা দরকার। তা না হ'লে সরকারের হাতে জমি ফেলে রাখার পক্ষপাতী আমি নই।

Sj. Panchanan Bhattacharjee: Sir, I beg to move that in clause 11, lines 5 to 8, the words and figure "on payment of such consideration as may be determined by the State Government so, however, that such consideration shall not exceed the compensation payable for such land under section 7" be omitted.

Sj. Ramanuj Haldar: Sir, I beg to move that in the proviso to clause 11, line 2, after the word "person" the words "having lands not over fifteen acres" be inserted.

Sj. Gobinda Charan Maji: Sir, I beg to move that in the proviso to clause 11, line 3, after the word "or" the words "on whose land there is the floating fishery right of others" be inserted.

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Sir, I could not understand the points Mr. Panda sought to make out because his amendment No. 95 wants the Government to deal exclusively with bargadars. His amendment No. 104 tries to make out the point that land should be settled with the highest bidder. Now he feels anxious for bargadars and naturally his other proposition cannot come in because in that case we have to shut out those who offer the highest bid because it is well known that bargadars would always be the highest bidders. Sir, all these amendments proceed, if I may be permitted to say so, from confusion of ideas. Therefore, I am unable to accept them.

About amendment No. 98 moved by Dr. Suresh Chandra Banerjee, I am at a loss to understand what he wanted to impress upon the Government. He says that in the Bagjola scheme the refugees have helped in its development. But look at the wording of the amendment. He says that fisheries or lands should be settled with those persons who have helped in the development of these fisheries and those persons who have helped in the development of these fisheries are, as everybody knows, very unscrupulous persons. I do not know what the effect of Dr. Suresh Banerjee's amendment would be. It is precisely to help those whom we are trying to drive out from the fisheries. Sir, I think that this amendment is proceeding from the idea that বাঁধ ভাঙ্গবে যে জমি পাবে সে It may be there has been such confusion in the drafting but that would be the actual effect. So, Sir, I thoroughly oppose the amendment.

[4-50—5-15 p.m.]

Sir, I accept the amendment moved by Shri Subodh Banerjee No. 97, and about other amendments, I refer particularly to the amendment moved by Shri Provash Roy, there is some little confusion of idea. On the one hand we are thinking that the Land Reforms Act should be introduced here; on the other hand it is being suggested that smaller people with less than 2 acres should get land. Sir, I can quite realise and appreciate the anxiety of the members that smaller people, people who used to cultivate those lands, who have been forcibly driven out, should be given the land, but now such a complicated situation exists. Sir, Shri Subodh Banerjee very aptly pointed out that in a few cases it cannot be at all possible for us to trace the old cultivators and moreover as I just dropped a hint yesterday, we may have to have co-operative firms and co-operative fisheries. In that case if we straightaway apply the Land Reforms Act then we apply a ceiling. There is quite a difference of ideas and I say this Act is not modelled on the principle of the Estates Acquisition Act or the Land Reforms Act. Supposing you impose a ceiling, you will have trouble. For instance you will have some trouble in a *beel* in Nadia, some portion belonging to one Zemindar and some portion belonging to another Zemindar. A part has been divested and a part retained. Then the trouble will be going on because water cannot be demarcated in the fashion land can be demarcated. Therefore what the actual shape of things would be it is very difficult to foresee. But this can be foreseen from now that the shape of things would be different from place to place. It will not be the same everywhere. Therefore, the Government must have the power to frame the scheme as the situation demands. Where the landless people who have gone away, if they are available, they should certainly be given land. Those people who used to cultivate land and the small owners also deserve preference. Therefore the schemes are to be individually worked out and no cut and dried principle can be laid down as in the Land Reforms Act. I can however assure the members that the Government who want to drive away unscrupulous people, who are really pushing out the small cultivators, would certainly be not favouring the big owners who are reaping very great profit at national cost. This being so, I accept only the amendment moved by Shri Subodh Banerjee No. 97, and I oppose the rest.

Mr. Speaker: Now I put the amendments to vote.

The motion of Sj. Pramatha Nath Dhibar that in clause 11, line 3, after the word "lands" the words "or fisheries" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Pramatha Nath Dhibar that in clause 11, lines 3 and 4, the words "affected or likely to be affected by the fishery and" be omitted, was then put and lost.

The motion of Sj. Pramatha Nath Dhibar that in clause 11, line 5, after the word "lands" the words "to the landless and fisheries to the fisherman" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Panchanan Bhattacharjee that in clause 11, lines 5 to 8, the words and figure "on payment of such consideration as may be determined by the State Government so, however, that such consideration shall not exceed the compensation payable for such land under section 7", be omitted, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 11, lines 7 and 8, for the words and figures "so, however, that such consideration shall not exceed the compensation payable for such land under section 7" the words "taking into consideration the value of similar lands in the village where such land is situated" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Pramatha Nath Dhibar that in the proviso to clause 11, line 1, after the word "land" the words "or fishery" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Chitto Basu that in the proviso to clause 11, for the word "person" wherever it occurs the word "tiller" be substituted, was then put and lost.

The motion of Sj. Ramanuj, Haldar that in the proviso to clause 11, line 2, after the word "person" the words "having lands not over fifteen acres" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Hemanta Kumar Ghosal that in the proviso to clause 11, line 3, after the words "who last" the word "actually" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in the proviso to clause 11, line 3, after the words "cultivated it" the words "as a bargadar" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Gobinda Charan Maji that in the proviso to clause 11, line 3, after the word "or" the words "on whose land there is the floating fishery right of others" be inserted, was then put and lost.

The motion of Dr. Suresh Chandra Banerjee that in the proviso to clause 11, line 4, after the words "of the land" the words "with such person or persons as have helped in its development, or, if such person is not available" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Pramatha Nath Dhibar that in the proviso to clause 11, line 4, after the word "land" the words "or Fishery" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in the proviso to clause 11, lines 4 to 6, the words beginning with "on the terms" and ending with "last cultivated it" be omitted, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that the following further proviso be added to clause 11, namely:—

> "Provided further that if more than one person desires to take settlement of such land, the Collector may settle it with such person as may offer the highest bid in a public auction."

was then put and lost.

The motion of Sj. Gangadhar Naskar that in clause 11, lines 5 to 8, for the words beginning with "on payment of such" and ending with "under section 7" the words "free of charge and rent for such land shall be fixed according to the West Bengal Land Reforms Act, 1955" be substituted, was then put and a division taken with the following results:—

AYES—60.

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Bindaban Behari
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakraverty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Sisir Kumar
Das, Sj. Sunil
Day, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra

Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Renupada
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Konar, Sj. Hare Krishna
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mondal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Satkari
Modak, Sj Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Naskar, Sj. Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Roy Choudhury, Sj. Khagendra Kumar
Sen, Sj. Deben
Sen, Dr. Ranendra Nath

NOES—111.

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bose, Dr. Maitreyee
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Gokul Behari
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
De., Sj. Haridas
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Gayen, Sj. Brindaban
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Mrityunjoy
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kelay, Sj. Jagannath
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Nishapati
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Monoranjan
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Muzaffar Hussain, Janab
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada

Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 60 and the Noes 111 the motion was lost.

The motion of Sj. Chitto Basu that in clause 11, lines 5 to 8, for the words beginning with "on payment" and ending with "section 7" the words "in accordance with the principles laid down in section 49 of the West Bengal Land Reforms Act, 1955" be substituted, was then put and a division taken with the following results:—

AYES—61.

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Badrudduja, Janab Syed
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Bindabon Behari
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Sis'r Kumar
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Renupada
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Konar, Sj. Hare Krishna
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Satkari
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Naskar, Sj. Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Bhakta Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy Choudhury, Sj. Khagendra Kumar
Sen, Sj. Deben
Sen, Dr. Ranendra Nath

NOES—111.

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Kazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bose, Dr. Maitreyee
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Gokul Behari
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Doloi, Sj. Harendra Nath
Gayen, Sj. Brindaban
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Hafizur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Mrityunjoy
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kolay, Sj. Jagannath

Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Nishapati
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Monoranjan
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Muzaffar Hussain, Janab
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 61 and the Noes 111 the motion was lost.

The motion of Sj. Provash Chandra Roy that in the proviso to clause 11, line 4, for the words "with any other person" the words "with local landless labourer" be substituted, was then put and a division taken with the following results:—

AYES—61.

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Badrudduja, Janab Syed
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Bindabon Behari
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Sisir Kumar
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Renupada
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Konar, Sj. Hare Krishna
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Satkari
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Naskar, Sj. Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar

Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Prevash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Roy Choudhury, Sj. Khagendra Kumar
Sen, Sj. Deben
Sen, Dr. Ranendra Nath

NOES—112.

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Banerjee, Sj. Prafulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Monilal
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bose, Dr. Maitreyee
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Das, Sj. Bhusan Chandra
)as, Sj. Gokul Behari
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
)as Adhikary, Sj. Gopal Chandra
)as Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
)ey, Sj. Haridas
)igar, Sj. Kiran Chandra
)igpati, Sj. Panchanan
)olui, Sj. Harendra Nath
iayen, Sj. Brindaban
ihosh, Sj. Bejoy Kumar
ihosh, The Hon'ble Tarun Kanti
iolam Soleman, Janab
iupta, Sj. Nikunja Behari
lafijur Rahaman, Kazi
laidar, Sj. Kuber Chand
aldar, Sj. Mahananda
ansda, Sj. Jagatpati
lasda, Sj. Jamadar
lasda, Sj. Lakshan Chandra
azra, Sj. Parbati
embram, Sj. Kamalakanta
oare, Sjta. Anima
alan, The Hon'ble Iswar Das
ana, Sj. Mrityunjoy
ar, Sj. Bankim Chandra
olay, Sj. Jagannath
ahanty, Sj. Charu Chandra
ahata, Sj. Mahendra Nath
ahata, Sj. Surendra Nath
ahato, Sj. Debendra Nath
ahato, Sj. Sagar Chandra
ahato, Sj. Satya Kinkar
ohibur Rahaman Choudhury, Janab
aiti, Sj. Subodh Chandra
ajhi, Sj. Nishapati
ajumder, Sj. Jagannath
ali ck, Sj. Ashutosh
andal, Sj. Sudhir
andal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakal
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Monoranjan
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Muzaffar Hussain, Janab
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 61 and the Noes 111, the motion was lost.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that in the proviso to clause 11, ie 4, after the words "re-settlement of the land" the words "or cannot traced" be inserted, was then put and agreed to.

The question that clause 11, as amended, do stand part of the Bill, was then put and agreed to.

[At this stage the House was adjourned for fifteen minutes.]

[*After adjournment.*]

Bhadrakali Mahila Camp.

[5-15—5-25 p.m.]

Sj. Bankim Mukherjee:

মাননীয় সভাপতি মহাশয়, অধিবেশন শুরু হবার পূর্বে আমি একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই রাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশও অনেক সময় অপালিত হয়ে থাকে। ভদ্রকালী বাস্তুহারা মহিলা ক্যাম্পে একটা গণ্ডগোল হয়, সে সম্বন্ধে গত আশ্বিন মাসে একটা মীমাংসা হয় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের পরামর্শে। তখন তিনি কতকগুলি নির্দেশ দেন যে, এই এই হবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত সেই নির্দেশ পালিত হয় নাই এবং রিফিউজি ডিপার্টমেন্ট থেকে কোন বাধা এসেছে। সেজন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে সেই ক্যাম্পের মহিলারা এখানে ডিমনস্ট্রেশন ক'রে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎপ্রার্থিনী হয়ে। তবুও এ জিনিস আমি এ সভায় তুলছি এইজন্য যে, আমরা কোথায় আছি? মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশও যদি পালিত না হয়, তা হ'লে এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়।

Sj. Monoranjan Hazra:

বহুবার এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে। শত শত মহিলাকে ঐ ক্যাম্পের বাইরে থাকতে হচ্ছে। তাদের ক্যাশ ডোল বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের উপর নানা রকম পুলিস জুলুম হচ্ছে।

Mr. Speaker: I have allowed your Party Leader to speak.

The West Bengal Agricultural Land and Fisheries (Acquisition and Re-settlement) Bill, 1958.

Clause 12

Sj. Jagannath Koley: Sir, I beg to move that in clause 12 for the words "it may think fit", the words "may be prescribed" shall be substituted.

Sj. Khagendra Kumar Roy Chowdhury: Sir, I beg to move that in clause 12, line 3, after the words "think fit" the words "but in no case a man shall be given more than ten acres" be inserted.

এটা দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, অবশ্য আমি জানি না, শেষ পর্যন্ত এই বিল সংশোধিত হয়ে তার দ্বারা যেভাবে ঐ সমস্ত ফিসারী দখল করা হবে, তাতে কত জমি যে উদ্ধার হবে সে বিষয়ে খুব সন্দেহ আছে। যা হোক, যে জমি পাওয়া যায়—সরকারের হাতে যে সারপ্লাস ল্যান্ড আসবে, তার ডিস্ট্রিবিউশন সম্বন্ধে আমার এই সংশোধনীতে বলা হয়েছে। সেটা যেন কোন ক্ষেত্রেই ৩০ বিঘার বেশি কাউকে দেওয়া না হয়। সেই জমি খুব বেশি পাওয়া যাবে না—অন্তত আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে। যাতে ৩০ বিঘা ইকনমিক হোল্ডিং হিসেব ধরা যেতে পারে। তা যদি না হয়, শেষ চাষীকে দেওয়ার যে চেষ্টা করেছেন, তাদের যদি ৩০ বিঘার বেশি হয়, সরকারের শর্তমত বেশি সেলামী দিতে কেউ রাজি থাকে, তাদের যদি ৩০ বিঘার বেশি হয়, তা হ'লে সরকার চাষী ও ক্ষেতমজুরকে জমি দেবেন বলেছেন, তা তাদের দেওয়া যাবে না। যদি ৩০ বিঘা পর্যন্ত দেওয়া যায়, তা হ'লে তাদের [illegible] পুনর্বাসন হবে, অর্থনীতিক ভিত্তিও দৃঢ় হবে। তার সাথে সাথে যত বেশি চাষী ও ক্ষেতমজুরকে দেওয়া সম্ভব দেবেন; সেটা কোন ক্ষেত্রেই ৩০ বিঘার বেশি হবে না। আমি মনে করি,

সকলের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে, খাদ্য উৎপাদনের দিকে সরকারের যদি নজর থাকে এবং বেশির ভাগ মানুষের সুবিধার দিকে যদি নজর থাকে, তা হ'লে এটা গ্রহণ করার পক্ষে মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের কোন আপত্তি থাকবে না।

Sj. Provash Chandra Roy: Sir, I beg to move that the following proviso be added to clause 12, namely:—

> "Provided that while distributing fishery, the State Government shall not lease out any *Khal* enjoyed by the local people free from any charge."

সুন্দরবনে সাধারণতঃ দেখা যায়, সেখানে বহু খাল আছে, যে খালগুলি নদীর সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং বর্তমানে সেগুলি মজে গিয়েছে, সেই সকল খালের মুখ আর নদীর সঙ্গে যুক্ত নেই। কিন্তু তা না থাকলেও, পূর্বেকার অ্যাক্ট এইটিন অব ১৮৫৩ অনুসারে সেই অঞ্চলের চাষীরা ঐ খালগুলির জল ব্যবহার করতে পারবে এবং সেখানে মাছও ধরতে পারবে এবং তার জন্য তাদের কোন চার্জ দিতে হবে না। এই আইন পূর্ব থেকে প্রচলিত আছে। যেখানে এই ধরনের খালগুলিতে পূর্ব থেকে চাষীরা ব্যবহার ক'রে আসছে এবং মাছ ধরে খাচ্ছে, সেইটা যেন অন্যায়ভাবে বন্দোবস্ত ক'রে না দেন। পূর্বেকার আইন অনুসারে যেমন ছিল, যেন সেই রকমই থাকে।

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Sir, I accept Mr. Kolay's amendment. There is only one sentence I would like to say about the amendment of Mr. Khagendra Nath Roy Choudhury. I think I must make clear the position about individual ownership. I would like to drop the hint that in the case of co-operative ownership, no ceiling can be fixed—it may be 300 bighas or it may be 400 bighas. But some restriction may have to be put on individual holdings.

As regards the amendment of Sj. Provash Chandra Roy, I may point out that these fisheries will be governed by the Estates Acquisition Act and they will be under khas mahal management. Therefore, this is a separate matter altogether.

The motion of Sj. Jagannath Kolay that in clause 12 for the words "it may think fit" the words "may be prescribed" shall be substituted, was then put and agreed to.

[5-25—5-35 p.m.]

The motion of Sj. Khagendra Kumar Roy Chowdhury that in clause 12, line 3, after the words "think fit" the words "but in no case a man shall be given more than ten acres" be inserted, was then put and lost.

The motion of Sj. Provash Chandra Roy that the following proviso be added to clause 12, namely:—

> "Provided that while distributing fishery, the State Government shall not lease out any Khal enjoyed by the local people free from any charge",

was then put and lost.

The question that clause 12, as amended, do stand part of the Bill, was then put and agreed to.

Clauses 13 *to* 16

The question that clauses 13 to 16 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Preamble

The question that the preamble do stand part of the Bill was then put and agreed to.

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: I beg to move that the West Bengal Agricultural Lands and Fisheries (Acquisition and Resettlement) Bill, 1958, as settled in the Assembly, be passed.

The motion was then put and agreed to.

The West Bengal Transferred Territories (Assimilation of Laws) Bill, 1958

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Sir, I beg to introduce the West Bengal Transferred Territories (Assimilation of Laws) Bill, 1958.

(Secretary then read the title of the Bill)

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Sir, I beg to move that the West Bengal Transferred Territories (Assimilation of Laws) Bill, 1958, be taken into consideration.

Sir, the laws of Bihar still govern the territories which have been transferred from Bihar to West Bengal. This Bill now provides for the laws of West Bengal to be in force in those territories except certain laws mentioned in the schedules to the Act. Save and except those mentioned in Schedule II all the Bihar laws in those territories will stand repealed and save and except those that are mentioned in Schedule II all the laws of West Bengal will apply to the territories of Bihar which have been transferred to West Bengal.

With these words, I commend my motion for the acceptance of the House.

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st August, 1958.

Sir, this piece of legislation is a welcome piece of legislation but it is a belated legislation. The Act XL of 1956 was passed on the 1st of September, 1956 and necessity arose at that very moment for the introduction of the West Bengal laws to the transferred territories and for the repeal of the Bihar Acts. But we are late by two years in doing that.

Sir, in the objects and reasons it is stated that "a few West Bengal laws only were extended there on grounds of expediency. It has, however, given rise to some confusion and is causing administrative difficulties." Now, if in the same State the laws of two different States are in force at the same time, there is no doubt that there will be administrative difficulties in the application of the two provincial laws and in the promulgation of such laws. But one difficulty which was felt so long was this. The rate of court fees was higher in Bihar than in West Bengal and the people of the transferred territories had to pay higher rates of court fees not only when the cases were being tried before the Munsifs and Subordinate Judges at Purulia or such transferred areas but when appeals from these courts were filed in the Appellate side of the Calcutta High Court, the same rates of court fees were there. However, at present by this bit of legislation that obnoxious portion of the law goes away. But I do not understand why there is so much agility for retaining those Acts as enumerated in Schedule II for some time more. I would say, Sir, if all these Acts of West Bengal were at once made applicable to the transferred territories, then no harm would have been done. But the Hon'ble Minister while introducing the

Bill for consideration has not given us any idea as to the utility of retaining the Schedule II Acts in the transferred terhitories for some time more and of not introducing the Schedule III Acts of West Bengal in those areas. I shall give some enumeration of these Schedule II Acts. The Bihar Panchayat Raj Act of 1947 is in force in the transferred territories. We have a similar Act, the West Bengal Panchayat Act of 1956. Now, what harm would have been done if the West Bengal Panchayat Act of 1956 were introduced in the transferred areas just now after repealing the Bihar Panchayat Raj Act because these two Acts are similar? Then, Sir, the Bihar Tenancy Act of 1885 is going to be retained in the transferred areas for some time. Sir, when there was one State—Bihar, West Bengal and Orissa—the Bengal Tenancy Act of 1885 was passed. Now, this Bengal Tenancy Act, after the formation of three separate States of Bihar, West Bengal and Orissa, has undergone some changes in the different legislatures but the main structure of the Act remains the same. Can we not introduce the Bengal Tenancy Act as it now obtains in West Bengal into Bihar and also the Land Reforms Act? In the Land Reforms Act, in section 59, we have made a provision for repealing this Act but we have not yet applied that provision of the Land Reforms Act and therefore the Bengal Tenancy Act still remains with all its force and implications. Why are we not introducing this Act in Bihar just now? Chota Nagpur Tenancy Act is the same as the Bihar Tenancy Act. Only some rights of the aboriginal tribes have been retained and a new chapter has been introduced in the Bengal Tenancy Act and that is called the Chota Nagpur Tenancy Act. Then there is the Bihar Land Reforms Act of 1950. Why are we not introducing the Bengal Land Reforms Act into these transferred areas just now because thereby we can bring some uniformity in all the land tenures and the maximum limits of land to be retained and the maximum rate of rent which shall be fixed in accordance with the Land Reforms Act.

[5-35—5-45 p.m.]

If you make some delay in introducing this Act in the transferred areas then you fix the maximum holding or the highest holding in Bengal and fix the rent in West Bengal minus the transferred areas at earlier times and thereafter finishing these operations in the rest of West Bengal you shall have to proceed to transfer territories. I would say, Sir, why you are making this amount of delay?

Then about Chota Nagpur Encumbered Estates and Chota Nagpur Tenure-holders' Act. These have very small and very limited application. Chota Nagpur Tenures Act is of the same nature. Then the Land Registration Act of 1876 by which in the Collector's different registers lands are made revenue paying and revenue free. The same Act was passed by all these three States—not only three States but these territories under the sway of the British Government in India. That is a very old Act, Act VII of 1876. Now, either in Bihar or in West Bengal almost the same Act prevails with tit bits of amendments here and there but why are you so shy of replacing this Bihar Act by the West Bengal Act. Because as far as I know even up to now there has been no change of Act VII of 1876. Then Sir, the Bihar Evacuee Supplementary Act. I do not know whether there is any utility of that Act. Then the Bihar Hindu Religious Trusts Act and the Bihar Private Forests Act. According to this Private Forests Act there is some differentiation in the transferred areas as in West Bengal. In West Bengal we have got our Forest Act of 1948 by which the State has got the power of reclaiming the forests by compelling owners of the forests not to cut down certain timbers of specified limits or of specified age and also to control and to regulate forests even under the private management. But in Bihar the Forest Act is somewhat different. In

Bihar Forest Act there is a little sovereignty of the State over these forests Still the landlords or the owners of these areas are the owners of these forests and they are depleting the budding trees and therefore the Bihar forests are suffering to a great extent. Why are we not introducing our West Bengal Forests Act in place of Bihar Forests Act.

Then about Bihar and Orissa Municipal Act. Why should it not be replaced at once by the Bengal Municipal Act? Then the Bihar and Orissa Local Self-Government Act and our Act the Bengal Local Self-Government Act. Why these self-governing bodies and institutions are not being brought under a uniform Act in West Bengal?

The Hon'ble Minister has given a very short speech while introducing the Bill. He has not given any idea, any justification, for retaining the Acts of Bihar for some time more. In Section 3(3) in the second proviso it is left under the complete whims of the State Government to make notification in the official gazette for the introduction or replacement of these Acts. I do not see any justification for any further delay. The necessity arose not now but just on the passing of Act IV of 1956, i.e., on 1st September, necessity arose to bring all these Acts of West Bengal into the transferred areas. There has been enough delay up to now. We cannot brook any further delay for bringing the entire area under the governance of this Government under the same laws. If you look to section 44 of Act XL of 1956 you would see that even at that time, the Government within one year of passing of that Act by notification could have adopted or could have repealed any Act of Bihar. That has not been done within one year specified in section 44 of that Act. Therefore, necessity has arisen for this Bill. I have stated that this Bill is a welcome Bill and though it is somewhat belated, I would ask the Hon'ble Minister either to justify its retention for some time more or to repeal the entire Schedule II and Schedule III, just now.

Dr. Ranendra Nath Sen:

এই বিল যেটা আমাদের সামনে উপস্থাপিত করা হয়েছে এটা আমরা মোটামুটি সমর্থন করি। কারণ, যে এলাকা পশ্চিম বাংলার মধ্যে এল—এটা স্বাভাবিক যে, পশ্চিম বাংলার অন্যত্র যেসমস্ত আইনকানুন আছে সেগুলি প্রযুক্ত হবে। এখন দেরিতে হ'লেও এই আইন এসেছে। এই আইনে আপত্তি না করা সত্ত্বেও গোটাকতক ব্যাপার যা ৩নং ক্লজে রেখেছেন সে সম্বন্ধে বলার প্রয়োজন আছে। ক্লজ (৩)তে বলছে, সিডিউল ২তে যে বিহারের যে আইনগুলো—সে আইনগুলোও আপত্তি হ'লেও সেগুলি থাকা উচিত। এখন আমরাও বলব যে, থাকার কি সার্থকতা আছে, এবং কেন রাখা হচ্ছে? যেমন আমরা পঞ্চায়েত অ্যাক্ট, ১৯৫৬—ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাক্ট ১৯৫৭—সেটা প্রযুক্ত হবে না, অথচ বিহারের পঞ্চায়েত রাজ্য অ্যাক্ট অব ১৯৪৭ এবং বিহার অ্যাক্ট অব ১৯৪৮ কেন থাকবে তা বোঝা গেল না। বিহার পঞ্চায়েত আইনের চেয়ে বাংলাদেশের পঞ্চায়েত আইন অনেক ভাল। অন্ততঃ একটা মূল কথা—যা গণতন্ত্রসম্মত, সেটা হচ্ছে, গোপন ব্যালট দ্বারা পশ্চিম বাংলার নির্বাচনের ব্যবস্থা পঞ্চায়েত আইনে আছে; কিন্তু বিহার আইনে গোপন ব্যালটের বালাই নেই। সেখানে নমিনেশনের ক্ষেত্রই বেশি। আমরা বুঝলাম না যে, বিহার থেকে যখন একটা অংশ পশ্চিম বাংলায় এল তখন তারা আশা করল যে, পশ্চিম বাংলায় আসার ফলে কিছু কিছু সুবিধা এবং আর্থনীতিক ও গণতান্ত্রিক ব্যাপারে দেখা যাচ্ছে যে, দেড় বছর পরেও যে আইন আছে সেই আইন থাকবে। বাংলাদেশে পঞ্চায়েত আইন গণতন্ত্রসম্মত হয়েছে, সেই পদ্ধতি বাতিল ক'রে দিয়ে বিহারের পঞ্চায়েত রাজ অ্যাক্ট চালু করা হ'ল।

দ্বিতীয়তঃ ছোট নাগপুর টেনান্সি অ্যাক্ট কেন এখনও চালু থাকবে? তারপর পঞ্চাননবাবু বলেছেন যে, আদিবাসী কোরফা প্রজার যে স্বত্ব সে সম্বন্ধে বেঙ্গল টেনান্সি অ্যাক্টে যে অধিকার আছে সে অধিকার ছোটনাগপুর অ্যাক্টে নাই। তা হ'লে বেঙ্গল টেন্যান্সি অ্যাক্টে কোরফা প্রজার যে অধিকার সেই অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত থাকল।

তৃতীয়তঃ, ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যান্ড রিফর্মস অ্যাক্ট রয়েছে—সেটা এখন প'ছে দিয়ে বিহারের ল্যান্ড রিফর্মস অ্যাক্ট থেকে যাচ্ছে। আবার পশ্চিম বাংলায় সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেবার ব্যবস্থা আছে। তাতে পশ্চিম বাংলা গভর্নমেন্ট বেশি না হ'লেও সামান্য কিছু জমি পাওয়ার আশা করা উচিত। কাজেই বিহারের যে জায়গা এসে গেছে সেখানে যদি বিহার আইন এখনও প্রযুক্ত হ'তে থাকে তা হ'লে মুশকিল হবে। সে আইনে কোন 'সিলিং'এর ব্যবস্থা নাই। সেই 'সিলিং' থাকার ফলে যে উপকার কৃষকেরা পায়, দেশের যে উপকার হ'তে পারে, সেটা থেকে সে অঞ্চল বঞ্চিত হবে। আমি বেশি আইনের ব্যাপারে যাচ্ছি না; আমি গোটা কয়েক যা দেখিয়ে দিচ্ছি তাতে আমার খুব আশ্চর্য মনে হয়েছে যে, কেন সেই আইনগুলো এখনও বলবৎ থাকবে, এবং কেন পশ্চিম বাংলার আইনগুলো কাজে পরিণত হবে না।

[5-45—5-55 p.m.]

আমাদের সন্দেহ হচ্ছে যে, পশ্চিমবঙ্গ-সরকার ভাবছেন যে, যতদিন পারেন বিহারের আইন সেখানে রেখে দেওয়া। সেজন্য আমার প্রশ্ন যে, এজন্য কি এতদিন পশ্চিমবঙ্গের আইনকে সেখানে লাগান হচ্ছে না? দ্বিতীয়তঃ আমি জালান সাহেবের দৃষ্টি ক্লজ ৩এর (২) উপধারায় যে প্রোভাইসোগুলি রয়েছে তার (বি) প্রোভাইসোর দিকে আকর্ষণ করছি। এবং প্রোভাইসো (বি)তে রয়েছে—

any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under any state law so repealed.

আমি প্রশ্ন করছি যে, ধরুন আগে যে সিডিউল আইর কথা বলা হয়েছে সেই আইনগুলি অপসারণ ক'রে দিয়ে। পশ্চিম বাংলার সমস্ত আইন সেখানে প্রযোজ্য হবে না। এখন এই যদি হয় তা হ'লে ধরুন বিহার মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্টে যে সুবিধা আছে সেগুলোর কি হবে? অর্থাৎ বিহার মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্টের দৌলতে পুরুলিয়া, পূর্ণিয়া ইত্যাদি অঞ্চলের লোকেরা সার্বজনীন ভোটাধিকারের যে সুযোগ পাচ্ছিল এই ধারা অনুসারে সে সুযোগ তাঁরা পাবেন কিনা? বিহার মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট যদি রিপিল হয়ে যায় তা হ'লে ক্লজ ৩ ধারায় যে রয়েছে এনি রাইট, প্রিভিলেজ, অবলিগেশন ইত্যাদিগুলি রিপিল হবে কিনা? এই আইনগুলি রিপিল হ'লে রাইট এবং প্রিভিলেজ যা রয়ে গেছে সেই রাইটস এবং প্রিভিলেজ তাদের থাকবে কিনা? আমি জালান সাহেবকে জিজ্ঞাসা করছি যে, আমাদের পশ্চিম বাংলার মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে সার্বজনীন ভোটাধিকারের কোন ব্যবস্থা নেই যা বিহারে মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে ছিল, বিহারের সমস্ত যখন আইন রিপিল হয়ে যাবে সেগুলি কাটা যাবে কিনা? আমি গোড়ায় যে আপত্তি করেছিলাম সেগুলিই ফের জালান সাহেবকে বলছি যে, বাংলাদেশের আইনগুলি সেখানে প্রয়োগ করা উচিত এবং সঙ্গে সঙ্গে যেসমস্ত রাইটস, প্রিভিলেজেস পুরুলিয়া পেয়েছিল, বা ছোটনাগপুর টেনান্সি অ্যাক্টের দৌলতে আদিবাসীরা যে সুযোগ পেয়েছিল বা মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্টএর দৌলতে যে ইউনিভার্সাল অ্যাডাল্ট ফ্রাঞ্চাইজের সুযোগ পেয়েছিল সেগুলোও রেখে দেওয়া হ'ল।

Sjta. Labanya Prova Ghosh:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, বঙ্গভুক্তির বহু দীর্ঘকাল পরে পশ্চিমবঙ্গে হস্তান্তরিত অঞ্চলসমূহের বিষয়ে আইনের একাত্মীকরণ সম্পর্কিত বিল দেখে—তার নাম শুনে লোকে প্রথমতঃ আশ্বস্ত হবেন, কিন্তু এর অভ্যন্তরে গেলেই এর বিষয়ে দীর্ঘদিনের ক্ষোভ দূর হবার কিছু কারণ ঘটবে না। রাজ্যশাসনের ক্ষমতা যাদের হাতে যোগ্যতা যাদের কর্মশক্তির মধ্যে বড় বড় রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা সংশ্লিষ্ট আইনকানুন ও ব্যবস্থা বলিষ্ঠতার সঙ্গে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পরিবর্তন ক'রে নেন ও নিয়েছেন। ইতিহাস তার প্রমাণ।

আমাদের বঙ্গভুক্ত অঞ্চলগুলির বিষয়েই তার দুঃখজনক ব্যতিক্রম ঘটেছে দেখছি। দীর্ঘ প্রায় এই দু' বছরে আইনকানুনের সামঞ্জস্যবিধান হ'ল না। বাঙলার আইনকানুনকে অবৈধভাবে খুশিমতো চালান হয়েছে শাসন-পরিচালকদের রাজনৈতিক সুবিধামত এবং সংশ্লিষ্ট জনগণের অধিকার ও সুবিধার দিক দিয়ে বহুবিধ ক্ষতিজনকভাবে এবং বিহারের আইনগুলি বিশেষ ক'রে জনগণের দমন ও পীড়নের দিক লক্ষ্য ক'রে যেগুলি রচিত হয়েছিল সেগুলি কায়েম রেখে

জীইয়ে রেখে প্রয়োগ করা হচ্ছিল বিহার-সরকারের মত একই উদ্দেশ্যে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে। এই বিষয়ে অব্যবস্থার জন্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্যে উভয় রাজ্যের অসুবিধাজনক আইন বেছে বেছে প্রয়োগ করার কারণে জনগণের মধ্যে বিক্ষোভ প্রসারিত হচ্ছিল দেখে আজ এতদিন পরে হয়তো একাত্মীকরণের এক মহড়া দেখা দিয়েছে মাত্র।

কিন্তু অবস্থার যে বিশেষ কিছু তারতম্য হয়েছে তা নয়, অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ আইন বিহারের আইন ধারাতেই বজায় রইল। এই ধারার মধ্যে মারাত্মক আইনরূপে বহু নিন্দিত আইনও বজায় রইল। হয়তো বাংলার অসুবিধাজনক আইনগুলি আইনের অধিকারের শক্তিতে প্রযুক্ত হবার শক্তিলাভ করল। বিলে বলা হয়েছে বিহারের কতকগুলি আইন রাখা হয়েছে, বুকেসুঝে পরিবর্তন করতে হবে সেজন্য সময় নেওয়া হ'ল। সময় তো বহুদিন নেওয়া হয়েছিল আরও কত সময় চাই?

সময় যে নেওয়া হ'ল তারও কোন সীমা নির্ধারণ নেই। সুতরাং লোকের বিক্ষোভের পরিসমাপ্তি ঘটার কারণ কিছু ঘটল না। কারণ লোক স্বাভাবিকভাবেই ভাববে যাঁরা এই দীর্ঘকালেও এর সমাধান করতে পারেন নি সময় তাঁদের কাছে বড় কথা নয়, মনের শক্তির প্রয়োগটাই এখানে সমস্যা এর সঙ্গে লোকে এই ভাববে যে বিহারের যেসব আইন এতদিন বাঙলা-সরকারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করেছে আজও এখন দীর্ঘকাল ধরে সেই উদ্দেশ্যই সাধন করতে থাকবে।

এখানে বিস্তারিত দৃষ্টান্তের কথা না তুলে এ বিষয়ে দু'-একটি কথা বলছি। বিহারের পঞ্চায়েত আইনের কথাই বলি, এই আইনটি পঞ্চায়েত গঠনের উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী ব্যবস্থায় রচিত, এর নির্বাচনপদ্ধতি পদ্ধতির নামের যোগ্যই নয়, পঞ্চায়েতের গঠনপদ্ধতিও গণতান্ত্রিকতার বিরোধী, পঞ্চায়েতের অধিকার আমলাতন্ত্রের তাঁবেদারমাত্র। অথচ ব্যাপক জনজীবনের গণতান্ত্রিক শাসনভিত্তির দৃষ্টিতে পঞ্চায়েত এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই প্ল্যানিকর পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় বিহার-সরকার জেলার রাজনৈতিক জীবনে বহু উপদ্রবের সৃষ্টি করেন।

বাঙলা-সরকারও ঐ ধারা বজায় রেখে নিজের ক্ষেত্র গঠন করেন এবং এখনও ঐ ধারাতেই রাজনৈতিক ক্ষেত্র গঠনের ব্যবস্থা অবিচ্ছিন্ন রইল। এই প্ল্যানিকর পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার অবিলম্বে অবসানের জন্য জেলার জনসাধারণ বঙ্গভুক্তির পর থেকে বহু দাবি জানিয়ে গেছে, তারই ফলস্বরূপ আজকের এই অভিনব সামঞ্জস্যীকরণ ব্যবস্থা। আমরা মনে করি—অসুবিধার অজুহাত তুলে বাংলা-সরকার এই পঞ্চায়েতব্যবস্থা কায়েম রেখে নতুন নির্বাচনের মাধ্যমে এই অভিনব পঞ্চায়েত ধারা গঠন করিয়ে নিয়ে জেলার ওপর আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালাবেন। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এখানে বিঘ্নিত করার আয়োজন তৈরি রাখা হ'ল এবং অন্যান্য বিহার আইনের সুযোগে এই ধারাই চলতে থাকবে। আমরা মনে করি, ৩ ধারার (২) উপধারায় যে বিশেষ ব্যবস্থাগুলি রাখা হয়েছে সেগুলি প্রয়োগে অসুবিধা ঘটতে পারে এই আশঙ্কায় আইনের ৪র্থ ধারায় শাসনকর্তৃপক্ষকে ও অফিসারদের বিশেষ বিচারের অধিকার দেওয়া হয়েছে। আমরা মনে করি, এর মাধ্যমে বিচারের নামে বিবিধ বৈষম্য ও অনাচার ঘটবার ব্যবস্থার বীজ উপ্ত ক'রে রাখা হ'ল, এটা সত্য যে, ভাল ক'রে বিচার না ক'রে অথবা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বহুদিনের আচরিত জীবনধারার দৃষ্টিতে বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার দিক না ভেবে আইনের সামঞ্জস্য করা ঠিক হয় না আমরাও মনে করি। আমরাও চাই সমগ্র বাংলার আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য করার সময় জেলার বিশেষ দাবি ও সুবিধার দিকগুলি যেন লক্ষ্য রাখা হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ ব্যবস্থাও যেন করা হয়। কিন্তু তাই ব'লে আমরা দীর্ঘসূত্রিতা, বৈষম্য, বিভ্রান্তি ও অব্যবস্থা চাই না। আমরা আশা করেছিলুম ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ব্যবস্থা হবে এবং জেলার জনমতকেও এ বিষয়ে সুযোগ দেওয়া হবে। কিন্তু এ বিষয়ে সরকার নিজেও এগোতে পারেন নি, জেলার জনমতকেও আদৌ স্থান দেন নি। এই বিলের মাধ্যমে অবস্থাকে এইভাবে রেখে আরও দীর্ঘকাল ধ'রে বিভ্রান্তির ক্ষেত্র না ক'রে সরকারের উচিত জেলার জনমতের সঙ্গে যোগাযোগে শীঘ্র সমস্ত বিষয়ে চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং তারই ভিত্তিতে উপযুক্ত বিল রচিত করা। সুতরাং সহজেই অনুমেয় এই বিলের এই ধারাকে আমরা গ্রহণ করতে পারছি না।

[5-55—6-5 p.m.]

Sj. Deben Sen:

মাননীয় সভাপাল মহাশয়, এই বিলের উদ্দেশ্য আমি উপলব্ধি করেছি—এর উদ্দেশ্য হচ্ছে propose to repeal the Bihar laws enforced there and to enforce the West Bengal laws.

এটা তো হওয়া উচিত। বেঙ্গলের ভেতর এটা এসেছে। সুতরাং বিহারের যেসমস্ত অ্যাক্ট তা সেখানে থাকবে কেন? এবং বেঙ্গলের যেসমস্ত অ্যাক্ট পুরুলিয়ায় এখনও যায় নি সেগুলি কেন এক্সটেন্ডেড হবে না, এ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমরা একমত। কিন্তু বিলটা দেখে আমরা সেই উদ্দেশ্য কিভাবে সাধিত হবে বুঝতে পারছি না। দেখা যাচ্ছে প্রায় ১৬টি বিহারের অ্যাক্ট এখনও সেখানে জারী থাকবে। এবং প্রায় ১০টি বেঙ্গলের অ্যাক্ট পুরুলিয়াতে যাবে না। এর কারণ আমরা বুঝতে পারি না। কারণ যদি প্রত্যেকটা সম্বন্ধে বলতেন তা হ'লে বুঝতে পারতাম। শ্রদ্ধেয় ডাঃ রণেন সেন এ সম্বন্ধে কিছু বলেছেন। আমি শুধু একটি বিল সম্বন্ধে বলতে চাই। বিহার পঞ্চায়েত রাজ অ্যাক্ট—এটা সেখানে থাকবে। কিন্তু অ্যাক্টের যেসমস্ত প্রভিসন আছে তাতে পঞ্চায়েত ইলেকশনের সময় এক ঘরের ভিতরে একজন অফিসার এসে বসেন সেখানে কোন সিক্রেট ব্যালট নেই। সব লোক ঢুকে যায় এবং সেই যে অফিসার তিনি যা ব'লে দেবেন তাই সেখানে গৃহীত হবে। তিনি যদি ব'লে দেন এক্স, ওয়াই, জেড নির্বাচিত হয়ে গেল তাই মানতে হবে। তার কোন আপীল নাই। এবং এইভাবে সেখানে স্বৈরাচার চলছে। এবং তা কেন চলতে দেওয়া হবে, এর কারণ আমরা বুঝতে পারছি না। বিশেষ ক'রে যে ভূখণ্ড আমাদের সঙ্গে পরে এসেছে এবং এতখানি স্ট্রাগলএর পরে এসেছে তারা আমাদের কাছে আসার পরে আমাদের বেনিফিট কেন পাবে না? যদি তারা না পায় তা হলে তারা বেঙ্গল সম্বন্ধে ভাববে কি? সেইজন্য আমি বলি, যেসমস্ত অ্যাক্ট—এখনও বিহারের অ্যাক্ট সেখানে জারী রাখতে চান তার কারণ আমাদের দিতে হবে। বেটার ফেসিলিটিজ তারা পাবে, বেটার অ্যাডভান্টেজ তারা পাবে, কিংবা তুলে দিলে সেখানকার লোকদের রাইটস্ ক্ষুণ্ণ হবে সেটা আমাদের বলতে হবে। এর জন্য প্রভিশন আপনি রেখেছেন—যদি রাইটস ক্ষুণ্ণ হয় তা হ'লে আপনার ক্লজ ৪তে প্রভিসন রেখেছেন। তা রাখার পরেও আপনার মনে ভয় কেন? এবং এইভাবে ১৬টি অ্যাক্ট কেন সেখানে রেখে দিচ্ছেন? সেই সম্বন্ধে মন্ত্রি-মহাশয়ের কাছে এক্সপ্লানেশন চাই। আমরা বিলটিকে পরিপূর্ণভাবে সমর্থন করতে পারছি না এই কারণে। তা ছাড়া আর কোন কারণ আমাদের নেই।

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Sir, with regard to the delay my friends will realise that all the laws had to be examined and how far they were to be repealed had to be considered. After such consideration this Bill has been brought forward. Practically all the laws which are in West Bengal have been applied to this area save and except two groups of laws, one relating to the local bodies and the other relating to the land reforms. The whole question with regard to the land reforms as well as with regard to the local bodies is under examination. So far as these matters are concerned, they are complicated and it may be possible to have numerous amendments in the Acts before they come into force. Take for instance the Land Reforms Act; there is much difference between the Land Reforms Act of Bihar and the Land Reforms Act of West Bengal. Similarly the Chota Nagpur Tenures Act, gives certain rights to the Adibasis and naturally those rights have to be protected. Simply applying the land laws of West Bengal and repealing the land laws of these areas, will not do. There will have to be adaptation made and it may take the form of a separate Bill or some other procedure. Similarly with regard to the local bodies Act, Municipal Act, there is adult franchise there and there is not adult franchise in West Bengal as yet. Therefore, if today we apply the provisions of the West Bengal Act it means that we take away the right of adult franchise.

So far as Panchayat is concerned, the question is being examined seriously and I hope to bring up a Bill with regard to the adaptation of our Panchayet Act with the Bihar Panchayet Raj Act very soon. The position is that we have two types of Panchayets, the Gram Panchayets and the Anchal Panchayets; certain powers are vested in the Anchal Panchayets and certain powers are vested in the Gram Panchayets. So far as the Bihar Act is concerned, it is quite different from ours. There is no Anchal Panchayet but only Gram Panchayets and they are governed by a set of rules different from ours. There the president is elected who chooses the member of the executive whereas the Act is different here. The Bihar Panchayet Raj Act is in force in practically the entire area and that has brought in certain complications. Mere adaptations will not do. Therefore so far as land laws are concerned or the laws relating to local bodies are concerned, simply repealing one and extending the other will not do. They will have to be adapted by numerous amendments and that is why some of the laws are not being applied now. Only those laws which are quite clear can be applied without amendments and that is the reason why we have come forward with this Bill to apply practically all the laws of West Bengal to that portion which has been transferred to West Bengal save and except two sets of laws—one relating to the land tenures and reforms and the other relating to the local bodies. But I am sure that very soon some sort of a Bill will have to be brought forward which will suit the needs of that area with regard to those matters.

One of the questions which was raised by Dr. Sen was whether any rights or privileges accrued under any State law so repealed will be affected or not and whether the right of adult franchise will be affected or not. So far as this thing is concerned, it does not govern that. This means that wherever there is a law and whenever a law is repealed, necessary provision is made in the law that all rights which have accrued under a particular law will be kept in tact. That is a legal phraseology which has got to be adopted. So far as adult franchise is concerned, it is not a question of any right or obligation. That is not covered by this Act. If adult franchise has to be retained, it will have to be done by saying so expressly. If we have to keep adult franchise in tact, we shall have to make a specific provision as we have made in the case of Chandernagore that there will be adult franchise whereas in the rest of Bengal that is not the case.

We have no desire to take away the rights and privileges which people enjoy under the Bihar laws and we wish that those privileges which are in West Bengal laws should be extended to them as far as possible without taking away their rights and privileges. That is the reason why these two sets of laws have been kept out of this Bill. So far as the Panchayet Act is concerned, because I am dealing with it, therefore I know that there will be numerous amendments and other things which will be necessary; similar is the case with regard to the municipal laws.

With these words, Sir, I commend my motion for the acceptance of the House.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st August, 1958, was then put and lost.

The motion of the Hon'ble Iswar Das Jalan that the West Bengal Transferred Territories (Assimilation of Laws) Bill, 1958, be taken into consideration, was then put and agreed to.

Clauses 1 and 2

The question that clauses 1 and 2 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 3

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that in clause 3(3), in second proviso, line 3, for the word "or" the word "and" be substituted.

Sir, in clause 3(3) I have got a very small amendment and I have tried to make the proviso more explicit. In the second proviso, in line 3, it is stated: "Provided further that subject to the provisions of the proviso to sub-section (2) and of section 4, the State laws specified in Schedule II shall stand repealed or the State laws specified in Schedule III shall extend to etc.

[6-5—6-15 p.m.]

Here instead of "or" I wish to substitute the word "and" because as soon as the State laws specified in Schedule II are repealed consequently there will be a vacuum. So immediately Schedule III of the Act shall have to be introduced for the purpose of filling that vacuum. Therefore this 'or' is unnecessary. This "or" does not fulfil the purpose. Instead of "or" if the word "and" had been there then the sense would have been clear. State laws specified in Schedule II stand repealed and the State laws specified in Schedule III shall extend to or come into force. The second 'or' in the fourth line should be retained. The "or" in the third line should be substituted by the word 'and' to make the sense clear and the Act for better application.

Then in amendment No. 4, I have stated that in Schedule II, items Nos. 1, 4 and 15 should be omitted and in Schedule III items 1, 3, 4 and 8 be omitted. Sir, I have already stated in my speech on consideration that if 1, 4 and 15 are omitted, that is, the Bihar Panchayat Raj Act, 1947, the Bihar Land Reforms Act, 1950 and the Bihar and Orissa Village Administration Act, 1922, then these Acts should not have been retained in transferred areas but simultaneously the Bengal Act that is the West Bengal Panchayat Act should have taken the place of the Bihar Panchayat Act. Then item 3, West Bengal Estates Acquisition Act, item 4, West Bengal Land Reforms Act, item 8, West Bengal Village Self-Government Act—these three Acts should have taken the place of Bihar Land Reforms Act and the Bihar and Orissa Village Administration Act. This I have proposed because these Acts are very popular Acts and it is the necessity of the people that these Bihar Acts should be replaced by the present Bengal Acts. Therefore in clause 3, I have proposed for the omission of some items in schedule II and some items in schedule III

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Sir, I have considered the argument with regard to the amendment that the word "or" be substituted by "and". I have considered it and I think the word "or" will remain for this reason that it may be, by one notification we may exclude one of the Acts which is applicable to that area of the Bihar Act. At the same time it does not necessarily follow that another Act will come into force. Both are disjunctive, not conjunctive. Therefore we cannot use the word "and".

So far as the argument with regard to inclusion of some of the Acts is concerned I have already stated that there is one set of rules with regard to local bodies and the other set is with regard to land reforms. It cannot be that you take away one and apply the other. It has to be adapted to the circumstances of the case. Therefore, necessarily we cannot have it changed.

I oppose the amendment.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that in clause 3(3), in second proviso, line 3, for the word "or" the word "and" be substituted, was then put and lost.

The question that clause 3 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 4

The question that clause 4 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Schedules I, II and III and Preamble

The question that Schedules I, II and III and Preamble do stand part of the Bill was then put and agreed to.

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Sir, I beg to move that the West Bengal Transferred Territories (Assimilation of Laws) Bill, 1958, as settled in the Assembly, be passed.

Dr. Ranendra Nath Sen:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমার এখানে একটা কথা বলবার আছে। সেটা হচ্ছে—মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় এইমাত্র বললেন যে, ১৬টা আইন বিহারে এখনও লেগে থাকল, সেই আইনগুলি সম্বন্ধে চিন্তা ক'রে, সেগুলি অ্যাডাপসন যাতে হয়, সেই রকম ব্যবস্থা তিনি করবেন।

এখানে গভর্নমেন্টের কাছে আমার দু'টা অনুরোধ থাকল।

একটা হচ্ছে, বিহার পঞ্চায়েত রাজ অ্যাক্টের মত যে অ্যাক্ট, তাকে খুব তাড়াতাড়ি রিপিল ক'রে পশ্চিম বাংলার জন্য আনা দরকার। তার কারণ, একটা ঘটনার কথা বলতে পারি, তিনি জানেন কিনা জানি না। সে সম্বন্ধে এখানে শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা ঘোষ বলেছেন, আমি আর একটু বিস্তারিতভাবে বলছি।

সেখানে বিভিন্ন পঞ্চায়েত এমনভাবে তাঁরা ব্যবস্থা করেছেন যে, একদল কায়েমী স্বার্থের কুক্ষিগত হয়ে রয়েছে। সেই পঞ্চায়েতগুলিতে এমন লোকও আছে, যারা বাংলার ভিতর এই পুরুলিয়া অঞ্চলকে আনবার বিরোধিতা করেছেন, এবং সেই বিরোধিতা এখনও তাঁরা মনে মনে রাখেন এবং যাঁরা আন্দোলন করেছেন যে, পুরুলিয়া অঞ্চল বাংলার মধ্যে আসুক, তাদের প্রতি শত্রুতামূলক ব্যবহার এখনও তাঁরা ক'রে যাচ্ছেন। সুতরাং পশ্চিম বাংলার স্বার্থে এবং তাঁদের স্বার্থে অবিলম্বে যাতে চ'লে আসে সেটা করবেন।

আর দ্বিতীয় কথা, যেমন চন্দননগরে বিশেষ ব্যবস্থা করেছেন সার্বজনীন ভোটাধিকারের, তেমনি যাঁরা বিহার থেকে চলে আসার অপরাধে অপরাধী, তাঁদেরও যেন এই রকম সার্বজনীন ভোটাধিকার থাকে। সেখানে মিউনিসিপ্যাল প্রভৃতি ব্যাপারে, ভোটাধিকার থেকে তাঁরা যেন বঞ্চিত না হন। এই দু'টা বিষয় আমি বিশেষ ক'রে মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টিতে আনতে চাই।

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Sir, so far as the Panchayet Act is concerned, I agree with Dr. Sen that it has to be introduced very quickly. The Bill has practically been drafted and we do hope that in the next session we shall put it. So far as other matters are concerned, we have not yet examined them, but our effort will be not to take away the rights enjoyed by the people as far as possible.

The motion of the Hon'ble Iswar Das Jalan that the West Bengal Transferred Territories (Assimilation of Laws) Bill, 1958, as settled in the Assembly, be passed, was then put and agreed to.

The Bengal (Rural) Primary Education (Amendment) Bill, 1958

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Sir, I beg to introduce the Bengal (Rural) Primary Education (Amendment) Bill, 1958.

(Secretary then read the title of the Bill.)

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Sir, I beg to move that the Bengal (Rural) Primary Education (Amendment) Bill, 1958, be taken into consideration.

Sir, so far as this Bill is concerned—after all it is a very paltry Bill—it proposes only to introduce the words "and allowances" where the word "salaries" has been used. A doubt has been raised that salaries do not include allowances. In fact, to District School Boards we are giving certain allowances, and it is simply to remove that doubt that the Bill has been brought forward. The Statement of Objects and Reasons runs as follows: "With a view to making necessary provision for payment of other allowances, namely, dearness allowance, compensatory allowance, town allowance, house rent allowance, etc., which have been or may hereafter be paid to the employees of District School Boards, it has been considered that suitable provisions should be made by legislation.

Sir, I see that two motions have been tabled for circulating the Bill for eliciting public opinion.

[6-15—6-25 p.m.]

I do not know whether these motions have been tabled seriously or not because after all it is a very small Bill and there could be no possible necessity or reason for circulating it for eliciting public opinion. Public opinion will surely be in favour of this Bill. It cannot be contemplated that the public will discourage the payment of these allowances which are being given now. Therefore, Sir, I submit that the honourable members who have tabled these motions will be pleased not to press them or even move them.

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that the Bengal (Rural) Primary Education (Amendment) Bill, 1958, be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 30th September, 1958.

Sir, the Hon'ble Minister has been pleased to request us not to press for the circulation motion. I welcome this Bill, but I will say, Sir, that the provisions for the improvement of the condition of teachers and the employees of the School Board have been introduced by this Amending Bill for giving them allowances in addition to their salaries. I say, Sir, that such a small piece of legislation ought not to have been brought in. A bigger piece of legislation ought to have been brought including the present amendments, because, only by giving some allowances to the teachers and employees of the School Board the necessity for the improvement of the lot of these employees or the cause of the rural primary education shall not be served. There are many avenues of improvement of these things, because in Section 23(1)(g) there is the power of the School Boards for improvement, introduction and growth of primary education in rural areas. Now what are the requirements for this growth and these improvements?—not only by giving allowances to the teachers or officers but by making conditions favourable for the introduction and growth of primary education. The Act enjoins that the School Boards must provide the school buildings, pay cost of the repairs thereof, provide furniture and other things which are necessary or conducive to the well-being of the school teachers, the pupils, as well as for the growth of such education. This Bill, Sir, does not contain any provision of that nature. Only it provides for giving some allowances.

The allowances are not mentioned there. In addition to the allowances if there had been provision for pension to the persons, the Bill would have been proper, because these primary school teachers are to retire at the age of 60. At that time they do not get the benefit of provident Fund, they do not get the benefit of pension. These teachers begin to teach these pupils about the age of 20 and they retire at the age of 60. So they spend 40 years of their valuable good time in this nation-building work and in rearing up children who are really the future of the nation. And what is their reward when they retire at the age of 60? They get nothing. At that time they get a big and encumbered family. Their bodies are shattered down after about 35 or 40 years of teaching, but we are so callous to the lot of these persons that we would not provide for their future, for the remaining tenure of their life. Therefore, Sir, this piece of legislation, though welcome—and I am in accord with the Hon'ble Minister that we should not object to this Bill—requires improvement, and I am pleading to the Hon'ble Minister for improvement in the lines as indicated by me.

Sj. Provash Chandra Roy:

মাননীয় সভাপাল মহাশয়, আজকে এই যে বিল আনা হয়েছে ১৯৩০ সালের যে আইন ছিল তার একটা জায়গায় মাত্র সংশোধনী আনা হয়েছে। ১৯৩০ সালের আইনকে সম্পূর্ণভাবে আজকার উপযোগী ক'রে সেইভাবে সংশোধনী ক'রে আনলে পরে আমরা সবচেয়ে খুশি হতাম। কিন্তু এটা ঠিক যে, স্যালারি অ্যান্ড অ্যালাউয়েন্সের ব্যাপারে যে ব্যবস্থা করছেন আমরা এটা সমর্থন করি। কিন্তু সমর্থন করলেও আমি মন্ত্রিমহাশয়কে এ বিষয়ে চিন্তা করতে অনুরোধ করছি যে, আজকে পশ্চিম বাংলায় ৬৫ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক রয়েছেন যাঁদের কেউ হয়ত ৫২॥ টাকা মাইনে পান, কেউ হয়ত ৫৭॥ টাকা মাইনে পান, আবার কেউ হয়ত ৬২॥ টাকা মাইনে পান, যাঁদের উপর জাতির উন্নতি নির্ভর করছে, জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে তাঁদের সম্পর্কে আরও বেশি দরদ দিয়ে তিনি যেন চিন্তা করেন। আজকে তিনি হয়ত বলবেন যে, তাঁদের অন্যান্য সুযোগসুবিধা দিয়েছি, তাঁদের মাইনে বেড়েছে কিন্তু একথাও আমরা জানি যে, এই মাইনে বাড়াবার জন্য তাঁদের জেল বরণ করতে হয়েছিল এবং বহু আন্দোলন ক'রে তার মধ্য দিয়ে তাঁদের মাইনে বাড়াবার ব্যবস্থা করেছেন। সরকার হয়ত বলবেন, তাঁদের যে মাইনে ছিল তার আড়াই গুণ বেড়েছে—একথা আমরা জানি। কিন্তু আড়াইগুণ বাড়লেও তাঁদের বুকের রক্ত দিয়ে, বহু লড়াই ক'রে তবে সেই আড়াইগুণ বাড়াতে হয়েছিল। কিন্তু এটাও আমরা জানি যে, আজকে যে হারে দ্রব্যমূল্য বাড়ছে তাতে সাধারণতঃ ১৯৩৯ সালে যে মূল্যমান ছিল, সাধারণভাবে আজকে তার ৫ গুণ বেড়েছে। সুতরাং আজকে প্রাথমিক শিক্ষকদের যদি খাওয়াপরার ব্যবস্থা করতে হয় তা হ'লে পরে অন্ততঃ দ্রব্যমূল্য যা বেড়েছে তাতে সেই পরিমাণ মাইনে এবং অ্যালাউয়্যান্স বাড়াবেন; কেননা আজকে দেশের যদি সর্বাঙ্গীণ উন্নতি করতে হয়, তা হ'লে পরে প্রাথমিক শিক্ষক যাঁরা আমাদের দেশের উন্নতির মূল ভিত্তি হিসাবে কার্য করবেন তাঁদের উপযুক্ত খাওয়াপরার ব্যবস্থা করতেই হবে। আমি আশা করি এবং মনে করি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ছাত্রদের কল্যাণের কথা চিন্তা ক'রে সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের কথা চিন্তা ক'রে এই ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা উচিত। শুধু তাই নয়, একথা আমরা জানি যে, প্রাথমিক শিক্ষকরা বহু দাবী বারবার মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে পাঠিয়েছে এবং কয়েকদিন আগে তাঁরা একটা স্মারকলিপি এই বিধানসভায় আমাদের কাছে, মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে এবং স্পীকার মহাশয়ের কাছে দিয়েছেন, পেশ করেছেন। সুতরাং এই আইন আনবার আগে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় তাঁর কাছে যে আবেদন রয়েছে সে কথা চিন্তা ক'রে, প্রাথমিক শিক্ষকদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের কথা চিন্তা ক'রে, জাতিকে গড়ে তোলার জন্য যাঁরা মেরুদণ্ডস্বরূপ কাজ করছে তাঁদের কথা চিন্তা ক'রে যদি এই বিল আনতেন তা হ'লে খুশি হতাম। আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, প্রভিডেন্ট ফান্ড, [illegible] বা গ্র্যাচুইটি প্রভৃতি সুযোগসুবিধা যা সরকারী কর্মচারীরা পেয়ে থাকেন তা থেকে তাঁরা বঞ্চিত হচ্ছেন। আজকে যে আইন করা হয়েছে সে আইনে স্পেশ্যাল কেডার যাঁরা শিক্ষক, প্রাথমিক শিক্ষক তাঁদের সরকারী কর্মচারী হিসাবে পরিণত করা হয়েছে এবং সরকারী কর্মচারীরা যেমন কোন কাজের ত্রুটি হ'লে সাজা পায় বা শাস্তির ব্যবস্থা হয়, এই প্রাথমিক শিক্ষকদেরও সেই অবস্থায় এনে ফেলা

হয়েছে। তাই প্রাথমিক শিক্ষকদের একদিকে সরকারী কর্মচারী হিসাবে গণ্য করা হয়েছে সাজা ও শাস্তির ব্যবস্থার দিক দিয়ে—অন্যদিকে সরকারী কর্মচারীদের অ্যালাউয়্যান্স, গ্র্যাচুইটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড প্রভৃতি যেসব সুযোগসুবিধা আছে তার ব্যবস্থা তাঁদের জন্য করা হয় নি।

[6-25—6-35 p.m.]

সেইজন্য আজকে দেশের কল্যাণের কথা চিন্তা ক'রে আমরা মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে অনুরোধ করব যে, প্রাথমিক শিক্ষকদের অন্যান্য সরকারী [illegible] ন্যায় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য যে ধরনের বেতন ইত্যাদি বেড়েছে সেই ধরনের মাহিনা যেন বাড়তে পারে, এবং গ্র্যাচুইটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড, অ্যালাউন্স প্রভৃতির অবিলম্বে ব্যবস্থা করবার জন্য অনুরোধ করছি। তিনি হয়ত বলবেন—শিক্ষার খাতে আমরা অনেক টাকা বাড়িয়েছি এবং প্রতি বৎসর শিক্ষার খাতে খরচ বেড়ে চলেছে। ঠিক কথা। আমরা তা অস্বীকার করি না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষকদের আর্থিক অবস্থার কথা চিন্তা করতে অনুরোধ করব। শিক্ষাবিভাগের উচ্চতম কর্মচারী, এমনকি শিক্ষা-সচিব যিনি রয়েছেন—তাঁর মাহিনা ৩,২৫০ টাকা, আর সেখানে একজন প্রাইমারী শিক্ষকের বেতন ৫২॥ টাকা মাত্র। তা হ'লে সেই সর্বোচ্চ বেতনের অফিসারের সঙ্গে তুলনা ক'রে দেখুন যে কতগুণ হয়।

তারপর প্রাইমারী শিক্ষকরা যে সামান্য বেতন পান, তাও আবার যথাসময়ে পান না। অনেক সময় তাঁরা তিন মাস চার মাস অন্তর মাহিনা পান। বহুবার এই আইনসভায় প্রাইমারী শিক্ষকদের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তা হ'লে কি ক'রে তাঁরা ৫২॥ টাকায় স্ত্রী-পুত্রের ভরণপোষণ করবেন বা ছেলেদের শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন, এ কথা সহজেই অনুমেয়। সেই জন্য অনুরোধ, যেমন সরকারী কর্মচারীরা ১লা তারিখে বেতন পান সেইরকম প্রাথমিক শিক্ষকেরাও যেন নিয়মমত মাসে মাসে বেতন পান—এই ব্যবস্থা করেন।

সঙ্গে সঙ্গে অনুরোধ করব যে, ৬ থেকে ১৪ বৎসর পর্যন্ত বালকদের বাধ্যতামূলক শিক্ষা-ব্যবস্থা—যা সংবিধানে রয়েছে সে ব্যবস্থা অনুযায়ী কার্য সরকার এ পর্যন্ত কার্যে পরিণত করতে পারেন নি। সেদিকে সরকার ব্যর্থ হয়েছেন। সেইজন্য আমি অনুরোধ করছি যে, ৬ থেকে ১৪ বৎসর বয়সের প্রত্যেক বালকবালিকার বিনা বেতনে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

তা ছাড়া আজ এমন অনেক জায়গা রয়েছে যেখানে ৩।৪ মাইলের মধ্যে প্রাথমিক স্কুল নাই। যদিও সাধারণ আইনে আছে যে, এক মাইলের মধ্যে প্রাথমিক স্কুল করতে হবে। আমি জানি সুন্দরবন অঞ্চলে এখনও ২।৩ মাইল অন্তর একটি প্রাথমিক স্কুল রয়েছে। সুতরাং সেদিক থেকে আজ দেশ পশ্চাৎপদ হয়ে রয়েছে। তাকে অগ্রগতির দিকে নিয়ে যাবার জন্য দৃষ্টি দিতে হবে। এ বিষয়টিতে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। যদিও এই বিল প্রধানতঃ গ্রাম্য এলাকায় প্রাথমিক স্কুলের জন্য করা হয়েছে এবং তার সম্পর্কিত শিক্ষকদের জন্য হয়েছে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যে রুলগুলি আনা হয়েছে সে সম্বন্ধে এবং স্কুল বোর্ডগুলি এমনভাবে গঠিত হয়েছে যে, তা মোটেই গণসম্মত উপায়ে হয় নি, যদিও পশ্চিমবঙ্গ-সরকার মুখে গণতন্ত্রের কথা খুবই বলেন। সেই স্কুল বোর্ডগুলি গঠন, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের কথামত না ক'রে নির্বাচন ক'রে করার ব্যবস্থা করবেন।

এই প্রসঙ্গে বলব, যদিও বিল গ্রামবাসী এলাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ তা হ'লেও গ্রাম্য এলাকা ছেড়েও আরবান এলাকার দিকে দেখলে দেখব সেখানেও প্রাইমারী শিক্ষকেরা ৩০—৫০ টাকা মাহিনা পান। এ সম্পর্কে অবহেলা করলে চলবে না। এমনকি বিলে যদিও গ্রাম্য [illegible] অ্যালাউন্স সম্পর্কে বলা হয়েছে, কিন্তু এদের সম্পর্কে কোন কথা নেই, কাজেই শহর এলাকার শিক্ষকদের সম্পর্কেও যাতে তারা সুযোগ সুবিধা পেতে পারে তার ব্যবস্থা করবেন।

Sj. Dasarathi Tah:

অধ্যক্ষ মহোদয়! প্রাথমিক [illegible] সর্বাপেক্ষা। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে যেভাবে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা হওয়া উচিত ছিল তা হয় নি। প্রথমদিকে ছিল সাড়ে পনর টাকা মাত্র—এঁরা তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষক। আমরা বলতাম 'ম... মারাক। দুঃটোর নয়', যে মজুরে

মাঠে ঘাটে তাদের জিজ্ঞাসা করলে বলত, 'মার খোরাকী দুটোর দর'। এখন আট আনা পয়সায় তেল তামাকও হচ্ছে না।

প্রাথমিক শিক্ষক আন্দোলনের ফলে কি হয়েছে? ফল হয়েছে—হরেন্দ্রবাবু—শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়, প্রবীণ লোক,—তিনি প্রাইমারী এডুকেশন সম্বন্ধে বিল যখন আনতে চাইলেন আমরা মনে করেছিলাম যে, উনি একেবারে ঢেলে সেজে এমন ব্যবস্থা করবেন যার ফলে তাদের দুঃখ আর থাকবে না। কিন্তু তা না হয়ে শুধু আজ যেভাবে বিল এনেছেন তাতে দেখছি যে, পর্বতের মূষিক প্রসব হয়েছে। সর্বাঙ্গে যখন ঘা, মাথায় মলম দিলে হবে না। তা হ'লে এই মামুলি বিলের উদ্দেশ্য যখন ভাল—তা যতটুকুই হোক—তা অভিনন্দনযোগ্য। তবে তাঁকে বলি, মাত্র একটু মলম দিয়ে শেষ করলে চলবে না।

আপনারা জানেন, সবচেয়ে বড় প্রয়োজনীয় জিনিস যদি করতে হয় তা হ'লে প্রথমতঃ ভারতীয় জাতিগঠন করবার জন্য প্রাইমারী এডুকেশনকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে তার রূপ দিতে হবে। যাঁরা এই প্রাথমিক শিক্ষা দেবেন, জাতিকে নতুনভাবে গড়বেন, সেই লোকদের পেটভরা খাবারটা দিন। তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ বা তাদের ভবিষ্যৎ সংস্থানের ব্যবস্থা যদি কিছু না করেন তা হ'লে কিছুতেই প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ হ'তে পারে না। সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে এটা। আপনারা জানেন যে, কনস্ট্রাকটিভ বা গঠনমূলকের কথা যত বলা যাক বা এই এন ই এস বা সি ডি পি যতই করুন—আমি বলি, একমাত্র প্রাথমিক শিক্ষকদের ব্যবস্থা করাই হচ্ছে স্থায়ী কনস্ট্রাকটিভ ওয়ার্ক। গ্রামসেবকের কাজ, বেসিক এডুকেশন যাই বলুন, বা সমাজ উন্নয়নের কথা যাই বলুন, সব তাতে দেখা যায় শিক্ষকের ভূমিকা 'চাঁদা মামার' মত এরা মায়ের মাস্টার, বাপের মাস্টার, গ্রামের মাস্টার। সে হিসাবে সে গুরু সকলেরই। সেই হিসাবে যদি তাদের ভাল ক'রে সংস্থান করতে না পারি তা হ'লে কিছুতেই যে নব্য ভারত গঠন করতে যাচ্ছি, তার কিছুই হবে না। সুতরাং সেই ভাবের জিনিসটা বিলে আনা প্রয়োজন। শিক্ষকের নিম্নতম বেতন, যেটা মানুষের একশ' টাকার কম হওয়া উচিত নয়। তাদের অন্যান্য অ্যালাউন্স থাকা উচিত এবং তারা নির্দিষ্ট সময় কাজ ক'রে যখন অবসর গ্রহণ করবে তাদের জন্য পেনসন ও অন্যান্য ব্যবস্থা করা উচিত। তাই আমরা বলতে চাই—এই যে বিল এসেছে, এটা অসম্পূর্ণ। এটা একেবারেই উল্লেখযোগ্য নয়। সেইজন্য বলি এমন একটা বিল করুন যাতে সত্যকারের পশ্চিম বাংলার গ্রামের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা এবং সমাজব্যবস্থা নতুন পথে যেতে পারে, সেই পথ করুন।

[6-35—6-45 p.m.]

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

স্পীকার মহাশয়, আমি কেবল দু'-চারটা কথা বলতে চাই। এই বিলটায় অবজেক্টস অ্যান্ড রিজনস এবং প্রভিশনগুলি পড়ে আমার একটু আশ্চর্য লাগছে। অবজেক্টস অ্যান্ড রিজনসএ বলেছেন—

With a view to making necessary provision for payment of other allowances, namely, dearness allowance, compensatory allowance, house rent allowance, etc., which have been or may hereafter be paid to the employees of District School Board, it has been considered that suitable provisions should be made by legislation......

এটা পড়ে মনে হয় এর প্রভিশনগুলিতে এই সমস্ত অ্যালাউয়েন্সের কথা আছে—

to make provision for these allowances. This is apparently the object of the Bill.

কিন্তু বডি অব দি বিলে আছে খালি একটা কথা, পে-র সঙ্গে, স্যালারির সঙ্গে—

Add the word "and allowance" what provision has been made for dearness allowance? What provision has been made for compensatory allowance......what provision has been made for town allowance, what provision has been made for house rent allowance?

এর অবজেক্টস অ্যান্ড রিজনসএ বড় বড় কথা বললেন কিন্তু বডি অব দি বিলে কিছুই রাখলেন না। খালি স্যালারিজের সঙ্গে অ্যান্ড অ্যালাউন্সেস অ্যাড ক'রে দিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করছি, আমি বুঝতে চাচ্ছি আপনার কাছ থেকে—

I want to know what provisions have been made for the various allowances for which expression has been given in the Objects and Reasons?

Dr. Brindabon Behari Bose:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শিক্ষামন্ত্রী আমাদের সামনে যে রুরাল প্রাইমারী এডুকেশন বিল এনেছেন এই বিলটাকে আমি পূর্ণ সমর্থন জানালেও এই বিলটাকে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা যাবে ব'লে আমার মনে হয় না। কারণ আমরা দেখছি পশ্চিম বাংলার ৬৫ হাজার প্রাইমারী শিক্ষকদের অ্যালাউয়েন্স দেবার ক্ষমতা তাঁদের থাকবে না। এখন যেভাবে অ্যালাউয়েন্স শিক্ষকদের দেওয়া হচ্ছে তাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি শতকরা ৩০ জন মাত্র শিক্ষক এই অ্যালাউয়েন্স পাবার যোগ্য হয়ে আছেন। আমরা দেখছি যে, স্কুল বোর্ড ছাড়া বাইরে যেসমস্ত প্রাইমারী শিক্ষক আছেন, প্রাইভেট ম্যানেজমেন্ট, মিউনিসিপ্যাল, ইউনিয়ন বোর্ড, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড টিচার্স তাঁরা এই সমস্ত অ্যালাউয়েন্স পান না। সেজন্য আমি মন্ত্রি-মহাশয়কে অনুরোধ করব, এই সমস্ত শিক্ষকরা, বিশেষ ক'রে এইডেড স্কুল, রিফিউজি স্কুল এবং মাধ্যমিক এবং প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকরা যাতে এই সমস্ত অ্যালাউয়েন্স পেতে পারেন তার জন্য চেষ্টা করা উচিত। আমরা দেখছি তাঁরা মাত্র ৪০ টাকা থেকে ৬৭॥ টাকা পর্যন্ত বেতন পান। ১৯৩৬ সালে যে জাকির হোসেন কমিটি গঠন করা হয়েছিল তাঁরা সারা ভারতে তদন্ত ক'রে যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন, সেই রিপোর্ট অনুযায়ী বর্তমান শিক্ষকদের ন্যূনপক্ষে একশ' টাকা বেতন হওয়া উচিত। তা ছাড়া যেসমস্ত অ্যালাউয়েন্স—ডিয়ারনেস অ্যালাউয়েন্স এবং অন্যান্য অ্যালাউয়েন্স তাঁদের যা পাওয়া উচিত সেটা তাঁদের দেওয়া উচিত। কারণ, আমরা দেখতে পাচ্ছি জাকির হোসেন কমিটি যেসময় রিপোর্ট পেশ করেছিলেন সেই সময় থেকে এখন সাধারণ দ্রব্যের মূল্য ৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কাজেই তাঁদের অ্যালাউয়েন্সের মাত্রা যা হওয়া উচিত সেটা মন্ত্রিমহাশয় এই বিলের মধ্যে আনেন নি। কাজেই আরবান এরিয়া বা শহর এলাকায় মিউনিসিপ্যাল এবং কর্পোরেশন শিক্ষকরা এই অ্যালাউয়েন্স থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। সেজন্য তাঁদের বলছি যে, এই স্কুলগুলিকে এই বিলের আওতায় এনে সকলে যাতে এই অ্যালাউয়েন্স পেতে পারেন তার জন্য যদি নতুন ক'রে একটা বিল আনতেন তা হ'লে ভাল করতেন। সোস্যাল সিকিউরিটি সম্বন্ধে এই বিলের মধ্যে কোন কথা নেই। আমরা দেখছি শিক্ষকরা যাঁরা ভবিষ্যৎ নাগরিক গড়ার কাজে ব্রতী থাকেন তাঁদের কোন অথরিটি নেই। তাঁদের পেনসন, গ্র্যাচুইটি, লাইফ ইন্সিওরেন্সের কোন রকম ব্যবস্থা না থাকার জন্য এই সমস্ত শিক্ষকেরা তাঁদের ভবিষ্যতের জন্য বিশেষভাবে চিন্তিত থাকেন। তা ছাড়া এই সমস্ত প্রাইমারী শিক্ষকদের অতিরিক্ত সংখ্যক ছাত্রদের শিক্ষা দিতে হয়, সেজন্য তাঁদের পক্ষে ঠিকভাবে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় না। এইজন্য জাকির হোসেন কমিটি স্পষ্টভাবে বলেছিলেন যে, একটি শিক্ষক অন্ততঃ ৩০ জন ছাত্রের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, তার বেশি ছাত্র দিলে তাঁদের পক্ষে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হবে না। সেদিকে শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়কে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করছি। তা ছাড়া ছাত্র গঠন করার কাজে যে পরিবেশ সৃষ্টি করা দরকার, অধিকাংশ প্রাইমারী —রুরাল শিক্ষালয়ে আমরা সেগুলি দেখতে পাই না। সাধারণতঃ ছাত্ররা পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে নানা রোগে ভুগছে। তাদের মেডিক্যাল এক্সামিনের কোন ব্যবস্থা নেই। আমার মনে হয়, সরকারের তরফ থেকে পুষ্টিকর টিফিন দেবার ব্যবস্থা করা উচিত। খেলাধুলার মধ্য দিয়ে স্বাস্থ্য গঠন করবার জন্য তাদের উপকরণ সরবরাহ করা উচিত। আশা করি এইসব দিকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয় দৃষ্টি দেবেন। সাধারণতঃ আমরা দেখছি যে, কল্যাণরাষ্ট্রের কথা যখন এই সরকার ব'লে থাকেন তখন আমরা দেখি যে, প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতনের যে স্কেল আছে তা এত অল্প যে, তা দিয়ে সুষ্ঠুভাবে শিক্ষা দিয়ে উপযুক্ত ভবিষ্যৎ নাগরিক গ'ড়ে তোলা সম্ভব নয়। সেজন্য শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়কে আমি জাকির হোসেন তদন্ত কমিটির রিপোর্টে যে স্কেলের কথা আছে তার প্রতি দৃষ্টি দিতে এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করছি।

Sj. Saroj Roy:

মিঃ স্পীকার, স্যার, প্রথম যখন এই বিলটা আমরা দেখলাম তখন আশা করেছিলাম যে, একটু কিছু ভাল হবে। বেঙ্গল প্রাইমারি এডুকেশন অ্যাক্ট অফ ১৯৩০তে যেসমস্ত ত্রুটি ছিল সে ত্রুটি আজ কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। দীর্ঘদিন ধরে দেখছি যে, প্রাইমারী টিচার্স'রা বিভিন্ন ধরনের সমস্ত আন্দোলন করছেন। আমাদের একটা ধারণা ছিল যে, যখন এতদিন পরে একটা অ্যামেন্ডমেন্ট এল তখন এই অ্যামেন্ডমেন্টএর ভেতরে ঐ ত্রুটিগুলি কিছু কিছু দূর করা হবে। কিন্তু আমরা হতাশ হলাম যে, এতদিন পরে সামান্য মাত্র একটা অ্যামেন্ড-মেন্ট আনা হ'ল। মন্ত্রিমহাশয়ের জানা দরকার যে, অরিজিন্যাল বিলএ সবচেয়ে যে ত্রুটি ছিল সেটা হচ্ছে স্কুল বোর্ড ব'লে একটা স্ট্যাটুটরি বোর্ড ছিল। এই স্কুল বোর্ড বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে প্রাইমারী টিচার্সদের জীবনে একটা টেরর হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই স্কুল বোর্ড যেটা একটা স্ট্যাটুটরি বোর্ড, যেখানে আমরা টাকাকড়ি সমস্ত যোগাই সেখানকার এডুকেশন সেসএর উপর আইনসভার কোন অধিকার রাখা হয় নি। এর ফলে স্কুল বোর্ড যা খুশি তাই করেন। বর্তমানে স্কুল বোর্ড একটা জিনিস চালাচ্ছেন সেটা হচ্ছে ট্রান্সফার অফ টিচার্স। আপনি এখানে বলতে পারেন যে, অন্যান্য সরকারী কর্মচারী যখন ট্রান্সফার হচ্ছে তখন ও'রা কেন ট্রান্সফার হবেন না? কিন্তু মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনি হয়ত নিজেই বুঝতে পারবেন যে, এ'দের ৫২॥ টাকা থেকে ৬২॥ টাকার বেশি বেতন নেই ব'লে এই সমস্ত স্বল্প বেতনের কর্মচারীদের যদি প্রায়ই ট্রান্সফার করা হয় তা হ'লে এ'দের কি হাল হবে?

[6-45—6-55 p.m.]

আমরা এখানে বারে বারে এই আইনসভায় প্রশ্ন তুলেছি যে, এইসব লোকদের কেন ট্রান্সফার করা হয়? এটার পিছনে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে কিনা? তাঁরা বলেন যে, কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নাই। কিন্তু আমরা জানি, এই যে স্কুল বোর্ড থেকে আজকের দিনে সবচেয়ে বড় জিনিস হয়ে দাঁড়িয়েছে কাকে কোথায় কবে ট্রান্সফার করবে? এটা শিক্ষকেরা পর্যন্ত আগে কিছুই জানতে পারেন না। ট্রান্সফারএর ব্যাপার নিয়ে একদিক থেকে ঘুষ চলছে, আর এক দিক থেকে টেরোরাইজ করা হয়। আবার যখন ট্রান্সফার করা হয় তাদের অ্যালাউ-য়েন্স দেওয়া হয় না। সেইজন্য আমরা চেয়েছিলাম যখন আইনের একটা অ্যামেন্ডমেন্ট আনা হচ্ছে তখন প্রধান অ্যামেন্ডমেন্ট আনা উচিত ছিল—ঐ যে স্কুল বোর্ড সম্পর্কে যে বিষয় আইনের ভিতর আছে সেটাই আনা উচিত ছিল। কোন শিক্ষককে এক জায়গায় ট্রান্সফারএর কথা বলা হয় যেখান থেকে তার বাড়ি বহুদূর—তা হ'লে সেখ'নে বিশেষ বিশেষ লোক গ্রামাঞ্চলে যাদের সঙ্গে স্কুল বোর্ডের সম্পর্ক আছে তাদের যদি কিছু চাঁদা দেওয়া হয় তা হ'লে তার ট্রান্সফার বন্ধ হয়ে যায়। কোন টিচারকে যদি জব্দ করতে হয় তা হ'লে ট্রান্সফার করা হয়। সেইজন্যই আমরা চেয়েছিলাম যে, স্কুল বোর্ড বর্তমানে যেমন আছে তার একটা সম্যক পরিবর্তন হওয়া দরকার। কারণ স্কুল বোর্ডগুলি ঐভাবে থাকার ফলে বেনামী স্কুলও যে আজ বাংলা-দেশে চলছে সেটা মন্ত্রিমহাশয়ের অজানা নয়। আমি একটা কংক্রিট উদাহরণ দিচ্ছি যে, মেদিনীপুর জেলায় নন্দীগ্রাম থানায় একটি স্কুল আছে যার নাম মোহনচন্দ্র বাগ স্কুল। মন্ত্রিমহাশয় যদি খোঁজ নেন তা হ'লে জানতে পারবেন ঐ গ্রামে সেরকম কোন স্কুল নেই। কিন্তু পাশের গ্রামে ঐ স্কুলটি আছে এবং সেখান থেকে পাশের গ্রামে স্কুলটিকে নিয়ে যাবার জন্য এক কংগ্রেসী পান্ডা চেষ্টা করছেন। তাঁর জন্য এটি করা হচ্ছে। তাই মন্ত্রিমহাশয়কে অনুরোধ করছি, তিনি যদি এই বিলটি উইথড্র ক'রে নিয়ে একটা সামগ্রিক বিল আনেন এবং তাতে বর্তমানে যেসব দোষত্রুটি আছে তা সংশোধন ক'রে আনেন তা হ'লে তাঁকে আমরা অভিনন্দন জানাব।

আর একটি বিষয় মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টিতে আনতে চাই যে, মেদিনীপুরে স্কুল বোর্ডের অ্যাপয়েন্টমেন্ট অ্যান্ড ট্রান্সফার কমিটি ব'লে একটা কমিটি ক'রে রাখা হয়েছে—এখন সেই রকম কমিটি করার কোন রকম অধিকার স্কুল বোর্ডের আছে কিনা? তার ভিতর আবার ডি আই-কে রাখা হয়েছে। ডি আই-এর যে একটা ক্ষমতা ছিল স্ক্রুটিনাইজ করা সেগুলিকে কার্টেল করা হয়েছে। তার ফলে হয়েছে ডি আই-এর কোন ক্ষমতা নেই, কতকগুলি লোকের খেয়ালখুশিমত সেখানে কাজ হচ্ছে।

আমার শেষ কথা হ'ল, যেখানে তিনি অ্যালাউয়েন্সটা রেখেছেন, সেখানে অ্যামেণ্ডমেন্ট আছে, সেখানে যদি পেনসনটা গ্রহণ করেন তা হ'লে ভাল হয়। প্রাইমারী টিচার যারা ৬০ বছর বয়সে রিটায়ার করবেন তাঁদের যদি পেনসনএর ব্যবস্থা করেন তা হ'লে তাঁদের সত্যিই একটা উপকার করা হয়।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Sir, I did not expect that such a small Bill would deserve a full-dress debate on the whole range of primary education and on all the provisions of the Primary Education Act. Sir, only four sections or rather parts of those sections out of the whole Act have been thrown open to amendment and no other part. Almost all the speeches, therefore, that have been made have been made on matters outside the scope of the present Bill. They have justly been treated as irrelevant and nothing else. Sir, all these questions were raised during the budget discussion and, Sir, repeated answers had been given to them. I am sorry that all those points have been raised again in connection with this Bill and raised quite irrelevantly.

Sir, my old friend Dr. Banerjee said: "You are simply going to add the word 'allowances' and do nothing more. Are you really going to give allowances to them"? Surely, Sir, allowances are being paid to them, but, Sir, as doubt has been raised as to the legality of such payment, we are going to add the word 'allowances' after the word 'salaries'. Probably, my friend did not hear my inaugural speech, otherwise, I do think he would not have raised the question of bona fides of these amendments.

Now, Sir, it has been said that primary teachers are not being paid well or sufficiently well. That is an admitted fact. We do not want to disguise that fact. But, Sir, a Government which in less than 10 years has doubled —and more than doubled—the salary of the primary teachers, can that Government be accused of wanting in sympathy for the primary teachers and must all genuine sympathy be on the other side of the House who have done nothing for the primary teachers?

Sir, it has been said that primary teachers shed their blood to get all this revision of their salaries. Sir, not a drop of blood was ever shed for this. In the year 1948 when the Congress Party came to office, they revised the salary of the primary teachers. There was no agitation, no procession was led—nothing of the kind—but still the Government revised the salary scales of the primary teachers and since then twice the Government has revised the scales of salary of the primary teachers. The result is that the salary of 'A' class primary teachers in less than 10 years has risen from Rs. 32-8 to Rs. 67-8. Not only that. So far as the basic teachers are concerned, they are now being paid on a scale of salary rising up to Rs. 90.

[6-55—7 p.m.]

How much is the difference between Rs. 90 and Rs. 100? The other day I quoted figures in respect of the Primary teachers' salaries in more resourceful States, e.g., in Bombay the scale of salaries paid in Bombay to the primary teachers is if I remember aright less than what is current in our State. Sir, all the lip sympathies which have been expressed by members on the other side will not avail; they will not improve the lot of the primary teachers. It is up to the Government to improve their lot and the Government are trying their utmost to improve their lot. The expenditure on primary education has gone up. At the time of Independence the expenditure was not even Rs. 2 crores; it was less than Rs. 2 crores I think; and now the total expenditure is about Rs. 5¼ crores and most of this money goes into the pockets of primary teachers. It is largely due to the revision

of the pay of the primary teachers that the expenditure on primary education has increased. Still my friends say that Government do nothing for them. I do not think the primary teachers in this country are so ignorant about the situation as to be misled by the lip sympathies of the members of the Opposition.

About the other questions—Board and other things—I still maintain that the Act of 1930 is functioning and functioning well, and it is not necessary to revise that Act. So long as the Act is functioning and functioning well and so long as it is possible to expand and develop primary education under the Act, there can be no justification for amending the Act and there is no need for it. So far as this Bill is concerned, as I explained in my opening speech, we have brought this Bill simply to remove certain doubts and to legalise certain things.

I do not wish to take more time of the House. I regret that the members of the Opposition have wasted so much of it.

I oppose the amendments, Sir, and take my seat.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 30th September, 1958, was then put and lost.

The motion of the Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri that the Bengal (Rural) Primary Education (Amendment) Bill, 1958, be taken into consideration, was then put and agreed to.

Mr. Speaker: The House stands adjourned till 3 p.m. tomorrow when we will take up a private Bill and a resolution.

Adjournment

The House was then adjourned at 7 p.m. till 3 p.m. on Friday, the 18th July, 1958, at the Assembly House, Calcutta.

Index to the

West Bengal Legislative Assembly Proceedings

(Official Report)

Vol. XX—No. 3—Twentieth Session (June-August), 1958

(The 3rd, 4th, 5th, 7th, 8th, 9th, 10th, 14th, 15th, 16th and 17th July, 1958)

[(Q.) Stands for question.]

Abdus Sattar, The Hon'ble

The Industrial Disputes (West Bengal Amendment) Bill, 1957: pp. 160, 168, 174.

The West Bengal Prohibition of Eviction of Worker's Family (Tea Estates) Bill, 1958: pp. 61-62.

Adjournment Motions: pp. 57, 58, 156, 309.

Admission of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Muslim to David Hare Training College: (Q.) pp 191-93.

Affairs of Asansol Polytechnic (Dhadka): (Q) p. 154.

Afforestation of Cultivable Lands: (Q.) p. 520.

Alignment of Burdwan—Bankura Road: (Q.) p. 200.

Amalgamation of Vagrancy Directorate with the Social Welfare Directorate: (Q.) pp. 369-70.

Amount of lands acquired for Canals under Mayurakshi Project: (Q.) pp. 361-62.

Annual Report of the Damodar Valley Corporation and Audit Report for the year 1956-57—Laying of: p. 371.

Appointment of Salaried paymasters for test relief work in Kharba police-station: (Q.) p. 146.

Arrear dues of teachers of Bengali Schools in the transferred territories of Purulia district: (Q.) pp. 13-15.

Banerjee, Dr. Dhirendra Nath

Bridges over the Atsai, the Punarbhaba and the Tangon: (Q.) p. 206.

Distress in West Dinajpur district due to drought: (Q.) p. 212.

Flood and erosion of river Punarbhaba in Tapan police-station of West Dinajpur district: (Q.) p. 154.

Measures against floods in certain police-stations of West Dinajpur district. (Q.) p. 268.

Banerjee, Sj. Subodh

The Calcutta Municipal (Amendment) Bill, 1958: pp. 179, 184.

The Calcutta Slum Clearance and Rehabilitation of Slum-dwellers Bill, 1958: pp. 108-11.

The Industrial Disputes (West Bengal Amendment) Bill, 1957: p. 171.

Post of Director of Public Instruction, West Bengal: (Q.) pp. 188-90.

The R. G. Kar Medical College and Hospital Bill, 1958: pp. 24-27, 46-47.

Recruitment of District Inspector of Schools: (Q.) p. 187.

The West Bengal Agricultural Lands and Fisheries (Acquisition and Resettlement) Bill, 1958. pp. 490-91, 496, 498-500 525-26, 536.

Banerjee, Dr. Suresh Chandra

The Bengal (Rural) Primary Education (Amendment) Bill, 1958: pp. 557-58

The Calcutta Slum Clearance and Rehabilitation of Slum-dwellers Bill, 1958: pp. 105-07.

The Industrial Disputes (West Bengal Amendment) Bill, 1957: pp. 162-64, 170, 172, 173.

Non-official Resolution: pp. 82-83.

Non-official Resolutions on Farakka Barrage: pp. 327-29, 341, 343-44.

Submission of Memorandum of refugees of Sealdah station to the Chief Minister: pp. 44-45.

The West Bengal Agricultural Lands and Fisheries (Acquisition and Resettlement) Bill, 1958: pp. 445-46, 534-35.

Basu, Sj. Abani Kumar

Mahisrekha-Guzarpur Khal under Amta Drainage Project: (Q.) pp. 360-61.

Basu, Sj. Amarendra Nath

The Calcutta Slum Clearance and Rehabilitation of Slum-dwellers Bill, 1958: pp. 115-17.

Basu, Sj. Chitta

The Bengal Development (Amendment) Bill, 1958: pp. 304, 394-95.

The Indian Red Cross Society (Bengal Branch) (Amendment) Bill, 1958: pp. 238-39.

The Industrial Disputes (West Bengal Amendment) Bill, 1957: pp. 165-67.

Loans to fishermen for purchase of equipments: (Q.) pp. 520-23.

Non-official Resolutions: pp. 76-78.

Point of Privilege: p. 224.

The West Bengal Agricultural Lands and Fisheries (Acquisition and Resettlement) Bill, 1958: pp. 481-83, 533-34.

The West Bengal Estates Acquisition (Amendment) Bill, 1958: pp. 88-90, 94.

Basu, Sj. Gopal

The Sagore Dutt Hospital Bill, 1958: pp. 439-40.

Silting up of river Bhagirathi at Naihati and Bhatpara: (Q.) pp. 194-95.

Basu, Sj. Hemanta Kumar

The Calcutta Slum Clearance and Rehabilitation of Slum-dwellers Bill, 1958: pp. 99-101.

Non-official Resolution on Farakka Barrage: pp. 335-38, 340.

The Bengal Development (Amendment) Bill, 1958: pp. 289-307, 371-406.

The Bengal Municipal (Amendment) Bill, 1958: pp. 62-66.

The Bengal (Rural) Primary Education (Amendment) Bill, 1958: pp. 554-61.

Bera, Sj. Sasabindu

Inundated condition of certain villages of Amardah Union of Howrah district for want of drainage: (Q.) pp. 355-56.

Mohanpur-Dungaghata Khal, Howrah district: (Q.) pp. 353-54.

Resuscitation of Jallabaj Canal within Baneswar union, district Howrah: (Q.) p. 260.

Bhadrakali Mahila Camp: p. 543.

Bhaduri, Sj. Panchugopal

The Bengal Development (Amendment) Bill, 1958: pp. 386-87.

Bhandari, Sj. Sudhir Chandra

Silting up of Kantakhali Khal within Falta police-station of 24-Parganas district: (Q.) pp. 148-49.

Total allotment for Second Five-Year Plan in West Bengal: (Q.) p. 510.

Bhattacharjee, Sj. Panchanan

Non-official Resolution on Farakka Barriage: pp. 341-43.

The West Bengal Children Bill, 1958: pp. 294-96.

Bhattacharjee, Sj. Shyamapada

Brass and bell-metal industry: (Q.) pp. 366-69.

Toll charges on Balirghat Pontoon Bridge in Murshidabad district: (Q.) pp. 201-02.

Modification of the Amta Basin Drainage system: (Q.) pp. 147-48.

Bhattacharya, Dr. Kanailal

The West Bengal Agricultural Lands and Fisheries (Acquisition and Resettlement) Bill, 1958: pp. 446-47, 493, 495-96.

Border—district activities of Pakistan: p. 525.

Bose, Dr. Bindabon Behari

The Bengal (Rural) Primary Education (Amendment) Bill, 1958: p. 558.

The Indian Red Cross Society (Bengal Branch) (Amendment) Bill, 1958: pp. 230-31.

Modified ration shops in Jagatballavpur police-station: (Q.) pp. 209-10.

Brass and bell-metal industry: (Q.) pp. 366-69.

Brick Board: (Q.) pp. 451-55.

Bridges over the Atrai, the Punarbhaba and the Tangon: (Q.) p. 206.

Bill(s)

The Bengal Development (Amendment)—, 1958: pp. 298-307, 371-406.

The Bengal (Rural) Primary Education (Amendment)—, 1958: pp. 554-61.

The Calcutta Municipal (Amendment)—, 1958: pp. 174-85.

The Calcutta Slum Clearance and Rehabilitation of Slum-dwellers—, 1958: pp. 99-129.

The Indian Red Cross Society (Bengal Branch) (Amendment)—, 1958: pp. 216-47.

The Industrial Disputes (West Bengal Amendment)—, 1957: pp. 160-74.

The R. G. Kar Medical College and Hospital—, 1958: pp. 20-56.

The Sagore Dutt Hospital—, 1958: pp. 424-40.

The West Bengal Agricultural Lands and Fisheries (Acquisition and Resettlement)—, 1958: pp. 443-50, 475-501, 525-43, 543-45.

The West Bengal Children—, 1958: pp. 279-98.

The West Bengal Estates Acquisition (Amendment)—, 1958: pp. 83-97.

The West Bengal Premises Tenancy (Amendment)—, 1958: pp. 156-60.

The West Bengal Taxes on Entry of Goods in Local Areas (Amendment)—, 1958: pp. 440-43.

The West Bengal Transferred Territories (Assimilation of Laws)—, 1958: pp. 545-53.

Chakraverty, Sj. Jatindra Chandra

The Calcutta Slum Clearance and Rehabilitation of Slum-dwellers Bill, 1958: pp. 107-108.

Demonstration by Hospital Employees: p. 93.

The Industrial Disputes (West Bengal Amendment) Bill, 1957: p. 164.

Non-official Resolution: p. 82.

Non-official Resolution on Water Supply in Calcutta: pp. 311-13.

Non-official resolution on Farakka Barrage: pp. 333-335, 340.

Removal of Museum from Calcutta: pp. 19-20.

The R. G. Kar Medical College and Hospital Bill, 1958: p. 53.

Chatterjee, Sj. Basanta Lal

Irrigation and drainage schemes in West Dinajpur district: (Q.) p. 363.

Chatterjee, Sj. Mihirlal

The Bengal Development (Amendment) Bill, 1958: pp. 371-75, 384, 389, 392-93, 394, 400-401.

Water Supply in Patelnagar Township: (Q.) pp. 515-16.

Chattopadhyay, Dr. Nirendra Kumar

The Indian Red Cross Society (Bengal Branch) (Amendment) Bill, 1958: pp. 217-2(
229, 236-37, 247.

The R. G. Kar Medical College and Hospital Bill, 1958: pp. 29-31, 38-39, 54.

The Sagore Dutt Hospital Bill, 1958: pp. 430-33, 437-38.

The West Bengal Taxes on Entry of Goods in Local Areas (Amendment) Bill, 1958
pp. 440-41.

Chatteraj, Dr. Radhanath

Amount of lands acquired for canals under Mayurakshi Project: (Q.) pp. 361-62.

The Bengal Development (Amendment) Bill, 1958: pp. 299, 306-307.

House-building Scheme in Flood-stricken areas: (Q.) pp. 503-504, 507.

Repair of embankments on the river Kuye Labpur police-station: (Q.) pp. 195-96

Resuscitation of the river Kuye: (Q.) pp. 363-64.

Survey of benefits from Mayurakshi Canal: (Q.) pp. 264, 266-67.

Chaudhuri, The Hon'ble Rai Harendra Nath

Admission of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Muslims to David Training College: (Q.) 192-93.

Affairs of Asansol Polytechnic (Dhadka): (Q.) p. 154.

Arrear dues of teachers of Bengali schools in transferred territories of Purulia district: (Q.) pp. 13-15.

The Bengal (Rural) Primary Education (Amendment) Bill, 1958: pp. 554, 560-61.

Constitution of Midnapore District School Board: (Q.) pp. 11-13.

Cyclone relief grant to Sripati Siksha Sadan, Garbeta: (Q.) pp. 193-94.

Establishment of a Technical School in Malda: (Q.) pp. 144-45.

Filling up of the post of Principal, Dum Dum Motijhil College: (Q.) pp. 199-200.

Managing Committee of Barabazar High School, Purulia: (Q.) p. 194.

Pay and dearness allowance of Lecturers of the Rampurhat College: (Q.) p. 155.

Payment of fees for school students of the distressed areas of Malda: (Q.) p. 191

Payment of increment of Rs. 5 to the special cadre: (Q.) pp. 16-17.

Post of Director of Public Instruction, West Bengal: (Q.) pp. 188-90.

Recruitment of District Inspectors of schools: (Q.) pp. 187-88.

Unnayan Parishad Madhyamik Vidyalaya, Asokenagar, Habra: (Q.) p. 190.

Upgrading of High Schools of Khandaghosh and Galsi police-stations to Multipurpose Schools: (Q.) pp. 17-19.

Chaudhuri, Sj. Tarapada

The Bengal development (Amendment) Bill, 1958: p. 388.

Chowdhury, Sj. Benoy Krishna

Affairs of Asansol Polytechnic: (Q.) p. 154.

The Bengal Development (Amendment) Bill, 1958: pp. 299-302, 388, 394-96.

Brick Board: (Q.) pp. 451-53.

Payment of house-building and small trade loans to refugees in Burdwan town: (Q.)
p. 141.

Report of the German expert on Farakka Barriage Scheme: (Q.) pp. 269-75.

The West Bengal Estates Acquisition (Amendment) Bill, 1958: pp. 84-86.

Constitution of Midnapore District School Board: (Q.) pp. 11-13.

The Calcutta Municipal (Amendment) Bill, 1958: pp. 174-85.

Calcutta Slum Clearance and Rehabilitation of Slum-dwellers Bill, 1958: pp. 99-129.

Cobblers of Malda district: (Q.) pp. 364-65.

Complaint of Corruption against the Sub-Registrar, Garbeta: (Q.) pp. 407-408.

Cyclone Relief Grant to Sripati Siksha Sadan, Garbeta: (Q.) pp. 193-94.

Damage to homesteads by floods in Sunderpur Union of Murshidabad district: (Q.) pp. 210-11.

Damagde to Kalna town by erosion of the Bhagirathi river: (Q.) pp. 349-50.

Danish Cutters and Japanese Trawlers in the state: (Q.) pp. 455-62.

Darjeeling Enquiry Committee: (Q.) pp. 414-19.

Das, Sj. Ananga Mohan

Resuscitation of drainage canals within Pingla police-station of Midnapore district: (Q.) pp. 196-97.

Schemes for encouraging fish culture in the State: (Q.) p. 517.

Das, Sj. Durgapada

Pay and dearness allowance of lecturers of the Rampurhat College: (Q.) p. 155.

Das, Sj. Natendra Nath

Constitution of Midnapore District School Board: (Q.) pp. 11-12.

Sonarpur-Arapanch Scheme: (Q.) pp. 262-63.

Das, Sj. Sisir Kumar

The R. G. Kar Medical College and Hospital Bill, 1958: pp. 31-32.

Das, Sj. Sunil

The Calcutta Municipal (Amendment) Bill, 1958: pp. 174, 180.

The Industrial Disputes (West Bengal Amendment) Bill, 1957: pp. 171, 172.

Non-official Resolutions: pp. 69-75.

Non-official Resolution regarding water supply in Calcutta: pp. 320-21, 322-23, 324.

Requisition of rice in August, 1957, from rice mills: (Q.) p. 213.

The West Bengal Agricultural Lands and Fisheries (Acquisition and Resettlement) Bill, 1958 p. 490.

The West Bengal Children Bill, 1958: pp. 288-89.

The West Bengal Estates Acquisition (Amendment) Bill, 1958: p. 84.

The West Bengal Premises Tenancy (Amendment) Bill, 1958: pp. 156, 157, 158.

The West Bengal Taxes on Entry of Goods in Local Areas (Amendment) Bill, 1958: pp. 441-42.

Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath

Alignment of Burdwan-Bankra Road: (Q.) p. 200.

Bridges over the Atrai, the Punarbhaba and the Tangon: (Q.) p. 206.

Farakka Barrage Scheme. (Q.) pp. 257-60.

Improvement of Hooghly Point Road, Diamond Harbour: (Q.) p. 260.

Kaliachak-Niamatpur Road, Malda district: (Q.) p. 206.

Old Calcutta Road or Nilgunj Road, Barrackpur subdivision: (Q.) p. 201.

Roads of Howrah district included in the two Five-Year Plans: pp. 251-57.

Roads of Purulia district included in first and second Five-Year Plans: (Q.) p. 205.

Toll charges on Balirghat Pontoon Bridge in Murshidabad district: (Q.) pp. 201-204.

De, Sj. Tarapada

The Bengal Development (Amendment) Bill, 1958: pp. 384-86, 388.

The Calcutta Municipal (Amendment) Bill, 1958: p. 182.

Roads of Howrah district included in the two Five-Year Plans: pp. 251-54, 257.

Test relief works in Howrah district: (Q.) pp. 214-15.

Demonstration by Hospital Employees: pp. 92-93.

Dhar, Sj. Dhirendra Nath

The Calcutta Municipal (Amendment) Bill, 1958: pp. 174-76, 184.

The Calcutta Slum Clearance and Rehabilitation of Slum-dwellers Bill, 1958: pp. 113-15.

The Indian Red Cross Society (Bengal Branch) (Amendment) Bill, 1958: pp. 239-40.

Non-official Resolutions: pp. 79-81.

Dhibar, Sj. Pramatha Nath

The Bengal Development (Amendment) Bill, 1958: pp. 388, 389.

Upgrading of high schools of Khandaghosh and Galsi police-stations to Multipurpose Schools: (Q.) p. 17.

The West Bengal Agricultural Lands and Fisheries (Acquisition and Resettlement) Bill, 1958: pp. 495, 498, 532.

Distribution of doles to and medical arrangements for camp refugees: (Q.) pp. 131-35.

Distribution of galvanized tins for erection of sheds at flood-affected areas in Uluberia subdivision: (Q.) pp. 249-50.

Discontinuance of test-relief works in Midnapore district: (Q.) pp. 211-12.

Distress in West Dinajpur district due to drought: (Q.) pp. 212-13.

Divisions: pp. 40-44, 66-69, 128-29, 242, 325-26, 390-91, 397-400, 538-43.

Electrification of villages in police-stations of Hirapur and Kulti: (Q.) pp. 510-11.

Elias Razi, Janab

Admission of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Muslims to David Training College: (Q.) p. 191.

Kaliachak-Niamatpur Road, Malda district. (Q.) p. 206.

Establishment of a technical school in Malda: (Q.) p. 144.

Erosion of Dhulian town in Murshidabad district and Basirhat and Taki towns in 24-Parganas district: (Q.) pp. 350-53.

Erosion of river ganges in Kaliohak police-station and Khasmahal Diara areas of Malda district: (Q.) p. 278.

Establishment of a technical school in Malda: (Q.) pp. 144-45.

Expenditure on Oath-taking by Ministers and Deputy Ministers at Darjeeling: (Q.) p. 371.

Farakka Barrage scheme: (Q.) pp. 257-60.

Filling up of the post of principal, Dum Dum Motijhil College: (Q.) pp. 199-200.

Fixation of time for Non-official Business: p. 474.

Flood and erosion of river Punarbhaba in Tapan police-station of West Dinajpur district: (Q.) p. 154.

Further supplementaries on starred question No. 19: pp. 1-4.

Further supplementaries to starred question No. 20: p. 131.

Ganguli, Sj. Ajit Kumar

The West Bengal Agricultural Lands and Fisheries (Acquisition and Resettlement) Bill, 1958: pp. 479-80, 481.

Ganguli, Sj. Amal Kumar

Introduction of modified rationing in Uluberia subdivision. (Q.) p. 7.

Distribution of galvanised tins for erection of sheds at flood-affected areas in Uluberia subdivision: (Q.) pp. 249-50.

Ghosal, Sj. Hemanta Kumar

Adjournment Motion—Notice of an—: p. 156.

Erosion of Dhulian town in Murshidabad district and Basirhat and Taki towns in 24-Parganas district: (Q.) pp. 350-53.

The West Bengal Agricultural Lands and Fisheries (Acquisition and Resettlement) Bill, 1958: pp. 447-50, 490, 500, 527, 534.

The West Bengal Children Bill, 1958: pp. 289-91.

Hazra, Sj. Manoranjan

Bhadrakali Mahila Camp: p. 543.

The Indian Red Cross Society (Bengal Branch) (Amendment) Bill, 1958: pp. 234-36.

The Industrial Disputes (West Bengal Amendment) Bill, 1957: p. 167.

Reconstitution of West Bengal Handloom Board and State Khadi and Village Industries Board: (Q.) pp. 513-14.

The West Bengal Children Bill, 1958: pp. 293-94.

House-building grant to flood-affected people: (Q.) pp. 207-208.

House-building scheme in flood-stricken areas: (Q.) pp. 503-507.

Hunger-strike in Dum Dum Central Jail: pp. 215-16, 279.

Improvement of Hooghly Point Road, Diamond Harbour: (Q.) p. 260.

Improvement of weaver community in Malda district: (Q.) pp. 511-12.

Indian Red Cross Society (Bengal Branch) (Amendment) Bill, 1958: pp. 216-47.

The Industrial Disputes (West Bengal Amendment) Bill, 1957: pp. 160-74.

Inundated condition of certain villages of Amardah union of Howrah district for want of drainage: (Q.) pp. 355-56.

Introduction of modified rationing in Uluberia subdivision: (Q.) pp. 7-10.

Irrigation and drainage schemes in West Dinajpur district: (Q.) p. 363.

Irrigation schemes in Sankrail and Nayagram Thanas, Midnapore district: (Q.) pp. 152-53.

Jalan, The Hon'ble Iswar Das

The Bengal Municipal (Amendment) Bill, 1958: pp. 62, 65, 66.

The Calcutta Municipal (Amendment) Bill, 1958: pp. 174, 179, 182, 185.

The Calcutta Slum Clearance and Rehabilitation of Slum-dwellers Bill, 1958: pp. 125-28.

Complaint of corruption against the Sub-Registrar, Garbeta: (Q.) pp. 407-408.

The West Bengal Transferred Territories (Assimilation of Laws) Bill, 1958: pp. 545, 550-51, 552-53.

Jaldhaka hydro-electric project: (Q.) pp. 465-68.

Kaliachak-Niamatpur Road, Malda district: (Q.) pp. 205-206.

Kangsabati project: (Q.) pp. 409-12.

Kolay, Sj. Jagannath

The Bengal Development (Amendment) Bill, 1958: p. 391.

The Industrial Disputes (West Bengal Amendment) Bill, 1957: pp. 169, 172.

The West Bengal Agricultural Lands and Fisheries (Acquisition and Resettlement) Bill, 1958: pp. 489, 527, 543.

Konar, Sj. Hare Krishna

The Bengal Development (Amendment) Bill, 1958: pp. 299, 377-80, 388, 394, 396.

Report of Flood Enquiry Committee on 1956 floods: (Q.) pp. 357, 359.

Kutcha drain through North Dum Dum Municipality: (Q.) p. 264.

Lahiri, Sj. Somnath

Danish cutters and Japanese trawlers in the state: (Q.) pp. 455-59.

Non-official Resolution regarding water-supply in Calcutta: pp. 309-11, 313-17.

Recognition of Bengali as the official language of the state: (Q.) pp. 419-22.

The West Bengal Taxes on Entry of Goods in Local Areas (Amendment) Bill, 1958: p. 442.

Lapsing of grants for house-rent allowance for female teachers of sponsored free primary schools: (Q.) p. 146.

Laying of Annual Report of the Damodar Valley Corporation and Audit Report for the year, 1956-57: p. 371.

Landing of American Marines in Lebanon: p. 473.

Loans to fisherman for purchase of equipments: (Q.) pp. 520-23.

Mahato, Sj. Satya Kinkar

Arrear dues of teachers of Bengali schools in the transferred territories of Purulia district: (Q.) p. 13.

Mahata, Sj. Surendra Nath

Irrigation schemes of Sankrail and Nayagram thanas, Midnapore district: (Q.) pp. 152-53.

Mahisrekha-Guzarpur khal under Amta Drainage project: (Q.) pp. 360-61.

Maji, Sj. Gobinda Charan

The Calcutta Municipal (Amendment) Bill, 1958: p. 181.

The West Bengal Agricultural Lands and Fisheries (Acquisition and Resettlement) Bill, 1958: pp. 497-98, 531.

House-building grant to flood-affected people (Q.) p. 207.

Majhi, Sj. Jamadar

Damages to Kalna town by erosion of the Bhagirathi river: (Q.) p. 349.

Majhi, Sj. Ledu

Managing Committee of Barabazar High School, Purulia: (Q.) p. 194.

Majhi, Sj. Nishapati

The Bengal Development (Amendment) Bill, 1958: pp. 405-406.

Majumdar, Sj. Apurba Lal

The Calcutta Municipal (Amendment) Bill, 1958: p. 184.

The Indian Red Cross Society (Bengal Branch) (Amendment) Bill, 1958: pp. 237, 239, 243.

The R. G. Kar Medical College and Hospital Bill, 1958: pp. 45-46, 50-51.

The West Bengal Estates Acquisition (Amendment) Bill, 1958: pp. 93, 94, 95.

Majumdar, Dr. Jnanendra Nath

The Indian Red Cross Society (Bengal Branch) (Amendment) Bill, 1958: pp. 244-45.

Point of information: p. 474.

The Sagore Dutt Hospital Bill, 1958: pp. 435-36.

Managing Committee of Barabazar High School, Purulia: (Q.) p. 194.

Manner of putting supplementary questions: p. 503.

Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan

Jaldhaka hydro-electric project: (Q.) pp. 465-68.

The West Bengal Prohibition of Eviction of workers' family (Tea Estates) Bill, 1958: pp. 58-62.

Measures against floods in certain police-stations of West Dinajpur district. (Q.) p. 268.

Memorandum of All India Insurance Salaried Field Workers' Association: p. 81.

Messages: pp. 58, 278-79, 309.

[illegible], Sj. Manoranjan

Cobblers of Malda district: (Q.) pp. 364-65.

Erosion of river ganges in Kalichak police-station and Khasmahal Diara areas Malda district: (Q.) p. 278.

Improvement of weaver community in Malda district: (Q.) p. 511.

Kaliachak-Niamatpur Road, Malda district: (Q.) p. 206.

Payment of fees for school students of the distressed areas of Malda: (Q.) p. 19

Mitra, Sj. Satkari

Old Calcutta Road or Nilgunj Road, Barrackpore subdivision: (Q.) pp. 200-201.

The Sagore Dutt Hospital Bill, 1958: pp. 427-430.

Squatters' Colonies established after 1950: (Q.) pp. 136-38, 141.

[illegible]dification of the Amta Basin Drainage system: (Q.) pp. 147-48.

[illegible]dified ration shops in Jagatballavpur police-station: (Q.) pp. 209-10.

[illegible]hanpur-Dungaghata Khal, Howrah district: (Q.) pp. 353-54.

Mondal, Sj. Haran Chandra

The West Bengal Agricultural lands and fisheries (Acquisition and Resettlement Bill, 1958: p. 475.

Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar

Amount of lands acquired for canals under Mayurakshi Project: (Q.) pp. 361-62.

The Bengal Development (Amendment) Bill, 1958: pp. 298-99, 382-83, 385, 387-8 391, 395, 396, 400, 405, 406.

Damages to Kalna town by erosion of the Bhagirathi river: (Q.) pp. 349-50.

Erosion of Dhulian town in Murshidabad district and Basirhat and Taki towns i 24-Parganas district: (Q.) pp. 351-53.

Erosion of river ganges in Kalichak police-station and Khasmahal Diara areas (Malda district: (Q.) p. 278.

Flood and erosion of river Punarbhaba in Tapan police-station of West Dinajpu district: (Q.) p. 154.

Inundated condition of certain villages of Amardah union of Howrah district f want of drainage: (Q.) p. 356.

Irrigation schemes of Sankrail and Nayagram thanas, Midnapore district: (Q. pp. 152-53.

Irrigation and drainage schemes in West Dinajpur district: (Q.) p. 363.

Kangsabati project: (Q.) pp. 409-12.

Kucha drain through North Dum Dum Municipality: (Q.) p. 264.

Mahisrekha-Guzarpur khal under Amta Drainage Project: (Q.) pp. 360-61.

Measures against floods in certain police-stations of West Dinajpur district: (Q. p. 268.

Modification of the Amta Basin Drainage System: pp. 147-48.

Mohanpur-Dungaghata Khal, Howrah district: (Q.) p. 354.

Pay-scales of Research Assistants of the River Research Institution, West Bengal (Q.) p. 198.

Proposed Farakka Barrage for protection of Calcutta Port and removal of salinit of the water of Hooghly river: (Q.) pp. 345-47.

Re-excavation of Bager khal in Bijpur police-station: (Q.) pp. 359-60.

Repair of embankments on the river Kuey in Labpur police-station: (Q.) pp. 195-96

Repairs or excavation of canals in Diamond Harbour police-station under the secon Five-Year Plan: (Q.) pp. 261-62.

Report of Flood Enquiry Committee on 1956 floods: (Q.) pp. 357-59.

Report of the German expert on Farakka Barrage scheme: (Q.) pp. 269-75.

Resuscitation of drainage canals with Pingla police-station of Midnapore district (Q.) p. 197.

Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar—*concld.*

Resuscitation of Jallabaj canal within Baneswar union, district Howrah: (Q.) pp. 260-61.

Resuscitation of the river Kuye: (Q.) pp. 263-64.

Silting up of Kantakhali khal within Falta police-station of 24-Parganas district: (Q.) p. 149.

Silting up of river Bhagirathi at Naihati and Bhatpara: (Q.) pp. 194-95.

Sonarpur-Arapanch scheme: (Q.) p. 263.

Sonarpur-Arapanch Drainage scheme and failure of Dabu sluice gate: (Q.) pp. 275-77.

Sundarban Embankments: (Q.) pp. 149-52.

Survey of benefits from Mayurakshi Canal: (Q.) pp. 264-67.

Tollygunge Panchannagram Drainage Scheme: (Q.) pp. 153-54.

Mukherji, Sj. Bankim

The Bengal Development (Amendment) Bill, 1958: pp. 299, 383-84, 391-92, 394, 402-404.

Bhadrakali Mahila Camp: p. 543.

Fixation of time for non-official business: p. 474.

The Indian Red Cross Society (Bengal Branch) (Amendment) Bill, 1958: pp. 225-27.

The Industrial Disputes (West Bengal Amendment) Bill, 1957: pp. 160, 169, 170, 171.

Landing of American Marines in Lebanon: p. 473.

Non-official resolution on Farakka Barrage: pp. 338-40, 41.

Report of mysterious fever at Darjeeling: p. 327.

The West Bengal Agricultural Lands and Fisheries (Acquisition and Resettlement) Bill, 1958: p. 493.

The West Bengal Children Bill, 1958: p. 287.

The R. G. Kar Medical College and Hospital Bill, 1958: pp. 33-35, 56.

Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi

Statement on hunger strike in Dum Dum Central Jail: p. 279.

The West Bengal Children Bill, 1958: pp 279-82, 296-98.

The Bengal Municipal (Amendment) Bill, 1958: pp. 62, 63-65.

The Industrial Disputes (West Bengal Amendment) Bill, 1957: p. 167.

Mukhopadhyay, Sj. Samar

Unnayan Parishad Madhyamik Vidyalaya, Asokenagar, Habra: (Q.) p. 190.

Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid Kumar

The West Bengal Children Bill, 1958: pp. 291-92.

Naskar, Sj. Gangadhar

The West Bengal Agricultural Lands and Fisheries (Acquisition and Resettlement) Bill, 1958: pp. 476-77, 495, 527, 534.

Naskar, The Hon'ble Hem Chandra

Afforestation of cultivable lands: (Q.) p. 520.

Loans to fishermen for purchase of equipments: (Q.) p. 521.

Rates to wages to villagers engaged by Forests Department: (Q.) pp. 523-24.

Sale of forests in East Midnapore Forest Division: (Q.) p. 518.

Schemes for encouraging fish culture in the State: (Q.) pp. 517-18.

Naskar, Sj. Khagendra Nath

Tollygunge Panchannagram Drainage Scheme: (Q) p. 153.

Non-availability of dealers in rural areas for modified rationing system: (Q.) p. 209.

Non-official Bill—

The West Bengal Prohibition of Eviction of Workers' Family (Tea Estates) Bill, 1958: pp. 58-66.

Non-official Resolutions: pp. 69-83.

Non-official resolution regarding water-supply in Calcutta: pp. 309-25.

Non-official Resolution regarding Farakka Barrage: pp. 327-44.

Number of co-operative agricultural farms in Birbhum district: (Q.) pp. 516-17.

Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.

Amalgamation of Vagrancy Directorate with the Social Welfare Directorate: (Q.) pp. 369-70.

The Calcutta Slum Clearance and Rehabilitation of Slum-dwellers Bill, 1958: pp. 103-105.

Proposed Farakka Barrage for protection of Calcutta Port and removal of salinity of the water of the Hooghly river: (Q.) pp. 345, 347.

The R. G. Kar Medical College and Hospital Bill, 1958: pp. 29, 56.

The Sagore Dutt Hospital Bill, 1958: pp. 434-35.

Salinity of filtered water supply of the Calcutta Corporation: (Q.) pp. 347-48.

West Bengal Wakf Act: p. 474.

Old Calcutta Road or Nilgunj Road, Barrackpur subdivision: (Q.) pp. 200-201.

Panda, Shri Basanta Kumar

The Bengal Development (Amendment) Bill, 1958: pp. 375-77, 389.

The Bengal (Rural) Primary Education (Amendment) Bill, 1958: pp. 554-55.

The Calcutta Municipal (Amendment) Bill, 1958: pp. 176-79, 181.

The Indian Red Cross Society (Bengal Branch) (Amendment) Bill, 1958: pp. 220-24, 237-38, 243.

The Industrial Disputes (West Bengal Amendment) Bill, 1957: pp. 169, 170.

The R. G. Kar Medical College and Hospital Bill, 1958: pp. 20-23.

The West Bengal Agricultural Lands and Fisheries (Acquisition and Resettlement) Bill, 1958: pp. 483-86, 489, 491-92, 495, 498, 500.

The West Bengal Agricultural Lands and Fisheries (Acquisition and Settlement) Bill, 1958: pp. 530, 531, 532, 533.

The West Bengal Estates Acquisition (Amendment) Bill, 1958: pp. 84, 86-88, 92, 95.

The West Bengal Premises Tenancy (Amendment) Bill, 1958: p. 158.

The West Bengal Transferred Territories (Assimilation of Laws) Bill, 1958: pp. 545-47, 552.

Panda, Sj. Bhupal Chandra

The Bengal Development (Amendment) Bill, 1958: p. 305.

Scarcity and distress in Nandigram thana, Midnapore district: (Q.) pp. 4, 10-11.

The West Bengal Estates Acquisition (Amendment) Bill, 1958: p. 94.

Pandey, Sj. Sudhir Kumar

Damage to homesteads by floods in Sundarpur union of Murshidabad district: (Q.) p. 210.

Distribution of doles and medical arrangements for camp refugees: (Q.) p. 131.

Kangsabati Project: (Q.) p. 409.

Pay and dearness allowance of Lecturers of the Rampurhat College: (Q.) p. 155.

Pay-scales of Research Assistants of the River Research Institute, West Bengal: (Q.) p. 198.

Payment of fees for school students of the distressed areas of Malda: (Q.) pp. 190-91.

Payment of house building and small trade loans to refugees in Burdwan town: (Q.) p. 141.

Payment of increment of Rs. 5 to the Special Cadre Teachers: (Q.) pp. 16-17.

Point of information: p. 474.

Point of privilege: pp. 224-25.

Post of Director of Public Instruction, West Bengal: (Q.) pp. 188-90.

Prasad, Sj. Rama Sankar

The Calcutta Slum Clearance and Rehabilitation of Slum-dwellers Bill, 1958: pp. 123-25.

Rates to wages to villagers engaged by Forests Department: (Q.) pp. 523-24.

Proposed Farakka Barrage for protection of Calcutta Port and removal of salinity of Hooghly river: (Q.) pp. 345-47.

Questions

Admission of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Muslims to David Hare Training College: pp. 191-93.

Affairs of Asansol Polytechnic (Dhadka): p. 154.

Afforestation of cultivable lands: p. 520.

Alignment of Burdwan-Bankura Road: p. 200.

Amalgamation of Vagrancy Directorate with the Social Welfare Directorate: pp. 369-70.

Amount of lands acquired for canals under Mayurakshi Project: pp. 361-62.

Appointment of salaried paymasters for test relief work in Kharba police-station: p. 146.

Arrear dues of teachers of Bengali Schools in the transferred territories Purulia district: pp. 13-15.

Brass and bell-metal industry: pp. 366-69.

Brick board: pp. 451-55.

Bridges over the Atrai, the Punarbhaba and Tangon: p. 206.

Cobblers of Malda district: pp. 364-65.

Complaint of corruption against the Sub-Registrar, Garbeta: pp. 407-408.

Constitution of Midnapore District School Board: pp. 11-13.

Cyclone relief grant to Sripati Siksha Sadan, Garbeta: pp. 193-94.

Damage to homesteads by floods in Sundarpur union of Murshidabad district: pp. 210-11.

Damages to Kalna town by erosion of the Bhagirathi river: pp. 349-50.

Danish Cutters and Japanese Trawlers in this State: pp. 455-62.

Darjeeling Eqnuiry Committee: pp. 414-19.

Discontinuance of test relief works in Midnapore district: pp. 211-12.

Distribution of doles to and medical arrangements for camp refugees: pp. 131-35.

Distribution of galvanized tins for erection of sheds at flood-affected areas in Uluberia subdivision: pp. 249-50.

Distress in West Dinajpur district due to drought: pp. 212-13.

Electrification of villages in police-stations of Hirapur and Kulti: pp. 510-11.

Erosion of Dhulian town in Murshidabad district and Basirhat and Taki towns in 24-Parganas district: pp. 350-53.

Erosion of river Ganges in Kalichak police-station and Khasmahal Diara areas of Malda district: p. 278.

Establishment of a Technical School in Malda: pp. 144-45.

Expenditure on oath-taking by Ministers and Deputy Ministers at Darjeeling: p. 371.

Farakka Barrage Scheme:, pp. 257-60.

Filling up of the post of Principal, Dum Dum Motijheel College: pp. 199-200.

Questions—contd.

Flood and erosion of river Punarbhaba in Tapan police-station of West Dinajpur district: p. 154.

House-building grant to flood-affected people: pp. 207-208.

House-building scheme in flood-stricken areas: pp. 503-507.

Improvement of Hooghly Point Road, Diamond Harbour: p. 260.

Improvement of weaver community in Malda district: pp. 511-12.

Introduction of modified rationing in Uluberia subdivision: pp. 7-10.

Inundated condition of certain villages of Amardah union of Howrah district for want of drainage: pp. 355-56.

Irrigation and drainage schemes in West Dinajpur district: p. 363.

Irrigation schemes in Sankrail and Nayagram Thanas, Midnapore district: pp. 152-53.

Jaldhaka Hydroelectric Project: pp. 465-68.

Kaliachak-Niamatpur Road, Malda district: pp. 205-206.

Kangsabati Project: pp. 409-12.

Kucha drain through North Dum Dum Municipality: p. 264.

Lapsing of grants for house-rent allowance for female teachers of sponsored free primary school: p. 146.

Loans to fishermen for purchase of equipments: pp. 520-23.

Mahisrekha-Guzaipur Khal under Amta Drainage Project: pp. 360-61.

Managing Committee of Barabazar High School, Purulia: (Q.) p. 194.

Measures against floods in certain police-stations of West Dinajpur district: p. 268.

Modification of the Amta Basin Drainage system: pp. 147-48.

Modified ration shops in Jagatballavpur police-station: pp. 209-10.

Mohanpur-Dungaghata Khal, Howrah district: pp. 353-54.

Non-availability of dealers in rural areas for modified rationing system: p. 208.

Number of co-operative agricultural farms in Birbhum district: pp. 516-17.

Old Calcutta Road or Nilgunj Road, Barrackpur subdivision: pp. 200-201.

Pay and dearness allowance of Lecturers of the Rampurhat College: p. 155.

Payment of fees for school students of the distressed areas of Malda: pp. 190-91.

Payment of house-building and small trade loans to refugees in Burdwan town: pp. 141.

Payment of increment of Rs. 5 to the special cadre teachers: pp. 16-17.

Pay-scales of Research Assistants of the River Research Institute, West Bengal: p. 198.

Post of Director of Public Instruction, West Bengal: pp. 188-90.

Proposed Farakka Barrage for protection of Calcutta Port and removal of salinity of the water of the Hooghly river: pp. 345-47.

Rates of wages to villagers engaged by Forests Department: pp. 523-24.

Recognition of Bengali as the official language of the State: pp. 419-22.

Reconstitution of West Bengal Handloom Board and State Khadi and Village Industries Board: pp. 512-14.

Recruitment of District Inspectors of Schools: pp. 187-88.

Re-excavation of Bager Khal in Bijpur police-station: pp. 359-60.

Removal of statues of foreign nationals: pp. 422-24.

Repair of embankments on the river Kuey in Labpur police-station: pp. 195-96.

Repair or excavation of canals in Diamond Harbour police-station under the Second Five-Year Plan: pp. 261-62.

Report of Flood Enquiry Committee on 1956 floods: pp. 357-59.

Report of the German expert on Farakka Barrage Scheme: pp. 269-75.

Requisition of rice in August, 1957, from rice mills: pp. 213-14.

Resuscitation of drainage canals within Pingla police-station of Midnapore district: pp. 196-97.

Questions—*concld.*

Resuscitation of Jallabaj canal within Baneswar union, district Howrah: pp. 260-61.

Resuscitation of the river Kuye: pp. 363-64.

Revision of schemes included in the Second Five-Year Plan for West Bengal: pp. 507-509.

Roads of Howrah district included in the two Five-Year Plans: pp. 251-57.

Roads of Purulia district included in first and Second Five-Year Plans: pp. 204-205.

Sale of forests in East Midnapore Forest Division: pp. 518-20.

Salinity of filtered water supply of the Calcutta Corporation: pp. 347-49.

Scarcity and distress in Nandigram thana, Midnapore district: pp. 4-7, 10-11.

Schemes for encouraging fish culture in the State: pp. 517-18.

Setting up of District Development Councils: pp. 469-73.

Silting up of Kantakhali Khal within Falta police-station of 24-Parganas district: pp. 148-49.

Silting up of river Bhagirathi at Naihati and Bhatpara: pp. 194-95.

Sonarpur-Arapanch Scheme: pp. 262-63.

Sonarpur-Arapanch Drainage Scheme and failure of Dabu Sluice Gate: pp. 275-77.

Squatters' colonies established after 1950: pp. 136-41.

Starting of test relief works and opening of fair price shops in Garbeta police-station: pp. 208-209.

Sunderban Embankments: pp. 149-52.

Supplementaries to Question No. 85: pp. 413-14.

Supply of electricity to Calcutta Electric Supply Corporation and West Bengal State Electricity Board by D.V.C.: pp. 462-65.

Survey of benefits from Mayurakshi Canal: pp. 264-67.

Test relief works in Howrah district: pp. 214-15.

Toll charges on Balurghat Ppntoon Bridge in Murshidabad district: pp. 201-204.

Tollygunge Panchannagram Drainage Scheme: pp. 153-54.

Total allotment for Second Five-Year Plan for West Bengal: p. 510.

Training of refugees in Ranaghat Women's Camp: pp. 141-44.

Unnayan Parishad Madhyamik Vidyalaya, Asokenagar, Habra: p. 190.

Upgrading of High Schools of Khandaghosh and Galsi police-stations to Multi-purpose Schools: (Q.) pp. 17-19.

Water-supply in Patelnagar township: pp. 515-16.

Rates of wages to villagers engaged by Forests Department: (Q.) pp. 523-25.

Ray, Dr. Narayan Chandra

The Calcutta Slum Clearance and Rehabilitation of Slum-dwellers Bill, 1958: pp. 121-22.

The Indian Red Cross Society (Bengal Branch) (Amendment) Bill, 1958: p. 245.

Lapsing of grants for house rent allowance for female teachers of sponsored free primary school: (Q.) p. 146.

The R. G. Kar Medical College and Hospital Bill, 1958: pp. 32-33, 38, 45, 51-53.

The Sagore Dutt Hospital Bill, 1958: pp. 425-27, 438-39.

Ray, Sj. Phakir Chandra

Alignment of Burdwan-Bankura Road: (Q.) p. 200.

The Bengal Development (Amendment) Bill, 1958: pp. 380-82, 388.

Non-availability of dealers in rural areas for modified rationing system: (Q.) p. 208.

Non-official resolution on Farakka Barrage: p. 341.

The West Bengal Agricultural Lands and Fisheries (Acquisition and Resettlement) Bill, 1958: pp. 526-27.

Ray Choudhuri, Sj. Sudhir Chandra

The West Bengal Agricultural Lands and Fisheries (Acquisition and Resettlement Bill, 1958: p. 478.

Recognition of Bengali as the Official Language of the State: (Q.) pp. 419-22.

Reconstitution of West Bengal Handloom Board and State Khadi and Village Industrie Board: (Q.) pp. 512-14.

Recruitment of District Inspectors of Schools: (Q.) pp. 187-88.

Re-excavation of Bager Khal in Bijpur police-station: (Q.) pp. 359-60.

Removal of Museum from Calcutta: pp. 19-20.

Removal of statues of foreign nationals: (Q.) pp. 422-24.

Repair of embankments on the river Kney in Labpur police-station: (Q.) pp. 195-96.

Repair or excavation of canals in Diamond Harbour police-station under the Second Five-Year Plan: (Q.) pp. 261-62.

Report of Flood Enquiry Committee on 1956 Floods: (Q.) pp. 357-59.

Report of the German expert on Farakka Barrage Scheme: (Q.) pp. 269-75.

Report of mysterious fever at Darjeeling: p. 327.

Requisition of rice in August, 1957, from rice mills: (Q.) pp. 213-14.

Requisition of drainage canals within Pingla police-station of Midnapore district: (Q.) pp. 196-97.

Resuscitation of Jaliabaj canal within Baneswar union, district Howrah: (Q.) p.. 260-61.

Resuscitation of the river Kuye: (Q.) pp. 363-64.

Revision of schemes included in the Second Five-Year Plan for West Bengal: (Q.) pp. 507-509.

R. G. Kar Medical College and Hospital Bill, 1958: pp. 20-56.

Roads of Howrah district included in the two Five-Year Plans: (Q.) pp. 251-57.

Roads of Purulia district included in First and Second Five-Year Plans: (Q.) pp. 204-205.

Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu

The Indian Red Cross Society (Bengal Branch) (Amendment) Bill, 1958: pp. 216-17, 236-37, 240-41, 243-44.

Non-official resolution regarding water-supply in Calcutta: pp. 317-19, 321, 324.

The Sagore Dutt Hospital Bill, 1958: pp. 424-25, 436-39.

Salinity of filtered water supply of the Calcutta Corporation: (Q.) p. 348-49.

Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra

Amalgamation of Vagrancy Directorate with the Social Welfare Directorate: (Q.) pp. 369-70.

The Bengal Municipal (Amendment) Bill, 1958: pp. 65, 66.

Darjeeling Enquiry Committee: (Q.) pp. 414-19.

Expenditure on oath-taking by Ministers and Deputy Ministers at Darjeeling: (Q.) p. 371.

Improvement of weaver community in Malda district: (Q.) p. 511.

Non-official resolution regarding water supply in Calcutta: pp. 319-20.

Non-official resolution on Farakka Barrage: pp. 329-33.

Recognition of Bengali as the official language of the State: (Q.) 419-22.

Reconstitution of West Bengal Handloom Board and State Khadi and Village Industries Board: (Q.) p. 512.

Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra—*concld.*

Removal of Museum from Calcutta: p. 20.

Removal of statues of foreign nationals: (Q.) pp. 422-24.

Report of mysterious fever at Darjeeling: p. 327.

The R. G. Kar Medical College and Hospital Bill, 1958: pp. 35-39.

Submission of memorandum of refugees of Sealdah Station to the Chief Minister: pp. 44-45, 49-51.

Supplementaries to Question No. 85: (Q.) pp. 413-14.

The West Bengal Taxes on Entry of Goods in Local Areas (Amendment) Bill, 1958: pp. 440, 442-43.

Roy, Sj. Chittaranjan

Brass and bell-metal industry: (Q.) pp. 366-69.

Cobblers of Malda district: (Q.) pp. 364-65.

Number of co-operative agricultural farms in Birbhum district: (Q.) pp. 516-17.

Roy, Sj. Nepal

The Calcutta Slum Clearance and Rehabilitation of Slum-dwellers Bill, 1958: pp. 122-23.

Demonstration by hospital employees: p. 92.

Memorandum of All India Insurance Salaried Field Workers' Association: p. 81.

Memorandum from All India Insurance Salaried Field Workers Association: p. 236.

Roy, Dr. Pabitra Mohan

Adjournment motion: p. 309.

Hunger strike in Dum Dum Central Jail: p. 215.

The Industrial Disputes (West Bengal Amendment) Bill, 1957: p. 172.

Kucha drain through North Dum Dum Municipality: (Q.) p. 264.

The Sagore Dutt Hospital Bill, 1958: p. 435.

The West Bengal Taxes on Entry of Goods in Local Areas (Amendment) Bill, 1958: p. 441.

Roy, Sj. Provash Chandra

The Bengal (Rural) Primary Education (Amendment) Bill, 1958: pp. 555-56.

The West Bengal Agricultural Lands and Fisheries (Acquisition and Resettlement) Bill, 1958: pp. 492-93, 528, 535, 536, 544.

Roy, Sj. Rabindra Nath

The R. G. Kar Medical College and Hospital Bill, 1958: p. 47.

Roy, Sj. Saroj

The Bengal (Rural) Primary Education (Amendment) Bill, 1958: pp. 559-60.

Complaint of corruption against the Sub-Registrar, Garbeta: (Q.) pp. 407-408.

Cyclone relief grant to Sripati Siksha Sadan, Garbeta: (Q.) pp. 193-94.

Discontinuance of test relief works in Midnapore district: (Q.) pp. 211-12.

The Indian Red Cross Society (Bengal Branch) (Amendment) Bill, 1958: pp. 233-34.

Sale of forests in East Midnapore Forest Division: (Q.) pp. 518-20.

Starting of test relief works and opening of fair price shops in Garbeta police-station: (Q.) pp. 208-209.

The West Bengal Agricultural Lands and Fisheries (Acquisition and Resettlement) Bill, 1958: pp. 486-87.

The West Bengal Estates Acquisition (Amendment) Bill, 1958: p. 90.

Roy Choudhury, Sj. Khagendra Kumar

Sonarpur-Arapanch Drainage Scheme and failure of Dabu Sluice Gate: (Q.) p. 275.

The West Bengal Agricultural Lands and Fisheries (Acquisition and Resettlement) Bill, 1958: pp. 478-79, 492, 495, 543-44.

Sagore Dutt Hospital Bill, 1958: pp. 424-40.

Roy Choudhury, Sj. Khagendra Kumar—Concld.

Sale of forests in East Midnapore Forest Division: (Q.) pp. 518-20.

Salinity of filtered water supply of the Calcutta Corporation: (Q.) pp. 347-49.

Sarkar, Sj. Amarendra Nath

Number of co-operative agricultural farms in Birbhum district: (Q.) p. 516.

Scarcity and distress in Nandigram thana, Midnapore district: (Q.) pp. 4-7, 10-11.

Scarcity and distress in Nandigram thana, Midnapore district: (Q.) pp. 10-11.

Schemes for encouraging fish culture in the State: (Q.) p. pp. 517-18.

Sen, Sj. Deben

The Bengal Development (Amendment) Bill, 1958: p. 389.

The Calcutta Municipal (Amendment) Bill, 1958: p. 179.

The Calcutta Slum Clearance and Rehabilitation of Slum-dwellers Bill, 1958: pp. 117-21.

Non-official resolution on Farakka Barrage: p. 327.

The R. G. Kar Medical College and Hospital Bill, 1958: pp. 27-28.

The West Bengal Transferred Territories (Assimilation of Laws) Bill, 1958: p. 550.

Sen, Sjkta. Manikuntala

Training of refugees in Ranaghat Women's Camp: (Q.) pp. 141-44.

The West Bengal Children Bill, 1958: pp. 283-86, 287.

Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra

Appointment of salaried Paymasters for test relief work in Kharba police-station: (Q.) p. 146.

Damage to homesteads by floods in Sundarpur union of Murshidabad district: (Q.) pp. 210-11.

Discontinuance of test relief works in Midnapore district: (Q.) p. 212.

Distress in West Dinajpur district due to drought: (Q.) pp. 212-13.

Distribution of galvanised tins for erection of sheds at flood-affected in Uluberia subdivision: (Q.) pp. 249-50.

Introduction of modified rationing in Uluberia subdivision: (Q.) pp. 7-10.

House-building grant to flood-affected people: (Q.) pp. 207-208.

The Indian Red Cross Society (Bengal Branch) (Amendment) Bill, 1958: pp. 245-46.

Lapsing of grants for house rent allowances for female teachers of sponsored free primary school: (Q.) p. 146.

Modified ration shops in Jagatballavpur police-station: (Q.) pp. 209-10.

Non-availability of dealers in rural areas for modified rationing system: (Q.) p. 208.

Requisition of rice in August, 1957, from rice mills: (Q.) pp. 213-14.

Scarcity and distress in Nandigram thana, Midnapore district: (Q.) pp. 4-7, 10-11.

Squatters' colonies establishment after 1950: (Q.) pp. 136-40.

Starting of test relief works and opening of fair price shops in Garbeta police-station: pp. 208-209.

Test relief works in Howrah district: (Q.) p. 215.

West Bengal Prohibition of Eviction of Workers' (Tea Estates) Bill, 1958: p. 62.

Sen, Dr. Ranendra Nath

The Calcutta Slum Clearance and Rehabilitation of Slum-dwellers Bill, 1958: pp. 111-13.

The Industrial Disputes (West Bengal Amendment) Bill, 1957: pp. 161, 162, 172.

On an adjournment motion: pp. 57-58.

The R. G. Kar Medical College and Hospital Bill, 1958: pp. 20, 23-24, 48, 50.

The West Bengal Transferred Territories (Assimilation of Laws) Bill, 1958: pp. 547-48, 553.

[illegible] Sj. Niranjan

The Calcutta Slum Clearance and Rehabilitation of Slum-dwellers Bill, 1958: [illegible]

Non-official Resolution: pp. 75-76.

Pay-scales of Research Assistants of the River Research Institution, West Bengal: (Q.) p. 198.

Re-excavation of Bager Khal in Bijpur police-station: (Q.) pp. 359-60.

Setting up of District Development Councils: (Q.) pp. 469-73.

Setting up of District Development Councils: (Q.) pp. 469-73.

Silting up of Kantakhali Khal within Falta police-stations of 24-Parganas district: (Q.) pp. 148-49.

Silting up of river Bhagirathi at Naihati and Bhatpara: (Q.) pp.

Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra

The R. G. Kar Medical College and Hospital Bill, 1958: p. 54.

The West Bengal Estates Acquisition (Amendment) Bill, 1958: pp. 83, 84, 86, 89, 92, 94, 96, 97.

The West Bengal Agricultural Lands and Fisheries (Acquisition and Resettlement) Bill, 1958: pp. 443-45, 477, 478, 480, 481, 487-89, 493, 496-500, 528, 530, 531-33, 535, 536-37, 544-45.

The West Bengal Premises Tenancy (Amendment) Bill, 1958: pp. 156, 159, 160.

Sonarpur-Arapanch Drainage Scheme and failure of Dabu Sluice Gate: (Q.) pp. 275-77.

Sonarpur-Arapanch Scheme: (Q.) pp. 262-63.

Speaker, Mr. (The Hon'ble Sankardas Banerji)

Announcement by—not to go over the same point again and again: p. 165.

Consent refused by—on the adjournment motions: pp. 57, 156.

Observations by—on the Bengal Development (Amendment) Bill, 1958: pp. 377, 382, 384, 385, 393, 396.

Observations by—on the Bengal Municipal (Amendment) Bill, 1958: pp. 63, 63, 65.

Observations by—on Calcutta Municipal (Amendment) Bill, 1958: pp. 176-78, 182-84.

Observations by—on the Calcutta Slum Clearance and Rehabilitation of Slum-dwellers Bill, 1958: pp. 99, 113, 119.

Observations by—on the memorandum from All-India Insurance Salaried Field Workers' Association raised by Shri Nepal Roy: p. 286.

Observations by—on the Indian Red Cross Society (Bengal Branch) (Amendment) Bill, 1958: pp. 218, 220, 223-24, 230, 237, 241, 244, 247.

Observations by—on the Industrial Disputes (West Bengal Amendment) Bill, 1957: pp. 165, 169, 170, 171, 173-74.

Observations by—on the introduction of the West Bengal Prohibition of Eviction of Workers' Family (Tea Estates) Bill, 1958: p. 61.

Observations by—on the manner of putting supplementary questions: p. 503.

Observations by—on the point of privilege raised by Shri Chitto Basu: pp. 224-27.

Observations by—on the R. G. Kar Medical College and Hospital Bill, 1958: pp. 20, 25-26, 28, 32, 34, 39, 47, 49-50, 56.

Observations by—on the Sagore Dutt Hospital Bill, 1958: pp. 429, 433-34, 438-39.

Observations by—on the West Bengal Agricultural Lands and Fisheries (Acquisition and Resettlement) Bill, 1958: pp. 446, 450.

Observations by—on the West Bengal Agricultural Lands and Fisheries (Acquisition and Resettlement) Bill, 1958: pp. 475-77, 481, 489-91, 493-96, 503.

Observations by—on the West Bengal Agricultural Lands and Fisheries (Acquisitions and Resettlement) Bill, 1958: pp. 526, 528, 529-30, 531, 533, 533, 534, 535, 537-38.

Observations by—on the West Bengal Taxes on entry of goods in local areas (Amendment) Bill, 1958: p. 443.

Squatters' Colonies [illegible] after 1950: (Q.) pp. 136-41.

Starting of test relief works and opening of fair price shops in Garbeta police-stati[illegible] pp. 208-209.

[illegible] on hunger-strike in Dum Dum Central Jail: p. 279.

[illegible] of memorandum of refugees of Sealdah Station to the Chief Minister: 44-45.

Sunderban [illegible]: (Q.) pp. 149-52.

Supply of electricity of Calcutta Electric Supply Corporation and West Bengal Sta[illegible] Electricity Board by D.V.C.: (Q.) pp. 462-65.

Supplementaries to Question No. 85: (Q.) pp. 413-14.

Survey of benefits from Mayurakshi Canal: (Q.) pp. 264-67.

Tah, Sj. Dasarathi

The Bengal Development (Amendment) Bill, 1958: pp. 302-303.
The Bengal (Rural) Primary Education (Amendment) Bill, 1958: pp. 556-57.
Supply of electricity of Calcutta Electric Supply Corporation and West Beng[illegible] State Electricity Board by D.V.C.: (Q.) pp. 462-64.

Taher Hossain, Sj.

Electrification of villages in police-stations of Hirapur and Kalti: (Q.) p. 510.

Test relief works in Howrah district: (Q.) pp. 214-15.

Thakur, Sj. Pramatha Ranjan

Border-district activities of Pakistan: p. 525.

Time fixation for non-official business: p. 474.

Toll charges on Bairghat Pontoon Bridge in Murshidabad district: (Q.) pp. 201-204

Tollygunge Panchannagram Drainage Scheme: (Q.) pp. 153-54.

Total allotment for Second Five-Year Plan for West Bengal: (Q.) p. 510.

Training of refugees in Ranaghat Women's Camp: (Q.) pp. 141-44.

Unnayan Parishad Madhyamik Vidyalaya, Ashokenagar, Habra: (Q.) p. 190.

Upgrading of High Schools of Khandaghosh and Galsi police-stations to Multipurpose Schools: pp. 17-19.

Water-supply in Calcutta: pp. 309-25.

Water-supply in Patelnagar township: (Q.) pp. 515-16.

West Bengal Agricultural Lands and Fisheries (Acquisition and Resettlement) Bill, 1958: pp. 443-50, 475-501, 525-43.

The West Bengal Estates Acquisition (Amendment) Bill, 1958: pp. 83-97.

The West Bengal Children Bill, 1958: pp. 279-96.

The West Bengal Premises Tenancy (Amendment) Bill, 1958: pp. 156-60.

The West Bengal Prohibition of Eviction of Workers' Family (Tea Estates) Bill, 1958, (Non-official): pp. 58-62.

West Bengal Taxes on Entry of Goods in Local Areas (Amendment) Bill, 1958: pp. [illegible]-43.

The West Bengal [illegible] Territories (Assimilation of Laws) Bill, 1958: pp. 545-52.

West Bengal Wakf Act: p. 474.

Yazdani, Dr. Golam

Appointment of Salaried Paymasters for test relief work in Kharba police-station: (Q.) p. 146.

The Calcutta Slum Clearance and Rehabilitation of Slum-dwellers Bill, 1958: p. 125.

Farakka Barrage Scheme: (Q.) pp. 257-59.

The Indian Red Cross Society (Bengal Branch) (Amendment) Bill, 1958: pp. 281-33, 289.

The R. G. Kar Medical College and Hospital Bill, 1958: pp. 48, 56-58

The Sagore Dutt Hospital Bill, 1958: pp. 433-34.

WBGP-61/1-22A-700